শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

অন্বয়বোধিনী, বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা, শাঙ্করভাষ্য, স্বামী কৃষ্ণানন্দকৃত গীতার্থসন্দীপনী এবং স্বামী প্রেমেশানন্দকৃত মন্তব্য সহ

(প্রথম খণ্ড)

উদ্বোধন কার্যালয়

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

অন্বয়বোধিনী, বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা,
শাঙ্করভাষ্য, স্বামী কৃষ্ণানন্দকৃত গীতার্থসন্দীপনী এবং
স্বামী প্রেমেশানন্দকৃত মন্তব্য সহ

(প্রথম খণ্ড)

সঙ্কলক ও সম্পাদক ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
e-mail : baghbazar.publication@rkmm.org

প্রথম প্রকাশ
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর তিথিপূজা
১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

প্রথম পুনর্মুদ্রণ
মাঘ ১৪২৬
January 2020
5C

ISBN : 978-81-938210-9-1

প্রচ্ছদ অলংকরণ ঃ তপন ব্যানার্জি

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

এ-পর্যন্ত উদ্বোধন কার্যালয় থেকে পাঠকদের রুচিভেদে বিভিন্ন ধরনের গীতা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কোনোটি শাঙ্করভাষ্যকে বা শ্রীধরস্বামীকে অনুসরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে; আবার কেবল শাঙ্করভাষ্য বা শ্রীধরস্বামীর টীকার সম্পূর্ণ মূল ও ব্যাখ্যা সহ গীতাও প্রকাশিত হয়েছে। এতসব করার কারণ হলো—অনন্ত ভাবসমৃদ্ধ ভগবানের বাণী "গীতা"-কে নানাভাবে আস্বাদনের সুযোগ করে দেওয়া। গীতা প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, এটি সর্ব উপনিষদের সার যা দোহন করে শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ অমৃত পরিবেশন করেছেন, আর তাই এটি "সর্বশাস্ত্রময়ী"। প্রকাশনার বৈচিত্র্য শুধু সব ভাবের ধর্মপিপাসুর কাছে গীতার মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে, যাতে আধ্যাত্মিক পথের পথিক মাত্রেই সঠিকভাবে গীতার বাণীকে অনুসরণ করতে পারে। গীতা এমন একটি ধর্মগ্রন্থ যার ধর্মতত্ত্ব যুগ যুগ ধরে শুধু অধ্যাত্মপিপাসুর জিজ্ঞাসারই সমাধান করেনি, সংসারীর জীবনপথের সমস্ত সমস্যার সমাধানে পথনির্দেশও করেছে এবং তাই বহু কাল থেকে এর মূল্য বিশ্বজুড়ে। বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"গ্রন্থ নয় গ্রন্থি"; আবার তিনি এও বলতেন যে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাক, একখানি গীতা থাকবে। ভক্তিকামনা যেমন কামনার মধ্যে নয়, গীতা গ্রন্থটিও গ্রন্থি বন্ধনের মধ্যে পড়ে না। এক অদ্ভুত ইতিবাচক ও আশাজাগানিয়া গ্রন্থ এটি, যা অক্লেশে আধ্যাত্মিক পথের পথিককে আশ্বস্ত করে বলে—এ জগৎ তো বটেই, পরজগতেও তার বিনাশ নেই, আর কল্যাণ পথের পথিকের কখনো দুর্গতি হয় না। ব্রাহ্মণ, পুণ্যবান, ভক্ত—এদের কথা ছেড়েই দাও—দুরাচার, সব পাপীর চেয়েও পাপী হও অথবা পাপযোনিসম্ভূত হও, কিন্তু যদি ঈশ্বরের ভজনা অনন্যমনে কর, তাহলে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে শাশ্বত শান্তিলাভ করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য উপমায় গীতা সম্পর্কে বলতেন—"গীতার অর্থ কী? দশ বার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' দশ বার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করো।" পরিব্রাজক গীতামূর্তি স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দণ্ড কমণ্ডলু ছাড়া একটি গীতা থাকত।

গীতার উপদেশ মানুষকে জীবনমুখী অর্থাৎ কর্মমুখী করে; তামসিকতাকে দূরে ঠেলে রজোগুণী কর্মের মধ্য দিয়ে সত্ত্বে উত্তরণ ঘটায়। গীতায় জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ—এই চারটি পথ সম্বন্ধেই উপদেশ ও নির্দেশ আছে। মানুষ নিজের নিজের প্রকৃতি ও ধর্ম অনুসারে যেকোনো একটি পথ অনুসরণ করতে পারে কিংবা সব পথের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরম লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ—শুধু যুদ্ধরথের সারথি নন, জীবনরথেরও। তাই সে-রথকে আমরা আঠারোটি অধ্যায়ে, বিষাদযোগ দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে মোক্ষযোগে

উত্তীর্ণ হতে দেখি। ধর্ম, জাতি, বর্ণ, নির্বিশেষে যে-কেউ যদি দেহরথে ভগবানকে সারথি করে তোলে, তাহলে সে সাধারণ মানব থেকে দেবমানবে উত্তীর্ণ হতে পারে। তাই গীতা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে গীতা এক মহান পথপ্রদর্শক। আজকের এই অস্থিরতার যুগে যুবক থেকে বৃদ্ধ—সব বয়সের মানুষের গীতা-অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণের কাছে গীতাকে আরো সহজলভ্য ও সহজবোধ্য করার জন্য পূজনীয় স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ সব বয়সের পাঠকের উপযোগী করে এবং সেইসঙ্গে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের গভীরভাবে গীতা অধ্যয়নের কথা ভেবে বর্তমান গ্রন্থে একত্রে গীতার বিষয়বস্তুগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে দিয়েছেন। যেমন, প্রতিটি শ্লোকের সঙ্গে রয়েছে শ্লোকের অন্বয়বোধিনী, সরল বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, শ্রীধরস্বামীর টীকা, শাঙ্করভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতার্থসন্দীপনী এবং স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজের সরল মন্তব্য।

পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে গ্রন্থটি দুটি খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো ঃ শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; সেইসঙ্গে ব্যাকরণ, টীকা, ভাষ্য ও মন্তব্য থাকায় গীতার অন্তর্নিহিত ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, গীতার এই বিশেষ সংস্করণটি অধ্যয়ন করে অধ্যাত্মপিপাসু ব্যক্তিগণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ভাব ও ভাবনা দ্বারা সমৃদ্ধ হবেন এবং জীবনে চলার পথে নতুন আলোকের সন্ধান পাবেন। "শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ট্রাস্ট মন্দির"-কে আমাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বইটির প্রকাশনার কাজে নিযুক্ত সর্বশ্রী সুহাসচন্দ্র রায়, পঙ্কজ ঘোষ, ব্রহ্মেশ্বর ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ মিত্র, সুকুমার ব্যানার্জি, দ্বারিকানাথ কুণ্ডু, দুলালচন্দ্র শী, তাপস পাল, পল্লব রায়, রামকৃষ্ণ মুখার্জি, রাখালচন্দ্র ঘোষ, লিখন গোস্বামী, অঞ্জন ব্যানার্জি, তপন ব্যানার্জি, সুমন মণ্ডল, অনুপ মল্লিক ও হিমাদ্রি রায়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর তিথিপূজা
১৮ ডিসেম্বর ২০১৯

স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ

প্রাক্‌কথন

১৯৫৬ সালে আমরা যখন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যাই, তখন সেখানে শ্রীমা সারদাদেবীর শিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ ছিলেন। যে দু-এক দিন সেখানে ছিলাম, মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি একখানি পাতলা বই আমাকে উপহার দেন—নাম গীতা-সার-সংগ্রহঃ—সমগ্র গীতা থেকে বেছে বেছে একশো শ্লোকের সংগ্রহ। বইটিতে মূল শ্লোক, শব্দার্থ, অন্বয়, ব্যাকরণ এবং টিপ্পনী আছে। এর ফলে কোনো উৎসুক পাঠক অন্যের সাহায্য ছাড়াও ধীরে ধীরে গীতার রস পেতে পারেন।

এরপর আমার ব্রহ্মচারী হিসাবে সারগাছি আশ্রমে যোগদানের পর স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজ আমাকে গীতাপাঠের জন্য উৎসাহিত করেন; কিন্তু তখন দেখি কোনো পুস্তকেই ঠিক গীতা-সার-সংগ্রহঃ-এর মতো বিন্যাস নেই। সর্বত্রই প্রায় মূল অনুবাদ পাই, কিন্তু ব্যাকরণের অভাব খুবই বোধ করি। কখনো এ-বই, কখনো ও-বই, কখনো অভিধানের সাহায্যে এগোতে হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সে-সময় প্রেমেশ মহারাজের কাছে একটি বৃহদাকার গীতা দেখি, নাম শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—সঙ্কলক ঃ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, কাশী যোগাশ্রম থেকে প্রকাশিত। এই বই-এর মধ্যে ব্যাকরণ ছাড়া প্রায় অন্যান্য বিষয়গুলি প্রতি শ্লোকেই পাওয়া যায়। তদুপরি এর মধ্যে শাঙ্করভাষ্য এবং শ্রীধরস্বামীর টীকা প্রতি শ্লোকের সঙ্গে থাকায় উৎসাহী পাঠকের পক্ষে একটি সার্বিক ধারণা করা অনেক সহজ হয়। আমাদের এই পুস্তকে আমরা প্রধানত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পরিকল্পনাকেই প্রাধান্য দিয়েছি। যদি কৃষ্ণানন্দ স্বামী লিখিত পুস্তকটির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা থাকত, হয়তো আমাদের এই প্রয়াসের প্রয়োজন হতো না।

কিছু কাল পূর্বে বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বরিষ্ঠ আচার্য স্বামী জুষ্টানন্দ অনেক শ্রম স্বীকার করে ব্রহ্মচারিবৃন্দকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সমগ্র গীতার ব্যাকরণ তৈরি করেছিলেন।

১৯৬০ সালে যখন প্রেমেশ মহারাজের সেবা করতাম তখন মধ্যে মধ্যে তিনি কোনো কোনো অধ্যায়ের কিছু কিছু শ্লোকের ব্যাখ্যা বলতেন; আমিও অপটু হস্তে তা লিখে রাখতাম। বহু কাল সঙ্গে সঙ্গে ছিল। ২০০৪ সালে উদ্বোধন পত্রিকায় সেগুলি পাঠালে তৎকালীন সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দ যত্ন সহকারে দেখে দিয়ে সেগুলি প্রকাশ করেন।

২০১০ সালে মনে হলো—যদি সমগ্র গীতার এমন একটি সংস্করণ বের হয় যা গীতা-সার-সংগ্রহঃ-এর ধরনের হবে—বেশ হয়। ইচ্ছা, কৃষ্ণানন্দ স্বামীর গীতা-র এবং গীতা-সার-সংগ্রহঃ-এর অনুসরণে যদি স্বামী জুষ্টানন্দ-কৃত ব্যাকরণ অংশ তাতে সংযুক্ত হয়, ভবিষ্যৎ গীতাপ্রেমীদের অনেক সুবিধা হবে। সেইসঙ্গে উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেমেশ

মহারাজের গীতার মন্তব্য সংযোজিত হলে পুস্তকটি এক অভিনব মাত্রা পাবে। ভুল-ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে নিশ্চয়ই।

উদ্বোধন প্রকাশিত স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত এবং স্বামী জগদানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পুস্তক থেকে প্রস্তাবনা, ভূমিকা প্রভৃতি আমরা হুবহু সংগ্রহ করেছি।

বর্তমান পুস্তকে বিষয়বস্তুর ক্রম এইরূপ হবে—(১) শ্লোক, (২) অন্বয়বোধিনী, (৩) বঙ্গানুবাদ, (৪) ব্যাকরণ, (৫) শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা, (৬) শাঙ্করভাষ্য, (৭) গীতার্থসন্দীপনী ও (৮) স্বামী প্রেমেশানন্দকৃত মন্তব্য।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রকাশিত গীতার ওপর লেখা অন্যান্য ইংরেজি ও বাংলা বই-এর সাহায্যে যেকোনো পাঠক যদি আন্তরিকভাবে গীতার শ্লোকগুলির অনুধ্যান করতে উৎসাহী হন—তিনি ভগবানের কৃপায় শান্তিলাভ করবেন।

প্রেমেশ মহারাজ হৃষীকেশে স্বর্গাশ্রমে সাধনকালে গীতার ওপর একটি প্রশ্নমালা তৈরি করেছিলেন কেন জানি না, সম্ভবত গীতা-সার-সংগ্রহঃ-এর সঙ্গে তা যুক্ত করবেন বলে। এত দিন অপ্রকাশিত সেই প্রশ্নমালাও আমরা এই পুস্তকের সঙ্গে সংযুক্ত করেছি।

১/১/২০১৯ **স্বামী সুহিতানন্দ**

সূচিপত্র

গীতা ও গীতাপ্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ

"গীতার অর্থ কী? দশ বার বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা', দশ বার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা করো। সাধুই হোক, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ করতে হয়।"

* * *

"গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধন করো।"

* * *

"আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন, বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। গীতার সার—দশ বার গীতা বললে যা হয়—অর্থাৎ, 'ত্যাগী, ত্যাগী'।"

* * *

"অভ্যাসযোগের দ্বারা কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি ত্যাগ করা যায়। গীতায় এ-কথা আছে। অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে, তখন ইন্দ্রিয়সংযম করতে—কাম, ক্রোধ বশ করতে—কষ্ট হয় না। যেমন কচ্ছপ হাত-পা টেনে নিলে আর বাহির করে না; কুড়ুল দিয়ে চারখানা করে কাটলেও আর বাহির করে না।"

* * *

"আবার ভক্তদের ভিতর থাক থাক আছে—উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ-সব আছে।"

* * *

"যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় তিনি বলেছেন, 'হে অর্জুন, তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সবরকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করব।' তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সবরকম বিকার দূরে যাবে।"

* * *

"গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে, তা-ই হবে। ভরতরাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিল। তাই ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য সাধন করা চাই। রাত-দিন তাঁর চিন্তা করলে মরবার সময়ও সেই চিন্তা আসবে।"

* * *

স্বামী বিবেকানন্দ

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গন। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আধিপত্যলাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা—কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পাণ্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এত দিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবরা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্রমেদিনী দিতেও রাজি হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতি-বন্ধুরা—একপক্ষে কৌরব-ভ্রাতৃগণ, অপরপক্ষে পাণ্ডবরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া এবং (যুদ্ধকালে) তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে—এই কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্রত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুতঃ, এখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেকসময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোনো কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোনো মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কত বার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

"হে ভারত (অর্জুন), উঠো, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ করো, ত্যাগ করো এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম করো।"—এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার সূচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেন ঃ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা প্রতিরোধ না করা কত ভাল, ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না।

এক্ষণে কথা হইতেছে—গীতা জিনিসটিতে আছে কী? উপনিষদ্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন, জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ—তাহার শিকড়-কাঁটা-পাতা সবসমেত। আর গীতাটি কী—গীতার মধ্যে এই সত্যগুলি লইয়া অতি সুন্দররূপে সাজানো—যেন ফুলের মালা বা সুন্দর ফুলের তোড়া। উপনিষদে শ্রদ্ধার কথা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি সম্বন্ধে কোনো কথা নাই বলিলেই হয়। গীতায় কিন্তু এই ভক্তির কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে এবং এই ভক্তির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

এক্ষণে গীতা যে-কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, দেখা যাউক। পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কী? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও যে-সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, নিষ্কাম কর্ম—এই নিষ্কাম কর্ম অর্থে আজকাল অনেকে অনেক রূপ বুঝিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, নিষ্কাম হওয়ার অর্থ—উদ্দেশ্যহীন হওয়া। বাস্তবিক তাহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তাহা হইলে তো হৃদয়শূন্য পশুরা এবং দেওয়ালগুলিও নিষ্কামকর্মী; অনেকে আবার জনকের উদাহরণে নিজেকে নিষ্কাম কর্মিরূপে পরিচিত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু জনক তো পুত্রোৎপাদন করেন নাই, কিন্তু ইঁহারা পুত্রোৎপাদন করিয়াই জনকবৎ পরিচিত হইতে চান। প্রকৃত নিষ্কাম কর্মী পশুবৎ জড়প্রকৃতি বা হৃদয়শূন্য নন। তাঁহার অন্তর এতদূর ভালবাসায় ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ যে, তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারেন। এইরূপ প্রেম ও সহানুভূতি লোকে সচরাচর বুঝিতে পারে না। এই সমন্বয় ভাব ও নিষ্কাম কর্ম—এই দুইটি গীতার বিশেষত্ব।

অতঃপর, তাঁহার কথা আলোচনা করা যাউক, যিনি নানাভাবে পূজিত হইয়া থাকেন, যিনি আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী সকলেরই পরমপ্রিয় ইষ্টদেবতা। আমি তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি, ভাগবতকার যাঁহাকে অবতার বলিয়া তৃপ্ত হন নাই, বলিয়াছেন—"এতে চাংশকলা পুংসঃ, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"—অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

যখন আমরা তাঁহার বিধিভাবসমন্বিত চরিত্রের বিষয় আলোচনা করি, তখন কিছুমাত্র আশ্চর্য বোধ হয় না যে, তাঁহার প্রতি এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তিনি একাধারে অপূর্ব সন্ন্যাসী ও অদ্ভুত গৃহী ছিলেন; তাঁহার মধ্যে বিস্ময়কর রজঃশক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অথচ তাঁহার অদ্ভুত ত্যাগ ছিল। গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কখনোই বুঝা যাইতে পারে না; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন; তিনি অনাসক্তির মহৎ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি অনেককে রাজা করিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন না; সেই-ই সমগ্র ভারতের নেতা, যাঁহার বাক্যে রাজগণ নিজ নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং রাজা হইতে ইচ্ছা করেন নাই।

আমরা এখন গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিব। এখানেও আমরা দেখিতে পাই,

গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কখনও হয় নাই, হইবেও না। শ্রুতি বা উপনিষদের তাৎপর্য বুঝা বড় কঠিন; কারণ, ভাষ্যকারেরা সকলেই নিজেদের মতানুযায়ী উহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে, যিনি শ্রুতির বক্তা, সেই ভগবান নিজে আসিয়া গীতার প্রচারকরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝাইলেন, আর আজ ভারতে সেই ব্যাখ্যা-প্রণালীর যেমন প্রয়োজন—সমগ্র জগতে উহার যেমন প্রয়োজন, আর কিছুরই তেমন নহে। আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতাগণ এমনকী গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াও অনেকসময়ে ভগবদুক্ত বাক্যের তাৎপর্য ধরিতে পারেন নাই। গীতাতে কী দেখিতে পাওয়া যায়? একজন অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার কোনো উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; শ্রুতিতে অনেক দ্বৈতভাবাত্মক বাক্য রহিয়াছে; তিনি কোনোরূপে সেগুলিকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের মনোমতো অর্থ তাহা হইতে বাহির করিলেন। আবার দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারও অদ্বৈতবাদাত্মক বাক্যগুলিকে ভাঙিয়া-চুরিয়া দ্বৈত অর্থ করিলেন। কিন্তু, গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য এইরূপ বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান বলিতেছেন, এগুলি সব সত্য; জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরমলক্ষ্যে অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতাতে এইভাবে বেদের তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে, এমনকী কর্মকাণ্ড পর্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে, আর ইহা দেখানো হইয়াছে যে, যদিও কর্মকাণ্ড সাক্ষাৎ-ভাবে মুক্তির সহায় নহে, গৌণভাবে মুক্তির সহায়, তথাপি উহা সত্য; মূর্তিপূজাও সত্য, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপও সত্য; শুধু একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে—চিত্তশুদ্ধি। যদি হৃদয় শুদ্ধ ও অকপট হয়, তবেই উপাসনা সত্য হয় এবং আমাদিগকে চরমলক্ষ্যে লইয়া যায়, আর এই সব বিভিন্ন উপাসনা প্রণালীই সত্য, কারণ সত্য না হইলে সেগুলির সৃষ্টি হইল কেন? আধুনিক অনেক ব্যক্তির মত—বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় কতকগুলি কপট দুষ্ট লোক স্থাপন করিয়াছে, তাহারা কিছু অর্থ-লালসায় এই সকল ধর্ম ও সম্প্রদায় সৃষ্টি করে। এই কথা একেবারে ভুল। তাঁহাদের ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হউক না কেন, উহা সত্য নহে; ঐগুলি ঐরূপে সৃষ্ট হয় নাই। জীবাত্মার স্বাভাবিক প্রয়োজনে ঐগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণির মানবের ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সেগুলির অভ্যুদয় হইয়াছে—সুতরাং, উহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কোনো ফল নাই। যেদিন সেই প্রয়োজন আর থাকিবে না, সেই দিন সেই প্রয়োজনের অভাবের সঙ্গে সেগুলিও লোপ পাইবে আর যত দিন এই প্রয়োজন থাকিবে, তত দিন তোমরা যতই ঐগুলির তীব্র সমালোচনা কর না কেন, যতই ঐগুলির বিরুদ্ধে প্রচার কর না কেন, ঐগুলি অবশ্যই থাকিবে। তরবারি, বন্দুকের সাহায্যে পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পার, কিন্তু যত দিন প্রতিমার প্রয়োজন থাকিবে, তত দিন প্রতিমাপূজা থাকিবেই থাকিবে। এই বিভিন্ন অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান অবশ্যই থাকিবে, আর আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বুঝিতে পারিতেছি, সেগুলির কী প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুকাল পরেই ভারতের ইতিহাসে এক শোচনীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। গীতাতে দূরাগত ধ্বনির মতো সম্প্রদায়সমূহের বিরোধ কোলাহল আমাদের কানে আসে,

আর সেই সামঞ্জস্যের অদ্ভুত উপদেষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিরোধ মিটাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।"—যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতেই সব ওতপ্রোত রহিয়াছে।

আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করিয়া ঊর্ধ্বে এবং সম্মুখে আগুয়ান মানবজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শেখানোই শ্রীকৃষ্ণের মহতী কীর্তি। তাঁহার বিশাল হৃদয়ই সর্বপ্রথম সকল মতের মধ্যে সত্যকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই প্রত্যেক মানুষের জন্য সুন্দর কল্যাণকর কথা প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।

...তাঁহার বাণীর দুইটি প্রধান ভাব ঃ প্রথম—বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়; দ্বিতীয়—অনাসক্তি। মানুষ রাজসিংহাসনে বসিয়া, সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া, জাতিসমূহের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিয়াও চরম লক্ষ্য—পূর্ণতায় পৌঁছাইতে পারে। কৃষ্ণের মহাবাণী যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রচারিত হইয়াছিল।

গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ্ ভারতের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।... উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে। সেগুলি এমনইভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই। কোনো অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। কর্মের জন্য কর্ম। পূজার জন্য পূজা। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র।

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত—নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোনো দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবিপ্রতিভা, বিনয়—সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান। গীতায় এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান পুরুষের প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি মানুষ তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা কর—তোমরা তাঁহাকে জান বা না জান—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি।

তাহার পর হৃদয়বত্তা! শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তির এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ!

শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিয়াছেন ঃ যিনি প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী।

প্রস্তাবনা

গীতার পটভূমিকা হিসাবে বৈদিক ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ এবং সেই শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের স্থান না জানলে গীতা সম্যগ্‌রূপে বোঝা যায় না। আপনারা সকলে ধর্মপরায়ণ। আপনাদের যে ধর্ম তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম—স্বামীজীর কথায় বৈদিক বা বৈদান্তিক ধর্ম। তার ভিতরে কী রয়েছে, তা জানা আপনাদের অবশ্যকর্তব্য। একজন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর ধর্ম কী, তিনি বলবেন, "আমি মুসলমান" এবং হয়তো কোরান থেকে কিছু উদ্ধৃতিও দেবেন। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ঐ প্রশ্ন করা হলে অনেকেই পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারবেন না। কেউ কেউ কিছু কিছু পুরাণকাহিনি, রামায়ণ-মহাভারতের কিছু কথা, অথবা গীতার অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে কিছু হয়তো বলতে পারবেন। আমরা হিন্দু। কিন্তু আমাদের নিজেদের ধর্মের ওপর আমাদের ততটা টান নেই, যতটা আছে খ্রিস্টান বা মুসলমানদের তাদের নিজেদের ধর্মের ওপর। স্বামীজী একবার কাশ্মীরে গিয়ে একজন দরিদ্র মুসলমান বৃদ্ধা রমণীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মা, তোমার ধর্ম কী?" তাতে সেই রমণীটি বলেছিলেন, "খুদা কী মেহরবানিসে ম্যায় তো মুসলমানি হুঁ।"—ভগবানের দয়ায় আমি মুসলমানি। আমরা কিন্তু ঠিক এইভাবে অনুভব করি না যে, ভগবানের অপার করুণায় আমরা হিন্দু। এই হিন্দুধর্মের ভিতর ধর্মের যা-কিছু উৎকৃষ্ট ভাব সবই নিহিত রয়েছে, একথা আমরা অনুভব করি না। আচারগতভাবে আমরা হিন্দুধর্মকে গ্রহণ করেছি এবং আমাদের অধিকাংশ ধর্মীয় অনুষ্ঠানই হচ্ছে আচারগত। সেটাকেই আমরা হিন্দুধর্ম বলে মনে করেছি। কিন্তু বৈদিক যে-ধর্ম সেটাকে আমরা বুঝতে পারি না। সেটা বোঝা কঠিনও। কেননা, বেদের ভাষা প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা থেকে পৃথক এবং সেটা বোঝা সহজ নয়।

সেজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বেদান্তের তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন, যাতে আমরা আমাদের বৈদিক ধর্মের যে-শিক্ষা, সেই শিক্ষা লাভ করতে পারি। তাই গীতা হচ্ছে হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। তবে গীতা পাঠ করলেই গীতার অর্থবোধ হয় না। ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন, এটি "দুর্বিজ্ঞেয়ার্থ"—এই শাস্ত্রের অর্থ বোঝা অত্যন্ত কঠিন। গীতাশাস্ত্র শুনতে হয় উত্তম শিক্ষকের কাছে, জানতে হয় তার তত্ত্ব কী। তবেই গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। গীতায় যে শ্লোকগুলি আছে সেগুলি কেবলমাত্র পাঠ করে আমাদের পিপাসা নিবারিত হতে পারে না। অর্থ-নির্ণয় ব্যতিরেকে গীতাপাঠ সম্পূর্ণ সার্থক হয় না।

গীতাশাস্ত্রের উদ্‌গাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা পুরাণাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে, কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থের কিয়দংশ অর্বাচীন। তা থেকে আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অনেক কাহিনি জানতে পারি বটে, কিন্তু তাঁর যে ঐতিহাসিক রূপ সেটা জানতে পারি না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে

বলা হয়েছে, "গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ"; তিনি হচ্ছেন কপট মনুষ্য; তিনি ভগবান, কিন্তু তিনি মনুষ্যরূপ ধারণ করে আমাদের ভিতর অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি গূঢ়, লোককে জানতে দেন না তাঁর স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের ভিতর অনেক অবতারের কথা বলা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অন্য সমস্ত অবতার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ।" অর্থাৎ, এঁরা পরমপুরুষের অংশ বা কলা। আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" অর্থাৎ, কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এই কৃষ্ণ কে ছিলেন? কোন্ গ্রন্থের ভিতর দিয়ে আমরা কৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে পারি? কৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন কি না? কৃষ্ণ কবিদের মানসসৃষ্টি কি না? এ-সম্বন্ধে জানার প্রয়োজন আছে।

সেজন্যই এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে, শ্রীকৃষ্ণ বলে কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কি না। ঋগ্বেদের ভিতর একজন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তিনি একটি গোষ্ঠীর অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আর বিশেষ কিছু উল্লিখিত হয়নি। তারপর শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন, সেটি হচ্ছে উপনিষদের যুগ। ছান্দোগ্য উপনিষদে একজন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা হয়েছে। তিনি দেবকীপুত্র। ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য। তিনি ঘোর আঙ্গিরসের কাছে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষার মধ্যে যেটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে—সেটি হচ্ছে ব্রহ্মতত্ত্বের শিক্ষা। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শিখিয়েছিলেন মৃত্যুর সময়ে কীভাবে ভগবানের শরণ নিতে হয়। তিনি "অক্ষত", "অচ্যুত"—তাঁর কোনো ক্ষরণ নেই, তাঁর কোনো চ্যুতি নেই, তিনি হচ্ছেন পরমব্রহ্ম, পরমতত্ত্ব। এই পরমতত্ত্বের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে। সেই তত্ত্ব আমরা গীতাগ্রন্থেও পাই; অর্থাৎ, সেখানে সংক্ষিপ্তভাবে যা বলা হয়েছে গীতায় তা আমরা বিশদভাবে পাই। সেজন্য পাশ্চাত্য এবং আমাদের দেশের যে-সকল পণ্ডিত বলে থাকেন যে, গীতাকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে কেউ ছিলেন না, গীতা অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ, তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের এই দিকটি ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখেননি।

তারপর, আমরা ইতিহাসেও একটি উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি, সেটি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে—খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। মেগাস্থিনিস যখন চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এসেছিলেন, সে-সময়ে সেখানে তিনি বলছেন যে, যারা শৌরসেনীয় তাদের মধ্যে তিনি হেরাক্লিসের উপাসনা প্রচলিত আছে দেখেছেন। কোন্‌খানে? না, তিনি বলছেন ক্লীসোবোরা ও মেথোরাতে। এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপাসিত হচ্ছেন ক্লীসোবোরা এবং মেথোরায়। ক্লীসোবোরা হয়তো কৃষ্ণপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন আর মেথোরা হচ্ছে মথুরা। এই কৃষ্ণপুর ও মথুরাতে তাঁর উপাসনা হতো। শৌরসেনীয় অর্থাৎ শূরসেনের বংশের লোকেদের মধ্যে এই উপাসনা প্রচলিত ছিল। এ থেকে মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ তখন একটি গোষ্ঠীর লোকের কাছে ভগবানরূপে প্রতিভাত ছিলেন।

তার পরের দিকে যদি আমরা চলে আসি তাহলে দেখব, এই উপাসনা ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে। পণ্ডিতেরা অনুসন্ধান করে বলেছেন যে, একটি ধর্ম উদ্ভূত হয়েছিল, যার নাম ভাগবত ধর্ম। সেই ভাগবত ধর্মের উদ্ভবকালকে বলা হয়েছে অষ্টম শতক। আমাদের কিন্তু বিচার করে মনে হয় যে, এই ভাগবত ধর্মের উদ্ভব মহাভারতের সমসাময়িক কালে। জনৈক ইতিহাসবিদের মতে,

মহাভারতের উদ্ভবকাল খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর পূর্বে। মোটামুটিভাবে আড়াই হাজার বা তিন হাজার বছর পূর্বের বলে এটিকে আমরা গ্রহণ করেছি। কেননা, স্বামী বিবেকানন্দের লেখার ভিতর দেখতে পাচ্ছি, মহাভারতের যে-যুদ্ধ, সেটি সঙ্ঘটিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। তাহলে সে-সময়টি খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর বলেই ধরতে হয়। সে-সময় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল, মহাভারত লিখিত হয়েছিল, বা মহাভারতের যে-কাহিনি তার সারাংশ প্রচলিত ছিল এবং একটা বিরাট যুদ্ধ—যে-যুদ্ধে ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ যোগদান করেছিলেন, সেই বিরাট যুদ্ধে ভারতবর্ষের একটা সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বের মানুষ বলেই আমরা গ্রহণ করি এবং সে-সময়ই গীতা কথিত হয়েছিল বলে মনে হয়। গীতার ধর্মে একটা নতুন কিছু রয়েছে, যার জন্য তাকে সমস্ত বৈদিক ধর্মের সারসংগ্রহ বলা যেতে পারে। আর গীতার সমকালেই অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরে ভাগবত ধর্মও প্রচলিত ছিল। ভাগবত ধর্ম হয়তো একটা সীমিত জায়গায় আবদ্ধ ছিল—মেগাস্থিনিসের সময় পর্যন্ত যেটা মথুরা, কৃষ্ণপুর বা বৃন্দাবন ও সন্নিহিত অন্যান্য অংশে একটি গোষ্ঠীর ভিতরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমে এই ভাগবত ধর্ম ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করতে আরম্ভ করল। আমরা যখন খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এসে পৌঁছাই, তখন দেখি মধ্যভারতে বেসনগর বলে একটি জায়গা আছে, যার প্রাচীন নাম ছিল বিদিশা। এই বিদিশাতে একটি গরুড়ধ্বজ ছিল, যেটি এখনও আছে। এই গরুড়ধ্বজ সাধারণত শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরের সামনে থাকে। যে গরুড়ধ্বজটি সেখানে রয়েছে তার ওপরে লেখা আছে "দেবদেবস্য বাসুদেবস্য"—দেবদেব যে বাসুদেব, সেই বাসুদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এটি নির্মিত হলো। কার দ্বারা এটি নির্মিত হলো? "Heliodorus the Bhagavata"-এর দ্বারা—হেলিওডোরাস, যিনি ভাগবত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী তাঁর দ্বারা। ইনি একজন গ্রিক।

কাজে কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতের বাইরেরও যেসব জাতি ভারতের সংস্পর্শে এসেছে, তাদের মধ্যেও এই ভাগবত ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই ভাগবত ধর্মের প্রচার শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন। তিনি ধর্মস্থাপনের জন্য এসেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা দুরাচার রাজন্যবর্গকে বিনাশ করা হয়েছিল। তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন এজন্যই—যা গীতাতেই তিনি স্বয়ং বলেছেন, "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" এই আবির্ভাবের মাধ্যমে অপূর্ব গীতাশাস্ত্র তিনি সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যদিও তাঁর সময়কাল নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। পণ্ডিতেরা এ-বিষয়ে নানান মত পোষণ করলেও আমাদের ধারণা—যা আগেই বলেছি—তিনি খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছরে বর্তমান ছিলেন এবং তখনই তিনি এই মহাগ্রন্থ গীতা অর্জুনকে উপদেশ করেছিলেন। গীতাগ্রন্থ তখন থেকে প্রচলিত, আর তাঁর যে-উপদেশ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, একসময় তাকে বলা হতো ভাগবত ধর্ম।

এই ভাগবত ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলে কেন মনে করা হতো না? কেন একে আলাদা একটা মতবাদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল? তার কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, যে-সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-সময় বৈদিক ধর্মের যে-কর্মকাণ্ড সেটি অনুশীলিত হতো এবং বলা হতো সেটিই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এমনকী, আমরা দেখতে পাই, মহারাজ যুধিষ্ঠির বৈদিক রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। তাঁর

বংশের জনমেজয় (অর্জুনের প্রপৌত্র—পরীক্ষিতের পুত্র), তিনিও সর্পসত্র মহাযজ্ঞ ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। ফলত, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তৎকালীন সমাজে যাগযজ্ঞাদি যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। গীতায় আমরা দেখি শ্রীকৃষ্ণ এই কামনামূলক বৈদিক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন, ঈশ্বরে ভক্তির কথা বলেছেন। এসব কারণে তাঁর প্রচারিত ধর্মকে বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা বলে মনে করা হতো।

ধর্মের যে আসল তত্ত্ব সেটা সে-সময়ে ছিল গুহাহিত। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" সেটা বাইরে প্রচারিত ছিল না, থাকত কিছুটা অরণ্যের ভিতরে আরণ্যক হিসাবে। তা ছিল রহস্যবিদ্যা। সেই রহস্যবিদ্যা প্রকাশিত হতো মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে। ভাগবত ধর্মের সাহায্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধর্মকে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করলেন। তখন বেদপাঠের অধিকার সকলের ছিল না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ছাড়া স্ত্রীজাতি ও শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার ছিল না। তাই ঔপনিষদিক ধর্মের অধিকার সর্বসাধারণের ছিল না। যে-ধর্ম ব্রাহ্মীস্থিতিতে নিয়ে যায়, যে-ধর্ম হচ্ছে ঔপনিষদিক, সেই ধর্মকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিতভাবে সাধারণ্যে প্রচার করলেন। গীতার ভিতর দিয়ে সেটি উপস্থাপিত হওয়ায় তা সর্বসাধারণের কাছে এল। এভাবে গীতারূপ ভাগবত ধর্ম সকলের জন্য, সর্বসাধারণের জন্য, বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণির স্ত্রী-পুরুষের জন্য কৃপা করে ভগবান ছড়িয়ে দিলেন সমগ্র ভারতবর্ষে।

এর পরেও আমরা দেখছি যে, এই ভাগবত ধর্ম অনেকে গ্রহণ করেছে, এমনকী খ্রিস্টীয় ৩য়-৪র্থ শতকেও গুপ্তরাজ-বংশীয় রাজারা নিজেদের সম্বোধন করতেন পরম ভট্টারক, পরম ভাগবত বলে। নিজেদের তাঁরা ভাগবতধর্মী বলে উল্লেখ করতেন। সুতরাং, ধীরে ধীরে বহু কাল ধরে এই ভাগবত ধর্মের প্রসার হয়েছিল—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা তার উল্লেখ দেখছি। তারপর পুরাণাদি গ্রন্থের দ্বারা, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা এই ভাগবত ধর্ম বহুল প্রসারলাভ করেছিল। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে আমরা একটা সমাধানে এসে পৌঁছালাম। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং তিনি যে ভাগবত ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাতেও কোনো সংশয় নেই।

এখন আমরা একটু আলোচনা করি যে, গীতার ভিতরে কী রয়েছে আর গীতা পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য কী? পণ্ডিতেরা, বিশেষ করে শ্রীযুত তিলক প্রমুখ মনীষিবৃন্দ একথাই বলেছেন যে, গীতার প্রধান শিক্ষা হচ্ছে কর্মযোগ। কিন্তু আমরা যদি গীতাকে একটু ভাল করে অনুশীলন করি, তাহলে দেখতে পাব এটি একটি অপূর্ব সমন্বয়-গ্রন্থ। এর ভিতরে শুধু যে কর্মযোগ বলে একটিই যোগ আছে, তা নয়। গীতাগ্রন্থে তৎকাল পর্যন্ত হিন্দুধর্ম বা বৈদিক ধর্মের যত কিছু চিন্তাধারা ছিল, সেই সমস্ত চিন্তাধারাকে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রহণ করে সমন্বিত করা হয়েছে, মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয়সাধন আমরা গীতার ভিতরে দেখতে পাচ্ছি। এই সমন্বয়সাধনের ভিতরে দেখা যাচ্ছে, যে-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড সে-সময় সমাজে প্রচলিত ছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমত তার সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন"—হে অর্জুন, এই বেদের ভিতর সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের বিষয় রয়েছে; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, গুণাদির ঊর্ধ্বে চলে যাও। যজ্ঞাদি

করলে কী হয়? না—ত্রিগুণের ভিতরে থাকতে হয়। সেজন্য তিনি গীতামুখে বেদের কর্মকাণ্ডের কিছু সমালোচনা করলেন।

কিন্তু সেখানেই থামলেন না, যজ্ঞাদি বিষয়ে সাধারণের যে-দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পালটে দিলেন। সেটাকে একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বললেন, নানারকম যজ্ঞ আছে—দ্রব্যযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ইত্যাদি। এসব যজ্ঞ যাঁরা করেন, তাঁরা সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যজ্ঞ ভিন্ন কিছু হয় না। যজ্ঞ থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে শস্য হয়। শস্য থেকেই প্রাণীদের শরীর উৎপন্ন হয়। ভগবান আরো বললেন, যজ্ঞ করো, তবে কেবল নিজের জন্য কোরো না। "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।"—যারা কেবল নিজেদের জন্য পাক করে, তারা পাপান্ন ভোজন করে। সেজন্য অপরের জন্য পাক করো, অপরের জন্য যজ্ঞ করো, পরের কল্যাণের জন্য সমস্ত কিছু করো। এভাবে যজ্ঞটাকে একটা উচ্চতর ভূমিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যজ্ঞের সঙ্গে কর্মকাণ্ডের ও জ্ঞানকাণ্ডের যে সমন্বয় বা সংহতি সেটা তিনি দেখিয়ে দিলেন গীতার ভিতরে।

তারপর দেখতে পাচ্ছি, এরকম একটা মতবাদ ছিল যে, সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে সমস্ত কর্ম ছেড়ে না দিলে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। অর্জুনকে আমরা তাই বলতে শুনি, "আমি ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করব—সন্ন্যাস গ্রহণ করব, আমি যুদ্ধ করব না।" তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, না—কর্মের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া, কর্ম ছেড়ে কেউ থাকতে পারে না একমুহূর্তও, শরীর যতক্ষণ আছে কর্মও ততক্ষণ আছে। শারীরিক কর্ম আপাতদৃষ্টিতে না থাকলেও মানসিক কর্ম থাকবেই। শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, "ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"—কর্মানুষ্ঠান না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য-অবস্থা লাভ করতে পারে না, আর কর্মত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কর্মের মধ্য দিয়েই—নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই কর্মবন্ধনের মোচন হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়। সেই শুদ্ধচিত্তে আত্মসাক্ষাৎকার হয়। কর্ম মানুষকে করতেই হবে। কর্ম ছাড়া সে থাকতেই পারে না। তাই কর্মের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটে দিতে হবে। ভগবান তাই অর্জুনকে বলছেন, "নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্"—শাস্ত্রবিহিত কর্ম তুমি সর্বদা করো। এভাবে কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস—এই দুটোয় তিনি সংহতি স্থাপন করলেন।

তারপর, তখন সাধনার নানা পন্থা ছিল। কেউ জ্ঞানসাধনা করত, কেউ ভক্তিসাধনা, কেউ যোগসাধনা।

আর এসব পন্থা নিয়ে পরস্পর সঙ্ঘাত বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়ে দিলেন যে, সব সাধনপন্থাকে সমন্বিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ—এই চারটির প্রত্যেকটি পৃথক পথ। কিন্তু চরমে সব পথই এক তত্ত্বে মিলিত হবে। কর্ম সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ।"—অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মানুষ পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।" সুতরাং, তুমি অনাসক্ত হয়ে সতত কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান করো।

জ্ঞানপথের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

"যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥"

—সর্বত্র সমবুদ্ধি, সকলেরই কল্যাণে নিরত, যাঁরা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে শব্দাদির অগোচর, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, নির্বিকার, অচল ও শাশ্বত নির্গুণব্রহ্মকে উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

এখানে শ্রীভগবান জ্ঞানীর লক্ষ্য নির্গুণব্রহ্ম সম্বন্ধেও বললেন, আবার "সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামম্", "সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ", "সর্বভূতহিতে রতাঃ" বলে জ্ঞানমার্গের সাধনপদ্ধতিরও উল্লেখ করলেন।

আবার ভক্তির প্রসঙ্গে ভগবান অর্জুনকে বললেন—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

—হে শত্রুতাপন অর্জুন, অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করতে ভক্তেরা সমর্থ হয়।

ভগবান আরো বললেন—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

—ভক্তির দ্বারাই সাধক আমার সগুণ ও নির্গুণ রূপ জানেন এবং সেই নির্গুণ রূপ জানার পরেই আমাতে প্রবিষ্ট হন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।

যোগসাধনা প্রসঙ্গে ভগবান বললেন—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥"

—বাহ্য বিষয়গুলি মনের বাইরে রেখে অর্থাৎ সেগুলি চিন্তা না করে ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, নাসিকার অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুকে কুম্ভকের দ্বারা সমান করে—নিরুদ্ধ করে, যে মোক্ষপরায়ণ মুনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করেছেন এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ রহিত হয়েছেন, তিনি সর্বদাই মুক্ত।

এভাবে চারটি যোগের সমন্বয়ও এই গীতাশাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে। তারপর, নানারকম তত্ত্বের সমন্বয় ভগবান করেছেন গীতাতে। আমরা দেখতে পাই উপনিষদের ভিতরেও রয়েছে এসব তত্ত্ব। এক-এক জন এক-একটা তত্ত্বকে গ্রহণ করে তার ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। যেমন, ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন—অদ্বৈত-তত্ত্বই হচ্ছে ঠিক ঠিক উপনিষদের উপদেশ। কিন্তু গীতার ভিতরে সব তত্ত্বই ভগবান গ্রহণ করছেন। যেমন তিনি বলছেন, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"—জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই এই জগতে নেই। এখানে জ্ঞান মানে ব্রহ্মজ্ঞান। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন"—জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। আবার তিনি বলছেন, "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্"—অব্যক্তের যাঁরা চিন্তা করেন, জ্ঞানের অনুশীলন যাঁরা করেন, তাঁদের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। কেননা, তাঁরা দেহবান তো! দেহকে "নেতি নেতি" করে, জগতের সবকিছু "নেতি নেতি" করে অব্যক্তকে লাভ করা অত্যন্ত ক্লেশকর। এই অব্যক্তই হচ্ছে পরমতত্ত্ব, নির্গুণব্রহ্ম। আবার যখন যাচ্ছি পুরুষোত্তমযোগে, ভগবান বলছেন, "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ"—ইহলোকে ক্ষর আর অক্ষর নামে প্রসিদ্ধ দুই পুরুষ আছেন। আর এই দুই পুরুষ থেকে ভিন্ন এক উত্তম পুরুষ আছেন, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়—"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" শঙ্করাচার্য এর অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "ক্ষর" মানে হচ্ছে জীবজগৎ। এই যে সমস্ত জীব রয়েছে, জগৎ রয়েছে—এটা হচ্ছে "ক্ষর" বস্তু, এর সর্বদা ক্ষরণ হচ্ছে, ক্ষর হচ্ছে। আর "অক্ষর" হচ্ছে কূটস্থ। জগতের সবকিছুর উৎপত্তি-বীজ—শঙ্করের মতে, সেটা হচ্ছে মায়া। এই কারণরূপিণী মায়া আর কার্যরূপী জীবজগতের ওপরে রয়েছেন উত্তম পুরুষ—যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়। শঙ্করের এই যে ব্যাখ্যা, এটা যদি আমরা বিচার করে দেখি, তাহলে মনে হয় একটু যেন টেনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে, পরমাত্মা জীবজগৎবিশিষ্ট—"চিৎ" অর্থাৎ জীব এবং "অচিৎ" অর্থাৎ জড়, এই দুই-ই তাঁর বিভূতি। রামানুজ "ক্ষর"-এর মানে করেছেন বদ্ধ আত্মা, অর্থাৎ অচিৎ-সংসর্গযুক্ত জীব, যে বারবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়; আর "অক্ষর" মানে মুক্ত আত্মা, অর্থাৎ অচিৎ-সংসর্গমুক্ত জীব, যাঁর ক্ষরণ নেই, যিনি জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন না। পরমাত্মা হচ্ছেন বদ্ধ আত্মা এবং মুক্ত আত্মা—"ক্ষর" পুরুষ এবং "অক্ষর" পুরুষ, এই দুই থেকে ভিন্ন, তিনি উত্তম পুরুষ। রামানুজের এই ব্যাখ্যা শঙ্করের ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্বাভাবিক মনে হয়। আবার গীতার অন্যত্র মধ্বাচার্যের দ্বৈতপর ব্যাখ্যাও সমীচীন মনে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপনিষদে যেমন, গীতাতেও তেমনি বিভিন্ন মতবাদের স্থান রয়েছে।

মানুষের ভিতরে বিভিন্ন রকমের লোক রয়েছে। তাদের মধ্যেও একটা সমন্বয় শ্রীকৃষ্ণ করেছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক—বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের কথা বলেছেন, কাউকে তিনি বাদ দেননি, দূর করে দেননি। সকলকেই গ্রহণ করেছেন। আহার নিয়েও বিচার করেছেন। কোন্ স্বভাবের লোকের কী ধরনের আহার প্রিয় এবং ইচ্ছা করলে মানুষ আহার নির্বাচন করে কীভাবে তমঃ থেকে রজঃ-তে ও রজঃ থেকে সত্ত্বে যেতে পারে, তা-ও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এভাবে বিভিন্ন

তত্ত্ব, সাধনপন্থা, অধিকারি-ভেদ, সাধকদের স্বভাব, তাদের বিভিন্ন রুচি—এই সবকিছু নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র সৃষ্টি করে শ্রীকৃষ্ণ সমন্বয়সাধন করেছেন। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, গীতা হচ্ছে "ধর্মসমন্বয়-শাস্ত্র"। তিনি বলেছেন, গীতার যে সমন্বয় সেটি বিরাট, তদানীন্তন কালে ভারতের যে-সকল ভাবধারা ছিল, সেগুলিকে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ একত্র সমন্বিত করেছিলেন। বহু ভাবধারার—শত শত বছরের ঐতিহ্যময় ভাবধারার সমন্বয় তিনি করেছিলেন। তারপর, আবার বহু ভাবধারা এই ভারতবর্ষে এসেছে, বহু ভাবধারার উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ভিতর কোলাহল, কলহ, সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। তাই আবার এই ভাবধারায় সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়েছিল এবং ঐ ভাবধারায় সমন্বয়ের যে প্রয়োজন, সেটি সাধিত করেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে যে-সমন্বয় সেটা আরো বিস্তৃত, আরো ব্যাপক। যাই হোক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সমন্বয় করেছিলেন। অন্যান্য অবতার আসেন—নির্দিষ্ট যুগের কিছু প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়ে চলে যান। রামচন্দ্রকে মর্যাদা-পুরুষোত্তম বলা হয়। তিনি রাজারূপে, স্বামিরূপে, পুত্ররূপে, ভ্রাতারূপে একটা আদর্শ জীবন সকলের সামনে তুলে ধরে দেখিয়ে গেলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনে এছাড়াও আছে সমস্ত চিন্তাধারার একটা সমন্বয়। সকল চিন্তাধারার সমন্বয় তাঁতে হয়েছে। সেজন্যই ভাগবতকার তাঁকে বলেছেন, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"—তিনি অন্যান্য অবতার থেকে পৃথক, স্বয়ং ভগবান। কাজেই সমন্বয়-পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই সমন্বয়ই হচ্ছে গীতার প্রধান শিক্ষা।

এছাড়া, আরো কতকগুলি শিক্ষা গীতায় আছে যেগুলি বেদের ভিতরে স্ফুটনোন্মুখ—প্রস্ফুটিতভাবে পাওয়া যায় না। যেমন, নিষ্কাম কর্মযোগ, সে-সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

তারপর, আরেকটি চিন্তাধারা। সেটিও প্রায় নতুন। সেটি হচ্ছে ভক্তি, ভক্তির কথা—যা উপনিষদে প্রায় নেই, খুব নবীন কালের উপনিষদ্ ছাড়া এবং সেগুলি গীতার পরেই লিখিত বলে মনে হয়। প্রাচীন উপনিষদের ভিতরে আমরা কী পাচ্ছি? শ্রদ্ধার কথা—নচিকেতার শ্রদ্ধার কথা। নচিকেতার কী হলো?—"শ্রদ্ধা আবিবেশ"—তার ভিতরে শ্রদ্ধা এল। শ্রদ্ধা কী? শঙ্করের ভাষ্য অনুসারে "আস্তিক্যবুদ্ধি"। সেটিকেই অন্য জায়গায় বলা হয়েছে—"গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ"—গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস। এই হলো শ্রদ্ধা, এর কথা উপনিষদে আছে। কিন্তু ভক্তির কথা নেই, আছে কেবলমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, যেটি অনেক পরবর্তী কালের। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ"—যার দেবতাতে পরমা ভক্তি আছে এবং ঐ ভক্তি যার শ্রীগুরুতেও আছে ইত্যাদি কথা সেখানে বলা হয়েছে। গীতার আগে কিন্তু ভক্তির কথা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভাগবত ধর্ম হচ্ছে এই ভক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই ভক্তির কথা বলতে গিয়ে আরেকটি নতুন চিন্তাধারার মধ্যে গিয়ে গীতা পৌঁছেছেন। সেটি হচ্ছে প্রপত্তি। প্রপত্তি হচ্ছে শরণাগতি—ভগবানের শরণ নেওয়া সর্বতোভাবে। এই প্রপত্তির কথা গীতার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। শুরুতেই অর্জুন বলছেন, "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—আমি তোমার শিষ্য, তোমার প্রপন্ন—তোমার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দাও। গীতার শেষেও ভগবান

অর্জুনকে বলছেন, "তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত"—হে অর্জুন, তুমি সর্বতোভাবে তাঁরই—সেই ঈশ্বরেরই—শরণাগত হও; "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—সব ধর্মাধর্ম ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও। আর গীতার মধ্যেও বহু বার এই প্রপত্তির কথা এসেছে। যেমন, "নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ"—ভগবান সকলেরই আশ্রয়, সকলেরই শরণ্য ও মঙ্গলকারী। আবার প্রপন্ন ভক্তকে কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে, তা-ও ভগবান শেখাচ্ছেন—"তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী"—আমি সেই আদিপুরুষের শরণ নিচ্ছি, যিনি এই অনাদি সংসার-প্রবাহের উৎস।

এই যে প্রপত্তি, এটিও একটি নতুন চিন্তাধারা, যা গীতার মধ্যে আমরা পাই। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে শরণাগতির কথা থাকায় অনেকে গীতাকে শরণাগতি-শাস্ত্র বলেন।

আরেকটি নতুন চিন্তাধারা গীতায় আছে, যা বেদের ভিতর নেই। সেটি অবতারতত্ত্ব। বেদের ভিতরে আধিকারিক পুরুষের কথা আছে। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদের একজায়গায় আদিত্যের যে কথা আছে, শঙ্করাচার্যের মতে তা আধিকারিক পুরুষের প্রসঙ্গ। আধিকারিক পুরুষেরা একটা কল্প ধরে অধিকার নিয়ে থাকেন—যেমন, সূর্য সহস্র যুগ পর্যন্ত জগতের অধিকার (তাপদানাদি কার্য) নির্বাহ করেন। তবে এঁরা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করতে পারেন না। কিন্তু গীতার অবতারতত্ত্ব হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক। যে-পরমতত্ত্ব হচ্ছে জগতের একমাত্র বস্তু—The Reality behind the whole universe—সেই পরমতত্ত্বই এই জগতে নেমে আসে মানুষের দেহ অবলম্বন করে। সেই ভগবানকে—যিনি মানবদেহ ধারণ করে নেমে এসেছেন, তাঁকেই ভক্তি করতে হবে, তাঁর কথা অনুসারে চলতে হবে, তাঁতে সর্বকর্মফল সমর্পণ করতে হবে। ভগবান মানুষ হয়ে নেমে আসেন—এই তত্ত্বটা হচ্ছে গীতার ভিতর সবচেয়ে বড় তত্ত্ব। কী করে তা সম্ভব হয়? কেউ কেউ বলছেন, তাঁর অচিন্ত্য শক্তি আছে, সেই শক্তিতে তিনি মানুষ হয়ে যান। এমনকী, ভগবান শঙ্করাচার্য যিনি অদ্বৈতবাদী, যাঁর মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; যাঁর নিজের কথা "শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ॥"—কোটি কোটি গ্রন্থের দ্বারা যা বলা হয়েছে, সেটাই আমি অর্ধ শ্লোকে বলব—"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা", তিনি পর্যন্ত গীতাভাষ্যের শুরুতে বলেছেন, জ্ঞান-ঐশ্বর্য-শক্তি-বল-বীর্য-তেজ ইত্যাদি সম্পন্ন ভগবান মানবদেহ ধারণ করলেন। কী করে করলেন? না—"স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য"—নিজেরই মায়া মূলপ্রকৃতিকে বশ করে। ভগবান মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন। তাই, ভগবানই নিজ মায়াকে বশীভূত করতে পারেন এবং তা-ই করে তিনি যুগে যুগে জীবের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হন।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

ভূমিকা

গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। গীতা যে শুধু হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায় কর্তৃক সমাদৃত তাহা নহে, অন্য ধর্মাবলম্বী অসংখ্য নর-নারী শ্রদ্ধাভরে ইহা পাঠ করেন। জার্মান মনীষী উইলিয়াম ভন হামবোল্‌ট বলিয়াছেন, "গীতার মতো সুললিত, সত্য এবং সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবতঃ পৃথিবীর আর কোনো ভাষায় নাই।" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছত্রিশটি ভাষায় আজ পর্যন্ত ইহার পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হইয়াছে। জার্মান, ফরাসি, ইংরাজি প্রভৃতি ইউরোপের প্রধান ভাষাসমূহে গীতার অনুবাদ বিদ্যমান। ১৭৮৫ সালে গীতার প্রথম ইংরাজি অনুবাদ লন্ডনে মুদ্রিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশ ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী কার্লাইল বিখ্যাত মার্কিন মনীষী এমার্সনের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে একখানি গীতা উপহার দিয়াছিলেন। গীতার প্রভাব এমার্সনের সারগর্ভ রচনাবলিতে সুস্পষ্ট দেখা যায়। তিলক বলেন, "গীতার মতো অপূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।"

গীতার মহিমা

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "উপনিষদ্ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে।" মহাত্মা গান্ধি বলেন, "গীতা মানবের পারমার্থিক জননী। আমার গর্ভধারিণীর স্বর্গগমনের পর গীতা তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে।" সমগ্র মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি তাঁহার গীতাব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

"ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ীগীতা॥"

অর্থাৎ, মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত। আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান। সেই জন্য গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী। সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত। কেশব কাশ্মীরি সত্যই বলিয়াছেন—"শ্রীভগবান করুণাপূর্বক ভবসাগর পার হইবার জন্য গীতারূপ নৌকা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার সাহায্যে ভগবদ্ভক্তগণ অনায়াসে সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবেন।" বাংলার ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসের মতে, গীতাতত্ত্বই ভারতীয় চিন্তার পূর্ণ পরিণতি ও সূক্ষ্ম নির্যাস। মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো লিখিয়াছেন, "গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতায় পরমপুরুষের কথা বিবৃত ও ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর ও শ্রেষ্ঠ রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।" ইংরাজ মনীষী ডক্টর এল. ডি. বার্নেট বলেন, "লক্ষ লক্ষ লোক গীতা পড়িয়াছেন বা

শুনিয়াছেন। সকলেই উহার পাঠে বা শ্রবণে বুঝিতে পারেন যে, ঈশ্বরলাভের দুর্গম পথে উহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সহচর। জীবনের প্রত্যেক কর্মকে অনাসক্তির অনলে শুদ্ধ করিয়া উপাসনায় পরিণত করিবার যে অপূর্ব কৌশল গীতা শিক্ষা দেয়, তাহা মানবের কর্ম-জীবনের অনন্য অবলম্বন।" শোনা যায়, জনৈক ফরাসি তত্ত্বপিপাসু দ্বাদশ বৎসর যাবৎ একমাত্র গীতার স্বাধ্যায় করিয়া বলিয়াছেন, "গীতাকে ধর্মজীবনের চিরসঙ্গী করিলে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থপাঠের আবশ্যকতা থাকে না।"

এক শত ষাট বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস চার্লস উইলকিন্স-কৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে-পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহদংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্যজগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্যিক গুণাবলি জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানবজীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে।

"গীতা হিন্দুদের নৈতিক উন্নতি, সাহিত্যসৃষ্টি ও পৌরাণিক রহস্যভেদের আশ্চর্যজনক প্রামাণিক গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যদিও ইউরোপের সভ্যতা, ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোক্ত শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি উহা আমাদের ধর্মসাধনে ও নৈতিক কর্তব্যপালনে বিশেষ সহায়ক হইবে। যে-সাধনতত্ত্বের বিষয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকুল এবং সাধকগণ অজ্ঞ, ভারতের সেই সনাতন সাধনার কথা গীতা বলিয়াছে। গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ। গীতার উপদেশে খ্রিস্টান ধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।"

গীতার প্রাচীনত্ব

গীতা যে কত প্রাচীন সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ আছে। অনেকের মত, গীতা ভগবান বুদ্ধের পরবর্তী সময়ের গ্রন্থ। ডঃ লরিনসারের মতে, গীতা বুদ্ধদেবের জন্মের অনেক পরে—এমনকী, যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পরে রচিত। মারাঠি পণ্ডিত টেলাং তাঁহার গীতার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন যে, উহা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীরও কিছু পূর্বে লিখিত। স্যার আর. জি. ভাণ্ডারকর তাঁহার "Vaisnavism and Saivism" গ্রন্থে (পৃঃ ১৩) বলেন—"গীতাতে ব্যূহের কোনো উল্লেখ নাই। সুতরাং, ইহার জন্মতারিখ, শিলালিপি ও নির্দেশ পতঞ্জলির বহু পূর্বে—অর্থাৎ, গীতার উৎপত্তি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভের পরে কিছুতেই নহে; তবে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর কত পূর্বে ইহার জন্ম তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। গীতা যখন রচিত হয়, তখন বাসুদেব ও নারায়ণ অভেদজ্ঞানে পূজিত বা বাসুদেব বিষ্ণুর অবতাররূপে গৃহীত হন নাই। গীতাতে (১০/২১) বিষ্ণুকে প্রধান আদিত্য বলা হইয়াছে, পরমপুরুষ বলা হয় নাই এবং দশম অধ্যায়ে বাসুদেবকে সীমান্বিতভাবে বিষ্ণু বলা হইয়াছে; প্রত্যেক শ্রেণি বা

জাতির মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তাঁহার দিব্য বিভূতি, 'তেজোঽংশসম্ভবম্'।" সুতরাং, মারাঠি পণ্ডিত ভাণ্ডারকরের মতে, গীতার জন্ম অন্ততঃ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে। জার্মান পণ্ডিত গার্বের মতে, মূল গীতা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এবং গীতার আধুনিক কলেবর খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎপন্ন। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্য রচনা করেন। মহাকবি কালিদাস গীতার বিষয় অবগত ছিলেন। কালিদাসের "রঘুবংশ"-এ (১০/৩১) একটি বাক্য আছে, যাহার সহিত গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকের নিকট-সাদৃশ্য আছে। কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট তাঁহার গ্রন্থে গীতার উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বহু পুরাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুকরণে অন্যান্য গীতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাসের "কর্ণভার" নাটকে এই বাক্যটি আছে—"হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ।" এই বাক্যটি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭শ শ্লোকের প্রথমার্ধের প্রতিধ্বনি মনে হয়। ভাসের আবির্ভাবকাল কখনও খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, কখনও-বা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্দিষ্ট হয়। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্র ও পিতৃমেধসূত্রে গীতার শ্লোক উদ্ধৃত এবং বাসুদেবের উপাসনা বিবৃত আছে। বৌধায়ন সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীর। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, গীতা খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। টেলাং তাঁহার গীতায় ডঃ লরিনসারের অযৌক্তিক উক্তির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে, গীতা বুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে রচিত এবং উহা ভাগবত ধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ভাগবত ধর্মের প্রাচীনত্ব তিলক, সেনার্ট ও বুহ্‌লার কর্তৃক স্বীকৃত। বুহ্‌লার সাহেব বলেন যে, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ভাগবত ধর্মের উৎপত্তি। ডঃ দাশগুপ্ত আরও বলেন, "গীতাতে বৌদ্ধ মতের কোনো প্রকার উল্লেখ নাই এবং উহার ভাষাও পাণিনীয় নহে। সুতরাং, গীতা নিশ্চিতই বুদ্ধের পূর্বে রচিত, কিছুতেই বুদ্ধের পরবর্তী যুগের নহে।" কেহ কেহ গীতায় "নির্বাণ" শব্দটি কয়েক বার উল্লিখিত দেখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, গীতা বৌদ্ধযুগে সৃষ্ট; কিন্তু এই প্রকার যুক্তি নিতান্ত অগভীর ও অর্বাচীন। কারণ, "নির্বাণ" শব্দটি বৌদ্ধদের নিজস্ব নহে। গীতাতে "নির্বাণ" শব্দটি পাঁচ বার (২য় অধ্যায়ের ৭২শ শ্লোকে, ৫ম অধ্যায়ের ২৪শ, ২৫শ ও ২৬শ শ্লোকে এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে) ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই পাঁচটি শ্লোকে "নির্বাণ" শব্দটি "ব্রহ্ম" শব্দের সহিত সদা সংযুক্ত দৃষ্ট হয়। গীতায় ব্রহ্মনির্বাণের অর্থ ব্রাহ্মীস্থিতি, বৌদ্ধ নির্বাণের মতো "শূন্য" নহে। সুতরাং, বৌদ্ধগণই যে গীতা হইতে "নির্বাণ" শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন—এই মতই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। অতএব, ইহা স্পষ্টই প্রতীত এবং প্রমাণিত হয় যে, গীতা ভগবান বুদ্ধের পূর্বে রচিত।

গীতাকে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধরিলে উহার আরও প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্র্যাট্ সাহেবের মতে, মহাভারত খ্রিস্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে রচিত। মহাভারতে অগ্নি, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার উপাসনা আছে। বৌদ্ধযুগে উক্ত মহাকাব্য প্রসিদ্ধ ছিল। উহাতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কোনো প্রকার উল্লেখ না থাকায় ম্যাক্‌ডোনেল বলেন, "মহাভারতের আদিম আকৃতি অন্ততঃ খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে উৎপন্ন।" আশ্বলায়ন সূত্রে

মহাভারতের উল্লেখ আছে। গুপ্তরাজগণের শিলালিপিতে মহাভারতের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কবি ভাস তাঁহার বহু রচনার ঘটনা মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ তাঁহার "বুদ্ধচরিত" ও "সৌন্দরানন্দ" কাব্যে মহাভারতের উল্লেখ করিয়াছেন। বুহ্‌লার ও কির্‌স্টে (Bühler and Kirste) তাঁহাদের "Contributions to the Study of the Mahabharata" নামক গ্রন্থে বলেন যে, মহাভারতের যে আকার বর্তমানে দৃষ্ট হয়, তাহা খ্রিস্টীয় ৩য় শতকে বিজ্ঞাত এবং ৫ম শতকে প্রায় একই প্রকার ছিল। উহার কিয়দংশ পুরাণের যুগে রচিত। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে, মহাভারত অন্ততঃ খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে উহার বর্তমান আকার লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ উহার মৌলিক আকৃতি খ্রিস্টপূর্ব ১১শ শতকে উৎপন্ন।

মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে কাশীতে যে নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে তিন জন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত গীতার কালনির্ণয়-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মিঃ কারান্তিকর বলেন, খ্রিস্টপূর্ব ১৯৩১ অব্দে গীতোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। ডঃ দফতরীর মতে, খ্রিস্টপূর্ব ১১৬২ এবং অধ্যাপক সেনগুপ্তের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬৬ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল।

গীতা ও পতঞ্জলির যোগসূত্রের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, "যোগ" শব্দটি উভয় গ্রন্থে ব্যবহৃত হইলেও পতঞ্জলির "যোগ" শব্দ অপেক্ষা গীতার "যোগ" শব্দ অধিকতর ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যোগসূত্রের ৭০টি সূত্রের মধ্যে ১২টি সূত্রের শব্দপ্রয়োগে এবং গীতার শব্দপ্রয়োগে সমতা পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গীতা পতঞ্জলি-সূত্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। পতঞ্জলি পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যকার, সুতরাং পাণিনির পরবর্তী। পতঞ্জলি পাণিনির ১০০ বা ১৫০ বৎসর পরবর্তী। পাণিনির সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ হইতে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বৎসরের মধ্যে।

গীতায় "ব্রহ্মসূত্র" শব্দটির প্রয়োগ দেখিয়া কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, গীতা ব্রহ্মসূত্রের পরবর্তী। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে বৌদ্ধমতের উল্লেখ থাকায় ব্রহ্মসূত্রের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দ বলা যাইতে পারে। সুতরাং, পূর্বোক্ত যুক্তির কোনো সারবত্তা নাই। লোকমান্য তিলক "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্‌"—গীতার এই শ্লোকাংশ জ্যোতিষশাস্ত্রের দিক হইতে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, খ্রিস্টজন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্বে গীতা রচিত হইয়াছিল।

মিঃ টেলাং এবং অন্যান্য পণ্ডিত গীতা এবং মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদের ভাবসাদৃশ্য এবং অনেক স্থলে ভাষাসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া অনুমান করেন যে, গীতা এবং মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরাদি উপনিষদ্‌ সমসাময়িক। মুণ্ডক উপনিষদে (১/২/৭) উক্ত "অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম" মন্ত্রাংশে সম্ভবতঃ অষ্টাদশ অধ্যায়াত্মক কোনো গ্রন্থকে লক্ষ্য করিয়াছে। গীতা এবং মুণ্ডক উপনিষদে "অবরং কর্ম" শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, গীতা ও মুণ্ডক উপনিষদ্‌ সমসাময়িক।

শ্রুতির ও স্মৃতির মধ্যবর্তী যুগে উপনিষৎ-সমূহ রচিত। "গীতাসূপনিষৎসু" বাক্যেও গীতা উপনিষদ্‌রূপে অভিহিত। পণ্ডিতগণের মতে, শতপথ-ব্রাহ্মণ শ্রুতির সময়ের শেষভাগে রচিত। "কৃত্তিকাঃ প্রাচৈঃ দিশৈঃ ন চ্যবন্তে"—এই বাক্য হইতে মিঃ বৈদ্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপথ-ব্রাহ্মণ খ্রিস্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত। এইরূপে মিঃ বৈদ্য এবং অধ্যাপক ভি. বি. আঠাওয়ালে বহু অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গীতা খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত।

গীতার ভাষা

গীতার ভাষা প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। গীতার সংস্কৃত সরল ও সাবলীল। তাহাতে অতি প্রাচীন শব্দের প্রয়োগে ব্যাকরণের সূত্র লঙ্ঘিত হইলেও মনে হয়, গীতার সময় সংস্কৃত প্রচলিত ভাষা ছিল, কেবলমাত্র পণ্ডিতগণের ভাষা ছিল না। কবিত্ব ও দার্শনিকতার এমন অপূর্ব সম্মিলন কুত্রাপি দেখা যায় না। সুমিষ্ট ও সরল সংস্কৃতে শ্লোকগুলি রচিত এবং কয়েক বার পাঠেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। জীবন্ত ভাবটি ভাষার পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে, গীতার ভাষা বেশিরভাগই অপাণিনীয় ও অপ্রচলিত (archaic) এবং ভাষাভঙ্গিও অত্যন্ত প্রাচীন। গীতায় যে-সকল অপাণিনীয় বা আর্ষপ্রয়োগ আছে, তিনি তাহার নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন—"যুধ্" ধাতু হইতে অনুজ্ঞা মধ্যমপুরুষের একবচনে "যুধ্য" নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু ৩/৩০ শ্লোকে "যুধ্য" স্থলে "যুধ্যস্ব" আছে। ৬/৩৬, ৭/৩, ৯/১৪ এবং ১৫/১১ শ্লোকচতুষ্টয়ে "যৎ" ধাতু পরস্মৈপদী-রূপে ব্যবহৃত, যদিও পাণিনীয় সংস্কৃতে "যৎ" আত্মনেপদী। "রম্" ধাতু আত্মনেপদী হইয়াও ১০/৯ শ্লোকে পরস্মৈপদী-রূপে ব্যবহৃত; "কাঙ্ক্ষ্", "ব্রজ্", "বিশ্" ও "ইঙ্গ্" ধাতু পাণিনির মতে পরস্মৈপদী হইলেও গীতায় "কাঙ্ক্ষ্" ১/৩১ শ্লোকে, "ব্রজ্" ২/৫৪ শ্লোকে, "বিশ্" ১৮/৫৫ শ্লোকে এবং "ইঙ্গ্" ৬/১৯ ও ১৪/২৩ শ্লোকদ্বয়ে আত্মনেপদী-রূপে ব্যবহৃত। "বিজ্" ধাতুটি সাধারণতঃ আত্মনেপদী-রূপে ব্যবহৃত হইলেও ৫/২০ শ্লোকে উহার পরস্মৈপদে ব্যবহার আছে। ১২/৮ শ্লোকে "নিবৎস্যসি" স্থলে "নিবসিষ্যসি", ১৬/৫ শ্লোকে "মা শোচীঃ" স্থলে "মা শুচঃ" এবং ৩/১০ শ্লোকে প্রসবিষ্যধ্বম্-এর প্রয়োগ আর্ষ; ১১/৪১ শ্লোকে "হে সখেতি" আর্ষসন্ধির উদাহরণ। ১০/২৯ শ্লোকে "যমঃ সংযমতাম্" "যমঃ সংযচ্ছতাম্"-এর পরিবর্তে, ১১/৪৪ শ্লোকে "প্রিয়ায়ার্হসি" "প্রিয়ায়া অর্হসি"-এর পরিবর্তে এবং ১০/২৪ শ্লোকে "সেনানীনাম্" "সেনান্যাম্"-এর স্থলে ব্যবহৃত। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠমতে, ১১/৮ শ্লোকে "শক্যসে" স্থলে "শক্নোষি" হইবে এবং ১১/৪৮ শ্লোকে "শক্য অহম্"-এ রোরুত্বভাব আর্ষ। ১৮/৬৬ শ্লোকে "মা শুচঃ" স্থলে "মা শোচঃ" অথবা "মা শোচীঃ" হইবে। ১১/৪১ শ্লোকে "ইদং মহিমানম্" আর্ষপ্রয়োগ; মধুসূদন সরস্বতীর মতে, পুংলিঙ্গ পাঠ "ইমম্" হইবে। ১২/৮ শ্লোকের "ময্যেব অত"-এ সন্ধি করা হয় নাই; মধুসূদনমতে, অক্ষরসংখ্যা-পূরণার্থ উক্ত আর্ষপ্রয়োগ। ১১/৩৫ শ্লোকে "নমস্কৃত্বা" অপাণিনীয়; মধুসূদনের মতে "নমস্কৃত্য" হইবে। ১৪/২৩ শ্লোকে "অবতিষ্ঠতি" এই পরস্মৈপদ আর্ষ; আত্মনেপদে "অবতিষ্ঠতে"

হয়। ৯/৩ শ্লোকে "ধর্মস্যাস্য" এই স্থলে "অস্য ইতি কর্মণি ষষ্ঠী আর্ষী"; বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে, ইহা "ইমং ধর্মম্‌" হইবে। এইরূপ প্রায় ৩২টি আর্ষপ্রয়োগ গীতাতে আছে। ভাণ্ডারকর স্মৃতিগ্রন্থে (কমেমোরেশন ভলিউম্‌) শ্রী ভি. কে. রাজয়াড়ে উক্ত প্রকার অশুদ্ধির বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই প্রকার ভাষাগত অনিয়মের দ্বারা গীতার প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণের ৪/৩৯৮ সূত্র "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুঞ্" হইতে মনে হয়, পাণিনি মহাভারতীয় আখ্যায়িকার সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং, গীতা যে পাণিনীয় ব্যাকরণের পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহ এবং উহাতে অপাণিনীয় প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী।

গীতার ৩/১৯ ও ৩/৩৬ শ্লোকদ্বয়ে পুরুষ শব্দে (দীর্ঘ) ঊ-কারের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গীতার বৌধায়ন ভাষ্যের হস্তলিখিত পুঁথির মতে, "ছান্দসঃ দীর্ঘত্বম্‌"—ছন্দের অনুরোধে উক্ত (দীর্ঘ) ঊ-কার ব্যবহৃত। আবার "পুরুষ" শব্দ যে অপাণিনীয় নহে, তাহা পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ীর ৬/৩/১৩৭ সূত্র হইতে জানা যায়।

গীতাসাহিত্য

গীতার উপর বহু ভাষ্য ও টীকাদি লিখিত হইয়াছে। গীতার শাঙ্করভাষ্যই প্রাচীনতম প্রাপ্ত ভাষ্য। শঙ্করের পূর্বেও যে গীতার উপর ভাষ্যাদি রচিত হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। গীতার শাঙ্করভাষ্যের টীকায় (২/১০) আনন্দজ্ঞান গিরি বলেন, বেদান্তসূত্রের টীকাকার বৌধায়ন গীতার উপর একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা এখন পাওয়া যায় না। বৌধায়নকে এই জন্য বৃত্তিকার বলা হয়। বৃত্তিকারের মতে, জ্ঞান বা কর্মের অনুষ্ঠান পৃথগ্‌ভাবে করিলে মুক্তিলাভ হয় না। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়সাধন দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়। রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, জ্ঞানেশ্বর, নীলকণ্ঠ, মধুসূদন সরস্বতী, শঙ্করানন্দ, শ্রীধরস্বামী, বিজ্ঞানভিক্ষু, কেশব ভট্ট, ব্রহ্মানন্দ গিরি, রামকৃষ্ণ, মুকুন্দদাস, রামনারায়ণ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই গীতার উপর টীকাদি লিখিয়াছেন। গীতার ১৫/১৬টি ভাষ্য ও টীকা প্রকাশিত হইয়াছে। শঙ্কর, শ্রীধর ও মধুসূদন-কৃত ভাষ্য ও টীকার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায়। গীতার শাঙ্করভাষ্য হিন্দি, মারাঠি, ইংরাজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। মধ্বাচার্যের পরবর্তী ষষ্ঠ শিষ্য কৃষ্ণভট্ট বিদ্যাধিরাজ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার "গীতা-টীকা" অদ্যাপি প্রচলিত। সুধীন্দ্র যতির শিষ্য (সপ্তদশ শতাব্দীর) রাঘবেন্দ্র স্বামী-কৃত "গীতা-বিবৃতি", "গীতার্থ-সংগ্রহ", "গীতার্থ-বিবরণ" পাওয়া যায়। বিজ্ঞানভিক্ষু-কর্তৃক গীতার একটি টীকা আছে। বল্লভাচার্য-কৃত "গীতার্থ-বিবরণ", তৎপুত্র-কৃত "গীতাতাৎপর্য", শ্রীপুরুষোত্তম-কৃত "অমৃত-তরঙ্গিণী" ও আনন্দগিরির "গীতা-ভাষ্য-বিবেচন" প্রচলিত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরি-কৃত "গীতা-তত্ত্ব-প্রকাশিকা", শ্রীমৎ হনুমান-কৃত গীতার "পৈশাচভাষ্য", কল্যাণভট্ট-কৃত "রসিক-রঞ্জিনী", জগদ্ধর-কৃত "ভগবদ্‌গীতা-প্রদীপ", জয়রাম-কৃত "গীতাসারার্থ-সংগ্রহ", বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত "গীতা-ভূষণ-ভাষ্য", বিশ্বনাথ চক্রবর্তী-কৃত "সারার্থবর্ষিণী" টীকা, মধুসূদন

সরস্বতী-কৃত "গূঢ়ার্থ-দীপিকা", মথুরানন্দ-কৃত "ভগবদ্‌গীতাপ্রকাশ", দত্তাত্রেয়-কৃত "প্রবোধ-চন্দ্রিকা", শিবদয়ালু শ্রীধরস্বামী-কৃত "সুবোধিনী" টীকা, সদানন্দ ব্যাস-কৃত "ভাব-প্রকাশ", সূর্যপণ্ডিত-কৃত "পরমার্থ-প্রপা", চতুর্ধুরী-বংশাবতংস গোবিন্দ সূরির পুত্র নীলকণ্ঠ-কৃত "ভাবদীপিকা" এবং শৈবমতাবলম্বী রাজানক ও রামকণ্ঠ-কৃত "সর্বতোভদ্র" প্রভৃতি গীতার বহু ভাষ্য-টীকাদি আছে। অভিনব গুপ্ত ও নৃসিংহ ঠাকুরের "ভগবদ্‌গীতার্থ-সংগ্রহ", গোকুলচন্দ্রের "ভগবদ্‌গীতার্থ-সার", বাদিরাজ-কৃত "ভগবদ্‌গীতা-লক্ষাভরণ", কৈবল্যানন্দ সরস্বতী-কৃত "ভগবদ্‌গীতা-সার", নরহরি-কৃত "ভগবদ্‌গীতা-সার-সংগ্রহ" এবং বিঠ্ঠল দীক্ষিত-কৃত "ভগবদ্-গীতা-হেতু-নির্ণয়" প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থ গীতাতত্ত্বব্যাখ্যার্থ রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অর্জুন মিশ্র, জনার্দন ভট্ট, দেববোধ, দেবস্বামী, নন্দকিশোর, নারায়ণ সর্বজ্ঞ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, লক্ষ্মণ ভট্ট, শ্রীনিবাসাচার্য, বিমলবোধ, মধ্যমন্দির, বরদরাজ ব্যাসতীর্থ, সত্যাভিনব যতি, কৃষ্ণাচার্য, বিদ্যাধিরাজ, জয়রাম জয়তীর্থ, বৈশম্পায়ন, আজ্ঞেশ্বরপাল প্রমুখ অনেকে গীতার টীকা রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন। মধ্বাচার্য (বা আনন্দতীর্থ) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে-গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উপর জয়তীর্থ-কৃত "প্রমেয়দীপিকা" নামক টীকা আছে। মধ্বাচার্য-কৃত "ভগবদ্‌গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়" নামক একখানি পৃথক গ্রন্থ আছে; জয়তীর্থ তাহার উপর "ন্যায়দীপিকা" নামক টীকা লিখিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের "শ্রীভাষ্য" রচয়িতা রামানুজাচার্য একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মতানুযায়ী যে-গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উপর বেঙ্কটনাথের (বা বেদান্তাচার্যের) "তাৎপর্য-চন্দ্রিকা" নামক টীকা আছে। রামানুজ স্বীয় গুরু যামুনাচার্যের মতই তাঁহার গীতাভাষ্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য-কৃত গীতাভাষ্যের উপর আনন্দগিরি এবং রামানন্দ-কৃত যথাক্রমে "বিবরণ" ও "ব্যাখ্যা" নামক টীকাদ্বয় আছে। শোনা যায়, আনন্দগিরির "গীতাশয়" নামক একখানি পৃথক গ্রন্থ বিদ্যমান। শঙ্করের পরে গীতার উপর ভাষ্যাদি রচনা কিছু কালের জন্য বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয়। যামুনাচার্য নামধারী দুই ব্যক্তির গীতার উপর গদ্যে ও পদ্যে দুইটি টীকা পাওয়া যায়। গদ্য-টীকাকার যামুনাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইলেও রামানুজের গুরু নন। এই গদ্য টীকাখানি কাঞ্জিভরম্ সুদর্শন প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে গীতার শ্লোকগুলির অন্বয়মুখে সরল পদার্থ দেওয়া আছে। মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "গূঢ়ার্থদীপিকা"-য় গীতার প্রত্যেক শব্দের সরল অর্থ দিয়াছেন। রামানুজ-গুরু যামুনাচার্য কর্তৃক ১০ম শতাব্দীতে রচিত "গীতার্থ-সংগ্রহ"-এর উপর নিগমান্ত মহাদেশিকের "গীতার্থ-সংগ্রহ-রক্ষণ" এবং চতুর্দশ শতাব্দীর বরাবর মুনি-কৃত "গীতার্থ-সংগ্রহদীপিকা" নামক টীকাদ্বয় বর্তমান। উল্লিখিত দ্বিতীয় টীকাটি কাঞ্জিভরম্ সুদর্শন প্রেস হইতে প্রকাশিত। প্রত্যক্ষ দেবজটাচার্য-রচিত "ভগবদ্‌গীতার্থ-সংগ্রহ-টীকা" দেখা যায়। বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে অষ্টভাষ্য-টীকা সম্বলিত যে-গীতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে "ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা" এবং মৈথিলী পণ্ডিত শ্রীধর্মদত্ত শর্মা-কৃত "গূঢ়ার্থ-তত্ত্বালোক" নামক টীকাদ্বয় আছে। "ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা" শাঙ্করভাষ্যের এবং "গূঢ়ার্থ-তত্ত্বালোক" মধুসূদন-কৃত "গূঢ়ার্থদীপিকা"-র ব্যাখ্যা। মধুসূদন-কৃত "গূঢ়ার্থদীপিকা"-র ব্যাখ্যাদির সকল টীকাই সংস্কৃতে রচিত। একমাত্র ভারতীয় ভাষা মারাঠিতে গীতার উপর দুইটি

প্রসিদ্ধ টীকা আছে—একটি মহারাষ্ট্রের ধর্মগুরু জ্ঞানেশ্বর রচিত এবং অপরটি বালগঙ্গাধর তিলক-কৃত। জ্ঞানেশ্বরী গীতার পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য মহারাষ্ট্রে এখনও শত শত নর-নারীর সমাগম হয়। তিলকের "গীতারহস্য" এবং শ্রী অরবিন্দের "গীতানিবন্ধনিচয়" বর্তমান যুগের দুইটি শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। উভয় ভাষ্যই বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়-কৃত "গীতা-প্রপূর্তি" নামক দ্বাদশাধ্যায়ী গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে গীতা ব্যাখ্যাত। মহাত্মা গান্ধি গুজরাটিতে গীতার যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন তাহা "গান্ধি-ভাষ্য" নামে প্রচলিত। উহাও বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

গীতার বাঙালি টীকাকারগণ

মধুসূদন সরস্বতী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বর্তমান যুগে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ—এই চারি জন গীতা-ব্যাখ্যাতা বাঙালি। মধুসূদন সরস্বতী ছিলেন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক; সুতরাং, তাঁহার গীতার টীকা পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে মধুসূদনের জন্ম হয়। ইনি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক ৺কাশীধামস্থ গোপাল মঠে বাস করিতেন। "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক তাঁহার বেদান্ত-গ্রন্থ ভারতবিখ্যাত। মধুসূদনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকটি প্রচলিত আছে—

"মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি মধুসূদনসরস্বতী॥"

অর্থাৎ, সাক্ষাৎ বিদ্যাদেবী সরস্বতীই মধুসূদন সরস্বতীর অসামান্য পাণ্ডিত্যের সীমা অবগত আছেন। আবার মধুসূদনই সরস্বতী দেবীর বিদ্যার সাগরের পার জানেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আচার্য এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পদানুগ পরম ভক্ত ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের রচয়িতা বলদেব বিদ্যাভূষণ ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সুযোগ্য শিষ্য। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিশ্বনাথ নদীয়া জেলার কোনো ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কোঙ্গলের শ্রীবর্ধন নামক স্থানে তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠ অদ্যাপি বর্তমান। তিনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিশ্বনাথ ও বলদেব উভয়েই চৈতন্যপন্থী এবং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। তাঁহাদের মতে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির ভেদ-অভেদও অচিন্ত্য।

মধুসূদন তাঁহার গীতার টীকার প্রায় প্রতি পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী। তাঁহার "গূঢ়ার্থদীপিকা" নামক টীকা পণ্ডিত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার মতে, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় তিনটি ষট্‌কে বিভক্ত—প্রথম ষট্‌কে কর্ম ও ত্যাগের পথ প্রদর্শনপূর্বক যুক্তি সহকারে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বম্" পদার্থ (জীবাত্মা), দ্বিতীয় ষট্‌কে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তিমার্গ প্রদর্শন দ্বারা উক্ত মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ" পদার্থ (পরমানন্দরূপ পরমাত্মা) এবং তৃতীয় ষট্‌কে "অসি" (হও)-পদ প্রতিপাদ্য "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থের অভেদস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবিশ্বনাথের মতে, গীতাশাস্ত্র সর্ববেদ-তাৎপর্য-পর্যবসিতার্থ রত্ন দ্বারা অলংকৃত; ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ বিদ্যা-পরিপূরিত। গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত। ভক্তিযোগ অতিশয় গূঢ় এবং কর্ম ও জ্ঞানের মূল কারণস্বরূপ; অতএব, অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও সর্ব দুর্লভ বলিয়া মধ্যবর্তী ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট। ভক্তিরহিত কর্ম ও জ্ঞান উভয়ই বৃথা। এই জন্য সাধকগণ কর্ম ও জ্ঞান উভয়কেই ভক্তিমিশ্রিত করিয়া সাধন করিতে বিধি প্রদান করিয়াছেন।

বলদেব মতে, এই গীতোপনিষদে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত। তন্মধ্যে বিভুসংবিৎ ঈশ্বর, অণুসংবিৎ জীব, সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের আশ্রয়রূপ দ্রব্য প্রকৃতি এবং ত্রিগুণশূন্য জড় দ্রব্য কাল। পুরুষত্বনিষ্পন্ন অদৃষ্টাদি শব্দবাচ্য কর্ম ইত্যাদি রূপে ঈশ্বরাদির লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরাদি চতুষ্টয় নিত্য বস্তু এবং জীবাদি চতুষ্টয় ঈশ্বর-বশীভূত। কর্ম প্রাগ্‌ভাবের ন্যায় অনাদি ও বিনাশী। সংবিৎস্বরূপ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই সংবেত্তা (জ্ঞানাশ্রয়) ও অস্মদাদি শব্দের প্রতিপাদ্য।

শ্রী অরবিন্দের গীতাব্যাখ্যার মূল রচনা প্রথমে ইংরাজিতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং পরে উহা বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি পুরুষোত্তমবাদী। গীতার ১৫শ অধ্যায়ে যে পুরুষোত্তমযোগ বর্ণিত, তিনি তাহাই অবলম্বনপূর্বক স্বীয় দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই জীব ও জগৎ ক্ষর পুরুষ, কূটস্থা প্রকৃতি অক্ষর পুরুষ এবং এই উভয় পুরুষের অতীত যে ঈশ্বর তিনি উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। ক্ষর ও অক্ষর উত্তম পুরুষের দেহ ও নিত্য। গীতার ১৫শ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকে আছে, "পরমাত্মাই পুরুষোত্তম নামে শাস্ত্রে অভিহিত। সেই পরমাত্মা বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রবিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত।"

গীতার ঐতিহাসিক সমালোচনা

আধুনিক পণ্ডিতগণ বাইবেলের ন্যায় গীতারও উচ্চতর বা ঐতিহাসিক সমালোচনা (higher or historical criticism) করিয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত গার্বে সর্বপ্রথম গীতার ঐতিহাসিক সমালোচনা ও গবেষণা আরম্ভ করেন। ইনিই প্রথম জার্মান ভাষায় গীতার অনুবাদও প্রচার করিয়াছেন। উক্ত সমালোচনার স্থলে টালবয়েজ হুইলার, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন যে, গীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। গার্বের শিষ্য জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ ডঃ রুডল্‌ফ অটো গীতার উচ্চতর সমালোচনা করিয়া জার্মান ভাষায় যে বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার নাম "The Original Gita"; বইখানি ইংরাজি ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে। ডঃ অটো সাহেবের মতে, গীতায় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-বিষয়ক আখ্যায়িকা-অংশটি মহাভারতের প্রকৃত অংশ। এই আখ্যায়িকা-অংশ ১২৮টি শ্লোকের অনধিক, কিন্তু তিনি বলেন—ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধীয় গীতার উপদেশগুলির পৃথক পৃথক গ্রন্থ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণীরূপে প্রচলিত করিবার উদ্দেশ্যেই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং, এইগুলি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক এবং ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, সমগ্র

গীতাই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। কারণ, প্রথমতঃ, গীতা ও মহাভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে ভাষার নিকটসাদৃশ্য আছে এবং দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য পর্বে গীতার উল্লেখ আছে। ভীষ্মপর্বের ২৫ অধ্যায় হইতে ৪২ অধ্যায়ই ভগবদ্গীতা। কিন্তু শান্তি ও অশ্বমেধ পর্বে এবং অন্য বহু স্থলে ব্যাসদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত ভগবদ্গীতার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, গীতা মহাভারতের প্রকৃত অংশ; গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত নহে। ডঃ অটো সাহেবের পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

গীতার শ্লোকসংখ্যা

গীতার শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শত বলিয়াই এত কাল পাঠকসাধারণ অবগত আছেন। শঙ্করাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি সকল ভাষ্যকার, টীকাকার ও ব্যাখ্যাকারই গীতার উক্ত শ্লোকসংখ্যা নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের আধুনিক গবেষণাসমূহের অভিনব আবিষ্কার এই যে, গীতার বর্তমান আকারটি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ এবং উহার শ্লোকসংখ্যা ৭০০ নহে, ৭৪৫। ব্যাসদেবের বাক্যই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে আছে—

"ষট্ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ॥
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ, গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্লোক ৬২০, অর্জুন কথিত শ্লোক ৫৭, সঞ্জয় কথিত শ্লোক ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র কথিত শ্লোক ১। এইরূপে গীতাতে মোট ৭৪৫টি শ্লোক থাকিবার কথা। কিন্তু প্রচলিত গীতার ৭০০ শ্লোকের মধ্যে ৫৭৫টি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উক্ত, ৮৪টি শ্লোক অর্জুনের বাক্য, ৪০টি শ্লোক সঞ্জয়ের এবং ১টি মাত্র শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয়শিষ্য গদাধরের লিখিত গীতায় নিজহস্তে শ্লোকসংখ্যার মান লিখিবার সময় মহাভারতের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীহস্তলিপিসহ এই পুঁথি এখনও ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) গদাধরের শ্রীপাটে রক্ষিত আছে এবং ইহা লইয়া আলোচনাও হইয়াছে।

কাথিয়াবাড়স্থ গন্ডাল স্টেটের রাজবৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী গত ত্রিশ বৎসর গীতার হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহে নিযুক্ত আছেন। তিনি কাশী হইতে সংগৃহীত গীতার একটি হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন। পুঁথিখানি ভূর্জপত্রে ১৬৬৫ বিক্রম সম্বতে (১৬০৮ খ্রিঃ) লিখিত। ইহা পুস্তকাকারে সম্প্রতি গন্ডাল রসশালা ঔষধাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে গীতার ৭৪৫টি শ্লোক আছে। শাস্ত্রীজী প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে গীতার আরেকটি হস্তলিখিত পুঁথি সুরাট হইতে সংগ্রহ করেন। ইহা ১২৩৬ বিক্রম সম্বতে (১১৭৯ খ্রিঃ) লিখিত। সুতরাং, ইহা অধিকতর প্রাচীন। এই পুঁথিও গন্ডাল রসশালা ঔষধাশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং বর্তমানে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ চলিতেছে। এই গীতা অধিকাংশ স্থলে কাশ্মীরি গীতার অনুরূপ। ইহাতে প্রচলিত গীতা অপেক্ষা

২১টি নূতন ও অধিক শ্লোক এবং ২৫০টি পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয়। এই গীতা প্রকাশের পর ভারতবর্ষ, ইউরোপ এবং আমেরিকায় গীতাবিদগণের মধ্যে গীতার শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধে গভীর জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হইয়াছে। ৭৪৫টি শ্লোকসংযুক্ত গীতা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রকাশিত হইয়াছে, যদিও পাঠকসাধারণের নিকট ইহা অবিদিত। শ্রীনগর হইতে অভিনবগুপ্তাচার্যের টীকা-সম্বলিত যে কাশ্মীরি গীতার সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ৭৪৫টি শ্লোক আছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত ও রাজনক রামকবি-কৃত গীতার "সর্বতোভদ্র" নামক টীকা এবং পুণার ভান্ডারকর ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট হইতে প্রকাশিত গীতাও কাশ্মীরি গীতাকেই অনুসরণ করিয়াছে। কাশ্মীরি গীতা হস্তলিখিত পুঁথির আকারে বহু শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত ছিল; এমনকী, শঙ্করাচার্যের সময়েও ছিল। কিন্তু দক্ষিণভারতে উহার প্রচার ছিল না বলিয়া সম্ভবতঃ উহা শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই যুগে এখনকার মতো যাতায়াতের, মুদ্রাযন্ত্রের বা ডাকের কোনো সুবিধা না থাকায় এক প্রদেশের হস্তলিখিত পুঁথি অন্য প্রদেশে তেমন যাতায়াত করিতে পারিত না। তাই শঙ্করাচার্য গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তিনিও তাঁহার ভাষ্যে ১ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের কোনো উল্লেখ করেন নাই এবং ১৩শ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকও অব্যাখ্যাত রাখিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনিও উক্ত শ্লোকদ্বয় গ্রহণ করেন নাই। তিনি উক্ত শ্লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার পরবর্তী ভাষ্যকার ও টীকাকারগণও এই শ্লোকসংখ্যার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে সাহসী হন নাই। শঙ্করাচার্যের পূর্বেও ৭৪৫ শ্লোকযুক্ত গীতার উপর বহু টীকা ছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ধর্মান্ধ মুসলমানদিগের হাতে সংস্কৃত সাহিত্যের যে দুর্গতি হইয়াছিল তাহার ফলে অধিকাংশ হস্তলিখিত পুঁথি বিনষ্ট হইয়াছে।

মাদ্রাজের শুদ্ধ ধর্মমণ্ডল হইতে যে-গীতা মুদ্রিত হইয়াছে তাহার শ্লোকসংখ্যাও ৭৪৫। তবে উক্ত গীতাতে প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক বাদ দিয়া মহাভারতের উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তিপর্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যথেচ্ছভাবে গ্রহণপূর্বক গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, এই গীতায় ২৬টি অধ্যায় আছে। আদ্য ও অন্ত অধ্যায়ের বিশেষ নাম এবং অবশিষ্ট ২৪টি অধ্যায়ের প্রত্যেকটিতে ২৪টি শ্লোক আছে।

একাদশ শতকে বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক আলবেরুনি তাঁহার আরবি গ্রন্থে গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শতের অধিক ধরিয়াছেন। তিনি নিজেও সংস্কৃতবিদ ছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থে যে-সকল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন তাহা প্রচলিত গীতায় নাই। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল এবং তাঁহার ভ্রাতা ফৈজী গীতার যে দুইটি ফারসি অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহার একটিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে—"সম্রাটের আদেশে গীতার ৭৪০ শ্লোকের ফারসি অনুবাদ সমাপ্ত হইল।" গীতার আবুল ফজল-কৃত ফারসি অনুবাদ লন্ডনস্থিত ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে অদ্যাপি রক্ষিত আছে। ফৈজী-কৃত গীতার ফারসি অনুবাদ লাহোর, এলাহাবাদ, জয়পুর, জলন্ধর প্রভৃতি স্থান হইতে বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। শাহ আলি দাস্তগীর-কৃত গীতার ফারসি অনুবাদের হস্তলিখিত পুঁথি কাশী মহারাজার গ্রন্থাগারে আজও রক্ষিত আছে। মোগল সম্রাটগণের আমলে গীতার একটি আরবি তর্জমা হইয়াছিল। তদনুযায়ী গীতার শ্লোকসংখ্যাও ৭৪৫।

গীতার বিবিধ ভারতীয় ব্যাখ্যা

প্রত্যেক ভাষ্যকার ও টীকাকার স্ব-স্ব ধর্মমত অনুযায়ী গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বৌধায়নের মতে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই গীতার প্রতিপাদ্য; পৃথগ্‌ভাবে কোনোটিই মোক্ষদায়ক নহে। শঙ্করাচার্য সমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক অদ্বৈতবেদান্তানুযায়ী গীতাভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "তস্মাৎ গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কর্মসমুচ্চয়াৎ।" অর্থাৎ, গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই মুক্তিলাভ হয়, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফলে নহে। তাঁহার মতে, ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশপূর্বক নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণলাভই গীতার উপদেশ। অজ্ঞানই দ্বৈতভাব-উৎপাদক। এই দ্বৈতভাব হইতেই সকল কর্ম হয়। দ্বৈতভাব-নাশান্তে নিষ্ক্রিয় আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই সর্ব-কর্মসন্ন্যাস হয়। নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি বা যোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে মানুষ মুমুক্ষু হয়। আত্মজ্ঞানলাভ না হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অসম্ভব।

রামানুজাচার্যের মতে জীব (চিৎ), জগৎ (অচিৎ) ও ব্রহ্ম—এই তিনটি তত্ত্ব স্বতন্ত্র হইলেও ব্রহ্ম জগৎ ও জীববিশিষ্ট। তাঁহার মতে, ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতোভেদ অবশ্য-স্বীকার্য। তাঁহার দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং তিনি ভক্তিধর্মের প্রচারক। তিনি বলেন, "বর্ণাশ্রমধর্ম অবশ্য পালনীয়।" কারণ, সকল শাস্ত্র এই বিষয়ে একমত—"একশাস্ত্রার্থতয়ানুষ্ঠেয়ম্"। ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করিয়া ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম অনুষ্ঠিত হইলে "ভাবসংশুদ্ধি" হয় এবং মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয়—"অনভিসংহিতফলেন কেবলপরমপুরুষারাধনরূপেণানুষ্ঠিতেন কর্মণা বিধ্বস্তমনোমলব্যাকুলেন্দ্রিয়ো জ্ঞাননিষ্ঠায়াম্ অধিকরোতি।" মধ্বাচার্য মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত জীবসমূহের নিত্য ভেদ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি দ্বৈতবাদী ও ভক্তিমার্গের আচার্য। বল্লভাচার্যের মতে, ব্রহ্ম ও মুক্ত জীব মূলতঃ অভেদ হইলেও জীব ব্রহ্মের অংশ, মায়া ঈশ্বরের শক্তিমাত্র, জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা নহে এবং ভগবৎকৃপাই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র পন্থা। নিম্বার্কের মতে, জীবসমূহ ও জগৎ সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরের বিরাট শরীরে অবস্থিত। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। জ্ঞানেশ্বর পাতঞ্জল যোগকেই গীতার শিক্ষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিনবগুপ্তের মতে, গীতা আধ্যাত্মিক অর্থে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন, "ধর্মক্ষেত্র" শব্দের অর্থ নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ, "মামকাঃ" শব্দের অর্থ প্রজ্ঞালব্ধ চিন্তা; ধৃতরাষ্ট্র, কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ কাল্পনিক বস্তু, জড়দেহবান ব্যক্তি নন। মধুসূদন সরস্বতীর মতে, বেদের যেমন কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই কাণ্ডত্রয় আছে, অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা তেমনি কাণ্ডত্রয়াত্মিকা। উহার ১ম, ২য় ও ৩য় ষট্‌কে যথাক্রমে জীবের স্বরূপ, ব্রহ্মের স্বরূপ এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদতত্ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভাষ্যকার যামুনাচার্যের মতে, গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে ভক্তিলাভের উপায়স্বরূপ ভাগবত জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তি ও উপাসনা-সহায়ে লব্ধব্য ভাগবত স্বরূপ বর্ণিত এবং বাকি ছয় অধ্যায়ে পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। রামানুজের গুরু যামুন তাঁহার গীতাগ্রন্থে বলেন যে, নারায়ণই পরব্রহ্ম; একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সেই নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; স্বধর্মানুষ্ঠান, সম্যক শাস্ত্রজ্ঞান এবং তীব্র

বৈরাগ্য দ্বারা ঈশ্বরভক্তি লাভ হয়। নিগমান্ত মহাদেশিকের মতে, নিষ্কাম কর্ম পরোক্ষভাবে জ্ঞানোৎপত্তি দ্বারা এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে আত্মানুভূতি-প্রদানে সমর্থ। শ্রী অরবিন্দ তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ পুরুষোত্তমবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের কথা আছে। শ্রীভগবান কিন্তু তথায় স্পষ্ট বলিয়াছেন—পরমাত্মাই পুরুষোত্তম—"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ প্রমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।" বালগঙ্গাধর তিলক বলেন—"নিষ্কাম কর্মই গীতার ধর্ম; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান ও প্রচার করিয়াছেন।" শ্রীধরস্বামী তাঁহার গীতার টীকায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিলেও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জ্ঞান ও ভক্তি স্বরূপতঃ এক হইলেও ভক্তিই মুক্তিদাত্রী। মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শঙ্করানন্দ প্রমুখ বহু টীকাকার শঙ্করের পদানুবর্তী। শঙ্করের মতে, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; চিত্ত শুদ্ধ হইলে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়; জ্ঞানলাভ হইলে কর্মত্যাগ হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভূতপূর্ব জীবন উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কর্মত্যাগ হইবার পর তিনি "গলিতহস্ত" হইলেন, আর তর্পণাদি কর্ম করিতে পারিলেন না। পরাভক্তি লাভ হইবার পর তিনি আর বিধিপূর্বক ৺জগন্মাতার পূজা ও উপবীত ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—কয়েক বার "গীতা" "গীতা" উচ্চারণ করিলে যাহা হয় তাহাই গীতার শিক্ষা। ত্যাগই গীতার বাণী। "ত্যজ্‌" ধাতুর অর্থ ত্যাগ করা। সকল কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগই গীতার বাণী। "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—একমাত্র ত্যাগের দ্বারা অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন—উপনিষদের এই মহতী বাণীই গীতায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত। জার্মান মনীষী গ্যেটে বলিতেন, "তোমাকে সকল কর্ম একসময় ত্যাগ করিতেই হইবে। এই সনাতন সঙ্গীত অনন্ত কাল ধরিয়া আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। সমগ্র জীবন প্রত্যেক ঘণ্টায় এই সঙ্গীত আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, যদিও উহা আমরা শুনি না।"

গীতার বৈদেশিক ব্যাখ্যা

গার্বে এবং হপ্‌কিন্‌স অনুমান করেন যে, অনেক লেখক বিভিন্ন শতাব্দীতে গীতায় স্ব-স্ব রচনা সংযোজন করিয়াছেন। গার্বে বলেন, "গীতার মৌলিক আকারটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে সাংখ্যযোগের ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে পুনরায় উহা উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের গ্রন্থরূপে গৃহীত ও পরিবর্তিত হয়।" গার্বে "Indian Antiquary"-তে (ডিসেম্বর ১৯১৮) লিখিয়াছেন, "গীতায় সগুণ ও নির্গুণ উপাসনাকে সমান স্থান দেওয়া হইয়াছে। উভয় উপাসনার কোনোটিকে উচ্চ বা নিচ বলা হয় নাই। স্থানে স্থানে উভয়ের প্রভেদও অস্বীকৃত হইয়াছে। দুইটি মতের এইরূপ অপূর্ব সমন্বয় বা সামঞ্জস্যই গীতার বৈশিষ্ট্য।" হপ্‌কিন্‌স বলেন, "পরবর্তিকালের কোনো বিষ্ণু-উপাসনা-মূলক উপনিষদ্‌কে কৃষ্ণভাবোদ্দীপক গ্রন্থে পরিণত করিয়া গীতা উৎপন্ন হইয়াছে।" হোল্‌জমানের মতে, কোনো বেদান্তগ্রন্থকে বিষ্ণুভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিবর্তিত করিয়া গীতা সৃষ্ট হইয়াছে। বেরিডেল কীথ বলেন, "শ্বেতাশ্বতরের ন্যায় গীতা পূর্বে

একখানি উপনিষদ্ ছিল। পরে উহা কৃষ্ণোপাসনার গ্রন্থরূপে পরিবর্তিত।" বার্নেটের ধারণা যে, গীতাকারের যত্নে বিভিন্ন ধর্মমত সুশৃঙ্খলভাবে সমঞ্জস হইয়াছিল। পল ডয়সন বলেন, "উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের অধঃপতনের যুগে গীতা এক বিকৃত সৃষ্টি। উক্ত যুগে আস্তিকতা ধীরে ধীরে নাস্তিকতায় পরিবর্তিত হইতেছিল।" গার্বে বলেন, "গীতোক্ত দার্শনিক তত্ত্বের সম্পূর্ণ ভিত্তি প্রায় সাংখ্যযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যযোগই গীতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; দ্বিতীয় স্থান বেদান্ত-কর্তৃক অধিকৃত মাত্র। "বেদান্ত" শব্দটি ("বেদান্তকৃৎ"-রূপে) মাত্র এক বার গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে উক্ত। কিন্তু সাংখ্য ও যোগের প্রায়শঃই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর উপর্যুক্ত "বেদান্ত" শব্দটিও উপনিষদের অর্থে ব্যবহৃত। প্রাচীন ও নবীন দর্শনের অসমঞ্জস সমাবেশ গীতাতে দেখা যায়। বেদান্তের ধারাটি গীতায় আধুনিক, মৌলিক নহে। দার্শনিক বা ধর্মীয় যে দৃষ্টিতেই গীতাকে বিচার করা যায়, উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয়।" সেনেটের মতে, স্বতঃসিদ্ধ বা স্বাভাবিক সমন্বয়সাধনই (spontaneous syncretism) গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। চার্লস জনস্টন বলেন, "ভগবদ্‌গীতা সেই বেদ-সরোবর, যাহার স্বচ্ছ ও শুদ্ধ সলিল ভারত-ভারতীর দারুণ সঙ্ঘর্ষের সঙ্গে যুগে যুগে ভারতেতিহাসরূপ অরণ্যের মধ্য দিয়া বেদরূপ হিমালয়ের অগম্য শৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত ও সঞ্চিত।"

গীতার প্রচার

ভারতে এবং ভারতেতর বহু দেশে গীতার ব্যাপক প্রচার হইয়াছে। বাংলা ভাষায় উহার অনেক অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে ও হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দি, উড়িয়া, অসমিয়া, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম, কানাড়ি, মেবারি, মারোয়াড়ি, সিন্ধি, গুরুমুখী, উর্দু, খাসিয়া, ফারসি, গাড়োয়ালি, নেপালি প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল ভাষায় গীতার অসংখ্য অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে। কলিকাতায় বাঁশতলা গলিস্থিত গীতা লাইব্রেরিতে এই পর্যন্ত পৃথিবীর ছত্রিশটি ভাষায় গীতার যে পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হইয়াছে, তাহার মধ্যে সাতাশটি ভাষায় প্রায় এগারো শত সংস্করণের নমুনা-গীতা সংগৃহীত আছে। গীতা-প্রেমিকের এইগুলি অবশ্য-দর্শনীয়। ইংরাজি ভাষায় গীতার অনেক অনুবাদ ও সংস্করণ হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী স্বরূপানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী নিখিলানন্দ-কৃত গীতার ইংরাজি অনুবাদ দেশে ও বিদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কোনো কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী স্বরূপানন্দের গীতা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত হইয়াছে। স্বামী প্রভবানন্দ ইংরেজ কবি ক্রিস্টোফার ঈশারউডের সহযোগে গদ্যে ও পদ্যে গীতার ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী অলডাস হাক্সলি ইহাতে একটি মনোজ্ঞ ভূমিকা লিখিয়াছেন। উক্ত ভূমিকায় অলডাস হাক্সলি লিখিয়াছেন, "জগতে যে-সনাতন দর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার প্রাঞ্জলতম ও পূর্ণতম সংক্ষিপ্তসার গীতায় আছে। শুধু ভারতীয়গণের জন্য নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্য উহার স্থায়ী মূল্য আছে। সনাতন দর্শনের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বিবৃতি ভগবদ্‌গীতা দিয়াছেন।" মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে উক্ত গীতার একটি ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্যার এডুইন আর্নল্ড-কৃত

গীতার পদ্যানুবাদ; অ্যানি বেসান্ত, জন ডেভিস্, অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এডগার্টন, হোল্‌ডেন, এডোয়ার্ড সাম্ফশন, উইলিয়াম কিউ. জাজ, স্যার চার্লস উইলকিন্স, চার্লস জনস্টোন, রেভারেন্ড আর. ডি. গ্রিফিথ, রাইডার এফ. টি. ব্রুকস্, ই. ওয়াশবার্ন হপ্‌কিন্স প্রমুখ-কৃত গীতার ইংরাজি গদ্যানুবাদ বিশেষ প্রচলিত। অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক অনূদিত ইংরাজি গীতার লক্ষাধিক কপি এবং গোরক্ষপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত হিন্দি গীতার কয়েক লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। স্যার চার্লস্ উইলকিন্স-কৃত ইংরাজি অনুবাদে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক লিখিত ভূমিকা আছে। এই গীতা ১৭৮৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত গীতার একটি সংস্করণ কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ইহাই বিদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত ও অনূদিত সর্বপ্রথম ভারতীয় গ্রন্থ ও গীতার প্রথম ইংরাজি অনুবাদ। ফরাসি ভাষায় গীতার যে কয়েকটি অনুবাদ হইয়াছে তাহার মধ্যে আন্না কামেস্কি, এমিল বার্নফ, এ. এনডিউড শুল্‌ফ-কৃত অনুবাদ প্রাঞ্জল। রিচার্ড গার্বে, পল ডয়সন, লিওপল্‌ড ফন শ্রেডার, ফ্রাঙ্ক হার্টম্যান এবং থিওডর স্প্রিংম্যান-কৃত গীতার জার্মান অনুবাদের অনেক সংস্করণ হইয়াছে। হার্টম্যান ও স্প্রিংম্যানের জার্মান অনুবাদ পদ্যে। আগাস্টাস গিলেলমাস শ্লেগেল-কৃত ল্যাটিন অনুবাদ; এন. ডি. ফ্লোরেন্স-কৃত ইটালিয়ান অনুবাদ; নিনো রুনেবার্গ, উইলিয়াম জাজ ও ফ্রাঞ্জ লেম্ফাউ-কৃত সুইডিশ অনুবাদ; ম্যাঞ্জিয়ারলি ও কামেস্কি-কৃত রাশিয়ান অনুবাদ; ল্যার্বাটন ও ডঃ জে. ডবলিউ. বৈশেডাইন-কৃত ডাচ্ অনুবাদ; এ. ত্রিমিশভ ও জে. আর. বোরেল-কৃত স্প্যানিশ অনুবাদ; ডঃ এ. হটিম্যান-কৃত বোহেমিয়ান অনুবাদ; লেগ্রাডি ন্যম্‌দা কন্যুকিয়াডো-কৃত হাঙ্গেরিয়ান অনুবাদ; অধ্যাপক জে. তাকাকুশু-কৃত জাপানি অনুবাদ এবং জনৈক লামা-কৃত তিব্বতি অনুবাদ তত্তদ্দেশে বিশেষ প্রশংসিত। রামদয়াল মজুমদার, দামোদর মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, অবিনাশ শর্মা, জগদীশ ঘোষ, পার্বতীচরণ তর্কতীর্থ ও ভূতনাথ সপ্ততীর্থ-কৃত গীতার অনুবাদ প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত প্রমথনাথ, পণ্ডিত ভূতনাথ ও পণ্ডিত পার্বতীচরণ যথাক্রমে গীতার শাঙ্করভাষ্য, গূঢ়ার্থদীপিকা ও সুবোধিনী টীকার বঙ্গানুবাদ করিয়া অমর হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ন্যায় গীতারও অখণ্ড পাঠ হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও গীতার নিত্য পাঠ হয়। সুর-তান-লয়-যোগে বহু স্থানে গীতা গীত হয়। ইহার পাঠে মহাশান্তি ও স্বস্ত্যয়ন হয়। বিশেষতঃ, বিশ্বরূপদর্শন (১১শ) অধ্যায় (যাহা ব্রহ্ম অধ্যায়রূপে বর্ণিত) শুচি, অশুচি—সর্বাবস্থায় পাঠ করা যায়। লাহোর, করাচি প্রভৃতি শহরে "গীতা-হল" নির্মিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রে গীতার জ্ঞানেশ্বরী ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য সহস্র সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়। বরোদা ও আমেদাবাদে যে বিশাল "গীতা মন্দির" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে গীতাদেবীর মূর্তি নিত্য পূজিত হয়। ব্যাঙ্গালোরে জনৈকা ভক্তমহিলা গীতার সকল শ্লোক কাপড়ের উপর রেশমের সেলাই দ্বারা লিখিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থখানি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত এখনও আছেন যাঁহাদের সমগ্র গীতা কণ্ঠস্থ। কোনো কোনো কলেজে গীতা পাঠ্যপুস্তকরূপে পঠিত হয়। বাংলায় গীতার বহু পকেট-সংস্করণ আছে।

গীতা ও উপনিষদাবলি

গীতা একটি উপনিষদ্। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বেদব্যাস গীতাকে উপনিষদ্ বলিয়াছেন। উপনিষদ্-তত্ত্বই গীতায় পত্রপুষ্পে শোভিত ও পরিবর্ধিত। গীতা-ধ্যানে আছে যে, উপনিষদ্-রূপ গাভিসমূহের দুগ্ধই এই গীতামৃত। উপনিষদের নিগূঢ় নির্যাস শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের জন্য গীতামৃতরূপে পরিণত করিয়াছেন। উপনিষৎ-সমূহের ন্যায় গীতাও কম্বুকণ্ঠে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রহ্মতত্ত্বের এমন সুললিত ও সহজবোধ্য ব্যাখ্যা অন্য কোনো গ্রন্থে দেখা যায় না। শঙ্করাচার্য সেই জন্য তাঁহার উপনিষদ্ ও গীতার ভাষ্যে একই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। অদ্বৈতনিষ্ঠ প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতা অন্যতম। উপনিষদের কয়েকটি শ্লোক গীতায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়। কঠ উপনিষদের ১/২/১৫ শ্লোক সামান্য পরিবর্তনান্তে গীতার ৮/১১ শ্লোকরূপে পরিণত। ঈশ উপনিষদেরও ৫ম শ্লোক গীতার ১৩/১৬ এবং ৬/২৯ শ্লোক। মুণ্ডক উপনিষদের ২/১/২ শ্লোকের সহিত গীতার ১৩/১৫ শ্লোকের সাদৃশ্য আছে। কঠ উপনিষদের চারিটি শ্লোকের (২/৭, ১৫, ১৮-১৯) সঙ্গে গীতার ৮/১১, ২/২০, ২/১৯ শ্লোকের সাদৃশ্য আছে। উক্ত সাদৃশ্যযুক্ত বা সমানার্থক শ্লোক আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। গীতাপাঠ করিলেই উপনিষদ্ পাঠ হয়। গীতা উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে ১৬শ অধ্যায়ে আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্তে অর্জুন গীতার উপদেশ বিস্মৃত হওয়ায় পুনর্বার উহা প্রার্থনা করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—

"ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ।
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥"

অর্থাৎ, যে-ব্রহ্মতত্ত্ব তোমাকে পূর্বে যোগযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে পুনরায় বলা অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ যোগযুক্ত হইয়া অর্জুনকে গীতাতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। বেদতুল্য গীতার ভাগবত বাণী নিত্য ও অপৌরুষেয়। গীতা পঞ্চম বেদ। গীতাতত্ত্ব ও বেদবাণী অভেদ। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, গীতা বেদের সর্বোত্তম ভাষ্য। গীতা ব্রহ্মযোগ-শাস্ত্র ও অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী। ব্রহ্মবিদ্যাই গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। গীতায় ব্রহ্মযোগ বিবৃত। ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করা, গুণাতীত যোগারূঢ় বা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়াই গীতার উপদেশ। কেহ কেহ বলেন—"যুদ্ধক্ষেত্রে গীতা কীরূপে উপদিষ্ট হইল?" ইহা অসম্ভব নহে। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস যে-যুদ্ধে যাইয়া নিহত হন, সেই যুদ্ধে যাইবার পূর্বে তিনি তিন দিবস স্বীয় রাজধানীর বিদ্বদবর্গকে প্রাসাদে আহ্বানপূর্বক দর্শনালোচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং, যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার উপদেশ করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

গীতা ও ভাগবত

গীতা ও ভাগবতে একই তত্ত্ব উপদিষ্ট। উভয় গ্রন্থে একই অবতারের উপদেশ প্রবিবৃত। গীতার বক্তা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বাণী গ্রথিত। গীতার ২য়

অধ্যায়ে এবং ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে জ্ঞানযোগ বর্ণিত। গীতার ১২শ অধ্যায়ে এবং ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ভক্তিযোগ বিবৃত। উভয় গ্রন্থেই সমানভাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্ব স্থান পাইয়াছে। গীতায় আছে—"অনন্যচিত্ত হইয়া যাহারা সতত আমার স্মরণ-মনন করে আমি তাহাদের নিকট সুলভ।" গীতার ১৪শ অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—"অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়।" সেইরূপ ভাগবতে আছে—"আত্মারাম মুনিগণ অহৈতুকী ভক্তি লাভ করেন।" আবার, গীতার ন্যায় ভাগবতেও আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট। ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের শেষে শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন। ভাগবতের বেদস্তুতিতে আছে, "আত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্মতনঃ"—আত্মতত্ত্ব প্রকাশের জন্যই ভগবান মানবরূপে অবতীর্ণ হন। গীতার ন্যায় ভাগবতে কর্মযোগ এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

"তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

গীতার মতে, যুগে যুগে অবতার আগমন করেন। ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে, "অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ"—অবতার অসংখ্য। গীতার (১৮/৬৬) শ্লোকে শ্রীভগবান ভক্তকে সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার শরণাগত হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১/১২/১৫) আছে—

"মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়াস্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥"

অর্থাৎ, সর্বপ্রযত্নে সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ আমার শরণাগত হও। তাহা হইলে আমার দ্বারা অকুতোভয় (সর্বত্র নির্ভয়) হইবে। শরণাগতি দ্বারাই ভক্ত অভয় লাভ করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অন্তে মেধা ঋষিও রাজা সুরথকে ভবভয়নাশের জন্য পরমেশ্বরী ভগবতীর শরণাগত হইতে বলিতেছেন।

গীতার উদারতা

গীতা সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। গীতা সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল শ্রেণির ধর্মগ্রন্থ হইবার যোগ্য। গীতা-শাস্ত্রে কোনো গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নাই। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—"যে যে-ভাবে আমায় আরাধনা করে, আমি সেই ভাবে তাহাকে কৃপা করি। সকল ধর্মপিপাসু মৎপথেই বিচরণ করিতেছে।" ৭ম অধ্যায়ের ২১শ শ্লোকে আছে—"যাহারা ঈশ্বরের যেকোনোরূপ শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাদিগকে সেই মূর্তিতে ভক্তি ও বিশ্বাস প্রদান করি।" ৯ম অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও অবিধিপূর্বক আমারই উপাসনা করে।" এইরূপ সর্বজনীনতা ও উদারতা অন্য ধর্মগ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য। ভগবানের অসংখ্য নাম ও অসংখ্য রূপ। তাঁহার যেকোনো একটি নামে ও রূপে আমাদের নিষ্ঠা হইলেই মুক্তি করতলগত হইবে। নিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার একটি নাম জপ এবং একটি রূপ ধ্যান করিলেই মোক্ষলাভ হয়। অপরের ইষ্টকে শ্রদ্ধা করা ইষ্টনিষ্ঠার একটি প্রধান সাধন। অপরের ইষ্টকে অশ্রদ্ধা করা অনুচিত।

কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—প্রত্যেকটি অন্যনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মুক্তিমার্গ, এই ভাবটি গীতার কয়েকটি শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ গীতার উক্ত বৈশিষ্ট্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। রুচির বৈচিত্রহেতু ঋজু, কুটিল যে-পথে মানুষ চলুক না কেন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকিলে সাধকের ঈশ্বরলাভ হইবেই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিতেন, "যত মত তত পথ।" এক-একটি ধর্মমত যে ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ, তাহা তিনি তাঁহার অভূতপূর্ব ও অলৌকিক জীবনে সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন।

গীতায় আত্মার অমরত্ব

কুরুক্ষেত্রে অর্জুন আত্মীয়বর্গকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি স্বজনগণকে বিনাশপূর্বক রাজ্যলাভের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য তাঁহাকে আত্মার অমরত্ব শিক্ষা দিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন—"এই নরপতিগণ ও আমরা পূর্বে ছিলাম না, বা পরে থাকিব না—ইহা সত্য নহে।" অর্থাৎ, আমরা ও ইহারা আত্মারূপে জন্মের পূর্বেও ছিলাম এবং মৃত্যুর পরেও থাকিব। আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; আত্মা অমর। মানুষ দেহমাত্র নহে। মানুষ আত্মাই। দেহের জন্ম বা মৃত্যু হয়। মৃত্যু আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মৃত্যুতে স্থূলদেহের ধ্বংস হয় মাত্র। বস্ত্র জীর্ণ হইলে যেমন উহা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নূতন বস্ত্র পরিধান করি, তেমনি আত্মা ভগ্ন ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ গ্রহণ করে। মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম হয়; পুনর্জন্ম দেহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। কৌমার, যৌবন ও জরার ন্যায় মৃত্যুও দেহের একটি অবস্থামাত্র। আত্মাকে মৃত্যু বিনাশ করিতে পারে না, অস্ত্র ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল সিক্ত করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। ইহাই গীতার প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করিলে অর্জুনের ন্যায় আমাদেরও মৃত্যুভয় বিদূরিত হইবে, শোক অন্তর্হিত হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২শ স্কন্ধে শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে মৃত্যুভয় দূর করিবার জন্য আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, "আত্মা দেহ হইতে পৃথক। তুমি অমর আত্মা—এই জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুভীতি যাইবে না।" গ্রিসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিস আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া শেষজীবনে তিনি যখন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মৃত্যুর পর আপনার দেহ কীভাবে সৎকার করিব?" সক্রেটিস তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার দেহের সৎকার যেভাবে ইচ্ছা করিও, তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, এই দেহ সক্রেটিস নহে।" জন্মের পূর্বে যে আমরা ছিলাম এবং মৃত্যুর পরেও থাকিব, বিনষ্ট হইব না—এই ধারণা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান। মন একটু অন্তর্মুখ ও একাগ্র হইলেই উক্ত সত্য প্রতিভাত হয়। ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁহার নবম বা দশম বর্ষীয় পুত্রকে খ্রিস্টান ধর্মের একটি তত্ত্ব শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "মিশরের পিরামিড যখন নির্মিত হয়, তখন তোমার অস্তিত্ব ছিল না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অস্তিত্ব আসিয়াছে।" (খ্রিস্টানগণ জন্মান্তরে বিশ্বাসী নন।) পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সে (পুত্র) তখন কী করিতেছিল?" পিতা তাহাকে বারবার বলা সত্ত্বেও বালক কিছুতেই তাহার জন্মের পূর্বের অনস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারিল না। মানব

দেহাতিরিক্ত আত্মা, সুতরাং কীরূপে এইরূপ বিশ্বাস করা সম্ভব? দেহবুদ্ধির প্রাবল্যহেতু আত্মবুদ্ধি সম্প্রতি অন্তর্হিত হইয়াছে। আত্মবুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গেই ক্ষুধাতৃষ্ণা, জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি প্রভৃতি জড়ধর্মের অধীনতা দূর হয়; সকল দুর্বলতা, দুঃখ ও দৈন্য পলায়ন করে; মানব মৃত্যুঞ্জয় ও মহাবীর হয়।

গীতায় অবতারবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাও অবতারবাদ প্রচার করেন। সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম গীতাতেই অবতারতত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৭-৯ম শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয় তখনই তিনি অবতীর্ণ হন। সাধুরক্ষা, দুষ্টবিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে নরদেহ ধারণ করেন। অবতারে বিশ্বাস হইলে মুক্তিলাভ হয়, আর পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলিতেন, "অবতারে বিশ্বাস পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ।" মূঢ়গণই মনুষ্যতনুধারী ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। অবতারবাদেই ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত। শঙ্করাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সঃ ভগবান্ অজঃ অব্যয়ঃ ভূতানাম্ ঈশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবান্ ইব, জাত ইব স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে।" অবতার মায়া-মনুষ্য। তিনি মায়াধীশ; জীবের ন্যায় মায়াধীন নন। তিনি যেন দেহবান হন, যেন জাত হন। অবতার নরদেহধারী ভগবান। দেহধারণকালে তিনি তাঁহার ভাগবতস্বরূপ বিস্মৃত হন না। অবতার দেব-মানব, "নির্গুণ গুণময়", "নিরঞ্জন নররূপধর"। দেবত্ব ও মানবত্বের অপূর্ব মিলন অবতারে দৃষ্ট হয়। ভক্তিতে ভগবান নররূপ ধারণ করেন; ভক্তিতে মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রস্ফুটিত হয়। ঈশ্বর ও মানবের মিলনভূমি এই অবতার। অবতারকে দর্শন করিলেই ঈশ্বরদর্শন করা হয়। অবতারগণের জন্ম অলৌকিক; কারণ, তাঁহারা জীবের ন্যায় কর্মাধীন নন। ঈশ্বরের নরলীলাই সর্বোত্তম। অবতারের লীলাস্মরণ, তাঁহার নামজপ ও তাঁহার মূর্তিধ্যানই ধর্মজীবনের প্রধান সাধন। এই জন্য ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম কীরূপে সাকার ও সগুণ হন, কীরূপে রক্ত-মাংসের শরীরে আবির্ভূত হন—এই গভীর রহস্য দুর্ভেদ্য। অবতারকে আশ্রয় করিলে ধর্মসাধন সহজ হইয়া যায়। বিশ্বরূপ দর্শনান্তে শ্রীকৃষ্ণে অর্জুনের ভগবদ্বুদ্ধি আসামাত্র অর্জুনের মোহরাত্রি অতীত হইল। যিশুখ্রিস্টের অবতারত্বে বিশ্বাস আসিতেই সল পলে পরিণত হইলেন। মানবের দেবত্ব এবং ভগবানের মানবত্ব প্রকটিত হয় অবতারবাদে। অবতারকে চিন্তা করিলেই ঈশ্বরকে চিন্তা করা হয়। বেদে অবতারবাদ ব্যক্ত হয় নাই। পরবর্তী যুগে ভক্তিধর্মের উৎপত্তির সঙ্গে অবতারবাদ উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মে উক্ত মত কোনো-না-কোনো প্রকারে বিকশিত হইয়াছে।

গীতোক্ত কর্মযোগ

নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী। বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম অনাসক্তভাবে পালন করিলে ভগবদ্দর্শন হয়। গীতায় আছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

ফলে অনাসক্ত হইয়া কর্তব্যকর্ম করিলে ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও পরে জ্ঞান লাভ হয়। মহাভারতে (১২/১৮/৩১) অর্জুন বলিতেছেন—

"অসক্তঃ সক্তবদ্ গচ্ছন্ নিঃসঙ্গো মুক্তবন্ধনঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ স বৈ মুক্তো মহীপতে॥"

অর্থাৎ, যে অনাসক্ত বন্ধনহীন পুরুষ শত্রু-মিত্রে সমদর্শী এবং সক্তবৎ ব্যবহারশীল হন, তিনি মুক্ত। হে মহীপতে! ইহাই গীতোক্ত মুক্তির আদর্শ। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে (৩/২০৪-২০৫) সন্ন্যাসীর অবস্থা বর্ণনান্তে কথিত আছে, "সত্যশীল জ্ঞাননিষ্ঠ গৃহী সন্ন্যাসগ্রহণ না করিয়াও মুক্তিলাভ করেন।" মহাত্মা গান্ধির মতে, গীতায় অনাসক্তিযোগ কথিত। অনাসক্তি যতই মনে দৃঢ়মূল হইবে ততই চিত্ত শুদ্ধ হইবে, ততই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আস্বাদ পাওয়া যাইবে। গীতা কর্ম ত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই; কর্মে অনাসক্তি, কর্মফলত্যাগই গীতার মহীয়সী বাণী। জগতের অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ এত মুক্তকণ্ঠে এই অদ্ভুত তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। সচন্দন পুষ্প ভগবানের চরণে অর্পণ করিলে যেমন পূজা হয়, তেমনি স্ব-স্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেও তাঁহার উপাসনা হয়। নিষ্কাম কর্মও একপ্রকার ঈশ্বরারাধনা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—বুদ্ধদেব ধ্যানের দ্বারা ও যিশুখ্রিস্ট প্রার্থনার দ্বারা যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ও দিব্যভাব লাভ করিয়াছিলেন, অনাসক্ত কর্মী নিষ্কাম কর্মের দ্বারাও সেই উচ্চাবস্থা লাভ করিবেন। তাই স্বামীজী কর্মসঙ্কুল বর্তমান যুগে "নারায়ণজ্ঞানে জীবসেবা" ধর্মের প্রধান অঙ্গরূপে প্রবর্তন করিলেন। চৈনিক ঋষি লাউৎজে প্রাচীন চীনে wa wei wei বা নিষ্কাম কর্মযোগ শিক্ষা দিয়াছেন। লাউৎজে তাঁহার "তাও তে-কিং" নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন, "অনাসক্ত মানবই জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা ও শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ। তিনি জগতে বাস করিয়াও জগদতীত হন।" প্রসিদ্ধ ইংরেজ মনীষী অলডাস হাক্সলি তাঁহার "Ends and Means" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে প্রচলিত আদর্শ মানবের বহু সংজ্ঞা সমালোচনাপূর্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, গীতোক্ত অনাসক্ত মানবই আদর্শ পুরুষ। যিনি যত অনাসক্ত তিনি তত উন্নত। ফরাসি দেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ক্লেম্যাঙ্গো বলিয়াছেন—গীতোক্ত কর্ম-কৌশল যদি জানিতাম তাহা হইলে আমার কর্ম-জীবন ধর্ম-জীবনে পরিণত হইত। খ্রিস্টান সাধক ব্রাদার লরেন্স নিষ্কামভাবে পাচকের কর্ম করিয়াই সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ব্যাধগীতাতে আছে যে, ব্যাধ মাংসবিক্রয়রূপ স্বীয় বর্ণধর্ম অনাসক্তভাবে পালন করিয়াই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে দেখা যায়, অনাসক্তচিত্তে পতিসেবা দ্বারাই সতীসাধ্বী স্ত্রীর জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলিত হইয়াছিল। অনাসক্তভাবে স্বধর্মপালনই শ্রেষ্ঠ সাধনা। সকল সময়ে সকল অবস্থায় অনাসক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

বৌদ্ধধর্ম ও গীতা

বৌদ্ধধর্মে ধম্মপদ যে-স্থান অধিকার করিয়াছে, হিন্দুধর্মে গীতাও সেই স্থান পাইয়াছে। ধম্মপদ যেমন প্রত্যেক বৌদ্ধগৃহে পঠিত হয়, গীতাও তদ্রূপ অগণিত হিন্দুগৃহে পঠিত হয়। ধম্মপদ ও গীতার মধ্যে ভাবসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকে আছে, যে-ভক্ত অনন্যচিত্ত

হইয়া নিরন্তর ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার যোগক্ষেম বহন করেন। এখন "যোগক্ষেম" শব্দটি গভীর অর্থপূর্ণ। যোগ অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং ক্ষেম প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ। শঙ্করমতে, যোগক্ষেম আহারাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তু। শ্রীধর এই অর্থ ব্যতীত উক্ত শব্দের আর একটি অর্থ দিয়াছেন, তিনি বিকল্পে যোগক্ষেম শব্দটি "মুক্তি" অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ধম্মপদ"-এ (অপ্পমাদো বগ্‌গো, ৩) আছে—

"তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চৎ দল্‌হপরকমা।
ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্‌খেমং অনুত্তরং॥"

অর্থাৎ, সেই সকল সতত চেষ্টাশীল এবং নিত্য দৃঢ়পরাক্রম ধ্যানিগণ পরম শান্তি (মুক্তি)-রূপ নির্বাণ লাভ করেন।

ধম্মপদ-মতে, যোগক্‌খেমং=যোগক্ষেম=মুক্তি। শ্রীধর ও ধম্মপদ এক অর্থেই যোগক্ষেম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যোগক্ষেম শব্দটি কঠ উপনিষদ্ ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়। কঠ উপনিষদে (১/২/২) আছে—"প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।" অর্থাৎ, মন্দবুদ্ধিগণ শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়ঃ-কে বরণ (পছন্দ) করেন; সুতরাং, যোগক্ষেম শ্রেয়ঃ বা মুক্তি অর্থেও ব্যবহৃত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩/১০/২) আছে—"যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপানয়োঃ।" অর্থাৎ, ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রাণাপানে অবস্থিত। যোগক্ষেম শব্দটি অতি প্রাচীন। সম্ভবতঃ উপনিষদ্ ও গীতা হইতে উহা ধম্মপদে গৃহীত।

ডক্টর এস. রাধাকৃষ্ণণের মতে, "গীতার প্রভাব পুরাকালে চীন ও জাপান পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান গ্রন্থদ্বয় "মহাযানশ্রদ্ধোৎপত্তি" এবং "সদ্ধর্মপুণ্ডরীক" গীতাতত্ত্বের নিকট গভীরভাবে ঋণী।"

গীতায় যোগচতুষ্টয়ের সমন্বয়

গীতায় যে ধর্মসমন্বয় ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ধর্মেতিহাসে অপূর্ব। কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ অপূর্ব সমন্বয় অন্য শাস্ত্রে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—"যত মত তত পথ" গীতাতেই ব্যাখ্যাত। গীতার ৩য় অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকটি এই—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন—সেই হেতু সদা অনাসক্ত হইয়া কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করো। মানুষ অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে ভগবান স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। জ্ঞানযোগ দ্বারা যে মুক্তিলাভ হয়, তাহা গীতার ১২শ অধ্যায়ের ৩-৪ শ্লোকদ্বয়ে ব্যক্ত। যথা—

"যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥"

অর্থাৎ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া এবং সর্বত্র সমবুদ্ধি ও সদা সর্বভূতের হিতে রত হইয়া অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন।

ভক্তির দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয়, তাহা ১১শ অধ্যায়ের ৫৪শ শ্লোকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥"

শ্রীভগবান বলিতেছেন—কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাতে বিলয়রূপ মোক্ষলাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হয়।

৫ম অধ্যায়ের ২৭শ ও ২৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, রাজযোগ দ্বারা মোক্ষলাভ হয়—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥"

অর্থাৎ, বাহ্য বিষয় মন হইতে বাহির করিয়া দৃষ্টি ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থির করিয়া নাসিকার মধ্যে বিচরণশীল প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযমপূর্বক ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া যে-মুনি সর্বদা বিরাজ করেন তিনি জীবন্মুক্ত।

গীতা হইতে জানা যায় যে, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ এবং কর্মযোগের প্রত্যেকটিই অন্যনিরপেক্ষ মোক্ষমার্গ। গীতার এই সমন্বয় অপূর্ব এবং সনাতন ধর্মের গৌরব।

গীতাকবচ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর যেরূপ কবচ আছে, গীতারও তদ্রূপ কবচ আছে। যেরূপ দেবীকবচ পাঠান্তে চণ্ডীপাঠ বিহিত, সেইরূপ গীতাকবচ পাঠান্তে গীতাপাঠ করিতে হয়। বার্নেল সাহেবের ক্যাটালগ (১১৪৬৪ নং, ১৮৬পৃষ্ঠা) অনুসারে তাঞ্জোরের মহারাজা সরফৌজির সরস্বতীমহল গ্রন্থাগারে তেলুগু অক্ষরে লিখিত পুঁথিতে একটি গীতাকবচ[১] আছে। যাহা ধারণ করিলে শত্রু-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্রাদি হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহাকে কবচ বলে। যিনি গীতাতত্ত্বে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হন, তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর নানা প্রবল শত্রু থাকে। ইহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গীতাকবচ অবশ্য ধারণীয়। গীতাকবচে ষড়ঙ্গ রক্ষা করিবার বিধি ও কৌশল বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। উক্ত কবচের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে গীতার ছয়টি মূল শ্লোক উল্লিখিত।

১ উহা "শ্রীভারতী" পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) শ্রী জিতেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

গীতামাহাত্ম্য

সাধারণতঃ দুইটি গীতামাহাত্ম্য দেখা যায়। তন্মধ্যে যেটি বৃহত্তর সেটি বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে উক্ত। ইহাতে ৮৪টি শ্লোক আছে। আর যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং ২৩টি শ্লোকে সমাপ্ত, সেটি কাহারও কাহারও মতে বরাহপুরাণোক্ত। বোম্বাই নির্ণয়সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত এবং বহু টীকাসমন্বিত গীতার মত এইরূপ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশিত বরাহপুরাণে এই গীতামাহাত্ম্য নাই। মহাভারতে এবং স্কন্দপুরাণে দুইটি গীতামাহাত্ম্য পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি প্রচলিত নহে। হরি ওঁ।

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

গীতাপাঠের বিধি

শুদ্ধভাবে স্থিরচিত্তে আসনে বসিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা গীতাশাস্ত্রের পূজা[১] করিবে। চণ্ডীগ্রন্থ-পূজার ন্যায় গীতাগ্রন্থও পূজা করিতে হয়। পরে নিম্নলিখিতভাবে যথাক্রমে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে।

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মবিধয়ে বশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥
অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥

ওঁ অস্য (এই) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-মালা-মন্ত্রস্য (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতারূপ মন্ত্রমালার) শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঃ ঋষিঃ (ঋষি ভগবান বেদব্যাস) অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ (ছন্দ অনুষ্টুপ) শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা (দেবতা—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ) "অশোচ্যান্ অন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" (২/১১ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি বীজম্ (এই মন্ত্র গীতার বীজ)। "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮/৬৬ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি শক্তিঃ (এই মন্ত্র গীতার শক্তি)। "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" (১৮/৬৬ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি কীলকম্ (এই মন্ত্র গীতার কীলক)।

করন্যাস—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" (২/২৩ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (উভয় তর্জনীর দ্বারা সেই সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্পর্শ করিবে)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" (২/২৩ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) তর্জনীভ্যাং স্বাহা (দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই সেই হস্তের তর্জনীদ্বয় স্পর্শ করিবে)। "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" (২/২৪ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) মধ্যমাভ্যাং বষট্ (বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা সেই সেই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিবে)। "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

---

১ "যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা" অর্থাৎ, যে গীতা শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃতা হইয়াছে, তাহা তাঁহারই বাঙ্ময়ী মূর্তি। নানকপন্থী শিখগণ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহেবকে পূজা করেন। আসামের শঙ্করদেবের ভক্তগণও মন্দিরে কৃষ্ণমূর্তির পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের বাণীমূর্তি ভাগবতগ্রন্থকে পূজা করেন।

(২/২৪ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) অনামিকাভ্যাং হুম্ (বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা স্ব-স্ব জাতীয় অনামিকা স্পর্শ করিবে)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" (১১/৫ শ্লোকের প্রথমার্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ (দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা সেই সেই হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করিবে)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" (১১/৫ শ্লোকের শেষার্ধ) ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল দ্বারা আঘাত করিবে) ইতি করন্যাসঃ।

অঙ্গন্যাস—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জন্যাদি অঙ্গুল্যগ্রত্রয় দ্বারা হৃদয় [বক্ষ] স্পর্শ করিবে)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে দক্ষিণ তর্জনী-মধ্যমাগ্র দ্বারা শিরোদেশ স্পর্শ করিবে)। "অচ্ছেদ্যোঽয়ম্ অদাহ্যোঽয়ম্ অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্ (এই মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে)। "নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা বাম বাহুমূল ও বাম করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবে)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ (এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ নেত্র এবং নাসামূল স্পর্শ করিবে)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক বাম করতলে আঘাত করিবে) ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

"শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগঃ" (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত গীতাপাঠ করিতেছি—এইরূপ সঙ্কল্প করিবে) সঙ্কল্পান্তে গীতার ধ্যান পাঠ করিবে। ভগবানকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া গীতার মর্মার্থ হৃদয়ে প্রকাশ করিবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনাপূর্বক গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে হয়। গীতাপাঠান্তে গীতা-মাহাত্ম্য পাঠ করিবে।

উপনিষদের মতো গীতা গ্রন্থখানি গভীর আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ। এক বা একাধিক শ্লোকের যথাক্রমে মূল, অন্বয়, শব্দার্থ ও অনুবাদ পড়িবার পর শ্লোকের ভাবার্থের উপর কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিলে শ্লোকের মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতার মূলার্থের অর্থবোধ ও ধারণাই সর্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপে গীতাখানি পুনঃপুনঃ পাঠ করিলে গীতার্থ বুদ্ধিগত হয়।

আংশিক হইলেও গীতার নিত্যপাঠ একান্ত শ্রেয়স্কর। গীতায় সর্বশাস্ত্রের সার নিহিত আছে। "গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।" অর্থাৎ, গীতাধ্যয়নই প্রধান কর্তব্য; বহু শাস্ত্রপাঠের কী প্রয়োজন? ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"—হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতার শেষে বলিয়াছেন যে, গীতাপাঠক তাঁর প্রিয়জন; গীতাপাঠ দ্বারা পরাভক্তি লাভ হয়; গীতাপাঠ উৎকৃষ্ট জ্ঞানযজ্ঞ এবং এই জ্ঞানযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ পূজিত ও প্রীত হন। সুতরাং, গীতার নিত্যপাঠ একান্ত আবশ্যক। হরি ওঁ।

গীতাকবচ

ওঁ অস্যাঃ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়াঃ শ্রীবেদব্যাসো ভগবানৃষিঃ, অনুষ্টুপাদিছন্দাংসি। শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবঃ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যান্ অনুশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজং, "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ, "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ" ইতি কীলকং, "মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি" ইতি কবচম্—এবম্প্রকারেণ শ্রীগোপালকৃষ্ণবাসুদেব-ভগবৎপ্রীত্যর্থং কবচ-জপে বিনিয়োগঃ।

শ্রীমজ্‌জ্ঞানাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

শ্রীমদৈশ্বর্যাত্মনে বৈশ্বানরায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা।

শ্রীবাসুদেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্।

শ্রীমদ্বলাত্মনে বলভদ্রায় অনামিকাভ্যাং হুম্।

শ্রীমত্তেজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্।

শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধন্বিনে শ্রীমদর্জুনায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

ইত্থং হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুম্, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্। ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

যো গীতানাং সমূহেন শ্রোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব।
স দেবঃ ষষ্ঠকৈঃ শ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ॥
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি করশুদ্ধিং কৃত্বা
মণিবন্ধে প্রকোষ্ঠে চ কূর্পরে হস্তয়োস্তলে।
করাগ্রে করপৃষ্ঠে চ করশুদ্ধিরুদাহৃতা॥
ওমিতি মূলমন্ত্রেণ ত্রিঃ প্রাণায়ামং বা রেচকত্রয়ং কৃত্বা
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥১

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥২

ইতি হৃদয়ায় নমঃ।

শ্রীমদৈশ্বরাত্মনে ছন্দসে শিরসে স্বাহা।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥৩

শ্রীমচ্ছক্ত্যাত্মনে শ্রীবেদব্যাসায় শিখায়ৈ বষট্।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৪

শ্রীমদ্বলাত্মনে বলভদ্ররামায় কবচায় হুম্।
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥৫

শ্রীমত্তেজসাত্মনে শ্রীকৃষ্ণায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥৬
শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধন্বিনে শ্রীমদর্জুনায় অস্ত্রায় ফট্।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি দিগ্বন্ধঃ॥

ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতাকবচং সমাপ্তম্।
শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু।

গীতার ধ্যান

ওঁ

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্‌গীতে ভবদ্বেষিণীম্॥১

অম্ব (হে জননী) ভগবদ্‌গীতে (হে ভগবদ্‌গীতা) ভগবতা (ভগবান) নারায়ণেন (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায় (পার্থকে) প্রতিবোধিতাং (কথিতা, উপদিষ্টা) পুরাণ-মুনিনা (প্রাচীন মুনি) ব্যাসেন (ব্যাসদেব কর্তৃক) মধ্যে-মহাভারতং (মহাভারতের মধ্যে [ভীষ্মপর্বের ২৫ হইতে ৪২ পর্যন্ত আঠারো অধ্যায়ের সাত শত শ্লোকে]) গ্রথিতাম্ (গ্রথিত, রচিত) অদ্বৈত-অমৃত-বর্ষিণীং (অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী) ভব-দ্বেষিণীম্ (সংসারনাশিনী) অষ্টাদশ-অধ্যায়িনীং (অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্তা) ভগবতীং (ভগবতী) ত্বাম্ (আপনাকে) অনুসন্দধামি (অনুধ্যান করি)॥১

হে জননী ভগবদ্‌গীতা, আপনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে কথিতা, প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্বে [২৫ হইতে ৪২ পর্যন্ত আঠারো অধ্যায়ে] গ্রথিতা, অষ্টাদশ-অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী ও সংসারনাশিনী ভগবতী, আমি আপনার ধ্যান করি॥১

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ॥২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥৩

বিশালবুদ্ধে (হে মহামতি) ফুল্ল-অরবিন্দ-আয়ত-পত্র-নেত্র (প্রস্ফুটিত-পদ্মপত্রসদৃশ বিস্তৃতচক্ষুবিশিষ্ট) ব্যাস (ব্যাসদেব) যেন (যে) ত্বয়া (আপনার দ্বারা) ভারত-তৈল-পূর্ণঃ (মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ) প্রদীপঃ (প্রদীপ) প্রজ্বালিতঃ (প্রজ্বালিত হইয়াছে) তে (আপনাকে) নমঃ (নমস্কার, প্রণাম) অস্তু (হউক)। প্রপন্ন-পারিজাতায়[১] (শরণাগতের কল্পবৃক্ষসদৃশ) তোত্র-বেত্র-এক-পাণয়ে (এক হস্তে

১ সমুদ্রমন্থনকালে উত্থিত দেবতরু-বিশেষ, কল্পতরু।

অশ্বচালনের জন্য বেত্র ও লাগামধারী) গীতা-অমৃত-দুহে (গীতারূপ অমৃতদোহনকারী) জ্ঞান-মুদ্রায় (জ্ঞানরূপমুদ্রাধারী) কৃষ্ণায় (শ্রীকৃষ্ণকে) নমঃ (প্রণাম করি)॥২-৩

হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনার নয়নযুগল প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রসদৃশ বিশাল, আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন, আপনাকে প্রণাম করি। শরণাগতের কল্পবৃক্ষতুল্য, অশ্বচালনহেতু এক হস্তে বেত্র ও লাগামধারী, গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও জ্ঞানমুদ্রা[১]-যুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥২-৩

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্॥৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা[২]
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকে কেশবে[৩]॥৬

সর্ব-উপনিষদঃ (সকল উপনিষদ্) গাবঃ (গাভিসমূহ), গোপালনন্দনঃ (গো-পালকের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ), দোগ্ধা (দোহনকারী), পার্থঃ (পৃথাপুত্র অর্জুন) বৎসঃ (সন্তান), সুধীঃ (সুবুদ্ধিসম্পন্ন) ভোক্তা (পানকর্তা), গীতা-অমৃতং (গীতারূপ অমৃত) মহৎ (মহা) দুগ্ধম্ (দুধ)। বসুদেব-সুতং (বসুদেবের পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ) কংস-চাণূরমর্দনং (কংস ও চাণূর [নামক দৈত্যদ্বয়] নাশক) দেবকী-পরম-আনন্দং (দেবকীর পরমানন্দদায়ক) জগদ্‌গুরুং (জগতের গুরু) দেবং (ভগবান) কৃষ্ণং (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দে (বন্দনা করি)। ভীষ্ম-দ্রোণ-তটা ([কুরুক্ষেত্রযুদ্ধরূপ নদীর] ভীষ্মদ্রোণরূপ তীর), জয়দ্রথ-জলা (জয়দ্রথরূপ জল) গান্ধার-নীল-উপলা (গান্ধার-[রাজ] রূপ নীলপ্রস্তর) শল্য-গ্রাহবতী (শল্যরূপ কুম্ভীর) কৃপেণ (কৃপরূপ) বহনী (প্রবল প্রবাহ) কর্ণেন (কর্ণরূপ) বেলা-আকুলা (তীরপ্লাবী তরঙ্গ) অশ্বত্থাম-বিকর্ণ-ঘোর-মকরা (অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ঘোর মকরদ্বয়) দুর্যোধন-আবর্তিনী (দুর্যোধনরূপ আবর্তযুক্ত) সা (সেই) রণ-নদী (যুদ্ধরূপ নদী) খলু (নিশ্চিতই) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডবগণ কর্তৃক) উত্তীর্ণা (পারপ্রাপ্ত হয়) কৈবর্তকে (কর্ণধার) কেশবে (শ্রীকৃষ্ণ থাকাতে)॥৪-৬

উপনিষদাবলি গাভিসমূহ, সেই সকল গাভির দোগ্ধা শ্রীকৃষ্ণ, বৎস অর্জুন, মহাদুগ্ধ অমৃতময়ী গীতা এবং বিবেকিগণই এই দুগ্ধের পানকর্তা। কংস ও চাণূর নামক দৈত্যদ্বয়-বিনাশী, জননী দেবকীর পরমানন্দদায়ক, বসুদেবপুত্র জগদ্‌গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধরূপ যে-নদীতে ভীষ্মদ্রোণরূপ তীরদ্বয়, জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরূপ (পিচ্ছিল) নীল প্রস্তর, শল্যরূপ কুম্ভীর, কৃপরূপ খরস্রোত, কর্ণরূপ উত্তাল তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণরূপ ভয়ঙ্কর

১ জ্ঞানই মুদ্রা (ছাপ বা চিহ্ন) যাঁহার, সেই কৃষ্ণকে।
২ নীলোৎপলা ইতি অন্যঃ পাঠঃ।
৩ কৈবর্তকঃ কেশবঃ ইতি অন্যঃ পাঠঃ।

পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্‌বোধনাবোধিতম্‌।
লোকে সজ্জনষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ[১] শ্রেয়সে॥৭

পারাশর্য-বচঃ-সরোজং (পরাশর-পুত্রের [ব্যাসের] বাক্যরূপ-সরোবরজাত) নানা-আখ্যানক-কেশরং (বিবিধ আখ্যানরূপ কেশরযুক্ত) হরি-কথা-সম্‌বোধন-আবোধিতং (হরিবিষয়ক কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা বিকশিত) [যাহার মধু] লোকে (জগতে) সৎ-জন ষট্‌-পদৈঃ (সজ্জনরূপ ভ্রমর দ্বারা) অহঃ-অহঃ (প্রতিদিন) মুদা (আনন্দের সহিত) পেপীয়মানং (পুনঃপুনঃ পীত), [সেই] কলিমল-প্রধ্বংসি (কলিকলুষনাশক) গীতা-অর্থ-গন্ধ-উৎকটম্‌ (গীতারূপ তীব্র সুগন্ধযুক্ত) অমলং (নির্মল) ভারত-পঙ্কজং (মহাভারতরূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে (কল্যাণকারক) ভূয়াৎ (হউক)॥৭

মকরদ্বয় এবং দুর্যোধনরূপ আবর্ত ছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায় পাণ্ডবগণ সেই রণনদী নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন॥৪-৬

পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের বাক্যরূপ সরোবরজাত, হরি-কথা-প্রসঙ্গ দ্বারা প্রস্ফুটিত, নানা আখ্যানরূপ কেশরযুক্ত, যে-পদ্মের মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন, কলিকলুষনাশক, গীতারূপ তীব্রসুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপ সেই পদ্ম আমাদের কল্যাণের কারণ হউক॥৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌॥৮
যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥৯

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-মঙ্গলধ্যানং সমাপ্তম্‌॥

যৎকৃপা (যাঁহার করুণা) মূকং (মূককে, বোবাকে) বাচালং (বাচাল, বাগ্মী) করোতি (করে), পঙ্গুং (চলচ্ছক্তিহীনকে, পঙ্গুকে) গিরিং (গিরি, পর্বত) লঙ্ঘয়তে (অতিক্রম করায়) তং (সেই) পরমানন্দ-মাধবম্‌ (পরমানন্দঘন মাধবকে) অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করি)। ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎ [পবন]) দিব্যৈঃ (দিব্য) স্তবৈঃ (স্তব দ্বারা) যং (যাঁহাকে) স্তুন্বন্তি (স্তব করেন), সাম-গাঃ (সামগায়কগণ) স-অঙ্গ-পদক্রম-উপনিষদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্‌যুক্ত) বেদৈঃ (বেদসমূহ দ্বারা) যং (যাঁহার) গায়ন্তি (গুণগান করেন), যোগিনঃ (যোগিগণ) ধ্যান-অবস্থিত-তদ্‌গতেন (ধ্যানে নিমগ্ন) মনসা

১ প্রধ্বংসিনঃ ইতি পাঠান্তরম্‌।

(মন দ্বারা) যং (যাঁহাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), সুর অসুরগণাঃ (দেব ও অসুরগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তং (শেষ, সীমা) ন (না) বিদুঃ (জানেন), তস্মৈ (সেই) দেবায় (দেবতাকে) নমঃ (প্রণাম করি)॥৮-৯

যাঁহার কৃপায় বাক্‌শক্তিহীন বাগ্মী হয় এবং পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আমি সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে বন্দনা করি। ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎগণ দিব্য স্তব দ্বারা যাঁহার স্তব করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্ সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার মহিমা গান করেন, যোগিগণ ধ্যানে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া যাঁহাকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণও যাঁহার চরম তত্ত্ব অবগত নন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি॥৮-৯

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার মঙ্গলধ্যান সমাপ্ত॥

গীতার প্রশস্তি

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা॥১

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো মনুঃ॥২

গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকার-সংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥৩

গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ॥৪

যে গীতা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে নিঃসৃতা, তাহা উত্তমরূপে পাঠ করা কর্তব্য; অন্যান্য অধিক শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন কী?॥১

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, হরি (গোবিন্দ) সর্বদেবস্বরূপ, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং গায়ত্রীমন্ত্র সর্বদেবময়। গ-কার সংযুক্ত গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—এই চারিটি যাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত হন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না॥২-৩

ভক্তিপূর্ণ চিত্তে যিনি গীতাপাঠ করেন, তিনি বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম অবগত হন॥৪

ধর্ম একটি বিজ্ঞান

এই জগতে আমরা দুইটি বস্তুর কথা জানি, একটি জড় ও একটি চেতন। যে জানে সে চেতন, যাহাকে জানে তাহা জড়। আমরা যত কিছু দেখি ও জানি সবই জড়। এই দৃশ্য জড়কে ভালরূপে জানিবার নানা প্রকার উপায় বর্তমানে বিজ্ঞান নামে পরিচিত। এই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের শক্তি কল্পনাতীতরূপে বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার অন্তরের দুর্বলতা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বিজ্ঞানের মনোহর নিত্যনূতন আবিষ্কার মানুষকে জড়ের চিন্তায় জড় করিয়া ফেলিতেছে।

প্রাচীন ভারতে মনীষীরা জড় ও চেতন উভয় বস্তু সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন। তখন মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো বাহ্যবস্তুরই অভাব ছিল না। পরন্তু চেতন বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে, তাঁহারা অসীম শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তৎপ্রসূত শান্তি ও স্বাধীনতা যে কী বস্তু, তাহা বিজ্ঞানাভিমানীদের কল্পনারও অতীত।

ভারতীয় মনস্বিগণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়া চেতনতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। শিষ্যপরম্পরাক্রমে দীর্ঘ কাল সাধনার ফলে তাঁহারা জগৎকারণ চৈতন্যকে জানিয়াছিলেন—যাহা জানিলে আর জানিবার কিছুই বাকি থাকে না। এই ঘোর জড়বাদের দিনেও ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, মথুরাদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সর্বজ্ঞ পুরুষের আবির্ভাবের কথা শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই অবগত আছেন।

ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানীদিগের অনুভূত সত্য ও অনুভবের উপায়সমূহ উপনিষদে বর্ণিত আছে। পরবর্তিকালে রচিত পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্রে সেইসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। ঐসব মোক্ষশাস্ত্রের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা রচিত। এই একমাত্র গ্রন্থ্ যাহা পাঠ করিলে আত্মজ্ঞান ও তাহা লাভের উপায় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রায় সবই জানা যায়।

যোগ কী ও কয় প্রকার

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের ও তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভের উপায়কে যোগ বলা হইয়াছে। যোগ শব্দের অর্থ মিলন।

যোগ চারি প্রকার—কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ।

মূল গীতার আঠারোটি অধ্যায়কে আঠারোটি যোগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি বিচার করিলে, ঐ আঠারো অধ্যায়ের প্রত্যেকটিকে পূর্বোল্লিখিত চারি যোগের কোনো-না-কোনোটির অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। এই পুস্তিকার প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে ভক্তিযোগ;

দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম অধ্যায়কে জ্ঞানযোগ; তৃতীয় অধ্যায়কে কর্মযোগ; এবং চতুর্থ অধ্যায়কে ধ্যানযোগের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

"ঈশ্বর কী ও কেমন"—এইরূপ বিচার করিয়া তাঁহাকে জানিবার উপায়কে জ্ঞানযোগ বলে। ভালবাসিয়া তাঁহাকে পাইবার উপায় ভক্তিযোগ। মনকে একাগ্র করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা, ধ্যানযোগ বা রাজযোগ। সকল কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা তাঁহাকে লাভ করাকে বলে কর্মযোগ। এই যোগ-চতুষ্টয়ের বাহিরের রূপ যতই ভিন্ন ভিন্ন মনে হউক না কেন, মূলতঃ সব যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য—জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন।

জ্ঞানীরা এই মিলনকে বলেন—"ব্রহ্মানুভূতি"; যোগীরা বলেন—"আত্মজ্ঞানলাভ" বা "সমাধি"; ভক্তেরা বলেন—"ঈশ্বরলাভ" বা "ঈশ্বরদর্শন"; কর্মযোগী বলেন—"কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ"। আর, লোকে সাধারণভাবে ইহাকেই বলে "সিদ্ধিলাভ"। বিভিন্ন প্রণালীতে সাধন করিয়া সাধকগণ যেরূপই অনুভব করুন না কেন, বস্তুটি এক; আর তাহার অনুভবও মূলতঃ একরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্ট লাগবে।

পঞ্চকোশের আবরণে "আমি"

আমরা আমি বলিতে যাহা বুঝি, তাহাতে আমি ছাড়া আরও পাঁচটি জিনিসের সমাবেশ আছে। আমি যেন ঐ পাঁচখানি খাপে ঢাকা।

প্রথম খাপ—অন্নময় কোশ।

এই স্থূলদেহ—জীবের মৃত্যু হইলে যে বস্তুটিকে "মৃতদেহ" বলা হয়।

দ্বিতীয় খাপ—প্রাণময় কোশ।

গায়ের জোর—যে শক্তি দেহের সমুদয় কার্য সম্পাদন করে।

তৃতীয় খাপ—মনোময় কোশ।

চিন্তা-ভাবনা ও মনন যাহার কাজ—যে শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তির ন্যায় দেহের সর্বত্র ঘুরিয়া দেহস্থ সকল সংবাদ বুদ্ধির নিকট পৌঁছাইয়া দেয়—আবার যে নর্তকীর ন্যায় রূপ ধরিয়া জীবকে আমোদিত করে।

চতুর্থ খাপ—বিজ্ঞানময় কোশ।

পূর্বসংস্কারের অনুবর্তন করিয়া যে জীবের সকল কাজে ও চিন্তায় অধ্যক্ষতা করে।

পঞ্চম খাপ—আনন্দময় কোশ।

যাহা ব্রহ্ম হইতে জীবকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে—যাহা জীবকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া জীব "আমি আমি" বোধ করে।

এই পাঁচটির সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার না থাকিলে মুক্তির সাধনা কষ্টকর হয়।

"পঞ্চকোশ-বিলক্ষণ" আত্মাকে জানাই মুক্তি।

অবস্থাত্রয়

আমরা দিন-রাত তিনটি অবস্থা অনুভব করিয়া থাকি। জাগিয়া দেখি আমি এক ব্যক্তি; কিন্তু স্বপ্ন দেখিবার কালে জাগ্রতের ব্যক্তিত্ব তিরোহিত হয়, তখন আমি যেন অন্য ব্যক্তি হইয়া পড়ি; আবার ঘুমাইয়া পড়িলে জাগ্রৎ-স্বপ্নের উভয় অবস্থা, উভয় ব্যক্তিত্বই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। প্রত্যহ আমরা এই তিনটি দৃশ্য দেখিয়া থাকি, কিন্তু এইসব দৃশ্যের দ্রষ্টা আমি যে দৃশ্য হইতে স্বতন্ত্র, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। ইহাই আশ্চর্য মায়া।

এই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই সর্বপ্রকার অধ্যাত্ম-সাধনা।

স্বরূপ-উপলব্ধির উপায় ঃ চারি যোগের সাধন

জগৎ-কারণ ব্রহ্ম, স্থূলত্বে নামিতে নামিতে সম্পূর্ণ জড়রূপ ধারণ করেন, আবার সূক্ষ্মত্বে উন্নত হইতে হইতে স্ব-স্বরূপে উপস্থিত হন। ইহাই তাঁহার "সৃষ্টিলীলা"।

উন্নতিপথের শেষভাগে তাঁহার মানবদেহ হয়। মানুষ হইয়াও, বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ করিতে, তাঁহাকে অনেক জন্ম লইতে হয়। যখন তাঁহার বুদ্ধিতে সকল সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন শক্তি বিকশিত হয়, তখন স্বরূপপ্রাপ্তির যোগ্যতা তিনি লাভ করেন।

স্বরূপলাভের চারিটি উপায় সাধক-সমাজে চিরকাল জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে প্রচলিত আছে—(১) কর্মযোগ, (২) রাজযোগ, (৩) ভক্তিযোগ ও (৪) জ্ঞানযোগ।

যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতের মুনিঋষিগণ অধ্যাত্ম-সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে যে-সকল গবেষণা করিয়াছেন, তাহা নানা সম্প্রদায়ে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থিত ছিল। এমনকী, সাধনাসমূহ পরস্পরবিরুদ্ধ ও বিপরীত মনে করিয়া সাধকগণ পরস্পর নিন্দা-কলহ এবং শত্রুতাও করিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উক্ত সর্বপ্রকার সাধনা একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে সমন্বিত হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ উহা লক্ষ্য করিয়া সাধকগণের নিকট সমন্বিত-যোগসাধনার বার্তা প্রচার করিয়াছেন।

স্বামীজী প্রচার করিয়াছেন, কোনো যোগই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে।

সাধকগণের দেহমনের বৈষম্যে, বাহির হইতে মনে হয় এক-এক জন সাধকে এক-একটি ভাবের বিশেষ প্রকাশ। তাহাই লক্ষ্য করিয়া, আমরা কাহাকেও জ্ঞানী, কাহাকেও যোগী, কাহাকেও ভক্ত, কাহাকেও কর্মী বলিয়া মনে করি; কিন্তু সকল যোগপন্থাতেই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের যথোচিত সমাবেশ থাকে।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন অনুধ্যান করিলে এই তত্ত্বটি যে সত্য, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে কষ্ট হয় না। তাঁহার জীবনে এই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের মহাসমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

জ্ঞানযোগ-সাধনায় অন্যান্য যোগ

জন্মজন্মান্তরে কৃত শুভচিন্তার ফলে, যে সাধক সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সাধনায় সহজেই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী। জ্ঞেয় ব্রহ্মের প্রতি তাঁহার তীব্র মনের টান—তাহাই ভক্তি এবং ব্রহ্মের চিন্তায় ডুবিয়া থাকিবার তাঁহার যে-চেষ্টা, তাহাই যোগ। জ্ঞানলাভের জন্য স্বাধ্যায়, তপস্যা, গুরুসেবা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তাঁহাকেও করিতে হয়; এইদিকে লক্ষ্য করিলে, তাঁহাকে কর্মযোগীও বলা যায়।

ভক্তিযোগ-সাধনায় অন্যান্য যোগ

যে সাত্ত্বিক ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ানুভূতি অতিশয় তীব্র, তিনি ভাবপ্রবণ হন। তাঁহার সাধনাও হয়

ভক্তিপ্রধান। ইষ্টদেবতার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও তত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাঁহার জ্ঞানযোগ। ইষ্টের সঙ্গে মনের যোগ রাখিবার জন্য তিনি সততই ইষ্টচিন্তায় মগ্ন থাকেন—ইহাই তাঁহার রাজযোগ সাধনা। ইষ্টপ্রীতির জন্য সেবা-পূজা, সাধুসঙ্গ প্রভৃতি কতই না চেষ্টা-উদ্যম তিনি করিয়া থাকেন—তাঁহার সকল কাজই তখন কর্মযোগের অন্তর্গত।

রাজযোগের সাধনায় অন্যান্য যোগ

যে সংযমী পুরুষের শরীর দৃঢ়, প্রাণশক্তি প্রবল এবং দেহমন স্ববশ, তিনি রাজযোগের অধিকারী। তাঁহাকে ধ্যেয় ব্রহ্মের স্বরূপ ভালরূপে জানিতে হয়; তাহা না করিলে শক্তিলাভ করিয়া তিনি বিপথগামী হন। তাই জ্ঞানবিচার তাঁহার সর্বাগ্রে অবশ্যকর্তব্য। ধ্যেয় ব্রহ্মের প্রতি ভক্তির পরিমাণ অনুযায়ী তাঁহার ধ্যানের গভীরতা হয়। তাই তিনি ভক্তিযোগ নিরপেক্ষ নন। দেহরক্ষাদি কর্মে ইষ্টে মন না রাখিলে, পূর্বসংস্কারবশে মন বহির্মুখ হইতে পারে এবং সিদ্ধিলাভের জন্য আসনাদি সকল কর্ম নিষ্কামভাবে করিতে হয়, তাই কর্মযোগের সাধনাও তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্মযোগের সাধনায় অন্যান্য যোগ

যে সাধকের মনে পরার্থপরতা খুব প্রবল, সেই উদ্যমী সাধকের সাধনায় কর্মযোগের বিকাশ দেখা যায়। যে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্মারম্ভ, সেই আত্মা বা ঈশ্বর-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান থাকিলে যোগী কাহার জন্য কর্ম করিবেন? আর তাঁহার প্রতি যাঁহার প্রবল আকর্ষণ নাই, তিনি কর্ম করিয়া কখনও ফল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। মন যখনই ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত হইবে, তখনই পূর্বসংস্কারবশে স্বার্থবুদ্ধি জাগিয়া উঠিবে—তাই সাধককে সর্বপ্রযত্নে মনকে ইষ্টে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। অতএব জ্ঞান, ভক্তি এবং যোগের সহকারিতা না থাকিলে কর্ম কখনও যোগে পরিণত হয় না।

সমন্বিত যোগসাধন বলিতে কোনো নূতন সাধনার কথা বলা হয় নাই। যে সাধক যেরূপ সাধনাই করুন না কেন, তাহাতে যোগচতুষ্টয় সমন্বিত—তাহা জানিলে সাধনার উন্নতি শীঘ্র হইয়া থাকে। এই তত্ত্ব জানা থাকিলে জ্ঞাতসারে সব পথের সহায়তা লওয়া সহজ হয়।

যোগাভ্যাস করিতে করিতে সাধক যখন নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারেন—অনাত্ম কোনো বস্তু কখনও তাঁহার মনে প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে না, তখন তিনি নিজের পূর্ণতা বা মুক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন।

এই পূর্ণতা, আত্মারামত্ব, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, মুক্তি বা ব্রহ্ম-নির্বাণ সম্বন্ধে সাধকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক।

সমন্বিত যোগ

স্বামীজী যে বলিয়াছেন চারিটি যোগের সবগুলি সম্মিলিত না হইলে ঠাকুরের আদর্শ কার্যে পরিণত করা যায় না, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ইহা সনাতন সত্য বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

আমরা সাধারণতঃ কাজ করাকেই কর্মযোগ বলি, আসন করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকাকে ধ্যানযোগ বলি, ঈশ্বরের ভাব লইয়া কান্নাকাটি করাকে বলি ভক্তিযোগ, আর বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনাকে বলি জ্ঞানযোগ। "যোগ" শব্দের এক অর্থ উপায়, আরেক মূল অর্থ জুড়িয়া দেওয়া। যেকোনো উপায়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়াকেই যোগ বলা উচিত। যদি কোনো এক জন লোক, আমরা যাহা ভাল মনে করি, শুধু তেমন কাজই করে, তাহাকেই কি কর্মযোগী বলা যায়? ভাল কাজ করিলে তো মানুষ স্বর্গে যায়! তাহা হইলে ভাল কাজ করিলেই কর্মযোগ হয় না। বস্তুটি কী ও তাহার সঙ্গে যোগ করিলে আমার কী (জ্ঞান) লাভ হয় এবং সেই লাভের দিকে আমার মনের টান (ভক্তি) আছে কি না, তাহা দেখা দরকার। সর্বশেষে, ঐ পথে চলিতে আমার শরীর-মনের সামর্থ্য কত দূর, তাহা সর্বাগ্রে দেখা (যোগাভ্যাস) কর্তব্য। এখন কথাটা এই দাঁড়াইল যে, সৎকর্মের দ্বারা (অন্নময়) আমাকে ব্রহ্মের সঙ্গে জুড়িতে হইলে আমার চাই বিচারশক্তি (বিজ্ঞানময়) অর্থাৎ জ্ঞান, মনের টান ও রসবোধ (মনোময়) এবং প্রাণশক্তির (প্রাণময়) যথোচিত বিকাশ।

বাহ্যতঃ, কর্মযোগ অন্নময় কোশের ব্যাপার, কিন্তু তাহার পশ্চাতে প্রাণময়ের সামর্থ্য, মনোময়ের ভাবুকতা এবং বিজ্ঞানময়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি চাই-ই চাই। ইহার একটিরও একটু কম হইলে ঐ পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। তাহা যদি হইত, তবে যাহারা পরোপকারাদি কর্মে মাতিয়া উঠে, তাহারাই তো মুক্তিলাভ করিতে পারিত; কিন্তু তাহা তো কখনোই দেখা যায় না। বরং, ঈষন্মাত্র যোগ্যতার অভাবে তথাকথিত বহু মহাপুরুষেরও পতন দেখা যায়।

উপযুক্ত সমন্বয়াভাবে সাধনায় ব্যর্থতা

ধ্যান ঃ ধ্যানযোগের বাহ্যরূপ প্রাণশক্তির সংযম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই প্রকার প্রশ্ন স্বীকার করিতে হইলে বিচার করিয়া জানিতে হইবে, পরিশ্রমের ফল কী হইবে। (জ্ঞান)

সেই ফলের দিকে মনের আকর্ষণবোধ অত্যাবশ্যক। (ভক্তি)

আর বাহ্যকর্মসমূহ যোগাভ্যাসের সর্বতোভাবে অনুকূল না থাকিলে যোগ ব্যর্থ হয়। (কর্ম)

গীতা বলিয়াছেন, "যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।" তাই দেখা যাইতেছে, ধ্যানযোগের সঙ্গেও চারিটি কোশেরই ক্রিয়া সর্বতোভাবে সম্মিলিত।

ভক্তি ঃ ভগবানের বিষয় লইয়া যাঁহারা ভাবুকতা করেন, তাঁহাদিগকে ভক্তিযোগী বলা হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যাঁহারা ভগবানের তত্ত্ব জানেন না, তাঁহারা ভগবানকে একটি শক্তিশালী পুরুষ মনে করার ফলে ভগবানের উপর টান, ক্রমে ভগবানের মন্দির এবং ভক্ত-বিত্তের উপর আসিয়া পড়ে। কাজেই ভক্তের জ্ঞানবিচার একান্ত আবশ্যক।

প্রাণজয় করিয়া মনকে সর্বদা ভগবানে যুক্ত করিয়া না রাখিলে ভক্তের ভাবুকতা বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে কামুকতা আসিয়া সাধককে গ্রাস করিতে পারে। অতএব, ভক্তিসাধনায়ও প্রাণায়ামাদির সাহায্য লওয়া একান্ত আবশ্যক। বাহ্যক্রিয়া সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে ভক্তের

কোমল মনে দয়াবৃত্তির প্রবল বেগ তাঁহাকে পরহিতে বহির্মুখ করিয়া ফেলিতে পারে। অন্নময় কোশকে যোগের পথে পরিচালন করা অত্যাবশ্যক।

জ্ঞানবিচার ঃ জ্ঞানশাস্ত্রের প্রথমেই জ্ঞানাভ্যাসের অধিকারী বিচার খুব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। দীর্ঘ কাল পুণ্যকর্ম (যেষাং ত্বন্তগতং পাপম্—অন্নময়ের পরিশোধন) না করিলে, জ্ঞানবিচার মানুষের অনিষ্টকারক হয়। তাই অনধিকারীকে জ্ঞানের কথা বলা নিষিদ্ধ। আর যাঁহার তত্ত্ব জানিবার জন্য জ্ঞানবিচার, তাঁহার উপর টান (ভক্তি—মনোময়ের সাধন) না থাকিলে বিচার মানুষের দারুণ অশান্তির কারণ হয়।

জ্ঞানবিচারের দ্বারা অতি সুস্পষ্টভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিলেও প্রাণায়ামের সাহায্যে মন নিরুদ্ধ করিয়া আত্মাতে দীর্ঘ কাল স্থাপিত না করিলে অপরোক্ষানুভূতি হওয়া তো সম্ভব নহে, তাই প্রাণময় কোশের সহায়তাও একান্ত আবশ্যক।

অতএব, অন্নময়াদি চারিটি কোশকে যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত করিয়া যোগচতুষ্টয়ের সমন্বিত সাধনার দ্বারা মুক্তিলাভের পথে প্রযুক্ত করিলেই সফলতালাভ সুনিশ্চিত। ইহাই যুগাচার্য স্বামীজীর শিক্ষা—গীতারও আদর্শ।

গীতার বিষয়সূচি

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

নবমোঽধ্যায়ঃ

গীতার শ্লোকসংখ্যা-নিরূপণ

[আমাদের গীতার প্রথম অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা ৪৬টি এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৫টি ধৃত হইয়াছে। কিন্তু কোনো কোনো গীতায় প্রথম অধ্যায়ে ৪৭টি এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৪টি শ্লোক দৃষ্ট হয়। মোট শ্লোকসংখ্যা সকলেই ৭০০ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে মতদ্বৈত নাই। প্রথম অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে ("তত্রাপশ্যৎ" ইত্যাদি) হইতে ৩৬শ ("পাপমেবাশ্রয়েৎ" ইত্যাদি) শ্লোক পর্যন্ত সকল গীতাতেই মোট ৪৮ চরণ থাকিলেও ঐ ৪৮ চরণকে কেহ কেহ অন্বয়ানুরোধে কোনো স্থলে ৬ চরণে, কোনো স্থলে ২ চরণে এবং কেহ কেহ অন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সর্বত্র সাধারণ নিয়মানুসারে ৪ চরণে শ্লোক ধরিয়া ১২ শ্লোক করিয়াছেন। তৎফলে এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪৭ হইয়াছে। আমাদের গীতায় ঐ স্থানে অন্বয়ানুরোধে ২৬শ ও ৩৬শ শ্লোকে উভয়ত্র ৬ চরণে শ্লোক ধৃত হওয়ায় এবং কোথাও ২ চরণে শ্লোক ধৃত না হওয়ায় ১১টি শ্লোক মাত্র হইয়াছে। এবং তৎফলে এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪৬টি হইয়াছে। আর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকটি কেহ কেহ ধরেন নাই, কিন্তু আমাদের গীতায় উহা ধৃত হইয়াছে। তৎফলে কোনো কোনো গীতায় এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৩৪, কিন্তু আমাদের সংখ্যা ৩৫টি হইয়াছে।]

অধ্যায়	ধৃতরাষ্ট্র	সঞ্জয়	অর্জুন	শ্রীভগবান	শ্লোকসমষ্টি
১ম	১	২৪*	২১	০*	৪৬
২য়	০	৩*	৬*	৬৩	৭২
৩য়	০	০	৩	৪০	৪৩
৪র্থ	০	০	১	৪১	৪২
৫ম	০	০	১	২৮	২৯
৬ষ্ঠ	০	০	৫	৪২	৪৭
৭ম	০	০	০	৩০	৩০
৮ম	০	০	২	২৬	২৮
৯ম	০	০	০	৩৪	৩৪
১০ম	০	০	৭	৩৫	৪২
১১শ	০	৮	৩৩	১৪	৫৫

অধ্যায়	ধৃতরাষ্ট্র	সঞ্জয়	অর্জুন	শ্রীভগবান	শ্লোকসমষ্টি
১২শ	০	০	১	১৯	২০
১৩শ	০	০	১	৩৪	৩৫
১৪শ	০	০	১	২৬	২৭
১৫শ	০	০	০	২০	২০
১৬শ	০	০	০	২৪	২৪
১৭শ	০	০	১	২৭	২৮
১৮শ	০	৫	২	৭১	৭৮
	১	৪০	৮৫	৫৭৪	৭০০

* প্রথম অধ্যায়ের ৩য় হইতে ১১শ—এই নয়টি শ্লোকে দুর্যোধনের উক্তি, ২৫শ শ্লোকে “পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূন্‌”—শ্রীভগবানের এই উক্তি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে “ন যোৎস্যে”—অর্জুনের এই উক্তি—সঞ্জয়ের উক্তিসমূহ মধ্যেই গৃহীত হইয়া সংখ্যা নিরূপিত হইল।

গীতার ছন্দোবিবরণ

অনুষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ও বিপরীতপূর্বা—এই পাঁচটি ছন্দে গীতার ৭০০ শ্লোক রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৪৫টি শ্লোক অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত এবং অবশিষ্ট ৫৫টি শ্লোক যে যে ছন্দে রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ

ছন্দের নাম	অধ্যায়	শ্লোকের সংখ্যা
ইন্দ্রবজ্রা	২	৭, ২৯
	৮	২৮
	৯	২০
	১১	২০, ২২, ২৭, ৩০
	১৫	৫, ১৫
উপেন্দ্রবজ্রা	১১	১৮, ২৮, ২৯, ৪৫
উপজাতি	২	৫, ৬, ৮, ২০, ২২, ৭০
	৮	৯-১১
	৯	২১
	১১	১৫-১৭, ১৯, ২১, ২৩-২৬, ৩১-৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০-৪৩, ৪৬-৫০
	১৫	২-৪
বিপরীতপূর্বা	১১	৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪

উপর্যুক্ত পাঁচটি ছন্দের রচনাপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ নিয়মে বর্ণ ও মাত্রার সমাবেশের নাম ছন্দঃ। অ, ই, উ, ঋ, ৯—এই পাঁচটি বর্ণ এবং তৎসম্বলিত ব্যঞ্জনবর্ণও হ্রস্ব বা লঘু; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত অথবা ং এবং ঃ যুক্ত হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ বা গুরু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক শ্লোক চারি চরণে অর্থাৎ চারি ভাগে বিভক্ত।

অনুষ্টুপ ছন্দের প্রতি চরণে বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা ৮ এবং প্রত্যেক চরণের ৫ম বর্ণ লঘু ও ৬ষ্ঠ বর্ণ গুরু; এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে।

ইন্দ্রবজ্রাদি অপর চারিটি ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১১টি করিয়া অক্ষর থাকে; তন্মধ্যে ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রবজ্রা ছন্দের প্রতি চরণের ১ম বর্ণটি হ্রস্ব হইলেই উহাকে উপেন্দ্রবজ্রা বলে। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিলনে প্রধানতঃ উপজাতি ছন্দ রচিত হয়, অর্থাৎ চারি চরণের একটি, দুইটি বা তিনটি ইন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটি উপেন্দ্রবজ্রা হইলে অথবা একটি, দুইটি বা তিনটি উপেন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটি ইন্দ্রবজ্রা হইলে, এই মিশ্রিত ছন্দটি উপজাতি নামে অভিহিত হয়। পরন্তু, চারি চরণের প্রথম চরণটি ইন্দ্রবজ্রা এবং অপর তিনটি চরণ উপেন্দ্রবজ্রা হইলে উহা বিপরীতপূর্বা নামে কথিত হইয়া থাকে।

গীতায় আর্ষপ্রয়োগ আছে বলিয়া স্থানে স্থানে ছন্দোবিষয়ক সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—২ অ। ২০; ৯ অ। ২০; ১১ অ। ২১, ৩৫ ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন)—[হে] সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (সমরাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রেরা) পাণ্ডবাঃ চ এব (ও পাণ্ডুপুত্রেরা) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (মিলিত হইয়া) কিম্ অকুর্বত (কী করিলেন)?॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনাদি আমার তনয়গণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ সমরাভিলাষে সমবেত হইয়া কী করিলেন?॥ ১॥

ব্যাকরণ ঃ **ধৃতরাষ্ট্রঃ**=রাষ্ট্রঃ যেন ধৃতঃ সঃ, ১মা একবচন। **উবাচ**=বচ্+লিট্ অ। **যুযুৎসবঃ**=বিন্, যুধ্+ইচ্ছার্থে সন্+কর্তৃবাচ্যে উ—যুযুৎসু, ১মা বহুবচন। **মামকাঃ**=বি, অস্মদ+অণ্ (অস্মদ্ স্থানে একবচনে মমক আদেশ) মামক, পুংলিঙ্গে ১মা বহুবচন। **পাণ্ডবাঃ**=বি, পাণ্ডু+অপত্যার্থে অঞ, পাণ্ডব, ১মা বহুবচন। **ধর্মক্ষেত্রে**=বি, ধর্মস্য ক্ষেত্রম্, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তস্মিন্, ৭মী একবচন। **ক্ষেত্রম্**=ক্ষি-ষ্ট্রন্। **কুরুক্ষেত্রে**=বি, কুরূনাম্ ক্ষেত্রম্, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তস্মিন্, ৭মী একবচন। **সমবেতাঃ**=বিন্, সম্-অব-ই+ক্ত=সমবেত, ১মা বহুবচন। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব লিঙ্গ), ২য়া একবচন। **অকুর্বত**=কৃ+লঙ্ অন্ত। **সঞ্জয়**=সম্বোধনে ১মা॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ সকলবন্দিতচরণঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিত-শোক-মোহবিভ্রংশিত-বিবেকতয়া নিজধর্মপরিত্যাগ-পূর্বকপরধর্মাভিসন্ধিনমর্জুনং ধর্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থংকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ; কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥ ইতি

"অত্র তাবদ্ধর্মক্ষেত্রে" ইত্যাদিনা "বিষীদন্নিদমব্রবীৎ" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদপ্রস্তাবায়

কথা "নিরূপ্যতে"—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়, ধর্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্বত কিং কৃতবন্তঃ?॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত্র চ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাণ্ডবগণ বনে গমনকালে যখন একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সেই দিনই জানিতেন যে, কৌরব ও পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ হইবেই হইবে। বিশেষতঃ, বনবাসাবসানকালে যখন বিদুর ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেও দুর্যোধন তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্র তখনই জানিয়াছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য। তাহাতে যখন আবার কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের মহারোল রণভেরি বাজিয়া উঠিল, রথী মহারথী প্রমুখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনায় যখন মহারণপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, যখন উভয় দলই মহাসমরসজ্জায় সজ্জিত ও সমবেত, তখন সেখানে "যুদ্ধ" ভিন্ন আর কোনো অনুষ্ঠানই হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে মহাপ্রবীণ ধৃতরাষ্ট্র "কীরূপ যুদ্ধ হইতেছে", এ প্রশ্ন না করিয়া "কিমকুর্বত"—কী করিলেন—এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? সম্মুখে অন্ন, তুমি আসনে বসিয়া গণ্ডূষ করিতেছ, এমনসময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কী করিতেছ?"—তখন তোমার কি ইহা ব্যর্থ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় না? সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নও যেন অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ববেত্তা বেদব্যাস ব্যর্থ বাগ্‌বিন্যাসের পাত্র নহেন। এক্ষণে প্রবেশ করিয়া দেখিব, এই মূল শ্লোকের গুহ্য প্রহেলিকা কী।

কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ "ধর্মক্ষেত্র" পদটিই গূঢ় তাৎপর্যার্থবোধক। যেখানে গমন করিলে যাহার ধর্মবুদ্ধি নাই তাহারও মনে ধর্মভাবের উদয় হয়, যেখানে অপরিস্ফুট ধর্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, ধর্মকার্যেরই অনুষ্ঠান হয়, যেখানকার স্থানীয় পবিত্র প্রকৃতির প্রভাবে তমোগুণী পুরুষেরও সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহাই "ধর্মক্ষেত্র"। তাহাতে কুরুক্ষেত্র আবার তন্মধ্যে প্রধান। যথা—

"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্॥"

জাবাল উপনিষদ্, ১

কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেবযজনস্বরূপ এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের নিকেতন। শতপথব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যদিও পাণ্ডব ও কৌরবগণ পূর্ব হইতেই যুদ্ধ করা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু "ধর্মক্ষেত্র"-এর মহিমা ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণ হওয়ায় এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, স্থানপ্রভাবে উভয় দলের অন্তঃকরণেই সত্ত্বগুণের উদয় হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে প্রাণহানিকর যুদ্ধব্যাপার না হইয়া পরস্পরে মিত্রতা ও সন্ধি হইলেও হইতে পারে। অতএব, উভয়ে সন্ধি করিলেন, কি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—এই সংশয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিমকুর্বত" অর্থাৎ কী করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র একবার আশা করিলেন, ধর্মাত্মা পাণ্ডবগণ হয়তো ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্মভাবযুক্ত হইয়া জীবহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। আবার ভাবিলেন, হয়তো দুরাত্মা

দুর্যোধন ধর্মক্ষেত্রের মহিমায় মগ্ন হইয়া নিজ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক পাণ্ডবগণের ধর্মতঃ প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে।

পুত্রস্নেহবশংবদ ধৃতরাষ্ট্রের "মামকাঃ কিমকুর্বত"—ইহাই মুখ্য জিজ্ঞাসা। "চ" পদ দ্বারা "পাণ্ডবাঃ কিমকুর্বত"—এই গৌণভাবও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। দুর্যোধনাদিকে লক্ষ্য করিয়া "মামকাঃ" পদ ব্যবহার করায় ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে "পাণ্ডবাঃ" ইত্যাকার-ভাবে অভিহিত করায়, নিজ পুত্রগণের প্রতি অন্ধ কুরুরাজের আত্মীয়তা ও পাণ্ডবগণের প্রতি অনাত্মীয়তা বা বিদ্রোহবুদ্ধি সূচিত হইয়াছে। নিজ পুত্রগণ হয়তো "ধর্মক্ষেত্র"-এর প্রভাবে নিজ নিজ দুষ্ক্রিয়ার জন্য পশ্চাত্তাপযুক্ত হইয়া মহাক্ষুব্ধ হইয়াছে, অথবা রাজ্য ছাড়িয়া পরাভব স্বীকার করিয়াছে, ইত্যাকার চিন্তাই ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের মূল কারণ।

নিকটবর্তী কাহাকেও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার নামোল্লেখ না করিলেও চলে, কিন্তু ব্যাকুলচিত্ত অন্ধ কুরুরাজ, পক্ষপাতশূন্য হইয়া বলিবার উত্তেজনার উদ্দেশ্যে তাঁহার উচ্চমর্যাদা স্মরণ করাইয়া "হে সঞ্জয়!" (যিনি রাগ-দ্বেষাদি জয় করিয়াছেন, তিনিই সঞ্জয়) এইরূপ প্রশংসাসূচক সম্বোধন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়াছিল। বীরকেশরী অর্জুনের চিত্তে স্থানপ্রভাবজন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি চিরদিনই জানিতেন যে, ভীষ্ম তাঁহার পিতামহ, দ্রোণাচার্য তাঁহার গুরু, কৌরবগণ তাঁহার ভ্রাতা। ইহা জানিয়াও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্ররূপ ধর্মক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। সত্ত্বগুণ তাঁহাকে হিংসাবিমুখ হইতে বলিল। এখানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি স্থানেরই গুণ হয়, তবে অর্জুন ভিন্ন আর কাহারও মনে এই ভাবের উদয় হইল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, অর্জুন মহাজিতেন্দ্রিয়, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে সারথির স্থানে আসীন, তাই ধর্মস্থানের প্রভাব তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভগবৎসঙ্গই সত্ত্বগুণের পুষ্টির বিশেষ কারণ। অর্জুনের রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে থাকায় পাণ্ডবপক্ষীয় কেহই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। কৌরবগণ ভগবানকে সম্মুখে দেখিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহারা অর্জুনের ন্যায় তাঁহাকে "প্রাণসখা"-ভাবে না দেখিয়া "শত্রু"-ভাবে দেখিতেছিল। ভগবানকে যে শত্রু বোধ করে, তাহার সত্ত্বগুণের উদয় হইতে পারে না। তীর্থস্থানে গতি ও তথায় দেবপূজায় ভক্তি হইলেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ উদিত হইলে রজঃ ও তমঃ দূরে পলায়ন করে। সত্ত্বগুণ সত্ত্বেও আবার যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম রক্ষিত হয় না। এই জন্য চক্রিচূড়ামণি ভগবান আত্মজ্ঞান উপদেশের অবতারণা করিলেন। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে তিন গুণই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। আত্মজ্ঞান দ্বারা অর্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি ও "অহং-মমেতি" অভিমান বিনষ্ট হইল। সুতরাং, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্ণাশ্রমিক বাহ্যধর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। গীতার উপদেশে অর্জুনের ত্রিগুণ মায়াবন্ধন কাটিয়া গেল।

অনেকের এইরূপ কুসংস্কার আছে যে, অর্জুন পরম ধর্মাত্মা ছিলেন। তিনি প্রাণহানিকর

মহাসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন; কিন্তু কুচক্রী কৃষ্ণের কুহকে পড়িয়া অরাতিশোণিতে তিনি মেদিনী আর্দ্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কুমন্ত্রণায় অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে ভারত বীরশূন্য হইত না। লোকের এই সংস্কার ভ্রমমূলক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাচরিতের দিকে অবলোকন করিলে, এই ভ্রম শীঘ্রই অপনোদিত হইবে।

পাছে ভারত নির্বীর হয়, পাছে নরশোণিতপ্লাবনে পবিত্র কুরুক্ষেত্রে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়, পাছে জীবের বৃথা ধনক্ষয়, ধর্মক্ষয়, মানক্ষয় ও প্রাণক্ষয় হয়, সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই এই যুদ্ধের প্রতিবাদী। এই প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত করাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে প্রথমেই ভগবান সন্ধিকামনায় বিদুরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন কেন? আবার প্রত্যাবর্তনপথে রথের উপর কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শই-বা দিয়াছিলেন কেন? যখন দেখিলেন, ধার্তরাষ্ট্রবর্গ তাঁর সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি উদাসীনবৎ রহিলেন এবং যুদ্ধার্থ কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না স্থির করিলেন। দুর্যোধনকে নিজ নারায়ণী সেনা দান করিলেন, অর্জুনের নিতান্ত অনুরোধে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন; কিন্তু কাহারও পক্ষে যুদ্ধার্থ স্বয়ং অস্ত্রাদি ধারণ করিলেন না। শান্তিপ্রিয় মাধব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই এবং কাহাকেও যুদ্ধে প্রবর্তিতও করেন নাই।

কিন্তু অবোধ লোকে তাঁহার মুখে "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" ইত্যাকার বচন-রচনার প্ররোচনা দেখিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপরিহারোন্মুখ অর্জুনকে কৌশলে যুদ্ধে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর, আমি একজন ক্ষুধার্ত, তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। তুমি আমাকে অতিথি পাইয়া মর্যাদাসহ খাওয়াইবে মনে করিয়া নিরামিষ ঘৃতান্ন—পলান্ন পাক করাইলে। আমি ভিক্ষায় বসিলাম[১]। মনে কর, আমি যেন কখনও পলান্ন [পোলাও] খাই নাই। ঁনারায়ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়াই যেমন অন্নে হস্ত প্রদান করিলাম, অমনি দেখিলাম, তৈলপায়িকার মলের ন্যায় কী যেন কালো কালো রহিয়াছে, অমনি হস্ত উঠাইয়া লইলাম; আর ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তুমি অভ্যাগত-সৎকারার্থ নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলে, আমার বৃথা ভ্রম ও সংশয় বুঝিতে পারিয়া বলিলে—আপনি সন্দেহ করিবেন না, ওগুলি লবঙ্গ, অন্য কোনো মন্দ সামগ্রী নহে—আপনি ভোজন করুন। আমার ভ্রম ঘুচিল, আবার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন স্পর্শ করিলাম। পুনর্বার দেখি, কী যেন কিঞ্চিদারক্তবর্ণ কোমল কোমল পদার্থ রহিয়াছে, ভাবিলাম ইহা কোনোরূপ অমেধ্য হইবে। অমনি সন্দিগ্ধচিত্তে হস্ত উঠাইয়া লইলাম। তুমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলে ওগুলি কিশমিশ—কোনো অখাদ্য নহে—আপনি নিশ্চিন্তচিত্তে ভোজন করুন। আমি পুনর্বার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, অস্থিখণ্ডের ন্যায় কী যেন সাদা সাদা পদার্থ অন্নের মধ্যে রহিয়াছে, অমনি হাত উঠাইলাম। তুমি আবার বলিলে—আপনি বৃথা কেন সন্দেহ করিতেছেন? ওগুলি বাদাম, কোনো মন্দ পদার্থ নহে, আপনি ভোজন করুন। এইরূপ পলান্নের ভিন্ন ভিন্ন মশলা দেখিয়া যত বারই আমার সংশয় হইল, তত বারই তুমি আমার সংশয় ভঞ্জন

১ সন্ন্যাসিগণ ভোজন শব্দের স্থানে ভিক্ষা শব্দের প্রয়োগ করেন।

করিয়া খাইতে বলিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে আমাকে বারবার "ভোজন করুন, ভোজন করুন" এইরূপ বলিলে, ইহা কি তোমার প্রবর্তনাকর বাক্য? না, তাহা নহে। আমি যখন ক্ষুধার্ত হইয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি, তখন ভোজনে তো আমি স্বয়ং-ই প্রবৃত্ত, তবে যে বারংবার হাত উঠাইতেছিলাম, তাহা ভোজনে অনিচ্ছাবশতঃ নহে, কেবল সংশয়বশতঃ। আর তুমিও যে আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বারবার খাইতে বলিতেছিলে, তাহা আমার ভোজনে প্রবৃত্তি দিবার জন্য নহে, কেবল আমার সংশয়নিরসনার্থ এবং আমার নিজ আরব্ধ কার্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান ও উপসংহারে বৃথা আলস্য ও ঔদাস্য না হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, ভগবান অর্জুনকে তো যুদ্ধে আসিতে বলেন নাই। অর্জুন স্বীয় রাজ্যলাভে অকৃতকার্য হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে দুষ্ট দুর্যোধনাদির দমনার্থ স্বয়ং-ই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার মনে হইল—ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, শ্যালক, কুটুম্বাদি বধ করা মহাপাপ। এই যুদ্ধে আমার ধর্ম বিনষ্ট হইবে; অতএব যুদ্ধ করিব না। তখন মহাবীরেন্দ্রকেশরীর বৃথা ভ্রমরাশি বিদূরিত করিবার জন্য ভগবান তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ করিলেন। একটির পর অপরটির, এইরূপ অর্জুনের সমরারম্ভের বাধক সংশয়রাশির ছেদ করিতে লাগিলেন। অর্জুনের যত বার সংশয় হইল, তত বারই সংশয়সমুদ্রের পরপারকারী বৃন্দাবনবিহারী তাঁহার পরমভক্ত অর্জুনের হৃদয় নির্মল করিয়া দিলেন। এক একটি সংশয় মিটিয়া যায়, অমনি ভগবান বলেন, "অতএব যুদ্ধ করো"—অর্থাৎ, হে অর্জুন যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা করো। ভগবদ্‌ভক্ত যখন ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় আদিতে বিমুগ্ধ হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান তাহার কল্যাণার্থ সদ্‌বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা ভক্তের তাবৎ ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দেন। তাই অর্জুন যখন স্বধর্মকে অধর্ম বলিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন, ভগবান গীতার উপদেশে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। যুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যখন অর্জুনের সংশয় নিবৃত্ত হইয়া গেল, তিনি তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

অবশেষে, গবদুপদেশে অর্জুন স্বধর্মপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ ভগবান ভ্রমসংশয়াপহর্তা ও ধর্মোপদেশকর্তা ভিন্ন যুদ্ধের প্রবর্তক নন॥১॥

সঞ্জয় উবাচ

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্যোধনস্তদা।
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) তদা (তৎকালে) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডব সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা তু (দেখিয়া), রাজা দুর্যোধনঃ (রাজা দুর্যোধন) আচার্যম্ উপসঙ্গম্য (আচার্যসমীপে যাইয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন—পাণ্ডবগণের সৈন্যরাশি ব্যূহাকারে (রণবেশে) দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা দুর্যোধন দ্রোণাচার্য সমীপে গমনপূর্বক এই কথা বলিয়াছিলেন॥ ২॥

ব্যাকরণ ঃ তদা=তদ্+দাচ্[1] (কালে)। **পাণ্ডব-অনীকম্**=পাণ্ডবানাম্ অনীকম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। অনীক=অন+ঈকন্। **ব্যূঢ়ম্**=বি-বহ্+ক্ত, কর্মে ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **রাজা**=রাজন্+কর্তরি ১মা একবচন। **দুর্যোধনঃ**=দুর্-যুধ্+যুচ্, ১মা একবচন। **আচার্যম্**=আ-চর্+ণৎ, ২য়া একবচন। **উপ-সঙ্গম্য**=উপ-সম্-গম্+ল্যপ্। **বচনম্**=বচন+২য়া একবচন। বচন=বচ্+ল্যুট্ (অনট্)। **অব্রবীৎ**=ব্রূ+লঙ্ দ্॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ধর্মক্ষেত্রের বিশুদ্ধ শক্তিপ্রভাবে শুভবুদ্ধি লাভ করিয়া পুত্র দুর্যোধন ক্ষুব্ধ হইয়া যে পাণ্ডবগণকে রাজ্য দান করিবে স্থির করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরাকরণার্থ সঞ্জয় প্রথমে পাণ্ডবগণের কথা না বলিয়া দুর্যোধনের দুষ্টবুদ্ধিতা ও তাহারই কার্য ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "রাজা" পদ দ্বারা দুর্যোধনের অধিনায়কত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হইল। কিন্তু দ্রোণাচার্যকে দূত দ্বারা নিজের নিকটে আহ্বান না করাইয়া তিনি স্বয়ং তৎসন্নিধানে গমন করিলেন কেন? ব্যূহবদ্ধ পরাক্রান্ত পাণ্ডবসেনা দর্শনে ভীত হইয়াই "রাজা" নিজের মর্যাদা ভুলিলেন এবং অন্যের নিকট না গিয়া ধনুর্বিদ্যার আচার্যের সন্নিধানেই দৌড়াইয়া গেলেন। আবার পাছে লোকে তাঁহাকে ভয়বিহ্বল মনে করে, রাজনৈতিক কৌশলে এই সংস্কার অপনয়নার্থ "আচার্য" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, আচার্যের নিকট শিষ্য সর্বদাই যাইতে পারে, তাহাতে তাহার মর্যাদার হানি হইল—এই কথা কেহ বলিতে পারিবে না॥ ২॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] আচার্য! (গুরো) তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেন (ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রানাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং চমূং (বিশাল সেনা) পশ্য (দেখুন)॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে আচার্য! পাণ্ডবগণের বিশাল সেনাসমাবেশ অবলোকন করুন। ঐ দেখুন ইহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে ব্যূহ রচনাপূর্বক রণবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে॥ ৩॥

ব্যাকরণ ঃ আচার্য!=সম্বোধনে ১মা। তব=যুষ্মদ্+৬ষ্ঠী একবচন। **ধীমতা**—ধীঃ=বুদ্ধি।

---
১ দাচ্ ও দানীম্ প্রত্যয় কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ধীরস্যাস্তীতি। **ধীমৎ**=ধী+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে), ৩য়া একবচন। **শিষ্যেণ**=শিষ্য+৩য়া একবচন। **শিষ্য**—শাস্+ক্যপ্। **দ্রুপদপুত্রেণ**=দ্রুপদস্য পুত্রঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তেন—৩য়া একবচন। **ব্যূঢ়াম্**=বি-বহ্+ক্ত, স্ত্রিয়াম্ টাপ্, ২য়া একবচন। চমূ পদের বিণ্, চমূ স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব ব্যূঢ়া। **পাণ্ডুপুত্রাণাম্**=পাণ্ডোঃ পুত্রঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **এতাম্**=এতদ্+২য়া একবচন (স্ত্রীলিঙ্গ)। **মহতীম্**=মহৎ+ঙীপ্, ২য়া একবচন। **চমূ**=চম্+ঊ, চমূং—চমূ ২য়া একবচন। **পশ্য**=দৃশ্+লোট হি॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি—হে আচার্য! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্যের পরম প্রিয়তম শিষ্য। যুদ্ধকালে পাছে সেই স্নেহবশংবদ হইয়া আচার্য সমর পরিহার অথবা কার্যে শিথিলতা করেন, এই জন্য দুর্যোধন তাহাদের প্রতি আচার্যের অবজ্ঞার উৎপাদন ও ক্রোধের উদ্দীপনার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—হে আচার্য! দেখুন, ভবাদৃশ মহানুভবকে অবজ্ঞাপূর্বক পাণ্ডবগণ বহু অক্ষৌহিণী দুর্জয় সেনা লইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমি আপনার শিষ্য, আমার প্রার্থনানুসারে এক বার যদি দৃষ্টিপাত করেন, তবেই উহাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন। দ্রুপদরাজার সহিত দ্রোণাচার্যের পূর্বশত্রুতা ছিল, এই জন্য "দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা" বাক্য দ্বারা দুর্যোধন সেই পূর্ববৈরিতার উত্তেজনা ও গুরুদ্রোহী শিষ্য অবশ্যই দণ্ডনীয়—তাহার উদ্দীপনা এবং ধীমান শত্রু যে উপেক্ষাযোগ্য নহে তাহারও সূচনা করিতেছেন। পক্ষান্তরে দ্রোণাচার্যের প্রতি শ্লেষবাক্যও উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ "পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য"—হে পাণ্ডবগণের আচার্য! (আপনি আমার আচার্য নন) দেখুন দেখুন, আপনি উত্তম শিষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন! ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান বটে, কেননা আপনাকেই বধ করিবার জন্য আপনারই নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। আপনার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? তাই বলিতেছি, এক বার শিষ্যের ব্যবহার তো দেখুন! গুরুর প্রতি দুষ্ট দুর্যোধনের যে নিজের দ্বেষ ও দুর্বুদ্ধি আছে তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য সঞ্জয় প্রথমতঃ "দৃষ্ট্বেতি" শ্লোক দ্বারা দুর্যোধনেরই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখাইলেন যে, আচার্যের প্রতি যাহার দ্বেষবুদ্ধি, তাহার "ধর্মক্ষেত্র"-এর প্রভাবজন্য সত্ত্বগুণের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব মহারাজ! দুর্যোধনের পশ্চাত্তাপ, সন্ধিস্থাপন অথবা পাণ্ডবদিগকে তদধিকার প্রদান আদি কোনো সম্ভাবনা করিবেন না॥৩॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥৫॥

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অত্র (এই সেনামধ্যে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধারী) শূরাঃ (বীরগণ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জুনসমাঃ (ভীমার্জুনের তুল্য) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ (এবং বিরাট), দ্রুপদঃ চ (এবং দ্রুপদ), বীর্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ (মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু), চেকিতানঃ (চেকিতান), কাশীরাজঃ চ (এবং কাশীরাজ), নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) পুরুজিৎ (পুরুজিৎ), কুন্তিভোজঃ চ (এবং কুন্তিভোজ), শৈব্যঃ চ (এবং শৈব্য), বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ (এবং বিক্রমশালী যুধামন্যু), বীর্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ (পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজা), সৌভদ্রঃ (সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু), দ্রৌপদেয়াঃ চ (এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ) সর্বে এব (ইঁহারা সকলেই) মহারথাঃ (মহাযোদ্ধা)॥ ৪-৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই পাণ্ডবসেনামধ্যে ভীমার্জুনের ন্যায় মহাধনুর্ধারী ও সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা বহু বীর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহারথী সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ রাজা, মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও কাশীরাজ, নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজা, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়—ইঁহারা সকলেই মহারথী॥ ৪-৬॥

ব্যাকরণ ঃ **অত্র**=ইদম্+ত্রল্ (সপ্তম্যাংস্তল্) [এতদ্ স্থানে অন্ (অ) আদেশ] **যুধি**=যুধ্+ক্বিপ্—যুধ্, ৭মী একবচন। (যুধ্ শব্দ "বিরুধ্" শব্দবৎ)। **ভীম-অর্জুন-সমাঃ**—ভীমশ্চ অর্জুনশ্চ=ভীমার্জুনৌ—দ্বন্দ্বঃ, তয়োঃ সমানঃ (সমানাঃ)—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **মহেষ্বাসাঃ**=মহা+ইষ্বাসাঃ, ইষ্বাসাঃ—ইষু=বাণ; তস্য আসঃ (আসনম্)=ইষ্বাসঃ=ধনুঃ ইত্যর্থঃ, মহান্তঃ ইষ্বাসাঃ যেষাং তে=বহুব্রীহি=মহাধনুর্ধরাঃ ইত্যর্থঃ। **শূরাঃ**=শূর+১মা বহুবচন। **মহারথঃ**=যঃ দশ-সহস্রৈঃ ধনুর্ধরৈঃ সহ যোদ্ধুম্ সমর্থঃ সঃ। **বীর্যবান্**=বীরস্য ভাবঃ—বীর+ষ্যঞ্=বীর্যম্, বীর্য+মতুপ্=বীর্যবৎ+১মা একবচন। **কাশীরাজঃ**=কাশ্যাঃ রাজা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **নরপুঙ্গবঃ**=নরেষু পুঙ্গবঃ—৭মী তৎপুরুষ। **বিক্রান্তঃ**=বি-ক্রম্+ক্ত। **উত্তমৌজাঃ**= উত্তমম্ ওজঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি (এখানে নাম বিশেষ)। **সৌভদ্রঃ**=সুভাদ্রা+অপত্যর্থে অণ্+১মা (পুং) একবচন। **দ্রৌপদেয়াঃ**=দ্রুপদস্য অপত্যং (স্ত্রী)—দ্রৌপদী, দ্রৌপদ্যাঃ অপত্যং পুমান্-(ঢক্)-দ্রৌপদেয়ঃ, ১মা বহুবচন॥ ৪-৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ ভীমার্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ।

কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ।

যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যুধ্যেত্তন্ন্যূনোঽর্ধরথঃ স্মৃতঃ॥" ইতি॥ ৪-৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের নামোল্লেখে পাছে দ্রোণাচার্য মনে করেন যে,

এতাদৃশ এক জন সামান্য বীরের জন্য দুর্যোধনের ভয় কেন? তন্নিমিত্ত দুর্যোধন বলিতেছেন— আচার্য, কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নই নহে, এখানে বিশ্ববিজয়ী ভীমার্জুনের ন্যায় ধনুর্ধারী ও পরাক্রান্ত বীর আরও অনেক আছেন, তাঁহারাও উপেক্ষণীয় নন। বিশেষণ ও নামের দ্বারাই তাঁহাদের গুণগৌরব ব্যাখ্যা করিতেছেন।

যদ্দ্বারা ইষু (বাণ) বেগে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা ইষ্বাস অর্থাৎ ধনু; মহান ইষ্বাস যাঁহাদের তাঁহারা "মহেষ্বাসাঃ"। এখানে এইরূপ বীরবর্গ আছেন, যাঁহারা দূর হইতেই দুর্বিষহ তীব্র শরাঘাতে শত্রুসৈন্য সংহারে সমর্থ ও যুদ্ধকুশল। যথা "যুযুধানঃ", অর্থাৎ যিনি মহারণে অক্লান্ত (সাত্যকি); যিনি শত্রুদিগকে বারংবার পরাভব দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্লেশ দেন (বিরাট); দ্রু=বৃক্ষ ও পদ=চিহ্ন, বৃক্ষাঙ্কিত বিজয়পতাকা যাঁহার সদা উড্ডীন (দ্রুপদ রাজা); ধৃষ্ট=শত্রুজনভয়প্রদ ও কেতু=ধ্বজা, যাঁহার উড্ডীয়মান ধ্বজা দর্শনে বৈরিবর্গ বিত্রস্ত হয় (ধৃষ্টকেতু); বীরবর চিকিতানের পুত্র (চেকিতান); যেখানে গমন করিলে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তথাকার রাজা (কাশীরাজ); পুরু=অনেক ও জিৎ=যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি অগণ্য শত্রুসৈন্য বারংবার জয় করিয়াছেন (পুরুজিৎ); যে কুন্তী ভীমার্জুনরূপ মহাবল পুত্র প্রসব করিয়াছেন তাঁহারই পিতা (কুন্তিভোজ); প্রসিদ্ধ শিবিরাজার কুলজাত (শৈব্য); যুধা=যুদ্ধ ও মন্যু=ক্রোধ, যুদ্ধের নাম শুনিলেই যিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন তিনি "যুধামন্যুঃ", ইনি পাঞ্চালদেশের বিক্রান্ত রাজা; ওজস্=বল, যাঁহার বলবিক্রম প্রশংসনীয় তিনি "উত্তমৌজাঃ", ইনি পাঞ্চালদেশের রাজা; সুভদ্রার গর্ভজাত ও গর্ভবাসকালেই যিনি রণকৌশলের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন সেই অভিমন্যু; যে দ্রৌপদীর ভক্তিগুণে মহাকুপিত দুর্বাসাও পাণ্ডবগণের কোনো ক্ষতি করিতে পারেন নাই, সেই বিশুদ্ধ তেজঃপূর্ণগর্ভে জাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ পুত্র। "চ"=এবং। "চ"-কার দ্বারা ঘটোৎকচ প্রমুখ অবশিষ্ট রাজন্যবর্গও গৃহীত হইয়াছেন। ভীমার্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডবের পরাক্রম ভুবনবিখ্যাত এবং তাঁহারাই রণস্থলের প্রধান অধিনায়ক বলিয়া তাঁহাদের নাম আর বিশেষরূপে উল্লিখিত হইল না। প্রোক্ত বীরগণ সকলেই মহারথী। রথী মহারথী আদির লক্ষণ, যথা—

যিনি অস্ত্রশস্ত্রে অত্যন্ত কুশল ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারী বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনিই মহারথী; যিনি অস্ত্রশস্ত্রে অতি নিপুণ ও অগণিত বীরের সঙ্গে রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ তিনি অতিরথী; যিনি একাকী এক জন মাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনি রথী; ও যিনি নিজ হইতে দুর্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্ধরথী॥ ৪-৬॥

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥ ৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] দ্বিজোত্তম! অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁহারা) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম (আমার) সৈন্যস্য (সৈন্যের) নায়কাঃ (নেতৃগণ), তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন)। তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (গোচরার্থ) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদের নাম বলিতেছি)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে দ্বিজোত্তম! আমাদেরও সৈন্যমধ্যে যে-সকল যোধাধিনায়ক আছেন, আপনার গোচরার্থ তাঁহাদেরও নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৭॥

ব্যাকরণ ঃ **দ্বিজোত্তম**=দ্বিজেষু উত্তমঃ—৭মী তৎপুরুষ সমাস, সম্বোধনে। **বিশিষ্টাঃ**= বি-শিস্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **নায়কাঃ**=নী+ণ্বুল্ (অক), ১মা বহুবচন। **নিবোধ**=নি-বুধ্ (ভ্বাদি) লোট্ হি। **তে**=যুষ্মদ্+৬ষ্ঠী একবচন। **সংজ্ঞার্থম্**=সংজ্ঞায়ৈ ইদম্=সংজ্ঞার্থম্। **সংজ্ঞা**=সম্-জ্ঞা+অঙ্+টাপ্। **ব্রবীমি**=ব্রূ+লট্ মি॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কাঃ নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাণ্ডবপক্ষীয় মহামহাবীরবর্গের নামোল্লেখ করায় পাছে দ্রোণাচার্য মনে করেন যে, দুর্যোধন ভীত হইয়াছেন এবং পাছে বলেন যে, যদি তুমি ইঁহাদের সহিত সমরে অসমর্থ হও, তবে পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা করো, এই আশঙ্কা অপনয়নার্থ দুর্যোধন নিজ পক্ষীয় বীরগণের নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

যদিও কুল, শীল, বিদ্যা, বল, পৌরুষে শ্রেষ্ঠ আমার অসংখ্য সৈন্য আছে, তত্রাচ আপনার স্মরণার্থ কয়েক জন মাত্রের নাম করিলেই হইবে। কেননা আপনি তো তাঁহাদের বিষয় পূর্ব হইতেই জানেন। "অস্মাকং তু" বাক্যের "তু" শব্দ দ্বারা দুর্যোধন অন্তরের ভয় অন্তরে লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন। "দ্বিজোত্তম" পদ দ্বারা প্রকাশ্যে দ্রোণাচার্যের স্তুতিবাদ করিয়া নিজ কার্যে পূর্ণপ্রবৃত্তির সূচনা করিতেছেন এবং দ্রোণ পাণ্ডবগণকে অধিক স্নেহ করেন বলিয়া, পক্ষান্তরে আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রবৃত্ত, অতএব স্বধর্মভ্রষ্ট, ইত্যাকার নিন্দারও ইঙ্গিত করিতেছেন। আবার সঙ্কেতে ইহাও বলিতেছেন যে, আপনি ব্রাহ্মণ, আচার্যের কার্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু যুদ্ধের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য আপনার কোথায়? যদি আপনি স্নেহবশতঃ পাণ্ডবপক্ষই অবলম্বন করেন, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই, কেননা ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয় মহাশূরগণ আমার সেনাধিনায়ক আছেন। তাই আপনার স্মরণকে চেতন করিবার জন্যই তাঁহাদের কয়েক জনের নাম করিতেছি, শ্রবণ করুন। যদি নিজ প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবগণের সেনা দেখিয়া আপনার হর্ষোদয় হইয়া থাকে, তবে আপনার ইহাও যেন চৈতন্য থাকে যে, ভীষ্মাদি বীরেন্দ্রকেশরিগণ আমার পক্ষ॥৭॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) ভবান্ (আপনি) ভীষ্মঃ চ (এবং ভীষ্ম), কর্ণঃ চ (এবং কর্ণ), কৃপঃ চ (এবং কৃপ), অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা), বিকর্ণঃ চ (এবং বিকর্ণ), সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তনয় ভূরিশ্রবা), [এবং] জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সংগ্রামবিজয়ী আপনি (দ্রোণাচার্য), পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ॥ ৮॥

ব্যাকরণ ঃ সমিতিঞ্জয়ঃ=(সমিতিঃ=যুদ্ধম্) সমিতিম্-জি+খচ্। সমিতি=সম্+ই-ক্তিন্॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তি সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ধূর্ত দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ভীষ্ম, কর্ণাদির নামোল্লেখের পূর্বেই দ্রোণাচার্যের ও বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা প্রমুখের নামোল্লেখের পূর্বেই দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার নামোল্লেখ করিয়াছেন; কেননা লোকে প্রশংসিতগণের মধ্যে নিজের ও নিজ পুত্রের নাম অগ্রগণ্য দেখিলে অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকে॥ ৮॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) অন্যে চ (আরও) বহবঃ (অনেক) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বহুশস্ত্রপ্রহারক্ষম) শূরাঃ [সন্তি] (বীরগণ আছেন)। [তে] সর্বে (তাঁহারা সকলেই) যুদ্ধবিশারদাঃ (রণকুশল)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে আচার্য! শস্ত্রসম্পন্ন পুরুষ আমার পক্ষে আরও অনেকে আছেন, যাঁহারা আমার জন্য জীবন বিসর্জনেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রণকুশল॥ ৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্যক্তজীবিতাঃ**=ত্যক্তম্ জীবিতম্ যৈঃ তে—বহুব্রীহি। জীবিতম্=জীব্+ভাবে ক্ত=জীবিত, ক্লী, ১মা একবচন। **নানা-শস্ত্রপ্রহরণাঃ**=নানা শস্ত্রানি প্রহরন্তি যে তে—উপপদ তৎপুরুষ। অথবা, নানাশস্ত্রানি প্রহরণানি চ যেষাং তে—বহুব্রীহি। **যুদ্ধবিশারদাঃ**=যুদ্ধে বিশারদাঃ-বিষয়াধিকরণে—৭মী তৎপুরুষ॥ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে দ্রোণাচার্য মনে করেন যে, দুর্যোধনের পক্ষে এই কয়েক জন ভিন্ন বীর নাই, তাই অন্য আরও অনেক বীর আছেন বলিয়া দুর্যোধন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছেন যে, ভীষ্মাদি ভিন্ন শল্য, কৃতবর্মা ও ভগদত্ত আদি আরও বীরগণ তাঁহার পক্ষে আছেন; তাঁহারা সকলেই শূল, চক্র, গদা, খড়্গাদি যুদ্ধে মহানিপুণ। "শূরাঃ" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নিজ সেনার বলবাহুল্য, অত্যন্ত সমরাগ্রহ ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন॥ ৯॥

অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ **ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মকর্তৃক রক্ষিত) অস্মাকং** (আমাদিগের) তৎ (সেই) বলম্

(সৈন্য) অপর্যাপ্তম্ (অপরিমিত)। এতেষাং তু (কিন্তু ইহাদিগের) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমকর্তৃক রক্ষিত) ইদং (এই) বলং (সৈন্য) পর্যাপ্তম্ (অপেক্ষাকৃত অল্প)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সৈন্য অনেক, কিন্তু ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **অস্মাকম্**=অস্মদ্+৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভীষ্মাভিরক্ষিতম্**=ভীষ্মেন অভিরক্ষিতম্—৩য়া তৎপুরুষ। **অভিরক্ষিতম্**—অভি-রক্ষ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে)। **তৎ**=তদ্+(ক্লীব) ১মা একবচন। **অপর্যাপ্তম্**= পরি-আপ্+ক্ত (ভাবে)—পর্যাপ্তম্, ন পর্যাপ্তম্=অপর্যাপ্তম্—নঞ্ তৎপুরুষ। **এতেষাম্**=এতদ্ (পুং)+ ৬ষ্ঠী বহুবচন॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিম্? অত আহ অপর্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি, ইদং তু এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্যাপ্তং সমর্থং ভাতি; ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ অস্মদ্‌বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থং ভীমস্যৈকপক্ষপাতিত্বাৎ এতদ্‌বলম্ অস্মদ্‌বলং প্রতি সমর্থং ভাতি॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ উভয়পক্ষেই যখন অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ ও সমরসুচতুর পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন, তখন পাছে আচার্য মনে করেন উভয় দলই সমান, তজ্জন্য দুর্যোধন বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মবুদ্ধি ভীষ্ম কর্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সেনা অপর্যাপ্ত—একাদশ অক্ষৌহিণী এবং স্থূলবুদ্ধি বিকলচিত্ত ভীমসেন কর্তৃক অভিরক্ষিত পাণ্ডবপক্ষীয় সেনা নিতান্তই পর্যাপ্ত—সাত অক্ষৌহিণী মাত্র। পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী হইলেও রণপ্রাঙ্গণে কার্যকালে অপর্যাপ্ত—অপ্রচুর বা অসমর্থ এবং পাণ্ডবসেনা সংখ্যায় অল্প হইলেও পর্যাপ্ত—প্রচুর বা সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এক অক্ষৌহিণী সেনায় ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি সর্বসুদ্ধ ২১৮৭০০ বুঝায়। এই গণনানুসারে কৌরবপক্ষে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ, ৭২১৭১০ অশ্ব ও ১২০২৮৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্বসুদ্ধ ২৪০৫৭০০ সৈন্য; এবং পাণ্ডবপক্ষে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি অর্থাৎ সর্বসুদ্ধ ১৫৩০৯০০ সৈন্য। সুতরাং, কুরুক্ষেত্র মহারণে উভয়পক্ষে ৩৯৩৬৬০০ সৈন্য সমবেত হইয়াছিল॥১০॥

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব এব হি॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বেষু চ অয়নেষু (সকল ব্যূহপ্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (নিজ নিজ বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্বে এব হি (সকলেই) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করিতে থাকুন)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এক্ষণে আপনারা নিজ নিজ বিভাগানুসারে সৈন্যসমূহের ব্যূহদ্বারে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে সর্বথা রক্ষা করিতে থাকুন॥ ১১॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বেষু**=সর্ব (ক্লীব)+৭মী বহুবচন। সৃ+ব=সর্ব। **অয়নেষু**=অয় (গমনার্থে)+ল্যুট্ (ভাবে)—অয়নম্ ৭মী বহুবচন। **যথাভাগম্**=ভাগম্ অনতিক্রম্য—অব্যয়ীভাব সমাস (ক্লীবলিঙ্গ ক্রিয়াবিশেষণ)। **অবস্থিতাঃ**=অব-স্থা+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে), ১মা বহুবচন। **ভবন্তঃ**=ভবৎ+১মা বহুবচন। **অভিরক্ষন্তু**=অভি-রক্ষ্+লোট্ অন্তু। এব=অবধারণার্থক অব্যয়॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তস্মাত্তবদ্ভিরেবং বর্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু চ (কর্তব্যবিশেষদ্যোতী "চ" শব্দঃ) যথাভাগং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু যথান্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে আচার্য এইরূপ বলেন যে, যদি পাণ্ডবসৈন্য অপেক্ষা তোমার সৈন্যদল পুষ্ট ও প্রবল থাকে, তবে বৃথা নানা কল্পনা করিতেছ কেন? তজ্জন্য দুর্যোধন বলিতেছেন যে, পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাধিনায়ক, তিনি যখন সম্মুখ-সমরে উন্মত্ত হইবেন, তখন তাঁহার পার্শ্ব বা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাই আপনাকে বলিতেছি যে, আপনারা তাঁহার সম্মুখ ভিন্ন অন্যান্য দিক এইরূপে তত্ত্বাবধান করিবেন যেন প্রচ্ছন্নভাবে কোনো শত্রুসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। প্রকারান্তরে দ্রোণাচার্যকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, পিতামহের জীবনসত্ত্বে আমরা কাহাকেও ভয় করি না॥ ১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার—দুর্যোধনের) হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (অত্যুচ্চ) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদপূর্বক) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তদনন্তর রাজা দুর্যোধনের সন্তোষার্থ কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদপূর্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন॥ ১২॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রতাপবান্**=প্রতাপ+মতুপ্। প্রতাপ—প্র-তপ্+ঘঞ্। **কুরুবৃদ্ধঃ**=কুরূণাম্ (কুরুষু) বৃদ্ধঃ—৬ষ্ঠী (৭মী) তৎপুরুষ। **পিতামহঃ**=পিতৃ+ডামহ। **হর্ষম্**=হৃষ্+ঘঞ্, কর্মণি ২য়া একবচন। **সংজনয়ন্**=সম্-জন্+ণিচ্+শতৃ, ১মা একবচন। **সিংহনাদম্**=সিংহস্য নাদ ইব নাদম্—উপমিত কর্মধারয়। **বিনদ্য**=বি-নদ্+ল্যপ্। **দধ্মৌ**=ধ্মা+লিট্ অ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, তদাহ—তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দুর্যোধনের কথা শেষ হইলে ভীষ্মাদি কী করিলেন, ইহা জানিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে অনুভব করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! পাণ্ডবসেনার ভয়ে ভীত হইয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের শরণাগত হইলেন এবং দ্রোণাচার্য দুর্যোধনের কপট ভক্তি জানিতে পারিয়া একটি বাক্য দ্বারাও তাঁহার সমাদর না করিয়া, প্রত্যুত উপেক্ষা করায় দুর্যোধন মর্মাহত হইতেছেন দেখিয়া ভীষ্ম ভাবিলেন, আমি যখন দুর্যোধনের অন্নে শরীর রক্ষা করিতেছি, তখন এই মহাসমরে ইঁহার জন্য এই দেহ পাত করিতে হইবেই হইবে, তাই দুর্যোধনকে হর্ষোৎসাহযুক্ত করিবার জন্য ভীষ্ম সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। বৃদ্ধগণ অনায়াসে বালকের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য "কুরুবৃদ্ধঃ" দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি মহাদুরাত্মা হইলেও আপৎকালে উপেক্ষাযোগ্য নহে, এই জন্য "পিতামহঃ" এবং ভীষ্মের উচ্চ সিংহনাদে ও শঙ্খধ্বনিতে পাণ্ডবসেনা অবশ্যই চমকিত হইয়াছে, এই জন্য "প্রতাপবান্"—ভীষ্মের এই বিশেষণত্রয় এই স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্যঃ চ (শঙ্খ ও ভেরীসমূহ) পণবানকগোমুখাঃ (পণব=মৃদঙ্গ, আনক=ঢক্কা, গোমুখ=রণশিঙা) সহসা এব (একসময়েই) অভ্যহন্যন্ত (বাদিত হইল)। স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (ভয়াবহ হইয়া উঠিল)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সেনাপতি ভীষ্মের রণোৎসাহ বিদিত হইবামাত্র দুর্যোধনের অন্য সৈন্যগণের মধ্যে বহু শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢাক ও রণশিঙা বাজিয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **সহসৈবাভ্যহন্যন্ত**=সহসা+এব+অভি+অহন্যন্ত। অভ্যহন্যন্ত—অভি-হন্ (কর্মবাচ্যে)+লঙ্ অন্ত। **পণবানকগোমুখাঃ**=পণবাশ্চ আনকাশ্চ গোমুখাশ্চ—ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস। **অভবৎ**=ভূ+লঙ্ দ্॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—"ততঃ" ইত্যাদিনা। পণবাঃ মর্দলাঃ আনকাঃ গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যখন সকলে দেখিল, ইচ্ছামৃত্যুসম্পন্ন ভীষ্ম এই মহারণে অগ্রবর্তী, তখন ভাবিল—আর ভয় কী? কেননা ভীষ্ম সহজে কাহারও বধ্য নন, ভীষ্ম পরাভূত না হইলে কুরুসৈন্যের পরাভবেরও আশঙ্কা নাই। তাই সকলে উৎসাহযুক্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেতাশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে)

স্থিতৌ (আরূঢ়) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভীষ্মাদির শঙ্খাদির ধ্বনি শ্রবণানন্তর, এদিকে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনও দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **হয়ৈঃ**=হয়+৩য়া বহুবচন (করণে)। **যুক্তে**=যুজ্+ক্ত, ৭মী একবচন। **স্যন্দনে**=স্যন্দ্ (অধিকার্থে), স্যন্দ্যতে অনেন ইতি স্যন্দ্+করণবাচ্যে ল্যুট্, অধিকরণে ৭মী। **স্থিতৌ**=স্থা+ক্ত, ১মা দ্বিবচন। **দিব্যৌ**=দিব্+যৎ, ২য়া দ্বিবচন। **প্রদধ্মতুঃ**=প্র-ধ্মা+লিট্+অতুস্॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদিও কৃষ্ণার্জুন ব্যতীত অন্য অনেক পাণ্ডবসৈন্য রথারূঢ় ছিলেন, তথাপি "ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে" বলিবার তাৎপর্য এই যে, অর্জুনের রথ অন্যান্য রথের ন্যায় সামান্য নহে, উহা সাক্ষাৎ হুতাশনদত্ত; এই রথকে চালাইবার সামর্থ্যও কোনো শত্রুরই নাই। এই রথারূঢ় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কোনো শত্রু কর্তৃকই পরাভূত হইবার নন। তাঁহাদের শঙ্খনাদে কুরুসৈন্য অবশ্য মহাবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রথমে কুরুসৈন্যের শঙ্খনাদ এবং তৎপরে অর্জুন প্রমুখের শঙ্খনাদাদি দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে, পাণ্ডবগণ প্রথমে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই; দুষ্ট দুর্যোধনের পক্ষই ভারতীয় বীরবর্গের শোণিতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার প্রবর্তনা করিল, তৎপরে পাণ্ডবগণকে অগত্যা আত্মাধিকার রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল॥১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হৃষীকেশঃ (কৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ), ভীমকর্মা (সর্বলোকের ভীতি উৎপাদক) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিলেন, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ ও সর্বলোকত্রাসোৎপাদক ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাজাইলেন॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাশঙ্খম্**=মহান্ শঙ্খঃ—কর্মধারয় ২য়া একবচন। **ভীমকর্মা**=ভীমানি কর্মাণি যস্য সঃ—বহুব্রীহি সমাস। **বৃকোদরঃ**=বৃকো নামকঃ অগ্নিঃ উদরে যস্য সঃ—বহুব্রীহি সমাস॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমং ঘোরং কর্ম যস্য সঃ ভীমকর্মা। বৃকবৎ উদরং যস্য স বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন এই জন্য নাম "পাঞ্চজন্য"। হৃষীকেশ—হৃষীক=ইন্দ্রিয়, ঈশ=নিয়োগকর্তা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তার নাম হৃষীকেশ। এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম না দিয়া "হৃষীকেশঃ" এই নাম প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য এই যে, এই আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গণ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। জীব কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য করিয়া থাকে। জীবের সঙ্কল্প যেমনই হউক না কেন, ইন্দ্রিয়বর্গের কার্যসম্পাদনে সামর্থ্য না হইলে কার্যসিদ্ধি হইবে কোথা হইতে? ভগবান হৃষীকেশ ভক্তের পক্ষেই শক্তি সঞ্চালনা করিবেন; অভক্তের পক্ষে যতই বীর থাকুক না কেন, তাহাদের ইন্দ্রিয়গণের সৎসামর্থ্য বিধান করিবে কে? অগত্যা তাহাদের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে আধ্যাত্মিক মহাতত্ত্বেরও আভাস প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়রূপ পঞ্চপাণ্ডব যখন অন্তর্যামী বিশুদ্ধ আত্মারূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে কার্য করিতে থাকেন, তখন দুষ্প্রবৃত্তিরাশিরূপ দুর্যোধনের দুষ্ট দলবল ত্রস্ত ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া যায়। এখানে অর্জুনের "ধনঞ্জয়ঃ" নাম দিবার তাৎপর্য এই যে, যে বীরপুরুষ নিজ বাহুবলে দিগ্‌দিগন্ত জয় করিয়া সমস্ত ধনাধিপগণের ধন লইয়া আসিয়াছেন এবং যাঁহার হস্তে দেবতাদিগের প্রদত্ত বিজয়শঙ্খ বিরাজিত, তাঁহাকে এই সমরে পরাভব করে কাহার সাধ্য? বৃকের ন্যায় বহুভোজী হিড়িম্বহন্তা মহাবল ভীমসেনও দুর্জয় পরাক্রমশালী। সঞ্জয় তজ্জন্য সঙ্কেত প্রকাশ করিতেছেন যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রিয়াধিনায়ক যে সেনার নেতা, বিশ্ববিজয়ী বীর যাহাদের যোদ্ধা এবং ভীমপরাক্রম বৃকোদর যাহাদের রক্ষক, তোমার পুত্রগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না॥ ১৫॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ), নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ [দধ্মৌ] (এবং নকুল ও সহদেব যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) [বাজাইলেন]॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন॥ ১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **কুন্তীপুত্রঃ**=কুন্ত্যাঃ পুত্র—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **যুধিষ্ঠিরঃ**=যুধি স্থিরঃ—অলুক ৭মী তৎপুরুষ ("গবি যুধিভ্যাম্ স্থিরঃ"—স স্থানে ষ আদেশ এবং থ স্থানে ঠ আদেশ) **সুঘোষ**=শোভনঃ ঘোষঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি সমাস। **সুঘোষমণিপুষ্পকৌ**=সুঘোষশ্চ মণিপুষ্পকশ্চ—ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাস॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কুন্তী কঠোর তপস্যাদ্বারা ধর্মরাজের কৃপায় যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির যে মহাতেজাঃ পুরুষ এবং রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রবল

প্রতাপের পরিচয়ও দিয়াছেন, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণার্থ সঞ্জয় "কুন্তীপুত্রঃ" ও "রাজা" এই দুইটি বিশেষণ "যুধিষ্ঠিরঃ" পদের পূর্বে প্রয়োগ করিয়াছেন। (যিনি যুদ্ধে জয়রূপ ফলভাগী হইয়া অটল অর্থাৎ স্থির থাকেন, তিনিই যুধিষ্ঠির পদবাচ্য)। জয়শ্রী যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিবেন, পদপ্রয়োগকৌশলে সঞ্জয় তাহাই সঙ্কেত করিলেন। পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক—শ্লোকদ্বয়ে উক্ত এই শঙ্খ ছয়টি নিজ নিজ নামানুসারে সুপ্রসিদ্ধ। ঈদৃশ স্বনামখ্যাত শঙ্খ কুরুদলে একটিও নাই, এই জন্য এই শঙ্খগুলির নাম পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় কুরুপক্ষের হীনতা প্রদর্শন করিলেন॥১৬॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পৃথিবীপতে (রাজন্!), পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথী শিখণ্ডী), ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ (এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাটরাজা), অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (এবং অজেয় সাত্যকি), দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ রাজা ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ), মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন), [এতে] সর্বশঃ (ইঁহারা সকলে) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক পৃথক ভাবে স্বীয় স্বীয়) শঙ্খান্ (শঙ্খসকল) দধ্মুঃ (বাজাইলেন)॥১৭-১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পৃথিবীপতে! মহাধনুর্ধারী কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও সুভদ্রার তনয় মহাবাহু অভিমন্যু পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ শঙ্খসকলের নিনাদ করিলেন॥১৭-১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **পৃথিবীপতে**=পৃথিব্যাঃ পতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস, সম্বোধনে একবচন। **পরমেষ্বাসঃ**—ইষ্বাঃ আসঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, (ধনুঃ ইত্যর্থ) পরমঃ ইষ্বাসঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **কাশ্যঃ**=কাশ্যাম্ ভবঃ ইতি, কাশী+যৎ। **অপরাজিতঃ**=পরা-জি+ক্ত (কর্মবাচ্যে)=পরাজিত, ন পরাজিতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **সৌভদ্রঃ**=সুভদ্রায়া অপত্যং পুমান্—সুভদ্রা+অণ্। **মহাবাহুঃ**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি সমাস, ১মা একবচন। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্। **দধ্মুঃ**=ধ্মা+লিট্ উস্॥১৭-১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশি-[শী] রাজঃ, কথং-ভূতঃ—পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র॥১৭-১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে যে নিজ পুত্রবর্গের জয়াশা করিতেছিলেন, তাহাই কৌশলে নিবৃত্ত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন, হে রাজন্! কেবল এই কয়েক জন নহে, মহাধনুর্ধারী মহারথী, অপরাজেয় মহাবাহু কাশীরাজাদি বীরেন্দ্রগণও মহোৎসাহে নিজ নিজ শঙ্খের মহানিনাদ করিলেন॥১৭-১৮॥

স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ঙ্কর) ঘোষঃ (শঙ্খনাদ) নভঃ চ (আকাশ) পৃথিবীং চ এব (ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের) হৃদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিতে লাগিল)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই শঙ্খসমূহের ভয়ঙ্কর শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল॥ ১৯॥

ব্যাকরণ ঃ অভ্যনুনাদয়ন্=অভি-অনু-নদ্+ণিচ্+শতৃ, ১মা একবচন (ঘোষ-পদস্য-বিণ্)। ধার্তরাষ্ট্রাণাম্=ধৃতরাষ্ট্রঃ+অণ্=ধার্তরাষ্ট্রঃ, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী বহুবচন। ব্যদারয়ৎ=বি-দৃ+ণিচ্+লঙ্ দ্॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি—ধার্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্ কিং কুর্বন্—নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কুরুদলের শঙ্খনাদে পাণ্ডবসেনা কিছুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হয় নাই, কিন্তু পাণ্ডবসেনার শঙ্খধ্বনিতে কুরুসৈন্য ভীত, চকিত ও কম্পিত হইল। ইহার দ্বারা কুরুদলের দুর্বলতা ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ের তেজস্বিতা সূচিত হইতেছে। যাঁহারা ধর্মপক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের যাদৃশ উৎসাহ, যাদৃশ সাহস ও নির্ভীকতা থাকে, ধর্মবিরোধিবর্গের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না॥ ১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০॥
অর্জুন উবাচ
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহীপতে (রাজন্!), অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র অর্জুন) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ (অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া), শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্রনিক্ষেপে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইলে), ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলনপূর্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) আহ (বলিলেন)। অচ্যুত (হে কৃষ্ণ!) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন করো)॥ ২০-২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অতঃপর তোমার পুত্র ও তৎপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধোদ্যমসহ অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ রথারূঢ় অর্জুন নিজ শরাসন

উত্তোলনপূর্বক তৎকালে ভগবানকে বলিলেন, হে অচ্যুত! উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করো॥ ২০-২১॥

ব্যাকরণ ঃ মহীপতে=মহ্যাঃ পতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্বোধনে মহীপতে। কপিধ্বজঃ=কপিঃ ধ্বজা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। ১মা একবচন। ব্যবস্থিতান্=বি-অব-স্থা+ক্ত, ২য়া বহুবচন। দৃষ্ট্বা=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। শস্ত্রসম্পাতে=শস্যতে হন্যতে অনেন ইতি, শস্+ষ্ট্রন্ (করণবাচ্যে)=শস্ত্র। সম্পাতে=সম্-পত্+ঘঞ্ঃ, শস্ত্রাণাং সম্পাতঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ভাবে ৭মী। প্রবৃত্তে=প্র-বৃত্+ক্ত, ৭মী একবচন। ধনুরুদ্যম্য= ধনুঃ+উদ্যম্য; উদ্যম্য=উৎ-যম্+ল্যপ্। হৃষীকেশম্=হৃষীকাণাম্ (ইন্দ্রিয়াণাং) ঈশঃ, ২য়া একবচন। আহ=ব্রূ+লট্ তি। অচ্যুত=সম্বোধনে ১মা; চ্যু+ক্ত=চ্যুত; ন চ্যুত—নঞ্ তৎপুরুষ। উভয়োঃ=উভ+ (স্ত্রীলিঙ্গে) ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। সেনয়োঃ=সেনা+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। স্থাপয়=স্থা+ণিচ্+লোট্ হি॥ ২০-২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিঃ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং, ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্‌যোগেন স্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জুনঃ। হৃষীকেশমিতি তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি॥ ২০-২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ উৎকট শঙ্খনিনাদ শ্রবণে ভীতান্তঃকরণ কৌরবগণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল না, বরং দুর্বুদ্ধিবশতঃ স্পর্ধাসহ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিল, তখন অগত্যা অর্জুনকে জ্যা-রোপণপূর্বক গাণ্ডীব মহাশরাসন উত্তোলন করিতে হইল। যাঁহার সহায়তায় রামচন্দ্র রাবণবংশ সংহার করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান অর্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট; চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্যের প্রবর্তক হৃষীকেশ সারথি ও মন্ত্রণাদাতা। সেই সুহৃদ কৃষ্ণের আজ্ঞা ভিন্ন অর্জুন কোনো কার্যেই প্রবৃত্ত হন না। অর্জুনের সমরসহায়ের সঙ্কেত করিয়াই "হে মহীপতে" পদদ্বারা সঞ্জয় ব্যক্ত করিতেছেন যে, কৌরবগণ অতি অবিচারপূর্বক পাণ্ডবগণের রাজ্য অপহরণ করিয়া নিতান্ত রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য করিয়াছে, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ রাজনীতিপরায়ণ ও ধর্মকুশল। জয় পাণ্ডবদিগেরই অবশ্যম্ভাবী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ঈদৃশ আজ্ঞা প্রথমতঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এখানে ভক্তবৎসলতাজন্য ভক্তের দাসত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। অর্জুনের আজ্ঞার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই জগতে সূচিত করিবার জন্য "অচ্যুত" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। কেননা, ভগবান সরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই যখন থাকুন না কেন, তিনি সর্বদাই নির্বিকার অর্থাৎ কোনো কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদিবিকারযুক্ত করিতে পারে না॥ ২০-২১॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যাবৎ (যতক্ষণ) অহম্ (আমি) এতান্ (এই সমস্ত) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (দেখি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধপ্রারম্ভে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া (আমাকে) যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করিতে হইবে)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভগবন্! যুদ্ধকামনায় রণভূমিতে অবস্থিত বীরগণের মধ্যে কাহাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব, ইহা যতক্ষণ ভাল করিয়া দেখি, (ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করো)॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ যাবৎ=যৎ+বতি (অব্যয়)। **যোদ্ধুকামান্**=যোদ্ধুং কামঃ যস্য সঃ (ম লোপ) যোদ্ধুকামঃ—বহুব্রীহি, ২য়া বহুবচন। **অবস্থিতান্**=অব-স্থা+ক্ত, ২য়া বহুবচন। **নিরীক্ষে**=নি-ঈক্ষ্+লট্ এ। **যোদ্ধব্যম্**=যুধ্+তব্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **রণসমুদ্যমে**=সম্-উৎ-যম্+ঘঞ্=সমুদ্যমঃ, রণস্য সমুদ্যমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **কৈঃ**="সহ" যোগে ৩য়া। **ময়া**—(ভাববাচ্যে) কর্তরি ৩য়া॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যাবদেতানিতি। ননু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্?॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে কেহ মনে করে যে, অর্জুন স্বয়ং যোদ্ধা, তবে দর্শকের ন্যায় মধ্যস্থলে রথ রাখিয়া কী দেখিবেন? সেই জন্য অর্জুন বলিতেছেন যে, ভীষ্মদ্রোণাদি ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই, অতএব যেখান হইতে তাঁহাদিগকে ভালরূপে দেখা যায়, রথ সেই স্থানে স্থাপন করো। উঁহারা যুযুৎসু এবং আমার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পাত্র নন। যদি বল তাঁহাদিগকে দেখিয়া অর্জুনের কী লাভ হইবে? তাই অর্জুন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষগণ সকলেই আমার আত্মীয়, অথচ আমরা সকলেই যুদ্ধার্থ এখানে একত্রিত, কাহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করা উচিত, এক্ষণে তাহাই স্থির করিতে হইবে॥২২॥

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্বুদ্ধেঃ ধার্তরাষ্ট্রস্য (দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতকামী) যে (যে-সকল) এতে (এই রাজগণ) সমাগতাঃ (সমাগত হইয়াছেন) যোৎস্যমানান্ [তান্] (সংগ্রামেচ্ছু তাঁহাদিগকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (নিরীক্ষণ করি)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকামনায় যে-যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **দুর্বুদ্ধেঃ**=দুষ্টা+বুদ্ধিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **চিকীর্ষবঃ**=কৃ+সন্+উ (প্রত্যয়), ১মা বহুবচন। **প্রিয়চিকীর্ষবঃ**="ন লোকাব্যয়" ইত্যাদি সূত্রানুসারে ৬ষ্ঠী নিষেধ করিয়া ২য়া বিভক্তি হইয়াছে। সুতরাং ২য়া তৎপুরুষ সমাস। **সমাগতাঃ**=সম্-আ+গম্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **যোৎস্যমানান্**=যুধ্+লৃট+শানচ্, ২য়া বহুবচন। **অবেক্ষে**=অব-ঈক্ষ্+লট্ এ॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যোৎস্যমানানিতি। ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্যোধনস্য প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছন্তো যে ইহ সমাগতা-স্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবত্তাবদুভয়োঃ মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভীষ্মদ্রোণাদি আত্মীয় বীরবর্গ যুদ্ধ দ্বারাই দুর্যোধনের হিতকামনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধি নষ্ট করিয়া অথবা তাঁহাকে আমাদের মিত্রভাবাপন্ন করাইয়া তাঁহার হিতচেষ্টা করিতেছেন না—ইহাই ভাবিয়া উক্ত আচার্যদ্বয়ের প্রতি আক্ষেপপূর্বক অর্জুন তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। যুদ্ধ করিবেন জানিয়াও তাঁহাদিগকে আত্মীয় ভিন্ন শত্রু বলিয়া অর্জুন মনে করিতে পারিলেন না॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—[হে] ভারত! (হে ধৃতরাষ্ট্র!), গুড়াকেশেন (অর্জুনকর্তৃক) এবম্ (এইরূপে) উক্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে), ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ (ভীষ্ম ও দ্রোণের সম্মুখে) চ (এবং) সর্বেষাং (সকল) মহীক্ষিতাং (রাজাদিগের) [সম্মুখে] রথোত্তমং (রথোত্তম) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া)—[হে] পার্থ (অর্জুন) এতান্ (এই সকল) সমবেতান্ (সমবেত) কুরূন্ (কুরুগণকে) পশ্য (দেখো)—ইতি (ইহা) উবাচ (বলিলেন)॥ ২৪-২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জুন এইরূপ বলিলে, ভগবান হৃষীকেশ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও রাজগণের সম্মুখে উত্তমরথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! এই সমবেত কৌরবদল নিরীক্ষণ করো॥ ২৪-২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত!**=সম্বোধন ১মা ভরতস্য অপত্যম্ পুমান, ভরত+অণ্=ভারত। **গুড়াকেশেন**=গুড়াকা (নিদ্রা) তস্যাঃ ঈশঃ গুড়াকেশঃ, ৩য়া একবচন। **এবম্**=অব্যয়। **উক্ত**=ব্রূ+ক্ত। **হৃষীকেশো**=হৃষীকম্ (ইন্দ্রিয়ম্) তেষাম্ ঈশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **উভয়োঃ**=উভা+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **সেনয়োঃ**—সেনা+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ**=ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ—ভীষ্মদ্রোণৌ—দ্বন্দ্ব; তয়োঃ প্রমুখতঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **মহীক্ষিতাম্**—মহীম্ ঈক্ষতে ইতি, মহী-ঈক্ষ্+ক্বিপ্=মহীক্ষিৎ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **রথোত্তমম্**=রথানাম্ উত্তমঃ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। অথবা উত্তমঃ রথঃ—কর্মধারয়—রথোত্তমঃ—২য়া একবচন। (পরনিপাত হয়েছে)। **স্থাপয়িত্বা**=স্থা+ণিচ্+ক্ত্বাচ্। **কুরূন্**=কুরুবংশীয়ান, কুরোঃ অপত্যং পুমান্, কুরু+অন্=কৌরব, ২য়া বহুবচন॥ ২৪-২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জুনেন এবমুক্তঃ সন্; হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! ভীষ্মেতি। সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্; ভীষ্মদ্রোণ ইতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা; হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ॥২৪-২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে “ভারত” পদ দ্বারা সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় তাঁহার পূর্বপুরুষ মহাত্মা ভরত রাজার স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং এই সঙ্কেত করিলেন যে, একই কুলের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব হইতেছে, ইহা নিবৃত্ত করাই তোমার কর্তব্য। অর্জুনের “গুড়াকেশঃ” বিশেষণটি বহ্বর্থব্যঞ্জক। গুড়াকা=নিদ্রা, ঈশ=প্রভু, অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে বশীভূত করিয়াছেন। অর্জুন কার্যকালে নিদ্রিত, বিহ্বল, মোহিত বা হতচেতন হইবার পাত্র নন। কেহ-বা অর্থ করেন—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সঙ্গমস্থানের নাম “গুড়া” মুদ্রিকা, তদাকারাকারিত কেশবিশিষ্ট অর্থাৎ তরঙ্গায়িত কেশযুক্ত। কেহ বলেন “গুড়ম্ আকতি ব্যাপ্নোতীতি গুড়াকঃ”=শিবঃ, অর্থাৎ মহাদেব যাঁহার ঈশ্বর বা রক্ষক, তিনিই গুড়াকেশ। অথবা গুড় অর্থে গোলক, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গোলকের অন্তরে-বাহিরে ব্যাপ্ত ভগবান যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। কিংবা ভগবানকে যিনি আপনার ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বিদিত আছেন—সেই মুক্তিভাগী রিপুবিজয়ীই “গুড়াকেশঃ”। অথবা গুড়ের ন্যায় অত্যন্ত মধুর বোধে ভক্তগণে যিনি উপগত হন, তিনিই গুড়াক—ভগবান, সেই ভগবান যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। অর্জুন সদা সচেতন, কার্যে কুশল ও ভগবদনুগত—সুতরাং, যুদ্ধে অজেয়। “গুড়াকেশঃ” বিশেষণ দ্বারা সঞ্জয় অর্জুনের জয়চিহ্ন ব্যক্ত করিলেন। “হৃষীকেশঃ” শব্দ দ্বারা ভগবানের নির্বিকারতার ও ভক্তাধীনতা, অর্থাৎ ভগবান ভক্তের আজ্ঞা পালন করিলেন তাহা দেখাইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাদির প্রধানত্ব দেখাইবার জন্যই সকল রাজসম্মুখে রথ রাখিলেও তাঁহাদের দুই জনের নামই পৃথক উল্লেখ করিলেন। আত্মীয়গণকে দেখিয়া অর্জুন কিঞ্চিৎ মমতাযুক্ত হইয়াছেন—ইহা সর্বজ্ঞ ভগবান জানিতে পারিয়াই রহস্যপূর্বক বলিলেন, হে পার্থ! আত্মীয়গণকে জন্মের মতো দেখিয়া লও। কেননা এই যুদ্ধের পর, ইঁহাদের এক জনকেও আর এই অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। অর্জুন বিহ্বলচিত্ত হইয়াছেন বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ “পার্থঃ!” পৃথার পুত্র—এই সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমাতে মাতৃগুণ—স্ত্রীস্বভাবসুলভ গুণ দেখিতেছি, পিতার গুণ বা বীর্য প্রতাপাদি দেখা যাইতেছে না। অথবা তুমি আমার পিতৃষ্বসা পৃথার পুত্র, সুতরাং আমার আত্মীয়। আমি তোমার সহায় রহিয়াছি, তুমি ভীত হইও না। আমি সাবধানে সারথির কার্য করিব, তুমি রথীর আসন পরিত্যাগ করিও না॥২৪-২৫॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥২৬

অন্বয়বোধিনী ঃ পার্থঃ (অর্জুন) তত্র (তথায়) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ অপি (সেনার মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন্ (পিতৃব্যগণকে), অথ (ও) পিতামহান্, আচার্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং মিত্রগণকে) শ্বশুরান্ চ এব (শ্বশুর ও) সুহৃদঃ (সুহৃদগণকে) অপশ্যৎ (দেখিলেন)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন পাণ্ডব ও কৌরব উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে উপস্থিত পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী বহু ব্যক্তিকে অবলোকন করিলেন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **স্থিতান্**=স্থা+ক্ত, ২য়া বহুবচন। পিতৃন্ প্রভৃতি—বিণ্, কর্মে ২য়া। **অপশ্যৎ**=দৃশ্+লঙ্ দ্॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ—তত্রেত্যাদি। পিতৃন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ; পুত্রান্ পৌত্রানিতি—দুর্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ; সখীন্—মিত্রাণি, সুহৃদঃ—কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রণভূমি আত্মীয়জনেই পরিপূর্ণ। সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অর্জুন কাহাকেও আজ শত্রু বোধ করিতে পারিতেছেন না। দেখিলেন, কৌরবপক্ষে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্ম-সোমদত্তাদি পিতামহগণ, শল্য, শকুনি প্রমুখ মাতুলগণ, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ আচার্যগণ, লক্ষ্মণ প্রমুখ পুত্রগণ ও তাহাদের আত্মীয়গণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ আদি মিত্রগণ এবং কৃতবর্মা ভগদত্তাদি সুহৃদগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। "সুহৃদ" এই শব্দে মাতামহাদি অন্য আত্মীয়গণও গৃহীত হইয়াছেন। এইরূপ পাণ্ডবপক্ষেও কেবল আত্মীয়গণ দৃষ্ট হইল॥২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥২৭

অন্বয়বোধিনী ঃ সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থ অবস্থিত) তান্ সর্বান্ বন্ধূন্ (সেই সমস্ত বন্ধুগণকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাপরবশ) [ও] বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তদনন্তর অর্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে বন্ধুবান্ধববর্গকে অবলোকনপূর্বক নিতান্ত করুণার্দ্র ও বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অবস্থিতান্**=অব-স্থা+ক্ত, ২য়া বহুবচন। **তান্**=তদ্+২য়া বহুবচন। **সর্বান্**=সর্ব+২য়া বহুবচন। **বন্ধূন**=বন্ধু+২য়া বহুবচন। **সমীক্ষ্য**=সম্-ঈক্ষ্+ল্যপ্। **পরয়া**=পরা+৩য়া একবচন, কৃপা শব্দের বিশেষণ। **কৃপয়া**=কৃপা+৩য়া একবচন। **আবিষ্টঃ**=আ-বিশ্+ক্ত, ১মা একবচন। **বিষীদন্**=বি-সদ্ (অবসন্ন, বিষন্ন)+শতৃ, ১মা একবচন। **অব্রবীৎ**=ব্রূ+লঙ্ দ্॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা গৃহীতো বিষণ্ণঃ সন্নিদমর্জুনোঽব্রবীৎ ইত্যুত্তরস্যার্ধশ্লোকবাক্যার্থঃ; আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন মাতৃস্বভাবসুলভ সকরুণভাবরূপ উপতাপ-সংযুক্ত হইয়াছেন

বলিয়া এই শ্লোকে "কৌন্তেয়ঃ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকরুণ ভাব হইতেই বিষাদের উৎপত্তি; সুতরাং, কৃপার পরাকাষ্ঠাবশতঃ অর্জুন ব্যথিতান্তঃকরণও হইলেন। এই অবস্থায় তিনি গলদশ্রুলোচন ও গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন। কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ—"কৃপয়া অপরয়া আবিষ্টঃ" কেহ কেহ এইরূপ পদচ্ছেদও করেন। ইহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, অর্জুন নিজপক্ষীয়গণের প্রতি তো প্রথম হইতেই কৃপাবান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার কৌরবগণের প্রতিও তাঁহার অপরা বা দ্বিতীয়া কৃপার উদয় হইল॥২৭॥

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥২৯

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ (যুদ্ধেচ্ছু) ইমান্ (এই সকল) স্বজনান্ (আত্মীয়গণকে) সমবস্থিতান্ (সমবেত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি (আমার সমস্ত শরীর) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে), মুখং চ (ও মুখ) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে)। মে (আমার) শরীরে (শরীরে) বেপথুঃ চ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে)। হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনু) স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে), ত্বক্ চ এব (এবং চর্মও) পরিদহ্যতে (বিদগ্ধ হইতেছে)॥২৮-২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! আত্মীয়গণকে সমরাভিলাষে সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে, শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইয়া (খসিয়া) পড়িতেছে এবং সমুদয় ত্বক যেন বিদগ্ধ হইতেছে॥২৮-২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সমবস্থিতান্**=সম্-অব-স্থা+ক্ত, ২য়া বহুবচন। **ইমান্**=ইদম্ (পুং) ২য়া বহুবচন। **স্বজনান্**=স্বস্য জনান্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। কর্মে ২য়া বহুবচন। **যুযুৎসূন্**=যুধ্+সন্+উ, ২য়া বহুবচন। **সীদন্তি**=সদ্+লট্ অন্তি। **পরিশুষ্যতি**=পরি-শুষ্+লট্ তি। **রোমহর্ষঃ**=রোমানাং হর্ষঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। হর্ষঃ—হৃষ্+ঘঞ্। **জায়তে**=জন্+লট্ তে। **স্রংসতে**=স্রংস্+লট্ তে। **পরিদহ্যতে**=পরি-দহ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে॥২৮-২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্—বন্ধুজনান্, দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি—করচরণাদীনি, সীদন্তি—বিশীর্যন্তে; কিঞ্চ মুখং পরি—সমন্তাৎ শুষ্যতি—নির্দ্রবী ভবতি।

কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ—কম্পঃ, রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ, স্রংসতে—নিপততি, পরিদহ্যতে—সর্বতঃ সন্তপ্যতে॥২৮-২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

কৃষ্=উৎপত্তি বা সত্তা এবং ন=নির্বৃতি বা আনন্দ। যিনি জন্ম-জন্মান্তর নিবারণকর্তা অথবা যিনি নিত্যসত্তায় চির বিদ্যমান সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত। "ভক্তদুঃখকর্ষিত্বাদ্বা কৃষ্ণঃ"—অথবা ভক্তদুঃখবিনাশকারীই কৃষ্ণ। আমার সমস্ত অবসাদের বিনাশ করো, শরণাগত হইয়া ইহাই সঙ্কেত করিবার জন্য অর্জুন দুইটি শ্লোকের প্রথমেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে "কৃষ্ণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

সত্ত্বগুণের প্রভাবে বৈরবুদ্ধি বিদূরিত হইবামাত্র অর্জুনের স্বার্থসাধনানুকূল হিংসাপূর্ণ যুদ্ধপ্রবৃত্তির হ্রাস হইল। তাই বীরকেশরীর অন্তঃকরণনিহিত চিরসঞ্চিত রজোগুণজনিত (ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন) প্রবৃত্তি রাশির উপশম হইয়া আসিতেছে। সত্ত্বগুণ নিবৃত্তিমূলক। এই জন্য উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা ও কার্যতৎপরতা আদির অভাবজনিত চিহ্নরাশি অর্জুনের শরীরে লক্ষিত হইতেছে।

কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় টীকাকার এই সময়ে অর্জুনকে "আত্মীয়জন দর্শনে শোকমোহাচ্ছন্ন ও কাতর" মনে করিয়াছেন। বোধ হয়, অর্জুনের প্রকৃতির প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি করিতে এই সময়ে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। অর্জুন শোকমোহবশতঃ কাতর হন নাই। ইহা অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে প্রকাশ করিবেন। সত্ত্বগুণে শত্রুকে আত্মীয় বোধ হইলে শস্ত্রনিক্ষেপের ইচ্ছা স্বতঃ-ই নিবৃত্ত হয়। শ্রীরাম ও রাবণের মহাসমরেও যখনই রাবণ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছে, তখনই ভগবান রাবণনিধনে নিবৃত্ত হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। এই ভাব কি শ্রীরামচন্দ্রের মোহবশতঃ? কখনোই নহে। রাবণকে ভক্ত—অনুগত-স্বজন বোধে বৈরবুদ্ধির অভাব-জন্যই এই ভাব হইয়াছিল। শোকমোহাচ্ছন্ন ও তমোগুণান্ধ হইলে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার উপযুক্ত হইতেন না। শোকমোহান্ধ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনোই বীরমধ্যে গণনীয় হন না॥২৮-২৯॥

**ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥৩০**

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কেশব! [অহং] অবস্থাতুং চ (অবস্থান করিতে) ন শক্নোমি (পারিতেছি না); মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি ইব (মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে), চ (এবং) [অহং] বিপরীতানি নিমিত্তানি (দুর্নিমিত্তরাশি) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কেশব! স্থির হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি আমার বিনষ্ট হইল, আমার মন নিতান্ত বিঘূর্ণিত—অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিতেছে, আমি দুর্নিমিত্তরাশি অবলোকন করিতেছি॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **অবস্থাতুম্**=অব-স্থা+তুমুন্। **শক্নোমি**=শক্+লট্ মি। **ভ্রমতি**=ভ্রম্+লট্ তি। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি। **বিপরীতানি**=বি-পরি-ই+ক্ত, (ক্লীব) কর্মে ২য়া বহুবচন॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপি চ ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ক্ষত্রিয়জনোচিত রজোগুণময়ী প্রকৃতিতে, স্থানপ্রভাব-জন্য অকস্মাৎ ব্রাহ্মণোচিত সত্ত্বগুণের আবির্ভাববশতঃ অর্জুনের হৃদয় তরঙ্গায়িত—অস্থির হওয়ায়, ভগবানকে অন্য নামে সম্বোধন না করিয়া "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা "কেশব" ক্ষয়োদয়রূপ বিকারের—অস্থিরতার শান্তিকারক। "কেশৌ বাত্যনুকম্প্যতয়া গচ্ছতীতি কেশব।" ক=ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা; ঈশ=রুদ্র—সংহর্তা। এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহপাত্র বোধে যিনি জগতের রক্ষক—স্থিতিকারকরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই "কেশব"। আমাকে প্রকৃতিস্থ করো—রক্ষা করো, ইহাই ইঙ্গিত করিয়া অর্জুন "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। হৃদয় নির্মল হইলে তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ঘটনারাশির আভাস প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অবিলম্বেই যে ভারত ছারখার হইবে, ইহারই সূচনাস্বরূপ অর্জুন সম্মুখে নানা দুর্লক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥৩১

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৃষ্ণ! [অহং] আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (নিহত করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না); বিজয়ং (জয়) ন কাঙ্ক্ষে (আকাঙ্ক্ষা করি না); রাজ্যং চ সুখানি চ (রাজ্য এবং সুখও) ন [কাঙ্ক্ষে] (চাহি না)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়াও কোনোরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না। (যদি বল জয় লাভ হইবে) হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় কামনা করি না এবং রাজ্যসুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ আহবে=আহ্ (যুদ্ধ)+৭মী একবচন। আ-হ্বে+অপ্=আহব। শ্রেয়ঃ=প্রশস্য+ঈয়স্ (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। অনুপশ্যামি=অনু-দৃশ্+লট্ মি। বিজয়ম্=বি-জি+অচ্, ২য়া একবচন। রাজ্যম্=রাজন্+যক্, ২য়া একবচন। কাঙ্ক্ষে=কাঙ্ক্ষ্+লট্ এ॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ, ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি; বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রেয়ঃ বা পুরুষার্থ দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। রাজ্য-সুখাদিপ্রাপ্তি "দৃষ্ট" ও স্বর্গাদিলাভ "অদৃষ্ট"। "অনুপশ্যামি" পদ দ্বারা অর্জুন ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, হে কৃষ্ণ! আমি পূর্বাপর বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আত্মীয়গণবধে কোনো পুরুষার্থই নাই। কেননা এই যুদ্ধে যদি সকল আত্মীয়ই নিহত হইল, তবে বিজয়ী হইলে, কাহাকে লইয়াই-বা রাজ্য ভোগ করিব। জয়ী হইলে "অদৃষ্ট" স্বর্গসুখেরও তো আশা দেখিতেছি না।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ॥"

মহাভারত, উদ্যোগ, ৩৩/৬৫

ইহলোকে দ্বিবিধ পুরুষ সূর্যমণ্ডল বা দেবলোকনিবাসে সমর্থ। প্রথম—যাঁহারা সন্ন্যাসী—পরিব্রাজক ও যোগযুক্ত এবং দ্বিতীয়—যাঁহারা সম্মুখসমরে নিহত হন। কিন্তু এই সমরে বিজয়ী হইলে ফল তো কিছুই নাই। তবে কেবলমাত্র জয়াশায় অর্জুন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, কেননা, সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাঁহার জিগীষাবৃত্তির নাশ ও রজোগুণমূলক সুখভোগপ্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে॥৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥৩২
তে ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥৩৪

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] গোবিন্দ! নঃ (আমাদিগের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যে কী প্রয়োজন)? ভোগৈঃ জীবিতেন বা (ভোগ বা জীবনে) কিম্ (কী প্রয়োজন)? [কেননা] যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতম্ (অভীষ্ট হয়) তে (সেই) ইমে (এই সকল) আচার্যাঃ (আচার্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যগণ), পুত্রাঃ চ (এবং পুত্রগণ), তথা এব (ও) পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ (শ্যালকগণ), তথা (ও) সম্বন্ধিনঃ (স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ), প্রাণান্ (প্রাণ) ধনানি চ (ও ধনরাশি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন)। [হে] মধুসূদন (হে মধুসূদন!) [অস্মান্ (আমাদিগকে)] ঘ্নতঃ অপি (হত্যা করিলেও) [আমি] এতান্ (ইঁহাদিগকে) হন্তুং (বিনাশ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না)॥৩২-৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে গোবিন্দ! আর আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন নাই। জীবনধারণেই বা ফল কী? কেননা যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করা যায়, তাঁহারাই আজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত। আচার্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইঁহাদিগকে কোনোরূপে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি না॥৩২-৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **গোবিন্দ**=গো-বিদ্+শ। নঃ=অস্মদ্+৬ষ্ঠী বহুবচন। **রাজ্যেন**=রাজ্য, প্রয়োজনার্থে ৩য়া একবচন। **ভোগৈঃ**=ভোগ, প্রয়োজনার্থে ৩য়া একবচন। **জীবিতেন**=জীব্+ক্ত, প্রয়োজনার্থে ৩য়া একবচন। **যেষাম্**=যদ্+৬ষ্ঠী বহুবচন। (পুং) **কাঙ্ক্ষিতম্**=কাঙ্+ক্ত, ২য়া একবচন। **সম্বন্ধিনঃ**=সম্বন্ধ+ইনি। সম্বন্ধ=সম্-বন্ধ্+ঘঞ্। **ঘ্নতঃ**=হন্+শতৃ-ঘ্নৎ (শব্দ) ২য়া বহুবচন॥৩২-৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্ধদ্বয়েন। ত ইমে ইতি; যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ। ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—এতানিত্যাদি সার্ধেন; ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্॥৩২-৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গো=ইন্দ্রিয়, বিন্দতি=পালন বা অধিষ্ঠান করা। ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। এই সম্বোধন পদ দ্বারা অর্জুন ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, হে কৃষ্ণ! তুমি অন্তর্যামী, জানই তো আমার রাজ্যভোগে কিছুমাত্র পিপাসা নাই। রাজ্যাদি কেবল আত্মীয়গণেরই জন্য, যদি তাঁহারাই সকলে যুদ্ধার্থী এবং আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যখন তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, তবে বৃথা এই পণ্ডশ্রম কেন? ইঁহাদের হিতার্থ ও সুখসম্পাদনার্থই আমাদের জীবনধারণ। যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের জীবনে পুরুষার্থই বা কী? অর্জুনের বৈরাগ্যলক্ষণই এই স্থলে প্রতিপাদিত হইল।

পাছে ভগবান ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বলেন যে,

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্যশতং কৃত্বা ভর্তব্যা মনুরব্রবীৎ॥"

অর্থাৎ, মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ মাতা-পিতা, সাধ্বী স্ত্রী ও শিশু সন্তানের ভরণার্থ যদি শত অকর্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। অতএব হে অর্জুন! রাজ্যলাভে বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বন করিও না। তজ্জন্য অর্জুন বলিতেছেন, হে মধুসূদন! রাজ্য তো একাকী ভোগ করিবার সামগ্রী নহে, আত্মীয়পরিজন পরিবৃত হইয়াই লোকে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যখন তাঁহারা সকলেই এই যুদ্ধে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে প্রয়োজন কী? ইঁহারাই যদি শত্রু হইলেন, তবে বাঁচিয়াই বা সুখ কী? আমি কিন্তু কোনোমতেই ইঁহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া বধার্হ মনে করিতে পারিব না॥৩২-৩৪॥

**অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন॥৩৫**

অন্বয়বোধিনী ঃ ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (ত্রৈলোক্যরাজ্যের) হেতোঃ অপি (নিমিত্তও) [ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না], মহীকৃতে (পৃথিবীর রাজত্বের জন্য) কিং নু (কী কথা)? [হে] জনার্দন (হে কৃষ্ণ!) ধার্তরাষ্ট্রান্ (দুর্যোধনাদিকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতিঃ (কী সুখ) স্যাৎ (হইবে)?॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাহি না, তবে কি সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্বের জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব? হে জনার্দন! দুর্যোধনাদিকে সংহার করিয়া আমাদের কী সুখই বা লাভ হইবে?॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য=ত্রয়ানাং লোকানাং সমূহ—ত্রৈলোক্যম্; ত্রৈলোক্যং-এব রাজ্যম্=কর্মধারয় সমাস, ৬ষ্ঠী একবচন। (হেতুপ্রয়োগে ৬ষ্ঠী) **হেতোঃ**=হেতু+৬ষ্ঠী একবচন। **মহীকৃতে**=মহ্যাঃ কৃতে—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **জনার্দন**=জনস্য অর্দনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **ধার্তরাষ্ট্রান্**=ধৃতরাষ্ট্র+অণ্, কর্মে ২য়া বহুবচন। **প্রীতিঃ**=প্রী+ক্তিন্, ১মা একবচন। (কর্তায় ১মা)। **স্যাৎ**=অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি। কিং পুনর্মহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে ভগবান বলেন যে, যদি আচার্য বা পিতৃব্যাদিকে বধ করা দোষাবহ বোধ হয়, তবে তোমাদের পরম আততায়ী দুর্যোধনাদিকে বধ করায় ক্ষতি কী? আততায়ীর লক্ষণ যথা—

> "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
> ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥" বশিষ্ঠ সংহিতা, ৩য় অধ্যায়

যে-ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা গৃহদাহ করে, বা বিষপান করায়, কিংবা বধার্থ খড়্গধারী হয় ও যে ধনাপহারী, ভূম্যপহারক বা দারাপহারী হয়, এই ছয় জন আততায়ী পদবাচ্য। তাহাতেই অর্জুন বলিতেছেন যে, একে তো দুর্যোধন আমার ভ্রাতা, তাহাতে আপাততঃ মনোরম বৃথা বিষয়ভোগে আমার ইচ্ছা নাই—অতএব, ভ্রাতৃবধজন্য পাপে কেন বৃথা লিপ্ত হইব? যদি দুষ্টকে দমন করাই ভাল বোধ কর, তবে "হে জনার্দন!" তুমি তো প্রলয়কালে লোকসংহার করিয়াই থাক, তুমিই তাহাকে হনন করিবে, তাহাতে তোমাকে দোষ স্পর্শ করিবে না॥৩৫॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥৩৬

অন্বয়বোধিনী ঃ আততায়িনঃ (আততায়ী) এতান্ (ইঁহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ং (আমরা) সবান্ধবান্ (বান্ধবগণের সহিত) ধার্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণকে) হন্তুং (বধ করিতে) ন অর্হাঃ (চাহি না)। [হে] মাধব! হি (যেহেতু) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (বধ করিয়া) কথং (কী প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব)?॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদিও ইঁহারা আততায়ী (এবং আততায়িবধে পাপ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে), তথাচ বন্ধুবান্ধবগণসহ ধার্তরাষ্ট্রগণকে আমরা সংহার করিতে চাহি না। ইহাতে আমরা পাপভাগী হইব। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমাদের কী সুখ হইবে?॥৩৬॥

ব্যাকরণ ঃ আততায়িনঃ=আততায়িন্, ২য়া বহুবচন। আততায়িন্=আতত-অয়+ণিনি (ইন্) কর্তৃবাচ্যে। **আশ্রয়েৎ**=আ-শ্রি+বিধিলিঙ্ যাৎ। **তস্মাৎ**=তদ্+৫মী একবচন। **সবান্ধবান্**=বন্ধু+অণ্=বান্ধবঃ,

বান্ধবৈঃ সহ বর্তমানাঃ—বহুব্রীহি সমাস; ২য়া বহুবচন। **অর্হাঃ**=অর্হ+অচ্=অর্হঃ (যোগ্য), ১মা বহুবচন। **কথম্**=কিম্+থমু। **স্বজনম্**=স্বস্য জনঃ=স্বজনঃ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **সুখিনঃ**=সুখ+ইনি (অস্ত্যর্থে)=সুখিন্, ১মা বহুবচন। **স্যাম**=অস্+বিধিলিঙ্ যাম, উত্তমপুরুষ বহুবচন॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥" ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব—"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" ইতি বচনাৎ? তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সার্ধেন, "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্মশাস্ত্রাত্তু দুর্বলং যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন,—"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাৎ বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচার্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহস্বজনং হীতি॥৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, যুদ্ধার্থ শস্ত্রধারণ, দ্যূতক্রীড়ায় ধন ও ভূমি হরণ এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সর্বপ্রকারে আততায়িতা করিয়াছে। আততায়ীকে হনন করা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, কিন্তু উহা ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে। ধর্মশাস্ত্র বরং এই কথাই বলেন যে, যে-ব্যক্তি কুলনাশক হয়, সে পাপিষ্ঠতম। যথা, "স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্য্যাৎ কুলনাশনম্" ইতি। শ্রুতিও বলিতেছেন, "মা হিংস্যাৎ সর্বা ভূতানি"—কোনো প্রাণীরই হিংসা করিবে না। অতএব প্রাণিবধ অকর্তব্য, কেননা অর্থশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রে বিরোধ হইলে ধর্মশাস্ত্রই প্রামাণিক হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, ২১)॥ পাছে ভগবান ইহলৌকিক রাজ্যের জন্যই অর্জুনকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করেন, তাহারই নিরাসের ইঙ্গিত করিবার ছলে অর্জুন "হে মাধব" এইরূপ সম্বোধন করিয়াছেন। মা=লক্ষ্মী—শ্রী এবং ধব=পতি। তুমি শ্রীপতি হইয়া আমাকে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবহীন বা শ্রীহীন হইতে উপদেশ দিয়ো না॥৩৬॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥৩৭
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥৩৮

অন্বয়বোধিনী ঃ যদ্যপি (যদিও) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাভিভূতচিত্ত) এতে (ইঁহারা) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) চ (এবং) মিত্রদ্রোহে (মিত্রদ্রোহে) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছেন না) [তথাপি] [হে] জনার্দন! কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (দর্শক) অস্মাভিঃ (আমাদের কর্তৃক) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ হইতে) নিবর্তিতুং (নিবৃত্ত হইবার জন্য) কথং (কী কারণে) ন জ্ঞেয়ম্ (পরিজ্ঞেয় না হইবে)?॥৩৭-৩৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদিও লোভাভিভূতচিত্ত দুর্যোধনের পক্ষীয়গণ কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহজন্য পাতকরাশি দেখিতে পাইতেছেন না। কিন্তু হে জনার্দন! আমরা কুলক্ষয়জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কী নিমিত্ত তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না?॥৩৭-৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ **যদ্যপেতে**=যদি+অপি=যদ্যপি, যদি+অপি+এতে। **লোভাপহতচেতসঃ**= লোভেন উপহতানি চেতাংসি যেষাং তে—বহুব্রীহি। **কুলক্ষয়কৃতম্**=কুলস্য ক্ষয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। তেন কৃতম্—৩য়া তৎপুরুষ। **মিত্রদ্রোহে**=মিত্রেভ্যঃ দ্রোহঃ, ৪র্থী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। দ্রোহঃ—দ্রুহ্+ঘঞ্। **পাতকম্**=পাতয়তি ইতি—পত্+ণিচ্+ণ্বুল্ (অক্)=পাতকম্। **দোষম্**=দুষ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **প্রপশ্যদ্ভিঃ**=প্র-দৃশ্+শতৃ, ৩য়া বহুবচন। **নিবর্তিতুম্**=নি-বৃত্+তুমুন্। **জ্ঞেয়ম্**=জ্ঞা+যৎ, ১মা একবচন ॥৩৭-৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু তবৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধদোষমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ততাম্ কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি, তথাপ্যস্মাভির্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্তব্যেত্যর্থঃ॥৩৭-৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে ভগবান বলেন যে, বন্ধুবান্ধবহননে তোমারই এত পাপবোধ হইতেছে কেন? দেখ, যে-মহাপুরুষদিগের আচরণ দেখিয়া অন্য লোকে সদাচার শিক্ষা করে, তাদৃশ মহাশিষ্ট ভীষ্মাদি মহোদয়গণ তো বন্ধুবান্ধবহননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, তাঁহাদের আচরণ অনুকরণ করো। তাহাতেই অর্জুন বলিলেন যে, তাঁহাদের আচরণ এই স্থলে অনুকরণীয় নহে; কেননা এক্ষণে তাঁহাদের চিত্ত লোভাভিভূত। মহাত্মাগণ যখন নিঃস্বার্থভাবে কোনো অনুষ্ঠান করেন, তাহা অবশ্যই শিক্ষণীয় বটে। কিন্তু যখন লোভাদির বশীভূত হইয়া কার্য করিবেন, তখন কোনোমতেই তাহা শিক্ষাযোগ্য নহে। ভীষ্মাদি লোভান্ধ হইয়া এইরূপ করিতে পারেন।

বুদ্ধিমানেরা তাহাকেই শ্রেয়ঃ বা ইষ্টসাধক বলেন, যাহার সঙ্গে কোনোরূপ অশ্রেয়ঃ—অনিষ্টসাধনের সম্বন্ধ থাকে না। যদিও এই স্থলে যুদ্ধবিজয়-জন্য রাজ্যলাভরূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে, কিন্তু কুলক্ষয়জনিত পাপে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃ ইহার সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে। যদি বল, শত্রুহনন জন্য "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত"—অভিচার জন্য শ্যেনযজ্ঞ করিবে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। শ্যেনযজ্ঞানুষ্ঠানে শত্রুক্ষয়রূপ ফলোৎপত্তি বা শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃও অবশ্যম্ভাবী। অতএব, এতদনুষ্ঠান বুদ্ধিমানের অকর্তব্য। এতাবদ্বিচার করিয়াই মহামনা অর্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন॥৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত॥৩৯

অন্বয়বোধিনী ঃ কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্মাঃ (কুলধর্মসমূহ)

প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়); উত ধর্মে নষ্টে (ও ধর্ম নষ্ট হইলে) অধর্মঃ (কদাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম্ (কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করিয়া ফেলে)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কুলক্ষয় হইলে কুলপরম্পরাগত সনাতন ধর্ম বিনষ্ট হয়, কুলধর্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায়॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ **কুলক্ষয়ে**=ক্ষি (ধাতু)+অল্=ক্ষয়; কুলস্য ক্ষয়—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। ভাবে ৭মী একবচন। **কুলধর্মাঃ**=ধৃ+মন্=ধর্মঃ; কুলস্য ধর্মঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **প্রণশ্যন্তি**=প্র-নশ্+লট্ অন্তি। **উত**—অব্যয় (ও, বা, অথবা)। **ধর্মে**=ভাবে ৭মী একবচন। **নষ্টে**=নশ্+ক্ত, ৭মী একবচন। **অধর্মঃ**=ন ধর্মঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **কৃৎস্নম্**=(অব্যয়) সমগ্রম্। **কুলম্**=কর্মে ২য়া। **অভিভবতি**=অভি-ভূ+লট্ তি॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরা-প্রাপ্তাঃ; উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্মোঽভিভবতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বৃদ্ধগণই কুলগত ধর্মে প্রবীণ ও অনুষ্ঠানকুশল। তাঁহারাই ধর্মের শিক্ষাদাতা ও প্রবর্তক। সেই বৃদ্ধবর্গই যদি বিনষ্ট হন, তবে পুত্র-পৌত্রগণকে ধর্মমার্গে প্রবর্তিত করিবে কে? বৃদ্ধগণের অভাবে কুলধর্মের অভাব হয় ও তদভাবে স্ত্রী, পুত্রাদি অনাচাররূপ অধর্মগ্রস্ত হইয়া থাকে॥৩৯॥

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ[১]॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৃষ্ণ! অধর্মাভিভবাৎ (অধর্মাভিভব হইতে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি

১ মনূক্ত বর্ণসঙ্করের লক্ষণ—

"ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥" মনু, ১০/২৪

বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষ উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা; বৈশ্য ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা; এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে বর্ণের ব্যভিচার বলে), অবেদ্যাবেদন (মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমান প্রবরা কন্যার বেদন বা বিবাহের নাম অবেদ্যাবেদন), ও সকর্ম ত্যাগ (দ্বিজাতির উপনয়ন বেদাধ্যয়নাদি ত্যাগ)—এই ত্রিবিধ কার্যের দ্বারা বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। কেহ কেহ ধর্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাবশতঃ মূর্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকেও বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে শাস্ত্রবিহিত বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মূর্ধাভিষিক্ত, বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্য ধর্মবিধিসঞ্জাত বৈধ সন্তান। সুতরাং, বর্ণসঙ্কর নহে।

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।" নারদসংহিতা, ১২/১০২

বর্ণসকলের অনুলোমক্রমে যে জন্ম তাহাই শাস্ত্রসম্মত, সুতরাং বৈধ। প্রাতিলোম্যে যে জন্ম তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে।

ব্যভিচারেণেত্যাদি। বর্ণানাং চতুর্ণাং ব্যভিচারেণানুলোম্যবিধিব্যতিক্রমাৎ প্রাতিলোম্যেন জায়ন্তে যে তে

(ব্যভিচারিণী হয়); [হে] বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব!) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মে অভিভূত হইলেই কুলনারীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! কুলকামিনীগণের ব্যভিচারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **অধর্মাভিভবৎ**=ভূ+অপ্=ভব; অভি-ভূ+অপ্=অভিভব, অধর্মস্য অভিভব—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, হেতৌ ৫মী। **কুলস্ত্রিয়ঃ**=কুলস্য স্ত্রিয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **প্রদুষ্যন্তি**=প্র-দুষ্+লট্ অন্তি। **স্ত্রীষু**—ভাবে ৭মী। **দুষ্টাসু**=দুষ্+ক্ত=দুষ্ট; দুষ্ট+টাপ্ ৭মী বহুবচন। **বার্ষ্ণেয়**=বৃষ্ণি+ঢক্ (ষ্ণেয়)। **বর্ণসঙ্করঃ**=বর্ণানাম্ সঙ্করঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **জায়তে**=জন্+লট্ তে॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ অধর্মাভিভবাদিত্যাদি॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কুলে ধর্মের শিক্ষাদাতা না থাকিলে অবলা ললনাগণ কুতর্কহত হইয়া যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয়, অথবা ধর্মহীন পতিত পতির সহিত আচারভ্রষ্টা হইয়া যায়। তাহা হইতে ভ্রষ্টবুদ্ধি সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুলধর্ম রক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণের গৃহেও শূদ্রপ্রকৃতির পুত্র জন্মিয়া থাকে। পাপনিরসনার্থ "হে কৃষ্ণ" এবং তুমি বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত, কুলমর্যাদা তোমার অগোচর নাই, অতএব কুলের পবিত্রতা রক্ষার্থ "হে বার্ষ্ণেয়" পদ দ্বারা অর্জুন ভগবানকে সম্বোধন করিয়াছেন॥৪০॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলঘ্নগণের) কুলস্য চ (ও কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই) [জন্মে], হি (যেহেতু) এষাং (ইহাদের) পিতরঃ (পিতা পিতামহগণ) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (পিণ্ড ও তর্পণ না পাইয়া) পতন্তি (পতিত হন)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই বর্ণসঙ্করসকল কুল ও কুলনাশকদিগকে নরকগামী করে এবং সেই

বর্ণসঙ্করাঃ স্যুঃ। ন ত্বন্যোন্যস্য ভার্যাসূপগমনে যে পুত্রা জায়ন্তে তে বর্ণসঙ্করাঃ। সবর্ণস্য পরস্য হি ভার্যায়াং পুত্রাঃ কুণ্ডগোলকপৌনর্ভবা ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ ন বর্ণসঙ্করা উচ্যন্তে। নিযুক্তায়াং চোত্তমাজ্জাতাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাভাবাৎ॥ এবং কানীনাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাভাবাদেব বিজ্ঞেয়াঃ॥ পত্নীষ্বনুলোমাসু জাতাশ্চ পুত্রা মূর্ধাভিষিক্তাদয়ো ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাভাবাৎ॥ অবেদ্যাবেদনেন চেতি মাতৃসপিণ্ডাঃ পিতৃসগোত্রা এব যাস্তা অবিবাহ্যা উক্তাঃ॥ নিষ্পুরুষাদিকুলজাঃ কপিলাদয়শ্চ যা যা বিবাহে বর্জ্যাস্তাস্ত দুর্লক্ষণত্বাদ্বর্জ্যাঃ। ন তু ধর্মবিরুদ্ধত্বাৎ॥ তস্মাদবেদ্যাশব্দেনেহ ন তা বিবক্ষিতাঃ॥ কথমেবং বিজ্ঞায়তে ইতি চেৎ? তদোচ্যতে—স্বকর্মণাং চ ত্যাগেনেতি॥ স্বজাত্যুক্তানাং মহাযজ্ঞাদীনাং কর্মণাং ত্যাগেন ব্রাহ্মণাদয়ো যান্ পুত্রান্ স্বস্বভার্যাসু জনয়ন্তি তে চ বর্ণসঙ্করা জায়ন্ত ইতি॥ দশকুলজাকন্যাবর্জনে হীনক্রিয়নিশ্ছন্দঃকুলজাবর্জনে সিদ্ধে পুনরিহ স্বকর্ম ত্যাগবচনেন জ্ঞাপিতমেতৎ॥ নিষ্ক্রিয়নিষ্পুরুষাদিদশকুলকপিলাদিষু মধ্যে যা নিষ্ক্রিয়াণাং নিশ্ছন্দসাং খলু স্বকর্ম ত্যাগিনাং কুলজাস্তা অবেদ্যাঃ। তাভ্যোঽন্যা বেদ্যাঃ॥

শ্রুতিস্মৃতিদর্শনাদিশাস্ত্রব্যাখ্যাতৃমহামহোপাধ্যায় বৈদ্যগঙ্গাধরকৃত প্রমাদভঞ্জনীটীকা॥

ধর্মহীন কুলে পিণ্ডতর্পণাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায় পিতা পিতামহগণ সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন না ও ক্রমশঃ নরকে পতিত হইতে থাকেন॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **কুলস্য**=কুল+৬ষ্ঠী একবচন। **সঙ্করঃ**=সম্-কৃ+অপ্ (অট্ বা টক্)। **কুলঘ্নানাম্**=কুল-হন্+ক+৬ষ্ঠী বহুবচন। **নরকায়**=নৃ (শব্দ)+বুন্=নরক, ৪র্থী একবচন (সম্পদ্যমানাৎ কৢপ্যাদে ৪র্থী)। **এষাম্**=ইদম্+৬ষ্ঠী বহুবচন। **পিতরঃ**=পিতৃ+১মা বহুবচন। **লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ**=পিণ্ডশ্চ উদকঞ্চ=**পিণ্ডোদকম্**=সমাহার দ্বন্দ্ব। পিণ্ডোদকম্ দীয়তে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ইতি—পিণ্ডোদকক্রিয়া—বহুব্রীহি। লুপ্তা পিণ্ডোদকক্রিয়া যেষাং তে—বহুব্রীহি সমাস। **পতন্তি**=পত্+লট্ অন্তি॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং সতি "সঙ্কর" ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎলুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পুত্র দ্বারা দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম—ইহলোকে বংশরক্ষা; দ্বিতীয়—পিণ্ডোদকাদি দান দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান। কিন্তু স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে এই দুই প্রয়োজনের একটিও সিদ্ধ হয় না। কারণ, মনু বলিয়াছেন "শূদ্রাণাং তু সধর্মাণঃ সর্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।" (মনু, ১০/৪১)। অপধ্বংসজ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রের সমানধর্মা। বর্ণসঙ্করের যদি শূদ্রধর্মত্ব সিদ্ধ হয়, তবে উক্ত পুত্রের বিজাতীয়তা নিবন্ধন উহাদের দত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোক কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় তাঁহারা নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ঐরূপ পুত্রগণ সমাজেও তাঁহাদের পুত্র বলিয়া গৃহীত হয় না। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, যুধিষ্ঠির প্রমুখ প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যখন ক্ষেত্রজপুত্র—অন্য কর্তৃক উৎপাদিত—যদি তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাঁহাদের পিতৃগণের সদ্‌গতি হইতে পারে, তবে বর্ণসঙ্কর কর্তৃক দত্ত পিণ্ডাদি ব্যর্থ হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম প্রাচীন বৈদিক বিধি অনুসারে হইয়াছিল। ঐ বিধি ধর্মসঙ্গত। সেই জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ড, তর্পণাদি ব্যর্থ হয় নাই এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন॥৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥৪২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কুলঘ্নানাম্ (কুলঘ্নগণের) এতৈঃ (এই সমস্ত) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষরাশি দ্বারা) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্মাঃ (জাতিধর্ম) কুলধর্মাঃ চ (ও কুলধর্মরাশি) উৎসাদ্যন্তে (উচ্ছিন্ন হয়)॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবার কারণভূত এতাবদ্দোষে কুলনাশকগণের জাতিধর্ম, সনাতন কুলধর্ম ও আশ্রমধর্ম এককালে উচ্ছিন্ন হয়॥৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **এতৈঃ**=এতদ্+৩য়া বহুবচন। **বর্ণসঙ্করকারকৈঃ**=বর্ণনাম্ সঙ্কর—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। তস্য কারকাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তৈঃ—দোষৈঃ পদের বিণ্। **দোষৈঃ**=দুষ্+ঘঞ্=দোষ, ৩য়া বহুবচন,

অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। **শাশ্বতাঃ**=শশ্বৎ ভবম্ ইতি—শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত, (পুং) ১মা বহুবচন। **জাতিধর্মাঃ**=জাত্যা ধর্মাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, উক্তে কর্মণি ১মা বহুবচন। **কুলধর্মাঃ**=কুলস্য ধর্মাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, উক্তে কর্মণি ১মা বহুবচন। **উৎসাদ্যন্তে**=উৎ-সদ্+ণিচ্ কর্মবাচ্যে লট্ অন্তে॥৪২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তং দোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে, জাতিধর্মা বর্ণধর্মাঃ; কুলধর্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে॥৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া যাহারা কুলধর্ম নষ্ট করে, তাহারা "কুলঘ্ন"। এই কুলকুঠারগণের অনাচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির জাতি বা বর্ণগত ধর্ম, কুলপরম্পরাগত ধর্ম ও ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্যাদির যথাবিহিত আশ্রমধর্ম প্রতিপালিত না হইয়া অবশেষে উচ্ছেদদশাগ্রস্ত হয়॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম॥৪৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] জনার্দন (হে জনার্দন!) উৎসন্নকুলধর্মাণাং (যাহাদের কুলধর্মাদি বিনষ্ট হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই মনুষ্যগণের) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃ (নরকে অবস্থিতি) ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি)॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে জনার্দন! ইহা শ্রুত আছি যে, যাহাদের কুলধর্ম ও জাতিধর্ম বিনষ্ট হয়, সেই মনুষ্যগণকে চিরদিন নরকে বাস করিতে হয়॥৪৩॥

ব্যাকরণ ঃ বাসো **ভবতীত্যনুশুশ্রুম**=বাসঃ+ভবতি+ইতি+অনুশুশ্রুম। **উৎসন্ন-কুল-ধর্মাণাম্**=উৎ-সদ্+ক্ত=উৎসন্ন; কুলস্য ধর্মাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষঃ। উৎসন্নাঃ কুলধর্মাঃ যেষাং তেষাং—বহুব্রীহি। **মনুষ্যাণাম্**=মনুষ্য+৬ষ্ঠী বহুবচন। **নিয়তম্**=নি-যম্ (নিয়ন্ত্রণ করা)+ক্ত=নিয়ত; অত্যন্ত সংযোগে ২য়া। **বাসঃ**=বস্+ঘঞ্; কর্তায় ১মা একবচন। **অনুশুশ্রুম**=অনু-শ্রু+লিট্ ম॥৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্মাঃ যেষামিতি উৎসন্নজাতি-ধর্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্; অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং, "প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেম্বভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ॥৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কুলে পাপ প্রবেশ করিলে কুলনাশকগণের দোষে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি হয় না। অগত্যা পাপক্ষয় না হওয়াতে রৌরবাদি নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়। যথা—

"প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্॥" যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, ৫/২২১

যে-সকল ব্যক্তি পাপনিরত, তাহারা যদি কৃতপাপের জন্য শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অথবা পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তাহাদিগকে নিদারুণ নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়॥৪৩॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥৪৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহো বত (হায় কী কষ্ট!) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং কর্তুং (মহাপাপ করিতে) ব্যবসিতাঃ (উদ্যত হইয়াছি), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখলোভে অভিভূত হইয়া) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হন্তুম্ (বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি)॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হায় কী কষ্ট! আমরা কী পাপাসক্ত! সামান্য রাজ্যসুখলোভের জন্য আমরা আত্মীয়গণের প্রাণবধার্থ উদ্যত হইয়াছি!॥৪৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অহো বত!**=শোকসূচক অব্যয়। **ব্যবসিতাঃ**=বি-অব-সো (নিযুক্ত হওয়া)+ক্ত; ১মা বহুবচন। **যৎ**=অব্যয়। **রাজ্য-সুখ-লোভেন**=রাজ্যস্য সুখম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তস্য লোভেন=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **উদ্যতাঃ**=উৎ-যম্ (দেওয়া)+ক্ত, ১মা বহুবচন॥৪৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহোবতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি—যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্ অহোবত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ॥৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লোভই মহাপাপ। এই জন্য অর্জুন আপনাকে পাপী ভাবিলেন ও পারলৌকিক অনন্ত সুখ বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও ক্ষণবিধ্বংসী বিষয়সুখে স্পৃহা জন্মিয়াছিল, এই জন্য মনে মনে বিষম কষ্ট অনুভব করিলেন॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ॥৪৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদি অপ্রতীকারম্ (প্রতিকারোদ্যমরহিত) অশস্ত্রং (শস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ দুর্যোধনাদি) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) [পক্ষে] ক্ষেমতরং (বিশেষ কল্যাণকর) ভবেৎ (হইবে)॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি প্রতিকারোদ্যমরহিত ও অশস্ত্রপাণি থাকিলে যদি শস্ত্রধারী ধার্তরাষ্ট্রগণ এই সময়ে আমাকে সংহার করে, তাহাতে বরং আমার মঙ্গল হইবে॥৪৫॥

ব্যাকরণ ঃ **মামপ্রতিকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়**=মাম্+অপ্রতিকারম্+অশস্ত্রম্+শস্ত্রপাণয়ঃ। **শস্ত্রপাণয়ঃ**=শস্ত্রং পাণৌ যেষাং তে—ব্যধিকরণ বহুব্রীহি। **অপ্রতিকারম্**=(প্রতি-কৃ+ঘঞ্=প্রতিকার) নাস্তি প্রতিকারঃ যস্য তস্—নঞ্ বহুব্রীহি। **অশস্ত্রম্**=শিষ্যতে অনেন ইতি—শস্+ষ্ট্রন্ (করণবাচ্যে)= শস্ত্রং, নাস্তি শস্ত্রং যস্য তম্—নঞ্ বহুব্রীহি। **ধার্তরাষ্ট্রা**=ধৃতরাষ্ট্র+অণ্=ধার্তরাষ্ট্র, ১মা বহুবচন। **হন্যুঃ**=হন্+বিধিলিঙ্ যুস্। ক্ষি+(কর্তরি) মন্=ক্ষেম; **ক্ষেমতরম্**=ক্ষেম+তর=ক্ষেমতর, ১মা একবচন। **ভবেৎ**=ভূ+বিধিলিঙ্ যাৎ॥৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপান্নিষ্পত্তেঃ॥৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিহিত চেষ্টার নাম "প্রতিকার"। অথবা কৃত পাপের (এখানে বান্ধব বধার্থ মনন জন্য) প্রায়শ্চিত্তের নামও "প্রতিকার"। অর্জুন ইহার কোনো "প্রতিকার"-এই প্রস্তুত নন এবং "অহিংসা পরমো ধর্মঃ" জানিয়া শস্ত্রপরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প। বরং মরণকে "ক্ষেমতর" মনে করিতেছেন, কেননা "ক্ষেমস্তু স্থিতরক্ষণম্"—পূর্বস্থিত বস্তুর রক্ষার নাম ক্ষেম। অর্জুন ভাবিলেন, নিজ মরণ ও বান্ধবগণের রক্ষণ দ্বারা পরম্পরাগত কুলধর্মাদি রক্ষিত হইবে, ইহাই "ক্ষেম" এবং জগতে অপকীর্তি রটিল না, ইহাই "ক্ষেমতর"॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—অর্জুনঃ এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং (শরসমেত) চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য (ত্যাগ করিয়া) শোকসংবিগ্নমানসঃ [সন্] (শোকাকুলচিত্ত হইয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন)॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, (হে ধৃতরাষ্ট্র!) শোকাকুলচিত্ত অর্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুর্বাণ পরিত্যাগপূর্বক রথোপরি বসিয়া পড়িলেন॥৪৬॥

ব্যাকরণ ঃ **সশরম্**=শরেন সহ বর্তমানং যৎ তথা—বহুব্রীহি সমাস। **চাপম্**=চাপ (শব্দ) ২য়া একবচন। **বিসৃজ্য**=বি-সৃজ্+ল্যপ্। **শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ**=শোক=শুচ্+ঘঞ্, **সংবিগ্ন**=সম্-বিজ্ (বেগ, গতি)+ক্ত। **মানসঃ**=মনঃ এব=মনস্+অণ্ (স্বার্থে), ১মা একবচন। শোকেন সংবিগ্নমানসং যস্য সঃ—বহুব্রীহি সমাস। **রথ-উপস্থে**=রথস্য উপস্থে—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। উপস্থে=উপ-স্থা+ক। ৭মী একবচন। **উপাবিশৎ**=উপ-বিশ্+লঙ্ দ॥৪৬॥

প্রথমোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি

সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি, উপাবিশৎ উপবিবেশ; শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা॥৪৬॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সঞ্জয় অর্জুনের নিশ্চেষ্টতা ও অবসন্নতা দেখিয়াই অর্জুনকে "শোকার্তচিত্ত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বস্তুতঃ অর্জুন সত্ত্বগুণ প্রভাবে "ধর্মক্ষয়"-এর আশঙ্কা করিয়া ও শ্রদ্ধেয় গুরুগণকে তীক্ষ্ণশরবিদ্ধ করা অনুচিত—এই শুদ্ধবুদ্ধিবশতঃ-ই যুদ্ধে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। ধর্মবুদ্ধিই অর্জুনের যুদ্ধবিরাগের কারণ। আত্মীয়গণের মরণে তাঁহার ক্ষোভ বা শোক নাই। কিন্তু আত্মীয়গণ নষ্ট হইলেই ধর্মহানি হইবে, ইহাই তাঁহার শোক বা চিত্তবৈকল্যের হেতু। বিষয়বুদ্ধিবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের মনে পিতা পুত্রাদির মরণে যে "শোক" বা খেদ উপস্থিত হয়, সেই শোক অর্জুনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই।

"শোক" শব্দে গুণবৈষম্য (সত্ত্ব ও রজঃ) জন্য চিত্তবিকলতা মাত্র গৃহীত হইয়াছে॥৪৬॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—মধুসূদনঃ (কৃষ্ণ) তথা (পূর্বোক্ত প্রকারে) কৃপয়াবিষ্টম্ (দয়াবান) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (গলদশ্রুনেত্র) বিষীদন্তং (বিষণ্ণ) তম্ (তাঁহাকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) উবাচ (বলিলেন)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, তখন করুণার্দ্রচিত্ত গলদশ্রুনেত্র অর্জুনকে ভগবান মধুসূদন এইরূপ বলিলেন॥১॥

ব্যাকরণ ঃ সঞ্জয় উবাচ=সঞ্জয়ঃ উবাচ—বিসর্গলোপ। **কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্**=কৃপয়া+আবিষ্টম্+অশ্রুপূর্ণ+আকুল+ঈক্ষণম্। **বিষীদন্তমিদম্**=বিষীদন্তম্+ইদম্। **বাক্যমুবাচ**=বাক্যম্+উবাচ। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ ণল্ (অ)। **তম্**=অর্জুনম্, তদ্ শব্দের (পুং) ২য়া একবচন। **তথা**=তদ্+প্রকারে থাল প্রত্যয়। **কৃপয়া**=কৃপা শব্দের ৩য়া একবচন (করণে ৩য়া)। **আবিষ্টম্**=আ-বিশ্+ক্ত (কর্মবাচ্যে) ২য়া একবচন (কর্তৃকরণে কৃতা বহুলম্)। **অশ্রুপূর্ণ-আকুলেক্ষণম্**=অশ্রুপূর্ণঞ্চ আকুলঞ্চ ঈক্ষণম্ যস্য সঃ, তম্ (২য়া একবচন)—বহুব্রীহি সমাস; ঈক্ষতে অনেন ইতি ঈক্ষ্+ল্যুট্ করণবাচ্যে। ঈক্ষণ=চক্ষু বা দৃষ্টি। **বিষীদন্তম্**=বি-সদ্+শতৃ, ২য়া একবচন। **ইদম্**=ইদম্ শব্দ (ক্লীব) ২য়া একবচন "বাক্যম্" এর বিশেষণ। **বাক্যম্**=বচ্+ণ্যৎ (ভাববাচ্যে), কর্মণি ২য়া একবচন। **মধুসূদনঃ**=মধুং (মধু নামকং দৈত্যং) সূদিতবান্ ইতি। মধু-সূদ্+ল্যুট্ (অন) কর্তরি, ১মা একবচন॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তন্তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং; তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুনকে হিংসাবিমুখ ও ভিক্ষুধর্মোৎসুক জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে স্থির করিলেন, আমার পুত্রগণের রাজ্য এখন নিশ্চল হইল; কেননা, অতুলবিক্রম অর্জুন ভিন্ন ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখসমরে পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য কোনো বীরই অগ্রসর হইবার উপযুক্ত নহে। ধৃতরাষ্ট্রের এই কল্পিত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয় তন্নিবারণার্থ বলিলেন,

সর্বভূতব্যাপিনী কৃপার বশীভূত অর্জুনকে বিগলিতহৃদয় ও বিষয়ভোগে ঔদাস্যযুক্ত দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না, বরং নানা নিগূঢ় উপদেশপূর্ণ বাক্য বলিলেন। "মধুসূদনঃ" পদ দ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান চিরদিনই দুষ্টগণের দমন করেন। অর্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে কী হইবে, যিনি দৈত্যদল দলনার্থ স্বয়ংই মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি রণভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। যাহাতে আজ তোমার দুর্যোধনাদি দুর্বৃত্ত পুত্রগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ভূভারহারী ভগবান অর্জুনকে তদ্‌বিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র করিবেন। তুমি পুত্রগণের বৃথা জয়াশা করিও না, কেননা, তাহাদের মরণের ব্যবস্থা ভগবান পূর্বেই করিয়া রাখিয়াছেন॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান বলিলেন)—[হে] অর্জুন! বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কী কারণে) ইদম্ (এইরূপ) অনার্যজুষ্টম্ (অনার্যগণের সেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গগতিরোধক) অকীর্তিকরং (অযশস্কর) কশ্মলং (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্যগণের নিতান্ত অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক ও অযশস্কর॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **কুতস্ত্বা**=কুতঃ+ত্বা। **কশ্মলমিদম্**=কশ্মলম্ (গ্লানি, মোহ)+ইদম্। **কশ্মলম্**=কশ+কলম্। **সমুপস্থিতম্**=সম্+উপস্থিতম্। **অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন**=অনার্যজুষ্টম্+অস্বর্গ্যম্+অকীর্তিকরম্+অর্জুন। **কুতঃ**=কিম্+পঞ্চম্যাং তসিল্ প্রত্যয়ঃ (৫মী বিভক্তি স্থলে তসিল্ বা তস্ প্রত্যয়)। **ত্বা**=যুষ্মদ্ শব্দের ২য়ার একবচন, কর্মণি ২য়া, ত্বাম্, ত্বা—দুইটি রূপ হয়। **অনার্যজুষ্টম্**=(ন আর্যঃ=অনার্যঃ—নঞ্ তৎপুরুষ) অনার্য-জুষ্+ক্ত, ২য়া একবচন। **অস্বর্গ্যম্**=স্বর্গায় সাধু ইতি স্বর্গ+যৎ=স্বর্গ্যম্; ন স্বর্গ্যম্—অস্বর্গ্যম্ নঞ্ তৎপুরুষ। **অকীর্তিকরম্**=কীর্তিং করোতি ইতি; কীর্তি=কীর্ত+ক্তিন্; কীর্তিকরম্—উপপদ তৎপুরুষ। ন কীর্তিকরম্=অকীর্তিকরম্—নঞ্ তৎপুরুষ। **অর্জুন**=সম্বোধনে ১মা॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্—অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্যৈরসেবিতম্ অস্বর্গ্যম্ অধর্মম্ অযশস্করঞ্চ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৬/৫/৭৪

সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান—এই ছয়টি "ভগ" পদবাচ্য। পূর্ণ পরিমাণে এই ছয়টি যাঁহাতে অব্যাহতভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনিই "ভগবান"। অথবা—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" বিষ্ণুপুরাণ, ৬/৫/৭৮

যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূল কারণ বিদিত আছেন, যিনি ভূতগণের আগতি ও গতিরূপ সম্পদ ও বিপদের সূক্ষ্মতত্ত্ববেত্তা এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অবগত আছেন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষই "ভগবান" পদবাচ্য। মন্ত্রণাদোষে বা সামর্থ্যের অভাবে, কিংবা অনভিজ্ঞতা-জন্য অথবা বিচক্ষণতার ত্রুটিবশতঃ যে পাণ্ডবপক্ষ রণে পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইবার জন্য সঞ্জয় "ভগবান" পদের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার যাহা কর্তব্য বা প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহার তদ্বিরুদ্ধাচারবুদ্ধি মোহজনিত। এই জন্য ভগবান অর্জুনের মধ্যে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, হে অর্জুন! তোমার এই বিপরীত বুদ্ধির—স্বধর্মবিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইল কেন? কেননা, নিজবর্ণাশ্রমধর্মের বিরুদ্ধ ধর্মাচারে (উহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্টই হউক) স্বর্গ, কীর্তি বা মুক্তি কিছুই হয় না। যদি তুমি স্বর্গকামনা করিয়া থাক, তবে তাহা সিদ্ধ হইবে না, কেননা, তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম—"যুদ্ধ" হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। যদি তুমি "কীর্তি" কামনায় নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া থাক, তবে তাহাও তোমার "অকীর্তি" হইল, কেননা, তোমরা বনগমনকালে ধার্তরাষ্ট্রগণের শাসন ও বিনাশের যে-সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি "মুক্তি"লাভের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নও, কেননা, মুমুক্ষুগণ প্রথমতঃ স্ব-স্ববর্ণাশ্রমধর্ম যথাবিধি পালন দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি স্বধর্মত্যাগী, তোমার মুক্তির সম্ভব কোথায়? তুমি ক্ষত্রিয়; যুদ্ধকার্যই তোমার স্বর্গ, কীর্তি ও মুক্তির কারণ জানিবে। নিবৃত্তি—সন্ন্যাস তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়বীরের ধর্ম নহে॥২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! ক্লৈব্যং (কাতরভাব) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না), এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হইতেছে না); [হে] পরন্তপ (শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্বল্যং (হৃদয়ের দুর্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থান করো)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! নির্বীর্য বা কাতরভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমার (ন্যায় বীরের) উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগপূর্বক উত্থান করো॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বয্যুপপদ্যতে**=ত্বয়ি+উপপদ্যতে; **নৈতৎ**=ন+এতৎ; **ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ**=ত্যক্ত্বা+উত্তিষ্ঠ। **মাস্ম**=অব্যয়। নিষেধার্থক অব্যয় হইল মা-মাং ও মাস্ম। "মাঙি লুঙ্"=মাং বা মাস্ম যোগে ধাতুতে

লুঙ্‌ হয়। মাস্ম অগমঃ (গম্‌+লুঙ্‌ স্‌)। "ন মাং যোগে" সূত্রানুসারে। "অগমঃ"-র অকার লোপ হয়। মাস্ম অগমঃ=মাস্ম গমঃ। **পার্থ**=সম্বোধনে ১মা। পৃথায়াঃ অপত্যং পুমান্‌ ইতি পৃথা+অণ্‌ (ষঞ)=পার্থঃ। **ত্বয়ি**=যুষ্মদ্‌+৭মী একবচন। (আধারোঽধিকরণে ৭মী)। **উপপদ্যতে**=উপ-পদ্‌+লট্‌ তে। **হৃদয়দৌর্বল্যম্‌**=হৃদয়স্য দৌর্বল্যম্‌—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। দুর্বলস্য ভাবঃ ইতি দুর্বল+ষ্যঞ্‌ (ভাবে)—দৌর্বল্যম্‌। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্‌+ক্ত্বাচ্‌। **উত্তিষ্ঠ**=উৎ-স্থা+লোট্‌ হি। **পরন্তপ**=পরং (শত্রুং) তাপয়তি ইতি, পরম্‌-তাপি+খচ্‌, উপপদ তৎপুরুষ॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ, ক্লৈব্যং কাতর্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি; যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি; ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতর্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ; হে পরন্তপ! শত্রুতাপন॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান অর্জুনকে ধর্মোৎসাহে উত্তেজিত করিবার জন্য "পার্থ" পদ দ্বারা সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমার মাতা পৃথার দেবারাধনায় দেবতার অমোঘতেজে তোমার জন্ম, তুমি মহাতেজস্বী—নির্বীর্যের ন্যায় নিরুদ্যম থাকা কি তোমার শোভা পায়? পাছে অর্জুন বলেন যে, আমার মন অতিশয় অস্থির হওয়ায় আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। তাহাতেই ভগবান বলিলেন যে, "পরন্তপ!" (পরং শত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপঃ) বিপক্ষদলনকারী! ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় দুর্বলতার জন্য অধীর হওয়া কি তোমার ন্যায় বীরের কার্য? উঠো, যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বীরের যথাকর্তব্য সাধন করো॥৩॥

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] অরিসূদন (শত্রুমর্দন) মধুসূদন (কৃষ্ণ) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজার যোগ্য) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণকে) প্রতি (লক্ষ্য করিয়া) ইষুভিঃ (বাণসমূহের দ্বারা) কথং (কীরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব)?॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন! হে বৈরিবিঘাতন! যে ভীষ্মদ্রোণাদি পূজার যোগ্য তাঁহাদিগের সহিত কীরূপে বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিব?॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ভীষ্মমহম্‌**=ভীষ্মম্‌+অহম্‌; **দ্রোণঞ্চ**=দ্রোণম্‌+চ। **পূজার্হাবরিসূদন**=পূজার্হৌ+অরিসূদন। **কথম্‌**=কিং শব্দের উত্তর প্রকারে "খমু"। সংখ্য—শব্দের অর্থ যুদ্ধ। ইষু শব্দের অর্থ বাণ। **ইষুভিঃ**=ইষু+৩য়া বহু (করণে)। **পূজার্হৌ**=পূজাম্‌ অর্হতি ইতি। পূজা+অর্হ্‌+শীলার্থে খল্‌=পূজার্হঃ। পূজার্হঃ—২য়া দ্বিবচন=পূজার্হৌ। **যোৎস্যামি**=যুধ্‌+লৃট্‌ উত্তমপুরুষ একবচন। **অরিসূদন**=অরিং সূদতি ইতি। অরি-সূদ্‌+ল্যুট্‌ (অন্‌) কর্তরি—উপপদ তৎপুরুষ॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্মত্বাচ্চেত্যাহ—অর্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ। পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপীষুভিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদনশক্রবিমর্দন!॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আমি স্নেহ বা কাতরতানিবন্ধন রণে পরাঙ্মুখ হই নাই, কিন্তু যুদ্ধের অন্যায্যত্ব ও তন্নিবন্ধন অধর্মত্বই আমার নিবৃত্তির কারণ। যথা—"নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্মত্বাচ্চেতি" (শ্রীধরস্বামী)। ভীষ্ম কুলবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণ ধনুর্বিদ্যার আচার্য; ইঁহাদিগকে ভক্তিসহ চন্দনপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করাই আমার কর্তব্য। যাঁহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে—তর্কবিতর্কে—প্রবৃত্ত হওয়াও নীতিধর্মবিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে কী বলিয়া তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিনাশ করিব? শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরুং হুংকৃত্য ত্বংকৃত্য বিপ্রান্নির্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ॥"

যে-ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হুঙ্কার বা তর্জন কিংবা "তুই" ইত্যাকার পদ ব্যবহার করে, অথবা সাধু ব্রাহ্মণকে বাদবিবাদে পরাস্ত করে, সে মরণান্তে কঙ্কগৃধ্রের নিবাসস্থল হইয়া শ্মশানে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে।

দুষ্টগণই হননীয়, কিন্তু পূজ্যপাদ সাধু আচার্যগণ তো বধার্হ নন; তবে হে ভগবন্! তুমি দুষ্টদলনকর্তা হইয়া আমাকে পূজ্যপুঞ্জবধে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন?॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) মহানুভাবান্ (মহানুভব) গুরূন্ (গুরুগণকে) অহত্বা (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম্ অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ), তু (কিন্তু) গুরূন্ হত্বা (গুরুজনাদিগকে বধ করিয়া) রুধির প্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ (রক্তমাখা বিষয়বাসনারূপ ভোগ্য বিষয়) ইহ এব (এই জগতেই) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহলোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও আমার কল্যাণ হইবে। (কেবল পরলোকভয়েই বা কেন), ইঁহাদিগকে নিধন করিলে আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামনারূপ ভোগ্যবিষয় আমাকে এই জগতেই উপভোগ করিতে হইবে॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ গুরূনহত্বা=গুরূন্+অহত্বা। ভৈক্ষ্যমপীহলোকে=ভৈক্ষ্যম্+অপি+ইহলোকে।

হত্বার্থকামাংস্তু=হত্বা+অর্থকামান্‌+তু। **গুরূনিহৈব**=গুরূন্‌+ইহ+এব। **গুরূন্‌**=গুরু+২য়া বহুবচন কর্মণি। **মহানুভাবান্‌**=অনু-ভূ+ঘঞ্‌=অনুভাবঃ, মহান্‌ অনুভাবঃ যস্য সঃ=মহানুভাবঃ—বহুব্রীহি সমাস; তান্‌—কর্মে ২য়া বহুবচন, গুরূন্‌ পদের বিশেষণ। **অহত্বা**=ন হত্বা, হন্‌+ক্তাচ্‌=হত্বা। **ইহ**=ইদম্‌ শব্দ ৭মী স্থানে, "ইহ" নিপাতনে। **ভৈক্ষ্যম্‌**=ভিক্ষাণাং সমূহঃ=ভিক্ষা+ষ্যঞ্‌=ভৈক্ষ্যম্‌, ২য়া একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়স্‌=শ্রেয়স্‌, ১মা একবচন। **ভোক্তুম্‌**=ভুজ্‌+তুমুন্‌। **অর্থকামান্‌**=অর্থাশ্চ কামাশ্চ=অর্থকামাঃ, দ্বন্দ্ব, তান্‌-কর্মণি ২য়া বহুবচন। **ভুঞ্জীয়**=ভুজ্‌ (আত্মনেপদী) বিধিলিঙ্‌ উত্তমপুরুষ একবচন। **ভোগান্‌**=ভুজ্‌+ঘঞ্‌=ভোগঃ, ২য়া বহুবচন। **রুধির-প্রদিগ্ধান্‌**=রুধিরেন প্রদিগ্ধঃ=৩য়া তৎপুরুষ, তান্‌ ২য়া বহুবচন। ভোগান্‌ শব্দের বিশেষণ। **প্রদিগ্ধান্‌**=প্র-দিহ্‌+ক্ত—প্রদিগ্ধ, ২য়া বহুবচন॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্‌ দ্রোণাচার্যাদীন্‌ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্‌; বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্তিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্‌ হত্বা ইহৈব তু রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্‌ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্‌ অর্থকামাত্মকান্‌ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্‌, যদ্বা—অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্‌—অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্তেরংস্তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ; তথা চ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তং—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩/৪১)॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে ভগবান বলেন যে, ভীষ্মদ্রোণাদি পূর্বে গুরুবৎ পূজ্য ছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে সে মর্যাদার অযোগ্য হইয়াছেন, কেননা—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে।" মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৬৭/২৫

যে-গুরু অহঙ্কারাদি দোষে মত্ত, যিনি শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ কর্তব্যার্থ বিদিত নন ও যিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে গমন করেন, সেই গুরুকে শিষ্য পরিত্যাগ করিবেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জুন পুনঃ বলিতেছেন যে, গুরুজনবধে পরলোকে হানি হইবে, আবার ইঁহাদিগকে বধ না করিলে রাজ্যও পাইবার উপায় নাই। অগত্যা আমাকে ভিক্ষান্নোপজীবীই হইতে হইবে। কিন্তু হে ভগবন্‌! সেও ভাল। কেননা—

"অকৃত্বা পরসন্তাপমগত্বা খলমন্দিরম্‌।
অক্লেশয়িত্বা চাত্মানং যদল্পমপি তদ্বহু॥"

পরপীড়ন না করিয়া, বেদবিরোধী নাস্তিক দুষ্ট দুর্জনের গৃহে না গিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া যে অল্প বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই বহু বলিয়া স্বীকার করা উচিত। দূষিত গুরু বর্জনীয়, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থই "মহানুভাব" বিশেষণটি ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইঁহারা শ্রবণ, অধ্যয়ন, তপঃ আচারাদি মহদ্‌গুণ বিভূষিত। ইঁহারা পরিত্যাগযোগ্য নন। যদি দূষিত বলিয়া গ্রহণ

কর, তবে শ্লোকের তৃতীয় পদটি "হি মহানুভাবান্" এইরূপে অর্থ করিয়া দেখ। "হিমং জাড্যং হন্তীতি হিমহা আদিত্যোঽগ্নির্বা। তস্যেব অনুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং তে হিমহানুভাবাঃ। তান্।" অর্থাৎ, যাঁহারা জড়তারূপ হিম নাশক=সূর্য বা অগ্নির ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র দোষসকল স্পর্শই করিতে পারে না। যথা—

"ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা॥" ভাগবত, ১০/৩৩/২৯

যেমন, অগ্নি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াও "পাবক"-ই থাকেন, অপবিত্র হন না, তদ্রূপ ঈশ্বরভাবাপন্ন পুরুষে ধর্মবিরুদ্ধ দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের তেজঃ-প্রভাববশতঃ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না। অতএব যদি দোষও থাকে, তথাচ ভীষ্মাদি মহাতেজা পুরুষগণ ত্যাজ্য নন। বস্তুতঃ উঁহাদেরই বা দোষ কী? পিতামহ বলিয়াছেন যে—

"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।" মহাভারত, ভীষ্মপর্ব, ৪৩/৫১

মনুষ্য অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। হে মহারাজ! তজ্জন্য আমি কুরুধনে আবদ্ধ রহিয়াছি। অধীনতাপ্রযুক্তই ভীষ্মাদিকে যুদ্ধার্থী হইতে হইয়াছে। অর্থকামনা দোষাদিও তেজস্বী ভীষ্মাদিকে কলুষিত করিতে পারে না। অতএব শুদ্ধস্বভাব গুরুগণকে বধ করিয়া আমি ধর্মবিরুদ্ধ কার্য করিব না। কেননা, ইঁহাদের বধ দ্বারা যে আমরা কেবল অযশোরূপ রুধিরসিক্ত অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হইব এমন নহে, ধর্ম ও মোক্ষ হইতেও বঞ্চিত হইব॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদ্বা (যদি বা) জয়েম (আমরা জয়লাভ করি), যদি বা (কিংবা) নঃ (আমাদিগকে) [এতে] জয়েয়ুঃ (ইঁহারা জয় করেন) [এতয়োর্মধ্যে (এই দুইটির মধ্যে)] নঃ (আমাদিগের) কতরৎ (কোন্‌টি) গরীয়ঃ (গুরুতর) এতৎ চ (ইহাও) ন বিদ্মঃ (জানি না)। যান্ এব (যাঁহাদিগকে) হত্বা (হনন করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (আমরা জীবিত থাকিতে চাহি না) তে (সেই) ধার্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়েরা) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্‌টি আমাদের পক্ষে অধিক গৌরবসূচক, তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি না; কেননা যাঁহাদিগকে সংহার করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেই চাহি না, সেই ধার্তরাষ্ট্রগণই আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **চৈতদ্বিদ্মঃ**=চ+এতৎ+বিদ্মঃ। **কতরন্নো**=কতরৎ+নঃ। **গরীয়ো যদ্বা**=গরীয়ঃ+যৎ+বা। **যানেব**=যান্+এব। **জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ**=জিজীবিষামঃ+তে+অবস্থিতাঃ। **জয়েম**=জি+বিধিলিঙ্,

উত্তমপুরুষ বহুবচন। **নঃ**=অস্মান্ এর বিকল্পরূপ; অস্মদ্ ২য়া বহুবচন, কর্মে ২য়া। **জয়েয়ুঃ**=জি+বিধিলিঙ্, ১ম পুরুষ বহুবচন—ইহার কর্তা বিপক্ষীয় **ধার্তরাষ্ট্রগণ**। **নঃ**=**অস্মদ্ শব্দের** ৬ষ্ঠীর বহুবচনে অস্মাকম্ এর বিকল্প রূপ। **কতরৎ**=কিম্+তরপ্, **ক্লীবলিঙ্গ** একবচন। **গরীয়ঃ**=গুরু+ঈয়স্ (উভয়ের মধ্যে অধিক-গুরু) ক্লীবলিঙ্গ একবচন। **বিদ্মঃ**=বিদ্ (জ্ঞানার্থক) লট্ মস্। **যান্**=যদ্ ২য়া বহুবচন। **জিজীবিষামঃ**=জি+ইচ্ছার্থে সন্+লট্ মস্। **অবস্থিতাঃ**=অব-স্থা+ক্ত, ১মা বহুবচন। **প্রমুখে**=প্রাগুক্তং মুখম্ অস্য প্রাদি—বহুব্রীহি, অধি-৭মী। **ধার্তরাষ্ট্রাঃ**=ধৃতরাষ্ট্রস্য অপত্যং পুমান্ ইতি, ধৃতরাষ্ট্র+অণ্, ১মা বহুবচন॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ যদ্যপি অধর্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়োঃ বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ; তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি—যদ্বেতি; যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি; কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি; যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শাস্ত্রানুসারে ভিক্ষান্নভোজন ক্ষত্রিয়ধর্মবিরুদ্ধ, বরং যুদ্ধাদিই তাঁহাদের বিহিত ধর্ম। ভগবানের এই আপত্তি পরিহারার্থ অর্জুন বলিতেছেন, এই যুদ্ধের পরিণাম যে কী হইবে, তাহা কে জানে? ভীষ্মদ্রোণাদির হস্তে আমি পরাস্তও হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অথবা ভিক্ষা করিয়াই দিনপাত করিতে হইবে। তবে প্রথমেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি না কেন? অন্যথা ইষ্টবর্গকে হনন করিয়া জয়লাভও পরাজয়মধ্যে গণ্য হইবে। অতএব লোকতঃ ও ধর্মতঃ আমাদের পরাজয়ই দেখিতেছি।

প্রথমাধ্যায় ও দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম শ্লোক পর্যন্ত সংসারের বিবিধ দোষ প্রদর্শিত ও বর্ণাশ্রমীদিগের ধর্মাধিকার-ভেদ নিরূপিত হইল। "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইত্যাদি (১/৩১) শ্লোকে যুদ্ধকালে বীরের মরণেও যোগযুক্ত সন্ন্যাসীর সমান যোগক্ষেমাদির প্রাপ্তি বর্ণিত ও তাহাতে মোক্ষরূপ শ্রেয়ঃ কথিত হইয়াছে এবং তাহা ভিন্ন সমস্তই অশ্রেয়ঃ। এই আভাসে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রদর্শিত হইয়াছে। "ন কাঙ্ক্ষে" ইত্যাদি (১/৩১) শ্লোকে সংসারের বিষয়সুখে বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য" ইত্যাদি (১/৩৫) বাক্যে স্বর্গাদি সুখেও বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদি (১/৪৩) বাক্যে স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি (১/৩২) বাক্যে মনোনিগ্রহরূপ "শম" প্রদর্শিত হইয়াছে। "কিং ভোগৈঃ" ইত্যাদি (১/৩২) বাক্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ "দম" গুণ কথিত হইয়াছে। "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদি (১/৩৭) বাক্যে "নির্লোভিতা" বর্ণিত হইয়াছে। "তন্মে ক্ষেমতরম্" ইত্যাদি (১/৪৫) বাক্যে "তিতিক্ষাদি" প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রেয়ো ভোক্তুম্" ইত্যাদি (২/৫) বাক্যে "সন্ন্যাস" উপলক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে শিষ্য গমন করিবেন, ইহাই শ্রুতির মত। ইহপরলোকগত বিষয়সুখে বৈরাগ্যবান হইয়া যিনি ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। শ্রুতিবিহিতক্রমে অর্জুনের ভিক্ষাচর্যার—

সন্ন্যাসগ্রহণের প্রবৃত্তি এতাবৎ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হওয়াই তাঁহার কর্তব্য, ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে॥৬॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [অহং (আমি)] কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (অজ্ঞানজনিত নীচতা দোষে কলুষিতচিত্ত) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্মবুদ্ধিবিমূঢ়) [হইয়া] ত্বাং (তোমাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ স্যাৎ (মঙ্গলকর হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয়পূর্বক) ব্রূহি (বলো)। অহং (আমি) তে (তোমার) শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নং (তোমার শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (উপদেশ দাও)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি কার্পণ্যকলুষিতচিত্ত ও প্রকৃত ধর্মবুদ্ধিবিমূঢ় হইয়াছি। আমি শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ প্রদান করো॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ**=কার্পণ্যদোষ+উপহতস্বভাবঃ। **স্যান্নিশ্চিতম্**=স্যাৎ+নিশ্চিতম্। **শিষ্যস্তেঽহম্**=শিষ্যঃ+তে+অহম্। **যচ্ছ্রেয়ঃ**=যৎ+শ্রেয়ঃ। **তন্মে**=তৎ+মে। **কার্পণ্য**=কৃপণস্য (হতভাগ্য, দীন) ভাবঃ; কৃপণ+ষ্যঞ্=কার্পণ্যম্, কাপর্ণ্যম্ এব দোষঃ—কর্মধারয়, তেন উপহতঃ স্বভাবঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ**=ধর্মবিষয়ে সংমূঢ় চেতঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **পৃচ্ছামি**=প্রচ্ছ+লোট্ মি। **ত্বাম্**=যুষ্মদ্ ২য়ার একবচন, (কর্মে ২য়া)। **মে**=অস্মদ্+৬ষ্ঠী একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়স্ (ক্লীবলিঙ্গ, পয়স্ শব্দের মতো) কর্মে ২য়া একবচন। **স্যাৎ**=অস্+বিধিলিঙ্ প্রথমপুরুষ একবচন। **নিশ্চিতম্**=চি+ক্ত—চিত, নির্-চিতম্=নিশ্চিতম্। **ব্রূহি**=ব্রূ+লোট্ হি। **শিষ্য**=শাস্+ক্যপ্ (কর্মবাচ্যে)। **শাধি**=শাস্+লোট্ হি। **প্রপন্নম্**=প্র-পদ্+ক্ত, কর্মে ২য়ার একবচন, মাম্ পদের বিশেষণ॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহত-স্বভাবঃ এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং[১] দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি তথা ধর্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্মোঽধর্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাত্তদ্ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয়॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রুতি বলেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স

১ কৃপণ, যিনি নিজের কিছুমাত্র ক্ষতিও স্বীকার করিতে পারেন না, তিনিই কৃপণ। সুতরাং, যিনি পরমপুরুষার্থ লাভ করেননি বা আত্মজ্ঞ হননি, তিনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপণ। উপনিষদে আছে, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"—ইহার অর্থ, হে গার্গি! যিনি অক্ষরপুরুষকে না জানিয়া, ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনিই কৃপণ।

কৃপণঃ।"[১] হে গার্গি! অধিকারিমনুষ্যদেহপ্রাপ্ত হইয়াও যে-ব্যক্তি এই অক্ষয় আত্মাকে বিদিত না হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, সেই অজ্ঞানী পুরুষ কৃপণ। স্মৃতিও বলেন, "কৃপণোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ"—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। দেহাদির ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ও ইনি পর, উনি আত্মীয় ইত্যাদি অনাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতার অভ্যাসের নামই কার্পণ্য। অর্জুনের সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পণ্য দোষে তাঁহার "অহংমমেতি" বুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, অথচ যুদ্ধ প্রবৃত্তিরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম—উৎসাহ—উদ্যম দুর্বল হইয়াছে। বর্ণাশ্রমবৃত্তির বিপ্লববশতঃ অর্জুন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে অর্জুন আপনাকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া জগদ্‌গুরু কৃষ্ণের "সখ্য" ছাড়িয়া "শিষ্যত্ব" স্বীকার করিলেন। কেননা, পুত্রভাবাপন্ন বা শিষ্য হইয়া জিজ্ঞাসু না হইলে উপদেষ্টা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিবেন না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ নিয়ম। অর্জুন পরমপুরুষার্থরূপ "শ্রেয়ঃ" উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রেয়ঃ দ্বিবিধ—ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। যাহার শুভলাভের অনিশ্চয়ত্ব এবং লব্ধ হইলেও অস্থায়িত্ব আছে তাহা ঐকান্তিক; এবং যাহা নিশ্চয় শুভদায়ক ও যে শুভ কদাপি নষ্ট হইবার নহে, তাহাই আত্যন্তিক। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গফলাদি লাভ ঐকান্তিক ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ। এই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ-ই পরম পুরুষার্থজনক। এই শ্রেয়োলাভই অর্জুনের প্রার্থনীয়। এখানে কৃষ্ণার্জুনের লৌকিক সখ্যভাবের পরিবর্তে গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ হইল। যথা—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি।"[২] "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।"[৩] ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য এই অধিকারী পুরুষ সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে যাইবে। বরুণাত্মজ ভৃগুঋষি নিজ পিতা বরুণ সমীপে গিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করুন॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ভূমৌ (পৃথিবীতে) অসপত্নম্ (শত্রুশূন্য) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধিপূর্ণ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরাণামপি (দেবতাদিগেরও) আধিপত্যং চ (এবং অধিপতিত্ব) অবাপ্য (পাইয়া) যৎ (যে কার্য) মম (আমার) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উচ্ছোষণং (সন্তাপদায়ক) শোকম্ (শোককে) অপনুদ্যাৎ (নিবারণ করিতে পারে) [তৎ (সেই কার্যোপায়)] ন হি প্রপশ্যামি (দেখিতে পাইতেছি না।)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপদাতা এই মহা মনোবৈকল্যের অপনোদনার্থ কোনো

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৮/১০
২ মুণ্ডক উপনিষদ্, ১/২/১২
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—ভৃগুবল্লী, ১/১

শ্রেয়স্কর উপায়ই দেখিতেছি না। বৈরিবর্জিত নিষ্কণ্টক সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য সমৃদ্ধিই প্রাপ্ত হই, অথবা স্বর্গের অধিপতিই হই, এতাবতের কিছুতেই আমি কল্যাণ দেখিতেছি না॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **মমাপনুদ্যাৎ**=মম+অপনুদ্যাৎ। **যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্**=যৎ+শোকম্+উৎ+শোষণম্+ইন্দ্রিয়াণাম্। **ভূমাবসপত্নমৃদ্ধম্**=ভূমৌ+অসপত্নম্+ঋদ্ধম্। **সুরাণামপি**=সুরাণাম্+অপি। **চাধিপত্যম্**=চ+আধিপত্যম্। **ভূমৌ**=ভূমি+৭মী একবচন (অধিকরণে)। **অসপত্নম্**=নাস্তি সপত্নঃ (শত্রু) যস্মিন্-তৎ; বহুব্রীহি। **ঋদ্ধম্**=রাজ্যম্ এর বিশেষণ। **আধিপত্যম্**=অধিপতি+ষঞ্ ভাবে (অধিপতির ভাব এই অর্থে)—আধিপত্যম্। **অবাপ্য**=অব-আপ্+ল্যপ্। **উৎশোষণম্**=উৎ-শুষ্+কর্তরি ল্যুট্। **অপনুদ্যাৎ**=অপ-নুদ্+বিধিলিঙ্ যাৎ, প্রথম পুরুষ একবচন। **প্রপশ্যামি**=প্র-দৃশ্+লট্ মি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ত্বমেব বিচার্য যদ্ যুক্তং তৎ কুর্বিতি চেৎ, তত্রাহ ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্মাপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন পশ্যামি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি, এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন সর্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ভগবানের নিকট শিষ্যের কর্তব্যানুরূপ নিজ ত্রুটি, অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেন। শাস্ত্রবেত্তা হইলেই যে শোকসন্তাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন, এরূপ নহে। দেবর্ষি নারদও সনৎকুমারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু ইতি"[১]। হে ভগবন্! ভবাদৃশ মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি যে, আত্মবিদগণ শোক হইতে নিস্তার করেন। আমি শোকসন্তপ্ত—আত্মবোধবিহীন—আপনি আমার শোকাপনোদন করুন। অর্জুনের শোক—মনস্তাপ সাধারণ নহে। উহা বিপুল বিভব—রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তি আদি কোনো অনিত্য সুখ দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। শ্রুতি বলেন—"তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"[২] কর্মভোগের জন্য ইহলোকে প্রাপ্ত বিষয়াদি যেমন নশ্বর, পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদিও তাদৃশ বিধ্বংসধর্মী। বিজয়লাভে রাজলক্ষ্মী হস্তগতই হউক অথবা সম্মুখসমরে মরণজন্য স্বর্গলাভই হউক, অর্জুনের শোক ইহার কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। বরং বৃদ্ধি পাইবে॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) পরন্তপঃ (শত্রুসন্তাপকারী) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জুন) হৃষীকেশং (হৃষীকেশ) গোবিন্দম্ (কৃষ্ণকে) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (এই কথা) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং বভূব হ (নীরব হইলেন)॥৯॥

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/১/৩
২ তদেব, ৮/১/৬

বঙ্গানুবাদ ঃ সঞ্জয় বলিলেন, শত্রুসন্তাপদাতা জিতনিদ্র অর্জুন হৃষীকেশ গোবিন্দকে "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ নিবেদন করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **গোবিন্দমুক্ত্বা**=গোবিন্দম্+উক্ত্বা। **যোৎস্য ইতি**=যোৎস্যে+ইতি। **এবম্**=অব্যয়, (অর্থ এইরূপ)। **উক্ত্বা**=বচ্ বা ব্রূ ধাতু+ক্ত্বাচ্। **হৃষীকেশম্**=হৃষীকাণাম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্) ঈশঃ ইতি হৃষীকেশঃ তম্, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **পরন্তপঃ**=পরম্ শত্রুম্ তাপয়তি ইতি। পরম্-তাপি+খচ্ কর্তৃবাচ্যে (তাপি স্থানে "তপ"-আদেশ হয়)। **গুড়াকেশঃ**=গুড়াকায়াঃ (নিদ্রায়াঃ) ঈশঃ (জিতঃ) ইতি গুড়াকেশঃ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **যোৎস্যে**=যুধ্+লৃট্ স্যে (উত্তম পুরুষ একবচন, আত্মনেপদ)। **তূষ্ণীম্**=অব্যয় (অর্থ—মৌন)। **বভূব**=ভূ+লিট্ অ—(প্রথম পুরুষ একবচন)॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবমুক্ত্বার্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অতঃপর অর্জুন কী করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ইহা জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার জন্যই সঞ্জয় বলিলেন, যিনি নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করিয়াছেন, যিনি মহা উদ্যোগী পুরুষ ও যাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ সদাই পীড়িত, আজ সেই বীরকেশরী অর্জুন সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক তূষ্ণীম্ভূত হইলেন। "হৃষীকেশ" শব্দপ্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় এই যে—হে ধৃতরাষ্ট্র! অর্জুন ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে কী হইবে, ভগবান ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর, অর্থাৎ সর্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি এখনই ইন্দ্রিয়বর্গে ঐশী শক্তি সঞ্চারপূর্বক অর্জুনকে কার্যতৎপর করিবেন। "গোবিন্দ" শব্দের শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থ "গোভির্বেদান্তবাক্যৈরেব বিদ্যতে লভ্যত ইতি গোবিন্দঃ"। "গো" শব্দ "তত্ত্বমসি"[১] "অহং ব্রহ্মাস্মি"[২] আদি বেদান্তবাক্যবাচক। যিনি এতন্মহাবাক্য দ্বারা লভ্য, তিনিই "গোবিন্দ"। অথবা "গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ"। যিনি বেদচতুষ্টয়ের গুহ্যকথা সমস্তই বিদিত আছেন, তিনিই গোবিন্দ। গোবিন্দ শব্দদ্বারা সঞ্জয় ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান ও স্থূলদেহে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববেত্তা, তিনি থাকিতে অর্জুনের এই সামান্য শোকজনিত তূষ্ণীম্ভাব অপসারণে কতক্ষণ বিলম্ব লাগিবে?॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত! (অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র) হৃষীকেশঃ (ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্ ইব (যেন উপহাস করিয়া) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে) বিষীদন্তং (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাঁহাকে) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! তখন হৃষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন॥১০॥

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০

ব্যাকরণ ঃ **তমুবাচ**=তম্+উবাচ। **প্রহসন্নিব**=প্রহসন্+ইব। **সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে**=সেনয়োঃ+ উভয়োঃ+মধ্যে। **বিষীদন্তমিদম্**=বিষীদন্তম্+ইদম্। **উভয়োঃ**=উভয়+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। (উভ—স্ত্রীলিঙ্গে উভা)। **সেনয়োঃ**=সেনা+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। (সেনা শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উহার সর্বনাম্ উভ শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া "উভা" হইয়াছে)। **বিষীদন্তম্**=বি-সদ্+শতৃ, ২য়া একবচন (কর্মে ২য়া) "তম্" এর বিশেষণ। **প্রহসন্**=প্রহ-হস্+শতৃ ১মার একবচন; হৃষীকেশ শব্দের বিশেষণ। **বচঃ**=বচস্ (ক্লীব, পয়স্ শব্দের মতো) ২য়া একবচনে "বচঃ", কর্মে ২য়া॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে মহাযুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য অর্জুন বনবাসকালে কঠোর ব্রত করিয়া পাশুপতাস্ত্র ও ঐন্দ্রাস্ত্র আদির অমোঘ প্রয়োগকৌশল শিক্ষা করিলেন এবং পূর্ব হইতে কত উদ্যোগ, কত উৎসাহ করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই মহাবীরকেশরীকে নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জুনকে লজ্জা দিবার জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার বীরভাব পুনঃ সচেতন করিবার জন্যই ভগবানের হাস্য। ভগবান সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ, আত্মা হাস্যযুক্ত বা প্রসন্নভাবযুক্ত থাকিলে শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি সকলই প্রফুল্ল ও বিকশিত হয়। তাই জড়ভাবাপন্ন অর্জুনকে পুনর্বিকশিত ও তেজোযুক্ত করিবার জন্যই যেন সর্বভূতান্তরাত্মা ভগবান "হৃষীকেশ" হাস্য করিলেন। ইহাতে অর্জুনের হৃদয়ে প্রবল তেজ ও সামর্থ্যের সঞ্চার হইবে। যুদ্ধে আসিবার পূর্বে এরূপ হইলে কোনো কথাই ছিল না; কিন্তু "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" যুদ্ধসজ্জায় উপস্থিত হইয়া এই অবস্থা দর্শনে সমস্ত লোকই হাস্য করিবে। ভগবান স্বয়ং হাস্য করিয়া অর্জুনকে তাহারও সঙ্কেত করিলেন॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ত্বম্ অশোচ্যান্ (অনুশোচনার অযোগ্যগণের জন্য) অন্বশোচঃ (অনুশোচনা করিয়াছ), চ (এবং) প্রজ্ঞাবাদান্ (পণ্ডিতদিগের ন্যায় বাক্য) ভাষসে (বলিতেছ), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিত বন্ধুদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, হে অর্জুন! যাহাদের জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক তাহাদের জন্য শোক করিয়া অবিবেকীর ন্যায় কার্য করিতেছ। তুমি পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেননা, পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **শ্রীভগবানুবাচ**=শ্রীভগবান্+উবাচ। **অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্**=অশোচ্যান্+অনু+অশোচঃ+ত্বম্। **প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ**=প্রজ্ঞাবাদান্+চ। **গতাসূনগতাসূংশ্চ**=গতাসূন্+অগতাসূন্+চ। **নানুশোচন্তি**=ন+অনুশোচন্তি। **অশোচ্যান্**=ন শোচ্যান্—নঞ্ তৎপুরুষ। **শোচ্যান্**=শুচ্+যোগ্যার্থে ণ্যৎ প্রত্যয়। শোচ্যঃ, কর্মে ২য়া বহুবচন। **অন্বশোচঃ**=অনু-অশোচঃ; অনু-শুচ্ (ভ্বাদি)+লঙ্ স। **প্রজ্ঞাবাদান্**= বদ্+ঘঞ্=বাদঃ, প্রজ্ঞানাং বাদঃ—৬ষ্ঠী তৎ পুরুষ, তান্, কর্মে ২য়া বহুবচন। **ভাষসে**=ভাষ্, আত্মনেপদী লট্ সে। **গতাসূন্**=অসু (নিত্য বহুবচনান্ত) শব্দের অর্থ প্রাণ। গতাঃ অসবঃ যেষাং তান্, ২য়া বহুবচন (যাহারা গতজীবিত)। **অগতাসূন্**=ন গতাসূন্ নঞ্ তৎপুরুষ। **নানুশোচন্তি**=ন অনুশোচন্তি। অনু-শুচ্+লট্ অন্তি, কর্তা—পণ্ডিতাঃ॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। অত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি, যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্, অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্—ইত্যারভ্য—ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ—ইত্যন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারবীজভূতদোষোদ্ভবকারণপ্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ। তথাহ্যর্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবেষ্বহমেষাং মমৈত ইত্যেবংপ্রত্যয়নিমিত্ত-স্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে—ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষাত্রধর্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম। পরধর্মং চ ভিক্ষাজীবনাদিং কর্তুং প্রববৃতে। তথা চ সর্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ। স্বধর্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি। তত্রৈবং সতি ধর্মাধর্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখ-প্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো ভবতীতি। অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ। তয়োশ্চ সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদাত্মজ্ঞানান্নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্বলোকানুগ্রহার্থমর্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ—অশোচ্যানিত্যাদি।

তত্র কেচিদাহুঃ—সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব। কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্তকর্মসহিতাজ্‌জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকং চাহুরস্যার্থস্য—অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে—কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বম্—ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাদ্বৈদিকং কর্মাধর্মায়েতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্যা। কথং? ক্ষাত্রং কর্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসালক্ষণমত্যন্তক্রূরমপি স্বধর্ম ইতি কৃত্বা নাধর্মায়। তদকরণে চ—ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি—ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাং চ কর্মণাং প্রাগেব নাধর্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ। জ্ঞানকর্মনিষ্ঠয়োর্বিভাগবচনাদ্বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ। অশোচ্যানিত্যাদিনা ভগবতা যাবৎ—স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য—ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যম্। তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড়্‌বিক্রিয়াভাবাদকর্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাদ্‌যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ। সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ। এতস্যা বুদ্ধের্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্মাধর্মবিবেকপূর্বকো মোক্ষসাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো যোগঃ। তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ সা যেষাং কর্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ। তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দিষ্টে—এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু—ইতি। তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি পুরা—বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তেতি। তথা চ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্মযোগেণ নিষ্ঠাং বিভক্তাং চ বক্ষ্যতি—কর্মযোগেণ যোগিনামিতি। এবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিং চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্মণোঃ কর্তৃত্বাকর্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োর্যুগপদেকপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে—এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তীতি।[১] সর্বকর্মসন্ন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি।[২] তত্রৈব চ—প্রাগ্‌দারপরিগ্রহণাৎ পুরুষ আত্মা প্রাকৃতো ধর্মজিজ্ঞাসোত্তরকালঃ লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারং চ বিত্তং মানুষং দৈবং চ। তত্র মানুষং বিত্তং কর্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং বিদ্যাং চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনং—সোঽকাময়তেতি[৩] অবিদ্যাকামবত এব সর্বাণি কর্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি। তেভ্যো ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তীতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতম্। তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাদ্যদি শ্রৌতকর্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

ন চার্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি—জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যাদিঃ। একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্মণোর্ভগবতা পূর্বমনুক্তং কথমর্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবত্যধ্যারোপয়েন্মৃষৈব—জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি।

কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্মণোঃ সর্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ—অর্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমিতি কথমুভয়োরুপদেশে সত্যন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ? ন হি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতং চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি।

অথার্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত? তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ম্। ময়া বুদ্ধিকর্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ। কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তোঽসীতি? ন তু পুনঃ প্রতিবচনমননুরূপং পৃষ্টাদন্যদেব—দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে—ইতি বক্তুং যুক্তম্।

নাপি স্মার্তেনৈব কর্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্তং কর্ম স্বধর্ম ইতি জানতঃ—তৎ কিং ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যুপালম্ভোঽনুপপন্নঃ।

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/২২
২ তদেব
৩ তদেব, ১/২/৪, ৬, ৭

তস্মাদ্‌গীতাশাস্ত্র ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্তেন বা কর্মণাঽহত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

যস্য ত্বজ্ঞানাদ্রাগাদিদোষতো বা কর্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্বং ব্রহ্মাঽকর্তৃ চেতি তস্য কর্মণি কর্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেঽপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্বং যথা প্রবৃত্তিস্তথৈব কর্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে ন তৎ কর্ম যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ। যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষাত্রধর্মচেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে তদ্বত্তৎফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ। তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি মন্যতে। ন চ তৎফলমভিসন্ধত্তে। যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম-সাধনায়াহিতাগ্নেঃ কাম্য এবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সামিকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভবতি।

তথা চ দর্শয়তি ভগবান—কুর্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে—ইতি তত্র তত্র। যচ্চ পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং—কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ—ইতি তত্তু প্রবিভজ্য বিজ্ঞেয়ম্‌। তৎ কথং? যদি তাবৎ পূর্বে জনকাদয়স্তত্ত্ববিদোঽপি প্রবৃত্তকর্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্মসন্ন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। ন কর্মসন্ন্যাসং কৃতবন্ত ইত্যেষোঽর্থঃ।

অথ ন তে তত্ত্ববিদঃ ঈশ্বরসমর্পিতেন কর্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তি-লক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্‌। এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান—সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম কুর্বন্তীতি। স্বকর্মণা তমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানব ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি—সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্মেত্যাদিনা।

তস্মাদ্‌গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ। ন কর্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

তত্রৈবং ধর্মসংমূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যার্জুনস্যান্যত্রাত্ম-জ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যন্‌ ভগবান বাসুদেবস্তং ততঃ কৃপয়ার্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ—অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ। পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ। তানশোচ্যানন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি। তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তম্‌। অহং তৈর্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনেতি। ত্বং প্রজ্ঞাবাদান্‌ প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে। তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যং চ বিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়স্যুন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্গতাসূন্‌ গতপ্রাণান্‌ মৃতান্‌। অগাতসূনগতপ্রাণান্‌ জীবতশ্চ। নানুশোচন্তি পণ্ডিতা আত্মজ্ঞাঃ। পণ্ডাত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ। পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যেতি শ্রুতেঃ[১]। পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যাননুশোচসি। অতো মূঢ়োঽসীত্যভিপ্রায়ঃ॥১১॥

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৩/৫/১

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অনাত্মজ্ঞানই অর্জুনের শোকদুঃখের প্রধান কারণ। স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে স্থূলসূক্ষ্মাদিশরীরদৃষ্টির মূল অবিদ্যা উপাধির ভ্রম অতিক্রম করিতে না পারিয়াই অর্জুন করুণাপরবশচিত্তে মুগ্ধ হইয়াছেন। আবার সত্ত্বগুণের প্রভাবে হিংসাদির দোষ দর্শনে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম [যুদ্ধ] পরিত্যাগ করিতেছেন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই প্রথম মোহের নিবর্তক ও উহা প্রাণিমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ। যুদ্ধাদি কার্যে হিংসাদি অন্যের পক্ষে পাপ হইলেও অর্জুনের [ক্ষত্রিয়ের] পক্ষে যে তাহাই ধর্ম, এতাবৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া অর্জুনকে [শিষ্যকে] প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জুন! "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদি শ্লোকে, তুমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছ; কিন্তু স্থূলদেহনাশে যে সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বুঝিয়াও তুমি শোক করিতেছ, এজন্য তোমাকে মূর্খ বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি বল বশিষ্ঠাদি মহানুভবগণও তো পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাপনোদনার্থ বক্তব্য এই যে, উহা শিষ্টাচারসম্ভূত। অর্থাৎ, মলমূত্রাদির বেগোৎসর্গ যেমন স্বাভাবিক, শিষ্টগণের শোক বা আহ্লাদ প্রকাশ তাদৃশ স্বাভাবিক। উহা তোমার ন্যায় ধর্মবিচার প্রতিপাদিত নহে। তুমি মনে মনে ধর্ম কল্পনা করিয়া যেভাবে মুগ্ধ হইয়াছ, বশিষ্ঠাদি সেইরূপ হন নাই। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখো, সমাধিকালীন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাময় তাবদ্দর্শনে যখন ভিন্নভিন্নদৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন তোমার স্বজন ও শত্রুই বা কোথায়, জন্ম ও মরণই বা কোথায় এবং শোক ও হর্ষই বা কোথায়? সমাধি হইতে উঠিলেও যে বন্ধুবান্ধবাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মবেত্তৃগণ স্বচ্ছ চিদ্দর্পণে মিথ্যা মায়িক প্রতিবিম্ব মাত্র জানিয়া তাহাতে বিমুগ্ধ হন না। গতাসু আত্মীয়গণ কোথায় কী অবস্থায় আছেন ও তাঁহাদের অভাবে জীবিত আত্মীয়গণই বা না জানি কী ক্লেশে আছেন, ইত্যাকার বৃথা চিন্তা বিবেকী পণ্ডিতগণের মনে উদিতই হইতে পারে না। স্বজন ও শত্রু উপাধিমাত্র। উপাধির মোহে বিমুগ্ধ হওয়া নিতান্ত অনর্থকর ও মূর্খের কার্য। সমুদ্র জলময়, তরঙ্গও জলময়। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি একটির পর আর একটি ক্রীড়া করিতে করিতে যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তুমি আর দেখিতে পাও না, তদ্রূপ এই চিন্মহার্ণবে তরঙ্গরাশির ন্যায় জীবগণ ভবলীলাক্ষেত্রে নৃত্য করিতে করিতে এই মহাসমুদ্রেই তোমার অলক্ষিতপথে বিহার করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার শোকই বা কী, মোহই বা কেন? পণ্ডিতগণ আত্মাকে অজ ও অমর জানিয়া জীবের মরণে বৃথা পরিতাপ করেন না। ভীষ্মাদি পরমার্থতঃ নিত্য বিদ্যমান, অতএব তাঁহাদের জন্য আবার শোক কী?॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জাতু (কখনও) অহং (আমি) ন তু আসং (ছিলাম না), ত্বং ন [আসীঃ] (তুমি ছিলে না), ইমে জনাধিপাঃ (এই নৃপতিগণ) ন [আসন্] (ছিলেন না), [ইতি] ন তু এব (ইহা নহে)। অতঃ পরং চ (ইহার পরেও) সর্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি] ন এব (তাহাও নহে)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! ইহার পূর্বে কখনও যে আমি [স্বয়ং ভগবান] ছিলাম না, তাহা নহে, তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে, এই ভূপতিগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে। বস্তুতঃ আমি, তুমি ও এই রাজন্যবর্গ সকলেই পূর্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং ইহার পরে যে আমরা থাকিব না তাহাও নহে, ফলতঃ আমরা সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকিব॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বেবাহম্**=তু+এব+অহম্। **নাসম্**=ন+আসম্। **নেমে**=ন+ইমে। **জনাধিপাঃ**=জন+অধিপাঃ। **চৈব**=চ+এব। **বয়মতঃপরম্**=বয়ম্+অতঃপরম্। **আসম্**=অস্ (থাকা)+লঙ্ উত্তম পুরুষ একবচন, কর্তা—অহম্। **ইমে**=ইদং (পুং) ১মা বহুবচন। "জনাধিপা"-র বিশেষণ। **জনাধিপাঃ**=অধি-পা+ক=অধিপাঃ, অধিকৃত্য পাতি (পালয়তি) ইতি উপপদ তৎপুরুষ। **জনানাম্ অধিপাঃ**=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ভবিষ্যামঃ**=ভূ+লৃট্ ষ্যামঃ (উত্তম পুরুষ বহুবচন)। **অতঃ**=ইদম্+৫মী স্থানে তসিল্ প্রত্যয়॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—নত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব-তিরোভাবেঽপি নাসমিতি নৈব, অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ, ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপিত্বাসীরেব, ইমে চ জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন, অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃপরম্ ইত উপর্যপি ন ভবিষ্যামো ন, স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপিতু স্থাস্যাম এব; জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কুতস্তেঽশোচ্যাঃ? যতো নিত্যাঃ। কথম্? ন ত্বিতি। ন ত্বেব জাতু কদাচিদহং নাসম্। কিন্ত্বাসমেব। অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্য এবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথা ন ত্বং নাসীঃ। কিন্ত্বাসীরেব। তথা নেমে জনাধিপা নাসন্। কিন্ত্বাসন্নেব। তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ। কিন্তু ভবিষ্যাম এব সর্বে বয়মতোঽস্মাদ্দেহবিনাশাৎ পরমুত্তরকালেঽপি। ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনম্। নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান এক্ষণে "বাসুদেব"-রূপে আবির্ভূত, অর্জুন এক্ষণে "কৌন্তেয়"-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভীষ্ম আজ "গাঙ্গেয়"-রূপে পরিচিত বটে, কিন্তু ইঁহারা এতাবদ্দেহগ্রহণের পূর্বেও অন্য অবস্থাবিশেষে বিরাজিত ছিলেন—এতদ্বাক্যে ভগবান আত্মার প্রাগ্‌ভাব এবং ভবিষ্যতেও ইঁহারা থাকিবেন—এতদ্বাক্যে আত্মার প্রধ্বংসাভাব এবং এখন যে আছেন—ইহাতে আত্মার সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভাব দেখাইয়া আত্মা যে নিত্য ও ক্ষণধ্বংসী স্থূলদেহ হইতে পৃথক, ইহাই প্রমাণ করিলেন॥১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কৌমারং যৌবনং

জরা (কৌমার, যৌবন ও জরা), তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (এক শরীর ত্যাগের পর অন্য দেহ লাভ), তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানবান) ন মুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেহী এই দেহতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা—এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দেহান্তরপ্রাপ্তিও তদ্রূপ একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র। ধীরপুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হন না॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **দেহিনোঽস্মিন্**=দেহিনঃ+অস্মিন্। **দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র**=দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ+ধীরঃ+ তত্র। **দেহিনঃ**=দেহঃ অস্য অস্তি ইতি; দেহ+ইন্=দেহিন্ (গুণিন্-এর মতো) ৬ষ্ঠী একবচন। **যথা**=যদ্+থাল্ প্রত্যয়ঃ, অব্যয়। **অস্মিন্**=ইদম্+৭মী একবচন। দেহে—অধিকরণে ৭মী একবচন। **কৌমারম্**=কুমারস্য ভাবঃ; কুমার+অণ্ (কৌমারং ক্লীবলিঙ্গ শব্দ)। **যৌবনম্**=যুনঃ ভাবঃ; যুবন্+ অণ্=যৌবনম্ (ক্লীব)। **জরা**=জৄ+অঙ্=জরা, স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের ন্যায়। **তথা**=তদ্+প্রকার্থে থাল্ প্রত্যয়। **দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ**=অন্যঃ দেহঃ দেহান্তরম্—নিত্যসমাস। **প্রাপ্তিঃ**=প্র-আপ্+ক্তিন্। দেহান্তরস্য প্রাপ্তিঃ=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ধীরঃ**=ধীঃ অস্য অস্তি ইতি, ধী+র প্রত্যয়। **তত্র**=তদ ৭মী স্থানে ত্রল্ প্রত্যয়। **মুহ্যতি**=মুহ্+লট্ তি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব ন তু স্বতঃ, পূর্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ; তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তর প্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি? দৃষ্টান্তমাহ—দেহিন ইতি। দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী। তস্য দেহিনো দেহবত আত্মনঃ। অস্মিন্ বর্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবো বাল্যাবস্থা। যৌবনং যূনো ভাবো মধ্যমাবস্থা। জরা বয়োহানির্জ্জীর্ণাবস্থা। ইত্যেতাস্তিস্রোঽবস্থা অন্যোন্যবিলক্ষণাঃ। তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশঃ। দ্বিতীয়াবস্থোপজননে নোপজননমাত্মনঃ। কিং তর্হি? অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তিরাত্মনো দৃষ্টা। তথা তদ্বদেব— দেহাদন্যো দেহো দেহান্তরং—তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। অবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ। ধীরো ধীমাংস্তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যজ্ঞদত্ত জন্মগ্রহণ করিল, যজ্ঞদত্ত মরিয়া গেল, ইত্যাকার লৌকিকাভাসে "দেহেরই সহিত আত্মার জন্ম ও মরণ হয়", যাহাতে এইরূপ ভ্রমে অর্জুনের মোহবৃদ্ধি না হয় তজ্জন্য ভগবান বলিতেছেন—ত্রিকালে ত্রিলোকে যত প্রকার দেহ সম্ভূত হয়, যিনি তত্তাবদ্দেহই ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই "দেহী"। একই আত্মা বিভূরূপে সর্বদেহেই বিরাজমান। আত্মা "এক" এই জন্য এই শ্লোকে "দেহিনঃ" একবচনপদের প্রয়োগ হইয়াছে;

কিন্তু দেহ "বহু" এই অর্থে পূর্বশ্লোকে "সর্বে বয়ম্" এই বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমিই বালক ছিলাম, আমিই যুবা হইয়াছি, পুনঃ আমিই বৃদ্ধ হইব, ইত্যাকার তিন বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব দেহী এক দেহেই করিয়া থাকেন। দেহ ত্রিভাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু আত্মা বালককালে যিনি ছিলেন, যৌবনকালে তিনিই আছেন, বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনিই থাকিবেন। আত্মার কখনও অন্যথা হয় না। "আমি" স্থূল-সূক্ষ্মাদিভেদে যখন যে-দেহেই থাকি না কেন "আমি" সর্বথা সেই "আমিই" থাকি। দেহের ন্যায় যদি আমি পরিবর্তনশীল হইতাম, তবে "বালক আমি" ও "যুবা আমি" এই স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইত। দৈহিক অবস্থার পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু "আমিত্ব" বোধের কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না। শরীরতত্ত্ববিদগণের মতে শরীরের পরমাণুপুঞ্জ প্রতি ১০/১২ বৎসরে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায় ও প্রত্যক্ষতঃও দেখা যায় যে, বালককালের মূর্তির সহিত আমার যৌবনমূর্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই এবং বর্তমানের সহিত বার্ধক্যেরও থাকিবে না। আবার স্বপ্নাবস্থায় ও যোগাবস্থায় দেহী কত বিচিত্র দেহে বিহার করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি "আমি" জ্ঞানের পার্থক্য হয় না। জীবগণ "আমি স্থূল", "আমি গৌর", "আমি মনুষ্য", "আমি জাত", "আমি পীড়িত" ইত্যাদি দৈহিক অবস্থা মরুমরীচিকাবৎ ভ্রমবশতঃ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। দেহনাশে আত্মার বিনাশের আশঙ্কা কোথায়? শ্রুতি বলেন—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি।[১] পুনঃ যদি এইরূপ মনে কর যে, পদনখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত শরীরই আত্মা; আত্মার বিভুত্ব প্রযুক্ত তবে ভীষ্মাদির দেহরূপ আত্মা তোমার দেহরূপ আত্মার দ্বারা হত হইবে এই আশঙ্কা করিতেছ কেন? শ্রুতি বলিতেছেন—"একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা ইতি";[২] অর্থাৎ, একই আত্মারূপী দেবতা সর্বপ্রাণীতে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সর্বভূতে তিনি অন্তরাত্মা। অনবচ্ছেদকত্ব প্রযুক্ত আত্মার জন্মমরণাদি অজ্ঞানকল্পনামাত্র। তোমার "বাল্যাবস্থার" মৃত্যু হইয়াছে, তুমি যেমন তজ্জন্য শোক করিতেছ না, তদ্রূপ এতৎ স্থূলদেহনাশেও কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি শোকার্ত হন না॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংসর্গ) তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী), আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল), অনিত্যাঃ [চ] (ও অনিত্য); [অতএব] [হে] ভারত! তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য করিবে)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের সংসর্গ শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী হইয়া থাকে; কিন্ত হে ভারত! সমস্তই অনিত্য, অতএব তত্তাবৎ সহ্য করাই তোমার কর্তব্য। এইরূপ ইষ্টানিষ্টও অনিত্য, তজ্জন্য হর্ষ বিষাদ না করিয়া তাহা ধীরভাবে সহ্য করিবে॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ মাত্রাস্পর্শাস্তু=মাত্রাস্পর্শাঃ+তু। আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব=আগমাপায়িনঃ+

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/১৮, গীতা, ২/২০
২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১১

অনিত্যাঃ+তান্+তিতিক্ষস্ব। **মাত্রাস্পর্শাঃ**=মাত্রাণাং (তন্মাত্রাণাং) স্পর্শাঃ (সংযোগঃ) (ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ) ইতি মাত্রাস্পর্শাঃ, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **তু**=অব্যয়। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্ প্রত্যয়। **শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ**= শীতঞ্চ উষ্ণঞ্চ, সুখং চ দুঃখং চ=শীতোষ্ণসুখদুঃখম্=সমাহার-দ্বন্দ্ব, তৎ দদাতি ইতি। শীতোষ্ণসুখদুঃখদা=শীতোষ্ণসুখদুঃখদা+ক (শীতোষ্ণসুখদুঃখদঃ) ১মা বহুবচন। **আগমাপায়িনঃ**= আগমশ্চ অপায়শ্চ=আগমাপায়ৌ; আগমাপায়ৌ এষাং স্তঃ ইতি, আগমাপায়+ইন্, ১মা বহুবচন। **অনিত্যাঃ**=ন নিত্যাঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **তান্**=তদ্ (পুং) ২য়া বহুবচন। **তিতিক্ষস্ব**=তিজ্+স্বার্থে সন্, লোট্ স্ব (মধ্যম পুরুষ একবচন) **ভারত**=ভরত+অণ্॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু তান্ গতাসূন্ অগতাসূন্ বা ন শোচামি, কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে ত্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যাঃ অস্থিরাঃ, অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। যথা জলাতপাদিসম্পর্কাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি; তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদ্যপ্যাত্মবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতঃ। তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে। সুখবিয়োগনিমিত্তো মোহঃ। দুঃখসংযোগনিমিত্তশ্চ শোকঃ। ইত্যেতদর্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি। মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ। তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখং চ প্রযচ্ছন্তীতি। অথবা স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ। মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদ্দুঃখম্। তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপম্। সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতঃ—অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োর্গ্রহণম্। যস্মাত্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িন আগমাপায়শীলাস্তস্মাদনিত্যাঃ। উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ। অতস্তাঞ্ছীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব। তেষু হর্ষং বিষাদং চ মা কার্ষীরিত্যর্থঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদ্দ্বারা বিষয় বিদিত হওয়া যায় তাহার নাম অর্থাৎ রূপাদিবিষয়বোধক নেত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির নাম "মাত্রা"। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়সম্বন্ধের নাম "মাত্রাস্পর্শ"। নেত্রাদি ইন্দ্রিয়জনিত তত্তদ্বিষয়াকার অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তিসমূহের নামও "মাত্রাস্পর্শ"। এতাবৎ আগম—উৎপত্তি ও অপায়—বিনাশবিশিষ্ট। এই জন্য শীতোষ্ণাদি বা হর্ষবিষাদাদি কিংবা ইষ্টানিষ্টাদি সমস্তই অনিত্য অন্তঃকরণ বিকারযুক্ত, তাহার সহিত নির্বিকার, নির্গুণ আত্মার সম্বন্ধ কী? "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। (শ্রুতি)[1] আত্মা সর্বসাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। অনিত্য অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি ধর্ম নিত্য নির্বিকার আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। কেননা, "নিত্য" ও "অনিত্য" এই বিরুদ্ধপদার্থদ্বয়ের ধর্ম এক হইবার উপায় নাই। অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১১

দেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আত্মার ভেদ কল্পনা করা মহাভ্রম। কেননা, আত্মা সৎ-রূপে—স্ফুরণরূপে সর্ববস্তুতে সদাই বিদ্যমান, সত্তাস্বরূপের ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। "ন্যায়" ও "মীমাংসা" উভয়েই অন্তঃকরণকে সুখদুঃখাদির উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাকে নৈয়ায়িকগণ সুখদুঃখাদির সমবায়ী কারণ বলেন বটে, কিন্তু আত্মাতে গুণারোপ করা শ্রুতিবিরুদ্ধ। মীমাংসার মতে, আত্মা নির্গুণ ও অন্তঃকরণ সুখদুঃখাদির উপাদান কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন, "কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এবেতি"[১]; অর্থাৎ কামনা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য বা ধারণা, অধৈর্য, লজ্জা, বৃত্তিজ্ঞান, ভয় এতাবৎ মনই। আবার কামাদিই সুখদুঃখের কারণ, সুতরাং শ্রুতি, মনঃ—অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির হেতু নিরূপণ করিলেন। অতএব হে অর্জুন! শীতাতপাদি একসময়ে সুখকর ও সময়ান্তরে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। এতাবৎ আত্মার ধর্ম নহে। ভীষ্মদ্রোণাদির সংযোগবিয়োগরূপ মাত্রাস্পর্শ ধীরতাপূর্বক তোমার সহ্য করা কর্তব্য। কেননা, ইহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে "কৌন্তেয়" ও "ভারত" এই পদদ্বয়ে সম্বোধন এই জন্য করিলেন যে, তোমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল—উভয় কুলই বিশুদ্ধ, অতএব তোমার অজ্ঞানচিন্তা শোভা পায় না॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (কেননা) [হে] পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) এতে (এই শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (দুঃখে ও সুখে সমান জ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে পণ্ডিতপুরুষকে) ন ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (মোক্ষলাভের নিমিত্ত) কল্পতে (উপযোগী হন)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে ধীর ব্যক্তির দুঃখে সুখে সমান জ্ঞান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বিষয়স্পর্শ যাঁহাকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই ধর্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত অধিকারী॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **পুরুষর্ষভ**=পুরুষঃ+ঋষভ। **ব্যথয়ন্ত্যেতে**=ব্যথয়ন্তি+এতে। **সোঽমৃতত্বায়**=সঃ+ অমৃতত্বায়। **পুরুষঃ**=পুরি (দেহে) শেতে ইতি উপপদ সমাস। **পুরুষর্ষভঃ**=পুরুষঃ ঋষভঃ ইব= উপমিত কর্মধারয় সমাস। **ব্যথয়ন্তি**=ব্যথ্+ণিচ্+লট্ অন্তি। **এতে**=এতদ্ (পুং) ১মার বহুবচন। **সমদুঃখসুখম্**=দুঃখঞ্চ সুখঞ্চ—দুঃখসুখম্ বা দুঃখেসুখে বিপ্রতিষিদ্ধং চানাধিকরণবাচি অনুসারে সমাহার একবচনান্ত ও ইতরেতর দ্বিবচনান্ত হয়। দুঃখসুখং সমং যস্মিন্ সমদুঃখসুখঃ=বহুব্রীহি, তম্ ২য়া একবচন; পুরুষম্ এর বিশেষণ। **ধীরম্**=ধী+রা+ক ২য়া একবচন। **সঃ**=তদ্ ১মা কর্তরি। **অমৃতত্বায়**=ন মৃতঃ অমৃতঃ; অমৃতস্য ভাবঃ=অমৃত+ত্ব=অমৃতত্বম্ ৪র্থী একবচন। "সম্পদ্যমানাৎ কৢপ্যাদেঃ" ৪র্থী। **কল্পতে**=কৢপ্+লট্ তে॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৫/৩

যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্য ভবতি॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাদিতি? শৃণু—যং হীতি। যং হি পুরুষম্। সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখম্। সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতম্। ধীরং ধীমন্তম্। ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি। নিত্যাত্মদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ। স নিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুরমৃতত্বায়—অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ—কল্পতে সমর্থো ভবতি॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অনেকে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

"কর্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথাঽপরাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ং চ।
প্রাণাদি পঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ কামশ্চ কর্ম চ পুনরষ্টমী পূঃ॥" ইতি॥

১—কর্মেন্দ্রিয় [বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ], ২—জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, নেত্র, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক), ৩—অন্তঃকরণ [মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার], ৪—প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান), ৫—ভূত [ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম], ৬—কাম, ৭—কর্ম, ৮—তমঃ (অবিদ্যা), এই অষ্টপুরে যিনি নিবাস করেন, তিনিই পুরুষ। পুরুষরূপ আত্মা এতাবৎ হইতে স্বতন্ত্র। শ্রুতি বলিতেছেন—"স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ।"[1] চৈতন্যস্বরূপ আত্মা শরীরাদিরূপ সর্ব পুরীতে নিবাস করেন বলিয়া "পুরুষ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন রক্তবর্ণ জবাকুসুম নির্মল স্ফটিকের নিকট থাকিলে জবার রক্ত আভা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সুখদুঃখরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম, গুণকর্মবর্জিত স্বচ্ছ আত্মাতে ভ্রমবশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে।

"সূর্যো যথা সর্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥"[2]

সূর্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হইয়াও জগতের বাহ্য দোষে লিপ্ত নন, তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় সর্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্য দুঃখে লিপ্ত হন না। অতএব ধীর পুরুষ আপনাকে ব্রহ্মাত্মস্বরূপে বিদিত হইয়া শোক দুঃখের উপাদানস্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তিকরতঃ অদ্বিতীয় স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মা সদাই মুক্ত; বুদ্ধি আদি উপাধিকৃত বন্ধনভাব স্ফটিকজবাসম্বন্ধবৎ আত্মাতে ভ্রমবশতঃ আরোপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা নিত্য, বিভু ও অদ্বিতীয়। অজ্ঞানরূপ কারণ উপাধি দ্বারা আত্মাতে ভেদবুদ্ধি কল্পিত হয়। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলে সুখদুঃখ বা শীতোষ্ণাদির অনুভব হয় না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ॥" (শ্রুতি)[3]। আত্মবেত্তা পুরুষ শোকসন্তাপ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। "পুরুষর্ষভ" পদদ্বারা ভগবান

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২/৫/১৮
২ কঠ উপনিষদ্, ২/২/১১
৩ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/১/৩

অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচনা করিলেন যে, তুমি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ও পরমানন্দরূপশ্রেষ্ঠতাপূর্ণ, তোমার আবার শোক-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-কল্পনা কী? তুমি দ্বৈতবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আপনাকে মুক্ত বলিয়া বিদিত হও॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অসতঃ (অসৎ পদার্থের) ভাবঃ (অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নাই), সতঃ (সৎ পদার্থের) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই), তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ কর্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ (নির্ণয়) দৃষ্টঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে পদার্থ অসৎ, তাহার বিদ্যমানতা কোনো কালেই নাই এবং যাহা সৎ, তাহার অভাবও কোনো কালে নাই, তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এইরূপে সদসৎ উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **নাসতঃ**=ন+অসতঃ। **নাভাবঃ**=ন+অভাবঃ। **উভয়োরপি**=উভয়োঃ+অপি। **দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ**=দৃষ্টঃ+অন্তঃ+তু+অনয়োঃ+তত্ত্বদর্শিভিঃ। **অসতঃ**=অস্‌+শতৃ=সৎ; সৎ ৬ষ্ঠী একবচন=সতঃ, ন সতঃ=অসতঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ। **বিদ্যতে**=বিদ্‌ (অস্তিত্ব অর্থ দিবাদিগণীয়)+লট্‌ তে। **ভাবঃ**=ভূ+ঘঞ্‌, ভাব অর্থে অস্তিত্ব। সতঃ=অস্‌+শতৃ=সৎ; ৬ষ্ঠী একবচন। **অভাবঃ**=ন ভাবঃ-নঞ্‌ তৎপুরুষ। **তত্ত্বদর্শিভিঃ**=তস্য ভাবঃ ইতি, তদ্‌+ত্ব=তত্ত্বম্‌, তত্ত্বং পশ্যতি ইতি তত্ত্ব-দৃশ্‌+ণিন্‌। তত্ত্বদর্শিন্‌ ৩য়া বহুবচন, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। **অনয়োঃ**=ইদম্‌ ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **উভয়োঃ**=উভ ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **দৃষ্ট**=দৃশ্‌+ক্ত (পুং) ১মা একবচন॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্বং সোঢুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্ত্বা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তঃ নির্ণয়ো দৃষ্টঃ; কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবিদ্ভিঃ এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তম্‌। যস্মাৎ—নাসত ইতি। নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা। ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি। যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্তথা সর্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসন্‌। জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্ধ্বং চানুপলব্ধেঃ। কার্যস্য ঘটাদের্মৃদাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বম্‌। তদসত্ত্বে চ সর্বাভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ? ন। সর্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ—সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি

তদসৎ। ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্বৈরুপলভ্যেতে সমানাধিকরণে। ন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীতি! এবং সর্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। তথা চ দর্শিতম্। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ। তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ। ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ? ন। পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ। বিশেষণবিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিঃ। অতোঽপি ন বিনশ্যতি।

অথ সদ্বুদ্ধিবদসদ্বুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যত ইতি চেৎ? ন। পটাদাবদর্শনাৎ। সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যত ইতি চেৎ? ন। বিশেষ্যাভাবাৎ। সদ্বুদ্ধির্বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ? ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বম্। ঘটাদিবিশেষ্যাভাবে ন যুক্তমিতি চেৎ? ন। ইদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ। তস্মাদ্দেহাদের্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চাত্মনোঽভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচাম। এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্ট উপলব্ধোঽন্তো নির্ণয়ঃ—সৎ সদেবাসদসদেবেতি—অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তদিতি সর্বনাম। সর্বং চ ব্রহ্ম। তস্য নাম তদিতি। তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। ব্রহ্মণো যাথাত্ম্যম্। তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ। তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহং চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি—বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাঽবভাসতে—ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সৎস্বরূপ আত্মা একই হইলেন, তবে সেই সৎস্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সত্য এবং এই সংসারে বিদ্যমান সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। কেননা তাহা হইলে জ্ঞানপ্রভাবে আত্মারও নিবৃত্তি হইয়া যাইত। এতৎসমাধানার্থ ভগবান এইরূপ সঙ্কেত করিলেন যে, শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান যেরূপ কল্পিত আরোপমাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে রজতত্ব নাই, তদ্রূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ সদাত্মাতে কল্পনামাত্র। জ্ঞানদ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হইলেই সংসারের সত্যতাভ্রম বিদূরিত হয়। ইহাতে পাছে অর্জুনের এইরূপ সংশয় হয় যে, আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই যখন প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে আত্মা ও জগৎ উভয়ই সত্য অথবা উভয়ই অসত্য না হইবে কেন? এই জন্য ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

যাহা দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছেদের অধীন, তাহাই অসৎ। অর্থাৎ, যাহা অন্যত্র নাই এখানে আছে, দেশপরিচ্ছেদের জন্য তাহা অসৎ। যাহা পূর্বে ছিল না, এক্ষণে রহিয়াছে, কিন্তু পরে থাকিবে না, তাহা কালপরিচ্ছেদের অধীন, সুতরাং অসৎ। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত—এই তিন প্রকার ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। আম্রবৃক্ষে ও নিম্ববৃক্ষে যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ বলে; পাষাণে ও বৃক্ষে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ এবং একই বৃক্ষের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বগতভেদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অথবা জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীব ও জগতে ভেদ, জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদ এবং জগতের পরস্পর ভেদ, এই পঞ্চবিধ ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। প্রোক্ত ভেদসমূহের

কোনোরূপ ভেদ যে-পদার্থে দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ। এতাবৎ লক্ষণানুসারে "জগৎ অসৎ" ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কারণের কারণরূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ এবং তদধিকরণে অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে, দেশবিশেষে, পাত্রবিশেষে অনুভূত, প্রকাশিত বা আবির্ভূত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥"[১]

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥"[২]

হে সৌম্য! এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ, উৎপত্তির পূর্বে সৎ-রূপেই ছিল। সেই সৎ বস্তু এক ও অদ্বিতীয়। এই সমস্ত জগৎই আত্মময়; সেই আত্মা সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতো! সেই সৎস্বরূপ আত্মাই তুমি। সৎস্বরূপের এই শ্রুতিবিহিত চিত্রটি কোনো পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নিত্যবিদ্যমানতার বাধা পাইল না। সৎ—জলস্বরূপ, ও অসৎ—তরঙ্গ বা স্ফুরণ বা ক্ষণবিধ্বংসী বিকাশ মাত্র। তরঙ্গ বলিয়া যেমন স্বতন্ত্র কোনো বস্তু কোনো কালেই নাই, তদ্রূপ অসৎ বস্তু কোনো কালেই নাই। একমাত্র সৎ বস্তুই অসন্নিবৃত্তিদ্বারা মুক্তিলাভ করে। অসৎ ভাবের নিবৃত্তি হইলেই সুখদুঃখ শীতোষ্ণাদির তিতিক্ষা অনায়াসেই নিবৃত্ত হইতে পারে॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যেন (যাঁহা কর্তৃক) ইদং সর্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিও), কশ্চিৎ (কেহই) অস্য অব্যয়স্য (এই অব্যয়স্বরূপের) বিনাশং কর্তুং (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই; কেহই এই অব্যয়স্বরূপের বিনাশসাধনে সমর্থ হয় না॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বমিদম্**=সর্বম্+ইদম্। **বিনাশমব্যয়স্যাস্য**=বিনাশম্+অব্যয়স্য+অস্য। **কশ্চিৎ**=কঃ+চিৎ। **কর্তুমর্হতি**=কর্তুম্+অর্হতি। **যেন**=যদ্ ৩য়া একবচন। **ইদং সর্বম্**=ইদং শব্দ বাহ্য জগৎ ও তাহার সমস্ত বস্তু নিয়ে। **ততম্**=তন্-(ব্যাপ্ত করা)+ক্ত ক্লীবলিঙ্গ একবচন। **তৎ**=(পরব্রহ্ম) অলিঙ্গ বলিয়া ক্লীবলিঙ্গে "তৎ" বলা হইল, "স" বলা হয় নাই। **অবিনাশি**=ন বিনাশি; **বিনাশঃ**=বি-নশ্+ঘঞ্। বিনাশ+ইনি=বিনাশি (ব্রহ্মের বিশেষণ বলিয়া অবিনাশিন্ শব্দের ১মার একবচনের রূপ অবিনাশী হয় নাই। ইন্ ভাগান্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ হইলে উহার রূপ বারি শব্দের মতো হয়) **তু**=কিন্তু, অব্যয়। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **কশ্চিৎ**=কঃ+চিৎ (অনির্দিষ্টার্থে) **অব্যয়স্য**=নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য তৎ অব্যয়ম্—নঞ্ তৎপুরুষ তস্য। **অস্য**=ইদম্ ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্তুম্**=কৃ+তুমুন্। **অর্হতি**=অর্হ্+লট্ তি॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো

---
১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২/১
২ তদেব, ৬/৮/৭; ৬/১০-১৬/৩

দর্শয়তি—অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্বমিদমাগমাপায়ধর্মাত্মকং দেহাদিকং ততং তৎসাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনস্তদ্ যৎ সদেব সর্বদেতি? উচ্যতে—অবিনাশীতি। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলমস্যেতি। তু শব্দোঽসতো বিশেষণার্থঃ। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। কিম্? যেন সর্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশম্। আকাশেনেব ঘটাদয়ঃ। বিনাশমদর্শনমভাবম্। অব্যয়স্য—ন ব্যেত্যুপচয়াপচয়ৌ ন যাতীত্যব্যয়ম্। তস্যাব্যয়স্য। নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ব্যভিচরতি—নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিবৎ। নাপ্যাত্মীয়েন আত্মীয়াভাবাৎ। যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি। ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেতি। অতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি। ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি। ঈশ্বরোঽপি। আত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ। যথা চক্ষুর্গতরেখাশ্চক্ষুর্ন পশ্যতি॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি সৎস্বরূপের দৃশ্যমান স্ফুরণই প্রপঞ্চ জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে জগতের দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্নতারূপ "বিনাশধর্ম" সৎস্বরূপে আরোপিত না হইবে কেন? এই ভ্রান্তিশান্তির জন্য ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ঈষদন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রজ্জুকে সর্প বা দণ্ডবৎ প্রতীতি হয়। রজ্জু বস্তুতঃ তথায় সর্প বা দণ্ডে পরিণত হয় নাই; কেবল দ্রষ্টার অধ্যাসগুণে সর্প বা দণ্ডের ঔপাধিক দৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তদ্রূপ, সর্বথা অপরিচ্ছিন্ন সদ্বস্তুরূপ স্ফুরণে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়বৃত্তি বিজৃম্ভণ-জন্য "বিনাশ"-রূপ কল্পিত ধর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ সৎ-রূপ স্ফুরণের উৎপত্তি ও বিনাশ আদৌ নাই। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকলাপ নিরুদ্ধ হইলে এই পরিচ্ছেদময় প্রপঞ্চের কণামাত্র জ্ঞানও থাকে না, অথচ সদ্বস্তুর বিদ্যমানতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। যদি সুষুপ্তিকালে আত্মসত্তারও বিনাশ হইত, তবে জীব জাগরিত হইয়া "আমি এতক্ষণ সুষুপ্ত ছিলাম"—ইহা কদাচ অনুভব করিতে পারিত না; এবং সুষুপ্তির পূর্বে যে "আমি" ছিলাম, পুনর্জাগ্রদ্দশায়ও সেই "আমি" আছি, ইহা বুঝিতে সমর্থ হইত না। যথা শ্রুতি—

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ॥"[১]

সুষুপ্তিকালে আত্মার যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় না, চৈতন্যরূপ স্ফুরণের অভাব তাহার কারণ নহে, কিন্তু আত্মা স্বগত চৈতন্য স্ফুরণসহ দেখিলেও দ্বৈত প্রপঞ্চেরই অভাববশতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না; কেননা, দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপভূত স্ফুরণরূপ দৃষ্টি বিনাশবর্জিত; সুতরাং স্ফুরণ-দৃষ্টির কোনো কালেই অভাব হয় না। ইহা দ্বারা শ্রুতি, স্ফুরণ-দৃষ্টির নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সত্তা প্রমাণ করিলেন। আত্মা বা তৎস্ফুরণরূপ অনন্ত সত্তার কখনোই বিনাশ নাই। আত্মাতে অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াই এই প্রপঞ্চ জগতের কল্পনা করিয়া থাকে। এই কল্পনা অসৎ এবং ইহার

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/২৩

অপরিচ্ছিন্ন নিত্য বিদ্যমানতা কিছুতেই সম্ভবে না। যাহা সৎ, তাহা নিত্য, অব্যয় ও অনন্ত। বিনাশ বা উৎপত্তি সদ্বস্তুর ধর্ম নহে, উহা ঔপাধিক মাত্র॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নিত্যস্য (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্ন) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সমস্ত দেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশধর্মশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে); তস্মাৎ (সেই কারণে) [হে] ভারত! যুধ্যস্ব (যুদ্ধ করো)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেহী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়; এই বিনাশধর্মশীল সমস্ত দেহই তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন। অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ করো॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **নিত্যস্যোক্তাঃ**=নিত্যস্য+উক্তাঃ। **অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য**=অনাশিনঃ+অপ্রমেয়স্য। **অনাশিনঃ**=নশ্+ঘঞ্=নাশঃ, নাশ অস্য অস্তি ইতি—নাশ+ইনি=নাশিন্—বহুবচনে নাশিনঃ, ন নাশিনঃ=অনাশিনঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **অপ্রমেয়স্য**=প্রকর্ষেণ মীয়তে ইতি, প্র-মা+অঙ্=প্রমা। প্রমায়াঃ যোগ্যম্-প্রমা+যৎ=প্রমেয়ম্, ন প্রমেয়ঃ—অপ্রেময়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ৬ষ্ঠী একবচনে অপ্রমেয়স্য। **শরীরিণঃ**=শরীরম্ অস্য অস্তি—শরীর+ইনি=শরীরিন্, ১মা একবচনে শরীরী, ৬ষ্ঠী একবচনে শরীরিনঃ। **ইমে**=ইদম্ (পুং) ১মার বহুবচন। **দেহাঃ**=দিহ্+ঘঞ্, দেহঃ, ১মা বহুবচন—দেহাঃ। **অন্তবন্তঃ**=অন্তঃ অস্য অস্তীতি, অন্ত+মতুপ্=অন্তবৎ (পুং) ১মার বহুবচন অন্তবন্তঃ। **উক্তা**=ব্রূ বা বচ্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **তস্মাদ্**=তদ্+হেতৌ ৫মী। **যুধ্যস্ব**=যুধ্+লোট্ স্ব॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আগমাপায়ধর্মকং সন্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইত্যাদি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ নিত্যস্য সর্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএবানাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদি ধর্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনস্তদসৎ যৎ স্বাত্মসত্তাং ব্যভিচরতীতি? উচ্যতে—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তেঽন্তবন্তঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণ-নিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে স তস্যান্তঃ—তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্চান্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্যাত্মনোঽন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্যানাশিন ইতি ন পুনরুক্তম্। নিত্যত্বস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে। নাশস্য চ। যথা দেহো ভস্মীভূতোঽদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে। বিদ্যমানোঽপি যথাঽন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে। তত্রানাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাৎ। আত্মনস্তন্মা ভূদিতি নিত্যস্যানাশিন ইত্যাহ। অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য

প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ। নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্বম্। ন। আত্মনঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা ভবতি ন হি পূর্বমিত্থমহমিত্যাত্মানমপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ততে। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি। শাস্ত্রং ত্বন্ত্যং প্রমাণমতদ্ধর্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে। ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন তথা চ শ্রুতিঃ—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তর ইতি[১]। যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চাত্মা তস্মাদ্ যুধ্যস্ব। যুদ্ধাদুপরমং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র যুদ্ধকর্তব্যতা বিধীয়তে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত এব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তে॥অতস্তস্য কর্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে। তস্মাদ্‌যুধ্যস্বেত্যনুবাদমাত্রম্। ন বিধিঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জড়বুদ্ধি জড়বাদিগণ মনে করে যে, যেমন চূর্ণ ও খদির একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সমাগমরূপ দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাববশতঃ স্বতঃ-ই চৈতন্যের [আত্মস্ফুরণ] প্রকাশ হইয়া থাকে। পাছে অর্জুন এই ভ্রমবুদ্ধির বশবর্তী হন, সেই জন্য ভগবান ইতঃপূর্বে "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদি বলিয়াও পুনর্বার এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই শ্লোকে "দেহাঃ" এই বহুবচনান্ত পদ দ্বারা ভগবান স্থূল, সূক্ষ্ম কারণরূপ বিরাট সূত্র, অব্যাকৃত নামক সমষ্টি ব্যষ্টি তাবৎ শরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চকোশও এই শরীরত্রয়ের অন্তর্গত। অন্নময়কোশ স্থূলশরীর, প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোশ সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময়কোশ কারণশরীরের অন্তর্গত। অথবা ত্রিলোকমধ্যে বিদ্যমান যত প্রকার প্রাণিদেহ আছে, তৎসমস্তই এক জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারই অধিষ্ঠানভূমি এইরূপ লক্ষিত হইয়াছে। যাহা চিরকাল থাকে তাহা "নিত্য"; কিন্তু কালেরও যদি ধ্বংস হয়, তাহাতে আত্মস্ফুরণের পরিচ্ছেদ যা বিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে, এই জন্য ভগবান এই শ্লোকে সদ্বস্তুর "নিত্য" ও "অবিনাশি" এই উভয় বিশেষণই দিয়াছেন। ঘটপটাদির প্রমাণাদির জন্য যেমন সূর্যের প্রকাশাদির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূর্য অন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রমাণ প্রয়োগাদির অপেক্ষা করেন না, এই জন্য তিনি "অপ্রমেয়" যথা শ্রুতি—

"একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।"[২]

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥"[৩]

যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ...বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ॥"[৪] চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একস্বরূপেই দ্রষ্টব্য। তিনি অপ্রমেয় এবং ধ্রুব অপ্রমেয়। সেই

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৪/১; ৩/৪/২; ৩/৫/১
২ তদেব, ৪/৪/২০
৩ কঠ উপনিষদ্, ২/২//১৫; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১৪; মুণ্ডক উপনিষদ্, ২/২/১০
৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৫/১৫

স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপের তেজে সূর্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র তারাগণও প্রকাশদানে অসমর্থ, বিদ্যুদ্‌গণও তথায় প্রকাশ দিতে পারে না, অগ্নিই বা কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ ও তাঁহারই জন্য সমস্ত জগৎ প্রতীত হইতেছে। সেই সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ আত্মাকে জীব কোন্‌ প্রমাণে জানিতে পারিবে, তিনি প্রমেয় নন। এই স্বপ্রকাশ, অপ্রমেয় আত্মাতে "অসৎ" ভাব কখনোই সম্ভবপর নহে। চৈতন্য জড় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বরং স্বপ্রকাশক চৈতন্য আছেন বলিয়াই জড়জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। আত্মস্ফুরণেই অন্তঃকরণের বৃত্তি সহযোগে জগৎ দৃষ্ট হয়। অন্তঃকরণবৃত্তিনিচয়েরও প্রকাশক আত্মা। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, সর্বব্যাপী; আত্মার বিনাশশঙ্কায় তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না। ভীষ্মদ্রোণাদির দৃশ্যমান স্থূলদেহ তো অনিত্য, উহা বিনষ্ট হইবেই হইবে। অতএব, অবশ্য বিনশ্বর দেহনাশে বৃথা নিবৃত্ত হইয়া কেন স্বীয় ধর্ম নষ্ট করিতেছ? এই শ্লোকে যে "যুধ্যস্ব" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভগবান উহা "ক্ষত্রিয়ের ধর্ম" বিধিবাক্য বলিয়া ব্যবহার করেন নাই, কেননা আত্মজ্ঞানোপদেশকালে "বিধি-নিষেধের" কথা উঠিতে পারে না। অর্জুন প্রথমেই যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছেন, ভগবান তাহারই অনুবাদ করিলেন মাত্র। যেমন, কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভোজন করিতে বসিয়া যদি কোনো অশুদ্ধির আশঙ্কা করিয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয় এবং তখন যদি কোনো ধর্মাত্মা তাহার আশঙ্কা নিরসনপূর্বক বলেন, "তুমি ভোজন করো", তবে এখানে "ভোজন করো" বিধিবাক্য হয় না, তাহার পূর্বারব্ধ কার্যের অনুবাদ করা হয় মাত্র॥১৮॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) বেত্তি (মনে করেন), যশ্চ (এবং যিনি) এনং (ইঁহাকে) হতং (বিনষ্ট) মন্যতে (মনে করেন), তৌ উভৌ [এব] (তাঁহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (জানেন না); অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না); ন হন্যতে (হত হন না)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়ে আত্মানভিজ্ঞ। কেননা, আত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও দ্বারা নিহত হন না॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **যশ্চৈনম্‌**=যঃ+চ+এনম্‌। **নায়ম্‌**=ন+অয়ম্‌। **যঃ**=যদ্‌ শব্দের ১মা একবচন, কর্তরি ১মা। **এনম্‌**=এতদ্‌ শব্দের ২য়া একবচনে "এতম্‌" ও "এনম্‌" দুইটি রূপ হয়। **বেত্তি**=বিদ্‌ ধাতু জানা অর্থে—বেত্তি। **হন্তারম্‌**=হন্‌+তৃচ্‌, ২য়া একবচন। **মন্যতে**=মন্‌+লট্‌ তে। **হতম্‌**=হন্‌+ক্ত, কর্মণি ২য়া একবচন (পুং)। **উভৌ**=উভ শব্দের ১মা দ্বিবচন। উভ শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। **বিজানীতঃ**=বি-জ্ঞা+লট্‌ তস্‌ (১ম পুরুষ, দ্বিবচন)। **অয়ম্‌**=ইদম্‌ (পুং) ১মা একবচন। **হন্তি**=হন্‌+লট্‌ তি। **হন্যতে**=হন্‌+কর্মণি বাচ্যে লট্‌ তে॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং ভীষ্মাদি-মৃত্যুনিমিত্তশোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো

হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্ "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্মত্ববৎ কর্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রম্। ন প্রবর্তকমিতি। এতস্যার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায় ভগবান। যত্তু মন্যসে—যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে—অহমেব তেষাং হন্তেতি—এষা বুদ্ধির্মৃষৈব তে। কথম্? য এনমিতি। য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্তারম্। যশ্চৈনমন্যো মন্যতে হতং দেহহননেন হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্মভূতম্। তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবন্তাববিবেকেনাত্মানমহংপ্রত্যয়বিষয়ম্। হন্তাহং—হতোঽস্ম্যহমিতি দেহহননেনাত্মানং যৌ বিজানীতস্তাবাত্মস্বরূপানভিজ্ঞাবিত্যর্থঃ। যস্মান্নায়মাত্মা হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা ভবতি। ন চ হন্যতে। ন চ কর্ম ভবতীত্যর্থঃ। অবিক্রিয়ত্বাৎ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন মনে করেন যে, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি উপদেশ ও প্রবোধবাক্যে শোক অবিহিত, ইহা তো বুঝিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব গুরুজন বধে যে অধর্ম হইবে, এতাবদুপদেশে কই তাহা তো দূর হইল না। অতএব যুদ্ধবাসনা অনুচিত। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, দেহাত্মাভিমানিগণই আত্মার বিনাশশঙ্কা করিয়া থাকে। আত্মা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য ও সর্বথা স্বতন্ত্র; আত্মস্ফুরণরূপ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে কি কেহ স্বরূপতঃ বধ করিতে পারে? আত্মা কিছুতেই হত হন না ও কাহাকেও হনন করেন না। "য এনং বেত্তি হন্তারম্" এই বাক্যদ্বারা আত্মকর্তৃত্ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতি এবং "যশ্চৈনং মন্যতে হতম্" এই বাক্যদ্বারা দেহাত্মবাদী চার্বাকদিগের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটি কঠবল্লী শ্রুতির "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্"[১] এই পূর্বার্ধের ছায়ামাত্র॥১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কোনো সময়ে) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা ম্রিয়তে (অথবা মৃত হন না), ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (বিনাশপ্রাপ্ত হন), [ইতি] ন (ইহা নহে); [অতএব] অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (বিকারশূন্য) পুরাণঃ (অপরিণামী) অয়ম্ [আত্মা] (এই পুরুষ) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলে) ন হন্যতে (বিনষ্ট হন না)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখেও পতিত হন না, অথবা

১ কঠ উপনিষদ্, ১/২/১৯

বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ নায়ম্=ন+অয়ম্। **ভূত্বা ভবিতা**=ভূত্বা+অভবিতা। **শাশ্বতোঽয়ম্**=শাশ্বতঃ+অয়ম্। অয়ম্—ইদম্ (পুং) ১মা একবচন। **কদাচিৎ**=কিম্+দা (কালে) কদা; কদা+অনিশ্চয়ার্থে "চিৎ" প্রত্যয়। **জায়তে**=জন্ (আত্মনেপদী)+লট্ তে। **ম্রিয়তে**=মৃ+লট্ তে। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্। **অভবিতা**=নঞ্—ভূ+লুট্। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্, অব্যয়। **অজঃ**=নঞ্-জন্+ড। ন জায়তে—উপপদ্ তৎপুরুষ। **শাশ্বতঃ**= শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত। **হন্যতে**=হন্ কর্মণি বাচ্যে লট্ তে। **হন্যমানে**=হন্ কর্মণি বাচ্যে শানচ্, ভাবে ৭মী। **শরীরে**=শরীর শব্দের ৭মী একবচন। ভাবে ৭মী। হন্যমানে ক্রিয়ার কর্ম। কর্মবাচ্যের বাক্যে কর্তায় ভাবে ৭মী না হয়ে কর্মে হয়॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাব-বিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—ন জায়তে ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বা-শব্দৌ চার্থে, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মান্তরাস্তিত্ব-লক্ষণ-দ্বিতীয়বিকার-প্রতিষেধঃ, তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ, যো হি জায়তে স হি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে, ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণাম-প্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্য অনুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতা ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চ উভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং "জায়তে, অস্তি, বর্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি" ইত্যেবং যাস্কাদিভিঃ বেদবাদিভিঃ উক্তাঃ ষড়্ভাববিকারাঃ নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারাঃ নিরস্তাঃ তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবম্ উপসংহরতি—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতি॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথমবিক্রিয় আত্মেতি? দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ন জায়ত ইতি। ন জায়তে নোৎপদ্যতে। জনিলক্ষণা বস্তুবিক্রিয়া নাত্মনো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। তথা ন ম্রিয়তে বা। অত্র বাশব্দশ্চার্থে। ন ম্রিয়তে চেত্যন্ত্যা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সংবধ্যতে—ন কদাচিজ্জায়তে—ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবম্। যস্মাদয়মাত্মা ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদভবিতাঽভাবং গন্তা ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন ম্রিয়তে। যো হি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে। বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাত্মাঽভূত্বা বা ভবিতা দেহবন্ন ভূয়ঃ পুনঃ। তস্মান্ন জায়তে যো হ্যভূত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে। নৈবমাত্মা। অতো ন জায়তে। যস্মাদেবং তস্মাদজঃ। যস্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ। যদ্যপ্যাদ্যন্তয়োর্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং স্বশব্দৈরেব তদর্থৈঃ প্রতিষেধঃ কর্তব্য ইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাদিত্যাহ—শাশ্বত ইত্যাদিনা। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতঃ। নাপক্ষীয়তে স্বরূপেণ

নিরবয়বত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ। নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ। অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে—পুরাণ ইতি। যো হ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্ধতে। অতোঽভিনব ইতি চোচ্যতে। অয়ং ত্বাত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নব এবেতি পুরাণঃ। ন বর্ধত ইত্যর্থঃ। তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে। হন্তিরত্র বিপরিণামার্থো দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ। ন বিপরিণম্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে। সর্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি পূর্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মা যে হনন করেন না ও হত হন না, তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আত্মার স্বরূপ কথিত হইতেছে। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ছয়টি "বিকার" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি" আত্মার লক্ষণ দ্বারা ষড়্বিধ বিকারের প্রথম ও অন্তিম বিকারদ্বয় খণ্ডন করিলেন। যাহা পূর্বে ছিল না, এখন রহিয়াছে, তাহারই জন্ম হইয়াছে এবং যাহা এখন আছে, পরে থাকিবে না, তাহারই বিনাশ স্বীকার করা যায়। আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই, সুতরাং তিনি জন্মমরণরূপ বিক্রিয়াবর্জিত। উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্যন্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা তাহার নাম "অস্তিত্ব"। জন্ম ও মরণাভাববশতঃ অথবা সৎস্বরূপে নিত্য বিদ্যমানতা প্রযুক্ত আত্মার তাদৃশ "অস্তিত্ব"-রূপ বিক্রিয়া নাই। যিনি সর্বদাই "এক"-রূপ, তাঁহার "বৃদ্ধি" বা উপচয়রূপ বিক্রিয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। যিনি শাশ্বত, তাঁহার অপক্ষয় বা অপচয় হইবে কীরূপে? তিনি পুরাণ পুরুষ, সুতরাং কোনো নবীন রূপধারণাদিরূপ রূপান্তর বা পরিণামমাত্র নাই। এইরূপে আত্মা সর্বপ্রকার বিকারবর্জিত হওয়ায় কোনোরূপ কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব তাঁহাতে আরোপিত হয় না। অতএব হে অর্জুন! আত্মা যখন কোনো বিকারেরই বশীভূত নন, তখন শরীরকে অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট করিলেও, তিনি কোনোমতেই বিনষ্ট হইবেন না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা"[১]—এই আত্মা বিনাশবর্জিত॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যে-ব্যক্তি) এনম্ (ইঁহাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ (নিত্য এবং জন্ম ও ক্ষয় রহিত বলিয়া জানেন), [হে] পার্থ! সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কী প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান)? [অথবা] কং (কাহাকে) হন্তি (বিনাশ করেন)?॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ! তিনি কী জন্য এবং কীরূপেই বা কাহাকে বধ করিবেন? এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন?॥২১॥

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৫/১৪

ব্যাকরণ ঃ **বেদাবিনাশিনম্**=বেদ+অবিনাশিনম্। **এনমজমব্যয়ম্**=এনম্+অজম্+অব্যয়ম্। যঃ=যদ্ (পুং) ১মা একবচন। **এনম্**=এতদ্ (পুং) ২য়া একবচনের বিকল্প রূপ—এতম্, এনম্—দুই প্রকারই হয়। **অবিনাশিনম্**=বি-নশ্+ঘঞ্+ইনি-বিনাশিন্। বিনাশিন্ ১মা একবচনে বিনাশি, ন বিনাশি-নঞ্ তৎপুরুষ। অবিনাশি ২ য়া একবচন। **অজম্**=নঞ্-জন্+ড, ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্ ব্যয়ঃ, নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য তৎ-অব্যয়ম্—নঞ্ বহুব্রীহি। **বেদ**=বিদ্+লট্ তি বেত্তি ও বেদ—এই দুই প্রকার রূপ হয়। **ঘাতয়াতি**=হন্+ণিচ্+লট্ তি। **হন্তি**=হন্+লট্ তি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্, অব্যয়ম্ অপক্ষয়শূন্যম্, অজমবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময্যপি প্রযোজকত্বাদ্ দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ য এনং বেত্তি হন্তারমিত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্তা কর্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি—বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি। অবিনাশিনমন্ত্যভাববিকাররহিতম্। নিত্যং বিপরিণামরহিতম্। যো বেদেতি সম্বন্ধঃ। এনং পূর্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজমব্যয়মুপজননাপক্ষয়রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতো হন্তি হননক্রিয়াং করোতি? কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রয়োজয়তি? ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি। ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিত ঘাতয়তি—ইত্যুভয়ত্রাক্ষেপ এবার্থঃ। প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ। হেত্বর্থস্যাবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্বকর্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতঃ। হন্তেস্ত্বাক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন কথিতঃ। বিদুষঃ কং কর্মাসম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান—কথং স পুরুষ ইতি?

ননূক্তমেবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্বকর্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ। সত্যমুক্তম্। ন তু সকারণবিশেষঃ। অন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়াদাত্মন ইতি। ন হ্যবিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম ন সম্ভবতীতি চেৎ? ন। বিদুষ আত্মত্বাৎ। ন দেহাদিসংঘাতস্য বিদ্বত্তা। অতঃ পারিশেষ্যাদসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কর্মাসম্ভবাদাক্ষেপো যুক্তঃ—কথং স পুরুষ ইতি। যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্যাবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদ্যয়োপলব্ধাত্মা কল্প্যত এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যা বিদ্যয়াঽসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয় এবাত্মা বিদ্বানুচ্যতে। বিদুষঃ কর্মাসম্ভববচনাদ্যানি কর্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োঽবগম্যতে।

ননু বিদ্যাপ্যবিদুষ এব বিধীয়তে। বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ। তত্রাবিদুষঃ কর্মাণি বিধীয়ন্তে। ন বিদুষঃ—ইতি বিশেষো নোপপদ্যতে ইতি চেৎ? ন। অনুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেঃ। অগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালম্ অগ্নিহোত্রাদিকর্মানেকসাধনোপসংহার-পূর্বকমনুষ্ঠেয়ং—কর্তাহং মম কর্তব্যমিত্যেবংপ্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষো যথাঽনুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়ত ইত্যাদ্যাত্মস্বরূপবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি। কিন্তু নাহং কর্তা

ন ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যন্নোৎপদ্যত ইত্যেষ বিশেষ উপপদ্যতে। যঃ পুনঃ কর্তাঽহমিতি বেত্ত্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্তব্যমিত্যবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাৎ। তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়ত ইতি তং প্রতি কর্মাণি। স চাবিদ্বান্—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতিবচনাৎ। বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি। তস্মাদ্বিশেষিতস্যাবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্বকর্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ। অতএব ভগবান্নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষশ্চ কর্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনামিতি। তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান ব্যাসঃ—দ্বাবিমাবথ পন্থানাবিত্যাদি[১]।

তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সন্ন্যাসশ্চেতি। এতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান—অতত্ত্ববিদহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাঽহমিতি মন্যতে। তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি। তথা চ সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্ত ইত্যাদি।

তত্র কেচিৎ পণ্ডিতংমন্যা বদন্তি জন্মাদিষড়্ভাববিক্রিয়ারহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্তৈকোঽহমাত্মেতি ন কস্যচিজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন্ সতি সর্বকর্মসন্ন্যাস উপদিশ্যত ইতি। তন্ন। ন জায়ত ইত্যাদি-শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ধর্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানং চোৎপদ্যতে। তথা শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোৎপদ্যতে—ইতি প্রষ্টব্যাস্তে। করণাগোচরত্বাদিতি চেৎ? ন। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি[২] শ্রুতেঃ। শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্। তথা চ তদধিগমায়ানুমান আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি সাহসমেতৎ।

জ্ঞানং চোৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানমবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্। তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং—হন্তাঽহং হতোঽস্মীতি—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি। অত্র চাত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং কর্মত্বং হেতুকর্তৃত্বং চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতম্। তচ্চ সর্বক্রিয়াস্বপি সমানম্। কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বম্ অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। বিক্রিয়াবান্ হি কর্তাত্মনঃ কর্মভূতমন্যং প্রয়োজয়তি—কুর্বিতি। তদেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্বক্রিয়াসু কর্তৃত্বং হেতুকর্তৃত্বং চ প্রতিষেধতি ভগবান—বিদুষঃ কর্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং—বেদাবিনাশিনং কথং স পুরুষ ইত্যাদিনা। ক্ব পুনর্বিদুষোঽধিকার ইতি? এতদুক্তং পূর্বমেব—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি। তথাচ সর্বকর্মসন্ন্যাসং বক্ষ্যতি—সর্বকর্মাণি মনসেত্যাদিনা।

ননু মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং কায়িকানাং চ সন্ন্যাস ইতি চেৎ? ন। সর্বকর্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ। মানসানামেব সর্বকর্মণামিতি চেৎ? ন। মনোব্যাপারপূর্বকত্বাদ্বাক্কায়ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্মানুপপত্তেঃ।

শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্মণাং কারণানি মানসানি কর্মাণি বর্জয়িত্বান্যানি সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্ত ইতি চেৎ? ন। নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্নিতি বিশেষণাৎ।

সর্বকর্মসন্ন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তো মরিষ্যতঃ। ন জীবত ইতি চেৎ? ন। নবদ্বারে পুরে দেহ্যাস্ত ইতি বিশেষানুপপত্তেঃ।

---

১ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪০/৬
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/১৯

ন হি সর্বকর্মসন্ন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহ আসনং সম্ভবতি। অকুর্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সংন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্ত ইতি চেৎ? ন। সর্বত্রাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ। আসনক্রিয়ায়াশ্চাধিকরণাপেক্ষত্বাৎ। তদনপেক্ষত্বাচ্চ সন্ন্যাসস্য। সংপূর্বস্তু ন্যাসশব্দোঽত্র ত্যাগার্থঃ। ন নিক্ষেপার্থঃ। তস্মাদ্গীতাশাস্ত্র আত্মজ্ঞানবতঃ সন্ন্যাস এবাধিকারঃ। ন কর্মণি। ইতি তত্র তত্রোপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্তা অথবা ভগবানকে এতদ্বধসাধনের মুখ্য প্রয়োজক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন, তজ্জন্য ভগবান বলিতেছেন—গুরুশাস্ত্রোপদেশে সৎস্বরূপ সর্বত্র ব্যাপক, জন্মক্ষয়বর্জিত বলিয়া আপনাকে যিনি বিদিত হন, সেই বিদ্বান পুরুষের সম্মুখে সর্বত্র একাত্মার বিদ্যমানতা ভিন্ন যখন অপরের বিদ্যমানতাই আদৌ অনুমিত হয় না, তখন তিনি কীরূপে ও কাহাকেই বা বধ করিবেন ও করাইবেন?

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"[১]

"পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমি"—এইরূপে যখন বিদ্বান পুরুষ আপনাকে জানেন, তখন তিনি কোন্ কামনার বশীভূত হইয়া ও কী জন্যই বা শরীরকে ক্লেশদান করিবেন?

আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তৎপরে "অহংমমেতি" অধ্যাসের অভাব হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অধ্যাসের ক্ষয় হইলেই রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে ও তদনন্তর অবশ্যই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদির শান্তি হইয়া যায়। অতএব হে অর্জুন! "তুমি বধকর্তা", "ভীষ্মাদি বধ্য" ও "আমি বধসাধনের প্রয়োজক", ইহা কখনও মনে করিও না॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যেমন) নরঃ জীর্ণানি (মনুষ্য জীর্ণ) বাসাংসি (বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগপূর্বক) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন) [বস্ত্র] গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) তথা (তদ্রূপ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ দেহসকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নূতন) [শরীর] সংযাতি (প্রাপ্ত হন)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহসকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **নরোঽপরাণি**=নরঃ+অপরানি। **জীর্ণান্যন্যানি**=জীর্ণানি+অন্যানি। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **জীর্ণানি**=জৃ+ক্ত=জীর্ণ, (ক্লীবলিঙ্গে), ২য়া বহুবচন। **বিহায়**=বি-হা+ল্যপ্। **গৃহ্লাতি**=গ্রহ্+লট্

---
১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/১২

তি। **সংযাতি**=সম্-যা+লট্ তি। **দেহী**=দেহ যস্য অস্তি ইতি—দেহ+ইন্=দেহিন্, ১মা একবচনে দেহী॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বাত্মনোঽবিনাশিত্বেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্যালোচ্য শোচামিতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্মনিবন্ধনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বান্ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রকৃতং তু বক্ষ্যামঃ। তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতম্। তৎ কিমিবেতি? উচ্যতে—বাসাংসীতি। বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবান্যভিনবানি গৃহ্লাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষোঽপরাণ্যন্যানি। তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহ্যাত্মা। পুরুষবদবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন ভাবিলেন, শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী ও শরীর নশ্বর; কিন্তু এই ভীষ্মাদির নশ্বর দেহই কত মহৎ ও সদনুষ্ঠানের আধারভূমি, যুদ্ধ যখন এই সৎকর্মক্ষেত্ররূপ দেহের নাশক, তখন উহা কখনোই কর্তব্য নহে। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন! ভীষ্মাদি এই দেহধারণে অনেক তপস্যা ও সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ও বৃদ্ধাবস্থার দোষে শরীর জীর্ণ শীর্ণও হইয়াছে; যে-সকল তপস্যা ব্রতাদি করিয়াছেন, তৎকর্মফল দ্বারা তাঁহারা অপূর্ব নবীন দেহ পাইবার উপযুক্ত। যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানে মনুষ্যের আহ্লাদ ভিন্ন কখনও খেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ বর্তমান দেহান্তে ভীষ্মাদি সৎকর্মজন্য উৎকৃষ্ট দেহ পাইবেন, তাহাতে ক্লেশ নাই।

> "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্বং বা
> দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা॥"[১]

জীব পূর্বদেহ পরিত্যাগপূর্বক পুণ্যকর্মফলে পিতৃলোকে বা গন্ধর্বলোকে, দেবলোকে বা প্রজাপতিলোকে অথবা ব্রহ্মলোকে উৎকৃষ্ট দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব, ভীষ্মাদির তপঃশীর্ণ দেহের অন্ত হইলে তাঁহারা দিব্যদেহ পাইয়া সুখী হইবেন। ধর্মযুদ্ধে তাঁহাদের দেহের পতন বা অনিষ্ট হইল এইরূপ আশঙ্কা করিও না॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শস্ত্রাণি (শস্ত্রসমূহ) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইঁহাকে দগ্ধ করে না), আপঃ চ (এবং জল) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (ইঁহাকে আর্দ্র করে না), মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করে না)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, ইঁহাকে দাহ

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৪

করিবার সামর্থ্য অগ্নির নাই, জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে অপারগ এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ক্লেদয়ন্ত্যাপো**=ক্লেদয়ন্তি+আপঃ। **শস্ত্রাণি**=শিষ্যতে অনেন ইতি, শস্‌+ষ্ট্রন্‌=শস্ত্রম্‌, বহুবচনে শস্ত্রাণি। **ছিন্দন্তি**=ছিদ্‌+লট্‌ অন্তি। **দহতি**=দহ্‌+লট্‌ তি। **পাবকঃ**=পূ+ণ্বুল্‌। **ক্লেদয়ন্তি**=ক্লিদ্‌+ণিচ্‌+লট্‌ অন্তি। **শোষয়তি**=শুষ্‌+ণিচ্‌+লট্‌ তি। **মারুতঃ**=মরুৎ এব ইতি। মরুৎ+অণ্‌ (স্বার্থে)॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্বন্তি॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কস্মাদবিক্রিয় এবেতি? আহ—নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্বন্তি। শস্ত্রাণ্যস্যাদীনি। তথা নৈনং দহতি পাবকঃ। অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি। তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ। অপাং হি সাবয়বস্য বস্তুন আর্দ্রীভাবকরণেনাবয়ববিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যম্‌। তন্ন নিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি। তথা স্নেহবদ্দ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুঃ। এনং ত্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গৃহ দগ্ধ হইলে যেমন গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যও দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলে তন্মধ্যস্থ আত্মারও নাশ হইতে পারে, অর্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, হে অর্জুন! প্রপঞ্চজগতে এমন কোনো পদার্থই নাই যাহা আত্মার বিনাশসাধনে সক্ষম। আকাশের দ্বারা কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য আকাশের উল্লেখ না করিয়া ভগবান মৃৎ (মৃত্তিকার বিকার শস্ত্রাদি), অগ্নি, জল ও বায়ুর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের কাহারও আত্মাকে হনন করিবার শক্তি নাই। অতএব আত্মার বিনাশাশঙ্কা তুমি কদাপি করিও না॥২৩॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অয়ম্‌ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছিন্ন হইবার বস্তু নহে) অয়ম্‌ (ইহা) অদাহ্যঃ (দগ্ধ হইবার বস্তু নহে) অক্লেদ্যঃ (ক্লিন্ন হইবার বস্তু নহে) অশোষ্যঃ চ এব (এবং শুষ্ক হইবার বস্তুও নহে) অয়ং (ইহা) নিত্যঃ (নিত্য, অর্থাৎ অবিনাশী) সর্বগতঃ (সর্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থির), অচলঃ (নিশ্চল, অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল) সনাতনঃ [চ] (এবং সনাতন, অর্থাৎ অনাদি)। অয়ম্‌ (ইনি) অব্যক্তঃ (বাক্যের অতীত) অয়ম্‌ (ইনি) অচিন্ত্যঃ (চিন্তার অতীত) অয়ম্‌ (ইনি) অবিকার্যঃ (অবিক্রিয়) উচ্যতে (উক্ত হইয়াছেন) তস্মাৎ (অতএব) এনম্‌ (এই আত্মাকে) এবং (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)॥২৪-২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মা ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ হইবার কিংবা ক্লিন্ন হইবার অথবা শুষ্ক হইবার বস্তু নন। তিনি নিত্য, সর্বত্রব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি। আত্মা প্রকৃতই অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য—ইহাই উক্ত হইয়াছে। অতএব, তুমি আত্মার এই স্বরূপ বিদিত হইয়া আর শোকাবসন্ন হইও না॥২৪-২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য (এব)**=অচ্ছেদ্যঃ+অয়ম্+অদাহ্যঃ+অয়ম্ +অক্লেদ্যঃ+অশোষ্যঃ+এব। **স্থাণুরচলোঽয়ম্**=স্থাণুঃ+অচলঃ+অয়ম্। **অচ্ছেদ্যঃ**=নঞ্-ছিদ্+ণ্যৎ। **অদাহ্য**= নঞ্-দহ্+ণ্যৎ। **অক্লেদ্যঃ**=নঞ্-ক্লিদ্+ণিচ্+যৎ। **অশোষ্যঃ**=নঞ্-শুষ্+ণিচ্+যৎ। **সর্বগতঃ**=সর্ব-গম্+ক্ত। **অচলঃ**=নঞ্-চল্+অচ্। **অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে**=অব্যক্তঃ+অয়ম্+অচিন্ত্যঃ+অয়ম্+ অবিকার্যঃ+অয়ম্+উচ্যতে। **তস্মাদেবম্**=তস্মাৎ+এবম্। **বিদিত্বৈনম্**=বিদিত্বা+এনম্। **নানুশোচিতুমর্হসি**= ন+অনুশোচিতুম্+অর্হসি। **অব্যক্তঃ**=বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্তঃ; ন ব্যক্তঃ=অব্যক্তঃ=নঞ্ তৎপুরুষ। ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যজ্যতে ইতি অব্যক্তম্। **অচিন্ত্যঃ**=চিন্ত্+ণিচ্+যৎ=চিন্ত্যঃ; ন চিন্ত্যঃ=অচিন্ত্যঃ=নঞ্ তৎপুরুষ। **অবিকার্যঃ**=বি-কৃ+ণ্যৎ=বিকার্যঃ; ন বিকার্যঃ=অবিকার্যঃ, নঞ্ তৎপুরুষ। **উচ্যতে**=বচ্ বা ব্রূ+কর্মাণি লট্ তে। **তস্মাৎ**=তদ্—হেতৌ ৫মী। **এবম্**=অব্যয় (অর্থ—এই প্রকার)। **বিদিত্বা**=বিদ্+ক্ত্বাচ্। **এনম্**=অন্বাদেশ। **অনুশোচিতুম্**=অনু-শুচ্+তুমুন্ অর্হার্থে। **অর্হসি**=অর্হ্+লট্ সি॥২৪-২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র হেতুমাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ, অমূর্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী, সর্বগতঃ সর্বত্রগতঃ, স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ, অচলঃ পূর্বরূপাপরিত্যাগী, সনাতনোঽনাদিঃ, কিঞ্চ, অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি।

উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য ইত্যুক্তম্॥২৪-২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবং তস্মাৎ—অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। যস্মাদন্যোন্যনাশহেতূনি ভূতান্যেনমাত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মান্নিত্যঃ। নিত্যত্বাৎ সর্বগতঃ। সর্বগতত্বাৎ স্থাণুঃ। স্থাণুরিব স্থির ইত্যেতৎ। স্থিরত্বাদচলোঽয়মাত্মা। অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ। ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নঃ। অভিনব ইত্যর্থঃ।

নৈতেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ম্। যত একেনৈব শ্লোকেনাত্মনো নিত্যত্বমবিক্রিয়ত্বং চোক্তং—ন জায়তে ম্রিয়তে বা—ইত্যাদিনা। তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শ্লোকার্থান্নাতিরিচ্যতে। কিঞ্চিচ্ছব্দতঃ পুনরুক্তম্। কিঞ্চিদর্থত ইতি। দুর্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান বাসুদেবঃ—কথং নু নাম সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সদব্যক্তং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি।

কিঞ্চ—অব্যক্তোঽয়মিতি। অব্যক্তং সর্বকরণাবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তোঽয়মাত্মা। অত এবাচিন্ত্যোঽয়ম্। যদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে। অয়ং ত্বাত্মাঽনিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অত এবাবিকার্যঃ। যথা ক্ষীরং দধ্যাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথায়মাত্মা। নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ। ন হি নিরবয়বং কিঞ্চিদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টম্। অবিক্রিয়ত্বাদবিকার্যোঽয়মাত্মোচ্যতে। তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি—হন্তাহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্তে—ইতি॥২৪-২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মাকে যে ছেদনাদি করা যায় না, তাহারই প্রমাণার্থ ভগবান এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।"[১]
"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্।"[২]

আত্মা আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী, নিত্য; মহান বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ, স্থির, অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বরূপ স্বভাবে সংস্থিত। যিনি নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী তিনি খড়্গাদি দ্বারা ছিন্ন বা কোনো রূপেই পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যিনি ভৌতিক দেহ নন, অগ্নি তাহাকে কীরূপে দগ্ধ করিবে? এবং জল দ্বারাই বা তাঁহাকে ক্লিন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? "রসো বৈ সঃ"[৩] [শ্রুতি]—তিনি রসস্বরূপ। তবে বায়ুই বা তাঁহাকে শুষ্ক করিবে কোথা হইতে? তিনি মনের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ।"[৪] "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরঃ।"[৫] "যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরঃ।"[৬] "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ।"[৭] ইত্যাদি॥ শ্রুতি।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, জলে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক, যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র এবং বায়ুতে অবস্থিতি করিয়াও বায়ু হইতে বিভিন্ন, এইরূপ পরম স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আত্মার ছেদন, দহনাদি বিক্রিয়া কোনোরূপেই সম্ভাবিত নহে। ইহাই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের মত। অতএব, হে অর্জুন! আত্মা বিনষ্ট হইবেন, তুমি এই প্রকার নিরর্থক সন্দেহ করিও না।

একমাত্র আত্মারই বিষয় লইয়া ভগবান বারংবার কয়েকটি শ্লোক বলিলেন, এজন্য পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না। দুর্বোধ্য আত্মজ্ঞান অধিকারীকে সহজে বুঝানো যায় না, সুতরাং

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/৯
২ তদেব, ৬/১৯
৩ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৭
৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৭/৩
৫ তদেব, ৩/৭/৪
৬ তদেব
৭ তদেব, ৩/৭/৭

একটু বিস্তারপূর্বক না বলিলে অর্জুনের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইবে কীরূপে? এই জন্যই উপর্যুপরি এক আত্মারই বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। যিনি অব্যক্ত, যাঁহার অবয়ব নাই—যাঁহার আদি ও শেষ নাই, যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না, যিনি মনেরও অগোচর, তিনি কি কখনও শস্ত্র, অগ্নি আদি ক্রিয়ার বিষয় হইতে পারেন? "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" শ্লোক দ্বারা আত্মবিনাশে শস্ত্র, অগ্নি আদির অসমর্থতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্" এই শ্লোকে আত্মা যে অগ্নি আদির ক্রিয়াভূমি নন তাহা প্রদর্শিত হইল এবং "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্" দ্বারা আত্মার ছেদ্যত্ব আদির যে কিছুমাত্র প্রামাণিকতা নাই, তাহাই স্পষ্টতঃ সূচিত হইল। হে অর্জুন! এই মদুক্ত আত্মজ্ঞান শোকাপনোদনের মহামন্ত্র। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "তরতি শোকমাত্মবিৎ"[১]—আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। তুমি যে পূর্বে শোক করিতেছিলে, তাহা শোভা পাইয়াছিল, কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমার শোক প্রকাশ করা কোনোমতেই উচিত নহে॥২৪-২৫॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অথ চ (ইহার পরেও) [যদি] এনং (ইহাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মগ্রহণশীল) নিত্যং বা মৃতং (নিত্য মরণশীল) মন্যসে (স্বীকার কর) তথাপি [হে] মহাবাহো (মহাবাহো!) ত্বম্ (তুমি) এনং শোচিতুং (ইহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মা নিত্য জন্মগ্রহণ করেন ও নিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইহাও যদি স্বীকার কর, তথাচ হে মহাবাহো! তোমার শোক করা কর্তব্য নহে॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **নিত্যজাতম্**=নিত্য–জন্+ক্ত, ২য়া একবচন। **মন্যসে**=মন্+লট্ সে। **মহাবাহো**= মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে একবচনে—মহাবাহো। **শোচিতুম্**=শুচ্+তুমুন্॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে, তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে—অথ চৈনমিতি। অথ চেত্যভ্যুপগমার্থম্। এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো জাত ইতি মন্যসে। তথা প্রতিতত্তদ্বিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি। তথাপি তথাভাবিন্যপ্যাত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি। জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম চেত্যেতাববশ্যম্ভাবিনাবিতি॥২৬॥

---
১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/১/৩

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মা যে নিত্য ও অবিনাশী, তজ্জন্য শোক করা মূঢ়ের কার্য, ইহা ভগবান ইতঃপূর্বে বুঝাইয়াছেন। যদি কেহ আত্মাকে অনিত্য বলিয়াও স্বীকার করেন, তথাপি যে শোক অকর্তব্য তাহাই এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন। আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ ও ক্ষণবিধ্বংসভাবযুক্ত, ইহা সৌগত ধর্মের মত। স্থূল দেহই আত্মা; স্থূল দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জন্ম, ও দেহের মরণেই আত্মার মরণ ইহা তো প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হয় বটে, তবে দেহের নাশে উহা নষ্ট না হইয়া কল্পান্ত পর্যন্ত থাকে, কল্পশেষে উহাও শেষ হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, আত্মা নিত্য বটেন, কিন্তু তাঁহার জন্ম, মরণ হয়। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অপূর্ব বা অদৃষ্ট, ইন্দ্রিয় ও দেহ সম্বন্ধের নাম "জন্ম" ও কর্মভোগাবসানে তত্তাবদ্বিয়োগের নাম "মরণ"। ধর্মাধর্মের আধারস্বরূপ নিত্য বস্তুরই জন্ম বা দেহধারণাদি হইয়া থাকে। কেননা অনিত্য দেহাদি কখনও নিত্য ধর্মাধর্মের আধার হইতে পারে না। অতএব, আত্মারই জন্ম-মরণ মুখ্য এবং দেহাদির জন্ম-মরণ গৌণ। এই আত্মার নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। আত্মা অনিত্য হইলেও যে শোক করা অনুচিত এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

হে মহাবাহো! আমি তোমাকে আত্মার নিত্যত্ব বুঝাইলাম, ইহাতেও যদি তোমার চিত্ত প্রবুদ্ধ না হইয়া আত্মাকে অনিত্যবোধে "অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্‌" এইরূপে আপনাকে গ্লানিযুক্ত মনে করে, তাহা নিতান্ত অনুচিত। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ তো অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ভবিতব্য ঘটনায় শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা মূঢ়ের কার্য। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা মাত্রেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু হে অর্জুন! তুমি ভ্রমবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক তাহা অঙ্গীকারে অসমর্থ কেন? "মহাবাহো" সম্বোধনে তাঁহার সাহস, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করিয়া অর্জুনকে উত্তেজিত করিলেন। অর্থাৎ, শীঘ্রই তুমি আত্মার বিনাশ আশঙ্কাকে পরাজিত করিয়া প্রবুদ্ধ হও, দুঃখে অভিভূত হইও না॥২৬॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) জাতস্য (জন্মশীলের) মৃত্যুঃ (মরণ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃতেরও) জন্ম ধ্রুবং (জন্ম নিশ্চিত); তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং (তুমি) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কেননা জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে এবং মৃত্যু হইলে জীবদ্দশাকৃত কর্মজালের অবশ্যভোগ্যফল অনুসারে আবার জন্ম হইবেই হইবে। অতএব, এই অপরিহার্য কার্য-কারণ ঘটনার জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া কোনোমতেই উচিত নহে॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ জাতস্য=জন্‌+ক্ত=জাত, ৬ষ্ঠী একবচন, ধ্রুবঃ=ধ্রু+অচ্‌। মৃতস্য=মৃ+ক্ত=মৃত, ৬ষ্ঠী

একবচন, **মৃত্যুঃ**=মৃ+ত্যুক্ (উ)। **তস্মাৎ**=তদ্ হেতৌ ৫মী, সেইহেতু, **জন্ম**=জন্+মনিন্। **অপরিহার্যে**=পরি-হৃ+ণ্যৎ=পরিহার্যঃ; ন পরিহার্যঃ—অপরিহার্যঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৭মী একবচন, "অর্থে"-র বিশেষণ। **অর্থ**=বিষয় বা ব্যাপার। **শোচিতুম্**=শুচ্+তুমুন্॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুত ইত্যত আহ—জাতস্য হীত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব, তস্মাদেবমপরিহার্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণ-লক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তথা চ সতি—জাতস্যেতি। জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোঽব্যভিচারী মৃত্যুর্মরণম্। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থঃ। তস্মিন্নপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মা নিত্য মানিলেও দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই প্রকার দুঃখের মধ্যে ভীষ্মাদিবধে দৃষ্ট দুঃখজন্য অর্জুন পাছে ভীত হন, এই জন্য ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন! দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হয়, আবার যদি যোগ ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা বাসনা ক্ষয় না হইতেই মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার পুনর্জন্মও অবশ্যম্ভাবী। তুমি যদি ভীষ্মাদিকে যুদ্ধে হনন না-ও কর, পূর্বকৃত কর্মক্ষয়বশতঃ তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইবেই হইবে। তুমি শোকই কর অথবা রোদনই কর, তাঁহাদের মরণ কি তুমি নিবারণ করিতে পারিবে? অতএব, দৃষ্ট দুঃখের আশঙ্কায় আকুল হওয়া নিতান্ত নিরর্থক। আবার অদৃষ্ট [পারলৌকিক—দেহান্তরীয়] দুঃখের জন্যই বা চিন্তা করিয়া তুমি কী করিবে? উহা অপরিহার্য। অতএব, বৃথা খেদযুক্ত হইও না।

অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন স্বকর্তব্য সাধন করেন, যুদ্ধ তাদৃশ তোমার কর্তব্য বলিয়া জানিও।

"য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥"

যে-যোদ্ধৃপুরুষ ভূমিলাভার্থ অকপটচিত্তে শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও যুদ্ধ হইতে বিমুখ না হইয়া আসেন, সে-যোদ্ধৃপুরুষ যোগিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জুন! যে-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, উহা কাম্যকর্ম হইলেও নিত্যকর্মের ন্যায় ফলপ্রদ, উহা তোমার অপরিসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা কখনোই উচিত নহে॥২৭॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) ভূতানি (ভূতসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত), [ও] অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র (তাহাতে) কা পরিদেবনা (শোক কী?)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভূতসকল প্রথমতঃ অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র; আবার বিনাশান্তে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে। অতএব, হে ভারত! তজ্জন্য পরিদেবনা কী?॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ ভারত=ভরতস্য অপত্যং পুমান্—ভরত+অণ্, সম্বোধনে একবচন। **অব্যক্তাদীনি**= ন ব্যক্তম্—অব্যক্তম্, নঞ্ তৎপুরুষ। অব্যক্তম্ আদির্যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি—বহুব্রীহি সমাস। **ব্যক্তমধ্যানি**=ব্যক্তং মধ্যং যেষাং তানি—ব্যক্তমধ্যানি—বহুব্রীহি। **তত্র**=তদ্—সপ্তমীস্থলে ত্রল্ প্রত্যয়। কা=কিম্ শব্দের (স্ত্রীলিঙ্গ) ১মা একবচন "পরিদেবনা"-র বিশেষণ। **পরিদেবনা**=পরি-দিব্+ণিচ্ চুরাদি+যুচ্ ভাবে স্ত্রি-য়াম্ টাপ্॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদিনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি কারণাত্মনা স্থিতানামেব উৎপত্তেঃ পূর্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বেব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কার্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্তুম্। যতঃ—অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তাদীনি—অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্যকারণসংঘাতাত্মকানাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ। উৎপন্নানি চ প্রাঙ্মরণাদ্ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তান্যব্যক্তনিধনানি। মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্—অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা॥ ইতি[১]॥ তত্র কা পরিদেবনা? কো বা প্রলাপঃ? অদৃষ্টদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেষ্বিত্যর্থঃ॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীবগণ জন্মিবার পূর্বে ও মরণের পরে অব্যক্ত ভাবাপন্ন থাকে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার ও ইন্দ্রজালের পদার্থপুঞ্জ ক্ষণকাল মাত্র প্রতীত হয়, পূর্বে বা পরে তাহাদের সত্যতা লক্ষিত হয় না, ভীষ্মাদি সর্বজীবের দেহও তাদৃশ। অথবা—

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত"[২] ইত্যাদি।

উৎপত্তির পূর্বে আকাশাদি প্রপঞ্চ অব্যাকৃত ছিল। সেই অব্যাকৃতরূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত হইল। মায়োপহিত চৈতন্য অব্যক্তরূপেই সর্বভূতের আদিম ও অন্তিম আশ্রয়ভূমি। মৃজ্জলাদিময় ভৌতিক দেহাদির বিনাশে তোমার বৃথা চিন্তা কেন? অথবা কখনও অব্যক্ত, কখনও-বা ব্যক্ত—এইভাবে ভূতগণ তো নিত্যকালই বিদ্যমান থাকে, তবে কী জন্যই বা তুমি চিন্তিত হইতেছ? "ভারত" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ভগবান অর্জুনের মহাবংশে জন্মবার্তার

১ মহাভারত স্ত্রী পর্ব, ২/১৩
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/৭

সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্তসকল সহজেই বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, তবে কেন বৃথা ক্ষুণ্ণ হইতেছ? নিজ প্রতিভাবলে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া প্রবুদ্ধ হও॥২৮॥

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (আশ্চর্যরূপে দেখেন); তথৈব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্যবৎ বদতি (আশ্চর্যরূপে বলেন); অন্যঃ চ (অন্য কেহ) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্যভাবে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন); কশ্চিৎ চ (কেহ-বা) শ্রুত্বা অপি এব (শ্রবণ করিয়াও) এনং (ইঁহাকে) ন বেদ (জানিতে পারেন না)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দেখিয়া থাকেন, অন্য কেহ-বা এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কোনো ব্যক্তি-বা এই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্যভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, আর কেহ-বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **আশ্চর্যবৎ**=আ-চর্+যৎ=আশ্চর্যম্ ("আশ্চর্যমনিত্যে") অদ্ভুত অর্থে আশ্চর্য হয়। নচেৎ—আচর্য (আচরণীয় হয়)। আশ্চর্য+বতিচ্ তুল্যার্থে=আশ্চর্যবৎ। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি। **কশ্চিৎ**= কিম্ (পুং) ১মা একবচনে—কঃ, কঃ+অনিশ্চয়ার্থে "চিৎ" প্রত্যয়। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **শ্রুত্বা**=শ্রু+ক্ত্বাচ্। **বেদ**=বিদ্+লট্ তি=বেত্তি, বেদ—দুই প্রকার রূপ হয়॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি, আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্বিজ্ঞেয়ত্বমাহ—আশ্চর্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্যবৎ পশ্যতি, সর্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্‌ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি, অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ, কশ্চিৎ পুনর্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চ শব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃত আত্মা। কিং ত্বামেবৈকমুপালভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে? কথং দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেতি? অত আহ—আশ্চর্যবদিতি। আশ্চর্যবদাশ্চর্যমদৃষ্টপূর্বমদ্ভুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানম্। তেন তুল্যমাশ্চর্যবৎ। আশ্চর্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি কশ্চিৎ। আশ্চর্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। অথবা যোঽয়মাত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্যতুল্যঃ। যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি। অতো দুর্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "এনম্" [কর্ম], "পশ্যতি" [ক্রিয়া] ও "কশ্চিৎ" [কর্তা] এই তিন পদেরই বিশেষণ "আশ্চর্যবৎ"। "এনম্" পদের লক্ষ্য আত্মা আশ্চর্যবৎ কেন, তাহাই প্রথমে প্রদর্শিত হইতেছে। অবিদ্যাকল্পনাবশতঃ আত্মা একদিকে বিবিধ বিরুদ্ধধর্মী হইয়া প্রতীত হইতেছেন। আবার তিনিই সাক্ষাৎ সর্বধর্মাতীত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। একদিকে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ ও নিত্যবিদ্যমান; অপরদিকে আত্মা জড়বৎ ও অনিত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছেন; আত্মা স্বরূপতঃ আনন্দস্বরূপ হইয়াও মহা দুঃখীর ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। আত্মা বাস্তবিক নির্বিকার। কিন্তু স্থূলদৃষ্টিতে বিকারবান বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ হইয়াও সর্বত্র অপ্রকাশিতের ন্যায় রহিয়াছেন। আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ অনুভূত হইতেছেন। আত্মা সদামুক্ত হইয়াও বন্ধনদশাগ্রস্তের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। আত্মসম্বন্ধীয় এই বিচিত্র কুহক ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করা অতীব দুরূহ এবং গুরুশাস্ত্রোপদেশ ও মহাবাক্যসাধনসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, আত্মদর্শনরূপ [পশ্যতি] ক্রিয়াও আশ্চর্যবৎ। কেননা, যে-অন্তঃকরণবৃত্তিরূপজ্ঞান স্বরূপতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যস্বরূপ আত্মার অভিব্যঞ্জক হয়, যে-জ্ঞান স্বয়ং অবিদ্যার কার্যস্বরূপ হইয়া অবিদ্যার বিনাশ করিয়া দেয় এবং যে-জ্ঞান অবিদ্যারূপ কারণের বিনাশকর্তা হইয়া আপনাকেও (স্বয়ং অবিদ্যার কার্য নিবন্ধন) নাশ করিয়া থাকে, ঈদৃশ জ্ঞান—দৃষ্টিরূপ ক্রিয়া যে আশ্চর্যবৎ তাহাতে আর সন্দেহ কী? তৃতীয়তঃ, আত্মসাক্ষাৎকারবান [কশ্চিৎ] পুরুষও আশ্চর্যবৎ। কেননা, তিনি জ্ঞানলাভে অবিদ্যান্ধকার হইতে ও অবিদ্যাকার্যপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াও প্রারব্ধ কর্মের প্রবলতাবশতঃ অজ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, সদা সমাধিমান হইয়াও কখনও সমাধি হইতে ব্যুত্থিত, কখনও-বা পুনঃ সমাহিত থাকেন। দেখা যাইতেছে যে—আত্মা, আত্মদর্শন ও আত্মদর্শী এতৎ-ত্রয়ই আশ্চর্যরূপ। বহু প্রযত্ন ভিন্ন আত্মা সহজে কাহারও জ্ঞানগোচর হন না। স্বয়ং কেবল প্রযত্ন করিলেই বা কী হইবে? আত্মবিদ উপদেষ্টার অভাবেও আত্মা দুর্বিজ্ঞেয় হন। আত্মজ্ঞানোপদেশ দান বা ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য। কেননা, আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ সদা সমাহিত, তিনি বহির্মুখ বৃত্তিশীল হইয়া বলিবেন কীরূপে? বলিতে গেলে ব্যুত্থানদোষ (সমাধিভঙ্গ) হয়; আবার না বলিলেই বা উপদেশদান হয় কীরূপে? এইরূপ ঈশ্বরতুল্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু পরমদুর্লভ। সুতরাং, আত্মোপদেষ্টাও আশ্চর্যবৎ। আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য। কেননা, "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥"[১] মনের সহিত বাণীও যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে। অতএব, সকল শব্দের অবাচ্য সেই নির্বিকল্প আত্মতত্ত্বকথনও পরমাশ্চর্যকর। অর্থাৎ, তটস্থলক্ষণা ভিন্ন স্বরূপলক্ষণায় আত্মব্যাখ্যা হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তি যে সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকট আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য; কেননা, উহা শ্রুতির অগম্য। শ্রোতাও জন্মজন্মান্তর তপস্যা দ্বারা নির্মলচিত্ত না হইলেই বা আত্মোপদেশ শ্রবণপূর্বক মনন নিদিধ্যাসন করিবে কীরূপে? গুরুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাও সকল শ্রোতার পক্ষে দুর্লভ, সুতরাং আত্মজ্ঞানকথা শ্রবণ করাও অতীব আশ্চর্যবৎ।

---

১ তৈত্তিরীয়ো উপনিষদ্, ২/৯

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"[১]

এই আত্মতত্ত্ব প্রথম তো অনেকের শ্রবণগোচরই হয় না, তাহাতে আবার অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মতত্ত্ববক্তা অতীব আশ্চর্যবৎ। আত্মসাক্ষাৎকারবান পুরুষ পরম কুশলী। ব্রহ্মবেত্তা গুরুকর্তৃক দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হন, তিনিও আশ্চর্যবৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া বড়ই আশ্চর্য, বড়ই কঠিন অর্থাৎ সহজে কেহ তাঁহাকে সম্যগ্‌রূপে জানিতে পারে না॥২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত! অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) সর্বস্য (সকলের) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ অবধ্যঃ (অবিনাশী); তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) [উদ্দেশ করিয়া] শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সকল দেহেই এই নিত্য অবধ্য আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন; অতএব, হে ভারত! কোনো প্রাণীরই দেহনাশে তোমার শোক প্রকাশ কর্তব্য নহে॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **দেহী**=দেহ+অস্ত্যর্থে ইনি প্রত্যয়, ১মা একবচন (পুং)। **নিত্যম্**=ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া; (ক্লীব) একবচন। **অবধ্যঃ**=বধ্ ধাতু+ঘঞ্ বধঃ; বধ শব্দ+যৎ=বধ্যঃ। ন বধ্যঃ=অবধ্যঃ=নঞ্ তৎপুরুষ। **তস্মাৎ**=তদ্ হেতৌ ৫মী। **শোচিতুম্**=শুচ্+তুমুন্। **অর্হসি**=অর্হ্+লট্ সি॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বম্ উপসংহরতি দেহীত্যাদি স্পষ্টোঽর্থঃ॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে—দেহীতি। যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্বাবস্থাস্ববধ্যঃ। নিরবয়বত্বাৎ। নিত্যত্বাচ্চ। তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে শরীরে সর্বস্য সর্বগতত্বাৎ স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপ্যয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাত্তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্যন্ত যেকোনো দেহই নষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মার বিনাশ হয় না। সেইরূপ ভীষ্মাদির দেহনাশেও আত্মার নাশ হইবে না। তুমি বৃথা কেন শোকাকুল হইতেছ? শোক পরিহার করো॥৩০॥

---
১ কঠ উপনিষদ্, ২/৭

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ স্বধর্মম্ অপি চ (স্বধর্মের দিকেও) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) [তুমি] বিকম্পিতুং (কম্পিত হইতে) ন অর্হসি (পার না); হি (যেহেতু) ধর্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (আর কিছু) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন বিদ্যতে (নাই)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আর স্বধর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া কর্তব্য নহে। কেননা ধর্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অধিক শ্রেয়োজনক আর কিছু নাই॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ **স্বধর্মম্**=ধৃ+মন্=ধর্ম, স্বস্য ধর্মঃ=স্বধর্মঃ, (কর্মে) ২য়া একবচন। **অপি**=অব্যয়। চ=অব্যয়। **অবেক্ষ্য**=অব-ঈক্ষ+ল্যপ্। **বিকম্পিতুম্**=বি-কম্প্+তুমুন্ অর্হার্থে। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **অর্হসি**=অর্হ্+লট্ সি। **হি**=অব্যয়। **ধর্ম্যাৎ**=ধর্ম+যৎ=ধর্ম্য, ৫মী—যুদ্ধাৎ এর বিশেষণ। **যুদ্ধাৎ**=যুধ্+অচ্= যুদ্ধ, শব্দযোগে ৫মী (অন্যৎ)। **ক্ষত্রিয়স্য**=সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। **অন্যৎ**=অন্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়স্=শ্রেয়স্, (ক্লীব) ১মা একবচন। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **বিদ্যতে**=বিদ্+লট্ তে॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যথোক্তমর্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্মমপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ—স্বধর্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি, তত্রাহ—ধর্ম্যাদিতি। ধর্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব। কিন্তু—স্বধর্মমিতি। স্বধর্মম্—স্বো ধর্মঃ স্বধর্মঃ। ক্ষত্রিয়স্য ধর্মোযুদ্ধম্। তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুমর্হসি। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্মার্থং প্রজারক্ষণার্থং চেতি। ধর্মাদনপেতং পরং ধর্ম্যম্। তস্মাদ্ধর্মাদ্যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন যে প্রথমাধ্যায়ে "বেপথুশ্চ শরীরে মে" (প্রথমাধ্যায়ের ২৯শ শ্লোক) আদির উক্তি করিয়াছিলেন, ভগবান এই শ্লোকে তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই বলিতেছেন যে, কেবল আত্মজ্ঞানের উদয়েই যে তোমার শোক দূর হইবে তাহা নহে, তোমার স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তোমার শরীরকম্প আদি হইবার কথা নহে। কেননা ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অপরাঙ্মুখ থাকাই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়স্কর।

"সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমনুস্মরন্॥" মনু, ৭/৮৭

প্রজাপালনপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাদি কর্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইলে

নিজ ক্ষাত্রধর্ম স্মরণপূর্বক রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান অর্জুনের কথিত "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" শ্লোকের অশাস্ত্রীয়ত্ব ও অধর্মত্ব প্রদর্শন করিলেন। হে অর্জুন! ধর্মযুদ্ধই তোমার প্রকৃত ধর্ম॥৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পার্থ! (হে পার্থ!) সুখিনঃ (ভাগ্যবান) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া (যদৃচ্ছভাবে) উপপন্নম্ (উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং চ (উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বাররূপ) ঈদৃশং (এইরূপ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! অনায়াসপ্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধকরহিত স্বর্গসাধনস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে-ক্ষত্রিয়গণ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সুখলাভই করিয়া থাকেন॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্ সম্বোধনে ১মা একবচন। **যদৃচ্ছয়া**=যা ঋচ্ছা=যদৃচ্ছা, তয়া, প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া, একবচন। **ঋচ্ছা**=ঋ (গতৌ)+শ (ভাবে) স্ত্রিয়াম্ (বাহুলকাৎ)। **উপপন্নম্**=উপ-পদ্+ক্ত=উপপন্ন, (ক্লীব) ১মা একবচন। "যুদ্ধম্"-এর বিশেষণ। **অপাবৃতম্**=অপ-আ-বৃ+ক্ত=অপাবৃত, (ক্লীব) ১মা একবচন। **স্বর্গ-দ্বারম্**=স্বর্গস্য দ্বারম্ (ইব)=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ঈদৃশম্**=অয়ম্ ইব দৃশ্যতে ইতি। **ইদম্**=ইন্দ+কমি (ক্লীব) ২য়া একবচন। "যুদ্ধম্"-এর বিশেষণ। **যুদ্ধম্**=যুধ্+অচ্=যুদ্ধম্, ২য়া একবচন। **সুখিনঃ**=সুখ+অস্ত্যর্থে ইনি=সুখিন্, (পুং) ১মা বহুবচন। **ক্ষত্রিয়াঃ**=কর্তরি বহুবচন। **লভন্তে**=লভ্+লট্ অন্তে॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পস ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা ক্ষত্রিয়া এব লভন্তে যতোঽনিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবম্বিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কুতশ্চ তদ্‌যুদ্ধং কর্তব্যমিতি? উচ্যতে—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চাপ্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্‌ঘাটিতম্। য এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ কিং ন সুখিনস্তে?॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অর্জুন! তোমাকে চেষ্টা করিয়া এই মহাসমরের ব্যবস্থা করিতে হয় নাই, কৌরবগণেরই দুষ্ট উদ্যমে এই যুদ্ধ উপস্থিত। এই যুদ্ধে জয় হইলে যশঃ, কীর্তি ও রাজ্যলাভ; এবং পতন হইলে নির্বিঘ্নে স্বর্গলাভ হইবে। রাজগণের এইরূপ যুদ্ধ নিতান্ত স্পৃহনীয় ও অতীব সুখদ। অতএব এই যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাজ্য বা স্বর্গ লাভে বঞ্চিত হইও না।

"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" মনু, ৭/৮৯

পরস্পর নিধনকামী ক্ষত্রিয় রাজগণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম দ্রোণাদি তোমার গুরুজন হইলেও তোমার আততায়ী। আততায়িবধে কোনো দোষ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" মনু, ৮/৩৫০/৩৫১

গুরুই হউন, বালক বা বৃদ্ধই হউন, অথবা শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণই হউন, আততায়ী হইলে সম্মুখে প্রাপ্তিমাত্রেই বুদ্ধিমান পুরুষ তাহাকে বিনা বিচারেই নিধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অর্জুন যে প্রথমাধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব"—"আত্মীয়গণকে বধ করিয়া কীরূপে সুখী হইব" বলিয়াছিলেন, ভগবান এই শ্লোকে "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ" বাক্য দ্বারা তাহারই উত্তর দিলেন॥৩২॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অথ চেৎ (অনন্তর যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (ধর্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না করিবে), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্মং কীর্তিং চ (স্বধর্ম ও কীর্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে)॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! এখন যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম ও কীর্তি পরিত্যাগের জন্য তুমি পাপভাগী হইবে॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **অথ**=অব্যয় (অনন্তর)। **চেৎ**=অব্যয় (যদি)। **ত্বম্**=যুষ্মদ্ ১মা একবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং) ২য়া একবচন। **ধর্ম্ম্যম্**=ধর্ম+য্যৎ=ধর্মঃ, ২য়া একবচন। "সংগ্রাম" শব্দের বিশেষণ। **সংগ্রামম্**=সম্-গ্রাম্+অচ্। **ন**=নিষেধার্থক অব্যয়। **করিষ্যসি**=কৃ+লৃট্ স্যসি। **ততঃ**=তদ্+তসিল্। **স্বধর্মম্**=স্বস্য ধর্ম=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, স্বধর্ম, ২য়া একবচন। **কীর্তিম্**=কীর্ত+ক্তিন্ (ভাবে)=কীর্তি, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **হিত্বা**=ধা+ক্ত্বাচ্। **পাপম্**=পা+প, ২য়া একবচন। **অবাপ্স্যসি**=অব-আপ্+লৃট্ স্যসি॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং কর্তব্যতাপ্রাপ্তমপি—অথেতি। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্মাদনপেতং বিহিতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্মং কীর্তিং চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রথমতঃ, যুদ্ধের কর্তব্যতা কথিত হইয়াছে। যুদ্ধের কর্তব্যতার অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ না করা দ্বিতীয়পক্ষ। এই দ্বিতীয়পক্ষের সূচনার্থই এই শ্লোকের প্রথমে "অথ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে; শত্রুনির্যাতনমানসে নহে। তুমি ধর্মতঃ স্বপক্ষ সমর্থনার্থ এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই জন্য ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ। অথবা, অকপটভাবে সম্মুখসমরে শত্রুহনন করাই ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধে রথবিহীন যোদ্ধাকে রথী হনন করিবে না; নপুংসক, শরণাগত, নগ্নকায়, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন, যুদ্ধদর্শনার্থী, যুদ্ধের পরীক্ষাকারী, রোগী, ভীত ও পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। হে অর্জুন! তুমি যদি কাপুরুষের ন্যায় এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও, তবে স্বধর্মত্যাগ ও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘনজন্য পাপ হইবে এবং তুমি যে মহাদেবাদির সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলে, তোমার বিক্রম ভুবনবিখ্যাত, এতাবৎ কীর্তি বিলুপ্ত হইবে। তুমি যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখও হও, দুষ্ট দুর্যোধনাদি তোমার বধসাধনে উপেক্ষা করিবে না। তোমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ক্ষয় পাইবে এবং দুর্যোধনাদির পাপের ভাগী হইতে হইবে। মনু বলিয়াছেন—

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্বং প্রতিপদ্যতে॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম্।
ভর্তা তৎ সর্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥" মনু, ৭/৯৪, ৯৫

সংগ্রামে ভীত পলায়নপর ব্যক্তি যদি শত্রু কর্তৃক নিহত হয়, তবে প্রভুর সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। আর পলায়নপর ব্যক্তির পূর্বকৃত স্বর্গাদি-সাধক তাবৎ পুণ্যই প্রভুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান অর্জুনের কথিত (১ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) "আমাকে বধ করিলেও আমি আততায়িগণকে হনন করিয়া পাপভাগী হইব না" ইত্যাদি বাক্যের খণ্ডন করিলেন॥৩৩॥

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অপি চ (আরও) ভূতানি (প্রাণিগণ) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরকালব্যাপিনী) অকীর্তিং (কুযশ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে)। সম্ভাবিতস্য (গুণবান পুরুষের) অকীর্তিঃ (কুযশ) মরণাৎ চ (মরণ অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! (দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ) সকলেই চিরদিন তোমার অকীর্তি ঘোষণা করিবে। গুণবান পুরুষের পক্ষে অকীর্তি মরণাপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অপি**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **ভূতানি**=ভূত, ১মা বহুবচন। **তে**=যুষ্মদ্—৬ষ্ঠী একবচন। **অব্যয়াম্**=ন ব্যয়াম্—নঞ্ তৎপুরুষ "অকীর্তিম্"-এর বিশেষণ। **অকীর্তিম্**=ন কীর্তিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **কথয়িষ্যন্তি**=কথ্+লৃট্ স্যন্তি। **সম্ভাবিতস্য**=সম্-ভূ+ণিচ্+ক্ত=সম্ভাবিত,

৬ষ্ঠী একবচন। **অকীর্তিঃ**=ন কীর্তিঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ। **মরণাৎ**=অপাদানে ৫মী। **চ**=অব্যয়। **অতিরিচ্যতে**=অতি-রিচ্‌+কর্মণি লট্‌ তে॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চাকীর্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীং সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য অকীর্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ ন কেবলং স্বধর্মকীর্তিপরিত্যাগঃ।—অকীর্তিমিতি। অকীর্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াং দীর্ঘকালাম্‌। ধর্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভির্গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। সম্ভাবিতস্য চাকীর্তের্বরং মরণমিত্যর্থঃ॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্লোকের প্রথম পাদেই "চ অপি" দ্বারা পূর্ব শ্লোকের সংবর্ধনা করিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে কেবল যে তোমার ধর্মনাশ ও কীর্তিলোপ হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু সকল প্রাণী তোমার অপকীর্তির (নিন্দার) ঘোষণা করিতে থাকিবে। যদি বল, যুদ্ধে প্রাণবিনাশের ভয় আছে, আত্মরক্ষা সর্বদা শ্রেয়ঃ—তাহাতে অকীর্তি হয়, তজ্জন্য ক্ষতি কী? ইহাতে ভগবান বলিতেছেন যে—যিনি ধর্মাত্মা, অতিশয় বীর ও নানাগুণবিভূষিত, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষই লোকসমাজে "সম্ভাবিত" নামে বিখ্যাত। সম্ভাবিত পুরুষের অকীর্তি মরণাপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। তাদৃশ পুরুষ অকীর্তি অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন। ধর্মনিষ্ঠা, শৌর্য, বীর্য ইত্যাদি বিবিধ গুণে তুমিও সম্ভাবিত ব্যক্তি, তুমি অতঃপর অকীর্তিকথা সহ্য করিতে পারিবে না॥৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্‌॥৩৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মহারথাঃ (মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়বশতঃ) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন); ত্বং (তুমি) যেষাং (যাঁহাদিগের) [পূর্বে] বহুমতঃ ভূত্বা চ (মাননীয় হইয়াও) [অধুনা] লাঘবং (লঘুতা) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-সকল মহারথ তোমায় বহু মাননা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তোমাকে আর সমাদর করিবেন না, কেননা তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছ॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ **মহারথাঃ**=মহান্তঃ রথাঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি সমাস। **চ**=অব্যয়। **ত্বাম্‌**=যুষ্মদ্‌, ২য়া একবচন। **ভয়াৎ**=ভী+অচ্‌—ভয়ম্‌ (ক্লীব) ৫মী একবচন, হেতৌ ৫মী। **রণাৎ**=অপাদানে ৫মী। **উপরতম্‌**=উপ-রম্‌+ক্ত—উপরত, ২য়া একবচন। **মংস্যন্তে**=মন্‌+লৃট্‌ স্যন্তে। **ত্বম্‌**=যুষ্মদ্‌, ১মা একবচন। **যেষাম্‌**=যদ্‌, ৬ষ্ঠী বহুবচন, "ক্তস্য চ বর্তমানে ৬ষ্ঠী" (মন্‌ ধাতুর যোগে)। **বহুমতঃ**=বহু-মন্‌+ক্ত; বহুভিঃ মতং (সুপ্‌সুপা)। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্‌। **লাঘবম্‌**=লঘু+অণ্‌, কর্মণি ২য়া একবচন। **যাস্যসি**=যা+লৃট্‌ স্যসি।॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যঃ। রণাদ্‌যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি—ন কৃপয়েতি—ত্বাং মহারথা দুর্যোধনপ্রভৃতয়ঃ। যেষাং চ ত্বং দুর্যোধনাদীনাং বহুমতঃ—বহুভির্গুণৈর্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতঃ—ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবম্॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অর্জুন! ভীষ্মাদি মহারথগণ তোমাকে ধর্ম, ধৈর্য, পরাক্রমাদি গুণরাশির আধার বলিয়া জানেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা ভাবিবেন যে, অর্জুনের পূর্ববৎ বল, বীর্য, তেজ, সাহস ও উদ্যম কিছুই নাই, এক্ষণে কর্ণাদির ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ইহাতে তোমার অত্যন্ত লঘুতার পরিচয় হইবে॥৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্॥৩৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তব (তোমার) অহিতাঃ চ (শত্রুগণও) তব সামর্থ্যং (তোমার শক্তিকে) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহূন্ (অনেক) অবাচ্যবাদান্ (অকথ্য কুকথা) বদিষ্যন্তি (বলিবে); ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিং নু (আর কী আছে?)॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ (দুর্যোধনাদি) শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া কত অকথ্য কুকথাই না বলিবে। এতদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কী আছে?॥৩৬॥

ব্যাকরণ ঃ তব=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অহিতাঃ**=ধা+ক্ত=হিত; ন হিতঃ=অহিত (শত্রু)—নঞ্ তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **সামর্থ্যম্**=সমর্থ+ষ্যঞ্=সামর্থ্যঃ ২য়া একবচন। **নিন্দন্তঃ**=নিন্দ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **বহূন্**=বহু, ২য়া বহুবচন। **অবাচ্যবাদান্**=বদ্+ঘঞ্=বাদঃ; বচ্+ণ্যৎ=বাচ্যম্; ন বাচ্যম্ অবাচ্যঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, অবাচ্যান্ বাদান্=কর্মধারয়। **বদিষ্যন্তি**=বদ্+লৃট্ স্যন্তি। **ততঃ**=তদ্+তসিল্ (পঞ্চমার্থে)। **দুঃখতরম্**=দুঃখ+তরপ্=দুঃখতর, (ক্লীব), ১মা একবচন। **নু**=অব্যয় প্রশ্নে। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব) ১মা একবচন॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি॥৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদানবক্তব্যবাদাংশ্চ বহূননেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ। নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিবাতকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তম্। তস্মাত্ততো নিন্দাপ্রাপ্তের্দুঃখাদ্দুঃখতরং নু কিম্? ততঃ কষ্টতরং দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ॥৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন মনে করেন যে, আমাকে যুদ্ধ হইতে বিনিবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মাদি মহারথগণ নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাতে দুর্যোধনাদি শত্রুগণ অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রশংসা করিবে; কেননা আমি যুদ্ধ না করিলেই তাহাদের মঙ্গল। এই ভ্রান্তি শান্তির জন্যই ভগবান এই শ্লোকটির অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রশংসা করা দূরে থাকুক, অর্জুনের কাপুরুষতা দেখিয়া দুর্যোধনাদি অযথা ধিক্কারপূর্বক গ্লানির সহিত হাস্য ও নিন্দা করিতে থাকিবে। ভীষ্মাদির মরণশঙ্কায় অর্জুনের চিত্তপটে যে দুঃখের রেখা দেখা দিতেছে, তাহা অপেক্ষা লোকনিন্দাজনিত মনোদুঃখ যে অধিক হইতেও অধিকতর ক্লেশদায়ক, তাহাই ভগবান অর্জুনকে বুঝাইলেন। বস্তুতঃ, আত্মীয়বিয়োগজনিত দুঃখ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু লোকনিন্দা প্রতিনিয়ত বিঘোষিত হইলে দুঃখানল সর্বদা প্রজ্বলিত থাকিয়া মনকে চিরদিন দগ্ধ করে॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (কুন্তীপুত্র) হতঃ বা (হত হইয়া) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গবাসী হইবে), জিত্বা বা (অথবা জয়লাভ করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে), তস্মাৎ (সেই কারণে) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) কৃতনিশ্চয়ঃ (স্থিরনিশ্চয় হইয়া) উত্তিষ্ঠ (গাত্রোত্থান করো)॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! যদি এই যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তবে স্বর্গবাসী হইবে অথবা যদি বিজয় লাভ করিতে পার, তবে সসাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব ভোগ করিতে পারিবে; অতএব, যুদ্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া গাত্রোত্থান করো॥৩৭॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্ (ঞেয়) সম্বোধনে ১মা। **হতঃ**=হন্+ক্ত। **বা**=অব্যয়। **স্বর্গম্**=সু-অর্জ+ঘঞ্ কর্মণি ২য়া। **প্রাপ্স্যসি**=প্র-আপ্+লৃট্ স্যসি। **জিত্বা**=জি+ক্ত্বাচ্। **মহীম্**=কর্মণি ২য়া। **ভোক্ষ্যসে**=ভুজ্+লৃট্ স্যসে। **তস্মাৎ**=তদ্, ৫মী একবচন (হেতৌ)। **যুদ্ধায়**=যুধ্+ক্ত (ভাবে)=যুদ্ধ;—নিমিত্তার্থে ৪র্থী। **কৃতনিশ্চয়ঃ**=নির্-চি+অপ্=নিশ্চয়ঃ, কৃতঃ নিশ্চয়ঃ যেন সঃ=বহুব্রীহি। **উত্তিষ্ঠ**=উৎ-স্থা+লোট্ হি॥৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদুক্তং "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" ইতি। তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ—হতো বেতি। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্। হতঃ সন স্বর্গং প্রাপ্স্যসি। জিত্বা বা কর্ণাদীঞ্ছূরান্ ভোক্ষ্যসে মহীম্। উভয়থাপি তব লাভ এবেত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ॥৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন দেখিলেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গুরুগণবধজন্য দুঃখের আশঙ্কা;

যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শত্রুগণের শ্লেষ ও গ্লানিপূর্ণ হাস্যোপহাসেও পরম দুঃখের আশঙ্কা—এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অর্জুনকে প্রবুদ্ধ ও উত্তেজিত করিবার জন্য ভগবান বলিলেন, হে কৌন্তেয়! বৃথা চিন্তা পরিহার করো। এই ধর্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হইলে স্বর্গলাভ এবং বিজয় হইলে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ; উভয়তঃ লাভেরই চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শোক করিও না, বৃথা চিন্তা করিও না, সংশয়যুক্ত হইও না। বীরের ন্যায় শর ও শরাসন লইয়া গাত্রোত্থান করো, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান দ্বিতীয়াধ্যায়ে অর্জুনোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের শঙ্কাচ্ছেদ করিয়া দিলেন॥৩৭॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥৩৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ [চ] (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (তুল্য জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (নিযুক্ত হও); এবং (এই প্রকারে) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে না)॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ [হে অর্জুন!] সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, তাহাতে তুমি পাপভাগী হইবে না॥৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ **সুখদুঃখে**=সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ=সুখদুঃখে—২য়া দ্বিবচন; দ্বন্দ্ব সমাস। **সমে**=সম (ক্লীব), ২য়া দ্বিবচন। **লাভ-অলাভৌ**=লাভশ্চ অলাভশ্চ—লাভালাভৌ—দ্বন্দ্ব সমাস। ২য়া দ্বিবচন। লাভ=লভ্+ঘঞ্; ন লাভঃ=অলাভঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **জয়-অজয়ৌ**=জয়শ্চ অজয়শ্চ=দ্বন্দ্ব সমাস। ২য়া দ্বিবচন। জয়=জি+অচ্; ন জয়ঃ=অজয়ঃ=নঞ্ তৎপুরুষ। **কৃত্বা**=কৃ+ক্ত্বাচ্। **ততঃ**=তদ্+তসিল্—পঞ্চম্যার্থে। **যুজ্যস্ব**=যুজ্+লোট্ স্ব। **এবম্**=অব্যয়। **পাপম্**=পা+প, ২য়া—একবচন। **ন**=নিষেধার্থক অব্যয়। **অবাপ্স্যসি**=অব-আপ্+লৃট্ স্যসি॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভাবপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্যোপদেশমিমং শৃণু—সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা। রাগদ্বেষাবকৃত্বেত্যেতৎ। তথা চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ কৃত্বা। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। নৈবং যুদ্ধং কুর্বন্ পাপমবাপ্স্যসীতি। এষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যুদ্ধে স্বর্গলাভ হইলেও উহা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের ন্যায় নিত্যকর্ম নহে। বরং কাম্যকর্মের ন্যায় ফলপ্রদ। ইহাতে পৃথিবী লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাও অর্থশাস্ত্রানুমোদিত

বলিয়া বোধ হইতেছে। কাম্যকর্মরূপ যুদ্ধ না করিলে কোনো পাপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু রাজ্যলাভের আশায় ব্রাহ্মণ, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে ধর্মবিরুদ্ধ কার্য হইবে, এইরূপ বিচারে পাছে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকোক্ত উপদেশের প্রতি অর্জুনের সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই জন্য ভগবান বলিয়াছেন, হে অর্জুন! তুমি সমতাযুক্ত চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ, তুমি সুখের কামনা করিও না, দুঃখের আশঙ্কায়ও সঙ্কুচিত হইও না; যুদ্ধে যে তোমার লাভ হইবে ইহা ভাবিও না, অথবা অলাভই যে হইবে তাহাও মনে করিও না এবং এই মহাসমরে যে তোমার জয় হইবে তাহার আশা করিও না, অথবা পরাজয়ই যে হইবে তাহাও মনে স্থান দিও না। অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবে। তাহা হইলে গুরু, ব্রাহ্মণ-বধাদির জন্য পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। অশুভ কামনা ও অসৎ সঙ্কল্পই পাপ, কেবল কার্য বা অনুষ্ঠান পাপ নহে। সঙ্কল্পশূন্য শুভ বা অশুভ ক্রিয়া দ্বারা জীব পুণ্য বা পাপভাগী, স্বর্গ বা নিরয়গামী হয় না। যে-ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকের কল্যাণকামনায় যুদ্ধ করে, সে অবশ্যই গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধের পাপভাগী হয়, আবার তাদৃশ যুদ্ধ না করিলে নিত্যকর্মের অকরণজন্য পাপভাগী হয়। কিন্তু ফলকামনা বর্জিত হইয়া কেবলমাত্র স্বধর্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিলে এই উভয় পাপের কোনোটিই হয় না। আমি যে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্" ইত্যাদি ফলের কথা বলিলাম, তাহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র জানিবে। যেমন, আম্রফলের নিমিত্তই লোকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও সুগন্ধ তাহার আনুষঙ্গিক ফল; সেইরূপ, স্বধর্মার্থ অবশ্যকর্তব্য বোধেই তুমি যুদ্ধ করিবে, রাজ্য বা স্বর্গ তাহার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র জানিবে। রাজ্য বা স্বর্গলাভ না হইলেও তোমার ধর্মের হানি হইবে না। অতএব, যুদ্ধবিধানশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের ন্যায় নহে, বরং ধর্মশাস্ত্রের স্বরূপ। এই বাক্য দ্বারা ভগবান "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি অর্জুনোক্ত বচনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন॥৩৮॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! (হে অর্জুন) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা (এই) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল)। যোগে তু (কর্মযোগবিষয়ে) ইমাং (বক্ষ্যমাণ উপদেশ) শৃণু (শ্রবণ করো), যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] (যে-বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে) কর্মবন্ধং (কর্মবন্ধন) প্রহাস্যসি (ত্যাগ করিবে)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! তোমাকে সাংখ্যযোগাখ্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিলাম। এক্ষণে কর্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করো। ইহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ পার্থ=পৃথা+অণ; সম্বোধনে ১মা। **সাংখ্যে**=সম্যক্ খ্যায়তে—প্রকাশতে আত্মতত্ত্বম্ অস্মিন্ ইতি। সংখ্যা=সম্-খ্যা+অঙ্; সংখ্যা+অণ্=সাংখ্যম্, ৭মী একবচন। **এষা**=এতদ্ (স্ত্রী) ১মা একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন; "ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি" যোগে ৪র্থী। **অভিহিতা**=অভি-ধা+ক্ত+টাপ্। **তু**=অব্যয়। **যোগে**=যুজ্+ঘঞ্ ৭মী একবচন। **ইমাম্**=ইদম্ (স্ত্রী), ২য়া

একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি। **যয়া**=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **বুদ্ধ্যা**=বুধ্+ক্তি, ৩য়া একবচন। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **কর্মবন্ধম্**=বন্ধ্+ঘঞ্=বন্ধ, কর্মণঃ বন্ধঃ=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **প্রহাস্যসি**=প্র-হা+লৃট্ স্যসি॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্মযোগং প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং, তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা; এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু; যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্; তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি॥৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকো ন্যায়ঃ—স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তঃ। ন তু তাৎপর্য্যেণ। পরমার্থদর্শনং ত্বিহ প্রকৃতম্। তচ্চোক্তমুপসং-হ্রিয়তে—এষা তেঽভিহিতেতি—শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনায়। ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়বিভাগ উপরিষ্টাৎ—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেণ যোগিনামিতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং সুখং প্রবর্তিষ্যতে। শ্রোতারশ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহীষ্যন্তীতি। অত আহ—এষা ত ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতোক্তা। সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে। বুদ্ধির্জ্ঞানং সাক্ষাচ্ছোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণম্। যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্মযোগে কর্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চেমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু। তাং চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং—বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ কর্মবন্ধং—কর্মৈব ধর্মাধর্মাখ্যো বন্ধঃ—তং প্রহাস্যসি। ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ উপনিষদের প্রতিপাদ্য সদ্বস্তু পরমাত্মার নাম "সাংখ্য"। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" শ্লোক হইতে "স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য" শ্লোকের পূর্ববর্তী একবিংশতি শ্লোক দ্বারা ভগবান তত্ত্বজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা সর্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে উপযুক্ত অধিকারী এই আত্মজ্ঞানরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কর্মযোগের কথা শ্রবণ করা অনাবশ্যক। এক্ষণে আত্মজ্ঞান উপদেশের পর কর্মযোগ উক্ত হইলে, পরে যখন আত্মজ্ঞানীর সর্বকর্মকর্তব্যভাব উক্ত হইবে, তখন বিরোধ পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে যে-কর্মযোগের কথা উক্ত হইতেছে, তাহা জ্ঞানীর জন্য নহে, কেবল অর্জুনের ন্যায় যে অপ্রবুদ্ধচিত্ত মানবের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মাত্মাকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই, তাহার মনোমল মার্জনাপূর্বক আত্মসাক্ষাৎকারলাভার্থই এই নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠেয়। "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ফলকামনাবর্জিত কর্মবুদ্ধির কথা এক্ষণে সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইবে। আত্মজ্ঞান শ্রবণ দ্বারা অর্জুনের চিত্তে আশানুরূপ চেতনা হয় নাই, কেননা বহিরঙ্গ সাধন ব্যতীত অন্তরঙ্গ সাধনের কোনো উপদেশই ধারণা হইতে পারে না। এই জন্য ভগবান অর্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য এই নিষ্কাম কর্মযোগের কথার অবতারণা করিলেন। কর্মযোগ

ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ধর্মেণ পাপমপনুদন্তি"[১]। অর্থাৎ, নিষ্কাম কর্মরূপ ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের মলিনতারূপ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ করিলে বিফলতা) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (পাপও হয় না); অস্য ধর্মস্য (এই ধর্মের) স্বল্পমপি (অতি অল্পমাত্রও) মহতো ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (রক্ষা করে)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই নিষ্কাম কর্মযোগের ফল বিনষ্ট হয় না; ইহাতে প্রত্যবায় নাই; বরং যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতা মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **ইহ**=ইদম্‌ শব্দের উত্তর "স্থানে" বুঝাইলে "ইহ" আদেশ হয় নিপাতনে। **অভিক্রমনাশঃ**=অভি-ক্রম্‌+ঘঞ্‌=অভিক্রম; নশ্‌+ঘঞ্‌=নাশ; অভিক্রমস্য নাশঃ=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ন**=নিষেধার্থক অব্যয়। **অস্তি**=অস্‌+লট্‌ তি। **প্রত্যবায়ঃ**=প্রতি-অব-ই+অচ্‌, ১মা একবচন। **ন**= নিষেধার্থক অব্যয়। **বিদ্যতে**=বিদ্‌+লট্‌ তে। **অস্য**=ইদম্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **ধর্মস্য**=ধৃ+মন্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **স্বল্পম্‌**=সু-অল্পম্‌। **অল্প**=অল+প। **মহতঃ**=মহৎ, ৬ষ্ঠী একবচন। **ভয়াৎ**=ভী+অচ্‌, ৫মী একবচন। **ত্রায়তে**=ত্রৈ+লট্‌ তে॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্য। বৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্মযোগেন কর্মবন্ধপ্রহাণং তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কাম-কর্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশ্যেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-কর্মযোগস্য স্বল্পমপি উপক্রমমাত্রমপি মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কিঞ্চান্যৎ—নেহেতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্মযোগেঽভিক্রমনাশঃ। অভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ। তস্য নাশোঽস্তি। যথা কৃষ্যাদেঃ। যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ভবতি। কিন্তু স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াজ্জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রুতি বলিয়াছেন, যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্মজনিত ফলরাশি ভোগাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আশঙ্কা, কর্মযোগের কথা উত্থাপনমাত্রেই অর্জুনের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনায় ভগবান বলিতেছেন, "অভিক্রম" [অর্থাৎ, যজ্ঞদানাদি যে-ফলের প্রারম্ভক তাহা] বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাই শ্রুতির মত। কিন্তু নিষ্কাম কর্মরূপ যোগের কদাপি সেই আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম

১ অথর্ববেদীয় মহানারায়ণ উপনিষদ্‌, ২২খণ্ডে ১/২২

কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, স্বর্গাদির ক্ষণবিধ্বংসী পদ লব্ধ হয় না। যেমন, অগ্নি তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া অবশেষে স্বয়ংও নির্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ নিষ্কাম কর্মরাশিও মনোমালিন্যের বিনাশ করিয়া পরিশেষে নিজেও নিবৃত্ত হইয়া যায়। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্মে অনুষ্ঠানের ন্যূনাতিরেকরূপ বৈগুণ্যবশতঃ যে প্রত্যবায় হইয়া থাকে, নিষ্কাম কর্মযোগে তাহার কোনো আশঙ্কাই নাই। কেননা, ইহাতে ফলেরও আকাঙ্ক্ষা না থাকায় ফলহানি হইবারও ভয় থাকে না, আবার ঈশ্বরার্থই যে নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অধিকারি-পুরুষ জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কেননা, অনুষ্ঠানকালে ভগবানে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনিবেশ হইলে পাপাদির জনক কর্মবন্ধন সহজেই বিদূরিত হইয়া যায়॥৪০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) ইহ (এই নিষ্কাম কর্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (কেবল এক পদার্থগত, সুতরাং একই)। অব্যবসায়িনাং (সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ (নানাভাগে বিভক্ত) অনন্তাঃ চ (ও অনন্তরূপ)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্মযোগে কেবলমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই থাকে। আর সকামকর্মযোগিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয় এবং অনন্তরূপ ধারণ করে॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **কুরুনন্দন**=কুরূণাং নন্দনঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ)। **ইহ**=ইদম্ শব্দের ৭মীর স্থানে "ইহ" আদেশ হয়। ইহ=এখানে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগে। **বহুশাখাঃ**=বহবঃ শাখাঃ যাসাং তাঃ। বহুব্রীহি সমাস। **হ্যনন্তাশ্চ**=হি+অনন্তাশ্চ। নাস্তি অন্তঃ যেষাং তে=নঞ্-বহুব্রীহি। "বুদ্ধি"-র বিশেষণ। **বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্**=বুদ্ধয়ঃ+অব্যবসায়িনাম্। **ব্যবসায়াত্মিকা**=বি-অব-সো+ঘঞ্=ব্যবসায়ঃ; ব্যবসায়ঃ আত্মা (স্বরূপং) যস্যাঃ সা ব্যবসায়াত্মিকা, "বুদ্ধি"-র বিণ। **অব্যবসায়িনাম্**=বি-অব-সো+ঘঞ্=ব্যবসায়ঃ; ব্যবসায়+ণিনি্=ব্যবসায়িন্ ন ব্যবসায়ী (নঞ্ সমাস) তেষাম্, ৬ষ্ঠী বহুবচন॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বেরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাৎ অনন্তাস্তত্রাপি কর্মফলগুণফলাত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে, ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ দধ্নেন্দ্রিয়কামো জুহুয়াৎ"[১] অতো মহদ্বৈষম্যমিতিভাবঃ॥৪১॥

---

১ ঋগ্বেদ, অষ্টম মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত (তৃতীয় ঋক)

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা—ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা। সম্যক্ প্রমাণজনিতত্বাৎ। ইহ শ্রেয়োমার্গে। হে কুরুনন্দন। যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখাভেদপ্রচারবশাদনন্তোঽপারোঽনুপরতঃ সংসারোঽপি নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোঽপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখাঃ। বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখাঃ। বহুভেদা ইত্যেতৎ। প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ। কেষাম্? অব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম ও ভগবদর্থে নিষ্কাম কর্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকালে ফলেরই আকাঙ্ক্ষাবশতঃ বুদ্ধি চঞ্চল ও বিবিধ চিন্তায় আকুলিত হয়। কিন্তু নিষ্কাম কর্মে ভগবন্নিষ্ঠাবশতঃ বুদ্ধির নির্মলতা ও একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং সেই নির্মলা বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের অনুগামিনী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সকাম ও নিষ্কাম কর্মে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে॥৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াঽপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥৪৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন) বেদবাদরতাঃ (কর্মকাণ্ডের কথায় অনুরক্ত) [যাহারা] অন্যৎ (স্বর্গাদিফলজনক কর্ম ভিন্ন অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতিবাদিনঃ (এইরূপ মতবাদী) কামাত্মানঃ (কামনাযুক্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গাদিলাভই যাহাদের উদ্দেশ্য) জন্মকর্মফলপ্রদাং (জন্মকর্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য লাভের উপায়ীভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট) যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (প্রশংসাসূচক) বাচং (বাক্য) প্রবদন্তি (বলে), তয়া (সেই বাক্য কর্তৃক) অপহৃতচেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্যে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) সমাধৌ (সমাধিতে) ন বিধীয়তে (উৎপন্ন হয় না)॥৪২-৪৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বিচারবিহীন পুরুষগণ যে কর্মকাণ্ডের কথা বলিয়া থাকেন তাহা বিবেচনাদোষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বৈদিক ফলশ্রুতির প্রশংসাবাক্যের অনুগামী, বিবিধফলপ্রকাশক শ্রুতিবাক্যাবলি যাঁহাদের আনন্দের কারণ, তাহারা স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করে না, তাহারা কামনাযুক্ত। স্বর্গলাভই যাহাদিগের বোধে পরম পুরুষার্থ তাহারা জন্ম, কর্ম ও ফলপ্রদ বেদবাক্য এবং ভোগ-ঐশ্বর্য লাভের উপায়ীভূত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক বাণী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্যানুরক্ত এবং প্রলোভনকর রমণীয় বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত

মূঢ়দিগের পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্রনিষ্ঠারূপ সমাধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না॥৪২-৪৪॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ**=প্রবদন্তি+অবিপশ্চিতঃ; **নান্যদস্তীতিবাদিনঃ**=ন+অন্যৎ+অস্তি+ইতিবাদিনঃ; **ত্বয়াঽপহৃতচেতসাম্**=ত্বয়া+অপহৃতচেতসাম্। **পার্থ**=পৃথায়াঃ অপত্যং পুমান্ ইতি পৃথা+অণ্ (পৃথা কুন্তীর নাম)। **অবিপশ্চিতঃ**=বি+প্র+চিৎ-ক্বিপ্=বিপশ্চিৎ, ন বিপশ্চিৎ অবিপশ্চিৎ, ১মা। **বেদবাদরতাঃ**=বিদ্+ঘঞ্=বেদঃ; বদ্+ঘঞ্=বাদঃ। রম্+ক্ত=রতঃ, বহুবচনে-রতাঃ; বেদস্য বাদাঃ বেদবাদাঃ ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তেষু রতাঃ—৭মী তৎ=বেদবাদরতাঃ। **নান্যদস্তীতিবাদিনঃ**=বদ্+ণিনি বাদিন্ ১মা বহুবচন বাদিনঃ। "ন অন্যৎ অস্তি ইতি" যে বদন্তি—"নান্যদস্তীতি—বদ্+ণিন্"=নান্যদস্তীবাদিন্ ১মা বহুবচন। **কামাত্মানঃ**=কম্+ঘঞ্=কামঃ; কাম এব আত্মা (স্বভাবঃ স্বরূপং বা) যেষাং তে কামাত্মানঃ। বহুব্রীহি। **স্বর্গপরাঃ**=স্বর্গঃ এব পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যেষাং তে—বহুব্রীহি। **জন্মকর্মফলপ্রদাম্**=জন্ম চ কর্ম চ—জন্মকর্মণী-তে এব ফলং=জন্মকর্মফলম্, রূপক কর্মধারয়, জন্মকর্মফলং প্রদদাতি ইতি জন্মকর্মফল—প্র-দা+ক=জন্মকর্মফলপ্রদ; স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্=জন্মকর্মফলপ্রদাং ২য়া একবচনে। বাচম্ এর বিণ্। **ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্**=ক্রিয়াঃ বিশেষঃ, যদ্বা বিশেষঃ ক্রিয়া—ক্রিয়া বিশেষঃ, তেষাং বহুল অস্তি যস্যাং (বাচি) ক্রিয়াবিশেষবহুলা, ২য়া একবচন; "বাচম্" এর বিণ। **ভোগৈশ্চর্যগতিম্**=ভোগশ্চ ঐশ্বর্যঞ্চ-ভোগৈশ্বর্যে-তয়োর্গতি (প্রাপ্তি) ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তাম্, প্রতি শব্দযোগে ২য়া। **ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্**=ভোগশ্চ ঐশ্বর্যঞ্চ=ভোগৈশ্বর্যে—প্র-সন্জ্+ক্ত=প্রসক্ত, ভোগৈশ্বর্যে প্রসক্তাঃ যে, তেষাম্-ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তানাম্—সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী বহুবচন। "অবিপশ্চিতঃ"-এর সহিত অন্বয়। **ত্বয়া**=তদ্ স্ত্রীলিঙ্গে ৩য়া একবচন—তয়া বাচয়া ইত্যর্থ। **অপহৃতচেতসাম্**=অপ-হৃ+ক্ত=অপহৃত, অপহৃতং চেতঃ যেষাম্, অপহৃতচেতসঃ; ৬ষ্ঠী বহুবচনে অপহৃতচেতসাম্ (অবিপশ্চিতানাম্ জনানামিত্যর্থঃ)। **ব্যবসায়াত্মিকা**=বি-অব-সো+ঘঞ্ ব্যবসায়ঃ; ব্যবসায় এব আত্মা যস্যাঃ ব্যবসায়াত্মিকাঃ। "বুদ্ধি"-র বিণ্। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্। **সমাধৌ**=সম্-আ+ধা+কি, ৭মী একবচন; বিষয়াধিকরণে ৭মী। **বিধীয়তে**=বি-ধা-ভাববাচ্যে লট্ তে॥৪২-৪৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্বন্তি? তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং পুষ্পিত-বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং, তেষাং তয়া বাচাঽপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ বেদবাদরতা ইতি, বেদে যে বাদাঃ অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেম্বেব রতাঃ প্রীতাঃ। অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতিবদনশীলাঃ অতএব কামাত্মান ইতি—কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ততশ্চ ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্যয়োঃ

প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং, সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে (কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ) সা নৈবোপপদ্যত ইতি ভাবঃ॥৪২-৪৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং—যামিমামিতি। যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতো বৃক্ষ ইব শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি। কে? অবিপশ্চিতোঽল্পমেধসঃ। অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতা বহ্বর্থবাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ। হে পার্থ। নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্মভ্যোঽস্তীত্যেবংবাদিনো বদনশীলাঃ।

তেচ—কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ। কামপরা ইত্যর্থঃ। স্বর্গপরাঃ। স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ। জন্মকর্মফলপ্রদাম্। কর্মণঃ ফলং কর্মফলম্। জন্মৈব কর্মণঃ ফলং জন্মকর্মফলম্। তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্মফলপ্রদা। তাং বাচম্। প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে। ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্। ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ। তে বহুলা যস্যাং বাচি তাম্। স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থা যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে। ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি। ভোগশ্চৈশ্বর্যং চ ভোগৈশ্বর্যে তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তির্ভোগৈশ্বর্যগতিঃ। তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ। তদ্বহুলাম্। তাং বাচং প্রবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

তেষাং চ—ভোগেতি। ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং। ভোগঃ কর্তব্যঃ। ঐশ্বর্যং চেতি। ভোগৈশ্বর্যয়োরেব প্রণয়বতাং তদাত্মভূতানাম্। তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচাঽপহৃতচেতসামাচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাম্। ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা বুদ্ধিঃ। সমাধৌ। সমাধীয়তেঽস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ। তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে। ন স্থিরীভবতীত্যর্থঃ॥৪২-৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সুবিচার ও সদসদ্বিবেচনাশূন্য মূঢ়ের নিকট বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের কথাগুলি গন্ধহীনপুষ্পরাজিশোভিত দূরস্থ পলাশ বৃক্ষের ন্যায় রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। কেননা, সেই সকল বাক্য দ্বারা যজ্ঞাদি সাধন ও স্বর্গাদি ফল এবং এই দুই-এর পরস্পর সম্বন্ধই বিদিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ, তদ্দ্বারা কোনো বিশেষ নিরতিশয় আনন্দরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ, অপূর্ব শরীর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধরূপ জন্ম, তদনন্তর বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম এবং এতৎকর্মানুগত পুত্র, পশু, স্বর্গাদিরূপ ক্ষণবিধ্বংসী ফল, এই কর্মকাণ্ডরূপ বাক্য অবিচ্ছেদে প্রসব করিতেছে। অমৃতপান, উর্বশী আদি অপ্সরাগণের সহবাস ও বিলাস, পারিজাতবৃক্ষের সৌগন্ধ আদি ভোগ, দেবলোকে প্রভুত্বরূপ ঐশ্বর্য আদি লাভের পক্ষে অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া বিশেষ প্রশস্ত। এই ক্রিয়াকলাপের পুষ্টির জন্য বেদে কর্মকাণ্ডীয় বাণী অতি বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা সদ্বিচারজ্ঞানশূন্য, তাহারাই কর্মকাণ্ডীয় বৈদিকবাণীকে স্বর্গাদিফলপরতাযুক্ত বলিয়া স্বীকার করে। তাহারাই, চাতুর্মাস্যযজ্ঞকারী পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয়—এই অর্থবাদপূর্ণ বাক্যের নিশ্চয়ে বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ, কর্মকাণ্ডের শেষাবস্থাই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডীয় "তৎ" এই পদই কর্মকাণ্ডের "দেবতা"; জ্ঞানকাণ্ডীয় "ত্বম্" এই পদই

কর্মকাণ্ডের কর্মকর্তা "যজমান" এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় "তৎ+ত্বম্" পদার্থের অভেদবোধক বাক্যই কর্মকাণ্ডের কর্মকর্তা "পুরুষ" সাক্ষাৎ ঈশ্বর। স্বর্গাদি ভিন্ন আর কিছুই পরম লাভ নাই, সকাম পুরুষগণের এই কল্পনা জ্ঞানকাণ্ডের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কামনাকুলভাবে সর্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চিত্তের বহির্মুখতাপ্রযুক্ত সকাম ব্যক্তির মুক্তি বা নিবৃত্তির অভিলাষ হয় না। যাহারা উর্বশী, নন্দনবন, অমৃত আদি পূর্ণ স্বর্গকেই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে, তাহাদের সমক্ষে মুক্তির বিমল প্রতিবিম্ব আদৌ প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাদের বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধনও সম্ভবে না। সকামের পক্ষে মুক্তির ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, মুক্তির কথা পর্যন্তও অসহনীয় হইয়া উঠে। ভোগৈশ্বর্যাদি ক্ষয়শীল পদার্থের প্রতি দোষদৃষ্টির অভাবে বেদোক্ত অর্থবাদ বচনের সূক্ষ্ম তাৎপর্য বুঝিতে না পারায় সকাম পুরুষের নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবানে একান্তনিষ্ঠাবুদ্ধির আদৌ উদয় হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ চিত্তশুদ্ধির জন্যই সম্পাদিত হওয়া কর্তব্য, স্বর্গাদি ভোগের জন্য নহে। ফলকামনাবর্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করিলেই আত্মজ্ঞানোপযোগী অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব, নিষ্কাম এবং সকাম পুরুষের কর্মানুষ্ঠানে বিষম বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে॥৪২-৪৪॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥৪৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) বেদাঃ (কর্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণান্বিত); [ত্বং (তুমি)] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) ভব (হও), নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য সত্ত্বভাবাবস্থিত), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগ ও ক্ষেম রহিত) আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) [হও]॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই কর্মকাণ্ডরূপ বেদ ত্রিগুণান্বিত, অর্থাৎ সকাম পুরুষদিগের জন্য কর্মফলসিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য সত্ত্বভাবাবস্থিত, যোগ ও ক্ষেম রহিত এবং আত্মবান হইয়া নিষ্কাম হও॥৪৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ**=ত্রয়াণাং গুণানাং ভাবঃ—ত্রিগুণ+ষ্যঞ্=ত্রৈগুণ্যম্। ত্রৈগুণ্যম্। এব বিষয়াঃ যেষাং তে, বহুব্রীহি। **নিস্ত্রৈগুণ্যঃ**=নির্ (নাস্তি) ত্রৈগুণ্যং যস্মিন্ সঃ—বহুব্রীহি। **নির্দ্বন্দ্বঃ**=নির্ (নাস্তি) দ্বন্দ্বঃ যস্মিন্ সঃ—বহুব্রীহি। **নির্যোগক্ষেমঃ**=যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ=যোগক্ষেমৌ—তৌ ন স্তঃ যস্য সঃ। **আত্মবান্**=আত্মন্+মতুপ্॥৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মিকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়া তথাচ কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদি-যুগলানি দ্বন্দ্বানি, তদ্রহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ

প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবান্-অপ্রমত্তঃ ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনা-স্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি॥৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ য এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ— ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতু সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ। ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বো ভব। ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব। তথা নির্যোগক্ষেমঃ। অনুপাত্তস্যোপার্জনং যোগঃ। উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ। যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করেতি। অতো নির্যোগক্ষেমো ভব। আত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব। এষ তবোপদেশঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতঃ॥৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বেদপ্রতিপাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মসমূহ নিজ নিজ স্বভাববশতঃ অবশ্যই কামনানুরূপ ফল প্রসব করিবে; এবং উহা কর্মানুসারে সকাম বা নিষ্কাম উভয় পুরুষকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। ইহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধন। অর্জুনের এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, সংসার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশস্বরূপ। কামনাই সংসারের মূল। কামনাযুক্ত হইয়া যে-পুরুষ কর্মকাণ্ডরূপ বেদের ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠান করিবে, বৈদিক কর্ম তাহার কামনানুরূপ ফল প্রদান করিবে। কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ, কামনা দ্বারাই ফলের প্রাপ্তি হয়। অতএব, হে অর্জুন! তুমি সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, শত্রু-মিত্রাদি দ্বন্দ্বভাব পরিহার করো। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ অচল ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেই এতদ্দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা তোমার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণু হইলেও ক্ষুত্তৃষ্ণাদির নিবৃত্তির জন্য অন্নাদির সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অন্নের রক্ষণাবেক্ষণার্থ চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন, যোগ (অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা) রূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ করো। কিন্তু এতৎপ্রযত্নাভাবে জীবননাশের সম্ভাবনায় ভগবান অর্জুনকে আত্মবান হইতে উপদেশ করিলেন। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর সর্বত্র নিত্য বিদ্যমান আছেন। তিনিই জগন্নিয়ন্তা ও বিশ্বের ব্যবস্থাপকরূপে আমাতেও বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ যাহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই আত্মবান। সমস্ত কামনা পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে যে-পুরুষ ভগবানের আরাধনা করেন, দেহযাত্রা নির্বাহার্থ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে আর চিন্তা করিতে হয় না। এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তোমার হৃদয়কে প্রমাদশূন্য করো॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥৪৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ উদপানে (কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে-পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়], সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে) তাবান্ (তদ্রূপ) [অর্থঃ (উদ্দেশ্য) সিদ্ধ হয়]; [সেই প্রকার] সর্বেষু বেদেষু (সকল বেদে) [যাবান্ (যে-সকল) অর্থঃ (প্রয়োজন), তাবান্ (সে-সমস্ত)] বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের) [লাভ হয়]॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন অল্প জলবিশিষ্ট জলাশয়ে স্নানপানাদিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতিবিস্তীর্ণ ও গভীর জলাশয়েও তদ্রূপ স্নানপানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই প্রকার বেদোক্ত কাম্যকর্মে যে স্বর্গাদিফলরূপ আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সেই সমস্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন॥৪৬॥

ব্যাকরণ ঃ **উদপানে**=উদকং পীয়তে অস্মিন্ অস্মাৎ বা—অধিকরণে অপাদানে বা (বাহুলকাৎ) সংজ্ঞায়াম্=উদপানম্, তস্মিন্ অধিকরণে ৭মী। **যাবান্**=যৎ+পরিমাণার্থে বতুপ্ পুংলিঙ্গ ১মার একবচনে। অর্থ—শব্দের বিশেষণ। **সর্বতঃ**=সর্ব+সপ্তম্যান্তসিল সর্ব+তস্। **সংপ্লুতোদকে**= সম্-প্লু+ক্ত=সংপ্লুত, উদকেন সংপ্লুতং যৎ, সংপ্লুতোদকম্ (স্থানম্)। তস্মিন্—৭মী একবচন। **তাবান্**=তদ্+পরিমাণার্থে বতুপ্, পুংলিঙ্গে। ১মার একবচন। **বিজানতঃ**=বি-জ্ঞা+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। “ব্রাহ্মণস্য” পদের বিশেষণ॥৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধন বিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপী-কূপ-তড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্বোঽপ্যর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি; এবং যাবান্ সর্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ “এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি”[১] ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বেষু বেদোক্তেষু কর্মসু যান্যুক্তান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্ত ইতি? উচ্যতে। শৃণু—যাবানিতি। যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্নুদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সর্বোঽর্থঃ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানেব সংপদ্যতে। তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে সর্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্মসু যোঽর্থো যৎ কর্মফলম্। সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থো যদ্বিজ্ঞানফলং সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে। তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। “যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ স ময়ৈতদুক্ত ইতি॥”[২] ইতি শ্রুতেঃ। সর্বং কর্মাখিলমিতি চ বক্ষ্যতি। তস্মাৎ প্রাগ্জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম কর্তব্যম্॥৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নিষ্কাম কর্ম করিলে কাম্যকর্মজনিত স্বর্গাদি সুখলাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কেননা, ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কামনাই তত্ত্বাবতের মূল। এই সন্দেহ নিরসনার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানবের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বৃহৎ জলাশয়েও

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৩২
২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪/১/৬

তাহাই সম্পাদিত হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলের পরিমাণ বৃহৎ জলাশয়ের জলের কিয়দংশ মাত্র। এইরূপ বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাদি কাম্যকর্মসকল সকাম পুরুষকে স্বর্গাদি জনিত যে-আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তৎসমস্তই সুলভ। কেননা ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভোগানন্দ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। যথা শ্রুতি—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥"[১] ব্রহ্ম হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দের কণিকামাত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দপূর্বক জীবনাতিপাত করে। নিষ্কাম হইলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়। তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জুন! যে-ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তাহার ভোগানন্দের অভাব থাকে না। বরং তাহার পক্ষে উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ॥৪৬॥

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥৪৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কর্মণি এব (কর্মেই) তে (তোমার) অধিকারঃ (কর্তৃত্ব), কদাচন (কোনও কালে) ফলেষু (কর্মফলে) মা (নাই); [তুমি] কর্মফলহেতুঃ (কর্মফলকামী) মা ভূঃ (হইও না), অকর্মণি (কর্মত্যাগে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক)॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্মেই তোমার অধিকার আছে; কিন্তু কর্মফলে কোনও সময়ে তোমার অধিকার নাই। ফলকামনায় তোমার যেন কর্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম পরিত্যাগ করিতেও যেন তোমার প্রীতির উদয় না হয়॥৪৭॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণ্যেবাধিকারস্তে**=কর্মণি-এব+অধিকারঃ+তে। **কর্মফলহেতুর্ভূর্মা**=কর্মফলহেতুঃ+ভূঃ+মা; **সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি**=সঙ্গঃ+অস্তু+অকর্মণি। **কর্মণি**—কর্মন্ শব্দের ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে ৭মী)। **অধিকারঃ**—অধি-কৃ+ঘঞ্। **কদাচন**—কিম্+দা (কালে)=কদা; কদা+চন (অনিশ্চিতার্থে)। **মা কর্মফলহেতুঃ**=কর্মণঃ ফলম্=কর্মফলম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। তস্য হেতুঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **মা ভূঃ**=মাঙ্ অভূঃ—অকার লোপ। মাঙি লুঙ্—মাঙ্ ও মাস্ম যোগে লুঙ্ হয় এবং "ন মাঙ্ যোগে" সূত্রানুসারে অকারের লোপ হয়। ভূঃ—ভূ+লুঙ্ স্। **সঙ্গঃ**=সঞ্জ্+ঘঞ্। **অস্তু**=অস্+লোট্ তু॥৪৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি সর্বাণি কর্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্তেত; কিং কর্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্ বারয়ন্নাহ—কর্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্মণ্যেবাধিকারস্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মাঽস্তু। ননু কর্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ কর্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ। কামিতস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকর্মণি কর্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু॥৪৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তব চ—কর্মণীতি। কর্মণ্যেবাধিকারঃ—ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং—তে তব। অত্র

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৩২

চ কর্ম কুর্বতো মা ফলেষ্বধিকারোঽস্তু। কর্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাংচিদপ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্মফলপ্রাপ্তের্হেতুঃ স্যাঃ। এবং মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ। যদা হি কর্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্মণি প্রবর্ততে তদা কর্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ। যদি কর্মফলং নেষ্যতে কিং কর্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি। অকরণে প্রীতির্মা ভূৎ॥৪৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; এবং আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ লাভের কোনো সম্ভাবনাই নাই। এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া পাছে অর্জুন মনে করেন যে, তবে কর্মরূপ বহিরঙ্গ সাধন ব্যর্থ ও কেবল বিড়ম্বনা মাত্র—তাই ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী বটে; কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ এখনও নির্মল হয় নাই। এই জন্য তুমি নিষ্কাম কর্মের অধিকারী, কর্মানুষ্ঠানকালে ফলভোগের কথা তুমি আদৌ মনে করিও না। যদি বল, অনুষ্ঠাতা ফলকামনা না করিলেও অনুষ্ঠিত কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল কর্মকর্তাকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে—এতদুত্তরে ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তি হয় না। ফললাভ করাই যে কর্মীদিগের উদ্দেশ্য, তুমি আপনাকে সেই শ্রেণিভুক্ত করিও না। মনে হইতে পারে যে, কর্ম যখন স্বয়ং ফলদানে অসমর্থ, তখন বৃথা এই কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কী? তুমি এইরূপ বুদ্ধিতে কর্মপরিত্যাগে প্রীতিযুক্ত হইও না। তোমার স্বর্গফলাদির ইচ্ছা না থাকুক, কিন্তু কর্মানুষ্ঠানের স্বভাবগত ধর্মে তোমার অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইবে। এইরূপ কর্মসাধন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের মূল উপাদানস্বরূপ চিত্তশুদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই॥৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ [সন্] (যোগে অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (কামনা বর্জনপূর্বক) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (সমভাবে থাকিয়া) কর্মাণি কুরু (কর্ম করো), [এইরূপ] সমত্বং (সমতা) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া উক্ত হয়)॥৪৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগস্থ হইয়া ফলকামনা বর্জনপূর্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্মের অনুষ্ঠান করো। চিত্তের এইরূপ সমতার নাম যোগ॥৪৮॥

ব্যাকরণ ঃ **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ**=সিদ্ধি+অসিদ্ধ্যোঃ। **যোগস্থঃ**=যোগ-স্থা+ক। **কুরু**=কৃ+লোট্ হি। **সঙ্গম্**=সঞ্জ্+ঘঞ্ (কর্মণি ২য়ার একবচন)। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ**=সিদ্ধিশ্চ অসিদ্ধিশ্চ= সিদ্ধ্যসিদ্ধী ৭মীর দ্বিবচনে—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্। **সমত্বম্**=সম+ভাবে "ত্ব" প্রত্যয়। ক্লীবলিঙ্গে ১মার একবচন। উক্তে কর্মণি ১মা। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মবাচ্যে লট্ তে॥৪৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিং তর্হি যোগস্থঃ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্রস্থিতঃ কর্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে। সচ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ॥৪৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ যদি কর্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্তব্যং কর্ম কথং তর্হি কর্তব্যমিতি? উচ্যতে—যোগস্থ ইতি। যোগস্থঃ সন্‌ কুরু কর্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্‌। তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ। তদ্বিপর্য্যয়জাঽসিদ্ধিঃ। তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কর্মাণি কুর্বিত্যুক্তম্‌? ইদমেব তৎ—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কার্যকালে অহং-কর্তৃত্বাভিমান-পরিহারই নিষ্কাম কর্মের মূল। বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক কার্যানুষ্ঠানকালে ফলসিদ্ধিতে হর্ষ এবং সুফল প্রাপ্ত না হইলে যেন বিষাদ উপস্থিত না হয়; কেবল ঈশ্বরারাধনবুদ্ধিতে কর্মের অনুষ্ঠান করো। ইতঃপূর্বে কর্ম যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। যোগ শব্দের এই বৈষম্যরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থই এখানে ভগবান বলিলেন যে, ফলের লাভে সুখ ও অলাভে দুঃখ, এতদুভয়াবস্থারই অভাব অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদের সমতার নামই যোগ। যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ হর্ষ-বিষাদের সমতাপূর্বক তুমি কর্মানুষ্ঠান করো॥৪৮॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥৪৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয়! কর্ম (কাম্যকর্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (নিষ্কাম কর্ম হইতে) দূরেণ হি (নিতান্তই) অবরং (নিকৃষ্ট); [তুমি] বুদ্ধৌ (পরমাত্মবুদ্ধিতে) শরণম্‌ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (ইচ্ছা করো); ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) কৃপণাঃ (নিকৃষ্ট)॥৪৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কাম্যকর্ম নিষ্কাম কর্ম হইতে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্মবুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করো। যে-ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী, সে কৃপণ॥৪৯॥

ব্যাকরণ ঃ **হ্যবরম্‌**=হি+অবরম্‌। **শরণমন্বিচ্ছ**=শরণম্‌+অনু-ইচ্ছ। **দূরেণ**="অবর" এই বিশেষণের বিশেষণ। প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া। **অবরম্‌**=অবর শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট, ইহার বিপরীত হইল "বর", মানে উৎকৃষ্ট। **বুদ্ধিযোগাৎ**=বুদ্ধ্যাঃ যোগঃ ৩য়া তৎপুরুষ—তস্মাৎ, নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে ৫মী। **বুদ্ধৌ**=বিষয়াধিকরণে ৭মী। **অন্বিচ্ছ**=অনু-ইষ্‌+লোট হি। **কৃপণাঃ**=কৃপ্‌+ক্যন্‌। কৃপণ শব্দের অর্থ ভাগ্যহীন, বেচারী। **ফলহেতবঃ**=ফলম্‌ হেতুর্যেষাং তে বহুব্রীহি॥৪৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কাম্যন্তু কর্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকামাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম দূরেণাবরম্‌ অত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"[১] ইতি শ্রুতেঃ॥৪৯॥

[১] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৩/৮/১০

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্মোক্তমেতস্মাৎ কর্মণঃ—দূরেণেতি। দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাদ্ধনঞ্জয়। যত এবং ততো যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়ভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব। পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতোঽবরং কর্ম কুর্বাণাঃ কৃপণা দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"[১] ইতি শ্রুতেঃ॥৪৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নিষ্কাম কর্মযোগের নাম বুদ্ধিযোগ। কাম্যকর্ম, জন্মমরণরূপফলবিড়ম্বনাবশতঃ নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা অত্যন্ত অধম। বুদ্ধিযোগ পরমাত্মবিষয়ক। এই জন্য কর্মযোগ তদপেক্ষা অধম। পরমাত্মবিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অতএব, তুমি নিষ্পাপচিত্তে নিষ্কাম কর্মযোগের অভিলাষী হও। যাহারা স্বর্গাদিফলকামী, তাহারা জন্মমরণরূপ চক্রে সদাই ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"[২] হে গার্গি! যে-ব্যক্তি ইহলোকে জন্মগ্রহণপূর্বক অক্ষর পরমাত্মাকে না জানিয়া লোকান্তরে গমন করে, সে কৃপণ (কৃপার পাত্র)। লোকসমাজে যাহারা কৃপণ তাহারা অতিকষ্টে অর্থোপার্জন করে বটে; কিন্তু নিজসুখভোগার্থ একটি পয়সাও ব্যয় করিতে পারে না। তাহাদের ধনোপার্জন কেবল কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্মসাধন দ্বারা সামান্য স্বর্গাদি ফললাভ করে মাত্র। কিন্তু ফললাভের সামান্য লোভমাত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তাহারা পরমানন্দস্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সামান্য ফললাভের লোভ ছাড়িতে পারে না বলিয়াই ভগবান সকাম পুরুষগণকে "কৃপণ" (কৃপার পাত্র) বলিয়াছেন॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥৫০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি) ইহ (এই লোকেই) উভে (উভয়) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য-পাপকে) জহাতি (ত্যাগ করেন); তস্মাৎ (সেই জন্য) যোগায় (যোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যত্ন করো), [কেননা] কর্মসু (কর্মে) কৌশলং (কৌশল) যোগঃ (যোগ)॥৫০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব, সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের নিমিত্ত তুমি নিষ্ঠাবান হও। কেননা, কর্মসকলের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত কর্মকৌশলই প্রকৃত যোগ॥৫০॥

ব্যাকরণ ঃ **জহাতীহ**=জহাতি+ইহ। **বুদ্ধিযুক্তঃ**=বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ৩য়া-তৎপুরুষ। জহাতি=হা+লট্ তি। **উভে**=উভ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে ২য়ার দ্বিবচন। উভ শব্দ কেবল দ্বিবচনে ব্যবহার হয়।

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৮/১০
২ তদেব

সুকৃতদুষ্কৃতে=সুকৃতঞ্চ দুষ্কৃতঞ্চ=সুকৃতদুষ্কৃতে—দ্বন্দ্ব। **সুকৃতম্**=সু-কৃ+ভাববাচ্যে ক্ত (ক্লীবলিঙ্গ)। **দুষ্কৃতম্**=দুর্-কৃ ভাববাচ্যে ক্ত (ক্লীবলিঙ্গ)। **তস্মাৎ**—"তদ্" হেতৌ ৫মী। **যোগায়**=তাদর্থ্যে ৪র্থী। **যুজ্যস্ব**=যুজ্ (আত্মনেপদী)+লোট্ স্ব। **কর্মসু**=বিষয়াধিকরণে ৭মী বহুবচন। **কৌশলম্**=কুশলস্য ভাবঃ—কুশল+অণ্॥৫০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদি—প্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর-প্রসাদেন জহাতি ত্যজতি। তস্মাৎ যোগায় তদর্থায় কর্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্ব-সম্পাদকচাতুর্যং স এব যোগঃ॥৫০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ স্বধর্মমনুতিষ্ঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু—বুদ্ধীতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ। স জহাতি পরিত্যজহীহাস্মিল্লোঁক উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যোগো হি কর্মসু কৌশলম্। স্বধর্মাখ্যেষু কর্মসু বর্তমানস্য যঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎ কৌশলং কুশলভাবঃ। তদ্ধি কৌশলং যদ্ বন্ধস্বভাবান্যপি কর্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবান্নিবর্তন্তে। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্॥৫০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সুকৃতি-দুষ্কৃতিরূপ কর্মজাল বন্ধনের কারণ। এই জন্য সকাম পুরুষগণ সুখ-দুঃখরূপ বিষম জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভে বঞ্চিত হন। তুমি সাবধান হইয়া সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করো। কেননা, কর্ম সকল বন্ধনের কারণ হইলেও, যিনি নিষ্কামভাবে তাহার অনুষ্ঠান করেন, উহা তাঁহার মুক্তিসাধনের সহায়তা করিয়া থাকে। নিষ্কাম কর্মযোগ স্বয়ং কর্মরূপ হইয়াও সজাতীয় দুষ্টকর্মরাশির মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই পরম কৌশলই কর্মযোগ। কিন্তু হে অর্জুন! তুমি চেতনরূপ হইয়াও নিজ সজাতীয় দুর্যোধনাদি দুষ্টগণকে নষ্ট করিতে পারিতেছ না। অতএব, তোমার কৌশল কোথায়?॥৫০॥

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥৫১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিযোগপরায়ণ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিগণ) কর্মজং (কর্মজনিত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ [সন্তঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া) অনাময়ং পদং (পরম পদ) গচ্ছন্তি হি (লাভ করেনই)॥৫১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বুদ্ধিযোগপরায়ণ পুরুষগণ কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারবান হন এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন॥৫১॥

ব্যাকরণ ঃ **গচ্ছন্ত্যনাময়ম্**=গচ্ছন্তি+অনাময়ম্। **গচ্ছন্তি**=গম্+লট্ অন্তি। ন আময়ম্ যস্মিন্ তৎ=অনাময়ম্ নঞ্ বহুব্রীহি। **মনীষিণঃ**=মনীষা+ইন্। মনীষিন্—১মা বহুবচনে মনীষিণঃ।

বুদ্ধিযুক্তাঃ=বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ৩য়া তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্তাচ্। **জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ**=বি-নির্-মুচ্+ক্ত, ১মা বহুবচন=বিনির্মুক্তাঃ। জন্মচবন্ধশ্চ—জন্মবন্ধে দ্বন্দ্ব, তাভ্যাং বিনির্মুক্তাঃ ৩য়া তৎপুরুষ॥৫১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ, কর্মজমিতি। কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম কুর্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি॥৫১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাৎ—কর্মজমিতি। কর্মজং ফলং ত্যক্ত্বেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্মজং ফলং কর্মভ্যো জাতম্। বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মণীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্মুক্তা—জন্মৈব বন্ধো জন্মবন্ধঃ। তেন বির্নিমুক্তাঃ। জীবন্ত এব জন্মবন্ধাদ্বিনির্মুক্তাঃ সন্তঃ। পদং পরমং বিষ্ণোর্মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। সর্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথবা বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়েত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্মযোগজসত্ত্বশুদ্ধিজনিতা বুদ্ধির্দর্শিতা সাক্ষাৎ সুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ॥৫১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ পুরুষগণ ফলকামনাবর্জনপূর্বক কেবল ঈশ্বরারাধনার নিমিত্তই কর্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে “তত্ত্বমসি”[১] আদি বাক্যে আত্মাকার বুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ অধিকারি-পুরুষ জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবিদ্যারূপ রোগ ও নানা বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ ব্রহ্মরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র এই মুক্তিপদকেই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জুন ইতঃপূর্বে বলিয়াছিলেন—“যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে” (২/৭); ইহাতে অর্জুনের মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই ভগবান বলিতেছেন, মুক্তির নিমিত্ত তুমি এই প্রকার যোগ সাধন করো॥৫১॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥৫২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) মোহকলিলং (অবিবেককলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করিবে), তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে)॥৫২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-সময়ে তোমার অন্তঃকরণ অবিবেকরূপ কলুষ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্মফলে বৈরাগ্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥৫২॥

ব্যাকরণ ঃ **যদা**=যদ্+কালে দা প্রত্যয় (সপ্তমী বিভক্তির পরিবর্তে) **তে**=যুষ্মদ ৬ষ্ঠী একবচন, “তব”-র বিকল্পরূপ। **মোহকলিলম্**=মোহঃ এব কলিলম্—রূপক কর্মধারয়। **ব্যতিতরিষ্যতি**=বি-অতি-তৃ+লৃট্ স্যতি। **তদা**=তদ্+সপ্তমীস্থানে কালে “দা” প্রত্যয়। **গন্তাসি**=গম্+লুট্ তাসি।

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭ ইত্যাদি

অসি—অস্+লট সি। নির্বেদম্=নির্-বিদ্+ঘঞ্ ২য়া একবচন। শ্রোতব্যস্য—শ্রু+তব্য, ৬ষ্ঠী একবচন। শ্রুতস্য—শ্রু+ক্ত ৬ষ্ঠী একবচন॥৫২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ॥৫২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যোগানুষ্ঠানজনিতসত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্স্যত ইতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহ কলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যম্। যেনাত্মানাত্মবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ততে। তত্তে তব বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি। শুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইত্যর্থঃ। তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্স্যসি নির্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ। তদা শ্রোতব্যং শ্রুতং চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥৫২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে কত কালে বিষ্ণুপদ লাভ হইবে? এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, ইহার কাল নিরূপিত নাই। নিষ্কাম কার্য করিতে করিতে যখন তোমার মনে অহং-মমেতি অভিমানরূপ অবিবেকান্ধকার থাকিবে না, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমোগুণরূপ কালিমা তোমার মন হইতে অন্তর্হিত ও শুদ্ধ সত্ত্বভাব অভ্যুদিত হইবে, সেই সময়ে কর্মফলতৃষ্ণার বৈরাগ্য উদিত হইবে। তখন স্বর্গাদি ফল মিথ্যাবোধে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ॥"[১]

ব্রহ্মলাভেচ্ছু অধিকারী ব্যক্তি কর্মজালবিরচিত স্বর্গাদি লোকসমূহকে অনিত্য দুঃখরূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আদৌ উদয়ই হয় না। বিষয়সুখে দোষদৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। এইরূপ বৈরাগ্য হইলেই নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। বিষয়বৈরাগ্যবিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত॥৫২॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥৫৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা (যে-সময়ে) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানা ফলের কথা শ্রবণে সংশয়যুক্ত) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল হইয়া) অচলা (স্থির) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) [তুমি] যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে)॥৫৩॥

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ১/২/১২

বঙ্গানুবাদ ঃ ইতঃপূর্বে নানা ফলের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি অতিশয় সংশয়যুক্ত হইয়াছে। যখন এই বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিবে, সেই সময়ে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে॥৫৩॥

ব্যাকরণ ঃ **সমাধাবচলা**=সমাধৌ+অচলা। **বুদ্ধিস্তদা**=বুদ্ধিঃ+তদা। **যোগমবাপ্স্যসি**=যোগম্+অবাপ্স্যসি। **শ্রুতিবিপ্রতিপন্না**=শ্রূয়তে ইতি শ্রুতিঃ=শ্রু+ক্তিন্। বিপ্রতিপন্না=বি-প্রতি-পদ্+ক্ত, স্ত্রিয়াম্ টাপ্। শ্রুতিভিঃ বিপ্রতিপন্না—৩য়া তৎপুরুষ। **যদা**=যদ্+কালে "দা" প্রত্যয়। **স্থাস্যতি**=স্থা+লৃট্ স্যতি। **নিশ্চলা**=নির্ চলং যস্মাৎ (প্রাদিগর্ভ বহুব্রীহি)। **অচলা**—ন চলতীতি অচলা (নঞ্) উপপদ তৎ। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্, কর্মণি ২য়া একবচন। **অবাপ্স্যসি**=অব-আপ্+লৃট্ স্যসি (মধ্যমপুরুষ একবচন)॥৫৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থ- শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্ন ইতঃপূর্বমবিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ অচলা স্থাস্যতি, সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী স্থাস্যতি তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি॥৫৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মোহকলিলাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজপ্রজ্ঞঃ কদা কর্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ? তচ্ছৃণু—শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না নানা প্রতিপন্না—অধ্যাত্মাশাস্ত্রাতিরিক্ত-শাস্ত্রস্যেত্যর্থঃ। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জিতা সতী সমাধৌ। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা। তস্মিন্। আত্মনীত্যেতৎ। অচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জিতেত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং চ। তদা তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞং সমাধিং প্রাপ্স্যসি॥৫৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্বর্গাদি ফলশ্রুতিজন্য চিত্তে নানা প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অর্জুনের বুদ্ধি সিদ্ধান্তানুগামিনী হইতেই পারিতেছে না। তাই ভগবান বলিতেছেন যে, স্বর্গাদি বিষয়ের দোষদর্শনে যখন তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমাত্মায় সমাধি করিবে, যখন জাগরণ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি—তিন অবস্থাতেই তোমার চিত্ত বিষয়গ্রহশূন্য হইবে, তখনই তোমার জীব ও ব্রহ্মে অভেদবুদ্ধির উদয় হইবে॥৫৩॥

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥৫৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] কেশব (হে কেশব!) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ)

স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) কা ভাষা (কী লক্ষণ)? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কীরূপ কথা বলেন)? কিম্ আসীত (কীরূপভাবে অবস্থিতি করেন)? কিং ব্রজেত (কীরূপে বিচরণ করেন)?॥৫৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কী? তিনি কীরূপ কথা বলেন? কী প্রকারে অবস্থান করেন? এবং কীরূপেই-বা বিচরণ করেন?॥৫৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুনঃ**=কর্তায় ১মা। **উবাচ**=ব্রূ বা বচ্+লিট্ অ। **কেশব**=সম্বোধনে ১মা। **সমাধিস্থস্য**=সম্-আ-ধা+কি=সমাধি। তস্মিন্ স্থিত ইতি সমাধি—স্থা+ক=সমাধিস্থ, ৬ষ্ঠী একবচন। **স্থিত-প্রজ্ঞস্য**=স্থা+ক্ত=স্থিত কর্তরি স্ত্রিয়াম্—স্থিতা। স্থিতা প্রজ্ঞা অস্য—বহুব্রীহি। প্রজ্ঞা=প্র-জ্ঞা+অঙ্ ভাবে। **কা**=কিম্ (স্ত্রীলিঙ্গ) ১মা একবচন। **ভাষা**=ভাষ্+অ (করণে) (স্ত্রিয়াং টাপ্)। **স্থিতধীঃ**=ধীঃ স্থিতা যস্য স—বহুব্রীহি। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **প্রভাষেত**=প্র-ভাষ্+বিধিলিঙ ঈত। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **আসীত**=আস্+বিধিলিঙ ঈত। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **ব্রজেত**=ব্রজ্+বিধিলিঙ ঈত॥৫৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পূর্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্যাদিত্যর্থঃ॥৫৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জুন উবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভূৎসয়া—স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা—অহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি—প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? কিং ভাষণং বচনম্? কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে? সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য। হে কেশব। স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত? কিমাসীত? ব্রজেত কিম্? আসনং ব্রজনং বা তস্য কথমিত্যর্থঃ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছ্যতে॥৫৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার স্থিরবুদ্ধি পুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ দুই প্রকার; প্রথম—যিনি সমাধিস্থ; দ্বিতীয়—যিনি সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া মনোযুক্ত হন। এই জন্য অর্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের সাধারণ লক্ষণ জিজ্ঞাসা না করিয়া "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের" বিশেষ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থাপন্ন চিত্তযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ স্তুতি-নিন্দায় হর্ষবিষাদাদিযুক্ত হইয়া অথবা অন্য কোন্ ভাবে কথাবার্তা বলেন? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। ঈদৃশ ব্যুত্থিত যোগী চিত্তের শান্তির জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কীরূপ নিগ্রহই বা করিয়া থাকেন? ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন। আর তিনি যতক্ষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি না করেন, ততক্ষণ কীরূপ বিষয়েই বা বিলীন থাকেন? ইহাই অর্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন। সাধারণ লোকের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের কী বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই জানিবার জন্য অর্জুন সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে একটি ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান

সর্বান্তর্যামী। সর্বান্তর্যামী ভিন্ন এই রহস্য কে বলিবে? এই জন্য অর্জুন "কেশব" এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥৫৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান বলিলেন)—[হে] পার্থ (হে পার্থ!) আত্মনি এব (আপনাতেই) আত্মনা (আপনি) তুষ্টঃ (তুষ্ট হইয়া) যদা (যখন) সর্বান্ (সকল) মনোগতান্ (নিজ চিত্তস্থিত) কামান্ (কামনাসমূহ) প্রজহাতি (ত্যাগ করেন), তদা (তখন) [যোগী] স্থিতপ্রজ্ঞঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হন)॥৫৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—যে-সময়ে সমাধিস্থ্ পুরুষ নিজচিত্তনিহিত সমস্ত কামনা ত্যাগপূর্বক আত্মার তৃপ্তি সাধন করেন, সেই সময়েই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে উক্ত হন॥৫৫॥

ব্যাকরণ ঃ **শ্রীভগবান্**=ভগ+মতুপ্=ভগবৎ, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ বা বচ্+লিট্ অ। **পার্থ**=পৃথা+অণ্ (অপত্যার্থে), সম্বোধনে ১মা। **আত্মনি**—আত্মন্, ৭মী একবচন (অধিকরণে)। **এব**=অব্যয়। **আত্মনা**=আত্মন্, ৩য়া একবচন। **তুষ্টঃ**=তুষ্+ক্ত। **যদা**=যদ্+দাচ্—(কালে দাচ্ প্রত্যয় হয়) **সর্বান্**=সর্ব, ২য়া বহুবচন। **মনোগতান্**=মনঃ গতাঃ—২য়া তৎপুরুষ (প্রজহাতি ক্রিয়ার কর্ম, কর্মে ২য়া)। **কামান্**=কম্+ঘঞ্=কাম, ২য়া বহুবচন। **প্রজহাতি**=প্র-হা+লট্ তি। **তদা**=তদ্+দাচ্। **স্থিতপ্রজ্ঞঃ**=স্থা+ক্ত=স্থিত; স্থিতা প্রজ্ঞা যস্য সঃ বহুব্রীহি। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥৫৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়েন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। তত্র প্রথম-প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীভগবান্ উবাচ—মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে॥৫৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যো হ্যাদিত এব সংন্যস্য কর্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ কর্মযোগেণ তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পারসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনং চোপদিশ্যতে। সর্বত্রৈব হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণাদি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ। যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবন্তি তানি। শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি প্রবিষ্টান্। সর্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণনিমিত্তশেষে চ সত্যুন্মত্তপ্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেতি। অত উচ্যতে—আত্মন্যেব। প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলংপ্রত্যয়বান্। স্থিতপ্রজ্ঞঃ—স্থিতা

প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে। ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সংন্যস্যাত্মারাম আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ॥৫৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কামনা-সঙ্কল্পাদি মনেরই ধর্ম, এতাবৎকে আত্মার ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করা বিষম ভ্রম। এই সকল আত্মার ধর্ম হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য বিদ্যমান থাকিত, কদাপি নিবৃত্ত হইত না। অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে যেমন উষ্ণতার অভাব হওয়া সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ আত্মা বিদ্যমান থাকিতে কামাদি (যদি আত্মার ধর্ম হইত) নিবৃত্ত হইবে কীরূপে? এতদ্দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত "বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম ও অধর্ম—এই আটটি আত্মার ধর্ম", এই মতও খণ্ডিত হইল। সমাধিকালে মনের বিলয় হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামনাদি মনের ধর্ম আপনা-আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। সমাধিস্থ ব্যক্তির মুখ প্রভাযুক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্ট হয়। তাঁহার অন্তরে সন্তোষ না থাকিলে এইরূপ প্রসন্নভাব হইবে কেন? এবং সন্তোষ থাকিলে মনোবৃত্তির নাশ হইল কই? এই শঙ্কানিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন! সমাধিস্থ পুরুষ পরমানন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া প্রসন্ন থাকেন। তিনি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত কোনো পদার্থের জন্য সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"[১]

ইহার মনোগত কাম সঙ্কল্পাদি যখন নিঃশেষ হইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই সময় জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই দেহই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করে। কামনার সম্পূর্ণ অভাব ও আত্মানন্দ উপভোগই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ॥৫৫॥

**দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥৫৬॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ দুঃখেষু (দুঃখসমূহে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বেগশূন্যচিত্ত), সুখেষু (সুখরাশিতে) বিগতস্পৃহঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য), বীতরাগভয়ক্রোধঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধ বিহীন) মুনিঃ (মননশীল পুরুষ) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হন)॥৫৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ, ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ॥৫৬॥

ব্যাকরণ ঃ **দুঃখেষু**=অধিকরণে ৭মী, বহুবচনে। **অনুদ্বিগ্নমনাঃ**=ন উদ্বিগ্নং মনঃ যস্য স—বহুব্রীহি। উৎ-বিজ্+ক্ত=উদ্বিগ্ন। **সুখেষু**—অধিকরণে ৭মী, বহুবচনে। **বিগতস্পৃহঃ**=বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বীতরাগভয়ক্রোধঃ**=বি-ই+ক্ত=বীত; **রাগঃ**=রঞ্জ্+ঘঞ্; **ভয়ম্**=ভী+অচ্; **ক্রোধঃ**=

১ কঠ উপনিষদ্, ২/৩/১৪; বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৭

ক্রুধ্+ঘঞ্; বীতাঃ রাগভয়ক্রোধাঃ যস্মাৎ (যস্য বা) সঃ—বহুব্রীহি সমাস। **মুনিঃ**=মন+ইন্। কর্তৃবাচ্যে। মনু তে জানাতি যঃ স মুনিঃ, (মৌনব্রতী)। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে বা বচ্+কর্মণি লট্ তে। **স্থিতধীঃ**=ধীঃ স্থিতা যস্য স—বহুব্রীহি॥৫৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ, সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুর্বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ, স মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে॥৫৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেম্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং মনো যস্য সোঽয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ। তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য—নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখাদ্যনুবৰ্দ্ধতে—স বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধ ইতি। রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ। স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞো মুনিঃ সন্ন্যাসী তদোচ্যতে॥৫৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এখানে সমাধি হইতে উত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্ভাষণ, আসন ও গমন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শোকমোহাদিজনিত মানসিক এবং জ্বরশূলাদি ব্যাধিজনিত শারীরিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ব্যাঘ্র-সর্প-বৃশ্চিকাদিজনিত দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ বলিয়া কথিত হয়। অতিবায়ু-অতিবৃষ্টি-অগ্ন্যাদিজনিত দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ। পাপকলুষিতচিত্ত অবিবেকীর কর্মদোষে এই সকল সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। কোনো মনুষ্যেরই শরীর কেবল পাপ বা কেবল পুণ্য দ্বারা বিরচিত হয় নাই। যোগিগণের শরীরও পাপ-পুণ্য কর্মের ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সাধারণ লোকে দুষ্প্রারব্ধজন্য দুঃখভোগে যেমন উদ্বেজিত বা বিকলচিত্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ না হইয়া ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক সহ্য করিয়া থাকেন। দুঃখরূপ ভ্রমবুদ্ধি অজ্ঞানজনিত। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞানের নাশ হওয়ায়, দুঃখরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখও আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তিন প্রকার। প্রিয়বস্তুচিন্তা ও পাণ্ডিত্যাদি অভিমানজনিত সুখের নাম আধ্যাত্মিক সুখ। স্ত্রী-পুত্র-মিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত সুখকে আধিভৌতিক সুখ বলে। বসন্তবায়ুসেবাদিজনিত সুখকে আধিদৈবিক সুখ বলা যায়। সুখলাভ পুণ্যকর্মের ফল। স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কাম, সুতরাং কর্মজনিত সুখের ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। যাঁহার চিত্তবৃত্তি অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার চিত্ত সকলকেই আনন্দব্রহ্মরূপেই দর্শন করিতেছে, কাহাকে দেখিয়া তাঁহার ভয়ের উদ্রেক হইবে? যিনি সকলকেই আত্মবৎ মনে করিয়া থাকেন, তিনি কি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন? এই জন্য রাগ, ভয় ও ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তঃকরণে আদৌ স্থান পায় না। তিনি শিষ্যকে উপদেশকালে নিরুদ্বিগ্নতা, নিঃস্পৃহতা, রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি বিহীনতারূপ সাধুভাবপূর্ণ কথাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন॥৫৬॥

যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) সর্বত্র (সর্বপদার্থে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তৎ তৎ (সেই সেই) শুভাশুভং (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষও করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)॥৫৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ দেহাদি পদার্থে যাঁহার আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুপ্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ॥৫৭॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্, ১মা একবচন। **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্। **অনভিস্নেহঃ**=অভি-স্নিহ্+ঘঞ্=অভিস্নেহ, ন অভিস্নেহঃ যস্য স—বহুব্রীহি। তৎ=তদ্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **শুভ-অশুভম্**=শুভম্ চ অশুভম্ চ=শুভাশুভম্—দ্বন্দ্ব; বিপ্রতিষিদ্ধং চানধিকরণবাচি ইতি সূত্রানুসারে একবচনান্ত হইল। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। **ন**=নিষেধার্থক অব্যয়। **অভিনন্দতি**=অভি-নন্দ্+লট্ তি। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **দ্বেষ্টি**=দ্বিষ্+লট্ তি। **তস্য**=তদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রজ্ঞা**=প্র-জ্ঞা+অঙ্ স্ত্রিয়াম্ টাপ্। **প্রতিষ্ঠিতা**=প্র-স্থা+ক্ত=প্রতিষ্ঠিত, স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত॥৫৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ॥৫৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যঃ সর্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপ্যনভিস্নেহঃ স্নেহবর্জিতঃ। তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি। শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যতি। অশুভং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টীত্যর্থঃ। তস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি॥৫৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি সদাই আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, তিনি নিজ দেহ বা পুত্র-পরিবার-আত্মীয়াদির দেহ প্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে স্নেহযুক্ত হন না। দেহের সংযোগ বা বিয়োগে, জন্ম বা মরণে তাঁহার হর্ষ বা বিষাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন পুণ্যকর্মরূপ প্রারব্ধজনিত রূপবতী স্ত্রী, বিপুল ঐশ্বর্যাদি সুখপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হয় এবং দুষ্প্রারব্ধবশতঃ কোনো দুর্বিপত্তি সমাগত হইলে সেই অবস্থার কুৎসা-কীর্তন করিতে থাকে; আত্মসাক্ষাৎকারবান পুরুষ তাদৃশ সুখলাভে আনন্দ বা দুঃখসমাগমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ, সর্বাবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন। এইরূপ অবস্থা হইলে মননশীল মহাত্মার প্রজ্ঞা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়॥৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৫৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কূর্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপের অঙ্গসকল আকর্ষণের ন্যায়) যদা চ (যখন) অয়ম্ (এই স্থিতপ্রজ্ঞ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদি বিষয় হইতে) সর্বশঃ (সম্যক্ প্রকারে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন), [তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়)॥৫৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কূর্ম যেমন নিজ শিরঃ-পাদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেইরূপ যখন মহাত্মা পুরুষ নিজ ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ॥৫৮॥

ব্যাকরণ ঃ **কূর্মঃ**=১মা একবচন। **অঙ্গানি**=অঙ্গ, ২য়া বহুবচন। **ইব**=অব্যয়। **যদা**=যদ্+দাচ্। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং) ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয়, ২য়া বহুবচন। **ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ**=ইন্দ্রিয়াণাম্ অর্থাঃ (৬ষ্ঠী তৎপুরুষ), **তেভ্যঃ** অপাদানে ৫মী। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্ (প্রত্যয়)। **সংহরতে**=সম্-হৃ+লট্ তে। **তস্য**=তদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রজ্ঞা**=প্র-জ্ঞা+অঙ্ স্ত্রিয়াম্ টাপ্। **প্রতিষ্ঠিতা**=প্র-স্থা+ক্ত+টাপ্॥৫৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ॥৫৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যদা সংহরত ইতি। যদা সংহরতে সম্যগুপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ। যথা কূর্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরতে সর্বত এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থং বাক্যম্॥৫৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মাতে রতি করিতে ইচ্ছা হইলেই মনকে অন্তর্বৃত্তিশীল মনে করিতে হয়। মন অন্তর্মুখ হইলেই ইন্দ্রিয়সকল রূপ-রসাদি গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা, মনের সাহায্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়সকল স্বয়ং কার্য করিতে অসমর্থ। চিত্তের বহির্বৃত্তিশীলতা নষ্ট হইলেই মহাত্মা পুরুষের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। "কিমাসীত" এই প্রশ্নের উত্তর ছয়টি শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥৫৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নিরাহারস্য (নিরাহার) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ (শব্দাদি পদার্থ) বিনিবর্তন্তে (নিবৃত্ত হয়), [কিন্তু] রসবর্জং (তৃষ্ণাকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না); পরং (ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা

(সাক্ষাৎকার করিয়া) [স্থিতস্য (অবস্থিত)] অস্য (এই স্থিতপ্রজ্ঞের) রসঃ অপি (বিষয়বাসনাও) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হয়)॥৫৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ইন্দ্রিয়গণের দুর্বলতা-প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তির শব্দাদিগ্রহণশক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু তত্তদ্বিষয়ে বাসনার শেষ হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সেই বাসনা পর্যন্তও নিবৃত্ত হইয়া যায়॥৫৯॥

ব্যাকরণ ঃ **নিরাহারস্য**=আ-হৃ+ঘঞ্=আহার; নির্ (নাস্তি) আহারঃ যস্য সঃ=নিরাহারঃ—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী একবচন। **দেহিনঃ**=দেহ+ইন্ (অস্ত্যর্থে); ৬ষ্ঠী একবচন। **বিষয়াঃ**=বি-সি (ষিঞ্)+অচ্। **রসবর্জম্**=রস-বর্জি (নিজন্ত)+ণমুল্। **বিনিবর্তন্তে**=বি-নি-বৃত্+লট্ অন্তে। **পরম্**=পৃ+অল্—পর, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **দৃষ্ট্বা**=দৃশ্+ক্ত্বাচ্। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **রসঃ**=রস্+অল্। **অপি**=অব্যয়। **নিবর্ততে**=নি-বৃত্+লট্ তে॥৫৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি। জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ, নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে তদনুভবো নিবর্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জং অভিলাষশ্চ ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ, রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দ-স্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্॥৫৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র বিষয়াননাহরত আতুরস্যাপীন্দ্রিয়াণি নিবর্তন্তে কূর্মাঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে। ন তু তদ্বিষয়ো রাগঃ। স কথং সংহ্রিয়ত ইতি? উচ্যতে—বিষয়া ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয় এব নিরাহারস্যানাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি বিনিবর্তন্তে। দেহিনো দেহবতঃ। রসবর্জং—রসো রাগো বিষয়েষু যস্তং বর্জয়িত্বা। রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ। স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞ ইত্যাদিদর্শনাৎ। সোঽপি রসো রঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতেঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বোপলভ্যাহমেব তদিতি বর্তমানস্য নিবর্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্দর্শনে রসস্যোচ্ছেদঃ। তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্যং কর্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥৫৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রোগীরও ইন্দ্রিয়বিকলতা-প্রযুক্ত শব্দাদিগ্রহণশক্তির হানি হয়। রোগীর ও স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা, পাছে অর্জুন একই রূপ মনে করেন, ভগবান তজ্জন্য এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন। রোগিগণ দেহাভিমানযুক্ত, সুতরাং মূঢ়। তাহাদিগের "ইন্দ্রিয়" শব্দাদিগ্রহণে অসমর্থ হইলেও তাহাদের "মন" তত্তৎ-গ্রহণে পিপাসু থাকে। কেননা, দেহাভিমানী অজ্ঞানীর চিত্ত অন্তর্মুখ নহে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির

সেবায় আর ধাবিত হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিরুদ্ধ হয় তাহা নহে, তাঁহার মন-প্রাণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন হওয়ায় বাহ্যবিষয়ের কিছুমাত্র বাসনা থাকে না॥৫৯॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥৬০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয়! প্রমাথীনি (বলবান) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং হরন্তি হি (বলপূর্বক আকর্ষণ করে)॥৬০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! বলবান ইন্দ্রিয়গণ অতিযত্নশীল বিবেকি-পুরুষগণের মনকেও বলপূর্বক বিকারযুক্ত করিয়া দেয়॥৬০॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়!**=কুন্তী+ঢক্ (ঞেয়), সম্বোধনে ১মা। হি=অব্যয়। **প্রমাথীনি**=প্র-মন্থ্+ণিন্=প্রমাথিন্, (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয়, (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **ইন্দ্র**=ইন্দ+রন্; **ইন্দ্রিয়**=ইন্দ্র+ইয় (নিপাতনে)। **যততঃ**=যত্ (ধাতু—যত্ন করা)+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **বিপশ্চিতঃ**=প্রকৃষ্টং নিশ্চিনোতি চেততি চিন্তয়তি বা বি-প্র-চিত্+ক্বিপ্। **পুরুষস্য**=পুরুষ, ৬ষ্ঠী একবচন; পুর+শী-ড। **অপি**=অব্যয়। **মনঃ**=মন্+অসুন্। **প্রসভম্**=ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **হরন্তি**=হৃ+লট্ অন্তি॥৬০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকানীত্যর্থঃ॥৬০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্যং চিকীর্ষতাদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি। যস্মাত্তদনপস্থাপনে দোষমাহ—যতত ইতি। যততঃ প্রযত্নং কুর্বতোঽপি। হি যস্মাদপি কৌন্তেয়। পুরুষস্য বিপশ্চিতো মেধাবিনোঽপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলীকুর্বন্তি। আকুলীকৃত্য চ হরন্তি। প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনঃ॥৬০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিবেকিগণ সর্বদা বিষয়ের দোষদর্শন দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আনেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা এমনই প্রবল ও পরাক্রমশীল যে, বিবেকশক্তির পরাভব করিয়া মনকে বিকারের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাধারণ অবিবেকিগণের উপর ইন্দ্রিয়গণের যে কী ভয়ানক দুর্দম্য আধিপত্য, তাহা তো কাহারও অগোচর নাই॥৬০॥

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তানি সর্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (আমার অনন্য ভক্ত) যুক্তঃ (সমাহিত) [হইয়া] আসীত (উপবেশন করেন); হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)॥৬১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমার অনন্যভক্ত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া নিগৃহীতচিত্ত হন। যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ॥৬১॥

ব্যাকরণ ঃ **মৎপরঃ**=অহম্ এব পরঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **তানি**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **সর্বাণি**=সর্ব (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **সংযম্য**=সম্-যম্+ল্যপ্। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **আসীত**=আস্+বিধিলিঙ্ ঈত। **হি**=অব্যয়। **যস্য**=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয় (ক্লীব) ১মা বহুবচন; ইন্দ্র=ইন্দ+রন্; ইন্দ্রিয়=ইন্দ্র+ইয় (নিপাতনে)। **বশে**=অধিকরণে ৭মী। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রজ্ঞা**=প্র-জ্ঞা+অঙ্+টাপ্। **প্রতিষ্ঠিতা**=প্র-স্থা+ক্ত+টাপ্॥৬১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত, যস্য বশে বশবর্তীনীন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি॥৬১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্মাৎ-তানীতি। তানি সর্বাণি সংযম্য—সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীত। মৎপরঃ। অহং বাসুদেবঃ সর্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ। নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ এবমাসীনস্য যতের্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্তন্তেঽভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদিও ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলবান ও দুর্জেয়, কিন্তু যিনি একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মরূপী বাসুদেবের একান্ত ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ের সামর্থ্য ও বিবেকের তীব্রতা অতীব অপরিমেয়, এই জন্য তিনি ইন্দ্রিয়বর্গের বিপুল বল মর্দন করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা কেবল নিজ নিজ বিবেক-বিচার ও বিজ্ঞানবুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাহেন, বলবান ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বিবেকবলকে বিমর্দিত করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি স্বয়ং অতি দুর্বল হইলেও ভগবান তাঁহার কামনাসিদ্ধির সহায়তা করেন।

"জো জাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলি চলে বহ্ যায় গজরাজ॥" তুলসীদাস

যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছেন—যেমন ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি খরতর স্রোতস্বতীর তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে সন্তরণ দিতে থাকে, কিন্তু বলিষ্ঠ গজরাজ সেই নদী পার হইবার সময় কত দূর ভাসিয়া যায়। মৎস্য জলের আশ্রিত— শরণাগত, তজ্জন্য তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে যাইতে পারে, কিন্তু হস্তী নিজ বলে যাইতে চায় বলিয়া দূরে ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ, ভগবদ্‌ভক্তির বলে যে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, নিজের চেষ্টায় তাহার কণার্ধও হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির বিঘ্নবাধা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। "ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।" বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তির কোনো অমঙ্গলই থাকে না। আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের একপক্ষ যদি কোনো বিপুল পরাক্রান্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপরপক্ষ অগত্যাই বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ যখন দেখে যে, জীব নিজ কুশল-কল্যাণ কামনায় সর্বশক্তিমান অন্তর্যামি-পুরুষের শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহারা সহজেই সঙ্কুচিত, ভীত ও বশীভূত হইয়া আসে। এইরূপ ভক্তিমান ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হন॥৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (মনুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়); সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়); কামাৎ (কামনা হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মে); ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (ভাল-মন্দ বিবেচনার অভাবরূপ অবিবেক) ভবতি (জন্মে); সম্মোহাৎ (অবিবেক হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মরণশক্তির নাশ); স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিবিভ্রম হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) [জন্মে]; বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [মনুষ্য] প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয়)॥৬২-৬৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা ও কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইতে সম্মোহ এবং সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয়॥৬২-৬৩॥

ব্যাকরণ ঃ **বিষয়ান্**=বিষয়, ২য়া বহুবচন। **ধ্যায়তঃ**=ধ্যৈ+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **পুংসঃ**=পুমস্, ৬ষ্ঠী একবচন। **তেষু**=তদ্, ৭মী বহুবচন। **সঙ্গঃ**=সঞ্জ্+ঘঞ্। **উপজায়তে**=উপ্-জন্+লট্ তে। **সঙ্গাৎ**=সঙ্গ, ৫মী একবচন। **কামঃ**=কম্+ঘঞ্। **সংজায়তে**=সম্-জন্+লট্ তে। **কামাৎ**=কাম, ৫মী একবচন। **ক্রোধঃ**=ক্রুধ্+ঘঞ্। **অভিজায়তে**=অভি-জন্+লট্ তে। **ক্রোধাৎ**=ক্রোধ, ৫মী একবচন। **সম্মোহঃ**=সম্-মুহ্+ঘঞ্। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **সম্মোহাৎ**=সম্মোহ, ৫মী একবচন। **স্মৃতিবিভ্রমঃ**=বি-ভ্রম্+

ঘঞ্‌=বিভ্রম; **স্মৃতিঃ**=স্মৃ+ক্তিন্‌। স্মৃতেঃ বিভ্রমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **স্মৃতিভ্রংশাৎ**=ভ্রন্‌শ্‌+ঘঞ্‌=ভ্রংশঃ। স্মৃতেঃ ভ্রংশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। স্মৃতিভ্রংশ—৫মী একবচন। **বুদ্ধিনাশঃ**=বুধ্‌+ক্তি=বুদ্ধি; নশ্‌+ঘঞ্‌= নাশ। বুদ্ধেঃ নাশঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **বুদ্ধিনাশাৎ**=বুদ্ধিনাশ, ৫মী একবচন। **প্রণশ্যতি**=প্র-নশ্‌+লট্‌ তি॥৬২-৬৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্‌। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্‌ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু স। আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেম্বধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি।

কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্যাকার্য-বিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য-উপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনা নাশঃ বৃক্ষাদিম্বিবাভিভবঃ, ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি॥৬২-৬৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে—ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তো বিষয়াঞ্ছব্দাদিবিশেষান্‌ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিস্তেষু বিষয়েষূপজায়ত উৎপদ্যতে। সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামস্তৃষ্ণা। তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।

ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ। সংমোহোঽবিবেকঃ কার্যাকার্যবিষয়বিভ্রমঃ। ভবতীতি সংবধ্যতে। ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্‌ গুরুমপ্যাক্রোশতি সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ। স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তাবনুৎপত্তিঃ। ততঃস্মৃতিভ্রংশাত্তু বুদ্ধের্নাশঃ। কার্যাকার্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। তাবদেহ হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্যাকার্যবিষয়বিবেকযোগ্যম্‌। তদযোগ্যত্বে, নষ্ট এব পুরষো ভবতি। ততস্তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি। পুরুষার্থাযোগ্যা ভবতীত্যর্থ॥৬২-৬৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া যদি মনে মনে কেহ শব্দাদি বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে বিষয়ের আসক্তি অর্থাৎ তাহা পাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। তাহা হইলে উহা কবে পাইব, কোথায় পাইব, কীরূপে পাইব—এইরূপ তৃষ্ণা বা কামনা জন্মে। যদি কেহ এই কামনাসিদ্ধির বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্যাকার্য বোধ থাকে না। সুতরাং, মোহ উপস্থিত হয়। মোহাচ্ছন্ন পুরুষের গুরু বা শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থানুসন্ধানরূপ স্মৃতির ভ্রম হয়। এইরূপে স্মৃতিবিভ্রম হইলেই অদ্বিতীয় আত্মাকারাকারিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ বিপর্যয়-দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবুদ্ধিবিহীন পুরুষ অমৃতত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর করাল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। মন এবং ইন্দ্রিয় উভয় নিগ্রহ না করিতে পারিলে, মনুষ্যের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদিও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে সত্য, কিন্তু মনে কামনার উদয় না হইলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে লিপ্ত হয় না॥৬২-৬৩॥

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥৬৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ তু (রাগদ্বেষবর্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (গ্রহণ করিয়া) বিধেয়াত্মা (নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ) প্রসাদম্ (আত্মপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)॥৬৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জিত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন॥৬৪॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়। **রাগ-দ্বেষ-বিযুক্তৈঃ**=রঞ্জ্+ঘঞ্ করণে=রাগ; দ্বিষ্+ঘঞ্ ভাবে=দ্বেষ; বি-যুজ্+ক্ত কর্তরি=বিযুক্ত, ৩য়া বহুবচন; রাগশ্চ দ্বেষশ্চ=রাগদ্বেষৌ—দ্বন্দ্ব সমাস; তাভ্যাং বিযুক্তৈঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **আত্ম-বশ্যৈঃ**=বশ+য্যৎ=বশ্য; আত্মনঃ বশ্যানি=আত্মবশ্যানি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। তৈঃ=৩য়া বহুবচন; "ইন্দ্রিয়" পদের বিশেষণ। **ইন্দ্রিয়ৈঃ**=ইন্দ+রন্; ইন্দ্র+ইয় (নিপাতনে)= ইন্দ্রিয়; ৩য়া বহুবচন। **বিষয়ান্**=বিষয়, ২য়া বহুবচন। **চরন্**=চর্+শতৃ, ১মা একবচন। **বিধেয়াত্মা**= বিধি+যৎ=বিধেয়; বিধেয়ঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **প্রসাদম্**=প্র-সদ্+ঘঞ্ ভাবে=প্রসাদ; ২য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥৬৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্তী আত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতীত্যুত্তরং ভবতি॥৬৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সর্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্। অথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে—রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ—রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ। তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী। তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানবর্জনীয়াংশ্চরন্নুপলভমান আত্মবশ্যৈঃ—আত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্মবশ্যৈঃ—বিধেয়াত্মা—ইচ্ছাতো বিধেয় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি। প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্॥৬৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া মনের নিগ্রহ না করিলে যে কী দোষ হয়, তাহা পূর্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে মন নিগৃহীত হইলে পর বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও যে কোনো দোষ হয় না, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান অর্জুনোক্ত "কিং ব্রজেত" (২/৫৪), এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোক হইতে আটটি শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাহ্যেন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেও মনের বিষয়চিন্তাসত্ত্বে চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যিনি চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাগদ্বেষাদি শূন্য হইতে পারিয়াছেন, মনের অধীন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে তাঁহার আর বাকি রহিল কী? ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন যাঁহার বশীভূত, ইন্দ্রিয়গণ অগত্যাই তাঁহার অবিরোধী। নিগৃহীতচিত্তের ইন্দ্রিয়সকল শাস্ত্রবিহিত শব্দাদি ভিন্ন অন্যান্য ব্যর্থ বিষয়গ্রহে তৎপর হয় না। ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বিশুদ্ধ ব্যাপার চিত্তের নির্মলতাই বৃদ্ধি করে এবং এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের গতি আত্মপ্রসাদের দিকেই বেগবতী হয়॥৬৪॥

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥৬৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রসাদে (এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে) অস্য (ইঁহার) সর্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (বিনাশ) উপজায়তে (হয়); হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) আশু (শীঘ্র) পর্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়)॥৬৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এইরূপ প্রসাদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃখের শান্তি হয় এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়॥৬৫॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রসাদে**=প্র-সদ্+ঘঞ্=প্রসাদ; ৭মী একবচন। **অস্য**=ইদম্ (পুং) ৬ষ্ঠী একবচন। **সর্বদুঃখানাম্**=সর্বাণি দুঃখানি—কর্মধারয়; তেষাং শেষে ৬ষ্ঠী। **হানিঃ**=হা+ক্তিন্। **উপজায়তে**=উপ-জন্+লট্ তে। **হি**=অব্যয়। **প্রসন্নচেতসঃ**=প্র-সদ্+ক্ত=প্রসন্ন; প্রসন্নং চেতঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্। **আশু**=অশ্+উণ্, ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **পর্যবতিষ্ঠতে**=পরি-অব-স্থা+লট্ তে॥৬৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ॥৬৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রসাদে সতি কিং স্যাদিতি? উচ্যতে—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে। কিঞ্চ—প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে। আকাশমিব পরি সমন্তাদবতিষ্ঠতে। আত্মস্বরূপেণ-এব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ। এবং প্রসন্নচেতসোঽবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষ্বর্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ॥৬৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ চিত্ত নির্মল হইলে সকল বস্তুরই প্রকৃত প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা হিতকারী, যাহা অপকারী—চিত্ত তখন এই সমস্তই উত্তমরূপে বুঝিতে পারে। যাহা দুঃখকর অথবা সুখকর, তাহাও চিত্তের বুঝিবার বাকি থাকে না। মলিনচিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিষয়কে সুখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ করিয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। নির্মলচিত্ত ব্যক্তির এইরূপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য কোনো প্রকার দুঃখ

তাঁহাকে আশ্রয় করে না। নির্মলচেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি মায়িক পদার্থমাত্রেই অনভিরুচিবশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে॥৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥৬৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) নাস্তি (নাই); অযুক্তস্য (যোগবিহীন পুরুষের) ভাবনা চ (আত্মচিন্তাও) ন (নাই); অভাবয়তঃ চ (আত্মভাবনাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি) ন (নাই); অশান্তস্য (অশান্তচিত্ত পুরুষের) সুখং কুতঃ (সুখ কোথায়?)॥৬৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই। আত্মভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। শান্তিবিহীন পুরুষের সুখ কোথায়?॥৬৬॥

ব্যাকরণ ঃ চ=অব্যয়। **অযুক্তস্য**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত। ন **যুক্তঃ**=নঞ্ তৎপুরুষ, তস্য ৬ষ্ঠী একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্। **নাস্তি**=ন-অস্ লট্ তি। **অযুক্তস্য**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত; ন যুক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ ৬ষ্ঠী একবচন। **ভাবনা**=ভূ+ণিচ্+যুচ ভাবে স্ত্রিয়াম্। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **অভাবয়তঃ**= ভূ+ণিচ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন=ভাবয়ৎ, ন ভাবয়ন্ ইতি অভাবয়ন্ তস্য। শেষে ৬ষ্ঠী। **শান্তিঃ**=শম্+ক্তিন্। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **অশান্তস্য**=শম্+ক্ত=শান্ত, ন শান্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ ৬ষ্ঠী একবচন। **সুখম্**= সুখ, ১মা একবচন। **কুতঃ**=কিম্ শব্দযোগে পঞ্চমীস্থানে তসিল॥৬৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্তা? ইত্যত্রাহ—ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ॥৬৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে—নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া। অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য। ন চাযুক্তস্যেতি। ন চাস্যাযুক্তস্য ভাবনাত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ। তথা ন চাভাবয়তঃ। আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্বতঃ শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তির্যা তৎ সুখম্। ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা। দুঃখমেব হি সা। ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ॥৬৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনকে জয় করিতে না পারিলে শ্রবণ-মননরূপ বেদান্তবিচারদ্বারা আত্মবোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না। যাঁহার ঈদৃশী বুদ্ধি নাই, তাঁহার নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনারও সম্ভাবনা নাই। সেই নিদিধ্যাসনশূন্য ব্যক্তির অবিদ্যারোধক তত্ত্বমসি আদি বেদান্তবাক্য প্রতিপাদ্য

জীব ব্রহ্মে অভেদবুদ্ধির প্রেরক আত্মসাক্ষাৎকাররূপ শান্তির উদয় হয় না। শান্তিবর্জিত পুরুষের মোক্ষানন্দরূপ পরম সুখের আশা কোথায়?॥৬৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥৬৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) চরতাম্ (অবশীভূত) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের) যৎ (যেটিকে) মনঃ (মন) অনুবিধীয়তে (লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়), তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব (বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে বিচালিত করে সেইরূপ) অস্য (ইহার) প্রজ্ঞাং (বিবেকবুদ্ধি) হরতি (হরণ করে)॥৬৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বিষয়বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটি মাত্রকেও যখন লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়, জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচালিত করে, তদ্রূপ সেই একটি ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করে॥৬৭॥

ব্যাকরণ ঃ **হি**=অব্যয়। **চরতাম্**=চর্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ইন্দ্রিয়াণাম্**=ইন্দ্রিয় ৬ষ্ঠী বহুবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মনঃ**=মনস্, ১মা একবচন। **অনুবিধীয়তে**=অনু-বি-ধা+কর্মণি লট্ তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব) ১মা একবচন। **বায়ুঃ**=বা (ধাতু-বহা)+উণ্। **অম্ভসি**=অম্ভস্, ৭মী একবচন। **নাবম্**=নৌ, ২য়া একবচন। **ইব**=অব্যয়। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রজ্ঞাম্**=প্র-জ্ঞা+অঙ্, ভাবে স্ত্রিয়াম্ টাপ্। **হরতি**=হৃ+লট্ তি॥৬৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" ইত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি। কিমু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি॥৬৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাচ্চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্তমানানাম্। যন্মনোঽনুবিধীয়তেঽনুপ্রবর্ততে। তদিন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতের্হরতি নাশয়তি। প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাম্। কথম্? বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্তয়ত্যেবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়বিষয়াং করোতি॥৬৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অবশীভূত মন যদি অবশীভূত একটি মাত্র ইন্দ্রিয়কেও অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই প্রজ্ঞা বহির্মুখ-পথে পরিচালিত হয়। প্রতিকূল বায়ুর ন্যায় মন ইন্দ্রিয়চঞ্চলতারূপ জলে ভাসমান নৌকারূপ প্রজ্ঞাকে তাহার আত্মসমাধানরূপ গম্য পথে যাইতে দেয় না। একটি ইন্দ্রিয় অবশীকৃত থাকিলে যদি অবশীভূত মনের দ্বারা এই দুর্দশা উপস্থিত হয়,

তবে যাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন অবশীভূত, না জানি তাহাদের কী সর্বনাশই হইয়া থাকে॥৬৭॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো! তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)॥৬৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, হে মহাবাহো! তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরভাবাপন্ন॥৬৮॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা। **তস্মাৎ**=তদ্ (পুং) ৫মী একবচন। **যস্য**=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ্রিয়, ১মা বহুবচন। **ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ**= ইন্দ্রিয়াণাং অর্থাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **তেভ্যঃ**=অপাদানে ৫মী (বহুবচন)। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্। **নিগৃহীতানি**= নি-গ্রহ্+ক্ত=নিগৃহীত, ১মা বহুবচন। **তস্য**=তদ্, (পুং) ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রজ্ঞা**=প্র-জ্ঞা+অঙ্+টাপ্। **প্রতিষ্ঠিতা**=প্র-স্থা+ক্ত+আপ্ (টাপ্)॥৬৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি॥৬৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যততো হীত্যুপন্যস্তস্যার্থস্যানেকধোপপত্তিমুক্ত্বা তং চার্থমুখপাদ্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাত্তস্মাৎ। যস্য যতেঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈর্মনসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥৬৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখবর্তী থাকিলে প্রজ্ঞাও চঞ্চল ও বহির্মুখ হইয়া যায়। যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিগৃহীত হইয়াছে, সেই তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধপুরুষের অথবা মুমুক্ষু সাধকের আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা স্থির হইয়া থাকে। হে "মহাবাহো" এইরূপ সম্বোধন দ্বারা ভগবান ইহার ইঙ্গিত করিলেন যে, যেমন তুমি বাহিরের বৈরিবর্গদমনে সমর্থ, দুর্নিবার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগ্রহ করিতেও তুমি তদ্রূপ পারগ॥৬৮॥

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥৬৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বভূতানাং (সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে) যা (যাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং

(সেই রাত্রিতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় যোগী) জাগর্ত্তি (জাগ্রৎ থাকেন); যস্যাং (যাহাতে) ভূতানি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে) পশ্যতঃ মুনেঃ (স্থিতপ্রজ্ঞের) সা (তাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ)॥৬৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ প্রজ্ঞা অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। ঈদৃশ রাত্রিতে সংযতেন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎ থাকেন এবং যে-অবিদ্যায় অজ্ঞান পুরুষগণ জাগ্রৎ, আত্মসাক্ষাৎকারবান স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা রাত্রিস্বরূপ॥৬৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বভূতানাম্**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়; **তেষাম্**=৬ষ্ঠী বহুবচন। **যা**=যদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **নিশা**=নি-শো+ক (টাপ্)। **তস্যাম্**=তদ্ (স্ত্রী), ৭মী একবচন। **সংযমী**=সম্-যম্+অপ্ (ভাবে)=সংযম; সংযম+ইন্=সংযমী। **জাগর্ত্তি**=জাগৃ+লট্ তি। **যস্যাম্**=যদ (স্ত্রী), ৭মী একবচন। **ভূতানি**=ভূত, ১মা বহুবচন। **জাগ্রতি**=জাগৃ+লট্ অন্তি। **পশ্যতঃ**=দৃশ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **মুনেঃ**=মুনি, ৬ষ্ঠী একবচন। শেষে ৬ষ্ঠী। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **নিশা**=নি-শো+ক (টাপ্)॥৬৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্কাহ—যা নিশেতি। সর্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব যা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদি-ব্যাপারাভাবাৎ, তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনির্নিশা তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা—দিবান্ধানামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্নতু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি॥৬৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ স সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকার্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ততে। অবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিতি। এতমর্থং স্ফুটীকুর্বন্নাহ—যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ। সর্বেষাং ভূতানাং সর্বভূতানাম্। কিং তৎ? পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ। যথা নক্তংচরাণামহরেব সদন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বন্নক্তংচরস্থানীয়ানামজ্ঞানাং সর্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বম্। অগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাম্। তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়ামজ্ঞাননিশায়াং প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্। জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ। যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিশায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে। যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা—অবিদ্যারূপত্বাৎ—পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতো মুনেঃ।

অতঃ কর্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে। ন বিদ্যাবস্থায়াম্। বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা। প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারকফলভেদরূপা সতী সর্বকর্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্মহেতুত্বোপপত্তিঃ। প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্তব্যং কর্মেতি হি কর্মণি কর্তা প্রবর্ততে—নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্বং নিশেবেতি। যস্য তু পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্রমিদং সর্বং ভেদজাতমিতি

জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞস্য সর্বকর্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ। ন প্রবৃত্তৌ। তথা চ দর্শয়িষ্যতি—তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মান ইত্যাদিনা—জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারম্।

তত্রাপি প্রবর্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরণুপপত্তিরিতি চেৎ? ন। স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মজ্ঞানস্য। ন হ্যাত্মনঃ স্বাত্মনি প্রবর্তকপ্রমাণাপেক্ষতা। আত্মত্বাদেব। তদন্তত্বাচ্চ সর্বপ্রমাণানাম্। প্রমাণত্বস্য ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি। প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণম্। নিবর্তয়দেব চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে। লোকে চ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য। তস্মান্নাত্মবিদঃ কর্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধম্॥৬৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীব ও ব্রহ্মে অভেদবোধই প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এই প্রজ্ঞা অজ্ঞান ব্যক্তির চক্ষে অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ রাত্রি বলিলে যেমন লোকে অপ্রকাশ—অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে এই প্রজ্ঞাও সেইরূপ। অজ্ঞান ব্যক্তির এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ মহানিশাতে, মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহশীল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া চেতন থাকেন, আর দ্বৈতদৃষ্টিরূপ নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া অজ্ঞান পুরুষগণ স্বপ্নবৎ বিবিধ ব্যবহার করিতেছে। এই অবিদ্যা আবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখে অপ্রকাশ রাত্রিস্বরূপ। স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রৎ। জাগ্রতের সংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? অজ্ঞানরূপ ভ্রমকালে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপের আদৌ অনুভব হয় না। রজ্জুর সমস্ত লক্ষণ বা স্বরূপ উত্তমরূপে নয়নগোচর হইলে তাহাতে সর্পভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সেইরূপ মনুষ্য যদি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে এক আত্মাতে দ্বৈত সংসার দৃষ্ট হইত না। আত্মাতে সমস্ত রহিয়াছে। আত্মাই সমস্ত। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই আত্মজ্ঞ পুরুষের চরম সিদ্ধান্ত।

"যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ।"[১]
"যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ॥"[২]

যে-অবিদ্যার প্রভাবে এই অদ্বিতীয় আত্মা দ্বৈতবৎ প্রতীত হন, সেই অবিদ্যার জন্যই জীব আপনাকে অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। যখন বিদ্যার প্রভাবে সমস্তই আত্মময় বলিয়া প্রতীত হয়, তখন কীরূপে ও কী পদার্থই বা দৃষ্টি করিবে?॥৬৯॥

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥৭০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (বারিসমূহ) আপূর্যমাণম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠং (অতল গম্ভীর) সমুদ্রং (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) সর্বে (সকল) কামাঃ (বিষয়রাশি) যং

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৩১
২ তদেব, ৪/৫/১৫

(যে মহাত্মাতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশপূর্বক লীন হয়), সঃ (তিনি) [বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া] শান্তিম্ আপ্নোতি (শান্তি লাভ করেন); কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শান্তি পায় না)॥৭০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন সমস্ত নদ-নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয়সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সেই মহাত্মা কখনও বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি দুর্লভ॥৭০॥

ব্যাকরণ ঃ যৎ-বৎ=যদ্+সাদৃশ্যে বতিচ্। **আপঃ**=অপ্, ১মা। **আপূর্যমাণম্**=আ-পূর্+কর্মণি+শানচ্, ২য়া একবচন। **অচলপ্রতিষ্ঠম্**=অচলা প্রতিষ্ঠা যস্য সঃ—অচলপ্রতিষ্ঠ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। প্রতিষ্ঠা=প্র-স্থা+অঙ্; চল=চল্+অচ্; চলা=চল+টাপ্। ন চলা=অচলা—নঞ্ তৎপুরুষ। **সমুদ্রম্**=সমুদ্র, ২য়া একবচন; সম্-উৎ-রা+ক=সমুদ্র। সমীচীনাঃ উদ্রাঃ (জলচরবিশেষাঃ) যস্মিন্—প্রাদিগর্ভ বহুব্রীহি। **প্রবিশন্তি**=প্র-বিশ্+লট্ অন্তি। তৎ-বৎ=তদ্+সাদৃশ্যে বতিচ্। **সর্বে**=সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। কামাঃ=কম্+ঘঞ্=কাম; ১মা বহুবচন। যং=যদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **প্রবিশন্তি**=প্র-বিশ্+লট্ অন্তি। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **শান্তিম্**=শম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **আপ্নোতি**=আপ্+লট্ তি। **কামকামী**=কামং কাময়তে ইতি। কাম+কম্+ণিঙ্+ণিনি কর্তরি। কামান্ কাময়িতুং শীলমস্য—উপপদ সমাস। ন=নিষেধার্থক অব্যয়॥৭০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্যমাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্যাদামেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ॥৭০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তিঃ। ন ত্বসন্ন্যাসিনঃ কামকামিন ইতি। এতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ—আপূর্যেতি। আপূর্যমাণমদ্ভিঃ। অচলপ্রতিষ্ঠম্—অচলতয়া প্রতিষ্ঠাঽবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠম্। সমুদ্রমাপঃ সর্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্বত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽবিকুর্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্বাত্মবশং কুর্বন্তি স শান্তিং মোক্ষমাপ্নোতি। নেতরঃ কামকামী। কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ। তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী স নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥৭০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমস্ত প্রবাহিনীর জলে সমুদ্র পরিপূর্ণ। তাহাতে বর্ষাকালে বৃষ্টির ধারা পড়িলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না। সমুদ্র সমানভাবেই অচল ও গম্ভীর থাকে। নির্বিকারচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রারব্ধজনিত শব্দাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার অটল হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয় না। তিনি সর্বথা শান্তিভোগই করিতে থাকেন। যেমন মহৎ অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও অচিরাৎ অগ্নিরই পুষ্টি বর্ধন করে, সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের অটল জ্ঞানাগ্নিকুণ্ডে শব্দাদি সামান্য

বিষয়সকল তাঁহার শক্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। ফলতঃ, শান্তিই অবিচ্ছেদে তাঁহাতে বিরাজ করিয়া থাকে॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥৭১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যে) পুমান্ (পুরুষ) সর্বান্ কামান্ (সকল কামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) নির্মমঃ নিরহংকারঃ নিস্পৃহঃ (নির্মম, নিরহঙ্কার ও নিস্পৃহ) [হইয়া] চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)॥৭১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-ব্যক্তি কামনাত্যাগপূর্বক নিস্পৃহ, নির্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন॥৭১॥

ব্যাকরণ ঃ **যঃ**=যদ্ (পুং) ১মা একবচন। **পুমান্**=পুমস্, ১মা একবচন। **সর্বান্**=সর্ব (পুং) ২য়া বহুবচন। **কামান্**=কাম, ২য়া বহুবচন। **বিহায়**=বি-হা+ল্যপ্। **নিঃস্পৃহঃ**=নির্ (নাস্তি) স্পৃহা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। স্পৃহা=স্পৃহ্+অঙ্। **নির্মমঃ**=নির্ (নাস্তি) মমত্বং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **নিরহঙ্কারঃ**= নির্ (নাস্তি) অহঙ্কারঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। অহঙ্কার=অহং+কৃ+ঘঞ্। **চরতি**=চর্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **শান্তিম্**=শান্তি, ২য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥৭১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতো নিরহংকারঃ অতএব তদ্ভোগ-সাধনেষু নির্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি॥৭১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য, কামান্ যঃ সন্ন্যাসী পুমান্ সর্বানশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন চরতি। জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ সন্। নির্মম ইতি মমত্ববর্জিতঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহেঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জিতঃ। নিরহংকারঃ—বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্বসংসারদুঃখো-পরমলক্ষণাং নির্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ॥৭১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি মনোবিলাসের কোনো বস্তুরই কামনা রাখেন না, যিনি ব্রহ্মপদকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে পারেন, যাঁহার শরীর থাকিলে বা নষ্ট হইলে ভ্রুক্ষেপ নাই, যাঁহার কুল-শীল-বিদ্যাদি-জন্য অভিমান নাই, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দেহে যাঁহার আত্মাভিমান নাই, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই সর্বদুঃখময়ী অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সকল লক্ষণই মুমুক্ষু ব্যক্তির সাধন করা কর্তব্য॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥৭২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! এষা (এইরূপ) ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থাতে স্থিতি); এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া) [কেহ] ন বিমুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না), অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং (এই অবস্থায়) স্থিত্বা (থাকিয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ (ব্রহ্মনির্বাণ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন)॥৭২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! এইরূপ অবস্থাই ব্রাহ্মীস্থিতি (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা), ইহা লাভ করিলে কেহই সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হন না। মৃত্যুকালেও যিনি (ক্ষণকালের জন্য) এই অবস্থায় স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন॥৭২॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **এষা**=এতদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **ব্রাহ্মী স্থিতিঃ**=ব্রহ্মণ্+অণ্=ব্রাহ্ম+ঙীপ্=**ব্রাহ্মী**। **স্থিতি**=স্থা+ক্তিন্। **এনাম্**=এতদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। **ন**=নিষেধার্থক অব্যয়। **বিমুহ্যতি**=বি-মুহ্+লট্ তি। **অন্তকালে**=অধিকরণে ৭মী; অন্তঃ কালঃ—কর্মধারয়, **অপি**=অব্যয়। **অস্যাম্**=ইদম্ (স্ত্রী), ৭মী একবচন। **স্থিত্বা**=স্থা+ক্ত্বাচ্। **ব্রহ্মনির্বাণম্**=নির্বাণম্=নির্-বা+অনট্। ব্রহ্মণি নির্বাণম্=৭মী তৎপুরুষ। **ঋচ্ছতি**=ঋ+লট্ তি।॥৭২॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি॥৭২॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে—এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ। সর্বং কর্ম সংন্যস্য ব্রহ্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ। হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি। ন মোহং প্রাপ্নোতি। স্থিত্বাঽস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়াম্। অন্তকালেঽপ্যন্তে বয়স্যপি। ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি গচ্ছতি। কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতীতি॥৭২॥

ইতি শঙ্করে শ্রীমদ্ভগদ্গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান ক্রমশঃ চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া এই শ্লোকে আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিতেছেন। আত্মা ও ব্রহ্মে অভেদদৃষ্টিই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবার মূলভিত্তি। ইহারই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ এই স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের আশঙ্কা নাই। যেমন, সূর্যের প্রকাশে অন্ধকার আসিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ নির্মল প্রতিভার সম্মুখে অজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। "নির্বাণম্"="নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্তে ব্রহ্মণি তন্নির্বাণম্" অর্থাৎ, ব্রহ্মলাভ করিয়া জন্ম-মরণরূপ গতি নিবৃত্তির নাম নির্বাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি॥"[১]

মৃত্যুকালে অজ্ঞান পুরুষের প্রাণ যেমন এই শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া যায়, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানি-পুরুষের প্রাণ তদ্রূপ করে না। উহা শরীরমধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। বাহ্যবিষয়ের চিন্তা বিদূরিত হইয়া যাঁহার চিন্তা আত্মাভিমুখেই অন্তঃপ্রবাহিত হয়, যাঁহার প্রাণবায়ু অন্তঃপ্রাণায়াম দ্বারা নাসারন্ধ্র পথে বিচরণ না করিয়া কেবল মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না পথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অনিবার্য গতিতে নিত্য প্রবাহিত থাকে, সেই জ্ঞানি-পুরুষ ব্রহ্মরূপ হইয়া ব্রহ্মলাভ করেন। যিনি ব্রহ্মচর্য হইতে সন্ন্যাস পর্যন্ত এই সাধনার অভ্যাস করিতে থাকেন তাঁহার কথা তো দূরে থাকুক, যিনি মরণ মুহূর্তেও পূর্বোক্তরূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিও নির্বাণ প্রাপ্ত হন। রাজর্ষি খট্টাঙ্গ মরণকাল জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের উপদেশে শেষমুহূর্তের যত্নমাত্রেই মুক্তিলাভ করেন।

"জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্।
তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্তিতম্॥"

আত্মজ্ঞান, তাহার পরম্পরা সাধনরূপ নিষ্কাম কর্ম, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল কথিত হইয়াছে॥৭২॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৬

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন।
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] জনার্দন! চেৎ (যদি) কর্মণঃ (নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (আত্মজ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে (তোমার) মতা (মত হয়), তৎ (তাহা হইলে) [হে] কেশব! কিং (কী জন্য) ঘোরে কর্মণি (হিংসাজনক কার্যে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (প্রেরণা করিতেছ)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে জনার্দন! আত্মজ্ঞানই যদি তোমার মতে নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে হে কেশব! এই ঘোরতর হিংসাত্মক কার্যের জন্য আমাকে প্রেরণা করিতেছ কেন?॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুনঃ**=অর্জ+উনন্। **উবাচ**=ব্রূ বা বচ্ লিট্ অ। **জনার্দন!**=জনস্য অর্দনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **চেৎ**=অব্যয়; চিত+বিচ্। **কর্মণঃ**=কর্মন্, ৫মী একবচন, নিকৃষ্টাদ্ ৫মী। **বুদ্ধিঃ**= বুধ্+ক্তিন্। **জ্যায়সী**=বৃদ্ধ (প্রশস্য)+ইয়সুন্, স্ত্রীলিঙ্গে। **তে**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন "ক্তস্য চ বর্তমানে" ৬ষ্ঠী (মন্ ধাতু যোগে) **মতা**=মন্+ক্ত+টাপ্। **তৎ**=অব্যয়। **কেশব**=কেশ-বা+ক। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ঘোরে**=ঘোর+অচ্=ঘোর, ৭মী একবচন। **কর্মণি**=কর্মন্, ৭মী একবচন। **নিয়োজয়সি**=নি-যুজ্+নিচ্, লট্ সি॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রোপায়ঃ কর্মযোগঃ প্রাধান্যেনোপসংহৃতঃ।
হরিণা জ্ঞানযোগশ্চ তদ্গুণত্বেন কীর্তিতঃ॥

এবং তাবৎ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্ত্বা, তদনন্তরম্ "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিনা কর্ম চোক্তং, ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ!" ইতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিতি। কর্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব" ইতি "তস্মাদুত্তিষ্ঠ" ইতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নির্দিষ্টে সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে বুদ্ধিরিতি চ। তত্র প্রজহাতি যদা কামানিত্যারভ্যাঽধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সন্ন্যাসকর্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠতয়ৈব চ কৃতার্থতোক্তা—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিতি। অর্জুনায় চ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণীতি কর্মৈব কর্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য। ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্।

তদেতদালক্ষ্য পর্যাকুলীভূতবুদ্ধিরর্জুন উবাচ—কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাচ্ছ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্যেণাপ্যনৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাদিতি। যুক্তঃ পর্যাকুলীভাবোঽর্জুনস্য। তদনুরূপশ্চ প্রশ্নোজ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। প্রশ্নাপকরণবাক্যং চ ভগবতোক্তং যথোক্তবিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে।

কেচিত্ত্বর্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি। যথা চাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতস্তৎপ্রতিকূলং চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি। কথম্? তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতশাস্ত্রে নিরূপিতোঽর্থ ইত্যুক্তম্। পুনর্বিশেষিতং চ যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানি কর্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যত ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতি। ইহ ত্বাশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানামেব কর্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ। তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জুনায় ব্রূয়াদ্ভগবান্? শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ? তত্রৈতৎ স্যাৎ—গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি। এতদপিপূর্বোত্তরবিরুদ্ধমেব। কথম্? সর্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোঽর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়েহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াদাশ্রমান্তরাণাম্?

অথ মতং শ্রৌতকর্মাপেক্ষয়ৈতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাচ্ছ্রৌতকর্মরহিতাদ্‌গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি? তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্তং কর্মাবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যত ইতি? এতদপি বিরুদ্ধম্। কথম্? গৃহস্থস্যৈব স্মার্তকর্মণা সমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারয়িতুম্? কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্তানি কর্মাণ্যূর্ধ্বরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপীষ্যতাং স্মার্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ।

অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায়। ঊর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্তকর্মমাত্রসমুচ্চিতাজ্ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি। তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাচ্ছ্রৌতং স্মার্তং চ বহুদুঃখরূপং কর্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ।

অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যান্মোক্ষঃ স্যাৎ। নাশ্রমান্তরাণাম্। শ্রৌতনিত্যকর্মরহিতত্বাদিতি? তদপ্যসৎ। সর্বোপনিষৎস্বিতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্বকর্মসন্ন্যাসবিধানাৎ। আশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ।

সিদ্ধস্তর্হি সর্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ঃ? ন। মুমুক্ষোঃ সর্বকর্মসংন্যাসবিধানাৎ। পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি।[১] তস্মান্ন্যাসমেষাং

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৫/১

তপসামতিরিক্তমাহুঃ।[১] ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি।[২] ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিতি চ।[৩] ব্রহ্মচর্যাদেব প্র ব্রজেৎ॥[৪] ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ।

ত্যজ ধর্মমধর্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥ইতি বৃহস্পতিঃ।
পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্বৈষণাবিনির্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি॥
কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ইতি শুকানুশাসনম্॥[৫]

ইহাপি চ সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যেতাদি। মোক্ষস্য চাকার্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্মানর্থক্যম্। নিত্যানি প্রত্যবায়পরিহারার্থানীতি চেৎ? ন। অসন্ন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ। ন হ্যগ্নিকার্যাদ্যকরণাৎ সন্ন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যো যথা ব্রহ্মচারিণামসন্ন্যাসিনামপি কর্মিণাম্। ন তাবন্নিত্যানাং কর্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা। কথমসতঃ সজ্জায়েত[৬]—ইত্যসতঃ সজ্জন্মাসংভবশ্রুতেঃ।

যদি বিহিতাকরণাদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াদ্বেদস্তদাঽনর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ। বিহিতস্য করণাকরণয়োর্দুঃখমাত্রফলত্বাৎ। তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যাৎ। ন চৈতদিষ্টম্। তস্মান্ন সন্ন্যাসিনাং কর্মাণি। অতো জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়ৈকেনানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ—জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি। অর্জুনায় চেদ্বুদ্ধিকর্মণী ত্বয়াঽনুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা চ কর্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈবেতি। তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশবেত্যুপালম্ভো বা প্রশ্নো বা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চার্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তম্। যেন জ্যায়সী চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ।

যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্মণোর্বিরোধাদ্‌যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্বমুক্তং স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। অবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি

১ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ২৪/১
২ তদেব, ২১/২
৩ তদেব, ১০/৫
৪ জাবালা উপনিষদ্, ৪
৫ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪১/৭
৬ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২/২

ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। ন চাজ্ঞাননিমিত্তং ভগবৎপ্রতিবচনং কল্পনীয়ম্। অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচনদর্শনাজ্জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চায়ানুপপত্তিঃ।

তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্বোপনিষৎসু চ।

জ্ঞানকর্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চৈকবিষয়ৈব প্রার্থনাঽনুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে। কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বমিতি চ জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবমর্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি—জ্যায়সী চেদিতি। জ্যায়সী শ্রেয়সী চেদ্যদি কর্মণঃ সকাশাত্তে তব মতাঽভিপ্রেতা বুদ্ধির্জ্ঞানং হে জনার্দন। যদি বুদ্ধিকর্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদেকং শ্রেয়ঃসাধনমিতি কর্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কর্মণোঽতিরিক্তকরণং বুদ্ধেরনুপপন্নমর্জুনেন কৃতং স্যাৎ। ন হি তদেব তস্মাৎ ফলতোঽতিরিক্তিং স্যাৎ। তথা চ কর্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করং চ কর্ম কুর্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি। তৎ কিংকারণমিতি ভগবত উপালম্ভমিব কুর্বংস্তৎ কিং কস্মাৎ কর্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং-নিয়োজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে।

অথ স্মার্তেনৈব কর্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্বেষাং ভগবতোক্তোঽর্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনম্?॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বক্তব্য-বিষয়ের সূত্রস্বরূপ। বক্তব্য-বিষয় যথা—তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীর প্রথম নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হইবে। তৎপরে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তদনন্তর শমদমাদি সাধনপূর্বক সর্বকর্মের সন্ন্যাস ও তাহার পর বেদান্তবাক্যবিচারযুক্ত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিবে। ভক্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহা হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহমুক্তি লাভ হইবে। জীবন্মুক্ত প্রারব্ধফল ভোগ করেন, কিন্তু পরম পুরুষার্থবশতঃ পরবৈরাগ্য প্রাপ্ত হন। শুভ বাসনা এই বৈরাগ্যের মূল। অশুভ বাসনা বৈরাগ্যের বিরোধী। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা শুভ বাসনা লব্ধ হয়। রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাই অশুভ বাসনার বীজভূমি। এতাবৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে "যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি" এতদ্বচন দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির সাধনরূপ নিষ্কাম কর্মনিষ্ঠার উল্লেখ হইয়াছে। ইহাই সামান্য ও বিশেষভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইবে। তদনন্তর "বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্" বচন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ অধিকারি-ব্যক্তি শমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া সর্বকর্মসন্ন্যাস করিবেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই সর্বকর্মসন্ন্যাস-নিষ্ঠার বিষয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে এবং এতদ্দ্বারা "ত্বম্" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তৎপরে "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" বচন দ্বারা বেদান্তবাক্যবিচারের সহিত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ—এই ছয় অধ্যায়ে ভক্তির নিগূঢ়মর্ম ব্যাখ্যাত হইবে এবং এতদ্দ্বারা "তৎ" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তাহার পর "বেদাবিনাশিনং নিত্যম্" বচন দ্বারা "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থের অভেদ জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক দ্বারা নিরূপিত হইবে। তদনন্তর "ত্রৈগুণ্যবিষয়া

বেদাঃ" বচন দ্বারা ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সূচিত হইয়াছে। ইহা চতুর্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। তৎপরে "তদা গন্তাসি নির্বেদম্" এতদ্‌বচনে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসাররূপ বৃক্ষোচ্ছেদন দ্বারা নিরূপিত হইবে। তাহার পর "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" বচন দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া পরবৈরাগ্যোপযোগী দৈবীসম্পদ শুভ বাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্" বচন দ্বারা পরবৈরাগ্যবিরোধী আসুরী সম্পদ বা অশুভ বাসনা যে পরিত্যাজ্য ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাবদ্‌বার্তা ষোড়শাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। তৎপরে "নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থঃ" বচন দ্বারা দৈবীসম্পদের অসাধারণ কারণরূপ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সূচিত হইয়াছে। উহা সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার নিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব কথিত সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করা হইয়াছে।

ভগবান সাংখ্যবুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক দ্বিতীয় অধ্যায়ে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" বচন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া "যোগ ত্বিমাং শৃণু" শ্লোক হইতে "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে" শ্লোক পর্যন্ত কর্মনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম" বচন দ্বারা জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে। "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" বচন দ্বারা প্রশংসাপূর্বক জ্ঞানফলের উপসংহার করিয়াছেন। কর্মীর জ্ঞানে এবং জ্ঞানীর কর্মে অধিকার নাই, ইহা স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে ভগবান এক ব্যক্তিকেই (অর্জুনকে) কর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করিলেন কেন এবং আত্মজ্ঞানীই যদি শ্রেষ্ঠ হইল, তবে কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন, এইরূপে ব্যাকুলিতচিত্ত অর্জুন ভগবানকে বলিতেছেন।

অর্জুন শিষ্য—ভক্ত হইয়া ভগবানের নিকট নিজ শ্রেয়ঃ উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপদেশের অবতারণায় অর্জুন দেখিলেন যে, নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই কাতরভাবে ভগবানকে "জনার্দন" সম্বোধন করিলেন। "সর্বৈর্জনৈরর্দ্যতে যাচ্যতে স্বাভিলষিতসিদ্ধয় ইতি জনার্দনঃ।" নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচঞা করে, তাঁহার নাম জনার্দন। অথবা "জনং জননং তৎকারণমজ্ঞানং চ স্বসাক্ষাৎকরণৈরর্দয়তি হিনস্তীতি জনার্দনঃ।" জন্ম এবং জন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন, তিনি জনার্দন। আমি যখন তোমার শরণাগত, তখন হে ভক্তবৎসল! তুমি যাহা ভাল—শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছ, আমাকে তাহা না বলিয়া বারংবার যুদ্ধার্থে প্রবর্তনা দিতেছ কেন?॥১॥

মন্তব্য ঃ অর্জুন দেখিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কোনো কর্ম নাই। অথচ শ্রীভগবান তাঁহাকে কর্ম করিতে বলিতেছেন। এখনও অর্জুনের কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয় নাই। তাই তিনি ভাবিতেছেন, শ্রীভগবান কেন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় নৈষ্কর্ম্য শিক্ষা না দিয়া কর্মযোগ শিক্ষা দিতেছেন।

সাধারণ মানুষের কর্মের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকেই। দেখা যায়, অতি নিম্নস্তরে

মানুষের বিবাহাদি সংসারধর্ম পালন করাতেই জীবন ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার পরের ধাপের মানুষের তীব্র কর্মজীবন দৃষ্ট হয়। যখন কেহ প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চাধিকার লাভ করে তখন তাহার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটিতে থাকে। কেবল প্রবল বৈরাগ্যবান মানুষেরই কর্মত্যাগ হইয়া থাকে। অন্যথা সাধারণ জীবের নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতে কর্মক্ষয় হইলে আত্মজ্ঞানোদয় হইয়া থাকে॥১॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিতের ন্যায়) বাক্যেন (কথা দ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) মোহয়সি ইব (যেন মুগ্ধ করিতেছ); যেন (যাহা দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াং (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটি) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বলো)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কখনও কর্মের, কখনো-বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তুমি বিমিশ্রিত বচনপরম্পরায় আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। যাহাতে আমার শ্রেয়ঃ বা মঙ্গল লাভ হয়, তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহারই উপদেশ করো॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **ব্যামিশ্রেণ**=বি-আ-মিশ্র+অচ্=ব্যামিশ্র, ৩য়া একবচন। **ইব**=অব্যয়। **বাক্যেন**= বচ্+ণ্যৎ=বাক্য, ৩য়া একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বুদ্ধিম্**=বুধ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **মোহয়সি**=মুহ্+ণিচ্+লট্ সি। **ইব**=অব্যয়। **যেন**=যদ্ (ক্লীব), ৩য়া একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্=শ্রেয়স্, ২য়া একবচন। **আপ্নুয়াম্**=আপ্+বিধিলিঙ্ যাম্। **তৎ**= তদ্, (ক্লীব), ১মা একবচন। **একম্**=এক (ক্লীব), ১মা একবচন। **নিশ্চিত্য**=নির্+চি+ল্যপ্। **বদ**= বদ্+লোট হি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি ক্বচিৎ কর্মপ্রশংসা, ক্বচিজ্জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং, তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহয়সীব পরম-কারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীব শব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণেব—যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবাংস্তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি। তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি। মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামোহাপনয়ায় হি প্রবৃত্তস্ত্বং তু কথং মোহয়সি? অতো ব্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীব মে মমেতি। ত্বং তু ভিন্নকর্তৃকয়োর্জ্ঞানকর্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে তত্রৈবং সতি তত্তয়োরেকং—বুদ্ধিং কর্ম বা—ইদমেবার্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি। যেন জ্ঞানেন কর্মণা বাঽন্যতরেণ শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।

যদি হি কর্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাত্তৎ কথং—তয়োরেকং বদেতি—একবিষয়ৈবার্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ? ন হি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্মণোর্বক্ষ্যামি। নৈব দ্বয়মিতি। যেনোভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রথমোক্তিতে পাছে ভগবান বলেন যে, আমি জগতের কাহারও বাঞ্ছিত ফলদানে বিমুখ নহি এবং কাহাকেও বঞ্চনা করি না; তুমি পরম ভক্ত, তোমায় বঞ্চনা করিব কেন? এই জন্য অর্জুন বলিতেছেন, হে ভগবান! "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন" ইত্যাদি বাক্যে কোনো স্থানে বৈদিক নিষ্ঠার লাঘব করিয়াছ, আবার কোথাও-বা "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি বাক্যে বেদনিষ্ঠাতৎপর করিয়াছ। কোথাও-বা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" ইত্যাদি বাক্যে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করিয়াছ, কোথাও-বা "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তিমার্গের উপদেশ দিয়াছ। তোমার অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই উপদেশগুলি আমার পক্ষে বড়ই গোলযোগপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মন্দবুদ্ধিই ইহার কারণ হইবে। নতুবা তোমার ন্যায় ভ্রান্তির শান্তিবিধাতা উপদেষ্টাকে পাইয়াও আমার এই মোহ সমুৎপন্ন হইল কেন? কর্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অধিকারী কি এক ব্যক্তি? একই সময়ে একই ব্যক্তি বিরুদ্ধ ধর্মের দুইটি কার্য কেমন করিয়া সাধন করিবে? ইহা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ইহাই আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও॥২॥

মন্তব্য ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান কখনও জ্ঞানের কথা (সাংখ্য), কখনও কর্মের কথা (যোগ) বলিয়াছেন। এই দুইটি পথ দুই প্রকার আধারের জন্য। অর্থাৎ, দুই ভিন্ন স্বভাবের সাধকের জন্য। একজনের পক্ষে যেটি শ্রেয়ঃ, অন্যের পক্ষে সেটি শ্রেয়ঃ না-ও হইতে পারে। এই কথা বুঝিতে না পারিয়া অর্জুন শ্রীভগবানকেই সরাসরি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কোন্‌টি শ্রেয়ঃ?॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান বলিলেন)—[হে] অনঘ (হে পূতাত্মন্!) অস্মিন্ লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠা) ময়া (মৎকর্তৃক) পুরা (পূর্বে) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে); জ্ঞানযোগেন (আত্মজ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাং (জ্ঞানাধিকারীদিগের) কর্মযোগেন (নিষ্কামযোগের দ্বারা) যোগিনাম্ (কর্মীদিগের) [নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে]॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—হে অনঘ! ব্রহ্মনিষ্ঠা ইহলোকে দুই প্রকার আছে, ইহা আমি পূর্বে বলিয়াছি; অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারীদিগের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং কর্মীদিগের জন্য কর্মযোগ॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ (ঐশ্বর্য)+মতুপ্=ভগবৎ, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ বা বচ্ লিট্

অ। **অনঘ**=নাস্তি অঘং যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা। **অস্মিন্**=ইদম্ (পুং) ৭মী একবচন। **লোকে**=লোক+ঘঞ্=লোক, ৭মী একবচন। **দ্বিবিধা**=দ্বে বিধে যস্যাঃ সা—বহুব্রীহি। **নিষ্ঠা**= নি-স্থা+ক=নিষ্ঠ+টাপ্। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **পুরা**=অব্যয়; পুর+ক+টাপ্। **প্রোক্তা**= প্র-বচ্+ক্ত+টাপ্। **জ্ঞানযোগেন**=জ্ঞানেন যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **সাংখ্যানাম্**= সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে পরমার্থতত্ত্বম্ অনয়া ইতি, **সংখ্যা**=সংখ্যা+অণ্=সাংখ্য, সাংখ্যং মতম্ এষাম্ ইতি সাংখ্যানাং। **কর্মযোগেন**=৬ষ্ঠী বহুবচন। কর্মণা যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **যোগিনাম্**=যুজ্+ঘিনুণ=যোগী, যোগী শব্দের ৬ষ্ঠী বহুবচন॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ, তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যচ্ছ্রেয়ং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছেত; ন তু ময়াতথোক্তম্; কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণ-প্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি; অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্বাধ্যায়ে ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা, প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি, সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা "তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অস্মিল্লোঁকে শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিরনুষ্ঠেয়তাৎপর্যং পুরা পূর্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থ-সংপ্রদায়মাবিষ্কুর্বতা প্রোক্তা ময়া সর্বজ্ঞেনেশ্বরেণ। হে অনঘ অপাপ। তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেতি? আহ-জ্ঞানেতি। তত্র জ্ঞানযোগেন—জ্ঞানমেব যোগঃ। তেন সাংখ্যানামাত্মানাত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্যাশ্রমাদেব কৃতসন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্মযোগেন—কর্মৈব যোগঃ। তেন কর্মযোগেন যোগিনাং কর্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যর্থঃ। যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম চ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহার্জুনায়োপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্তৃকে এব জ্ঞানকর্মনিষ্ঠে ব্রূয়াৎ? যদি পুনরর্জুনো জ্ঞানং কর্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি—অন্যেষাং তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ স্যাৎ। তচ্চাযুক্তম্। তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্মণোঃ॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শুদ্ধচেতস্ক ব্যক্তিগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং মলিনান্তঃকরণ

মানবগণের জন্য কর্মযোগ। এই দ্বিবিধ অধিকারীর দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। "অনঘ" সম্বোধন দ্বারা অর্জুনের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রদর্শিত হইল। কেননা, "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।" পাপকর্ম ক্ষয় পাইলেই মনুষ্য জ্ঞানাধিকারী হয়। হে অর্জুন, তুমি জ্ঞানাধিকারী; তবে বৃথা গ্লানিযুক্ত হইতেছ কেন? আত্মা ও পরমাত্মায় যাঁহার অভিন্ন বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহারই জন্য জ্ঞানযোগ—নিবৃত্তিমার্গ। আর যাহাদিগের অন্তঃকরণ দ্বৈতবুদ্ধিবিকারযুক্ত, তাহাদিগকেই জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য কর্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গ। যে-উপায়ে অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় তাহার নাম যোগ। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা মনোমালিন্য বিদূরিত হয়, এই জন্য ইহার নাম কর্মযোগ। অবস্থাভেদে দ্বিবিধ যোগই একই ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে উভয়েরই লক্ষ্য এক। ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক হইতে তেরোটি শ্লোকে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্মের কর্তব্যতা ব্যাখ্যা করিবেন। জ্ঞানীর যে কর্ম নিষ্প্রয়োজন, তৎপরে ইহাও প্রদর্শিত হইবে। কর্ম, বন্ধনের হেতু হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জন-জন্য উহা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং তাহাতে মুক্তির পথ প্রস্তুত হয়। তাহাও তদনন্তর দেখাইবেন। পরিশেষে, অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে ইহাই বুঝাইয়া দিবেন যে, কামনার জন্যই কাম্যকর্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। তুমি কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম করো, তাহা হইলেই জ্ঞানের অধিকারী হইবে॥৩॥

মন্তব্য ঃ যে-ব্যক্তি যে-প্রকার মানসিক অবস্থায় আছে, তাহাকে সেই স্থান হইতেই আত্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হইয়াছে—"সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্।" (৬/১৩) অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগ (কর্ম) দ্বারা উপলভ্য। বস্তুতঃ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দুইটি পৃথক পথ নহে। কাহারও কাহারও প্রবল বৈরাগ্য থাকে। কিন্তু যাহাদের প্রবল বৈরাগ্য নাই, তাহাদের জন্য কর্ম বিধেয়। এবং কর্ম না করিয়া তাহারা থাকিতেও পারে না। তাহারাই নিষ্কামভাবে কর্ম করিবার চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান-মার্গের অধিকারী হইয়া উঠিবে—ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, যোগমার্গ (কর্মমার্গ)-ও যোগ-সমন্বয়ের মাধ্যমেই সাধিত হইয়া থাকে। এই যোগ-সমন্বয়ের শিক্ষাই স্বামী বিবেকানন্দ আমৃত্যু প্রচার করিয়াছেন। কারণ, ধ্যেয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে নিষ্কাম কর্ম হয় না। আবার শ্রীভগবানের প্রতি টান না থাকিলেও নিষ্কাম কর্ম হয় না॥৩॥

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পুরুষঃ (পুরুষ) কর্মণাম্ (নিষ্কাম কর্মের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করিলে) নৈষ্কর্ম্যং (নিষ্ক্রিয় ভাব) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না); সংন্যসনাৎ এব চ (এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে, নিষ্ক্রিয় ভাবের উৎপত্তি হয় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই, জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণাম্**=কর্মন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অনারম্ভাৎ**=ন আরম্ভঃ—অনারম্ভঃ—নঞ্ তৎপুরুষ তস্মাৎ আরম্ভ=আ-রভ্+ঘঞ্, ৫মী একবচন (ভাববাচ্যে)। **পুরুষঃ**=পুর্-শী+ড=পুরুষ (পূর্য্যাংশেতে যঃ)। **নৈষ্কর্ম্যম্**=নির্-কর্মন্+ষ্ণ্য ক্লীব, ২য়া একবচন। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **অশ্নুতে**= অশ্ (স্বাদি—প্রাপ্তি অর্থে)+লট্ তে। **সংন্যসনাৎ**=সম-নি-অস্ (ক্ষেপে)+অনট্, ৫মী একবচন। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **সিদ্ধিম্**=সিধ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। ন=নিষেধার্থক অব্যয়। **সমধিগচ্ছতি**= সম-অধি-গম্+লট্ তি॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্মাণি কর্তব্যানি, অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্মণামিতি। কর্মণাম্ অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চ "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং কর্মভিরিত্যাশঙ্কোক্তং—ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদর্জুনেনোক্তং কর্মণো জ্যায়স্ত্বং বুদ্ধেঃ। তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাৎ। তস্মাচ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সন্ন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ। ভগবত এবমেবানুমতমিতি গম্যতে। মাং চ বন্ধকারণে কর্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসমর্জুনং কর্ম নারভ ইত্যেবং মন্বানমালক্ষ্যাহ ভগবান্—ন কর্মণামনারম্ভাদিতি। অথবা জ্ঞানকর্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতীতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বম্; ন স্বাতন্ত্র্যেণ। জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যাঽনপেক্ষেতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্—ন কর্মণামনারম্ভাদিতি। ন কর্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বাঽনুষ্ঠিতানাম-উপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতূনাম্—

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥

ইত্যাদি স্মরণাদনারম্ভাদননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্যং নিষ্কর্মভাবং কর্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং—নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ—পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং নাশ্নুত ইতি বচনাত্তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যমশ্নুত ইতি গম্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং নাশ্নুত ইতি? উচ্যতে—কর্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্যোপায়ত্বাৎ।

ন হ্যুপায়মন্তরেণোপেয়প্রাপ্তিরস্তি। কর্মযোগোপায়ত্বং চ নৈষ্কর্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন[1] ইত্যাদিনা কর্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ইহাপি চ—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি। ননু চ অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্যমাচরেৎ[2] ইত্যাদৌ কর্তব্যকর্মসন্ন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। লোকে চ কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরম্। অতশ্চ নৈষ্কর্ম্যার্থিনঃ কিং কর্মারম্ভেণেতি প্রাপ্তম্। অত আহ—ন চ সংন্যসনাদেবেতি। নাপি সংন্যসনাদেব কেবলাৎ কর্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" শ্রুতি[3]। নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া যিনি নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে কোথা হইতে? যদি বল, সর্বকর্মসন্ন্যাসও কোনো কোনো শ্রুতিতে জ্ঞানলাভের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি[4]। "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ[5]।" সন্ন্যাসিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা, পুত্র বা ধনাদির দ্বারা ব্রহ্মলাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগই অমৃতত্বলাভের একমাত্র কারণ। অতএব, সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক কর্মত্যাগই কর্তব্য। অর্জুনের এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান বলিতেছেন, কর্মানুষ্ঠানপূর্বক চিত্তশুদ্ধি-সাধন ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জীব মুক্তিভোগী হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাসই অসম্ভব। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"[6] অর্থাৎ, মনুষ্যের যখন সমস্ত বিষয়সুখে বৈরাগ্য হইবে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অশুদ্ধ চিত্তের বৈরাগ্য কোথায়? "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"—অর্থাৎ, দণ্ডচিহ্নধারী হইলেই মনুষ্য নারায়ণের স্বরূপ হয়, এই রোচক বাক্যের বশবর্তী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে॥৪॥

মন্তব্য ঃ কর্ম না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিলেই যে কর্মত্যাগ হইল, তাহা নহে। নিষ্কর্মা হইয়া কেহ বসিয়া আছে দেখিলেই মনে করিও না যে, সেই ব্যক্তির কর্মত্যাগ হইয়াছে এবং সে সিদ্ধ।

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/২২
২ প্রাণাগ্নি, ২
৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/২২
৪ তদেব
৫ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১০/৫
৬ জাবালা উপনিষদ্, ৪

এই সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন বলিয়াই শ্রীভগবান এই শ্লোকে পরপর দুই বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অর্জুনেরও সম্যক ধারণা হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

তমোগুণী অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা "কাজ"-এর হাঙ্গামা এড়াইয়া থাকিতে চাহে এবং ভণ্ডামি করিয়া থাকে। অনেকে বাড়ির হাঙ্গামা এড়াইয়া আশ্রমে চলিয়া আসে। নবাগত একজন আমাকে বলিয়াছিল, "আপনি, গোপেশ মহারাজ (স্বামী সারদেশানন্দজী) বেশ কেমন আছেন— কাজ না করে। আমিও তা-ই থাকব!" সে দেখিতেছে, আমরা উপদেশ করি, কত মান! কোনো কাজও করিতে হয় না!!৪॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও) অকর্মকৃৎ (কর্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না), হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণরাশি কর্তৃক) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) সর্বঃ (সকল ব্যক্তি) কর্ম কার্যতে (কর্ম করিতে বাধ্য হয়)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কোনো ব্যক্তিই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণরাশি মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া আপনা-আপনিই কর্মে প্রবর্তিত করে॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **জাতু**=অব্যয়; জন্+ক্তুন্। **কশ্চিৎ**=কিম্ (পুং) ১মা একবচন+চিৎ। **ক্ষণম্**= ক্ষণ্+অচ্=ক্ষণ, ২য়া একবচন (অত্যন্ত সংযোগে ২য়া) **অপি**=অব্যয়। **অকর্মকৃৎ**=কর্মণ্-কৃ+ ক্বিপ্=কর্মকৃৎ; কর্ম করোতি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ। ন কর্মকৃৎ=অকর্মকৃৎ—নঞ্ তৎপুরুষ। **ন**=অব্যয়। **হি**=অব্যয়। **তিষ্ঠতি**=স্থা+লট্ তি। **হি**=অব্যয়। **প্রকৃতিজৈঃ**=প্রকৃতি-জন্+ড=প্রকৃতিজ, ৩য়া বহুবচন। প্রকৃতৌ জায়তে ইতি—উপপদ তৎপুরুষ। **গুণৈঃ**=গুণ্+অচ্, ৩য়া বহুবচন। **অবশঃ**=বশ্+ অপ্=বশ; ন বশঃ—অবশঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **সর্বঃ**—সর্ব+১মা একবচন। **কর্ম**—কর্মন্, ১মা একবচন, **কর্মন্**=কৃ+মনিন্। **কার্যতে**—কৃ+ণিচ্ কর্মবাচ্যে লট্ তে॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেষ্বনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্মকৃৎ কর্মাণ্যকুর্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্বোঽপি জনঃ কর্ম কার্যতে কর্মণি প্রবর্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্মসন্ন্যাসমাত্রাদেব কেবলাজ্‌জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্যলক্ষণাং পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিত্তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ সন্। কস্মাৎ? কার্যতে হি যস্মাদবশ এব কর্ম সর্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ। অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষঃ। যতো বক্ষ্যতি— গুণৈর্যো ন বিচাল্যত ইতি। সাংখ্যানাং পৃথক্‌করণাদজ্ঞানামেব কর্মযোগঃ। ন জ্ঞানিনাম্। জ্ঞানিনাং

তু গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্মযোগো নোপপদ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং বেদাবিনাশিনমিত্যত্র॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাহার চিত্ত অবশীকৃত, সে গুণত্রয়ের অধীন হইয়া পানভোজনাদি লৌকিক এবং অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া না করিয়া স্থির থাকিতেই পারে না। অতএব, মলিনচিত্তের সন্ন্যাস সম্ভবে না। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—প্রাকৃতিক এই গুণত্রয় হইতেই রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হয়। এই গুণপ্রেরণা-পরতন্ত্রতা বশতঃই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ হয়। সুতরাং, গুণবিকারবশংবদ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কর্মের হাত এড়াইতে পারে না। অতএব, অশুদ্ধচিত্ত পুরুষের কর্মসন্ন্যাস কীরূপে হইবে? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে একেবারে ক্রিয়াশূন্য, তাহাও নহে। কিন্তু কর্মফলে অনুরাগ না থাকায় অর্থাৎ ফলোদ্দেশ্যে কর্মপ্রবর্তনা না থাকায়, তাঁহাকে কর্মজন্য দোষ স্পর্শ করে না। কর্মানুরাগরহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই সন্ন্যাসী॥৫॥

মন্তব্য ঃ কেহই কখনও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না—এই কথা অতীব সত্য। কারণ, তাহার স্বভাবজ প্রকৃতিই তাহাকে কর্মে নিয়োজিত করিবে। নিতান্তই যদি কেহ আলস্যবশতঃ কর্ম এড়াইয়া চলে, তথাপি শরীররক্ষার জন্য আহার-পানাদি কর্ম তাহাকে করিতেই হয় এবং শরীর-মনে রজোগুণ থাকিলেই তাহা সাধকের ঈশ্বরমুখী মনকে ক্রমশঃ ঈশ্বরবিমুখ করিয়া পরস্পর নিন্দামন্দ-সমালোচনা, ভণ্ডামি, ইন্দ্রিয়বিলাস, এমনকী অপরের ক্ষতিসাধনেও প্রবৃত্ত করে। এই সকল মানসিক প্রবৃত্তিকে সংযত ও সুসংহত করিবার জন্যই তো স্বামীজী এই বিরাট "রামকৃষ্ণ মিশন" স্থাপন করিলেন। সত্ত্বগুণের অনুশীলন করিয়া রজঃ ও তমঃ গুণ দূর করিবার এই যন্ত্র সাধকবর্গের কী বিপুল উপকার সাধন করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত॥৫॥

কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যে) বিমূঢ়াত্মা (আত্মজ্ঞানহীন) কর্মেন্দ্রিয়াণি (কর্মেন্দ্রিয়সমূহ) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়াদির বিষয়) স্মরন্ (স্মরণপূর্বক) আস্তে (অবস্থিতি করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারী) উচ্যতে (কথিত হয়)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে মূঢ় ব্যক্তি বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মনে মনে শব্দরসাদির স্মরণপূর্বক অবস্থিতি করে, সেই ব্যক্তি মিথ্যাচারী॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **য আস্তে**=যঃ+আস্তে। **স উচ্যতে**=সঃ+উচ্যতে। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **বিমূঢ়াত্মা**=বি-মুহ্+ক্ত=বিমূঢ়, বিমূঢ়ঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মনসা**=মনস্, ৩য়া একবচন। **ইন্দ্রিয়ার্থান্**=ইন্দ্রিয়+অর্থান্। ইন্দ্রিয়=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়। **অর্থ**=অর্থ+অল্; ইন্দ্রিয়ানাং অর্থাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **স্মরন্**=স্মৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **কর্মেন্দ্রিয়াণি**=কর্মণাম্ ইন্দ্রিয়াণি—

৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **সংযম্য**=সম্-যম্+ল্যপ্। **আস্তে**=আস্+লট্ তে। **সঃ**—তদ্, (পুং) ১মা একবচন। **মিথ্যাচারঃ**=আ-চর্+ঘঞ্=আচারঃ, মিথ্যা আচারঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **উচ্যতে**=ব্রূ কর্মণি লট্ তে॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতোঽজ্ঞং কর্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্ত্বনাত্মজ্ঞশ্চোদিতং কর্ম নারভত ইতি তদসদেবেত্যাহ—কর্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরংশ্চিন্তয়ন্নিন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কেবল কর্মেন্দ্রিয়সংযম করিলেই সন্ন্যাস হয় না। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকেও নিগ্রহ করিতে হয়। বাহিরের কর্মত্যাগের নাম কর্মসন্ন্যাস নহে—কর্মে "অনুরাগ" না থাকাই প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরে ক্রিয়াত্যাগ, অথচ অন্তরে ক্রিয়ার প্রবাহ, এই অবস্থায় সন্ন্যাস হয় না—এই অবস্থায় চিত্তশুদ্ধিই হয় নাই বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল আগ্রহপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে ব্রহ্মবিচারে অসমর্থ হইয়া বহির্মুখ সন্ন্যাসজন্য পতিত হয়। ধর্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥"

অতএব, অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না॥৬॥

মন্তব্য ঃ মনের শান্তি ও আত্মজ্ঞানলাভ করিতে হইলে মন হইতে বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে—কর্মত্যাগ নহে। কর্মেচ্ছা কিংবা রূপ-রসাদিকে মনের মধ্যে লুকাইয়া বাহ্যত কর্মত্যাগ করিলে মনের মধ্যে রসভোগেচ্ছারূপ বাসনা তো থাকিয়াই গেল। অন্যত্র শ্রীভগবান বলিলেন—"রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।" (২/৫৯) অর্থাৎ, বিষয়গ্রহণে অক্ষম আতুর ব্যক্তি (অন্ধ, বধির ইত্যাদি) অথবা বিষয়ভোগপরাঙ্মুখ তপস্বী বাহ্যতঃ বিষয়ভোগ করে না বটে, কিন্তু তাহাদের ভিতরে তো বিষয়ভোগেচ্ছা বিদ্যমান থাকিয়া যায়। একমাত্র দেহ-মন-বুদ্ধির অতীত হইতে পারিলেই মন হইতে যাবতীয় বাসনা দূরীভূত হয় বা সেই বাসনা দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়। সেই অবস্থাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয়সংযম বলা হয়।

আচার্য-মনীষিগণ সাধককে বিপরীত লিঙ্গ দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন, কৌপীনডোর ধারণ করিতে বলিয়াছেন। ইহা কেবল অভ্যাসযোগ। যুগযুগান্তর ধরিয়া আমরা রূপ-রসাদির দিকে চলিয়াছি। এখন সহসা তাহার বিপরীত দিকে চলিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহা অভ্যাস করা অবশ্যই জরুরি। কিন্তু আসলে চাই মনের মধ্যে এগুলির "হেয়" বোধ হওয়া। "সত্য" অর্থাৎ "জ্ঞেয়" বস্তুর উপর মনের সংযোগ না থাকিলে কৌপীনাদিতে কোনো কাজই হইবে না। আবার,

সংযোগ রাখিতে গেলেই "জ্ঞেয়" বস্তুটি কী তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ, জ্ঞান চাই। আর একইসঙ্গে তাহার (জ্ঞেয় বস্তুর) উপর আত্যন্তিক টানও অনুভব করা চাই।

অবতারের জীবনে আমরা ইহার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিতে পাই। তাই এই সকল কথার শ্রেষ্ঠ উপমা কেবলমাত্র অবতার এবং পথনির্দেশক একমাত্র শাস্ত্র—কোনো মনুষ্য নহে॥৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন! যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনসা (মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা) কর্মযোগম্ আরভতে (কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! কিন্তু যে ব্যক্তি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহপূর্বক ফলবাঞ্ছাবর্জিত চিত্তে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি অশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি**=যঃ+তু+ইন্দ্রিয়াণি। **নিয়ম্যারভতেঽর্জুন**=নিয়ম্য+আরভতে+অর্জুন। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্। **যঃ**—যদ্ (পুং) ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়= ইন্দ্রিয়; ২য়া বহুবচন। **মনসা**=মনস্, ৩য়া একবচন। **নিয়ম্য**=নি-যম্+ল্যপ্। **অসক্তঃ**=সন্জ্+ক্ত=সক্ত; ন সক্ত=অসক্ত—নঞ্ তৎপুরুষ। **কর্ম-ইন্দ্রিয়ঃ**=কর্মণাম্ ইন্দ্রিয়াণি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তৈঃ—৩য়া বহুবচন। **কর্মযোগম্**=কর্মণা যোগঃ=কর্মযোগ—৩য়া তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **আরভতে**=আ-রভ্+লট্ তে। **সঃ**=তদ্+১মা একবচন (পুং), বিশিষ্যতে=বি-শিষ্ লৃট্ স্যতে॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদ্বিপরীতঃ কর্মকর্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্ত্বিতি। যস্তু পুনঃ কর্মণ্যধিকৃতোঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন। কর্মেন্দ্রিয়ৈর্বাক্পাণ্যাদিভিঃ। কিমারভত ইতি? আহ—কর্মযোগম্। অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিবর্জিতঃ সন্। স বিশিষ্যত ইতরস্মান্মিথ্যাচারাৎ॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনের বাসনা বা সঙ্কল্পের দ্বারা পরমপুরুষার্থ বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়। বাহিরে ক্রিয়া করিতেছি, অন্তরে তাহার ভাবনা বা ফলকামনা নাই—এইটি মহাত্মার লক্ষণ। বাহিরের কর্ম মনুষ্যকে বন্ধন করে না, কিন্তু মনের বৃত্তিপ্রবাহই জীবের সুখ, দুঃখ বা বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। নিষ্কাম হইয়াই হউক অথবা স্পৃহাযুক্ত হইয়াই হউক, কর্মের অনুষ্ঠানকালে কর্মেন্দ্রিয়গণের সমানই পরিশ্রম; কিন্তু মনের কেবল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অবস্থানুসারেই পুরুষের মুক্তি বা বন্ধন হইয়া থাকে। অতএব, যিনি কৌশলক্রমে মনকে কর্মসন্ন্যাসী করিতে পারিয়াছেন তিনিই সুচতুর ও মহান॥৭॥

মন্তব্য ঃ কর্ম জীবকে বদ্ধ করে বলিয়া কেহ কেহ কর্ম করিতে চাহে না। কিন্তু মন বাসনামুক্ত না হইলে কর্মত্যাগে কোনো ফল হয় না। "রসবর্জং রসোঽপ্যস্য..." ইত্যাদি পূর্বেই বলা হইয়াছে। এখন উপায় কী? উপায় গীতামুখে শ্রীভগবান বলিলেন, কর্ম এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে তাহা বন্ধনের হেতু না হয়, অর্থাৎ, ফলাকাঙ্ক্ষা বা ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া কর্ম করা। নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক (occasional) কর্ম ইত্যাদি ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া করিলেও একটি পরম উদ্দেশ্য অবশ্য আছে, তাহা হইল চিত্তশুদ্ধি। বাহ্যবস্তুর অভিঘাতে যাহাতে মন চঞ্চল না হয়, সেইটি অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম করা। ইহা অভ্যাসসাপেক্ষ হইলেও বিশেষ কঠিন কিছু নহে॥৭॥

নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম (কার্য) কুরু (করো), হি (যেহেতু) অকর্মণঃ (কর্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম (কর্মকরণ) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। অকর্মণঃ (কর্ম না করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি চ (শরীরধারণ-ব্যাপারও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্বাহিত হইবে না)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করো। কেননা, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ, কর্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্বাহিত হইবে না॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ**=জ্যায়ঃ+হি+অকর্মণঃ। **প্রসিধ্যেদকর্মণঃ**=প্রসিধ্যেৎ+অকর্মণঃ। **ত্বম্**—যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **নিয়তম্**=নি-যম্+ক্ত=নিয়ত, ২য়া একবচন, ক্রিয়াবিশেষণ। **কুরু**= কৃ+লোট্ হি। **হি**=(যেহেতু) অব্যয়। **অকর্মণঃ**=কৃ+মণিন্=কর্মন্; ন কর্মণঃ=অকর্মণঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৫মী একবচন, নিকৃষ্টাদ্ ৫মী। **কর্ম**=কর্মন্ ১মা একবচন। **জ্যায়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্=জ্যায়স্, ১মা একবচন (ক্লীব)। **অকর্মণঃ**=ন কর্ম=অকর্ম, ৫মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **শরীরযাত্রা**=শৃ+ইরন্=শরীর; যা+ষ্ট্রন্+টাপ্=যাত্রা। **ন**=নিষেধার্থক অব্যয়। **প্রসিধ্যেৎ**=প্র-সিধ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, হি যস্মাদকর্মণঃ সর্বকর্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্মণঃ সর্বকর্মশূন্যস্য তব শরীরনির্বাহোঽপি ন ভবেৎ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবমতঃ—নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টম্। যো যস্মিন্ কর্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম। তৎ কুরু ত্বম্। হে অর্জুন। যতঃ কর্ম জ্যায়োঽধিকতরং ফলতঃ। হি যস্মাদকর্মণোঽকরণাদনারম্ভাৎ। কথম্? শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকর্মণোঽকরণাৎ। অতো দৃষ্টঃ কর্মাকর্মণোরর্থবিশেষো লোকে॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান বলিতেছেন, যত দিন তোমার চিত্তশুদ্ধি না হয়, তত দিন তুমি স্বর্গাদিফলকামনাশূন্য হইয়া শ্রুতিস্মৃতি প্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম এবং শ্রাদ্ধাদি

নৈমিত্তিক ক্রিয়া, অর্থাৎ, বর্ণাশ্রমোচিত কর্মকলাপের অনুষ্ঠান করো। ধর্ম, সত্য, দম, দান, প্রজনন, আহিতাগ্নিতা, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ, মানস প্রভৃতি সাধন, সন্ন্যাসের অধিকারমূলক। এতাবৎ উত্তমরূপে অভ্যস্ত না হইলে কেহই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ কাহারও কাহারও মতে, সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার অধিকার নাই। কেহ কেহ বলেন, "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য। ত্রয়ো রাজন্যস্য। দ্বৌ বৈশ্যস্য।" ইতি। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমে ব্রাহ্মণের অধিকার; ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ—এই আশ্রমত্রয়মাত্রে ক্ষত্রিয়ের অধিকার; এবং ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য—এই আশ্রমদ্বয়ে বৈশ্যের অধিকার। অতএব, তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সন্ন্যাসী কীরূপে হইবে? তুমি যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি না কর এবং সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তিতেও যখন তুমি অনধিকারী, তখন দেখিতেছি তোমার জীবিকানির্বাহ হওয়াই কঠিন। এইরূপ ইঙ্গিতে পাছে অর্জুন বলেন যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে অন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে নাই তাহা নহে, তবে "দণ্ডাদিলিঙ্গধারণং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্নিষিদ্ধম্", অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে কাহারও নিষেধ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের পক্ষে "দণ্ডী" হওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, স্মৃত্যন্তরে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে—

"ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্মমো নিরহংকৃতিঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্‌ গৃহাৎ॥"

ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া নির্মম ও নিরহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহত্যাগপূর্বক পরিব্রাজক হইবেন। অতএব, আমি ক্ষত্রিয় হইলেও সন্ন্যাসগ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাই ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি মহাবীর রাজতনয়, পরকে দান করা তোমার অভ্যাস আছে, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা করা তোমার অভ্যাস নাই। সন্ন্যাসী হইলেও তুমি অন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাচঞা করিতে পারিবে না, সুতরাং, তোমার উদরান্ন নির্বাহ হওয়াই ভার হইবে॥৮॥

মন্তব্য ঃ নিয়তং কর্ম—বংশগত, সম্প্রদায়গত অথবা শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক কোনো কর্ম করা; অর্থাৎ, সমাজকে কিছু-না-কিছু সেবা (service) দান করিয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা। বৈষ্ণবগণ এখন ঐ কারণেই "রাধেকৃষ্ণ" অথবা সন্ন্যাসিগণ "নারায়ণো হরিঃ" বলিয়া নাম শুনায় এবং পরিবর্তে সমাজ হইতে ভিক্ষাগ্রহণ করে। পূর্বে এই ভিক্ষাবৃত্তি একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সম্মানজনক কর্ম ছিল। সাতটির বেশি গৃহে যাওয়া চলিবে না, গৃহস্থের দ্বিপ্রাহরিক ভোজন শেষ হইলে তবেই যাইতে পারিবে—ইত্যাদি। এখন ক্রমশঃ সব শৃঙ্খলা ভাঙিয়াছে এবং ইহা ভিখারি-বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। রাজা বস্তুতঃ প্রজার রক্ষক। প্রজা নিজের "উপায়" হইতে কিছু অংশ রাজাকে দিবে রাজার জীবনধারণের জন্য। ক্রমশঃ উহা রাজার বসিয়া খাওয়া, সামন্ত সৃষ্টি, জমিদারের অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছাইল। পূর্বে প্রজাগণ ছিল উত্তমর্ণ, রাজা অধমর্ণ। এখন বিপরীত হইয়া প্রশাসকই যেন উত্তমর্ণে পরিণত হইয়াছে এবং প্রজাগণ হইল অধমর্ণ! জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার একান্ত অভাবই এই পরিবর্তনের কারণ। অশিক্ষিত সরল প্রজাকে প্রতারণা করা খুবই সহজ ব্যাপার॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যজ্ঞার্থাৎ (ঈশ্বরারাধনার্থ) কর্মণঃ (কর্ম হইতে) অন্যত্র (অন্য কর্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ (মনুষ্যগণ) কর্মবন্ধনঃ (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়); [হে] কৌন্তেয় (কুন্তীনন্দন!) [তুমি] মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) তদর্থং (ভগবানের উদ্দেশে) কর্ম সমাচর (কর্মের অনুষ্ঠান করো)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মনুষ্যগণ ভগবদারাধনার্থ কর্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য ফলকামনারহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশে কর্মানুষ্ঠান করো॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণোঽন্যত্র**=কর্মণঃ+অন্যত্র। **যজ্ঞ**=যজ্ঞায় ইদম্=যজ্ঞার্থম্, ৫মী একবচন। **কর্মণঃ**=কর্মন্ ৫মী একবচন, নিকৃষ্টতাদ্ একোৎকর্ষে ৫মী। **অন্যত্র**=অন্য+ত্রল্ (সপ্তম্যা)। **অয়ম্**=ইদম্, (পুং) ১মা একবচন। **লোকঃ**=লোক+ঘঞ্, ১মা একবচন। **কর্ম-বন্ধনঃ**=কর্মণঃ বন্ধনং যস্মিন্ সঃ—বহুব্রীহি (লোকঃ পদের বিশেষণ)। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্ (ঢেয়)। **মুক্তসঙ্গঃ**=মুচ্+ক্ত=মুক্ত; সন্জ্+ঘঞ্=সঙ্গঃ; সঙ্গাৎ মুক্তঃ—৫মী তৎপুরুষ। **তৎ-অর্থম্**=তস্মৈ ইদম্, নিত্য সমাস। **কর্ম**=কর্মন্, ১মা একবচন। **সমাচর**=সম্-আ চর্+লোট্ হি॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সাংখ্যাস্তু সর্বমপি কর্ম বন্ধকত্বান্ন কার্যমিত্যাহুস্তান্নিরাকুর্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ; তদারাধনার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ কর্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্মণা; অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম সম্যগাচর॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম ন কর্তব্যমিতি—তদপ্যসৎ। কথম্?—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি[১] শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ। তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্‌যজ্ঞার্থং কর্ম। তস্মাৎ কর্মণোঽন্যত্রান্যেন কর্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্মকৃৎ কর্মবন্ধনঃ। কর্ম বন্ধনং যস্য সোঽয়ং কর্মবন্ধনো লোকঃ। ন তু যজ্ঞার্থাৎ। অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্মফলসঙ্গবর্জিতঃ সন্ সমাচর নির্বর্তয়॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।"[২] কর্মের দ্বারাই জীব সংসারবন্ধনদশাগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাতে কর্মত্যাগ করাই বিধেয়। এই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত-শঙ্কা-পরিহারার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, যে-কর্ম ভগবানের [যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ[৩]] উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না। অতএব, তুমি কেবল ভগবদুপাসনার্থ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্বক আশ্রমোচিত কর্মাদির অনুষ্ঠান করো॥৯॥

মন্তব্য ঃ সাংখ্যমতাবলম্বীরা (অর্থাৎ জ্ঞানমার্গিগণ) বলেন, কর্মই বন্ধনের কারণ। কর্ম

১ কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ১/৭/৪/৪
২ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ২৪০/৭/২০
৩ কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ১/৭/৪/৪

করিলে বন্ধন হইবে। অতএব, কর্ম না করাই সমীচীন। শ্রীভগবান কিন্তু অন্য কথা বলিতেছেন। ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনই যজ্ঞ; সেই যজ্ঞের জন্য কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রীতি উৎপাদনার্থ কর্ম করা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবা করিলে বন্ধন উৎপন্ন হয় না, বরং সেই সেবা কর্মমুক্তির কারণ হয়।

এখানে সাংখ্যের মতকে খণ্ডন করা হয় নাই, অথবা অবজ্ঞাও করা হয় নাই। বলা হইল—নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে হইবে। "যজ্" ধাতু হইতে "যজ্ঞ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "যজ্" শব্দের অর্থ আরাধনা করা। অর্থাৎ, ঈশ্বর-আরাধনা-রূপ কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম যাহারা করে, নিঃসন্দেহে তাহারা ভোগাকাঙ্ক্ষী এবং এই ভোগেপ্সাই জন্ম-বন্ধনের কারণ হয়॥৯॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পুরা (পূর্বে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীবসকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন [যজ্ঞেন] (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও); এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদ) অস্তু (হউক)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কল্পারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **পুরোবাচ**=পুরা+উবাচ। **পুরা**=অব্যয়; পুর+ক+টাপ্। **প্রজাপতিঃ**=প্র+জন্+ড+টাপ্=প্রজা; প্রজানাং পতিঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, **পতি**=পা+ততি। **সহযজ্ঞাঃ**=যজ্ঞেন সহ বর্তমানাঃ যাঃ—বহুব্রীহি, (প্রজাঃ পদের বিশেষণ) ২য়া বহুবচন। **প্রজাঃ**=প্র+জন+ড+টাপ্ প্রজা, ২য়া বহুবচন, সৃষ্ট্বা ক্রিয়ার কর্ম। **সৃষ্ট্বা**=সৃজ্+ক্ত্বাচ্। **উবাচ**=ব্রূ বা বচ্ লিট্ অ। **অনেন**=ইদম্ (পুং), ৩য়া একবচন। **প্রসবিষ্যধ্বম্**=আর্ষপ্রয়োগ, প্র-সূ+ণিচ্+লোট্ ধ্বম্=প্রসূয়ধ্বম্ হওয়া উচিত। **এষঃ**=এতদ্ (পুং), ১মা একবচন। **বঃ**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ইষ্ট-কামধুক্**=ইষ্+ক্ত=ইষ্ট; **কামঃ দোগ্ধি**=কাম-দুহ্+ক্বিপ্। **অস্তু**=অস্+লোট্ তু॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রজাপতিবচনাদপি কর্মকর্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞাঃ ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরমতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ; তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যক-কর্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্মণঃ কর্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম কর্তব্যং—সহযজ্ঞা ইতি। সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ।

প্রজাস্ত্রয়ো বর্ণাঃ। তাঃ সৃষ্ট্বোৎপাদ্য। পুরা পূর্বং সর্গাদৌ। উবাচোক্তবান্। প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা। অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্। প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তিঃ। তাং কুরুধ্বম্। এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমস্তু ভবত্বিষ্টকামধুক্। ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্যকর্মেরই উদ্‌ঘোষণা হইল। কিন্তু "মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্যকর্মের নিষেধও করা হইয়াছে এবং গীতাতেও কাম্যকর্মের প্রসঙ্গ নাই। এই জন্য ব্রহ্মার উক্তি এই স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এই আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। "প্রজাগণ! তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও"—ব্রহ্মা এই কথা বলেন নাই; কর্তব্যানুরোধে কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য; কিন্তু এই কর্মসাধন-মধ্যে যে দিব্যশক্তি নিহিত আছে, তাহারই পোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করো, তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রফলের জন্যই যেমন আম্রফল রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্‌গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অনুরোধেই কর্মসাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফলকামনা না করিলেও উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে। ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতিতে বিহিত আছে—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্॥"[১]

যাঁহারা শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক নিয়মিত সন্ধ্যা-উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্বপাপপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি "প্রার্থনার" বশবর্তী হইয়া তুমি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিও না। কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া তুমি নিয়মিতরূপে করিতে থাকিলে কর্মের স্বভাবগুণে তুমি ব্রহ্মলোক আপনা-আপনিই প্রাপ্ত হইবে॥১০॥

মন্তব্য ঃ ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন এবং সেইসঙ্গে উপাসনাও সৃষ্টি করিলেন। পরে মনুষ্যজাতির উদ্দেশে বলিলেন, এই উপাসনার দ্বারাই তোমরা সমৃদ্ধি লাভ করো। এই উপাসনা বা যজ্ঞ অবলম্বন করিলেই তোমরা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গই লাভ করিবে।

কেবল হিন্দুদের উদ্দেশেই নহে, সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশে এই কথা বলা হইয়াছে॥১০॥

**দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥১১॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ অনেন (এই যজ্ঞ দ্বারা) [তোমরা] দেবান্ (দেবতাগণকে) ভাবয়ত (সন্তুষ্ট করো); তে দেবাঃ (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (সংবর্ধিত করুন); [এইরূপে] পরস্পরং

১ ব্রাহ্মণসর্বস্বধৃত যমবচন

ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরের সন্তোষসাধন দ্বারা) [তোমরা] পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে প্রজাগণ! এই যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট করো এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরের সন্তোষসাধন দ্বারা কল্যাণলাভ করো॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **অনেন**=ইদম্ (পুং), ৩য়া একবচন। **দেবান্**=দিব্+অচ্=দেব; ২য়া বহুবচন। **ভাবয়ত**=ভূ+ণিচ্+লোট্ মধ্যম্ পুরুষ বহুবচন। **তে**—তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **দেবাঃ**=দিব্+অচ্=দেব, ১মা বহুবচন। **বঃ**=যুষ্মদ্ ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভাবয়ন্তু**=ভূ+ণিচ্+লোট্ অন্তু। **পরস্পরম্**[১]=বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব। পরস্পর=পর+পর (সন্ধি, নিপাতনে)। **ভাবয়ন্তঃ**=ভূ+ণিচ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **পরম্**= পর+মা+ক। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্=শ্রেয়স্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অবাপ্স্যথ**=অব-আপ্+লৃট্ স্যথ॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনান্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোঽন্যং সংবর্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথম্? দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্ধয়ত। অনেন যজ্ঞেন। তে দেবা ভাবয়ন্ত্বাপ্যায়য়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মান্। এবং পরস্পরমন্যোন্যং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণাবাপ্স্যথ। স্বর্গং বা পরং শ্রেয়োঽবাপ্স্যথ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তৃপ্ত করিলে, তাঁহাদের জলবর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে; তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হইবে। এইরূপে তোমাদের কার্যে দেবতাগণের এবং দেবতাগণের কার্যে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা করিলে তোমরা স্বর্গলাভ করিবে॥১১॥

মন্তব্য ঃ সাধারণতঃ ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রমুখ দেবতাকে তুষ্ট করিয়া সেই সেই বিষয়ে উপাসকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। আবার কাহারও কাহারও ধারণা, ঈশ্বরই অগ্নি-বরুণাদি রূপে উপাসনার ফলদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, এক ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই তিনি যাহার যাহা মনোবাঞ্ছা তাহা পূর্ণ করেন।

ভক্ত-ভগবানের খেলা। প্রথমে ভক্ত হন সুচ, ভগবান চুম্বক। পরে ভগবান হন সুচ, ভক্ত চুম্বকে পরিণত হন। এইভাবে ভক্ত-ভগবানের মধুর লীলাপ্রবাহ চলিতে থাকে। আসল কথা, এইভাবে শ্রীভগবান এই শ্লোকের মাধ্যমে সর্বপ্রকারে মানুষকে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইবার উপদেশ দিতেছেন॥১১॥

---

১ পরম্ পরম্ ইতি পরস্পরম্

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া) ইষ্টান্ (বাঞ্ছিত) ভোগান্ (ভোগ্যবস্তুসমূহ) বঃ (তোমাদিগকে) দাস্যন্তে (দিবেন); হি (যেহেতু) তৈঃ (তাঁহাদিগের কর্তৃক) দত্তান্ (প্রদত্ত) [ভোগ] এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ ভুঙ্‌ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ (সে) স্তেন এব (নিশ্চয় চোর)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাদের মনোবাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং তাহা ভোগ করে, সে চোর॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **বো দেবা দাস্যন্তে**=বঃ+দেবাঃ+দাস্যন্তে। **তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে**=তৈঃ+ দত্তান্+অপ্রদায়+এভ্যঃ+যঃ+ভুঙ্‌ক্তে। **স্তেন এব**=স্তেনঃ+এব। **হি**—অব্যয়। **দেবাঃ**=দেব, ১মা বহুবচন; **দেব**=দিব্+অচ্। **যজ্ঞ-ভাবিতাঃ**=যজ্+ভাবে ন=যজ্ঞ; ভূ+ণিচ্+ক্ত=ভাবিত; যজ্ঞেন ভাবিত—যজ্ঞভাবিত; ১মা বহুবচন—যজ্ঞভাবিতাঃ। **ইষ্টান্**=ইষ্+ক্ত=ইষ্ট; ২য়া বহুবচন। **ভোগান্**=ভুজ্+ঘঞ্=ভোগ; ২য়া বহুবচন। **বঃ**=যুষ্মদ্, ৪র্থী বহুবচন। **দাস্যন্তে**=দা+লৃট্ স্যন্তে। **তৈঃ**=তদ্ (পুং), ৩য়া বহুবচন। **দত্তান্**=দা+ক্ত=দত্ত; ২য়া বহুবচন। **এভ্যঃ**=ইদম্ (পুং), ৪র্থী বহুবচন। **অপ্রদায়**=নঞ্ (অ) প্র-দা+ ল্যপ্। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ভুঙ্‌ক্তে**=ভুজ্+লট্ তে। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **স্তেনঃ**=স্তেন+অচ্ (কর্তৃবাচ্য)। **এব**=অব্যয়॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদেব স্পষ্টীকুর্বন্ কর্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতা সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে হি, অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে, স তু চৌর এব জ্ঞেয়ঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্। যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞৈর্বর্ধিতাঃ। তোষিতা ইত্যর্থঃ। তৈর্দৈবৈর্দত্তান্ ভোগানপ্রদায়াদত্ত্বা—আনৃণ্যমকৃত্বেত্যর্থঃ—এভ্যো দেবেভ্যঃ। যো ভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি। স্তেন এব তস্কর এব স দেবাদিস্বাপহারী॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে মনুষ্য অন্ন, পশু ও সুবর্ণ আদি মনোবাঞ্ছিত ভোগ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এতাবৎ দেবদত্ত ঋণস্বরূপ জানিতে হইবে। দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য ব্রীহিযবাদির দ্বারা বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র ও জাতেষ্টি ইত্যাদি যাগ দেবোদ্দেশে করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করিতে থাকে, সে পরস্বাপহারী কৃতঘ্ন চোরের ন্যায় কার্য করে বলিতে হইবে॥১২॥

মন্তব্য ঃ কোনো কিছু গ্রহণ করিলেই তাহার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। ক্ষিতি, অপ,

তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতে মানুষের শরীর গঠিত হইয়াছে এবং এই ক্ষিতি-তেজাদি ঈশ্বরের সম্পত্তি। তাই ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কোনো কিছু গ্রহণ করিলে তাহা চৌর্যবৃত্তি হইয়া থাকে। সেই জন্য ভক্তরা ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কখনোই কোনো কিছু গ্রহণ করেন না॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (সৎপুরুষগণ) সর্বকিল্বিষৈঃ (সকল পাপ কর্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন); যে তু পাপাঃ (কিন্তু যে পাপাত্মা পুরুষগণ) আত্মকারণাৎ (আপনাদিগের জন্য) পচন্তি (পাক করে), তে (তাহারা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। যে পাপাত্মা পুরুষগণ কেবল আপনাদিগের জন্যই অন্ন পাক করিয়া থাকে, তাহারা পাপই মাত্র ভোজন করিয়া থাকে॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **সন্তো মুচ্যন্তে**=সন্তঃ+মুচ্যন্তে। **ত্বঘং পাপা যে**=তু+অঘম্+পাপাঃ+যে। **পচন্ত্যাত্মকারণাৎ**=পচন্তি+আত্মকারণাৎ। **যজ্ঞশিষ্ট-আশিনঃ**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; শিষ্+ক্ত=শিষ্ট; যজ্ঞানাং শিষ্টঃ=যজ্ঞশিষ্টঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; অশ্+ইন্=আশিন্; ১মা বহুবচন, যজ্ঞশিষ্টস্য অশিনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **সন্তঃ**=অস্+শতৃ=সৎ, ১মা বহুবচন। **সর্ব-কিল্বিষৈঃ**=কিল্বিষ—কিল্+টিষচ্ কর্তৃবাচ্য—কিল্বিষম্ (পাপম্) তৈঃ, ৩য়া বহুবচন—ঊনবারণপ্রয়োজনার্থশ্চ—৩য়া বহুবচন। **মুচ্যন্তে**= মুচ্+কর্মণি লট্ অন্তে। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **আত্মকারণাৎ**=আত্মনঃ কারণম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; **তস্মাৎ**=৫মী একবচন। (হেতৌ) **পচন্তি**=পচ্+লট্ অন্তি। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **পাপাঃ**=পা+প=পাপ; পাপম্ অস্য অস্তি ইতি পাপ+অচ্=পাপ; ১মা বহুবচন। **অঘম্**=অঘ+অচ্, ২য়া একবচন। **ভুঞ্জতে**=ভুজ্+লট্ অন্তে॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠা নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥" ইতি যে তু আত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে পুনঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। দেবযজ্ঞাদীন্নির্বর্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ সর্বৈঃ পাপৈশ্চুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ। প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈঃ। যে ত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপম্। স্বয়মপি পাপাঃ। যে পচন্তি পাকং নির্বর্তয়ন্তি। আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক যাঁহারা বেদবিহিত কার্য করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হন। দেবনিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যাহারা কেবলমাত্র নিজ উদরভরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পঞ্চসূনাদি পাপ হইতে নিস্তার পায় না।

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥
পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি।"

গৃহস্থদিগের উদূখল, জাঁতা, চুল্লি, জলকুম্ভী ও ঝাঁটা—এই পাঁচ প্রকার জীবহিংসার স্থান আছে। ইহাদিগকে সূনা বলে। "সূনা" শব্দের অর্থ বধস্থান। এই হিংসার জন্য স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই। পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চ পাপের নিবৃত্তি হয়।

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥"[১]

বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যা-উপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ। বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ। অন্নাদির দ্বারা অতিথিসৎকারের নাম নৃযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করিলে সে অন্ন পাপস্তূপ মাত্র॥১৩॥

মন্তব্য ঃ কেবলমাত্র মানুষই মুক্তির অধিকারী। দীর্ঘ কাল সাধন করিতে করিতে—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" বহু জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে (ঈশ্বরকে) প্রাপ্ত হন। অতএব, যাহা কিছু করিবে, ঈশ্বরের উদ্দেশে করিবে। অতীতে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া আহার করিতেন না। এখনও কেহ কেহ এমন আছেন। মুসলিমদের 'নামাজ' করা, খ্রিস্টানদের 'প্রার্থনা' করা বাধ্যতামূলক ছিল॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥১৪॥
কর্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়); পর্জন্যাৎ (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের জন্ম হয়); যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পর্জন্যঃ (মেঘ) ভবতি (উৎপন্ন হয়); যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম হইতে উৎপন্ন) কর্ম (কর্মকে) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদোৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও); ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন); তস্মাৎ (অতএব) সর্বগতং (সর্বত্র অবস্থিত) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) যজ্ঞে (যজ্ঞে) নিত্যং (সদা) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন)॥১৪-১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়; মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে; এবং যজ্ঞ

---
১ মনু, ৪/২১

হইতে মেঘ এবং কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র আদি কর্মসকল বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব, সর্বগত অবিনাশী পরব্রহ্ম ধর্মরূপ যজ্ঞাদিতে সদাই প্রতিষ্ঠিত আছেন॥১৪-১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অন্নাৎ**=অদ্+ক্ত=অন্ন; হেতুরুৎপত্তেঃ ৫মী (একবচন)। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত; ১মা বহুবচন। **ভবন্তি**=ভূ+লট্ অন্তি। **পর্জন্যাৎ**=পৃষ্+অন্য=পর্জন্য; হেতুরুৎপত্তেঃ ৫মী (একবচন)। **অন্ন-সম্ভবঃ**=অদ্+ক্ত=অন্ন, **সম্**=ভূ+অচ্=সম্ভব; অন্নস্য সম্ভবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **যজ্ঞাৎ**=যজ্+ন=যজ্ঞ; হেতুরুৎপত্তেঃ ৫মী (একবচন)। **পর্জন্যঃ**=পৃষ্+অন্য=পর্জন্য; ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **যজ্ঞঃ**=যজ্+ন=যজ্ঞ; ১মা একবচন। **কর্মসমুদ্ভবঃ**=সম্-উদ্-ভূ+অচ্=সমুদ্ভবঃ; কর্মণঃ সমুদ্ভবঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্**=ব্রহ্ম+অক্ষরসমুদ্ভবম্। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মণ্; ১মা একবচন। **ব্রহ্ম-উদ্ভবম্**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন; উৎ-ভূ+অল্ (অচ্)=উদ্ভব; ব্রহ্মণঃ উদ্ভবঃ যস্য তৎ—বহুব্রীহি। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **অক্ষর-সমুদ্ভবম্**=ক্ষর্+অচ্=ক্ষর; ন ক্ষর=অক্ষর; সম্-উদ্+ভূ+অপ্=সমুদ্ভব; অক্ষরাৎ সমুদ্ভবঃ যস্য তৎ—বহুব্রীহি। **তস্মাৎ**=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন (হেতৌ)। **সর্বগতম্**=গম্+ক্ত=গত; সর্বেষু স্থানেষু গতম্ ইতি—সর্বগতং—৭মী তৎপুরুষ। **নিত্যং**=নি+ত্য=নিত্য; ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া (একবচন) (ক্লীবৈকবচনঞ্চ)। **যজ্ঞে**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; আধারাধিকরণে ৭মী। **প্রতিষ্ঠিতম্**=প্র-স্থা+ক্ত=প্রতিষ্ঠিত; (ক্লীব) ১মা একবচন। প্রতি-স্থা+অঙ্+টাপ্=প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা+ইতচ্=প্রতিষ্ঠিত॥১৪-১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জগচ্চক্র-প্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ—**অন্নাদিতি** ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ স চ পর্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ কর্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ"[১] ইতি স্মৃতেঃ।

তথা কর্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ"[২] ইতি শ্রুতেঃ, যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্বদা যজ্ঞে ইতি প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি, "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম, তস্মাৎ সর্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্যেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম কর্তব্যমিত্যর্থঃ॥১৪-১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম কর্তব্যম্। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম। কথমিতি?

১ মনুস্মৃতি, ৩/৭৬
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২/৪/১০

উচ্যতে—অন্নাদ্ভবন্তীতি। অন্নাদ্ভুক্তাল্লোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি। পর্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নস্য সম্ভবোঽন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যঃ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥ ইতি স্মৃতেঃ। যজ্ঞোঽপূর্বম্। স চ যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ। ঋত্বিগ্‌যজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম। ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাপূর্বস্য স যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ।

তচ্চৈবংবিধং কর্ম কুতো জাতমিতি? আহ—কর্মেতি। তচ্চ কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্। ব্রহ্ম বেদঃ। স উদ্ভবঃ কারণং যস্য তৎ কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি জানীহি। ব্রহ্ম পুনর্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবম্। অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম। বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাৎ পুরুষনিঃশ্বাসবৎ সমুদ্ভূতং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্বগতমপি সন্নিত্যং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাদ্‌যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৪-১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্ত্রী-পুরুষের অন্নজাত শুক্রশোণিতসংযোগে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ব্রীহিযবাদির উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে? ধর্মসাধনশক্তিজনিত অপূর্ব বা অদৃষ্টই যজ্ঞস্বরূপ। এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না হইলে মন্ত্রপূত ঘৃতাদির পুষ্টিকর কণিকাবাহী ও বিশুদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে নির্মলীভূত দিব্যশক্তিসম্পন্ন ধূমরাশি উত্থিত হইয়া সারগর্ভ জলভারে আক্রান্ত মেঘরাশি রচনা করিবে কীরূপে?

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"[১]

বৈদিক অগ্নিতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্বক যে ঘৃতাদি পদার্থের আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই দিব্যশক্তিসম্পন্ন আহুতির আকর্ষক আদিত্য হইতে মেঘ দ্বারা জলবর্ষণ হয়। এই জলের গুণেই পুষ্টিগর্ভ ব্রীহিযবাদি জন্মে এবং এই অন্ন হইতেই মনুষ্যাদির শরীর উৎপন্ন হয়। পূর্বোক্ত ধর্মরূপ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, কারীরী (যজ্ঞ বিশেষ), ইষ্টি (যোগ) আদি কর্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম বেদের একটি নামান্তর মাত্র। সুতরাং, বেদবিহিত কর্মমাত্রই ব্রহ্মোদ্ভব বলা যায়। এতাবৎ কর্মের দ্বারা অপূর্বরূপ ধর্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রকথিত কর্মানুষ্ঠানে ধর্মলাভ হয় না। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদি কোনো প্রকার দোষ নাই। ইহা অক্ষর পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসরূপ, অর্থাৎ, বিনা চেষ্টা ও উদ্যমে অপৌরুষের ভাবে ইহা নির্গত হইয়াছে॥১৪-১৫॥

মন্তব্য ঃ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও নিয়মকানুন পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনায় হইতেছে। তুমি যে খাইয়া পুষ্ট হইতেছ, তাহাও তাঁহারই ব্যবস্থায়। সেই কারণেই সকল সময়ে সকল কাজে তোমার পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত। এইভাবে উপাসনা করিতে করিতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও আত্মবিকাশের পথের শেষে মুমুক্ষুতা আসিবে। যথার্থ মুমুক্ষুত্ব আসিলে আর চিন্তা নাই॥১৪-১৫॥

---

১ মনু, ৩/৭৬

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! যঃ (যে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্তিতং (প্রবর্তিত) চক্রম্ (কর্মচক্র) ইহ (এই লোকে) ন অনুবর্তয়তি (অনুবর্তন না করে), সঃ অঘায়ুঃ (সেই পাপাত্মা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) [পুরুষ] মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবনধারণ করে)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুবর্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপযুক্ত পুরুষের জীবন বৃথা॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **নানুবর্তয়তীহ**=ন+অনুবর্তয়তি+ইহ। **অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ**=অঘায়ুঃ+ইন্দ্রিয়ারামঃ+মোঘম্+পার্থ। **পার্থ!**=পৃথা+অণ্; সম্বোধনে ১মা। **এবম্**=অব্যয়; ইণ+বমু। **প্রবর্তিতম্**=প্র-বৃত+ ণিচ্+ক্ত=প্রবর্তিত; ২য়া একবচন। **চক্রম্**=কৃ+ক=চক্র; ২য়া একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। ন=অব্যয়। **অনুবর্তয়তি**=অনু—বৃত+ণিচ্+লট্ তি। **সঃ**—তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ইন্দ্রিয়-আরামঃ**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয় (ঘ) ইন্দ্রিয়; আ-রম্+ঘঞ্=আরাম; ইন্দ্রিয়াণি আরামঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **অঘায়ুঃ**=অঘ+অচ্=অঘ; ই বা অয়+উণ্ (কর্তৃবাচ্যে=আয়ু; অথবা, ই+নুষ্=আয়ু); অঘময়ম্ আয়ু যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মোঘম্**=মুহ+ঘ=মোঘ; ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া একবচন। **জীবতি**=জীব্+লট্ তি॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্মাদিচক্রং প্রবর্তিতং, তস্মাৎ তদকুর্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জন্যঃ, ততোঽন্নং ততো ভূতানি ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্তিতং চক্রং যো নানুবর্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ, যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েম্বেবারমতি, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবমিতি। এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্তিতং যো নানুবর্তয়তীহ লোকে কর্মণ্যধিকৃতঃ সন্। অঘায়ুঃ—অঘং পাপমায়ুর্জীবনং যস্য সোঽঘায়ুঃ। পাপজীবন ইতি যাবৎ। ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়ৈরারাম আরমণমাক্রীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামঃ। মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি।

তস্মাদজ্ঞেনাধিকৃতেন কর্তব্যমেব কর্মেতি প্রকরণার্থঃ। প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেনানাত্মজ্ঞেন কর্তব্যমিত্যেতৎ—ন কর্মণামনারম্ভাদিত্যত আরভ্য শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণ ইত্যেবমন্তেন—প্রতিপাদ্য—যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্রেত্যাদিনা মোঘং পার্থ স জীবতীত্যেবমন্তেনাপি গ্রন্থেন—প্রাসঙ্গিকমধিকৃতস্যানাত্মবিদঃ কর্মানুষ্ঠানে বহু কারণমুক্তম্। তদকরণে চ দোষসংকীর্তনং কৃতম্॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে সর্বার্থপ্রকাশক বেদের প্রাদুর্ভাব হয়। বেদ

হইতে কর্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয়। সেই কর্মসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অপূর্বরূপ ধর্মের উৎপত্তি। ধর্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি, শস্যাদি হইতে মনুষ্যাদি ভূতসকল এবং তদনন্তর মনুষ্যসকলের দ্বারা পুনঃ কর্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃপুনঃ আবর্তনের নাম কর্মচক্র। যে মনুষ্য এই কর্মের অনুষ্ঠান না করে তাহার মনুষ্যত্বহানি হয়; এবং তজ্জন্য সে ক্রমশঃ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরযাতনা ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু কর্মত্যাগী ব্রহ্মবিদগণ এই শ্রেণিভুক্ত নন। যে-সকল মনুষ্য ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিষয়সেবায় নিযুক্ত হইয়াও কর্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের জীবন পাপযুক্ত ও ব্যর্থ। জীবন্মুক্ত বিদ্যাবান পুরুষগণ "ইন্দ্রিয়ারাম" নন। এই জন্য তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হন না। কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাধনাপূর্বক জীবন সার্থক করাই মনুষ্যের কর্তব্য॥১৬॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ তু (যে) মানবঃ (ব্যক্তি) আত্মরতিঃ এব (আত্মাতেই প্রীত) আত্মতৃপ্তঃ চ (আত্মাতেই তৃপ্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ চ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন), তস্য (তাঁহার) কার্যং (কর্তব্য) ন বিদ্যতে (নাই), ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) [কশ্চিৎ (কোনো)] অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাই); অকৃতেন চ (কর্ম না করিলেও) কশ্চন (কোনো) [প্রত্যবায়] ন (নাই); সর্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) অস্য (ইঁহার) কশ্চিৎ (কোনো) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধও) ন (নাই)॥১৭-১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কর্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক। কর্মের অনুষ্ঠান করিলে অথবা না করিলে জ্ঞানি-ব্যক্তির পুণ্য বা প্রত্যবায় কিছুই হয় না। প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানি-ব্যক্তিকে কাহারও নিকট কোনো সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না॥১৭-১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **যস্ত্বাত্মরতিরেব**=যঃ+তু+আত্মরতিঃ+এব। **স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ**=স্যাৎ+আত্মতৃপ্তঃ+চ। **আত্মন্যেব**=আত্মনি+এব। **যঃ**—যদ্ (পুং) ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **মানবঃ**=মনু+অণ্। **আত্মরতিঃ**=রম্+ক্তি=রতি; আত্মনি রতি যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **আত্মতৃপ্তঃ**=তৃপ্+ক্ত=তৃপ্ত; আত্মনা বা আত্মনঃ তৃপ্তঃ—৩য়া বা ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **এব**=অব্যয়। চ=অব্যয়। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **এব**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **সন্তুষ্টঃ**=সম্+তুষ্+ক্ত। **স্যাৎ**=অস্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **তস্য**=তদ্ (পুং) ৬ষ্ঠী একবচন। **কার্যম্**=কৃ+ণ্যৎ=কার্য, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **বিদ্যতে**=বিদ্+লট্ তে। **কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ**=কৃতেন+অর্থঃ+ন+কৃতেন+ইহ। **কশ্চন**=কঃ+চন। **ইহ**=স্থানে বুঝাইতে ইদম্ শব্দের স্থলে "ইহ" আদেশ হয়। **কৃতেন**=কৃ+ক্ত=কৃত, ৩য়া একবচন। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **অর্থঃ**=অর্থ+ঘঞ্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **অকৃতেন**=কৃ+ক্ত=কৃত, ন কৃত=অকৃত—

নঞ্ তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **কশ্চন**=কঃ+চন (অনিশ্চিতার্থে)। **ন**=অব্যয়। **সর্বভূতেষু**= ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বেষু ভূতেষু—কর্মধারয়। **কশ্চিৎ**=কঃ+চিৎ (অনিশ্চিতার্থে)। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **অর্থব্যপাশ্রয়ঃ**=অর্থ্+ঘঞ্=অর্থ; বি-অপ-আ-শ্রি+অচ্=ব্যপাশ্রয়; **ন**=অব্যয়॥১৭-১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্তব্যং কর্ম নাস্তীতি।

তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ"[১] ইত্যাদি শ্রুতেঃ মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্ন-সম্ভবাত্তৎপরিহারার্থং কর্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয় এব ব্যাপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ, বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ; তথা চ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি"[২] ইতি, হ নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ॥১৭-১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্তিতং চক্রং সর্বেণানুবর্তনীয়ম্? আহোস্বিৎ পূর্বোক্তকর্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামনাত্মবিদা জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিদ্ভিঃ সাংখ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈব? ইত্যেবমর্থমর্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থমেতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যং কর্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি। ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎ কার্যমস্তীত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্বন্নাহ ভগবান্—যস্ত্বিতি। যস্তু সাংখ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠঃ। আত্মরতিঃ—আত্মন্যেব রতির্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরেব স্যাদ্ভবেৎ। আত্মতৃপ্তশ্চ। আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নরসাদিনা। স মানবো মনুষ্যঃ সন্ন্যাসী। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ। সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভে সর্বস্য ভবতি। তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ। সর্বতো বীততৃষ্ণ ইত্যেতৎ। য ঈদৃশ আত্মবিত্তস্য কার্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে। নাস্তীত্যর্থঃ।

কিঞ্চ—নৈবেতি। নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্মণাঽর্থঃ প্রয়োজনমস্তি। অস্তু তর্হ্যকৃতেনাকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোঽনর্থঃ। নাকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি। ন চাস্য সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০
২ তদেব

প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যপাশ্রয়ো ব্যপাশ্রয়ণমালম্বনম্ কশ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি। যেন তদর্থা ক্রিয়াঽনুষ্ঠেয়া স্যাৎ॥১৭-১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "ইন্দ্রিয়ারাম", বিষয়লম্পট পুরুষ স্রক্‌চন্দনবনিতাদি ভোগ্য বিষয়ে রতি করিয়া থাকে। উত্তম অন্নপানাদিই তাহার তৃপ্তিকর। ধন, পুত্র, পশু আদি পাইলেই এবং শরীর নীরোগ থাকিলেই তাহার পরম তুষ্টি। রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি মনের বৃত্তি। বিশেষতঃ মনের প্রবাহ সত্ত্বে কখনও পরমানন্দলাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পরমার্থবিদ মহাত্মাগণ বিষয়াদিকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই রতি করিতে থাকেন। যদি বল, আত্মাতে প্রাণিমাত্রেরই তো প্রীতি আছে; এবং স্ত্রী-পুত্রাদিতে যে অনুরাগ করে তাহাও আত্মপ্রীত্যর্থ। তবে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীতে প্রভেদ কী? তজ্জন্যই ভগবান ইতঃপূর্বে অজ্ঞানিগণের কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখাইয়া জ্ঞানীর তাহাতে অনাবশ্যকতা দেখাইতেছেন। অজ্ঞানিগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানিগণ অদ্বৈতবুদ্ধিতে একমাত্র আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই বিদিত হইয়া তাহাতেই রমণ করিতে থাকেন—তাহাতেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন। যথা শ্রুতি—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।"[1]

যিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রতি করেন, সমস্ত ক্রিয়ার গতি ও সমাপ্তি যাঁহার আত্মাতে, তিনিই ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কর্মানুষ্ঠানের কিছুমাত্র কারণ দেখা যাইতেছে না। যিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য, তাঁহার আবার কর্মের প্রয়োজন কী?

আত্মারাম পুরুষ স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয়ের কামনা করেন না, সুতরাং, পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নিষ্প্রয়োজন। কর্মের দ্বারা তাঁহার অভীপ্সিত মুক্তি লব্ধ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি॥[2]

মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণ পুণ্যকর্ম বিরচিত স্বর্গাদিলোকের অনিত্যতা, সাতিশয়তা আদি দোষ দর্শনপূর্বক তাহাতে বীতরাগ হন। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে; কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদগণের প্রতি লক্ষিত হয় নাই। কেননা, আত্মবিদগণ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত কাহারও নিকট কোনো সাহায্যের আশা করেন না। দেবতাগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণের বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। এতাবৎ বিঘ্নবিনাশের জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাহাও জ্ঞানীদিগের জন্য নহে। কেননা, জ্ঞানলাভের পূর্বেই এই সকল বিঘ্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানলাভ করিলে এতাবতের আর প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিগণ সাধনকালে সপ্ত জ্ঞানভূমিকা [শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থভাবনা ও তুর্যাবস্থা[3]] অতিক্রম করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। সুতরাং, এই বিনাশ ও অভ্যুদয়শূন্য অবস্থায় কর্মে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই॥১৭-১৮॥

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩/১/৪
২ তদেব, ১/২/১২
৩ এতাবতের বিশেষ বিবরণ যোগবাশিষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

মন্তব্য ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক বা স্বতন্ত্র অনুভব করেন, তিনি নিজের ভিতরেই এত আনন্দ লাভ করেন যে, বাহ্যবিষয় ভোগ করিবার কোনো চিন্তাই তাঁহার মনে উঠে না। এবং যাঁহার এই অবস্থা হইয়াছে, তিনি যদি কোনো কর্ম করেন তাহাতে বিন্দুমাত্র অভিসন্ধি থাকে না। কিংবা সংসারি-ব্যক্তি যাহা কর্তব্য বলিয়া মনে করেন, তাহা না করিলেও তাঁহার কোনো অপরাধও হয় না। কারণ, বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্ক নাই। দীর্ঘ দিন সৎপথে না থাকিলে, সু-অভ্যাস না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। কাজেই জ্ঞানীর পক্ষে অন্যায় কার্য করা অসম্ভব। সাধারণ মানুষ দশ বৎসরের চা-খাইবার অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। জ্ঞানী কী করিয়া আজীবন যাহা অভ্যাস করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন এবং কুপথে চলিবেন? ইহা কল্পনা করাই হাস্যকর। তবে দেখা যায়, কখনও কখনও জ্ঞানি-ব্যক্তি (হয়তো খেলার ছলে) কোনো সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন। বুঝিতে হইবে তাহা পরোপকারের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের গৃহে "চচ্চড়ি" খাইয়াছিলেন—যদিও কেশব অব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বিলাতে গিয়া ম্লেচ্ছদের সহিত খাইতেন। মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজীর দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাহাকে কোনো পাপ কখনও স্পর্শ করিবে না।" জ্ঞানি-ব্যক্তির চিত্তে কোনো দেনা-পাওনা, লেনদেন নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে পরোপকার বৃত্তি উঠে কেন? ইহার উত্তর এই ঃ জ্ঞানী বা কোনো কোনো সিদ্ধপুরুষের চিত্তে কিঞ্চিৎ "দয়া" অবশিষ্ট থাকে। ঐ দয়ার প্রেরণাতেই তাঁহারা সামান্য পরোপকার মাত্র করিয়া থাকেন॥১৭-১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) সততং (সদা) কার্যং (কর্তব্য) কর্ম (কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান করো); হি (যেহেতু) পূরুষঃ (লোক) অসক্তঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম (কর্ম) আচরন্ (অনুষ্ঠান করিলে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অতএব, ফলকামনাবর্জিত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করো। ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া কর্ম করিলে পুরুষ মুক্তিলাভ করে॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **তস্মাদসক্তঃ**=তস্মাৎ+অসক্তঃ। **অসক্তো হ্যাচরন্**=অসক্তঃ+হি+আচরন্। **তস্মাৎ**—তদ্ (পুং), ৫মী একবচন, হেতৌ ৫মী। **অসক্তঃ**=সন্‌জ্+ক্ত=সক্ত; ন সক্ত=অসক্ত—নঞ্ তৎপুরুষ। **সততম্**=সম্-তন্+ক্ত; ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। **কার্যম্**=কৃ+ণ্যৎ=কার্য, ১মা একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন। সমাচর=সম্-আ-চর্+লোট্ হি। **হি**=অব্যয়। **পূরুষঃ**=পূর+উষন্। **আচরন্**=আ-চর্+শতৃ, ১মা একবচন। **পরম্**=পর+মা+ক। **আপ্নোতি**=আপ্+লট্ তি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্মানুপযোগেন নান্যস্য তস্মাৎ ত্বং কর্ম কুর্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্যমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং

নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধ্যা প্রাপ্নোতি॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন ত্বমেতস্মিন্ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্‌দর্শনে বর্তসে। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাদসক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। সততং সর্বদা। কার্যং কর্তব্যং নিত্যং কর্ম সমাচর নির্বর্তয়। অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম কুর্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হে অর্জুন! তুমি জ্ঞানলাভ কর নাই, সুতরাং, কর্মের অধিকারী। বেদবিহিত কর্মসকল নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তোমার আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভের পথ পরিষ্কার হইবে॥১৯॥

মন্তব্য ঃ দেহাত্মবুদ্ধির সাহায্যে সংসারভোগ করিবার ইচ্ছা দূর হইয়া গেলেই মানুষ নিজের স্বরূপ জানিতে পারে। সুতরাং, যাহাদের নির্জনে নিদিধ্যাসন করিবার বিশেষ বাধা আছে অথবা যাহাদের যোগশিক্ষার জন্য সদ্‌গুরু লাভ সম্ভব হয় না, তাহারা সম্পূর্ণ নিষ্কাম থাকিয়া কর্ম করিতে করিতেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে॥১৯॥

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাত্মাগণ) কর্মণা এব হি (কর্মানুষ্ঠান দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (জ্ঞানলাভ) আস্থিতাঃ (করিয়াছিলেন); [তোমারও] লোকসংগ্রহম্ এব অপি (লোকসংগ্রহেই) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) কর্তুম অর্হসি (কর্ম করা কর্তব্য)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জনকাদি মহাত্মাগণ কর্মানুষ্ঠান করিয়াই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। অতএব, তোমারও লোকসংগ্রহার্থ কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণৈব**=কর্মণা+এব। **লোকসংগ্রহমেবাপি**=লোকসংগ্রহম্+এব+অপি। **জনকাদয়ঃ**=জন+ণিচ্+ণ্বুল্ (অক)=জনক; জনকঃ আদৌ যেষাং তে—জনকাদয়ঃ—বহুব্রীহি। **কর্মণা**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৩য়া একবচন। **এব হি**=অব্যয়। **সংসিদ্ধিম্**=সম্—সিধ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **আস্থিতাঃ**=আ-স্থা+ক্ত=আস্থিত, ১মা বহুবচন। **লোক-সংগ্রহম্**=লোক+ঘঞ্; সম্-গ্রহ্+অচ্=সংগ্রহ; লোকানাং সংগ্রহ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **এব অপি**=অব্যয়। **সংপশ্যন্**=সম্-দৃশ্+শতৃ+১মা একবচন। **কর্তুম্**=কৃ+তুমুন্। **অর্হসি**=অর্হ্+লট্ সি॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্মণৈবেতি। কর্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্মে প্রবর্তনং "ময়া কর্মণি

কৃতে জনঃ সর্বোঽপি করিষ্যতি, অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্মং নিত্যং কর্ম ত্যজন্ পতেৎ” ইত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম কর্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাচ—কর্মণৈবেতি। কর্মণৈব হি যস্মাৎ পূর্বে ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ। কে? জনকাদয়ো জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ঃ। যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্মত্বাৎ কর্মণা সহৈবাসংন্যস্যৈব কর্মসংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্তসম্যগ্দর্শনা জনকাদয়স্তদা কর্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ম্।

অথ মন্যসে পূর্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্তব্যং কর্ম কৃতম্। তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্তব্যং সম্যগ্দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি। তথাপি প্রারব্ধকর্মায়ত্তস্ত্বং লোকসংগ্রহমেবাপি—লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহঃ—তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন মনে করেন যে, জ্ঞানিগণের যেমন কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ আমার ন্যায় জ্ঞানলাভেচ্ছুগণেরও কর্মের প্রয়োজন নাই; সেই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, রাজা জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, ভগীরথ আদি মহাত্মাগণ কর্মানুষ্ঠানপূর্বক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্মত্যাগ করেন নাই। তুমি তাঁহাদের পথ অনুসরণ করো। তুমি কর্মের অধিকারী, আবার রাজসূয় আদি যজ্ঞসকল ক্ষত্রিয়েরাই অনুষ্ঠান করিবেন—ইহাও শাস্ত্রোক্ত। তুমি ক্ষত্রিয়, কর্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। লোকসকলকে নিজ নিজ ধর্মে প্রবর্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ম হইতে রক্ষা করার নাম “লোকসংগ্রহ”। এই লোকসংগ্রহার্থ তুমি ধর্মরক্ষক রাজা—ক্ষত্রিয় হইয়া জনকাদির ন্যায় স্বধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করো॥২০॥

মন্তব্য ঃ জনক প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ অসম্ভব মানসিকশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক স্থৈর্য নষ্ট হইতে দিতেন না। সেই কারণে কর্মের মধ্যেও তাঁহাদের ব্রহ্ম-নিদিধ্যাসন সম্ভব হইত। তখনকার দিনে ক্ষত্রিয়গণও ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং, “জ্ঞান” সম্পর্কে তাঁহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু এখনকার মুমুক্ষুগণ শুধুই ভক্তির কথা একটু-আধটু জানেন, জ্ঞানের কথা কেহ কিছুই জানেন না বলিলেও বোধ হয় বেশি বলা হয় না। কারণ, আত্মজ্ঞানের রহস্য বই পড়িয়া বুঝা সম্ভব নহে। আত্মজ্ঞান একটি “যথার্থ বিজ্ঞান” (exact science)। যাঁহারা এই বিষয়ে দীর্ঘ কাল শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে না শুনিলে আত্মজ্ঞান সম্পর্কে কোনো ধারণাই হয় না। সেই কারণেই “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন...” ইত্যাদি শ্লোকে পরিপ্রশ্নের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, বারংবার প্রশ্ন করিয়া জ্ঞানীর নিকট হইতে সদুত্তর লাভ করিয়া নিজের সংশয় নিরসন করিতে হয়॥২০॥

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ (অন্যান্য সাধারণ) তৎ তৎ এব (তত্তৎ সমস্তেরই) [অনুসরণ করে]; সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রামাণিক মনে করেন) লোকঃ (অন্যান্য লোক) তৎ (তাহার) অনুবর্ততে (অনুসরণ করে)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোকে তাহারই মর্যাদা করে॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **যদ্ যদাচরতি**=যৎ+যৎ+আচরতি। **শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ**=শ্রেষ্ঠঃ+তৎ+তৎ+এব+ইতরঃ+জনঃ। **লোকস্তদনুবর্ততে**=লোকঃ+তৎ+অনুবর্ততে। **শ্রেষ্ঠঃ**—প্রশস্য+ইষ্ঠন্। **জনঃ**—জন+অচ্। **যৎ যৎ**—অব্যয়; যদ্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **আচরতি**=আ-চর্+লট্ তি। **ইতরঃ**=ইন্+তৃ+অপ্। **তৎ তৎ এব**—অব্যয়। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব)—১মা একবচন। **প্রমাণম্**=প্র-মা+ল্যুট্ (অনট্)। **কুরুতে**—কৃ+লট্ তে। **লোকঃ**—লোক+ঘঞ্। **তৎ**—তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অনুবর্ততে**=অনু-বৃত্+লট্ তে॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তদাহ—যদ্যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি, স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে, তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ লোকসংগ্রহঃ কিমর্থং কর্তব্য ইতি? উচ্যতে—যদ্যদিতি। যদ্যৎ কর্মাচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তত্তদেব কর্মাচরতীতরো জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ স শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোকস্তদনুবর্ততে। তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রাজা-মহারাজাদি প্রধান পুরুষগণের আচরিত কর্মই সাধারণ লোকের অনুকরণীয় হয়। শাস্ত্রীয় উপদেশাদির দিকে না তাকাইয়া প্রধান পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার কারণ এই যে, রাজা-মহারাজাগণ বুদ্ধিমান, বিদ্যাবান, ক্ষমতাবান এবং সর্বদা বিদ্বন্মণ্ডলী-পরিবৃত। অতএব, তাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং, সাধারণ লোকে তাঁহাদের কার্যে সন্দেহ করে না; এবং তাঁহারা যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই যে শাস্ত্রের শেষ সমাধান, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে। হে অর্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটি অন্যায় করিলেও সাধারণ লোকে তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সাধন করে। তুমি রাজা, তুমি কর্মত্যাগ করিলে অন্যান্য লোকেও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে অনধিকারেই কর্মত্যাগ করিবে। তুমি লোকের আদর্শস্থানীয় হও॥২১॥

মন্তব্য ঃ সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন্‌টি কর্তব্য এবং কোন্‌টি অকর্তব্য, তাহা নির্ণয় করা মোটেই সম্ভব হয় না। তাই সকল দেশেই দেখা যায়, চিরকাল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ যাহা করেন, বলেন, সাধারণ মানুষ তাহাই অনুসরণ করে। সর্বদাই দেখা যায়—পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, আহার-বিহার, এমনকী খেলাধুলায় পর্যন্ত সর্বসাধারণ বড়লোকের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত ফ্রান্সের নকল করে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত লোকমাত্র সর্বতোভাবে ইংরেজের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে (অতি সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়)! তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে সর্বসাধারণে কল্যাণপ্রদ করিয়া আদর্শ স্থাপনের উপদেশ দিতেছেন॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকমধ্যে) মে (আমার) কিঞ্চন (কিঞ্চিন্মাত্রও) কর্তব্যং ন অস্তি (করণীয় নাই); অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য) ন (নাই); [তথাপি অহং (আমি)] কর্মণি (কর্মানুষ্ঠানে) বর্তে এব চ (ব্যাপৃতই রহিয়াছি)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! ত্রিলোকমধ্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্তব্য কার্য নাই, কেননা, কোনো দ্রব্যই আমার অপ্রাপ্ত ও অভীষ্টদায়ক নাই; কিন্তু তথাপি আমি কর্ম করিয়াই থাকি॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব**=ন+অনবাপ্তম্+অবাপ্তব্যম্+বর্তে+এব। **পার্থ**=পৃথা+অণ্; সম্বোধনে ১মা। **ত্রিষু**=ত্রি (পুং), ৭মী। **লোকেষু**=লোক+ঘঞ্=লোক; ৭মী বহুবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন; "কৃত্যানাং কর্তরি বা" যোগে ৬ষ্ঠী। **কিঞ্চন**=কিম্+চন (অনিশ্চিতার্থে)। **কর্তব্যম্**=কৃ+তব্য=কর্তব্য, (ক্লীব) ১মা একবচন। **নাস্তি**=ন অস্তি। **অনবাপ্তম্**=নঞ্-অব-আপ্+ক্ত=অনবাপ্ত, (ক্লীব) ১মা একবচন। ন=অব্যয়। **কর্মণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭মী একবচন। **এব**=অব্যয়। **বর্তে**=বৃত্+লট্ এ। **অবাপ্তব্যম্**=নঞ্-অব-আপ্+তব্য (কর্মণি)=অবাপ্তব্য, (ক্লীব) ১মা একবচন॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ। হে পার্থ! মে কর্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষ্বনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং কিঞ্চন নাস্তি, তথাপি কর্মণ্যহং বর্ত এব কর্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি? —নেতি। হে পার্থ মে মম নাস্তি ন বিদ্যতে কর্তব্যং ত্রিষ্বপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি। কস্মাৎ? নানবাপ্তমপ্রাপ্তম্। অবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ম্। তথাপি বর্ত এব চ কর্মণ্যহম্॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লোকশিক্ষার্থ কর্মানুষ্ঠানের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা ভগবান নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বলিতেছেন। আমি জগতের একমাত্র স্বামী; সুতরাং, আমার কোনো বিষয়েরই অভাব নাই, আবশ্যকতাও নাই। তথাপি আমি বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি যদি কর্ম পরিত্যাগ করি, তবে সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোক কর্মত্যাগপূর্বক ভ্রষ্টাচারী হইয়া

পড়িবে। "পার্থ" এই সম্বোধনবাক্যে নিজ পিতৃষ্বসৃপুত্র বলিয়া আত্মীয়তা জ্ঞাপন করিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি আমারই আচরণের অনুসরণ করো॥২২॥

মন্তব্য ঃ ঈশ্বর স্বয়ং ত্রিগুণাতীত। তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় এই জগৎ সৃষ্ট। তাই এই জগতের বৃদ্ধি বা হ্রাসে তাঁহার বিন্দুমাত্র লাভ বা লোকসান নাই। তথাপি তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া সাধারণের ন্যায় কর্মে ব্যাপৃত থাকেন, যাহাতে তাঁহার আদর্শ অন্যে অনুসরণ করিতে পারে॥২২॥

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! যদি অহং (যদি আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলস হইয়া) কর্মণি (কর্মে) ন বর্তেয়ং (প্রবৃত্ত না হই); [তাহা হইলে] মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্ত্ম হি (আমার অনুসৃত পথেরই) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) অনুবর্তন্তে (অনুগমন করিবে)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদি আলস্যবর্জিত হইয়া আমি শুভকর্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে কর্মের অধিকারী মনুষ্যগণ সর্বথা আমারই অনুগমন করিবে॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **হ্যহম্** ন=হি+অহম্+ন; **কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ**=কর্মণি+অতন্দ্রিতঃ। **পার্থ**=পৃথা+অণ্; সম্বোধনে ১মা। **যদি**=অব্যয়; যদ্+ণিচ্+ইন্। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **জাতু**=অব্যয়; জন+ক্তুন্। **অতন্দ্রিতঃ**=নঞ্-তন্দ্রা (শব্দ)+ইতচ্। **কর্মণি**=কর্ম+মনিন্=কর্মন্, ৭মী একবচন। **ন**=অব্যয়। **বর্তেয়ম্**=বৃত+বিধিলিঙ্+যাম্ (পরস্মৈপদ আর্ষপ্রয়োগ) **মনুষ্যাঃ**=মনু+যৎ=মনুষ্য, ১মা বহুবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বর্ত্ম**=বৃত্+মনিন্=বর্ত্মন্; ২য়া একবচন। **সর্বশঃ**=সর্ব+চশস্। **অনুবর্তন্তে**=অনু-বৃত্+লট্ অন্তে॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্মণি ন বর্তেয়ং কর্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্তন্তেঽনুবর্তেরন্নিত্যর্থঃ॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদীতি। যদি হি পুনরহং ন বর্তেয় জাতু কদাচিৎ কর্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্। মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্ম মার্গমনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ। হে পার্থ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদিচ আমার কোনো কর্মেরই প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু লোকে ভাবিবে যে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ, তিনি যখন কর্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তবে আমরা পণ্ডশ্রম করিয়া মরি কেন? যাহা উপাদেয় ও উত্তম, ভগবান অবশ্য তাহাই করিতেছেন। অতএব, আমরাও তাহাই করিব। এইরূপ আচরণে লোক ধর্মভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইয়া যায়॥২৩॥

মন্তব্য ঃ "কর্মণি অতন্দ্রিতঃ" অর্থাৎ অতন্দ্র কর্মে ব্যাপৃত। কর্মের দ্বারাই মানুষের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। কর্মেই মানুষ ঠিক থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—সকলেই যদি নিজ নিজ কর্মে সচেতন হয়, তাহা হইলে দেশের দুর্দশা হইতে পারে না। চতুর্বর্ণের মানুষ যদি নিজ কর্মে সচেতন না হয়, তাহা হইলে চিত্রটি কেমন দাঁড়ায়? ব্রাহ্মণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ক্ষত্রিয়গণ যদি ভীরু হয়, বিদেশীর আক্রমণে পলায়ন করে, বৈশ্য যদি শঠ হয় এবং শূদ্র যদি অলস হয়, তাহা হইলে যাহার হৃদয়ে-দেহে সামান্য বল রহিয়াছে, সে আসিয়া দেশকে লুটিয়া লইয়া দেশবাসীকে পরাধীনতার পঙ্কে ডুবাইয়া দেয়। তখন গোটা দেশ সেই বহিরাগতের পদলেহন করিতে থাকে। মুসলমান ও ইংরাজদের অত্যাচারের কাহিনি-সম্পৃক্ত ভারতবর্ষের বিষাদপূর্ণ ইতিহাস স্মরণ করো। ভারতবর্ষের প্রজাগণকে মুসলমান শাসকবর্গ পশু করিয়া রাখিয়াছিল। ইংরাজগণ কেরানি তৈরির জন্য জেলায় জেলায় স্কুল বানাইয়াছিল। জাতীয় ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছিল। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ হইতে মানুষ ধরিয়া চা-বাগানের কুলি করিয়া লইয়া যাইত। রাজপুতগণকে ধরিয়া সৈন্যদল বৃদ্ধি করিত। ম্যাজিস্ট্রেটের লাথিতে মরিয়া গেলে বলিত—"হার্টফেল" করিয়াছে!

আমাদের দেশের এইরূপ চিত্র হইত না, যদি ব্রাহ্মণগণ ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হইত, ক্ষত্রিয়গণ বীর হইত, বৈশ্যগণ সদুপায়ী ও সাহসী হইত এবং শূদ্রগণ কর্মঠ হইত। বস্তুতঃ, বৃত্তি হইল ধর্মরক্ষার আসল উপায়। বৃত্তি ঠিক থাকিলে খাওয়া-পরার ভাবনা থাকে না॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম ন কুর্যাম্ (কর্ম না করি), [তবে] ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসমূহ) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইয়া যাইবে); [তাহা হইলে আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্তা স্যাং (কারণ হইব); চ (এবং) [আমি] ইমাঃ (এই) প্রজাঃ উপহন্যাম্ (লোকসমূহের বিনাশ করিব)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি যদি কর্ম না করি, তবে সকল লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে; এবং আমি তৎসমস্তের কারণ হইয়া উঠিব॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **উৎসীদেয়ুরিমে**=উৎসীদেয়ুঃ+ইমে। **চেদহম্**=চেৎ+অহম্। **স্যামুপহন্যামিমাঃ**=স্যাম্+উপহন্যাম্+ইমাঃ। **চেৎ**=অব্যয়; চিত্+বিচ্। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **কুর্যাম্**=কৃ+বিধিলিঙ্ যাম্। **ইমে**=ইদম্ (পুং), ১মা বহুবচন। **লোকাঃ**=লোক+ঘঞ্=লোকঃ, ১মা বহুবচন। **উৎসীদেয়ুঃ**=উৎ-সদ্+বিধিলিঙ্ যুস্। **সঙ্করস্য**=সম্-কৃ+অপ্=সঙ্কর, ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **স্যাম্**=অস্+বিধিলিঙ্ যাম্। **চ**=অব্যয়। **ইমাঃ**=ইদম্ (স্ত্রী) ২য়া বহুবচন। **প্রজাঃ**=প্র-জন্+ড (কর্তৃবাচ্যে)+আপ্; ২য়া বহুবচন। **উপহন্যাম্**=উপ-হন্+বিধিলিঙ্ যাম্॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্মলোপেন নশ্যেয়ু ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্যামিতি॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তথা চ কো দোষ ইতি? আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুর্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্বে লোকাঃ। লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্মণোঽভাবাৎ। ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্। কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্তা স্যাম্। তেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং কুর্যামিতি মমেশ্বরস্যাননুরূপমাপদ্যেত॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আমার কর্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লোকসকল ক্রিয়াহীন হইলে জগতে যাগযজ্ঞাদি ধর্ম-কর্ম নষ্ট হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকসকলও ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। অতএব, আমি জগৎ-রক্ষাকর্তা হইয়া কীরূপে সর্বলোকের হানিকারক হইব? অথবা হে অর্জুন! তুমি যদি লোকসংগ্রহার্থও কর্ম না কর, শ্রেষ্ঠদিগের আচরিত কর্মের তো অনুসরণ করিবে? আমি স্বয়ং ভগবান হইয়াও যখন কর্মে প্রবৃত্ত আছি, তখন ইহার অনুগমন করা তোমার একান্তই কর্তব্য॥২৪॥

মন্তব্য ঃ বর্ণসঙ্কর (বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ) উপস্থিত হইলে trade guild (বৃত্তি-বন্ধন) নষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—বাপ, খুড়ো, পিসে সকলেই নাপিত। তাহারা পরস্পর পরস্পরের শ্রেয়ঃ এবং প্রয়োজন (interest) কী তাহা বুঝে এবং সেইভাবে চলে। হঠাৎ guild (সংগঠন) ভাঙিয়া যাওয়ায় এক ব্রাহ্মণ নাপিত হইল। স্বাভাবিকভাবেই সে অন্যদের ঠকাইয়া বেশি লাভ করিতে চাহিবে। বাকিদের মধ্যে যে বোঝাপড়া চলিতেছিল, তাহার সাম্য নষ্ট হইবে।

আজকাল guild system (বৃত্তিভিত্তিক সংগঠন) কিছু হইয়াছে, যেমন trade union ইত্যাদি। যেমন, রিকশাওয়ালাদের trade union. সকলে মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট ভাড়া ঠিক করিয়াছে। ইহার ফলে কেহ অন্যদের ঠকাইয়া নিজে বেশি লাভ করিতে পারিবে না॥২৪॥

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত! অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞানি-পুরুষগণ) কর্মণি (কর্মে) সক্তাঃ (আসক্ত হইয়া) যথা (যেরূপ) কুর্বন্তি (অনুষ্ঠান করে), বিদ্বান্ (বিদ্বান পুরুষ) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [হইয়া] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকরক্ষার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্যাৎ (অনুষ্ঠান করিবেন)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! অজ্ঞানি-পুরুষগণ যেমন আসক্তচিত্তে কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, লোকশিক্ষার ইচ্ছায় বিদ্বান পুরুষগণও অনাসক্তচিত্তে সেইরূপ কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা=কর্মণি+অবিদ্বাংসঃ+যথা; **কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুঃ**=কুর্যাৎ+বিদ্বান্+তথা+অসক্তঃ+চিকীর্ষুঃ। **ভারত!**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **কর্মণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭মী একবচন। **সক্তাঃ**=সন্জ্+ক্ত=সক্ত, ১মা বহুবচন। **অবিদ্বাংসঃ**=নঞ্-বিদ্বস্ (শব্দ), ১মা বহুবচন; বিদ্+ক্বস=বিদ্বস্। **যথা**=যদ্+থাল্ প্রকারার্থে। **কুর্বন্তি**=কৃ+লট্ অন্তি। বিদ্বান্=বিদ্বস্, ১মা একবচন। **অসক্তঃ**=নঞ্-সন্জ্+ক্ত। **লোক-সংগ্রহম্**=লোক+ঘঞ্=লোক; সম্-গ্রহ্+অপ্=সংগ্রহ; লোকানাং সংগ্রহ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **চিকীর্ষুঃ**=কৃ+সন্+উ (কর্তৃবাচ্যে), ১মা একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ প্রকারার্থে। **কুর্যাৎ**=কৃ+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম কার্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। কর্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্মাণি কুর্বন্তি অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্যাল্লোকসংগ্রহং কর্তুমিচ্ছুঃ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা। তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্তব্য ইত্যাহ—সক্তা ইতি। সক্তাঃ কর্মণি—অস্য কর্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি। কে? অবিদ্বাংসঃ। যথা কুর্বন্তি ভারত। কুর্যাদ্বিদ্বানাত্মবিত্তথা তদ্বদসক্তঃ সন্। কিমর্থং তদ্বৎ করোতি? তচ্ছৃণু—চিকীর্ষুঃ কর্তুমিচ্ছুর্লোকসংগ্রহম্॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অকর্তা এবং অনাসক্ত হইয়া অনায়াসে কার্য করিতে পারেন। কিন্তু আমার [অর্জুনের] ন্যায় একজন মনুষ্যের লোকসংগ্রহার্থ কার্য করিতে গিয়া "আমি কর্তা"—এইরূপ অভিমানের বশবর্তী হইবার সম্ভাবনা। পাছে অর্জুন আশঙ্কা করেন তৎপরিহারার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানবর্জিত অজ্ঞানি-পুরুষ অভিমানী ও স্বর্গকামী হইয়া যেরূপ যাগযজ্ঞাদি করে, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাবর্জিত হইয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থ তত্তাবতের অনুষ্ঠান করো। "ভা" শব্দের অর্থ জ্ঞান, "রত" শব্দের অর্থ আসক্ত। জ্ঞানমার্গে যাঁহার ঐকান্তিকী প্রীতি, তিনি "ভারত" বলিয়া আখ্যাত হন। অর্জুনকে "ভারত" পদ দ্বারা সম্বোধনপূর্বক ভগবান তাঁহাকে ঈদৃশ কার্যের উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। তুমি জ্ঞানেচ্ছু, অতএব এইরূপ নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে॥২৫॥

মন্তব্য ঃ যাহার আসক্তি যত কম, তাহার কার্য তত উত্তমরূপে সম্পাদিত হয়। আসক্ত লোকের মন এক বিষয়ে কখনও স্থির থাকে না। কোনো এক বিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সেই বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বহু দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অনাসক্ত ব্যক্তির মন সম্পূর্ণ একাগ্র থাকায় তিনি যে-কার্যে হাত দেন, তাহা অতি সুচারুরূপে সম্পাদন করেন। তাই অনাসক্ত ব্যক্তির দ্বারা কৃত কার্যই মানুষের নিকট আদর্শস্বরূপ এবং সেই আদর্শ ধরিয়া চলিলে মানুষ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে পারে। তাহা না হইলে যেন-তেন প্রকারে এলোমেলোভাবে কর্ম করিলে তাহা মানবমনের উন্নতি-সাধক হয় না। সেই জন্যই শ্রীভগবান অনাসক্ত জ্ঞানিগণকে লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করিতে উপদেশ বা অনুরোধ করিতেছেন॥২৫॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ[১] সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কর্মসঙ্গিনাম্ (কর্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞানিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না); [বরং] বিদ্বান্ (তত্ত্ববিদ) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সর্বকর্মাণি (সকল কর্ম) সমাচরন্ (সম্যক অনুষ্ঠান করিয়া) জোষয়েৎ (তাহাদিগকে কর্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বিদ্বান পুরুষ কখনও কর্মপরায়ণ অজ্ঞানি-ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ করিবেন না। বরং তিনি স্বয়ং আদরপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মসঙ্গিনাম্**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন=কর্ম; সন্‌জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; সঙ্গ+ইন্ (অস্ত্যর্থে)=সঙ্গি; কর্মণি সঙ্গি=কর্মসঙ্গি—৭মা তৎ; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অজ্ঞানাম্**=জ্ঞা+ক=জ্ঞ; ন জ্ঞ=অজ্ঞ; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বুদ্ধিভেদম্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি; ভিদ্+ঘঞ্=ভেদ্; বুদ্ধেঃ ভেদঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **জনয়েৎ**=জন্+ণিচ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **বিদ্বান্**=বিদ্বস্, ১মা একবচন। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **সর্বকর্মাণি**=সর্বং কর্ম=সর্বকর্ম, ২য়া বহুবচন। **সমাচরন্**=সম্-আ-চর্+শতৃ+১মা একবচন। **যোজয়েৎ**= যুজ্+ণিচ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। "জোষয়েৎ" পাঠান্তর থাকিলে—জুষ্ (প্রীতি—সেবন অর্থে)+ণিচ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্মসঙ্গিনাং কর্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্মমাত্মবিদো ন কর্তব্যমস্তি। অন্যস্য বা লোকসংগ্রহং মুক্ত্বা। ততস্তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশ্যতে—নেতি। বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধিভেদঃ। ময়েদং কর্তব্যং ভোক্তব্যং চাস্য কর্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদঃ। তং ন জনয়েন্নোৎপাদয়েৎ। অজ্ঞানামবিবেকিনাম্। কর্মসঙ্গিনাং কর্মণ্যাসক্তানামাসঙ্গবতাম্। কিং নু কুর্য্যাৎ? জোষয়েৎ কারয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ম্। তদেবাবিদুষাং কর্ম যুক্তোঽভিযুক্তঃ সমাচরন্॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি মনে কর, লোকসংগ্রহার্থ শুভকর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিলে ক্ষতি কী? তাহাতেই ভগবান বলিতেছেন যে, ফলকামনার আশায় যাহারা কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ অর্থাৎ তুমি [আত্মা] অকর্তা,

---
১ যোজয়েৎ ইতি পাঠান্তরঃ

অভোক্তা ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন বিচালিত করিবে না। কেননা, কর্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, এইরূপ উপদেশদ্বারা সেই মলিনচিত্তগণ কর্ম ও জ্ঞান— উভয় পথ হইতেই ভ্রষ্ট হয়। তাহাতে তাহারা ভোগ ও মোক্ষ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়।

"অজ্ঞস্যার্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥"

অশুদ্ধচিত্ত, বিষয়াসক্ত, কর্মের অধিকারী, অর্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিই অজ্ঞানি-পুরুষ। তাহাকে যে বিদ্বান ব্যক্তি "তুমি, আমি এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ"—এই উপদেশ দান করেন, তিনি ওই অজ্ঞানি-পুরুষকে মহারৌরব নরকে নিপাতিত করেন। অতএব, এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে কর্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞানি-পুরুষকে কর্মেই প্রবর্তিত রাখিবে॥২৬॥

মন্তব্য ঃ কর্ম না করিলে এই জগতের সহিত কোনো সম্পর্ক থাকে না। তাহার ফলে সাধক জগৎ সম্বন্ধে কোনোই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন না। "এই জগৎ হেয়"—ইহা না জানিয়া কর্মত্যাগ করিলে পূর্বসংস্কারবশে পুনরায় কর্মে প্রবিষ্ট হয়। এই কথাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯তম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন। মানুষের কোনো উপকার করিতে হইলে তাহাকে হিতকর্মে নিযুক্ত করা উচিত। জ্ঞানীরা নিজেরা কর্ম করিয়া দেখাইলে তবে লোকের কর্মের উপর শ্রদ্ধা জন্মাইবে।

হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কামী মানুষের জন্য সকাম কর্ম এবং নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিকামী মানুষের জন্য নিষ্কাম কর্মের বিধান আছে। যথোচিত কর্ম করিলে কাহারও কাহারও "সংসার হেয়"—এই বোধ জন্মায়। কিন্তু যাহাদের এই বোধ জন্মায় নাই, তাহাদিগকে জ্ঞানের প্রলোভন দেখাইলে সমাজের অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে সন্ন্যাস, সর্বত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে যখনই অধিক চর্চা শুরু হইয়াছে, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজের অধঃপতন হইয়াছে। যখনই সমাজ ভিক্ষান্নজীবীকে পূজা করিতে শুরু করে, তখনই দেখা যায় সংসারের হাঙ্গামা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তমোগুণি-লোক এবং পরম আয়েশে থাকিবার জন্য সত্ত্বগুণি-লোক সংসার-ত্যাগের অভিনয় করিতেছে।

বর্তমানে, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাই দেখা যায়, সহস্র সহস্র লোক পরান্নে জীবনধারণ করিবার জন্য ত্যাগী সাজিয়া বেড়াইতেছে। ত্যাগীদের আশ্রমে সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডারের সংবাদ হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানের যাঁহারা জানেন, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—বৈরাগ্যহীন লোকের সংসারত্যাগ সমাজের পক্ষে কতখানি অহিতকর। বৌদ্ধযুগে ঢালাও সন্ন্যাস দিবার পদ্ধতির নিন্দা করিয়াছিলেন স্বামীজী। যে-ব্যক্তি প্রবৃত্তিমার্গী, তাহাকে জোর করিয়া নিবৃত্তিমার্গী করিলে সমাজের সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ, কামকাঞ্চনাসক্ত মানবমন আবেগতাড়িত হইয়া সন্ন্যাসবিধি-বহির্ভূত কর্ম করিয়া ফেলে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই কারণেই রামকৃষ্ণ মিশনের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতার (Transparency

in Accounts) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কোনো প্রকার জাগতিক ambition-যুক্ত (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) মানুষের সন্ন্যাসগ্রহণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত কর্ম॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণরাশি দ্বারা) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারে) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হইতেছে), [কিন্তু] অহংকারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা পুরুষ) অহং কর্তা (আমি কর্তা) ইতি (ইহা) মন্যতে (মনে করে)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে আমিই কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রকৃতেঃ**=প্র-কৃ+ক্তি=প্রকৃতি, ৬ষ্ঠী একবচন। **গুণৈঃ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণ, ৩য়া বহুবচন। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্। **কর্মাণি**=কর্মন্, ১মা বহুবচন। **ক্রিয়মাণানি**=কৃ (কর্মবাচ্যে)+শানচ্, ১মা বহুবচন, উক্তে কর্মণি ১মা। **অহংকার-বিমূঢ়-আত্মা**=অহম্-কৃ+ঘঞ্=অহংকার; বি-মুহ্+ক্ত=বিমূঢ়; অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা। অহংকারেণ বিমূঢ়ঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **কর্তা**=কৃ+তৃচ্, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়; ইণ+ক্তিচ্। **মন্যতে**=মন্+লট্ তে॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু বিদুষাপি চেৎ কর্ম কর্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি তান্যহমেব কর্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ অহমিতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিম্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধির্যস্য সঃ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অবিদ্বানজ্ঞঃ কথং কর্মসু সজ্জত ইতি? আহ—প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা। তস্যাঃ প্রকৃতের্গুণৈর্বিকারৈঃ কার্যকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ। সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—কার্যকরণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহংকারঃ। তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্যকরণধর্মা কার্যকরণাভিমান্যবিদ্যয়া কর্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎকর্মণামহং কর্তেতি মন্যতে॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি বল, জ্ঞানিগণও কর্মের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের সহিত অজ্ঞানিগণের প্রভেদ রহিল কী? তাহাতেই ভগবান বলিতেছেন যে, অনাদ্যা মায়ার (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আদি গুণসকলের) দ্বারাই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মায়া-প্রকৃতির বিকারস্বরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণাদি কার্যকারণরূপ গুণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং, প্রকৃতির গুণরাশিই লৌকিক ও বৈদিকাদি কার্যের অনুষ্ঠাতা। নিঃসঙ্গ আত্মা কোনো কার্যই করেন না। তথাচ

কার্যকারণসজ্ঘাতে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হইয়া মোহান্ধগণ আপনাকেই কর্তা বলিয়া স্বীকার করে। বস্তুতঃ, প্রকৃতির গুণ ভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানে সামর্থ্য কাহারও নাই। আত্মা নিষ্ক্রিয়॥২৭॥

মন্তব্য ঃ মানুষের সমগ্র সত্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ স্থূল দেহ, মন, বুদ্ধি-সমন্বিত "কাঁচা আমি"। দ্বিতীয়তঃ আনন্দময় কোশাবৃত (পঞ্চকোশ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়) চেতন "পাকা আমি" এবং তৃতীয়তঃ অবিমিশ্র চিৎ, ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্যমনাতীত, অপরিবর্তনীয়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত আত্মা। যখন আমরা দেহ-মন-বুদ্ধিতে "আমি" বোধ করি, তখন আমাদের নিজস্ব জন্মজন্মান্তরের সংস্কার ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেরণায় কাজ করি। সেই "আমি" ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতে থাকে। ইহাকেই বলা হয় "কাঁচা আমি"। অপর একটি অবস্থায় মানুষ নিজেকে এক আনন্দময় সত্তা বলিয়া বোধ করে। তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সাক্ষিমাত্র হইয়া সাধক ক্রমশঃ জ্ঞানী, ভক্ত, সিদ্ধ কিংবা জীবন্মুক্তে পরিণত হয়। আর যখন কোনো উপাধিই থাকে না, মানুষ নিজেকে কেবল চিৎ-রূপে অনুভব করে, তখন সে "অবাঙ্মনসোগোচরম্" অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম। এই অবস্থার অপর নাম "ব্রহ্মনির্বাণ"। (দ্রঃ গীতা, ২/৭২)

"চিৎ" অর্থে যাহাকে সাধারণভাবে আমরা "চেতনা" বা "হুঁশ" বলি, তাহা নহে। এই দেহ-মন সজ্ঘাতের পশ্চাতে চিৎ বর্তমান। ফলে দেহ-মন সজ্ঘাতের মধ্যে সামান্য জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। তাহাকেই সাধারণভাবে আমরা চেতনা বলিয়া থাকি। যেমন আতসকাচে রৌদ্র পড়িলে কাচের ঔজ্জ্বল্যের সহিত উষ্ণতাও অনুভব করা যায়—সেইরূপ।

মানুষের জীবন দুই ভাগে বিভক্ত। যখন সে জড়বস্তুর দ্বারা নির্মিত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকেই "আমি" বোধ করে, তখন সে সংসারের সুখ-দুঃখরূপ দোলায় দুলিতে থাকে। কিন্তু যখন সে নিজেকে চৈতন্যাংশ বোধ করে, তখন পরমানন্দে এবং ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া থাকে।

পুণ্যকার্য অর্থাৎ উপাসনা ও পরোপকারকার্য করিতে করিতে মানবমন নির্মল হয়। সংসারের প্রকৃত স্বরূপ তখন সে ভালভাবে বুঝিতে পারে। প্রত্যেক কার্যে তাহার দক্ষতা প্রকাশ পায়। ইহার সহিত কথঞ্চিৎ শুদ্ধতা লাভ করিলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি হয়। তখন চিকীর্ষাবৃত্তি বা কর্মপ্রবণতার দারুণ বৃদ্ধি হয়। ইহাই রজোগুণের চিহ্ন। আর যখন শরীর-মন-বুদ্ধি আরাম চাহে, অথচ তাহা লাভ করিতে কোনোরূপ উদ্যম লইতে অনিচ্ছুক থাকে, সেই অবস্থাকেই তামসিক অবস্থা বলা হয়। অবশ্য এইসব অবস্থা প্রাকৃতিক নিয়মেই আসিতে থাকে। যেমন, চিকিৎসার দ্বারা চিকিৎসক রোগ-নিরাময় করেন, ঠিক তেমনি বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে এই দেহ-মনরূপ কলের ভিতরে যেকোনো গুণের বিকাশ করা সম্ভব হয়। ইহাতে শ্রীভগবানের ইচ্ছা বা কৃপার প্রসঙ্গ তোলাই অনাবশ্যক। টক খাইলে দাঁত টকে; টক ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন কেন?—তুমি টক খাইলে কেন? আসলে তোমার অহঙ্কার এবং তজ্জনিত সত্ত্বরজোতমো-গুণোচিত বাসনা-কামনাই তোমার দুঃখের কারণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে॥২৭॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো! গুণকর্মবিভাগয়োঃ (গুণকর্মবিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ) গুণেষু (গুণসমূহে) বর্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি (এইরূপ) মত্বা (জানিয়া) তু ন সজ্জতে (কিন্তু কর্তৃত্বাভিমান করেন না)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! গুণকর্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ, প্রকৃতির গুণরাশি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা রূপরসাদি কার্য সাধন করিয়া থাকেন। আত্মা নিঃসঙ্গ—এইরূপ জানিয়া তিনি কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হন॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়। **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা। **গুণ-কর্ম-বিভাগয়োঃ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণ; কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন=কর্ম; বি-ভজ্+ঘঞ্=বিভাগ; গুণানাং বিভাগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; কর্মনাং বিভাগশ্চ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; গুণবিভাগ কর্মবিভাগশ্চ ইতি—গুণকর্মবিভাগৌ—দ্বন্দ্ব; তয়োঃ—৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **তত্ত্ববিদ্**=তদ্+ত্ব (ভাবে)=তত্ত্ব; তত্ত্বং বেত্তি= তত্ত্ব-বিদ্+ক্বিপ্=তত্ত্ববিদ্। **গুণাঃ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণ, ১মা বহুবচন। **গুণেষু**=গুণ, ৭মী বহুবচন। **বর্তন্তে**= বৃত্+লট্ অন্তে। **ইতি**=অব্যয়। **মত্বা**=মন্+ক্ত্বাচ্। **ন**=অব্যয়। **সজ্জতে**=সস্জ+লট্ তে (সস্জ ধাতু "যস্য সঃ" সূত্রানুসারে সস্জ এবং তারপরে অন্ত্য জ্ কারের জন্য দ্বিতীয় স্ কারের জ্ কার হওয়াতে সজ্জ্+লট্ তে)॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্মাণীতি কর্মেভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ। তয়োর্গুণকর্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্তন্তে নাহমিতি মত্বা॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনর্মন্যতে বিদ্বান্? আহ—তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো। কস্য তত্ত্ববিৎ? গুণকর্মবিভাগয়োঃ। গুণবিভাগস্য কর্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ। গুণাঃ করণাত্মকাঃ। গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্তন্তে। নাত্মা। ইতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "অহং" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কারের নাম গুণ। "মম" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারের নাম কর্ম। এবং যাহা সর্ব জড়বিকারের প্রকাশক হইয়াও তাহা হইতে পৃথক, তাহার নাম বিভাগ। তিনিই স্বপ্রকাশক, জ্ঞানরূপ, নিঃসঙ্গ আত্মা। এই প্রকৃতি এবং চেতন তত্ত্বের জ্ঞাতা বিদ্বান পুরুষগণ ইহা বিদিত আছেন যে, প্রকৃতির গুণ বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি প্রতিভাসিত করে। নির্বিকার আত্মা তত্তাবৎ ব্যাপারে লিপ্ত নন। আত্মা শ্রবণ করেন না, দর্শন করেন না; তিনি কূটস্থ চৈতন্যরূপে তূষ্ণীম্ভাবে স্থিতি করেন। বিদ্বান পুরুষগণ এইরূপ বিদিত থাকিয়া "অহম্" "মম" আদি অভিমানের বশীভূত হন না। ভগবান অর্জুনকে মহাবাহু অর্থাৎ আজানুলম্বিতবাহু, সামুদ্রিক মতে

শ্রেষ্ঠ পুরুষের এই লক্ষণের উল্লেখ করিয়া অর্জুনকে ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি অবিবেকীদিগের ন্যায় কার্য করিও না, অর্থাৎ অভিমানশূন্য হইয়া কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকো॥২৮॥

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং তাহাদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সবই জড় বই চেতন নহে। "আমি" স্বরূপত চিৎ। সুতরাং, দেহাদির সহিত চিৎস্বরূপ আমার কোনো সম্পর্ক নাই। জ্ঞানীরা ইহা বুঝিতে পারেন বলিয়া কোনো বিষয়ে তাঁহাদের আসক্তি জন্মিতে পারে না। তবে জ্ঞানীদেরও পরস্পরের মধ্যে কিছু-না-কিছু বৈষম্য থাকে। উহা তাঁহাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সংস্কারবশতঃ, স্বরূপবশতঃ নহে। ফলে অজ্ঞব্যক্তিগণ মনে করে, জ্ঞানীদেরও পছন্দ ও অপছন্দ (likes and dislikes) আছে। যেমন আমরা জানিতে পারি, শ্রীরামকৃষ্ণ জিলাপি খাইতে ভালবাসিতেন। স্বামীজী লঙ্কা পছন্দ করিতেন। ইহা তাঁহাদের দেহের সংস্কার মাত্র। ব্রহ্মের একটি অদ্ভুত শক্তি আছে। এই শক্তির সাহায্যে তিনি নিজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া সূর্য-চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কীট-পতঙ্গরূপে প্রকটিত হন। সেই শক্তির নাম "মায়াশক্তি" অথবা "আবরণী শক্তি"। তিন ভাবে সেই শক্তি ক্রিয়মাণ হইয়া উঠে—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ। এই তিন ক্রিয়াশক্তির অপর নাম—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। কিন্তু ইহারা "চিৎ" হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া ইহাদের ক্রিয়াকলাপ (functions) জ্ঞানীদের বিচলিত করিতে পারে না॥২৮॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণে বিমোহিত পুরুষগণ) গুণকর্মসু (গুণ ও তজ্জনিত কর্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); কৃৎস্নবিৎ (সর্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (সেই অল্পজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দবুদ্ধিদিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবে না)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-সকল অজ্ঞানি-জীব প্রকৃতির গুণে বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, আত্মবেত্তা বিদ্বান ব্যক্তি শুভকর্ম হইতে তাহাদিগের শ্রদ্ধা বিচালিত করিবেন না॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রকৃতেঃ**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **গুণসংমূঢ়াঃ**=গুণ্+ঘঞ্=গুণ; সম্-মুহ্+ক্ত=সংমূঢ়, ১মা বহুবচন; গুণৈঃ সংমূঢ়াঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **গুণ-কর্মসু**=গুণাশ্চ কর্মাণিচ=গুণকর্মানি—দ্বন্দ্ব সমাস; তেষু—৭মী বহুবচন। **সজ্জন্তে**=সস্জ্+লট্ অন্তে। **কৃৎস্ন-বিৎ**=কৃত্+কস্ন=কৃৎস্ন; কৃৎস্নং বেত্তি ইতি=কৃৎস্ন-বিদ্+ক্বিপ্=কৃৎস্ন-বিদ্। **তান্**=তদ্ (পুং) ২য়া বহুবচন। **অকৃৎস্ন-বিদঃ**=ন কৃৎস্ন বিদ্=অকৃৎস্ন-বিদ্—নঞ্ তৎপুরুষ। **মন্দান্**=মন্দ্+অচ্=মন্দ, ২য়া বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **বিচালয়েৎ**=বি-চল্+ণিচ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "ন বুদ্ধিভেদম্" ইত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কুর্ম ইতি তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রকৃতেরিতি। যে পুনঃ প্রকৃতের্গুণৈঃ সম্যঙ্মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্মসু গুণকর্মসু বয়ং কর্ম কুর্মঃ ফলায়েতি। তান্ কর্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ। বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনম্। তন্ন কুর্যাদিত্যর্থঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির বিকাররূপ গুণরাশিতে সত্যতার ভ্রম থাকে, ততক্ষণ স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। শুভকর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ নির্মল বিকাশ ও আত্মার স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই জন্য যত দিন আত্মজ্ঞানের উদয় না হয়, তত দিন বিদ্বানগণ সেই অনাত্মবেত্তাদিগকে কর্মত্যাগের পরামর্শ দিবেন না। শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞানের উদয় আপনিই হইয়া থাকে। যাহা জানিলে তাহা ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না এবং যাহা না জানিলেও অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম "অকৃৎস্ন"। যেমন, তোমার ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু পটজ্ঞান না-ও থাকিতে পারে; কিন্তু ঘটজ্ঞান যদি না-ও থাকে, তাহাতে পটজ্ঞানের বাধা হয় না। যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সকল বস্তুই জানা যায় এবং যাহা না জানিলে কোনো পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, তাহার নাম "কৃৎস্ন"। এক অদ্বিতীয় আত্মার তত্ত্ব জানিলে সমস্ত অনাত্মপদার্থেরই তত্ত্ব জানা যায়। আবার আত্মাকে না জানিতে পারিলে কোনো পদার্থেরই স্বরূপ জ্ঞানোদয় হয় না। এই জন্য আত্মা "কৃৎস্ন" বলিয়া কথিত হন।

"মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা
বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।"[১]

হে মৈত্রেয়ি! অধিষ্ঠানরূপ আত্মার দর্শন দ্বারা, শ্রবণ দ্বারা, মনন দ্বারা ও বিজ্ঞান দ্বারা অনাত্ম সমস্ত জগৎ-ই জ্ঞাত হওয়া যায়॥২৯॥

মন্তব্য ঃ আত্মা এবং মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। যাঁহারা সেই পার্থক্য বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক মানসিকতাসম্পন্ন হইতে পারেন। যে সাত্ত্বিক, সে উত্তম জিনিস সম্ভোগ করিতে চাহে। যে রজোগুণের বশীভূত, সে বহু কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে। তাহার একটি assertive motive (কিছু করিবার স্পৃহা) থাকে। সবশেষে কখনও-বা তমোগুণের বশীভূত হইয়া মানুষ কর্তব্যকর্মে অবহেলা করে। কিন্তু এইভাবে চলিলে প্রকৃতির হাত হইতে মুক্ত হইবার কোনো আশা নাই। দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, অর্থাৎ দেহ-মনকে যে "আমি" মনে করে, শাস্ত্র-উপদেশ অনুযায়ী চলিয়া সর্বাগ্রে তাহার স্বীয় দেহ-মনকে শুদ্ধ করা প্রয়োজন। জ্ঞানের বিষয় সে কিছুই বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের কথা শুনিলে তাহার বুদ্ধি গুলাইয়া যায়। কাজেই এক করিতে আর এক করিয়া সে নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। সেই কারণে বেদান্তবাদী সাধুবেশী এক ব্যক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন—তোর বেদান্তে মুতে দি। অর্থাৎ, তাহার "বেদান্ত" আবর্জনার ন্যায় ত্যাজ্য।

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২/৪/৫

প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—তিন গুণ বিদ্যমান। জীবাত্মা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু যে নিজেকে গুণত্রয় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝে না, সে তো গুণের প্রেরণাতেই সব কাজ করিবে। তাহার সম্মুখে আত্মার মহিমা কীর্তন করিলে সে জ্ঞানীর ভান করিবে, জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারিবে না। মুখে বলিবে—আমি কোনো গুণের বশ নই। কিন্তু গুণাতীত অবস্থার বোধ না হইলে, অন্তত কথাটি বুঝিবার মতো বুদ্ধির বিকাশ না ঘটিলে জ্ঞানের কথা শুনিলে উপকার তো হয়ই না, বরং বিপরীত ফল হয়। গৃহস্থ হইয়াও সে সন্ন্যাসী সাজিয়া পরিবারের কর্তব্য অবহেলা করে। "অনাসক্ত গৃহস্থ"-এর ভান করিয়া পারিবারিক কর্তব্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। তাহাতে আত্মার উন্নতি ব্যাহত হয়॥২৯॥

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তুমি] সর্বাণি (সকল) কর্মাণি (কর্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্মমঃ বিগতজ্বরঃ ভূত্বা (এবং মমতা ও শোকশূন্য হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ করো)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি কর্মরাশি আমাতে সমর্পণপূর্বক কামনা, মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ করো॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা**=সংন্যস্য+অধ্যাত্মচেতসা। **নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা**=নিরাশীঃ+নির্মমঃ+ভূত্বা। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **সর্বাণি**=সর্ব (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ২য়া বহুবচন। **অধ্যাত্মচেতসা**=অধি+আত্মন্=অধ্যাত্ম; অধ্যাত্মবিষয়কং চেতঃ—কর্মধারয়, তেন—৩য়া একবচন। সংন্যস্য=সম্-নি-অস্+ল্যপ্। **নিরাশীঃ**=নির্ (নাস্তি) আশা যস্য সঃ, নঞ্ বহুব্রীহি। **নির্মমঃ**=নির্ (নাস্তি) মমত্বং যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **বিগতজ্বরঃ**=জ্বর্+অন্=জ্বর; বি-গম্+ক্ত=বিগত; বিগতঃ জ্বরঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। চ=অব্যয়। **যুধ্যস্ব**=যুধ্+লোট্ স্ব॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম কর্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্মৈব কুর্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসান্তর্যাম্যধীনোঽহং কর্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং পুনঃ কর্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম কর্তব্যমিতি? উচ্যতে—ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞে সর্বাত্মনি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা—অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা। কিঞ্চ নিরাশীস্ত্যক্তাশীঃ। নির্মমঃ—মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বম্। নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব। বিগতজ্বরো বিগতসন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রথমে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কর্মের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী কর্তৃত্বাভিমানপূর্বক এবং জ্ঞানী নিরভিমান হইয়া কর্ম করে। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদও ভগবান দেখাইয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞানীদিগকে মুমুক্ষু ও মোক্ষেচ্ছাবর্জিত—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অমুমুক্ষু হইতে মুমুক্ষুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্বক অর্জুনকে মুমুক্ষু অজ্ঞানীর মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জুন! সর্বজ্ঞ ও সর্বজগন্নিয়ন্তা বাসুদেবরূপ আমাতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা সমর্পণ করো। আত্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্ বেদান্তাদি শাস্ত্রের নাম অধ্যাত্মশাস্ত্র। তত্তৎ শাস্ত্রার্থবিচারতৎপর চিত্তের নাম "অধ্যাত্মচেতঃ"। এতদ্দ্বারা আত্মানাত্মজ্ঞানের উদয় হয়। তুমি অধ্যাত্মভাবে অর্থাৎ "আমি কর্তা নহি, অন্তর্যামী পরমেশ্বরের অধীন থাকিয়া ভৃত্যবৎ কার্য করিতেছি, সমস্ত কর্মই তাঁহারই জন্য সম্পাদিত হইতেছে এইভাবে পুত্রদারাদিতে মমতাভিমানবিহীন এবং শোকাদিরূপজ্বরবর্জিত হইয়া তুমি স্বধর্ম কার্যে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও॥৩০॥

মন্তব্য ঃ "অধ্যাত্মচেতসা"—তৃতীয়া বিভক্তি অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনার দ্বারা। কী সেই চেতনা? "আমি" ব্রহ্মের একটি ক্ষুদ্র অংশ। মায়ানিদ্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া জীবন-দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। স্ব-স্বরূপের জ্ঞানলাভই আমার একমাত্র কর্তব্য। সুতরাং, এই স্বপ্ন-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে হইবে। তাই যাহা কিছু কর, ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানে করো। এই জগতের কোনো বস্তুকে আমার ভাবিও না। এই জগতের সব ভোগ্যবস্তুই পরিণামে দুঃখদায়ক—এই বলিয়া সব ত্যাগ করো।

"আমি" চৈতন্যাংশ। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি হইতে আমি সম্পূর্ণ পৃথক। এইগুলিকেই "আমি" ভাবিয়া আমরা দুঃখ পাই। যখনই বুঝিবে, আমি ইহাদের অতীত এবং ব্রহ্মাংশ, তখনই এই জগৎ হইতে আমার আর কিছুই চাহিবার থাকিবে না। কাজেই মমত্ববোধও থাকিবে না॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্মভিঃ॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যে মানবাঃ (যে মনুষ্যেরা) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়াবর্জিত) [হইয়া] মে (আমার) ইদং (এই) মতং (মতের) নিত্যম্ (সর্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করে), তে অপি (তাহারাও) কর্মভিঃ (কর্মসমূহ কর্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাহারা শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াবর্জিত হইয়া আমার এই মতের অনুগমন করে, তাহারাও কর্মজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **মানবাঃ**—মনু+অণ্=মানব, ১মা বহুবচন। **শ্রদ্ধাবন্তঃ**= শ্রৎ+ধা+অঙ্+টাপ্=শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধা+মতুপ্=শ্রদ্ধাবান্; ১মা বহুবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মতম্**=মন্+ক্ত=মত, ২য়া একবচন। **নিত্যম্**=নি+ত্যপ্ নিত্য, ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া (একবচন)। **অনুতিষ্ঠন্তি**=অনু-স্থা+লট্ অন্তি। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন।

অপি=অব্যয়। **কর্মভিঃ**=কৃ+মনিন্‌=কর্মন্‌, ৩য়া বহুবচন। **মুচ্যন্তে**=মুচ্‌+লট্‌ অন্তে। **অনসূয়ন্তঃ**=অসূ+যক্‌+অ+আপ্‌=অসূয়া; অসূয়াম্‌ অনুভবতি—অসূয়া+ণিচ্‌=অসূয়তি, অসূয়+শতৃ, ১মা বহুবচন, ন অসূয়ন্তঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং কর্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্মণি প্রবর্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্বন্তশ্চ। যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্মকুর্বাণাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানিবৎ কর্মভির্মুচ্যন্তে॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ যদেতন্মম মতং কর্ম কর্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তত্তথা—যে মে ইতি। যে মে মদীয়মিদং মতং নিত্যমনুতিষ্ঠন্ত্যনুবর্তন্তে। মানবাঃ মনুষ্যাঃ। শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ। অনসূয়ন্তঃ—অসূয়াং চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্বন্তঃ। মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবংভূতাঃ। কর্মভির্ধর্মাধর্মাখ্যৈঃ॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ঈশ্বরে ফলার্পণপূর্বক বেদবিহিত শুভকর্মের অনুষ্ঠান করাই আমার মত। ইহা অনাদি পরম্পরাসিদ্ধ নিত্য। আমাকে বলপূর্বক কর্মে প্রবর্তিত করিতেছেন, ইহা না ভাবিয়া যাহারা শ্রদ্ধাপূর্বক এই নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্মের ক্ষয় হয় এবং জ্ঞানরূপ অগ্নিদাহে সঞ্চিত কর্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায়। যে প্রারব্ধকর্মে এই শরীর গঠিত হইয়াছে, তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায়।

"অস্য পুত্রা দায়মুপযান্তি। সুহৃদঃ সাধুকৃত্যম্‌। দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যম্‌॥" শ্রুতিঃ

জ্ঞানবান পুরুষের ধনাদি যাহা থাকে, তাহা পুত্র ও শিষ্যাদিতে লইয়া যায়; তৎকর্তৃক নিস্পৃহভাবে যে-পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার ফল তাঁহার সেবক ভক্তগণ গ্রহণ করে; এবং যে-পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল তাঁহার নিন্দাকারী দুষ্টগণ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং, জ্ঞানি-ব্যক্তি কর্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয়॥৩১॥

মন্তব্য ঃ ভগবানের এই উপদেশে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী (শ্রদ্ধাবান) থাকিলে এবং মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অভাব (অনসূয়া) হইলে কর্ম করিতে করিতেই জ্ঞান ও শেষে মুক্তি হইবে—এই কথা শ্রীভগবান নিশ্চয় করিয়া বলিতেছেন। সন্ন্যাসী হওয়ার অর্থ কেবল বাড়ি-ঘর, বাপ-মাকে পরিত্যাগ নহে অথবা কর্মত্যাগও নহে। মন হইতে বাসনাত্যাগই যথার্থ সন্ন্যাসীর লক্ষ্য। শ্রীশ্রীঠাকুর সাংখ্যতত্ত্বের এবং শ্রীশ্রীমা যোগতত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন। ঠাকুর ছিলেন এই সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত, আর মা সংসারে থাকিয়াও পূর্ণ সন্ন্যাসিনী। আবার ঠাকুরই একাধারে গৃহস্থের পূর্ণ আদর্শ! আর আমাদের সন্ন্যাসাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের ধারণা কেমন জান? সন্ন্যাসাশ্রম মানে "ব্যাচেলার্স" আশ্রম, আর গৃহস্থ ঘর মানে গোয়ালঘর! আমাদের দৌড় এই পর্যন্ত। গৃহস্থবাড়িতে পিতা-মাতা কেহই ধ্যান-জপাদি করে না, কেবল আহার-নিদ্রা-আনন্দ। তাহা হইলে সন্তান কেমন করিয়া অনাসক্তি কাহাকে বলে, তাহা শিখিবে?

"অসূয়া" অর্থ অবিশ্বাস। মাঝে মাঝে মনে হইতে পারে, শ্রীভগবান আমাদিগকে "কর্ম"

করিতে উপদেশ দিয়া ঠিক পথে চালাইতেছেন তো? মায়ের দেশের একজন সাধারণ মানুষ সন্ন্যাসী হইয়া মঠের মন্দিরের পিছনের এক চালায় থাকিতেন। সন্ন্যাসোচিত জীবনযাপন করিতে পারিতেন না। কেবল মায়ের কথা শুনিলেই ক্রন্দন করিয়া বলিতেন, "মা কি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন?" সর্বদা জপ করিতেন। শাস্ত্রপাঠাদি কিছু করিতেন না। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় নিজের কতটুকু উন্নতি হইতেছে বুঝিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার মনে এইরূপ অসূয়া ক্রিয়া করিত। শ্রীভগবান বারংবার বলিতেছেন—এই প্রকার সন্দেহ যেন বিন্দুমাত্র না থাকে॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যে তু (আর, যাহারা) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ (মতের নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ না করে), তান্ (তাহাদিগকে) অচেতসঃ (অজ্ঞানী) সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান্ (পুরুষার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানিও)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আর, যে-সকল ব্যক্তি অসূয়াপরবশ হইয়া আমার পূর্বোক্ত মতের অনুসরণ না করে, তাহাদিগকে দুর্বুদ্ধি, সর্বজ্ঞানবিমূঢ় ও পুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিও॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি**=তু+এতৎ+অভ্যসূয়ন্তঃ+ন+অনুতিষ্ঠন্তি। **সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্**=সর্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্+তান্। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **অভ্যসূয়ন্তঃ**= অসূয়া+ণিচ্ (নামধাতু)=অসূয়; অভি-অসূয়+শতৃ, ১মা বহুবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **এতৎ**= এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মতম্**=মন্+ক্ত=মত, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **অনুতিষ্ঠন্তি**= অনু-স্থা+লট্ অন্তি। **তান্**=তদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **অচেতসঃ**=নাস্তি চেত যস্য সঃ—অচেতস্— নঞ্ বহুব্রীহি, ২য়া বহুবচন। **সর্ব-জ্ঞান-বিমূঢ়ান্**=বি-মুহ্+ক্ত=বিমূঢ়; সর্বানি জ্ঞানানি—সর্বজ্ঞানানি— কর্মধারয়; তেষু বিমূঢ়াঃ—৭মী তৎপুরুষ। **নষ্টান্**=নশ্+ক্ত=নষ্ট, ২য়া বহুবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+ লোট্ হি॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতম্ ঈশ্বরার্থং কর্ম কর্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্বস্মিন্ কর্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতা এতন্মে মম মতমভ্যসূয়ন্তো নিন্দন্তো নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্তন্তে সর্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াস্তে সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াঃ। সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি জানীহি। নষ্টান্ নাশং গতান্। অচেতসোঽবিবেকিনঃ॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাহারা গুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অসূয়াপরবশচিত্তে কর্মরাশির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম ও ব্রহ্ম

উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ভগবদ্‌বাক্যের অবহেলনবশতঃ সমস্ত পুরুষার্থের হানি হইয়া থাকে॥৩২॥

মন্তব্য ঃ যে আমার (শ্রীভগবানের) কথায় অবিশ্বাস করে, সে নিজ স্বরূপ কখনও জানিতে পারে না। অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি স্বয়ং দেহমনাদি হইতে পৃথক এবং বিদ্যামায়াবৃত হইয়া পরব্রহ্মের একটি কণাস্বরূপ—এই কথা সে বুঝিতে পারে না। ফলে তাহার মুক্তিলাভের আশা সুদূরপরাহত॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ (নিজ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য করেন), [সুতরাং] ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির বশীভূত হয়), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কী করিবে?)॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কার্য করিয়া থাকেন। যখন সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত, তখন আমার শাসন তাহাদিগকে কী করিতে পারে? (কেননা স্বভাবই বলবান)॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি**=প্রকৃতেঃ+জ্ঞানবান্+অপি। **জ্ঞানবান্**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান; জ্ঞান+মতুপ্=জ্ঞানবৎ, ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **স্বস্যাঃ**=স্ব+(স্ত্রীলিঙ্গে), ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রকৃতেঃ**=প্র-কৃ+ক্তি=প্রকৃতি, ৬ষ্ঠী একবচন। **সদৃশম্**=সমানমেব দৃশ্যতে ইতি—সমান-দৃশ্+কিন্=সদৃশঃ। **চেষ্টতে**=চেষ্ট্+লট্ তে। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **প্রকৃতিম্**=প্রকৃতি, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **নিগ্রহঃ**=নি-গ্রহ্+অপ্, ১মা একবচন। কিং-কিম্ (ক্লীং), ২য়া একবচন। **করিষ্যতি**=কৃ+লৃট্ স্যতি॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্বেঽপি স্বধর্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি। যস্মাদ্ভূতানি সর্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তঃ পরধর্মাননুতিষ্ঠন্তি? স্বধর্মং চ নানুবর্তন্তে? ত্বৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি ত্বচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ? তত্রাহ—সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপম্। চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি। কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ। প্রকৃতির্নাম পূর্বকৃতধর্মাধর্মাদিসংস্কারো বর্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ। সা প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ সদৃশমেব সর্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে। কিং পুনর্মূর্খাঃ? তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্ত্যনুগচ্ছন্তি ভূতানি। নিগ্রহো নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি? মম চান্যস্য বা॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রাজবিধি না মানিলে দণ্ডিত হইতে হয়, সকল লোকের মনে এই আশঙ্কা আছে। তথাচ তাহারা বিধিবিগর্হিত কার্য করে। ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে মহাসঙ্কটে পড়িতে হয়; ইহা জানিয়াও লোকে কেন ভগবদ্বাক্যের অনুসরণ করে না? অর্জুনের এই আশঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন! পূর্বজন্মকৃত ধর্ম ও অধর্ম, জ্ঞান ও ইচ্ছাদির যে সংস্কার তাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয় এবং এই অভিব্যক্ত সংস্কারের নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অতীব প্রবলা, জ্ঞানিপুরুষগণও এতৎ প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। পানভোজনাদি প্রাকৃতিক ব্যবহারকালে পশু, পক্ষী ও বিদ্বান পুরুষ একই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া থাকে। গুণদোষাদির তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিরই বশীভূত হইয়া কার্য করেন। এই প্রকৃতি অবিবেকিগণকে পুরুষার্থভ্রষ্ট করিতেছে দেখিয়াও লোকে তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির এমনই প্রবল প্রেরণা যে, জীব কুকর্ম করিয়া উৎকট দণ্ড পাইবে, ইহা জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চাহে না। ইহাতে রাজদণ্ডের ন্যায় তাহারা ভগবদাজ্ঞায় ভয় করিবে কোথা হইতে?॥৩৩॥

মন্তব্য ঃ যাহাদের বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে তাহারা কর্তব্য-অকর্তব্য বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিতে পারিলেই সব হইল না। দীর্ঘ কাল অবিরাম পরম শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সাধনা না করিলে (উপায়তঃ) বহু জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসবশতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের দিকে যথেচ্ছভাবে ধাবিত হয়। কিছুতেই উহাদের রোধ করা যায় না। সুতরাং, কেবল বাহ্যগত ইন্দ্রিয়-নিরোধের দ্বারা আত্মজ্ঞানের পথে চলিতে পারা যায় না। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তি অপরের নিকট সম্মানলাভের জন্য নানা প্রকার কঠোরতা করিয়া দেহক্ষয় করে। ইহাতে লাভ কিছুমাত্র হয় না, বরং nerve (স্নায়ু) অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়ে। অত্যন্ত দৃঢ়, বলিষ্ঠ স্নায়ু না থাকিলে আত্মজ্ঞানলাভ সুদূরপরাহত। অতীতে রাজন্যবর্গের এইরূপ স্নায়ু ছিল ("রাজর্ষয়োঃ বিদুঃ")। তাঁহারা বাল্যকাল হইতেই জানিতেন, আমি "নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব"। ফলে কোনো কিছুই তাঁহাদের উত্তেজিত করিতে পারিত না। আর তখনই উত্তম রাজ্যশাসন সম্ভব হইত। আমাদের স্নায়ু দুর্বল। অল্পেতেই উহা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। হৃষীকেশে অনেক সাধু দেখা যায়—গ্রীষ্মকালে সারাদিন সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকে। দারুণ শীতে হিমজলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া থাকে। উত্তপ্ত বালুতে সারাদিন শুইয়া থাকে। দুই-চারি বৎসরের মধ্যেই তাহারা শিষ্য করিয়া ফেলে। কিন্তু এতে কি ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়? জ্ঞান না হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সম্ভব নহে।

আমাদিগের ন্যায় যাহাদের ইন্দ্রিয়ের উপর কোনো কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা জ্ঞানলাভই সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করে, তাহারা যদি নিষ্ঠার সহিত সেই সাধনা ধরিয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে বিবেকবুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়া কালে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে। অবশ্য এইভাবে এই পথে চলিলেও সর্বদা জ্ঞানবিচার আবশ্যক। তাহা না হইলে সহসা কোনো বিষয়ে ভ্রম হইয়া পতন হইতে পারে। যদি সাধক এই অবস্থায়ও নিজের দুরবস্থা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্বকৃত সাধনার সংস্কারবশে

যেখান হইতে নামিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এই জীবনেই মুক্তিলাভ পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবেন।

Chemistry Laboratory-তে (রসায়নাগারে) নানা প্রকার chemical (রাসায়নিক দ্রব্য) মিশাইয়া বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার সময়ে কোনোরূপ ত্রুটি হইলে তাহা নিষ্ফল হয়; এমনকী, নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে। তেমনই এই সাধনপথে খুব সাবধান না হইলে পতন ও বিষম দুর্দশা যেকোনো সময়ে উপস্থিত হইতে পারে। তাই স্বামীজী অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে "exact science" বলিতেন। স্বামী সারদানন্দজীর নিকট একটি বালক আসিত। শিশুকাল হইতে সে অনেক সাধুসঙ্গ করিয়াছে। পরে সঙ্ঘে যোগদান করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন (স্বামী প্রেমেশানন্দজীর জীবদ্দশায়) সে সাধনপথে ভুল করায় সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া মহাদুর্ভোগে প্রপীড়িত। এইরূপ বহু ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিতদের মধ্যেও দেখা যায়।

প্রত্যেক মানুষের দেহ ও মনে তাহার স্বীয় পরিবার, জন্মস্থান ইত্যাদির সংস্কার থাকে। যখন তাহার আত্মোপলব্ধি হয়, জ্ঞান হয়, তখন সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পায় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি হইতে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। (দ্রষ্টব্য ঃ "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ...পরতস্তু সঃ"—গীতা, ৩/৪২) কিন্তু দেহ-মন-বুদ্ধিতে যে-অভ্যাস জ্ঞান হইবার পূর্বে ছিল, তাহা দেখিতে পূর্ববৎই মনে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর মানবিক দৃষ্টিতে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান কামারপুকুরের গ্রাম্য ভাষায় তিনি কথা বলিতেন। অর্থাৎ, জ্ঞানলাভের পর ভাষা, আচার-ব্যবহার সবই নতুন আকার ধারণ করিবে—এইরূপ ভাবিবার প্রয়োজন নাই। স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানলাভের পূর্বে ও পরেও দারুণ ঝাল খাইতেন। মথুরাদাস বাবাজী প্রচণ্ড শীতে থরথর কম্পিত হইতেছেন, কিন্তু বলিতেছেন, "অন্দর হিলতা নেহী।" অর্থাৎ, বাহিরের কম্পন বাহিরেই আছে, অন্তরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ, তিনি তো স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, তিনি স্বয়ং এই দেহরূপ গাড়ি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেহ নিজের ক্রিয়া যথারূপ করিয়া চলিয়াছে মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, কেরানি জেল হইতে বাহির হইয়া কি ধেইধেই করিয়া নাচিবে? তাহা নহে, সে আবার কেরানির চাকুরি খুঁজিবে। অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া জনক রাজার সভাসদবৃন্দ হাস্য করিতেছে দেখিয়া মুনি বলিয়াছিলেন, "আমি এত চামার একসঙ্গে দেখিনি।" অর্থাৎ, ইহারা সকলে চামড়ার খরিদ্দার; তাই মুনির বিকৃত শারীরিক গঠনটাই দেখে, মুনির আত্মস্বরূপতাকে দেখে না॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সকল ইন্দ্রিয়ের) অর্থে (বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নির্দিষ্ট আছে); তয়োঃ (সেই উভয়ের) বশং (বশীভূততা) ন আগচ্ছেৎ (প্রাপ্ত হইবে না); হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (জীবের) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে; এই উভয়ই জীবের পরম শত্রু। অতএব, কদাচ উহাদের বশীভূত হওয়া কর্তব্য নহে॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে=ইন্দ্রিয়স্য+ইন্দ্রিয়স্য+অর্থে। **তয়োর্ন**=তয়োঃ+ন। **বশমাগচ্ছেৎ**= বশম্+আগচ্ছেৎ। **ইন্দ্রিয়স্য**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; ৬ষ্ঠী একবচন। **অর্থে**=অর্থ+ঘঞ্=অর্থ অথবা ঋ+থন্=অর্থ, ৭মী একবচন। **রাগ-দ্বেষৌ**=রন্জ্+ঘঞ্=রাগ; দ্বিষ+ঘঞ্=দ্বেষ; রাগশ্চ দ্বেষশ্চ= রাগ-দ্বেষ—দ্বন্দ্ব সমাস, ১মা দ্বিবচন। **ব্যবস্থিতৌ**=বি-অব-স্থা+ক্ত=ব্যবস্থিত, ১মা দ্বিবচন। **তয়োঃ**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **বশম্**=বশ্+অপ্=বশ; (ক্লীব), ২য়া একবচন। ন=অব্যয়। **আগচ্ছেৎ**=আ-গম্+ বিধিলিঙ্ যাৎ। **হি**=অব্যয়। **তৌ**=তদ্ (পুং), ১মা দ্বিবচন। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **পরিপন্থিনৌ**=পরি-পন্থ+ণিনি=পরিপন্থিন্, ১মা দ্বিবচন॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্কাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। (ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতিবীপ্সয়া সর্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকম্ ইত্যুক্তং) অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ, প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্তয়তি, শাস্ত্রন্তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষ-প্রতিবন্ধকে পরমেশ্বর-ভজনাদৌ তং প্রবর্তয়তি, ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্মে প্রবর্তিতব্যমিত্যুক্তম্॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদি সর্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে। ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি। ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে—ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে। ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোঽনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যং ভাবিনৌ। তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে। শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্বমেব রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ। যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্যে পুরুষং প্রবর্তয়তি যদা তদা স্বধর্মপরিত্যাগঃ পরধর্মানুষ্ঠানং চ ভবতি। যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি। ন প্রকৃতিবশঃ। তস্মাত্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ। যতস্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্তারৌ। তস্করাবিব পথীত্যর্থঃ॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, রসনা, ঘ্রাণ এবং বাক, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু—এই দশ ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, গমন, আনন্দ ও মলত্যাগ দশটি বিষয় বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতির অনুকূল। যদি কদাচিৎ তত্তাবৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তথাচ জীবগণের তাহাতেই অনুরাগ থাকে। আবার যদি কোনো বিষয়

ইন্দ্রিয়প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রবিহিত হইলেও জীবের তাহাতে বিদ্বেষ-বুদ্ধিরই উদয় হয়। রাগ ও দ্বেষ—এই উভয়ই পরিহার করা মানুষের কর্তব্য। পরস্ত্রীগমনে মহাপাপ এবং অনিষ্ট হয় জানিয়াও ইন্দ্রিয়সুখসাধক বলিয়া উহাতে অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগই পরনারীগমনে প্রবৃত্তি দেয়। আবার, সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম স্বর্গফলাদিপ্রদ হইলেও ইন্দ্রিয়সুখসাধক নয় বলিয়া উহাতে বিদ্বেষ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের রাগ ও দ্বেষ—এই দুই বুদ্ধির উপশম করিতে পারিলেই জীব যথাবৎ নিজ কল্যাণসাধন করিতে পারে। তখন শাস্ত্রবিহিত উপদেশের মর্যাদা লঙ্ঘন করে না। তখন আপনা-আপনিই পরদারাভিগমনে নিবৃত্তি ও সন্ধ্যাবন্ধনাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিচারজনিত জ্ঞানপ্রভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক রাগদ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে। যে পর্যন্ত এই স্বাভাবিক রাগদ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্যন্ত মুমুক্ষুর সাধু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। এই রাগদ্বেষরূপ বিষম দৃষ্টিই জীবকে বহুবিঘ্নবিড়ম্বিত করে। অতএব, বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাগদ্বেষকে অবশ্যই বিদূরিত করিবেন॥৩৪॥

মন্তব্য ঃ শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ অনুসারে চলিবে। নিজের খেয়ালখুশিমতো চলিবে না। যে-সাধক জ্ঞানলাভেচ্ছু, সে যদি দৈনন্দিন জীবনে "ইহা পছন্দসই, ইহা অপছন্দ"—এই ভাবিয়া বৃথা কালক্ষেপ করে, তাহা হইলে সে কখন ঈশ্বর-পাদপদ্মে মন অর্পণ করিবে? অর্থাৎ, খুঁতখুঁতে মন লইয়া কখনোই ঈশ্বরচিন্তা করা যায় না। Practical জীবনে আমরা অনেকসময় নিজের স্বভাবকে সংহত করিয়া থাকি, যথা ঔষধ তিক্ত হইলেও গ্রহণ করি, অথবা নিত্যকৃত্য না করিয়া ক্ষুধার্ত হইলেও আহার করি না, কিংবা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া পশুবলি দিই না—ইত্যাদি। অর্থাৎ, দেখিতে হইবে কোন্‌টি আমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ, সেখানে সেইভাবেই চলিতে হইবে। রাগ-দ্বেষ, পছন্দ-অপছন্দের স্থান সেখানে নাই॥৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥৩৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্মাৎ (পরধর্ম হইতে) বিগুণঃ (অঙ্গহীন) স্বধর্মঃ (স্বধর্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), স্বধর্মে (স্বধর্ম পালনে) নিধনং (নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর) পরধর্ম (পরধর্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল। স্বধর্মপালনে দেহান্ত হইলেও কল্যাণলাভ হয়॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ **স্বনুষ্ঠিতাৎ**=সু+অনুষ্ঠিতাৎ। **সু-অনুষ্ঠিতাৎ**=অনু-স্থা+ক্ত=অনুষ্ঠিত; অপেক্ষার্থে ৫মী। **পরধর্মাৎ**=ধৃ+মন্=ধর্ম; পরস্য ধর্মঃ—পরধর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; অপেক্ষার্থে ৫মী। **বিগুণঃ**=বি-গুণ+অচ্=বিগুণ, ১মা একবচন। বিগতঃ গুণঃ যস্মাদ্ সঃ—বহুব্রীহি। **স্বধর্মঃ**=ধৃ+মন্=ধর্ম; স্বন্+ড=স্ব; স্বস্য ধর্ম—স্বধর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **শ্রেয়ান্**=প্রশস্য+ঈয়সুন্=শ্রেয়স্ (পুং), ১মা একবচন। স্বধর্মে—স্বস্য ধর্ম—স্বধর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **নিধনম্**=নি-ধা+ল্যুট্;=নিধন,

(ক্লীব), ১মা একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্=শ্রেয়স্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **পরধর্মঃ**=পরস্য ধর্মঃ—পরধর্ম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **ভয়াবহঃ**=ভয়+আ+বহ্+অচ্=ভয়াবহ, (পুং) ১মা একবচন॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্মে প্রবর্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধর্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্যা কৃতাদপি পরধর্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি প্রাপকত্বাৎ পরধর্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা—পরধর্মোঽপি ধর্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি। তদসৎ—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্মঃ স্বকীয়ো ধর্মো বিগুণোঽপ্যনুষ্ঠীয়মানঃ পরমধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্‌গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি। স্বধর্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ। কস্মাৎ? পরধর্মো ভয়াবহঃ। নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি রাগদ্বেষাদিযুক্ত। যুদ্ধ করিলে মনের এই হীন প্রবৃত্তিগুলিই অধিক উত্তেজিত হইবে। যদি কর্মের দ্বারাই প্রকৃতি শুদ্ধ করিতে হয়, তবে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক অহিংসাসুলভ ভিক্ষান্ন ভোজন আদি কর্মের দ্বারা জীবনাতিবাহন করা ভাল। অর্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান বলিতেছেন যে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম বিহিত ধর্মই মনুষ্যের নিজনিজোচিত "স্বধর্ম"। তপশ্চর্যা ব্রাহ্মণের "স্বধর্ম", উহা ক্ষত্রিয়ের "স্বধর্ম" নহে। যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের "স্বধর্ম", কিন্তু ব্রাহ্মণের "পরধর্ম"। কেবল ঈশ্বরের নামস্মরণাদি সাধারণ ধর্ম—মনুষ্যমাত্রেরই স্বধর্ম। বর্ণাশ্রমোচিত মন্ত্র, দেবতা প্রভৃতি কর্মাঙ্গসকল পরিহারপূর্বক যে-ধর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা "বিগুণ"। স্বধর্ম বিগুণ হইলেও সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এই জন্য স্বধর্মসাধনপূর্বক প্রকৃতি নির্মল করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। কেননা, স্বকর্তব্যপালন-জন্য স্বর্গাদি লাভ হয়। পরধর্ম উত্তম হইলেও তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধতাবশতঃ তাহা শুভফলদায়ী হইবে না। যে ঔষধটি একজন রোগীর ধাতুবিশেষে উপকার করিল, তাহা তাহার পক্ষেই অত্যুৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যরূপ ধাতুবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি তাহা সেবন করিলে তাহাতে শুভ ফল ফলিবার আশা নাই। ঔষধ উৎকৃষ্ট বা মূল্যবান হইলেই যে উপকারী হইবে, তাহা নহে। মনে কর, বাতব্যাধির ঔষধ মূল্যবান; কিন্তু তুমি আমাশয়রোগগ্রস্ত। যদি নিজ ধনাভিমানে মত্ত হইয়া মনে কর যে, আমি স্বল্পমূল্যের ঔষধ কেন সেবন করিব? বাতব্যাধির যে-মূল্যবান ঔষধ আছে, উহাই ব্যবহার করি। উহাতে তোমার ব্যাধির শান্তি হইবে না, বরং উৎকট ও ভয়ানক শারীরবিকার উৎপন্ন হইতে পারে। যে ধর্ম সত্ত্বগুণীর অনুষ্ঠেয়, রজোগুণী তাহার আচরণ করিলে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এই জন্য রজোগুণী রজোগুণোপযোগী ধর্মের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণভাবে করিলেও তাহাতে সুফল ফলিবে॥৩৫॥

মন্তব্য ঃ সেই কালে সমাজ একটি organized trade guild (সুসংবদ্ধ বৃত্তিভিত্তিক সংগঠন) ছিল। অর্থাৎ, সমগ্র সমাজ বিভিন্ন বৃত্তিসেবক বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিল। শাস্ত্রানুসারে যদি কোনো বৃত্তিধারী সমাজসেবার মনোভাব লইয়া কর্ম করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বর্গলাভ করিবে এবং নিষ্কামভাবে সেবা করিলে তাহার মুক্তি হইবে। সেই ব্যক্তি যেকোনো পদাসীন বা বৃত্তিধারী হউক না কেন, এই স্বর্গ বা মুক্তির অধিকার সকলেরই সমান। কিন্তু কাহারও যদি স্ব-বৃত্তিতে অনাহারে থাকিয়া প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তথাপি তাহার স্ব-বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যের বৃত্তিগ্রহণ করা কর্তব্য নহে; কারণ সেক্ষেত্রে তাহার নিজের সুবিধা হইলেও সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে, এক জনের জন্য দশ জনের ক্ষতি সাধিত হইবে॥৩৫॥

অর্জুন উবাচ
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥৩৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশসম্ভূত) অথ (তবে) কেন (কাহার দ্বারা) প্রযুক্তঃ (প্রেরিত হইয়া) অয়ং (এই) পূরুষঃ (মনুষ্য) অনিচ্ছন্নপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ ইব (যেন বলপূর্বক) নিয়োজিতঃ (নিযুক্ত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে)॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্বক পাপে প্রেরণা করে?॥৩৬॥

ব্যাকরণ ঃ **অনিচ্ছন্নপি**=অনিচ্ছন্‌+অপি। **বলাদিব**=বলাৎ+ইব। অর্জুনঃ=অর্জ+উনন্‌। **উবাচ**=ব্রূ বা বচ্‌ লিট্‌ অ। **বার্ষ্ণেয়**=বৃষ্ণি+ষ্ণেয়। **অথ**=অব্যয়। **কেন**=কিম্‌ (পুং) ৩য়া একবচন। **প্রযুক্তঃ**= প্র-যুজ্‌+ক্ত। **অয়ম্‌**=ইদম্‌ (পুং), ১মা একবচন। **পূরুষঃ**=পূর+উষন্‌, ১মা একবচন। **অনিচ্ছন্‌**= নঞ্‌-ইষ্‌+শতৃ (পুং) ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **বলাৎ**=বল্‌+অচ্‌ ৫মী একবচন। **নিয়োজিতঃ**= নি-যুজ্‌+ণিচ্‌+ক্ত। **ইব**=অব্যয়। **পাপম্‌**=পা+প, ২য়া একবচন। **চরতি**=চর্‌+লট্‌ তি॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইত্যুক্তং তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ॥৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ যদ্যপ্যনর্থমূলং ধ্যায়তো বিষয়ান্‌—রাগদ্বেষৌ পরিপন্থিনাবিতি চোক্তম্‌। বিক্ষিপ্তমনবধারিতং চ যদুক্তং তৎ সংক্ষিপ্তং নিশ্চিতং চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জুন উবাচ। জ্ঞাতে হি তস্মিংস্তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি—অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্‌—রাজ্ঞেব ভৃত্যঃ—অয়ং পাপং কর্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত। বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ॥৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পরদারাভিগমন আদি নিষিদ্ধ কর্ম অথবা শত্রুনাশার্থ শ্যেন যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম নিন্দিত এবং হে ভগবন্! তুমি যেরূপ কর্মের ব্যাখ্যা করিলে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা জানিয়াও মনুষ্য শ্রেষ্ঠকার্য ছাড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কেন নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত হয়? মনুষ্যকে স্ব-তন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। স্ব-তন্ত্র হইলেই মনুষ্য ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে পারিত। তোমার আজ্ঞাপালনে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না কেন? কোন্ অদৃশ্য হেতু বলপূর্বক আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে? ইহা তুমি ব্যাখ্যা করো। আমিও বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই কুলের কুলপাবন দেবতা। অতএব, আমার সংশয় ভঞ্জন করো॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) এষঃ কামঃ (এই কাম), এষঃ ক্রোধঃ (ইহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়); ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (ইহাকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিও)॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—এই কামই ক্রোধস্বরূপ ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। ইহা দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র। এই কামকেই বিষম বৈরী জানিবে॥৩৭॥

ব্যাকরণ ঃ **বিদ্ধ্যেনমহি**=বিদ্ধি+এনম্+ইহ। **রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ**=রজঃ এব গুণঃ—বিশেষ্যং বিশেষ্যেণ বহুলম্—ইতি বিশেষণ সমাস (কর্মধারয়)=রজোগুণঃ। **সমুদ্ভবঃ**=সম্-উৎ-ভূ+অপ্ (ভাবে)। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবঃ—৫মী তৎপুরুষ (জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ ইতি ৫মী) **এষ**=এতদ্ (পুং), ১মা একবচন [কাম ও ক্রোধের বিশেষণ (সর্বনাম) বলিয়া পুংলিঙ্গ]। **কামঃ**=কম্+ঘঞ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **ক্রোধঃ**=ক্রুধ্+ঘঞ্ (ভাবে)। **মহাশনঃ**=অশ্+অনট্=অশনম্; মহৎ অশনং যস্য—মহাশনঃ—বহুব্রীহি। **মহাপাপ্মা**=পা+মন্=পাপ্ম; মহান্ পাপ্মা=মহাপাপ্মা, কর্মধারয়। **ইহ**=ইদম্ শব্দের ৭মী স্থানে ইহ আদেশ হয়। **এনম্**=এতদ্ (পুং) ২য়া একবচন ("এতম্" এর বিকল্প রূপ)। **বৈরিণম্**=বীর+অণ্=বৈরম্; বৈরম্ অস্য অস্তি ইতি—বৈর+ইন্=বৈরিন্, (পুং) ২য়া একবচন, বৈরিণম্ কর্মনি ২য়া, বিদ্ধি ক্রিয়ার কর্ম। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব; ননু ক্রোধোঽপি পূর্বং ত্বয়োক্তঃ, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র? সত্যং, নাসৌ ততঃ পৃথক, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ এব কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে। অতঃ পূর্বং পৃথকৃত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়ত ইতি সূচিতম্, এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ

দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ॥৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি। শ্রীভগবানুবাচ। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা[১]॥ ঐশ্বর্যাদিষট্‌কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবদ্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ততে॥ উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি[২]॥ উৎপত্ত্যাদিবিষয়ং চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি। কাম ইতি। কাম এষ সর্বলোকশত্রুঃ। যন্নিমিত্তা সর্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্। স এষ কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতে। অতঃ ক্রোধোঽপ্যেষ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজশ্চ তদ্‌গুণশ্চেতি রজোগুণঃ। স সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ। কামো হ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্তয়তি। তৃষ্ণয়া হ্যহঙ্কারিত ইতি দুঃখিতানাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে। মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনঃ। অতএব মহাপাপ্মা। কামেন হি প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং করোতি। অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্॥৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কামই সকল কার্যের প্রবর্তক। কামের দ্বারাই প্রাণীর বিষম অনর্থপাত হইয়া থাকে। যদি বল কামের ন্যায় ক্রোধও অনর্থকারী—তাহাতেই ভগবান বলিতেছেন, কামই ক্রোধের রূপ ধারণ করে। জীব যে-বস্তুর কামনা করে, তাহা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এই কামের নিবৃত্তি হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। দুঃখরাশি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। কাম রজোগুণজ, সুতরাং দুঃখদায়ী।

সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাম আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায়। নিবৃত্তি ব্যতীত কামরূপ বৈরিনিপাতের উপায়ান্তর নাই। কাম অপরিমিতভোজী (মহাশন)। যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু পাইলেও উহার পূর্তি বা তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥"
"যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষাং ত্যজেৎ॥"[৩]

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না। ঘৃত-কাষ্ঠাদি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ বর্ধিত হয়। যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি-যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো-অশ্বাদি পশু, পরমা সুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্যপদার্থ কামি-ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তিলাভ হয় না। তবে অল্পভোগে কীরূপে শান্তি হইবে? এতদ্‌বিচারপূর্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে। কামই তাবৎ দুঃখকর কার্যের প্রবর্তক॥৩৭॥

---

১ বিষ্ণুপুরাণ, ৬/৫/৭৪
২ তদেব, ৬/৫/৭৮
৩ মনু, ২/৯৪; মহাভারত, আদিপর্ব, ৮৪/১২-১৩ এবং বিষ্ণুপুরাণ, ৪/১০/৯-১০

মন্তব্য ঃ এই কাম-ই ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়। আর কামনার উদ্ভব রজোগুণ হইতে। কামনা আর কিছুই নহে, কেবল দিনরাত চাই চাই। মান চাই, অর্থ চাই, সুখ চাই। "আমি চাহি না"—এই কথা বলিবার লোক নাই। এবং "চাওয়া" কখনও নিবৃত্ত হইতে দেখি না। ইহা "মহাশনঃ"—দুষ্পূরণীয় "মহাপাপ্মা", মুক্তিলাভের পথে মহাপ্রতিবন্ধক-স্বরূপ বাসনা। মন হইতে এই বাসনা ত্যাগ করিতে চাহিলে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে—আমি স্বরূপতঃ কী? বিচার করিলেই বুঝা যাইবে, আমি দেহ নহি, আমি মন নহি, আমি বুদ্ধি নহি। সন্ন্যাসীদের তো এই-ই বিচার। শাস্ত্র সকলকে সন্ন্যাসী হইবার উপদেশ করেন নাই। বৌদ্ধ আমলে চাষাভুষা সকলেই সন্ন্যাসগ্রহণ করিল। অহিংসাধর্ম প্রচারিত হইল। রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িল। মুসলমানরা দেশ আক্রমণ করিল। প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই। ক্রমশঃ সারা দেশে মুসলিম শাসন কায়েম হইল। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসের জের আজও পর্যন্ত চলিতেছে।

সন্ন্যাসী হইবে খুব কম। যাঁহারা মোক্ষপরায়ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিচারবান, বৈরাগ্যপ্রবণ অন্তর—তাঁহারাই সন্ন্যাসের অধিকারী। বাকি সকলে স্বধর্মপরায়ণ হইয়া অভ্যুদয়ার্থী হইবে। সমাজের কল্যাণ সাধিত হইলে তাহারাও আখেরে লাভবান হইবে॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥৩৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত হয়); [যথা (যেমন)] আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (ময়লার দ্বারা) [আবৃত হয়]; যথা চ (যেমন) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ আবৃতঃ (গর্ভ আবৃত), তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামের দ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হয়)॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যেমন ধূম অগ্নিকে ও রজোরূপ মল দর্পণকে আবৃত করে এবং যেমন জরায়ুচর্ম গর্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করে॥৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ **ধূমেনাব্রিয়তে**=ধূমেন+আব্রিয়তে। **বহ্নির্যথাদর্শো মলেন**=বহ্নিঃ+যথা+আদর্শঃ+মলেন। **যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা**=যথা+উল্বেন+আবৃতঃ+গর্ভঃ+তথা। **তেনেদমাবৃতম্**=তেন+ইদম্+আবৃতম্। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **ধূমেন**=ধূম, করণে ৩য়া। **বহ্নিঃ**=বহ্+নি (কর্তৃবাচ্যে)। **চ**=অব্যয়। **মলেন**=মৃজ্+কল (কর্মবাচ্যে), করণে ৩য়া একবচন। **আর্দশঃ**=আ-দৃশ্+অল্, কর্তায় ১মা (পুং) একবচন। **আব্রিয়তে**=আ+বৃ+কর্মণি লট্ তে। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **উল্বেন**=উচ্+বন্=উল্বম্ (ক্লীব), করণে ৩য়া একবচন। গর্ভঃ=গৄ+ভন্ (পুং) ১মা একবচন। **আবৃতঃ**=আ-বৃ+ক্ত (পুং) ১মা একবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **তেন**=তদ্, ৩য়া একবচন (করণে—কামেন ইত্যর্থ)। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন (ইদম্=জ্ঞানম্)। **আবৃতম্**=আ-বৃ+ক্ত, (ক্লীব) ১মা একবচন॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন

বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্মণা গর্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং বৈরীতি? দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি—ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকোঽপ্রকাশাত্মকেন। যথা বাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুনা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভঃ। তথা তেনেদমাবৃতম্॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অন্তঃকরণ স্থূলশরীরের দ্বারা আবৃত। এই অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত কাম বারংবার বিষয়চিন্তনবশতঃ ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া উঠে। ধূম যেমন অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার হানি করে, জরায়ু যেমন জীবের স্বরূপ দেখিতে দেয় না, সেইরূপ কাম প্রথম অবস্থায় জ্ঞানের তেজ মলিন করে, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের প্রতিভার হানি করে, তৃতীয় অবস্থায় জ্ঞানকে আদৌ প্রকাশিত হইতে দেয় না। অতএব, কামই জীবের প্রধান বৈরী॥৩৮॥

মন্তব্য ঃ পরব্রহ্ম খেলার ছলে বিদ্যামায়ার সাহায্যে নিজেকে বহুধাবিভক্ত করেন। তাহার ফলে যেন ব্রহ্মের প্রত্যেকটি অংশ এক-একটি জীবাত্মায় পরিণত হয়। তখন সেই জীবাত্মা নিজেকে যদিও সচ্চিদানন্দস্বরূপ বোধ করে, তথাপি অনন্ত ব্রহ্মের তুলনায় তাহা এক কণামাত্র। তাহার পর সেই জীব অবিদ্যামায়ার কারণে আবৃত বা আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। যখন আমরা নিদ্রিত হই তখন "আছি কি না আছি" কিছুই বোধ হয় না। কখনও কখনও একটু চৈতন্যের বিকাশ ঘটিলে আমরা সুস্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া থাকি। মায়াবৃত জীবের জীবনরহস্য এই শ্লোক কয়টিতে বলা হইয়াছে। মায়ানিদ্রায় ঘুমন্ত জীব দেখে যে, সে মন-বুদ্ধিতে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পর মন-বুদ্ধি হইতে একটি স্থূলদেহ তৈরি হয়। ঐ স্থূলদেহের সহিত বাহ্যজগৎ নামক আরও এক বস্তুর সংযোগ ঘটে এবং সেই বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে জীবের সুখ-দুঃখ বোধ হয়।

যাহারা এই সুখ-দুঃখরূপ বোধ লইয়া থাকিতে চাহে, তাহারা নানা ধরনের অভ্যুদয়াত্মক কর্মে ব্যস্ত থাকে। আর যাহাদের এই সুখ-দুঃখের আবর্তন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এই বাহ্যজগৎ হইতে ইন্দ্রিয়কে গুটাইয়া লইতে (প্রত্যাহার করিতে) হয়। আবার সেই সংযত ইন্দ্রিয়সকলকে মনে এবং মনকে বুদ্ধিতে বিলীন করিতে হয়। এইরূপে দীর্ঘ কাল মায়ার খেলা বন্ধ থাকিলে অন্তরের গভীরে স্ব-স্বরূপের জ্ঞান বিকশিত হয়। এই জীবনের ইহাই mechanism (কর্মরহস্য)। এই বিষয়ে মানুষকে মৌখিক উপায়ে বুঝানো যায় না বলিয়া জ্ঞানিগণ মানুষকে আত্মসংযমের বহু প্রকার পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই অধ্যাত্মজীবনের একমাত্র জানিবার বিষয়।

সাধারণতঃ বৈরাগ্যবান সাধুদের মধ্যে গৃহস্থগণ বিশেষ কিছুই লক্ষণীয় দেখেন না। কেবল দেখেন—ইঁহারা বেশ আছেন! তাহার ফলে গৃহস্থগণ নিজেদেরই ফাঁকি দিয়া থাকেন। ভাবেন—আমাদের সহিত ইঁহাদের চালচলনে তো কোনো তফাত নাই!॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (কামরূপ) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন চ (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হইয়া থাকে)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলোপম কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ চ=অব্যয়। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, **সম্বোধনে** ১মা একবচন। **এতেন**=এতদ্, ৩য়া একবচন (পুং)। **অনলেন**=অন+কল (কর্তৃবাচ্যে) অনল; ৩য়া একবচন (করণে ৩য়া) ন অলঃ তৃপ্তি যস্য—বহুব্রীহি। **দুষ্পূরেণ**=দুর্-পূর্+ক=দুষ্পূরঃ, ৩য়া একবচন। **কামরূপেণ**=কামঃ রূপম্ অস্য—কামরূপ—বহুব্রীহি; ৩য়া একবচন। **জ্ঞানিঃ**=জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানিন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **নিত্যবৈরিণা**=বীর+অণ্=বৈরম্; বৈর+ইন্=বৈরী; নিত্যং বৈরী—তেন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্ (ভাবে)। **আবৃতম্**=আ-বৃ+ক্ত, (ক্লীব), ১মা একবচন ("জ্ঞান" শব্দের বিণ)॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদং শব্দনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতম্, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব, পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্যমাণঃ শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তম্॥৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিতি? উচ্যতে—আবৃতমিতি। আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। জ্ঞানী হি জানাতি—অনেনাহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্বমেবেতি। অতো দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব। অতোঽসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী। ন তু মূর্খস্য। স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি—তৃষ্ণয়াঽহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি। ন পূর্বমেব। অতো জ্ঞানিন এব নিত্যবৈরী। কিং রূপেণ? কামরূপেণ। কাম ইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কামরূপঃ। তেন। দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরঃ। তেন। অতস্তেনানলেন নাস্যালং পর্যাপ্তির্বিদ্যত ইত্যনলঃ। তেন॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কাম বিবেকশক্তিকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। কাম যদিচ অবিচারসিদ্ধ বহু সুখের হেতুস্বরূপ, তথাচ উহা পরিহার্য। অবিবেকিগণ বিষয়ভোগকালে কামকে মিত্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়। কামের এই পরিণামবিরস প্রকৃতি জানিয়া জ্ঞানিগণ তাহাকে নিত্যবৈরী মনে করিয়া থাকেন। কাম ইচ্ছা ও তৃষ্ণারূপে জীবগণকে শত্রুর ন্যায় সদাই উত্তেজিত করে। কাষ্ঠঘৃতাদির আহুতি দ্বারা অগ্নি যেমন

উত্তেজিতই হয়, নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ কামনা অশেষবিধ ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। ভোগত্যাগই কামনিবৃত্তির একমাত্র উপায়॥৩৯॥

মন্তব্য ঃ মানুষের স্বভাব হইল—কষ্টে প্রাণান্ত হইতেছে, কিন্তু সুখ পাইলেই ঐ কষ্টকে সে ভুলিয়া যায়। সেই কারণে শ্রীভগবান স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—"নিত্যবৈরিণা"। অর্থাৎ, অনন্ত কাল ধরিয়া এই কাম জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহা দুষ্পূরণীয় অগ্নির ন্যায়। "দুষ্পূরেণানলেন"—বাসনা কিছুতেই মন হইতে যাইতে চাহে না। যতই দেওয়া যায় ততই চাহি, চাহি। মন হইতে বাসনা দূর করিতে হইলে চাহিবার ইচ্ছা জোর করিয়া রোধ করিতে হইবে। এইভাবে অভ্যাস হইলে ঐদিকে মনের এক স্বাভাবিক গতির সৃষ্টি হয়। উহার ভিতরের পুরুষকার জাগ্রত হয়। পূর্বসংস্কার তখন তাহাকে পর্যুদস্ত করিতে পারে না। তখন মন সহজে কাম ও ক্রোধের বশীভূত হয় না॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়); এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনং (দেহাভিমানী জীবকে) বিমোহয়তি (মোহাভিভূত করে)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনটি কামের অধিষ্ঠানভূমি। এতাবতের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে**=মনঃ+বুদ্ধিঃ+অস্য+অধিষ্ঠানম্+উচ্যতে। **এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ**=এতৈঃ+বিমোহয়তি+এষঃ। **জ্ঞানমাবৃত্য**=জ্ঞানম্+আবৃত্য। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয় (নিপাতনে)=ইন্দ্রিয়ম্, (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্ (ক্লীব) ১মা একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **অস্য**=ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন (কামস্য ইত্যর্থঃ)। **অধিষ্ঠানম্**=অধি-স্থা+অনট্। **উচ্যতে**=বচ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। **এষঃ**=এতদ্ (পুং), ১মা একবচন। **এতৈঃ**=এতদ্ (ক্লীব), ৩য়া একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্ (ভাবে), কর্মণি ২য়া একবচন। **আবৃত্য**=আ-বৃ+ল্যপ্। **দেহিনম্**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ; দেহ+ইন্ (অস্তর্থে)=দেহিন্, ২য়া একবচন। **বিমোহয়তি**=বি-মুহ্+ণিচ্ লট্ তি॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে; এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্বস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ—জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্তুং শক্যমিতি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমাশ্রয় উচ্যতে। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেষ কামো জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ রূপরসাদির আশ্রয়স্বরূপ চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়গণ এবং সঙ্কল্পস্বরূপ মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কাম জ্ঞানকে আবৃত এবং দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে॥৪০॥

মন্তব্য ঃ স্থূলদেহ (অন্নময় কোশ ও প্রাণময় কোশ) এবং সূক্ষ্মদেহ (মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশ) দেহীকে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত করিয়া আছে। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই কামের কর্মভূমি॥৪০॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং[১] জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশকারী) পাপ্মানম্ (পাপস্বরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি হি (পরিত্যাগ করো)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব পাপের মূলভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশকারী এই কামকে বিনষ্ট করো॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ**=ত্বম্+ইন্দ্রিয়াণি+আদৌ। **ভরতর্ষভ**=ভরতানাং ভরতেষু বা ঋষভঃ—৬ষ্ঠী বা ৭মী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা একবচন। **তস্মাৎ**=তদ্, ৫মী একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **আদৌ**=আ-দা+কি=আদি, ৭মী একবচন। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; ২য়া বহুবচন। **নিয়ম্য**=নি-যম্+ল্যপ্। **জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞানম্; বি-জ্ঞা+অনট্=বিজ্ঞানম্; জ্ঞানঞ্চবিজ্ঞানাঞ্চ=জ্ঞানবিজ্ঞানে=দ্বন্দ্ব; তয়োঃ নাশনম্=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; নশ্+ণিচ্+ল্যুট্ (অনট্)=নাশনম্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **এনম্**=এতদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **পাপ্মানম্**=পা+মন্=পাপ্মন্ (পুং), ২য়া একবচন। **হি**=অব্যয়। **প্রজহি**=প্র-হন্+লোট্ হি॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশনং, যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত"[২] ইতি শ্রুতেঃ॥৪১॥

১ প্রজহি হ্যেনমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/২১

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য ভরতর্ষভ পাপ্মানং কামং প্রজহিহি পরিত্যজ। এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্। জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ। বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবঃ। তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনো নাশকঃ। তং নাশনং প্রজহিহ্যাত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন পর্বত, দুর্গ আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে থাকিলেই কাম স্বতঃ-ই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই মন বুদ্ধিও ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসে। কেননা, বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে। "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা ভগবান অর্জুনকে মহাশৌর্যবীর্যবন্তকুলসম্ভূত বলিয়া রিপুদলনে উৎসাহিত করিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন পুরুষ সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে। শাস্ত্রোক্ত "বিজ্ঞান" শব্দে কেহ যেন অধুনাতন ব্যক্তিদিগের ন্যায় science বুঝিবেন না। শাস্ত্রোপদেশজনিত আত্মবোধের নাম "জ্ঞান" এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষ জ্ঞানের নাম "বিজ্ঞান"। কামই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া প্রধানরূপে পাপরাশির সূচনা করিয়া থাকে। অতএব, কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ড-দান ও বিনাশ করা কর্তব্য॥৪১॥

মন্তব্য ঃ প্রথমে কাম, ক্রোধ, লোভের বিষয় হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। অর্থাৎ, প্রাথমিক কর্তব্য ইন্দ্রিয়-সংযম। তাহার পর সাধুসঙ্গের মাধ্যমে বিবেক ও বিচারের দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া এই কাম-ক্রোধাদি যে যথার্থই নিজ জীবনে পরিহার্য, সেই কথায় দৃঢ় ধারণা করা প্রয়োজন। পতঞ্জল মুনির মতেও এই ক্রমই সাধকের পক্ষে যথার্থ কল্যাণজনক—তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান। এখানে "তপঃ" বা "তপস্" অর্থাৎ "তপস্যা" অর্থে সেই একই কথা। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবিষয় থেকে দূরে থাকা। তাহার পর সাধুসঙ্গ ও ঈশ্বরধারণা।

শ্লোকে বলা হইয়াছে, ইহা অর্থাৎ কাম "জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্"। এখানে "জ্ঞান"-এর অর্থ পরোক্ষ জ্ঞান—অর্থাৎ, শাস্ত্র পড়িয়া কিংবা গুরুমুখে শুনিয়া যে-ধারণা। এবং "বিজ্ঞান"-এর অর্থ অনুভূত জ্ঞান বা অনুভূতি। বিজ্ঞান অবস্থায় যোগী দেখেন যে, তিনি এই দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে প্রাকৃতিক নিয়মে কোনো সময়ে কোনো বিশেষ কারণে কাম-ক্রোধ-লোভের আকার তাঁহাতে দেখা যায়। যেমন, তোতাপুরীর চিমটা হাতে লইয়া তাড়া লাগানো ইত্যাদি। আসল কথা, সেই সময়ে তাঁহারা মনকে শরীরে প্রয়োগ করিয়া লাগাইয়া রাখেন, নামাইয়া রাখেন। কিন্তু এই কথাও মনে রাখা দরকার, মনকে লইয়া এইরূপ খেলা করিলেও তাঁহারা নিশ্চিত জানেন যে, এই দেহ-মন-বুদ্ধি-অহং হইতে তাঁহারা পৃথক এবং যখনই ইচ্ছা তখনই তাঁহারা ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন। অবতারপুরুষগণের জীবনেও এই সব দেখা যায়। তাঁহারা মায়াধীশ বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। যদিও স্বামীজী বলিয়াছেন, অবতারপুরুষগণ দ্বিতীয় শ্রেণির। প্রথম শ্রেণির তাঁহারাই যাঁহারা সর্বদা সমাধিস্থ থাকেন, যাঁহাদের নাম পর্যন্ত মানুষ জানিতে পারে না॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥৪২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) [দেহাদি হইতে] পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ পরা (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরতঃ (উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা)॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ স্থূলশরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা॥৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ**=পরাণি+আহুঃ+ইন্দ্রিয়েভ্যঃ। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **পরাণি**=পর-মা+ক=পরম্, (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **আহুঃ**=ব্রূ+লট্ অন্তি। **ইন্দ্রিয়েভ্যঃ**=ইন্দ্রিয়, ৫মী বহুবচন। (নিকৃষ্টাদেকোৎকর্ষে) ৫মী। **পরম্**=পৃ+অল, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **মনসঃ**=মনস্, ৫মী একবচন (নিকৃষ্টার্থে)। **তু**=অব্যয়। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তিন্। **পরা**=পর+টাপ্। **যঃ**=যদ্ (পুং) ১মা একবচন। **বুদ্ধেঃ**=বুদ্ধি, ৫মী একবচন (নিকৃষ্টার্থে)। **পরতঃ**=পর+তস্ (পঞ্চম্যাং তসিল্) সঃ—তদ্, ১মা একবচন॥৪২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ; অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ সংকল্পস্য; যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্বান্তরঃ স আত্মা, তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি, দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে॥৪২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহিহীত্যুক্তম্। তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ। দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরস্থত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকম্। তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা। তথা যঃ সর্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্য আভ্যন্তরঃ। যং দেহিনমিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তম্—বুদ্ধেঃ পরতস্তু স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা॥৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ব্যতীত শরীর কোনো কার্যই করিতে পারে না। মনের উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের কার্যচেষ্টা উৎপন্ন হয় না। আবার বুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন মনের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম উৎপন্ন হইতে পারে না। কেননা, সঙ্কল্প নিশ্চয়াত্মক এবং আত্মার সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধিরও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য এতাবতের ক্রমানুসারে

শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"[১]—পরমাত্মা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই॥৪২॥

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রিয় ব্যতীত দেহ তো একটি জড়পদার্থ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই তো অনুভব করা যায়, এই দেহটি চেতন। আবার, মনই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাবতীয় কাজকর্ম করাইয়া থাকে। অবশ্য এখানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথাই বলা হইয়াছে। এবং বুদ্ধি আড়ালে থাকিয়া নিঃশব্দে মনকে নাচাইতেছে—"এটা ভাল নয়, ওটা ভাল", "এটা করব না, ওটা করব"—এইরূপে। মন সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বলিয়া সর্বদা কিছু জিনিস গ্রহণ করিতেছে, কিছু জিনিস বর্জন করিতেছে।

কিন্তু "আমি" এই সবকিছুর সাক্ষী। অথচ এই "আমি"-ই বুদ্ধির সহিত একাত্ম হইয়া সুখ-দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। আমরা দীর্ঘ জীবন, জন্মজন্মান্তরে এইভাবে চলিয়াছি। তাই সর্বদা কাম-ক্রোধ-লোভের সহিত একাত্ম হইয়া রহিয়াছি। ইহা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে সমগ্র ঘটনার স্রোতকে ঘুরাইয়া নিজের দিকে লইয়া আসিতে হইবে। অর্থাৎ, বুদ্ধি তখন মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর হুকুম বন্ধ করিবে। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ অচঞ্চল স্থির হইলে অন্তরে একটি "আমি", "আমি" ধারা বহিতে থাকিবে। এই ধারাই "অস্মিতা"। এবং এই অস্মিতার সাহায্যে ধ্যানে বসিলে দেহ, মন, বুদ্ধি হইতে নিজেকে পৃথক বোধ করা সহজ হইবে। আর তখনই কাম-ক্রোধের কর্মপদ্ধতি, অর্থাৎ, কেমন করিয়া তাহারা মন-বুদ্ধিকে বশীভূত করিতেছে—সেই ব্যাপারে সম্যক জ্ঞানলাভের মাধ্যমে কাম-ক্রোধাদি জয় করা সহজসাধ্য হইবে।

অনেকসময়ে "আমি দেহ নহি, মন নহি" ইত্যাদি ভাবিয়া কেহ কেহ শরীরকে অযথা কষ্ট দিয়া থাকে। এইভাবে শারীরিক অত্যাচার বা কৃচ্ছ্রসাধন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা বা স্বামীজী কেহই পছন্দ করিতেন না। ইহা যথার্থ পদ্ধতি নহে। শাস্ত্রমুখে এবং গুরুমুখে শুনিয়া যথার্থ নিয়ম মানিয়া সাধনভজন করাই "সাধনা"॥৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) পরং (শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (বুদ্ধির দ্বারা) আত্মানং (চিত্তকে) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ করো)॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপে বিদিত হইয়া এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া, এই তৃষ্ণারূপ দুর্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ করো॥৪৩॥

---
১ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/১১

ব্যাকরণ ঃ সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা=সংস্তভ্য+আত্মানম্+আত্মনা। **এবম্**=অব্যয়। **বুদ্ধেঃ**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি, ৫মী একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্ (ক্লীব) ১মা একবচন। **বুদ্ধ্বা**=বুধ্+ক্ত্বাচ্। **আত্মনা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৩য়া একবচন। **আত্মানম্**=আত্মন্, ২য়া একবচন। **সংস্তভ্য**=সম্—স্তভ্+ল্যপ্। **মহাবাহো!**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; সম্বোধনে ১মা একবচন। **দুরাসদম্**=দুর্-আ-সদ্+ক্বিপ্ (পুং) ২য়া একবচন (কর্মণি)। **কামরূপম্**=কাম এব রূপং যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **শত্রুম্**=শদ্+রূ (কর্তৃবাচ্যে)=শত্রু, ২য়া একবচন। **জহি**=হন্+লোট হি॥৪৩॥

তৃতীয়োঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্য-কামাদিবিক্রিয়াঃ, আত্মা তু নির্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ॥৪৩॥

"স্বধর্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্বকর্মভিঃ॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ততঃ কিম্?—এবমিতি। এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বা। সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ। জহ্যেনং শত্রুম্। হে মহাবাহো। কামরূপং দুরাসদম্॥ দুঃখেনাসদ আসদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুরাসদম্। দুর্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি॥৪৩॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নির্মল বুদ্ধির নিশ্চয় সঙ্কল্প দ্বারা মন ক্রমশঃ অবিচলিত হইয়া আসে। মন যত দিন বিচলিত থাকে, তত দিন তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে ব্যাকুল হইয়া নানা দুঃখ, ক্লেশ ও অনর্থের ভাগী হয়। বিচলিত মন ভগবদ্দর্শনাভিমুখ হয় না। এই কামরূপ মহাশত্রু বিনষ্ট না হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আশা নাই। "মহাবাহো" এই সম্বোধনের দ্বারা ভগবান অর্জুনকে তেজস্বী বলিয়া বৈরিনিপাতে উৎসাহিত করিলেন।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার এই—

"উপায়ঃ কর্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা।
উপেয়ো জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্গুণত্বেন কীর্তিতা॥"

জ্ঞাননিষ্ঠার উপায়স্বরূপ কর্মনিষ্ঠাকে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানরূপে এবং কর্মনিষ্ঠার ফলস্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে গৌণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

**ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥১॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—অহম্ (আমি) ইমম্ (এই) অব্যয়ং (অব্যয়) যোগং (যোগ) বিবস্বতে (সূর্যকে) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম); বিবস্বান্ (সূর্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন); মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি প্রথমে সূর্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য নিজ পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু স্বকীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রোক্তবানহমব্যয়ম্**=প্রোক্তবান্+অহম্+অব্যয়ম্। **অহম্**=অস্মদ্—১মা একবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং) ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অল=ব্যয়ঃ; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ=অব্যয়ঃ, ২য়া একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ, (পুং) ২য়া একবচন। **বিবস্বতে**=বি-বস্+মতুপ্=বিবস্বৎ, ৪র্থী একবচন (কথনার্থ প্রেরণার্থকেশ্চ ৪র্থী)। **প্রোক্তবান্**=প্র-ব্রূ+ক্তবতু, (পুং) ১মা একবচন। **বিবস্বান্**=বি-বস্+মতুপ্, ১মা একবচন। **মনবে**=মন্+উ=মনুঃ, ৪র্থী একবচন (কথনার্থক ধাতুর যোগে ৪র্থী) **প্রাহ**=প্র-ব্রূ+লট্ তি। **মনুঃ**=মন্+উ, ১মা একবচন। **ইক্ষ্বাকবে**=ইষ্+ক্সু=ইক্ষুঃ, ইক্ষু-অক্+উণ্=ইক্ষ্বাকু; ৪র্থী একবচন। **অব্রবীৎ**=ব্রূ+লঙ্ দ॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "আবির্ভাবতিরোভাবাবিষ্কর্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বম্পদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংসতি॥"

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্মযোগোপায়ক-জ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ, তমেব ব্রহ্মার্পণাদি-গুণবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ, ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্। স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যোঽয়ং যোগোঽধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ সন্ন্যাসঃ স কর্মযোগোপায়ঃ। যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। গীতাসু চ সর্বাস্বয়মেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা। অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মন্বানস্তং বংশকথনেন স্তৌতি ভগবান্—

ইমমিতি। ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বত আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবানহমব্যয়ং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায়। তেন যোগবলেন যুক্তাস্তে সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুম্। ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম্। অব্যয়মব্যয়ফলকত্বাৎ। ন হ্যস্য সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং ব্যেতি। স চ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ। মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীৎ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত জ্ঞানযোগ কর্মনিষ্ঠারূপ কর্মযোগ দ্বারা লাভ করা যায়। এই জ্ঞানযোগের সনাতনত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সূর্য ও মনু আদি পুরুষপরম্পরাগত উপদেশের উল্লেখ করিলেন। সূর্য ক্ষত্রিয়কুলের বীজস্বরূপ। এই জ্ঞানযোগই প্রথমাবস্থা হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে পুষ্ট ও বলবান করিয়া আসিতেছে। জ্ঞানযোগের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান, এই জন্য উহা অব্যয় এবং উহার মোক্ষরূপ ফলও অব্যয়। এই অব্যয় শক্তির সেবা করিয়াই ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। অর্জুনকে ভগবান ইহাই সঙ্কেত করিলেন॥১॥

মন্তব্য ঃ "ইমং যোগম্" অর্থাৎ এই যোগ বা কর্মযোগ। আমি কী অর্থাৎ আমার স্বরূপ কী, আমার স্বরূপের সঙ্গে দেহ-মন-বুদ্ধির সম্পর্কই-বা কী—এই কথা জানিয়া লইয়া মনকে কোনোরূপে উত্তেজিত হইতে না দিয়া ঈশ্বরের প্রতি মন সর্বদা নিবিষ্ট রাখিয়া কর্ম করাই যথার্থ "কর্মযোগ"।

যেমন, ভৃত্য ষোলো আনা মন দিয়া কর্ম করিল। কর্মান্তে টাকা লইয়া গৃহে ফিরিল—আরামে থাকিবে বলিয়া। গৃহে পরম আরামে থাকাই তাহার উদ্দেশ্য।

সকলেই কথায় কথায় নারায়ণবুদ্ধিতে সেবা করিবার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু চিৎ [নারায়ণ] কী, দেহ-মন-বুদ্ধির প্রক্রিয়াই-বা কী, মানুষের অন্তরে নারায়ণ কোথায় বর্তমান আছেন ইত্যাদি না জানিলে যথার্থ সেবা কেমন করিয়া হইবে?

দেখিয়াছি, কাশীতে সেবকের দল নারায়ণসেবা করিতেছে। বলিতেছে, "অ্যাই নারায়ণ ওঠ, মুখ ধো!"—ইহার নাম নারায়ণসেবা!

স্বামীজীর আদেশে তাঁহার শিষ্যবর্গ তখন সকলে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এখন আর সেই দিন নাই। এখন সব বুঝিয়া-শুনিয়া সাবধানে চলিতে হইবে। নতুবা ঐ সেবাই সেব্যের নিকট অত্যাচারে পরিণত হইবে॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরন্তপ (পরন্তপ)! এবং (এইরূপ) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পুরুষপরম্পরাগত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (বিদিত ছিলেন); ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘ কালে) নষ্টঃ (বিলুপ্ত হইয়াছে)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পরন্তপ! রাজর্ষিগণ এই যোগ পুরুষপরম্পরাগত উপদেশ দ্বারা বিদিত হইতেন। কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **এবম্**=অব্যয়। **পরম্পরা-প্রাপ্তম্**=পরম্-পৄ+অচ্=পরম্পর+টাপ্=পরম্পরা; পরম্পরাতঃ প্রাপ্তঃ—পরম্পরাপ্রাপ্তঃ—৫মী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন (কর্মণি)। **ইমম্**=ইদম্ (পুং) ২য়া একবচন। **রাজর্ষয়ঃ**=রাজা চাসৌ ঋষিশ্চেতি—রাজর্ষিঃ—কর্মধারয়, ১মা বহুবচন। **বিদুঃ**=বিদ্+লিট্ উস্। **পরন্তপ**=পরং (শত্রুং) তাপয়তি (ক্লেশয়তি) ইতি। **পরম্**=তপ্+ণিচ্+খচ্=পরন্তপঃ, সম্বোধনে ১মা একবচন ও বিসর্গলোপ। **যোগঃ**=যুজ্+ঘঞ্, (পুং) ১মা একবচন। **মহতা**=মহৎ (পুং) ৩য়া একবচন, "কালেন" শব্দের বিণ। **কালেন**=কল্+অচ্=কাল, ৩য়া একবচন (অপবর্গে)। **ইহ**=ইদম্ শব্দের ৭মী স্থানে "ইহ" আদেশ হয়। **নষ্টঃ**=নশ্+ক্ত, (পুং) ১মা একবচন॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ, শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। বিদুরিমং যোগম্। স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেন নষ্টোবিচ্ছিন্নসংপ্রদায়ঃ সংবৃত্তঃ। হে পরন্তপ। আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরা উচ্যন্তে। তাঞ্ছৌর্য্যতেজোগভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ। শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই সূক্ষ্ম ও গুহ্য জ্ঞানযোগ নিমি, জনক, কৈকয় আদি রাজর্ষিগণ নিজ নিজ আচার্য পিত্রাদির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। "রাজর্ষি" পদটি রাজা ও ঋষি উভয়তঃ গৃহীত হইলে সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। যখন সর্বাঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত ধর্ম প্রতিপালিত হয়, তখনই মহাত্মাগণ এই জ্ঞানযোগ শিক্ষার অধিকারী হইয়া থাকেন। কালক্রমে সেই ধর্মভাবের দুর্বলতা, অজিতেন্দ্রিয়তা এবং কামক্রোধাদির বশবর্তিতার জন্য জীবগণ অধুনা তাহার অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, "হে পরন্তপ", ভগবান অর্জুনকে এই সম্বোধনে জিতেন্দ্রিয় ও যোগ্যাধিকারী বলিয়া এই জ্ঞানযোগের সাধনে প্রবর্তিত করিতেছেন। স্বর্গে উর্বশী আদি অপ্সরার সঙ্গ উপেক্ষা করায় অর্জুনের জিতেন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্জুন জ্ঞানযোগের যোগ্যাধিকারী॥২॥

মন্তব্য ঃ "অধ্যয়ন" শব্দের অর্থ কী? Science, দর্শন (Philosophy) প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা শিখি, অর্থাৎ যাহা কিছু তথ্য বা information আমাদের স্মৃতিকক্ষে প্রবেশ করে, দীর্ঘ কালের অনভ্যাসে তাহা আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু এই যে যোগপ্রক্রিয়ার কথা শ্রীভগবান বলিতেছেন, বুদ্ধির দ্বারা ইহার ধারণা হয় না। ইহা বোধে বোধ হয়। তাই মস্তিষ্ক দুর্বল বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি বটে, কিন্তু যাহা বোধে বোধ হইয়াছে তাহা অব্যয়—মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে উহার বিনাশ ঘটে না।

প্রথমেই শ্রীভগবান সৃষ্টির আদিতে সূর্যকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। অর্জুন সেই সূর্যেরই বংশজাত। সুতরাং, পূর্বপুরুষের অধিগত এই বিদ্যা অর্জুনের পক্ষেও যথেষ্ট সুগম ও সুসাধ্য হইবে—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় সখাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

এই পূর্বপুরুষের ধারণা বা বংশগৌরব সকল দেশেই মানবজাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং আছে। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এক অংশ সূর্য হইতে, অপর অংশ চন্দ্র হইতে জাত। আবার ব্রাহ্মণগণও এখনও বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত। কেহ বলেন, তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্র অর্থাৎ শাণ্ডিল্য মুনির বংশধর, কেহ বলেন তাঁহারা কশ্যপ হইতে জাত। অন্যান্য জাতির মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, তাহারা কেহ সিংহ হইতে, কেহ ব্যাঘ্র হইতে, কেহ-বা হস্তী হইতে জাত। এখনও বহু শিক্ষিত মানুষের উপাধি পশুর নামে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ি জাতির অনেক মানুষ নানা পশু-পক্ষী, এমনকী বৃক্ষকেও নিজেদের পূর্বপুরুষ বলিয়া জানে। ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও রামায়ণের পরমজ্ঞানী ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমানকে বাঁদর এবং মহামতি সুগ্রীবকে ভল্লুকের বংশধর বলিয়া বিশ্বাস করেন! এক বংশ হইতে অপর বংশকে পৃথক করিবার জন্য এই অদ্ভুত উপায় চিরকালই অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। খ্রিস্টান পাদরিগণ সারা পৃথিবীর অসভ্য জাতির সহিত মিশিয়া এইরূপ অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা এইরূপ বংশপরিচয়কে "টোটেম" বলিয়া থাকে।

মহাপুরুষগণ কোনো প্রচলিত সংস্কার (কুসংস্কার হইলেও) ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন না, বরং উহার উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সেই সংস্কার অবলম্বনে ঊর্ধ্বে উঠিবার একটি বা একাধিক পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সূর্য হইতে মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে কি না, সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিশ্বাস করিতেন কি করিতেন না তাহা অপেক্ষা তিনি যে এই প্রচলিত বিশ্বাসটি অবলম্বন করিয়াই অর্জুনকে উৎসাহিত করিলেন—ইহাই আমাদের বিবেচ্য। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের বহুকাল পূর্বেই এই ব্রহ্মবিদ্যা ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহাই পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ন্যায় বীরকে উত্তম অধিকারী বুঝিয়া এই উপদেশ দিতেছেন॥২॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত ও মিত্র) ইতি (এই জন্য) অয়ং (এই) সঃ পুরাতনঃ (সেই পুরাতন) যোগঃ (জ্ঞানযোগ) অদ্য (আজ) ময়া (মৎকর্তৃক) তে এব (তোমাকেই) প্রোক্ত (কথিত হইল); হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যম্ (অতি গূঢ় রহস্য)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানযোগ এক্ষণে আমি তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। কেননা, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্য আমি তোমাকে এই গূঢ় রহস্য বলিলাম॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ভক্তোঽসি**=ভক্তঃ+অসি। **চেতি**=চ+ইতি। **হ্যেতদুত্তমম্**=হি+এতৎ+উত্তমম্। **সঃ**= তদ্, ১মা একবচন। **এব**=অবধারণাত্মক অব্যয়। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং) ১মা একবচন। **পুরাতনঃ**= পুর+ক+টাপ=পুরাঃ; পুরা+ট্যন্=পুরাতন; অথবা পুরা+তনষ্=পুরাতন (পুং) ১মা একবচন। **যোগঃ**= যুজ্+ঘঞ্ (পুং) ১মা একবচন। **অদ্য**=অস্মিন্ অহনি—নিপাতনে। অদ্য=ইদম্+দ্য (সপ্তম্যর্থে)। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া (অনুক্তে কর্তরি) একবচন। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী (কথনার্থক ধাতুর যোগে বা ক্রিয়য়া যম্ অভিপ্রৈতি) ১মা একবচন। **প্রোক্তঃ**=প্র-বচ্+ক্ত। **হি**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী (সম্বন্ধে) একবচন। **ভক্তঃ**=ভজ্+ক্ত, (পুং) ১মা একবচন। (কর্তরি)। **চ**=অব্যয়। **সখা**=সখি (পুং) ১মা একবচন। **অসি**=অস্+লট্ সি। **ইতি**=অব্যয়। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **উত্তমম্**=উৎ-তমপ্ (ক্লীব) ১মা একবচন। **রহস্যম্**=রহসি ভবম্ ইতি রহস্+যৎ, (ক্লীব) ১মা একবচন॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দুর্বলানজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমুপলভ্য লোকং চাপুরুষার্থসম্বন্ধিনং—স এবায়মিতি। স এবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যেদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চাসীতি। রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগজ্ঞানমিত্যর্থঃ॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই জ্ঞানযোগ অনধিকারীকে বলিতে নাই। শিষ্য উপযুক্ত হইলেই গুরু তাহাকে এই যোগবৃত্তান্ত বলিবেন। আমি পূর্বে সূর্যাদিকে বলিয়াছিলাম; এবং আপাততঃ তোমার প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলাম। নতুবা এই উপদেশ আর কাহাকেও দান করি নাই। তুমি শরণাগত ভক্ত ও অনুগত। এই জন্যই তোমাকে বলিলাম। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥"[১]

একসময়ে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া বলিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে অতি গোপনে রক্ষা করো। আর যদি কখনও অন্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গোপনে রক্ষা করিতে না পার, তবে বিবেকবৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারি-ব্যক্তিকে আমার উপদেশ করিও। অসূয়াযুক্ত, কুটিলপ্রকৃতি, অসংযতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না। কেননা, তাহা হইলে আমি (ব্রহ্মবিদ্যা) শুভফলপ্রসূ হইতে পারিব না॥৩॥

মন্তব্য ঃ রহস্যাবৃত যোগবিদ্যা যেকোনো সময়ে, যেকোনো স্থানে, যেকোনো ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া যায় না। যেমন পদার্থ বা রসায়ন বিজ্ঞানের **গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে গেলে নির্দিষ্ট** ল্যাবরেটরি বা পরীক্ষাগারে গিয়া হাতেনাতে করিয়াই তাহা বুঝিতে হয়, তদ্রূপ। ব্রহ্মবিদ্যারও পরীক্ষাগার বা প্রশিক্ষণকেন্দ্র আছে, যেখানে নির্দিষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষা ও গবেষণা না করিলে

১ মুক্তিকোপনিষদ্, ১/৯/১

কিছুই অনুভব হয় না। সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের নিকট science একটি রহস্যবিদ্যাই বটে। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও রহস্যবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বামীজী বলিতেন—"Exact Science", অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিজ্ঞান। সকল বিজ্ঞানেই তিনটি স্তরভেদ আছে—(১) শ্রবণ, (২) অপরে করিতেছে তাহা স্বচক্ষে দেখা এবং (৩) স্বয়ং করিয়া দেখা ও বুঝিয়া লওয়া। যে-স্থানে উৎপাত বেশি, সে মনুষ্যজনিত বা প্রকৃতিজনিত যে-কারণেই হউক, সেই স্থানে বিজ্ঞানিগণ ল্যাবরেটরি নির্মাণ করেন না। তাঁহারা নির্জন, নিরুপদ্রব স্থানে তাহা নির্মাণ করেন। সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার ল্যাবরেটরিও নির্জনে স্থাপন করিতে হয়। "রহসি স্থিতঃ", অর্থাৎ জনমানবশূন্য স্থানে অবস্থিত (গীতা, ৬/১০)।

শ্রীভগবান বলিলেন ঃ "ভক্তোঽসি মে সখা চেতি"—তুমি আমার ভক্ত। তুমি আমার সখা। ভক্তির অর্থ fitness বা কতটা প্রস্তুত, তাহার পরিমাপ। "সখা"—যাহার সহিত সখ্য আছে, অসূয়া নাই। অসূয়া থাকিলে এই বিদ্যাশ্রবণে কিছু কাজ হয় না।

বর্তমানে এইরূপ ব্যক্তি-বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কিছু দিন পূর্বেও অধিকারী বিচার করিতে গিয়াই সব ফুরাইত, ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষা আর হইয়া উঠিত না। গুটিকয়েক ব্যক্তি এই বিদ্যাকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়া নিজেদের আলস্য ও অনভ্যাসবশতঃ একটি কিম্ভূত-কিমাকার বস্তুরূপে জগতে প্রচার করিত। স্বামীজী আসিয়া ঐ বিদ্যা দিবালোকে সর্বসমক্ষে প্রচার করিলেন। "অধিকারী বিচার করিতেই দিন গেল"—এই কথায় কেহ যেন ভুল না বুঝেন যে, সকলেই এই বিদ্যার অধিকারী ছিল। [বরং যাহারা নিজেদের অধিকারী বলিয়া প্রচার করিত, তাহারা স্বয়ং যথার্থ অধিকারী কি না তাহাও যথেষ্ট বিবেচ্য।] স্বামীজী এই বিদ্যার ভিতরের রহস্যের কথা বলিয়া গেলেন। যাহার যাহার প্রয়োজনবোধ হইবে, সেই সেই ব্যক্তি উহা অভ্যাস করিবে। পূর্বে এই অভ্যাসের সুযোগটুকুও পাওয়া যাইত না—ইহাই অভিপ্রায়। এই বিদ্যা মুক্তাঙ্গনে (অধিকারি-অনধিকারী বিচার না করিয়াই) প্রচার করিবার পশ্চাতে স্বামীজীর মূল উদ্দেশ্য ছিল সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করা। নতুবা সভ্যতা-সংস্কৃতি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। অতঃপর কেহ এই যোগ অভ্যাস করিবে কি করিবে না—ইহা তাহার ব্যক্তিগত মানসিকতার উপর নির্ভরশীল॥৩॥

অর্জুন উবাচ

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—ভবতঃ (তোমার) জন্ম অপরং (জন্ম পরে), বিবস্বতঃ (সূর্যের) জন্ম পরং (জন্ম পূর্বে হইয়াছে); ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই যে কথা) এতৎ (ইহা) কথং (কীরূপে) বিজানীয়াম্ (জানিব?)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে ভগবন্! তোমার জন্মিবার বহুদিন পূর্বে সূর্য জন্মগ্রহণ

করিয়াছেন; তবে তুমি যে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে সূর্যকে এই জ্ঞানযোগের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলে, তাহা আমি কীরূপে জানিতে পারি?॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ ভবতঃ=ভবৎ, ৬ষ্ঠী একবচন (সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী)। **জন্ম**=জন্+মন্=জন্মন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অপরম্**=পৃ+অপ্=পর; ন পরম্=অপরম্। **বিবস্বতঃ**=বিবস্+মতুপ্=বিবস্বৎ, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরম্**=পৃ+অপ্ (ক্লীব) পরম্। **আদৌ**=আ-দা+কি=আদি, ৭মী একবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব) ২য়া (কর্মণি) একবচন। **প্রোক্তবান্**=প্র-ব্রূ+ক্তবতু (পুং) ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **কথম্**=কিম্+থমু=কথম্। **বিজানীয়াম্**=বি-জ্ঞা+বিধিলিঙ্ যাম্॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরম্ অর্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্‌কালীনং বিবস্বতো জন্ম; তস্মাৎ তবাধুনিকত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা ভূৎ কস্যচিদ্বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্বন্নর্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরমর্বাগ্বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম। পরং পূর্বং সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্বিবস্বত আদিত্যস্য। তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া—যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং স এব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবানসীতি॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের মুখে অর্জুন ইতঃপূর্বে শুনিয়াছেন যে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"—আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, বা মরেন না। কিন্তু শরীরের জন্ম আছে ও মরণ আছে জানিয়া, ভগবানের বাসুদেবদেহ পরিগ্রহ অল্পদিনের এবং সূর্যের প্রকাশ সৃষ্টির আদিকালে, এই জন্য অর্জুনের সংশয় উত্থিত হইয়াছে। বাসুদেবদেহে সূর্যকে উপদেশ দান করা সম্ভব নহে। যদি পূর্বে কোনো দেহধারণ করিয়া থাকেন, তাহাই-বা বর্তমান দেহে স্মরণ থাকিবে কীরূপে? কেননা জন্মান্তরকৃত কার্যবৃত্তান্ত দেহীর স্মরণ থাকা সম্ভবই নহে। কারণ দেহধারী জীবমাত্রই অসর্বজ্ঞ॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ
বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—[হে] অর্জুন! মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি (সেই) সর্বাণি (সমস্ত) বেদ (বিদিত আছি), [কিন্তু] [হে] পরন্তপ (হে পরন্তপ!) ত্বং (তুমি) ন বেত্থ (তাহা অবগত নও)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সেই সমস্তই বিদিত আছি, তুমি তত্তাবজ্জন্মবৃত্তান্ত অবগত নও॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **চ**=অব্যয়। **তব**=যুষ্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বহূনি**=বহু (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **জন্মানি**=জন্+মন্=জন্মন্, ১মা বহুবচন। **ব্যতীতানি**=বি-অতি-ই+ক্ত, (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **পরন্তপ**=পরম্ (শত্রুম্) তাপয়তি ইতি পরম্=তপ্+ণিচ্+খচ্। **তানি**=তদ্ (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **সর্বাণি**=সর্ব (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **বেত্থ**=বিদ্+লট্ সি (বিকল্প রূপ)॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ইতি পৃষ্টবন্তমর্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্বাণি বেদ জানামি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যা বাসুদেবেঽনীরশ্বত্বাসর্বজ্ঞত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তাং পরিহরন্ ভগবানুবাচ—যদর্থো হ্যর্জুনস্য প্রশ্নঃ—বহূনীতি। বহূনি মে মম ব্যতীতান্যতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ হে অর্জুন। তান্যহং বেদ জানে সর্বাণি। ত্বং ন বেত্থ ন জানীষে। ধর্মাধর্মাদিপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ। অহং পুনর্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাদনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং হে পরন্তপ॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সর্বদা বিদ্যমান সূর্যের যেমন লোকজগতে উদয় ও অস্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি অজ ও অমর হইলেও লোকদৃষ্টিতে পূর্বে আমার অনেক দেহ পরিগৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ তোমারও অনেক দেহ গত হইয়াছে। আমার আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিচলিত থাকায় আমি চিরদিন ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সেই জন্য আমার এবং তোমার সকল জন্মেরই কথা আমি অবগত আছি। তুমি অজ্ঞানজালে অভিভূত হইয়া বারংবার দেহাত্মবুদ্ধির বশ্যতা [illegible]

প্রভৃতি স্মরণশক্তিহানির প্রধান কারণ। একজন লোক ক্রমাগত দশ-পনেরো দিন উপবাসী থাকিলে সে পূর্বাভ্যস্ত অনেক বিষয় বিস্মৃত হইয়া যায়, রোগবিকারযুক্ত হইলে মস্তিষ্কের জড়তা ও বুদ্ধিবিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণশক্তিরও যথেষ্ট হানি হয়। তাড়িত বা ভয়বিহ্বল হইলে লোকের চিরাভ্যস্ত বিষয়ও স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বহু গুরুতর বিষয়চিন্তনদ্বারা মস্তিষ্ক উদ্বেজিত হইলে লোকে স্বভাবতঃ পূর্বের অনেক কথা ভুলিয়া যায়। এইরূপ এক-একটি সাধারণ কারণেই যখন স্মৃতিশক্তি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মৃত্যুকালে এই সমস্ত ও অন্য নানাবিধ স্মৃতিভ্রংশকর হেতুসমূহের একশেষ ও সমন্তাৎ আবির্ভাব হইলে এবং বিশেষ বিপ্লবরূপ দেহের পরিবর্তন ঘটিলে পূর্বকৃত কার্যকলাপের কিছুমাত্র স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহাদিগের বুদ্ধিস্থান এই সকল বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার বিষম তাড়নায় বিচলিত না হয়, তাঁহাদিগের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয় না, তাঁহাদিগকে "জাতিস্মর" বলে। জড়ভরত ও লীলাসরস্বতী আদির বৃত্তান্তে ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানপ্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ অজ্ঞানাভিভূত না হয়, তিনি সর্বজ্ঞ। এই জন্য ভগবান বাসুদেব পূর্বকৃত কোনো কথাই বিস্মৃত হন নাই। অর্জুনের জীবস্বভাবসুলভ অজ্ঞানাবৃত চিত্তে পূর্বকৃত কোনো কার্যেরই স্বরূপ প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না॥৫॥

মন্তব্য ঃ প্রত্যেক প্রাণীর অন্তরে “চিত্ত” নামক একটি থলি আছে। সেই থলি দৃষ্টিগোচর না হইলেও উহাতে তাহার সকল কৃতকর্মের স্মৃতির তন্মাত্রা সঞ্চিত থাকে। উহাই তাহার “সংস্কার”। প্রত্যেকের সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু শ্রীভগবান সকলের সমষ্টীভূত বলিয়া তিনি সংস্কারশূন্য। সেই কারণে তিনি জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই দেখিতে বা জানিতে পারেন। আবার যখন প্রয়োজন হয় তখন তিনি মানুষের ন্যায় শরীর নির্মাণ করিয়া মানুষের ন্যায় কর্ম করিয়া থাকেন। তাই অবতারপুরুষের মনুষ্যরূপ ধারণ সম্ভব হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যখন স্থূলশরীর গঠিত হয়, তখন অবতারের বাকি যাহা কিছু মনুষ্যোচিত হওয়া বিধেয়, সবই তিনি তৈয়ারি করিয়া দেন—জগতে কাজ চালাইবার জন্য॥৫॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও), অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বর) [হইয়াও], ভূতানাম্ (প্রাণিসকলের) ঈশ্বরঃ সন্ অপি (প্রভু হইয়াও), স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (বশীভূত করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজ মায়া দ্বারা) সম্ভবামি (জন্মগ্রহণ করি)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি জন্মমরণরহিত এবং সর্বভূতেশ হইয়াও নিজ মায়াকে অবলম্বনপূর্বক [illegible]

[illegible]

সঃ—বহুব্রীহি। **অজঃ**=জন্+ড=জঃ; ন জায়তে ইতি নঞ্—জন্+ড=অজ, (কর্তরি) ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **সন্**=অস্+শতৃ, ১মা একবচন। **ভূতানাম্**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ঈশ্বরঃ**=ঈশ্+বরচ্= ঈশ্বরঃ। **অপি**=অব্যয়। **স্বাম্**=স্ব+ড বা অচ্=স্বম্ (স্বস্য ইদম্ স্বম্); স্ব+টাপ্=স্বা; ২য়া (কর্মণি) একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্, (কর্মণি) ২য়া একবচন। **অধিষ্ঠায়**=অধি-স্থা+ল্যপ্। **আত্মমায়য়া**= আত্মনঃ মায়া—আত্মমায়া, ৩য়া (করণে) একবচন। **সম্ভবামি**=সম্-ভূ+লট্ মি॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু অনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম? যেন “বহূনি মে ব্যতীতানি” ইত্যুচ্যতে? ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অবিনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্। তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া স্বাত্মমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীর্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জিত সত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্মাধর্মাভাবেঽপি জন্মেতি? উচ্যতে— অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্। তথা—অব্যয়াত্মাঽক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্।

তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানামীশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বাং বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্ যস্যা বশে সর্বং জগৎ বর্ততে। যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি। তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য। সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া। ন পরমার্থতো লোকবৎ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি অনাদি, তাঁহার জন্ম নাই। যিনি অবিনাশী, তাঁহার মরণ হইবে কীরূপে? এবং পুণ্য, পাপাদি সকাম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত না হইলেই ফলভোগায়তনস্বরূপ দেহই-বা রচিত হইবে কোথা হইতে? ভগবান বাসুদেবের কথিত—"আমার বহুবার জন্মমরণ হইয়াছে" এই কথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না। আবার তাঁহাকে জীব বলিয়া মানিলে তিনি সর্বজ্ঞ হইবেন কীরূপে? ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানবশতঃ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানবেত্তা হইতে পারে না। সমষ্টি উপাধিযুক্ত বিরাট বা হিরণ্যগর্ভ মূর্তিতে সমস্ত জগৎ অন্তর্নিহিত থাকায় তাঁহার পৃথক দেহ পরিগ্রহ এবং তাঁহা হইতে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে। অতএব, ভগবান বাসুদেব ইতঃপূর্বে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বামদেবাদি জাতিস্মর যোগীদিগের ন্যায় পূর্বকথা সমস্ত স্মরণ রাখিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য কী? অর্জুনের এই বিষম সন্দেহ অপসারণার্থ ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

অদৃষ্টজন্য দেহ-ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণের নাম জন্ম এবং ভোগাবসানে তত্তাবৎ বিয়োগের নাম মরণ। ধর্ম এবং অধর্মই জীবের জন্মমরণের হেতু। দেহাভিমানী অজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্মস্বভাববশতঃই এই ধর্মাধর্মের উৎপত্তি হয়। এই ধর্মাধর্মের অধীন হইয়া ঈশ্বরের জন্মপরিগ্রহ করা সম্ভব নহে। হে অর্জুন! আমার কর্মফলজন্য জন্মমরণ আদৌ নাই। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত সমস্ত পদার্থের আমিই একমাত্র অধীশ্বর। আমার জন্ম ও মরণ না থাকিলেও অঘটনঘটনপটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাসযোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হই। এই অনাদ্যা মায়া আমার উপাধি মাত্র, ব্যবহারকাল পর্যন্ত উহা আমাতে থাকিয়া জগতের কার্যসম্পাদন করে। এই মায়া দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি প্রকাশিত হয়। কার্যশেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম আমার জন্ম ও মরণ। আমাকে যে সাধারণ জীবের ন্যায় স্থূলশরীরধারী ও কার্যনিষ্ঠ দেখিতেছ, তাহা লোকানুগ্রহার্থ আমারই বিশুদ্ধ মায়ার বিজৃম্ভণমাত্র জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥"[১]

হে নারদ! তুমি চর্মচক্ষুতে আমার যে-শরীর দেখিতেছ, উহা মায়ারচিত। এই মায়িক শরীরাবৃত আমার স্বরূপ তুমি চর্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছ না। এই স্বরূপ দেখিতে হইলে সৎ-চিৎ-আনন্দঘন শরীরে সমাধি করিতে হইবে। মায়ার বিচিত্র মহিমাতেই স্থূলদর্শিগণ ভগবানকে স্থূলরূপেই দর্শন করে।

১ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৯/৪৫

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ মায়ায় দেহী জীবের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। সাধারণ জীবগণ মায়ার আধিপত্যে অভিভূত হইয়া ভৌতিক দেহধারণে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের দেহ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ। মায়া তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া তাঁহার সাময়িক কার্য সাধনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া দেয়। জীব মায়ার অধীন এবং ঈশ্বর মায়ার অধিনায়ক। ঈশ্বর ও জীবে ইহাই বিষম প্রভেদ॥৬॥

মন্তব্য ঃ শ্রীভগবান নিজের স্বরূপের কথা বলিতেছেন—আমি জন্মরহিত। আমি "unchangeable reality" (অপরিবর্তনশীল সত্যবস্তু)। আমার ক্ষয়-বৃদ্ধি নাই। আমি অতীত, অনাগত ও বর্তমান সর্বজীবের সমষ্টিস্বরূপ। প্রয়োজনে আমার প্রকৃতির (material cause) সাহায্যে একটি দেহ নির্মাণ করিয়া মানবসমাজ রক্ষা করিয়া থাকি॥৬॥

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত! যদা যদা হি (যে যে সময়ে) ধর্মস্য (ধর্মের) গ্লানিঃ (হানি) [এবং] অধর্মস্য (অধর্মের) অভ্যুত্থানং (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (সেই সময়ে) অহম্ (আমি) আত্মানং (আপনাকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহ রচনা করিয়া লই॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ গ্লানির্ভবতি=গ্লানিঃ+ভবতি। সৃজাম্যহম্=সৃজামি+অহম্। ভারত=ভরত+অণ্ (অপত্যার্থে), সম্বোধনে ১মা একবচন। যদা=যদ্+দা (কালে)। ধর্মস্য=ধৃ+মন্=ধর্ম, ৬ষ্ঠী একবচন। গ্লানিঃ=গ্লৈ+নি। অধর্মস্য=ন ধর্মঃ=অধর্মঃ, ৬ষ্ঠী একবচন। অভ্যুত্থানম্=উৎ-স্থা+ল্যুট্=উত্থানম্; অভি-উৎ-স্থা+অনট্=অভ্যুত্থানম্। ভবতি=ভূ+লট্ তি। তদা=তদ্+দা (কালে)। হি=অব্যয়। অহম্=অস্মদ্, ১মা একবচন। আত্মনম্=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। সৃজামি=সৃজ্+লট্ মি॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ ধর্মস্য। অধর্মস্য চ অভ্যুত্থানমাধিক্যম্॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তচ্চ জন্ম কদেতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্হানির্বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্যাভাবো ভবতি। হে ভারত। অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্মস্য। তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বুঝিলাম, সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্বেচ্ছাপূর্বক দেহধারণ করা

তৎপ্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু কী জন্য ও কী অবস্থায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অর্জুনের এই ঔৎসুক্য নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন, যখন অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তিধর্ম, ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমধর্ম, ইন্দ্রিয়দমনাদি নিবৃত্তিধর্ম ও ভগবদ্ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা আদি উপাদেয় ধর্মের ধারা ক্ষীণবল হইয়া আসে এবং পাপাচার ও পাপবুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই আমি নিজ মায়াপ্রভাবে আমার নিত্যসিদ্ধ শরীরধারণ করিয়া থাকি। ভগবান "ভারত" সম্বোধনবাক্যে অর্জুনের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। "ভা"=জ্ঞান এবং "রত"=প্রীতিযুক্ত॥৭॥

মন্তব্য ঃ ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের একটি সংগঠিত সমাজ বা "organised society" ছিল। মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্বত্র চারি প্রকার প্রবণতা বা চরিত্রের লোক দেখা যায়। প্রথমতঃ বুদ্ধিনির্ভর, ধীমান—যাহাদের "ব্রাহ্মণ" বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক ও মানসিক শক্তিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়স্বভাবের মানুষ। তৃতীয়তঃ, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ—যাহারা কৃষি (agriculture) এবং গো (animal husbandry) রক্ষায় পটু এবং বাণিজ্যমুখী (commerce) মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ইহারা সমাজরক্ষার কার্যে অভিজ্ঞ। চতুর্থতঃ, শারীরিকভাবে দৃঢ় এবং কায়িক শ্রমে পটু মানুষ। এই চারি শ্রেণির মানুষ সমাজকে সর্বত্রই রক্ষা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে এই চারি শক্তি—ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি এবং শূদ্রশক্তি প্রবলভাবে অতীতে বিদ্যমান থাকিলেও ক্রমে ক্রমে তাহারা লোপ পাইলে সমাজ বিকৃত রূপ ধারণ করিল।

ভারতে মুসলমান আক্রমণের পরে ক্রমে ক্ষাত্রশক্তি লোপ পাইল। রাজার পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ব্রাহ্মণগণও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ইহার পর, ইংরেজ শাসনের সময়ে বৈশ্যগণের সমূহ শক্তি ইংরেজগণ হরণ করিয়া লইল। পরে প্রাচীন ধর্মশিক্ষার পরিবর্তে এক দারুণ "secular education" (ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা) দান করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—সকলের সংস্কৃতি নাশ করিল। ফলস্বরূপ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সব কয়টি পুরুষার্থই মানুষের পক্ষে প্রায় দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল।

আবার পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নানা প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। বিজ্ঞানের সাহায্যে পরদেশলুণ্ঠন এবং দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখিবার বহুবিধ কৌশল বাহির হইল। প্রাচীনকালে মানবজাতির মধ্যে দেশে দেশে ও গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে কলহ মানবজাতির উন্নতি ব্যাহত করিত, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের বুদ্ধি এবং শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় মনুষ্যত্বের কোনো বিকাশ তো হইলই না, বরং উহা পাশবিক কার্যে নিয়োগ করিয়া মানবজাতির উন্নতি আরও ব্যাহত করিল। ভারতের ও জগতের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে পুনরায় অবতীর্ণ হইলেন।

ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ঃ দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক এবং ধর্মনৈতিক অধঃপাতের ফলে পারিবারিক জীবনে কর্তব্যজ্ঞান নষ্ট হইল। পিতা জীবিকানির্বাহের জন্য ওকালতি করেন, তাঁহার পুত্রকে শিক্ষানৈতিক ও ধর্মনৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটা কথা বলিবারও অবসর নাই! গ্রামের এক চাষার ছেলে পাঠশালা খুলিল, M.A., B.L. পাস চাটুজ্যের ছেলে সেই পাঠশালায়

ভর্তি হইল। তাহার পর সে ধর্মজ্ঞানহীন লোকের নিকট হইতে বাহ্যবিষয়ে আবছা আবছা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা পাস করিয়া অধ্যাপক হইল! উপনয়নের অর্থ ছিল—গুরুসমীপে আনয়ন। কিন্তু তাহার নাম হইল—"পৈতা দেওয়া"! সংস্কৃতশিক্ষার প্রচলন থাকিলেও তাহা এত "superficial" যে, সংস্কৃতে M.A., B.A. পাস করা পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো সংবাদই রাখেন না! এইরূপে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি নষ্ট হইল।

বিদেশী অত্যাচারী অসভ্য রাজা নামক লুণ্ঠনকারীদের কর্তৃত্বাধীনে চাকুরি করিয়া এবং দেশের সংস্কৃতি-নাশক আইন অনুসারে দেশশাসন করিয়া ক্ষাত্রশক্তি নষ্ট হইল।

দেশের সর্ববিধ পণ্য বিলাত হইতে আনিয়া দেশবাসী বিদেশীর দাসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। তাঁতিরা বাধ্য হইয়া আঙুল কাটিয়া ফেলিয়াছে! সুচ, সুতাও বিদেশী। দেশের "natural drainage" বন্ধ হইল, যেদিকে-সেদিকে "Railroad", "District Board"-এর রাস্তা হওয়ায় দেশে জলপ্লাবন দেখা দিল, কৃষির উপযোগী জলসরবরাহের অভাবে কৃষ্টি নষ্ট হইল, বহু প্রকার সংক্রামক ব্যাধির বৃদ্ধি হইল। রাজসাহায্যের অভাবে "grazing land" না থাকায় গোজাতির অবনতি হইল। এইরূপে বৈশ্যজাতির নাশ হইল।

চা-বাগানে, নীলচাষে, কলে শূদ্রদিগকে "agreement" করাইয়া কুলিতে পরিণত করা হইল। ফলে সকল উন্নতির আশা হারাইয়া শূদ্রজাতি পশুবৎ হইয়া পড়িল।

বিগত হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের সংস্কৃতির উপর কত যে বিপদ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভারতের সব নষ্ট হইলেও ধর্মের তেজ নষ্ট হয় নাই। সেই দুর্দিনেও গৌরাঙ্গদেব, নানক, তুলসীদাস, দক্ষিণদেশে মধ্বাচার্য প্রমুখ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের প্রাণশক্তি ধর্মকে কোনোরকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ আসিয়া কৌশলে ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য প্রবল উদ্যম করিতে থাকে। ঠিক সেই সময়ই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন॥৭॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সাধূনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য), দুষ্কৃতাং (দুষ্টদিগের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত) ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) [আমি] যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **সাধূনাম্**=সাধ্+উ (কর্তৃবাচ্যে) সাধুঃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **পরিত্রাণায়**=পরি ত্রৈ+অনট্= পরিত্রাণম্; (তাদর্থ্যে) ৪র্থী একবচন। **দুষ্কৃতাম্**=দুর্+কৃ+ক্বিপ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বিনাশায়**=বি-নশ্+

ঘঞ্=বিনাশঃ; (তাদর্থ্যে) ৪র্থী একবচন। **ধর্মসংস্থাপনার্থায়**=ধৃ+মন্=ধর্ম; সম্-স্থা+ণিচ্+অনট্=সংস্থাপনম্; তস্মৈ ইদম্ সংস্থাপনার্থম্—ধর্মস্য সংস্থাপনার্থম্=ধর্মসংস্থাপনার্থম—(তাদর্থ্যে) ৪র্থী=ধর্মসংস্থাপনার্থায়। **যুগে যুগে**=যু+গক্ (ঔনাদিক)=যুগ, ৭মী একবচন। **সম্ভবামি**=সম্-ভূ+লট্ মি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্মবর্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম কুর্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ এবং ধর্মস্য সংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্; যথাহুঃ—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে; তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥"[১] ইতি॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিমর্থম্?—পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাম্। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাম্। কিঞ্চ ধর্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্মস্য সম্যক্ স্থাপনং ধর্মসংস্থাপনম্। তদর্থম্। সম্ভবামি—যুগে যুগে প্রতিযুগম্॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা বেদবিহিত ধর্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রাণান্তেও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সাধু, আর যাহারা বিষয়বিলাসে উন্মত্ত হইয়া অথবা দুর্বুদ্ধিদোষে অভিভূত হইয়া ধর্মনিষিদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা দুষ্কৃতকারী। সাধুদিগকে রক্ষা করা ও দুষ্কৃতীদিগকে বিনাশ করা এবং এতদ্দ্বারা ধর্মকে প্রকৃতিস্থ করাই ভগবানের অবতার হওয়ার বিশেষ কারণ। অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিয়া থাকে যে, সর্বশক্তিমান ভগবান সঙ্কল্প করিলেই ক্ষণমধ্যে শতকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিলয় করিতে পারেন, তিনি ধর্মসংস্থাপনার্থ দুষ্টদিগের দমন করিতে অস্ত্রাদি ধারণ করেন কেন? অথবা মনুষ্যবিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণাদিকে ভগবানের অবতার বলা দূরে থাকুক, সাধুপুরুষ বলিতেও তাহাদের চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। কেননা, সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারাই দুষ্টগণকে বশীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরের অবতারসমূহ সাধুদিগের সৎপন্থা অবলম্বন না করিয়া দুষ্কৃতীদিগের "বিনাশ"-রূপ গর্হিতাচরণ করিলেন কেন? ভগবান কোন্ কার্য কী জন্য করেন, তাহা মায়ামুক্ত স্বয়ং ভগবান ভিন্ন মায়াভিভূত জীব সহজে বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, তবে তাঁহার আবার কোন্ অভাব পূরণার্থ তিনি এই জগদ্রূপ কার্যের সূত্রপাত করিলেন? তিনি দয়াময়, তাই জীবের ব্যাধিশান্তির জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বলি, তিনি রোগ সৃষ্টিপূর্বক ঔষধ বিধান না করিয়া যদি আদৌ রোগেরই সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে অধিক দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত। এইরূপ এ-পর্যন্ত ঈশ্বরতত্ত্বের গুহ্য রহস্যরাশি ভেদ করিতে কেহই সমর্থ হন নাই। বস্তুতঃ, এতাবৎ তাঁহার অলৌকিকী মায়ার লীলামাত্র। "কেন" ও "কীরূপে" তিনি করিলেন? মায়াবরণ ভেদ না করিতে পারিলে তাহার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এইমাত্র যাহাকে "কার্য" বলিয়া স্থির করিলে, ক্ষণবিলম্বেই দেখিবে যে উহাই আবার অন্য একটি কার্যের "কারণ"-রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এইরূপ কার্য-কারণ শৃঙ্খলায় অনাদি কাল হইতে জগতের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। "অভাব" হইলেই ভাব-শক্তি স্বতঃ-ই আকর্ষিত

১ শ্রীশ্রীদেবীভাগবত

হইয়া থাকে। তাই অধর্মের বৃদ্ধি—ধর্মের অভাব হইলেই মায়োপহিত চৈতন্য—ঈশ্বরের অনাদ্যা প্রকৃতি নিহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী শক্তি পৃথিবীর কল্যাণসাধনার্থ আকর্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ চৈতন্যাশ্রিতা নির্মলা শক্তি পার্থিব প্রকৃতি অবলম্বনপূর্বক দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হন। "অভাব" পরিপূর্ণ হইয়া গেলেই সেই মায়াবিগ্রহ জগৎ হইতে তিরোহিত হন। মহামায়ার অনন্ত লীলাপট এইরূপেই চিত্রিত।

দুষ্টদিগের বিনাশরূপ গর্হিত কার্যের জন্য ভগবানে যে দোষারোপ করা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রম। তাঁহার সমক্ষে একটি কীটাণুর নাশ ও বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংহার একই কথা। তুমি জ্বরবিকারে গতাসু হও, বা অস্ত্রাঘাতে মরিয়া যাও, এই দুইটি তোমার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মদর্শীর চক্ষে উহা একই ঘটনা, একই নিয়মে সাধিত বলিয়া বোধ হয়। মায়িক উপাদানে গঠিত তোমার অন্তঃকরণ ও চক্ষুঃ বিবিধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মরূপী ভগবানে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রীই একমাত্র আত্মসত্তারূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। উহা অজ ও অমর। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের সম্মুখে "বিনাশ" বলিয়া একটা ঘটনা আদৌ নাই। সূর্য সর্বদা বিদ্যমান থাকিলেও লোকের উদয় ও অস্ত কল্পনার ন্যায় দুষ্কৃতীদিগের বিনাশ একটি কল্পনামাত্র। ভগবান নিজ কৃপাগুণে আত্মার মলিন পরিচ্ছদরূপ পাপদেহগুলিকে মোচন করিয়া দিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে আত্মার ঊর্ধ্বগতি ভিন্ন অধোগতি হয় না। স্বভাবকৌশলেই ভগবানের দেহধারণ এবং স্বভাবের কুশলরক্ষণই সেই দেহের একমাত্র কার্য॥৮॥

মন্তব্য ঃ সমাজে কখনও কখনও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, দুশ্চরিত্র ব্যক্তিগণ সমাজের "front bench"-এ (সম্মুখের সারিতে) চলিয়া আসে। সচ্চরিত্র, ভাল লোককে মাথা গুঁজিয়া সমাজের পিছনদিকে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতে হয়। এইবারেও দুশ্চরিত্র দুষ্ট ব্যক্তিগণ সমাজের সম্মুখের সারিতে চলিয়া আসিয়াছিল। দেশের শাসনভার যাহাদের হাতে ছিল, তাহারা ছিল শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত। আর সমাজের শিক্ষার ভার যাহাদের হাতে ছিল সেই অধ্যাপক, গ্রন্থলেখক, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণ অতীব দুশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদী ও লোভী ছিলেন। সরকারি কর্মীদের ব্যাপারখানা ছিল কেমন? আপন শিষ্যগণকে গুরু জিজ্ঞাসা করিতেন, "কিছু উপরি পাওনা আছে তো?" পুত্র পরীক্ষা দিয়া আসিলে পিতা-মাতা জিজ্ঞাসা করিতেন, "নকল করিয়াছ তো?" পাওনাদার বাড়িতে আসিয়াছে দেখিয়া পিতা বালকপুত্রকে বলিলেন, "বলে দাও—বাবা ভাগলপুরে গিয়েছেন।" সরলমন শিশু বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা বললেন যে, তিনি ভাগলপুরে গিয়েছেন।" সমাজের ইহার অধিক আর কত করুণ অবস্থা আমরা কল্পনা করি! পুলিশের [ব্রিটিশ পুলিশ] দারুণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া আমরা ব্রাহ্মণদিগকে হিহি করিয়া হাসিতে শুনিয়াছি! সারাংশ করিয়া বলা যাইতে পারে যে, যাহারা সমাজের "front bench"-এ আসিয়াছিল, তাহারা—

(১) মূর্খ, অত্যাচারী, অলস জমিদার অথবা

(২) কপট, ধূর্ত ইংরেজ শাসনের সহায়ক কপট, ধূর্ত উকিল অথবা

(৩) বিদেশী শিক্ষার সাহায্যে দেশের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য আগ্রহী অধ্যাপকগণ। সরকারি কর্মীদের কথা তো বলাই বাহুল্য। বিপদে পড়িলে তাহারা স্মৃতিরত্ন, তর্কালংকার মহাশয়দিগকে কখনও কিছু জিজ্ঞাসা করিত না, উকিলের নিকট ছুটিয়া যাইত। কুষ্ঠাশ্রমে রোগীদের জন্য ক্রীত দুধ ডাক্তারগণ চুরি করিয়া খাইত। তাহাদের সাধারণ মানুষ "licensed murderer" বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল।

যদি বল, ঠাকুর আসিয়া কী করিলেন? সেই কথার উত্তর সংক্ষেপে দিব।

প্রথমতঃ, স্বামীজী বিলাতে গিয়া মেমসাহেবকে চেলা করিয়া ভারতে আনিলেন। তখন দেশের লোকের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। দেশের শিক্ষিত সমাজের এমনই দুরবস্থা হইয়াছিল যে, সাহেব-মেম চেলা হইবার কারণে তিনি দেশের লোকের চোখে পড়িলেন, নতুবা কেহ তাঁহাকে পাতেই তুলিত না!

দ্বিতীয়তঃ, ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার পর স্বদেশের দিকে লোকের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া দেশের লোক সন্ন্যাসের আদর্শকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিল।

এইভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, ক্রমে দুষ্টব্যক্তিকে পিছনে ফেলিয়া মহৎ ব্যক্তিগণ সমাজের সম্মুখের সারিতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া অবতার যখন আসেন, তখন নানা প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া যুদ্ধবিগ্রহে দুষ্টলোকের ক্ষয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে যে, ভগবান নিজের হাতে নিজেই দুষ্ট লোককে হত্যা না করিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। ইহাকে "মিথ" বলিতে পার। কিন্তু আমরা তো দুইটি বিশ্বযুদ্ধ স্বচক্ষেই দেখিলাম॥৮॥

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই প্রকারে) জন্ম দিব্যং কর্ম চ (জন্ম এবং অলৌকিক কর্ম) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা (শরীর ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্বার জন্ম) ন এতি (গ্রহণ করেন না); [কিন্তু] মাম্ (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হন)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্মবৃত্তান্ত বিদিত হন, তাঁহার দেহান্ত হইলে পুনর্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **জন্ম**=জন্+মন্=জন্মন্ (ক্লীব) ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, (ক্লীব) ১মা একবচন।

দিব্যম্=দিবি ভবম্=দিব্+যৎ=দিব্যম্। **এবম্**=অব্যয়। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **তত্ত্বতঃ**=তৎ+ত্ব=তত্ত্বম্, তত্ত্ব+তস্ (তৃতীয়ায়াং তসিল্)। **সঃ**=তদ্, ১মা একবচন। **দেহম্**=দিহ্+ ঘঞ্, (কর্মণি) ২য়া একবচন। **পুনঃ**=পণ+অরি; অব্যয়। **জন্ম**=জন্+মন্, ২য়া (কর্মণি) একবচন। ন=অব্যয়। **এতি**=ই+লট্ তি॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জন্মেতি। এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম চ ধর্ম পালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ জন্মেতি। তজ্জন্ম মায়ারূপম্। কর্ম চ সাধূনাং পরিত্রাণাদি। মে মম। দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বরম্। এবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবৎ। ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি। মামেত্যাগচ্ছতি। স মুচ্যতে। হে অর্জুন॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান সৎ-চিৎ-আনন্দঘনস্বরূপ। তিনি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ নিজ মায়াকল্পিত দেহধারণ দ্বারা জন্মমরণাধীন জীবের ন্যায় যে প্রকাশিত হন ও বেদবিহিত ধর্মের স্থাপনপূর্বক সংসাররক্ষার জন্য যে-কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সে-সমস্তই অলৌকিক। ভগবানকে মনুষ্যের ন্যায় উৎপন্ন, বর্ধিত, কর্মানুষ্ঠানরত ও মৃত না জানিয়া যিনি তাঁহার লীলা অলৌকিক বলিয়া নিশ্চয় অবগত হন, অর্থাৎ আত্মাকে যিনি সমস্ত লৌকিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন॥৯॥

মন্তব্য ঃ শ্রীভগবান কেমন? তিনি সমষ্টি-দেহ, সমষ্টি-মন। বিশ্বের যাবতীয় প্রাণীর মনগুলিকে একত্রিত করিলে সমষ্টি-মন তৈরি হয়। তাই সমাজের কোনো স্থানে কোনো ক্ষত সৃষ্টি হইলে সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বর কালোপযোগী একটি দেহ সৃষ্টি করিয়া সেই ক্ষতের প্রেক্ষিতে কোন্ বস্তুগুলি হেয় (ত্যাজ্য) এবং কী কী গ্রাহ্য তাহার আদর্শ স্বয়ং দেখাইয়া যান।

অবশ্য তাঁহার এই দেহনির্মাণ সাধারণ মানুষের ন্যায় নহে। তাঁহার স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর আমাদের ন্যায় পূর্বসংস্কারজাত নহে। সেই শরীর মায়ার দ্বারা নির্মিত। সাধারণ মানুষের এই তত্ত্ববোধ নাই বলিয়া তাহারা তাঁহার রক্তমাংসের শরীরকে প্রাকৃত শরীর বলিয়াই ভাবে। এই জন্মবৃত্তান্তই তাঁহার তত্ত্ব।

তিনি যে-সকল কর্ম করেন, তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্র আসক্ত নন এবং ঐ-সকল কার্যে তাঁহার কোনো দায়িত্ব কিংবা দায়বদ্ধতাও নাই। কোনো "প্রিয়-অপ্রিয়"-এর ব্যাপারও নাই। কারণ, তিনি নিজেকে দেহ-মন হইতে মুক্ত বলিয়া বোধ করেন।

যাঁহারা অবতারের এই দিব্য জন্ম-কর্মের তত্ত্ব ও লীলা জানেন, তাঁহারা মুক্ত হইবেন। যদি কেহ শুধুই লীলাচিন্তা করে? তাহা হইলেও উপাসনাযোগে তাহার স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের বন্ধন খসিয়া যাইবে॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (কাম, ভয় ও ক্রোধহীন) মন্ময়াঃ (আমাতে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্বক) বহবঃ (অনেকে) জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র হইয়া) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জিত, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাগত বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছেন॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **বীতরাগভয়ক্রোধাঃ**=রন্জ্+ঘঞ্=রাগ; ভী+অচ্=ভয়ম্; ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধঃ; রাগশ্চ, ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ=রাগভয়ক্রোধানি। (একটি শব্দ "ভয়" ক্লীবলিঙ্গে থাকায় সমস্ত পদটি ক্লীবলিঙ্গে হইবে) বি-ই+ক্ত=বীত। বীতানি রাগভয়ক্রোধানি যেষাং তে=বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। **মন্ময়াঃ**= অহম্+ময়ট্=মৎ ময়ঃ=মন্ময়; বহুবচনে মন্ময়া। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **উপাশ্রিতাঃ**=উপ-আ-শ্রি+ক্ত, ১মা বহুবচন। **বহবঃ**=বহু (পুং) ১মা বহুবচন। **জ্ঞান তপসা**=জ্ঞানম্ এব তপঃ=জ্ঞানতপঃ, ৩য়া (করণে) একবচন। **পূতাঃ**=পূ+ক্ত, ১মা বহুবচন। **মদ্ভাবম্**=ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ, মম ভাবঃ=মদ্ভাবঃ, ২য়া একবচন। **আগতাঃ**=আ-গম্+ক্ত=আগত, ১মা বহুবচন, (এখানে "গম্" ধাতু প্রাপ্ত্যর্থক)॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথং জন্মকর্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্ধর্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্মঃ (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ[1]) তেন জ্ঞান-তপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাঽজ্ঞানতৎকার্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং "তান্যহং বেদ সর্বাণী"ত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বর-প্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি? পূর্বমপি—বীতরাগেতি। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ। মামেব পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ। কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা—জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপঃ। তেন জ্ঞানতপসা। পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তঃ। মদ্ভাবমীশ্বরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ। ইতরতপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণম্॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের অলৌকিক দেহধারণাদির তত্ত্ব জানিলেই মুক্তিলাভ হয়, ইহা

---

১ দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ—জ্ঞানতপসা—দ্বন্দ্বসমাস, এখানে জ্ঞান ও তপস্ দুইটি শব্দ আছে। কাজেই সাধারণ নিয়মে এখানে দ্বিবচন হওয়ার কথা ছিল—কিন্তু এই বিশেষ নিয়মে এখানে একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। তপস্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে তপসা হয়—এখানে তাহাই হইয়াছে।

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে মুক্তিলাভের বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে। অন্তঃকরণকে বিষয়বাসনাদিবর্জিত নির্মল করিয়া, যিনি "তৎ"-রূপ ব্রহ্ম ও "ত্বম্"-রূপ জীবকে অভিন্নবোধে দেখেন, অথবা একমাত্র ভগবানেই মন সমর্পণ করেন ও অনন্যপ্রেমভক্তিসহ ভগবানেরই শরণাগত হন এবং আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা আপনাকে নির্মল করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরতিরূপ পরমভাব লাভকরতঃ স্বাত্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন॥১০॥

মন্তব্য ঃ এই সংসারের কোনো বস্তুতে যাহার প্রয়োজনবোধ নাই, তাহার ক্রোধের সম্ভাবনা নাই। ক্রোধ হয় কখন? যে-জিনিস পাইতে ইচ্ছা করি তাহা না পাইলেই ক্রোধ হয়। ভয় হয় কখন? যখন মনে হয় আমার প্রয়োজনীয় বস্তু বুঝি-বা হাতছাড়া হইল অথবা বিনষ্ট হইল।

এই "প্রয়োজনীয়" বস্তু হাতছাড়া হইয়া গেলে সেই ব্যক্তি কী লইয়া থাকিবে? যথার্থ বিচারবান ব্যক্তি তখন "আমাকে লইয়া" অর্থাৎ ঈশ্বরকে লইয়া থাকে।

শ্রীভগবানের এই উক্তি নূতন কিছু নহে। কারণ পূর্বেও অনেকে আত্মজ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বর লইয়া থাকিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন॥১০॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ! যে (যাহারা) যথা (যে-ভাবে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করে), অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি); মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্বশঃ (সর্ব প্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথের) অনুবর্তন্তে (অনুসরণ করে)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যাহারা যে-ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **তাংস্তথৈব**=তান্+তথা+এব। **যে**=যদ্+১মা বহুবচন (কর্তরি)। **যথা**=যদ্ প্রকারে থাল্ প্রত্যয়। **মাম্**=অস্মদ্ ২য়া একবচন (কর্মণি)। **প্রপদ্যন্তে**=প্র-পদ্+লট্ অন্তে। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **তান্**=তদ্ (পুং) ২য়া বহুবচন (কর্মণি)। **তথা**=তদ্ প্রকারে থাল্ প্রত্যয়। **এব**=অব্যয় (অবধারণাত্মক)। **ভজামি**=ভজ্+লট্ মি। **পার্থ**=পৃথা+অণ্ (সম্বোধনে ১মা)। **মনুষ্যাঃ**=মনুষ্য+১মা বহুবচন। **সর্বশঃ**=সর্ব+শস্। **মম**=অস্মদ্ ৬ষ্ঠী একবচন। **বর্ত্ম**=বর্ত্মন্, কর্মণি ২য়া একবচন। **অনুবর্তন্তে**=অনু-বৃত্+লট্ অন্তে॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্ণামি; ন তু যে সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ

সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্তন্ত ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ। যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি। ন সর্বেভ্য ইতি। উচ্যতে—যে যথেতি। যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া। মাং প্রপদ্যন্তে। তাংস্তথৈব তৎফলদানেন। ভজাম্যহমনুগৃহ্ণাম্যহমিত্যেতৎ। তেষাং মোক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ। ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বং চ যুগপৎ সম্ভবতি। অতো যে যৎফলার্থিনস্তাংস্তৎফলপ্রদানেন। যে যথোক্তকারিণস্ত্বৎফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানপ্রদানেন। যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন। তথা আর্তানার্তিহরণেনেতি। এবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ। ন পুনা রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কংচিদ্‌ভজামি। সর্বথাঽপি সর্বাবস্থস্য মমেশ্বরস্য বর্ত্ম মার্গমনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ। যৎফলার্থিতয়া যস্মিন্ কর্মণ্যধিকৃতা যে প্রযতন্তে তে মনুষ্যা অত্রোচ্যন্তে হে পার্থ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাসুদেব কেবলমাত্র নিজ নিষ্কাম ভক্তগণকেই মুক্তিদান করেন, সকাম ব্যক্তিগণের প্রতি কি তিনি দয়া করেন না? অর্জুনের এই সংশয় ভঞ্জনের জন্য ভগবান বলিলেন, হে পার্থ! কি শোক-দুঃখে কাতর, কি ধনাদি লাভের অভিলাষী, কি আত্মজ্ঞানপিপাসু জিজ্ঞাসু, কি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, সকাম বা নিষ্কাম হইয়া যে যে-ভাবেই আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদের বাঞ্ছিত বিষয় পূর্ণ করিয়া থাকি। দুঃখীর দুঃখভঞ্জনকর্তা আমিই, ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনদাতাও আমি, নিষ্কাম ভক্তের আত্মজ্ঞানোপদেষ্টাও আমি এবং তত্ত্ববেত্তার মুক্তিদাতাও আমি। ভগবান ভাবময়, যে-ভাবে যে ডাকে, ভাবসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাবেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হন। যাহারা সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকালে ইন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি আদির উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই ইন্দ্রাদি-রূপে পূজা করিয়া থাকে। তিনিই ইন্দ্রাদি উপাসকের সম্মুখে ইন্দ্রাদি-রূপেই ফলদান করিয়া থাকেন। তিনিই ইন্দ্রাদি নানারূপে লীলা করিয়া থাকেন। সাধকের ভাবেরও সীমা নাই, তাঁহার রূপেরও সীমা নাই। একমাত্র তিনিই অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া সকাম, নিষ্কাম, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহার নিকট মা-অন্নপূর্ণা; যে শত্রুভয় হইতেই রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার কার্যার্থ তিনি উগ্রচণ্ডা, মহাকালী, দশভুজা, গদাধর, চক্রপাণি; যে তাঁহাকে বাৎসল্যভাবে আদর করিতে চায়, তিনি তাহার সম্মুখে বালগোপাল; যে জ্ঞানলাভার্থ ভিক্ষা করে, তিনি তাহার নিকট মহাযোগেশ্বর মহাদেব। যেমন—তোমার পুত্র পিতা বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রী নাথ বলিয়া ডাকিলে, ভ্রাতা দাদা বলিয়া ডাকিলে, পিতা পুত্র বলিয়া ডাকিলে, দাস প্রভু বলিয়া ডাকিলে একমাত্র তুমিই উত্তর দাও ও তাহাদের সম্বন্ধানুরূপ ব্যবহার কর, সেইরূপ যে যে-ভাবেই উপাসনা করুক না কেন—সকাম, নিষ্কাম, সগুণ, নির্গুণ সকল অবস্থাতেই তিনিই একমাত্র ফলদাতা। একমাত্র তাঁহাকেই মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপচারে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা করিয়া থাকে॥১১॥

মন্তব্য ঃ শ্রীভগবান বলিলেন, যে যে-ভাবেই আমাকে ডাকে, আমি তাহাকে সেইরূপ এবং সেই পরিমাণ অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রমুখ দেবতাদিগের উপাসনায় যাহার যেমন কামনা, তাহাই লাভ হইবে। কিন্তু যদি কেহ পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া সামান্য এক পাথরের মধ্যেও উপাসনা করে, তাহা হইলে উহা হইতেই সে আমাকে (ঈশ্বরকে) তত্ত্বতঃ জানিতে পারিবে। অবশ্য আমার তত্ত্ব না জানিয়া কেবল ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিলেও তাহা কিছুটা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক হইবে নিশ্চয়ই॥১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইহ (ইহলোকে) কর্মণাং (কর্মসকলের) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) কাঙ্ক্ষন্তঃ (কামনাকারিগণ) দেবতাঃ (দেবতাদিগকে) যজন্তে (পূজা করিয়া থাকে); হি (যেহেতু) মানুষে লোকে (মনুষ্যলোকে) কর্মজা (কর্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ভবতি (হয়)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ইহলোকে কর্মজন্য ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া সকাম পুরুষবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া থাকে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ সিদ্ধির্ভবতি=সিদ্ধিঃ+ভবতি। কর্মণাম্=কর্মণ্ ৬ষ্ঠী বহুবচন, (কৃৎযোগে কর্মে ৬ষ্ঠী)। সিদ্ধিম্=সিধ্+ক্তিন্। কাঙ্ক্ষন্তঃ=কাঙ্ক্ষ+শতৃ, ১মা বহুবচন। ইহ=অস্মিন্ স্থানে ইহ আদেশ হয়। দেবতাঃ=দিব্+ঘঞ্=দেব, দেব+স্বার্থে তল্=দেবতা। যজন্তে=যজ্+লট্ অন্তে। হি=অব্যয়। মানুষে=মানুষ+অণ্, ৭মী একবচন। লোকে=লোক+ঘঞ্, ৭মী একবচন। ক্ষিপ্রম্=ক্ষিপ্র+রক্, ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া একবচন। কর্মজা=কর্ম+হন্+ড+আপ্। সিদ্ধিম্=সিধ্+ক্তিন্, ১মা একবচন (কর্তায়)। ভবতি=ভূ+লট্ তি॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্মণাং সিদ্ধিং কর্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোক ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে ন তু সাক্ষান্মামেব, হি যস্মাৎ কর্মজা সিদ্ধিঃ কর্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্-জ্ঞানস্য॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাভাবস্তদা সর্বপ্রাণিষ্বনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায়াং সর্বফলপ্রদানসমর্থে চ ত্বয়ি সতি বাসুদেবঃ সর্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাত্ত্বামেব সর্বে ন প্রতিপদ্যন্ত ইতি? শৃণু তত্র কারণম্—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিম্। যজন্ত ইহাস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ। যথা পশুরেবং স দেবানামিতি শ্রুতেঃ[১]। তেষাং হি

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০

ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলকাঙ্ক্ষিণাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মান্মানুষে লোকে। মনুষ্যলোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে ইতি বিশেষণাদন্যেষ্বপি কর্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্। মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্মাণীতি বিশেষঃ। তেষাং চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। কর্মজা কর্মণো জাতা॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি ভগবানই সর্বপ্রকার ফলদাতা, তবে লোকে তাঁহার আত্মস্বরূপের উপাসনা না করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রাদি রূপে পূজা করে কেন? অর্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, ধনপুত্রাদি ফল কামনাপূর্বক যজ্ঞাদির বিধিবিহিত অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়; এই জন্য সকাম ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতারই পূজা করে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও চিত্ত নিষ্কাম না হইলে আত্মজ্ঞানবোধে অধিকার হয় না; এতৎসাধন দীর্ঘদিনসাধ্য বলিয়া সকল লোকে উহার চেষ্টা করে না॥১২॥

মন্তব্য ঃ আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া বাসনা-প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছি। তাই কোনো বাসনার প্রতিপাদ্য বিষয়ে আমাদের মন সহজেই একাগ্র হইয়া পড়ে। কারণ, বাসনার দিকেই তাহার স্বাভাবিক ঝোঁক। পিতা পুত্রের অসুখে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করে, যাহাতে সে আরোগ্য লাভ করে। অনেকসময়েই দেখা যায়, পিতার অন্তরের এই ব্যাকুলতাজনিত তীব্র ইচ্ছায় পুত্রের রোগমুক্তি ঘটে। তাহা যেভাবেই হউক—ঝাড়ফুঁক, স্বস্ত্যয়ন, faith-healing অথবা নামী চিকিৎসকের পরামর্শে। ইহা ছাড়া টাকা, যশ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কর্ম করিলেও সহজেই উহার ফল পাওয়া যায়।

কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন সহজে ধাবিত হয় না। কারণ, অনন্তকাল ধরিয়া আমরা নিজেদের মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছি। দীর্ঘ কাল ধরিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তাহার পর দীর্ঘ কাল মনকে একাগ্র করিয়া ব্রহ্মবস্তুর বিষয়ে নিদিধ্যাসন করিলে সত্য প্রতিভাত হয়। ইহার জন্য জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হইতে পারে, আবার ইহজন্মেও সত্যলাভ হইতে পারে। কিন্তু সকাম কর্মের ফল এই জন্মেই লাভ হয়॥১২॥

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ময়া (মৎকর্তৃক) গুণকর্মবিভাগশঃ (গুণকর্মবিভাগ অনুসারে) চাতুর্বর্ণ্যং (চারি বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্য (তাহার) কর্তারম্ অপি (কর্তা হইলেও) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অকর্তারং (অকর্তা) [বলিয়া] মাং (আমাকে) বিদ্ধি (জানিও)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি গুণকর্মবিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহার স্রষ্টা হইলেও আমাকে অকর্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্**=বিদ্ধি+অকর্তারম্+অব্যয়ম্। ময়া=অস্মদ্+৩য়া একবচন,

অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। **গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ**=গুণাশ্চ কর্মাণি চ=গুণকর্মাণি—দ্বন্দ্ব, তেষাং বিভাগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; বি-ভজ্+ঘঞ্=বিভাগ, বিভাগ+শস্=বিভাগশ। **চাতুর্বর্ণ্যম্**=চত্বারঃ বর্ণা, তেষাং সমাহার—চাতুর্বর্ণ্যম্—সমাহার দ্বিগু; চতুর্বর্ণ+বুঞ্=চাতুর্বর্ণ্যম্। **সৃষ্টম্**=সৃজ্+ক্ত=সৃষ্ট, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্তারম্**=কৃ+তৃচ্, ২য়া একবচন। **অপি**=অব্যয়। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=ন ব্যয়—অব্যয়—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **অকর্তারম্**=ন কর্তা—অকর্তা—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্মবৈচিত্র্যং তৎকর্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি; সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্যযুদ্ধাদীনি কর্মাণি; রজস্তমপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্মাণি; তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তস্য কর্তারমপি ফলতোঽকর্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্ আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষ্বিতি নিয়মঃ কিংনিমিত্ত ইতি? অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতা মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্তন্তে সর্বশ ইত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণান্নিয়মেন তবৈব বর্ত্মানুবর্তন্তে? নান্যস্যেতি? উচ্যতে—চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্বর্ণ্যং—চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যম্। ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতম্। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ[১]। গুণকর্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগশঃ কর্মবিভাগশশ্চ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্মাণি সত্ত্বোপসর্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্মাণি। তমউপসর্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্মাণি। রজউপসর্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম। ইত্যেবং গুণকর্মবিভাগশশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু। অতো মানুষে লোকে ইতি বিশেষণম্। হন্ত তর্হি চাতুর্বর্ণ্যসর্গাদেঃ কর্মণঃ কর্তৃত্বাত্তৎফলেন যুজ্যসে। অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি? উচ্যতে—যদ্যপি মায়াসংব্যবহারেণ তস্য কর্মণঃ কর্তারমপি সন্তং মাং পরমার্থতো বিদ্ধ্যকর্তারম্ অত এবাব্যয়মসংসারিণং চ মাং বিদ্ধি॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বশ্লোকে সকাম ও নিষ্কাম ভেদে অধিকারের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে, আবার দেহের মূলতত্ত্ব—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ ভেদে অধিকার ভেদ কথিত হইতেছে। অনেকের সংস্কার এই যে, ভগবান সকলকে সমান করিয়া মনুষ্যজাতি সৃষ্টি করিলেন। কালক্রমে জনসমাজ গঠিত হইল। পরে যে যেমন কর্ম করিতে লাগিল তাহার সেইরূপ উপাধি হইল। যথা—যিনি কেবল পূজাপাঠ করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন; যিনি যুদ্ধাদিতে বল বিক্রম দেখাইলেন তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এইরূপ বাক্যের দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা সাঙ্কেতিক কোনো

১ ঋগ্বেদসংহিতা, ১০/৯০/১২

প্রমাণই নাই; বস্তুতঃ ইহা কল্পনামূলক। যদি বল ঈশ্বর সমদর্শী, নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়াদিকে ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাই ভগবান বলিয়াছেন, তিনি কর্তা হইয়াও অকর্তা। বস্তুতঃ, এতাবৎ প্রকৃতির স্ফুরিত উচ্ছ্বাস মাত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও অনাদ্যা। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যাধিকারে প্রকৃতিসত্তাসাগর হইতে যে মনুষ্যরূপ বুদ্বুদ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। এই বৃত্তিগুলি সত্ত্বগুণের কর্ম। এই "গুণকর্ম" অনুসারে পূর্বোক্ত শ্রেণির মানব "ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত হন। সত্ত্বগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে প্রকৃতিসত্তাসমুদ্র হইতে যে শ্রেণির মনুষ্যরূপ বুদ্বুদ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শৌর্যবীর্যাদির বিকাশ হয়। এতাবৎ রজোগুণের কর্ম; এই "গুণকর্ম" অনুসারে মানব "ক্ষত্রিয়" নাম ধারণ করে। এইরূপ তমোগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তিশীল "বৈশ্য" এবং তমোগুণের মুখ্যাধিকারে দ্বিজাতি-শুশ্রূষু "শূদ্র" জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই "গুণকর্মবিভাগ" অনাদিকালসিদ্ধ। সুতরাং, "বর্ণভেদ"ও অনাদিকালসিদ্ধ। তবে বর্ণধর্মী মানবে স্ব-স্ব বৃত্তিগুলি মলিন হইলে তাহাদের প্রতিভাহানি বা পতন হয়। ব্রাহ্মণ মলিনবৃত্তি হইলে যথাক্রমে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ আদিতে পরিণত হন। এই বৃত্তির গুণতারতম্যে ব্রাহ্মণ "শূদ্রত্ব" ও শূদ্র "ব্রাহ্মণত্ব" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু "ব্রাহ্মণ" কখনও "শূদ্র", বা "শূদ্র" কখনও "ব্রাহ্মণ" হইতে পারে না। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদপাঠপূর্বক বিপ্রত্ব ও ব্রহ্মবোধ যুক্ত পুরুষই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এতাবতের শেষ দিক হইতে যেমন এক-একটির ত্রুটি হয়, তেমনি ব্রাহ্মণের হীনত্ব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলজাত, উপনীত ও বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। ব্রাহ্মণকুলজাত ও দ্বিজ ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন; এবং কেবল ব্রাহ্মণকুলজাত অনুপনীত ব্রাহ্মণ, দ্বিজব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত যে সম্বন্ধ, গুরু ও শিষ্যের সহিত যে সদ্ভাব ও সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। কেহ মনে করিবেন না যে, শূদ্র ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস। বস্তুতঃ, কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করে, শিষ্য যেমন গুরুর শুশ্রূষা করে, সেইরূপ শূদ্র দ্বিজাতিগণের সেবা করিবে। যেমন সকল ভাইই জ্যেষ্ঠ হইতে পারে না, তদ্রূপ সকল বর্ণই একরূপ হয় না। ঈশ্বর কাহাকেও পক্ষপাতপূর্বক ছোট-বড় করেন নাই, প্রকৃতির "গুণকর্মবিভাগে" এইরূপ হইয়াছে মাত্র॥১৩॥

মন্তব্য ঃ মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ—যে-গুণের প্রতি যাহার প্রবণতা, তদনুসারে আমি (ভগবান) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মবিভাগ করি। পরে তাহা বংশপরম্পরায় পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। অতীত কর্মফলে উপজাত ব্রাহ্মণগুণসম্পন্ন জীবই ব্রাহ্মণ সংস্কারসম্পন্ন বংশে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। তেমনি রজঃ ও তমোগুণের সংস্কারসম্পন্ন বংশের ক্ষেত্রেও সেই সেই গুণসম্পন্ন জীবই জন্মগ্রহণ করে। তবে এই কথাও ঠিক যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও চারি প্রকার স্বভাব পরিদৃষ্ট হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের সময়ে দেখা যায়—কেহ যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ, কেহ পশুবধ, কেহ পূজার উপচার সংগ্রহ, আবার কেহ সমিধ আহরণ ও যজ্ঞবেদি নির্মাণকার্যে ব্যাপৃত। একজন শিখ বলিয়াছিল, যখন আমরা পবিত্র "গ্রন্থসাহিব" পাঠ করি তখন আমরা

ব্রাহ্মণ, যখন লড়াই করি তখন ক্ষত্রিয়, যখন চাকুরিজীবী তখন বৈশ্য এবং যখন গৃহস্থালির কাজ করি তখন শূদ্র।

ভগবান এইরূপ চারি বর্ণ সৃষ্টি করিলেও উহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি না থাকায় তিনি উহার জন্য responsible (দায়বদ্ধ) নন। তিনি plan (পরিকল্পনা) করিয়া দিয়াছেন, এখন গাড়ি আপন গতিতে ধাক্কাধাক্কি খাইতে খাইতে নানা বিষয় আস্বাদন করিতেছে। তাহাতে ঈশ্বরের বিন্দুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঈশ্বর এই রকম creation (সৃষ্টি)-এর plan করিলেন কেন? উত্তর হইবে—এই সব তো created (সৃষ্ট) হয় নাই। তুমি খামোকা স্বপ্নের মতো এই জগৎটাকে real (বাস্তব) ভাবিয়া কষ্ট পাইতেছ কেন? ইহা তো মোটেই সৃষ্ট হয় নাই। আর যদি ইহাকে real বলিয়া বোধ হয়—জগতে যদি ধাক্কাই খাইতে হয়, তবে ইহাকে real ভাবো এবং কীভাবে এই ধাক্কা সামলানো যায় তাহার চেষ্টা করো। বৃথা ভগবানে দোষারোপ করিয়া বসিয়া থাকিলে তোমারই ক্ষতি।

নিষ্কাম কর্মের রহস্য এই যে, তাহাতে কর্ম সুন্দর হয়, স্বার্থবুদ্ধি থাকে না। ধ্যানে বসিলে মন নানা চিন্তায় বিরক্ত করে, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে মন নানা প্রকার সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যাইয়াও যতই কম agitated (উত্তেজিত) হইবে, ততই মন শ্রীরামকৃষ্ণাভিমুখী হইবে।

অব্যয়ম্=Unchangeable—আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; আমি যেরূপ ছিলাম, সেইরূপই থাকি॥১৩॥

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কর্মাণি (কর্মরাশি) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (স্পর্শ করে না) কর্মফলে (কর্মফলে) মে (আমার) স্পৃহা ন (স্পৃহা নাই), ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্মভিঃ (কর্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (আবদ্ধ হন না)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্মরাশি আমাকে স্পর্শ করে না, কর্মফলের বাসনাও আমার নাই। এইরূপে আমাকে যিনি বিদিত হন, কর্মজালে তিনি আবদ্ধ হন না॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মাণি**=কর্মণ্, ১মা বহুবচন। মাম্=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **লিম্পন্তি**=লিপ্+লট্ অন্তি। **কর্মফলে**=কর্মাণাং ফলম্, তস্মিন্, ৭মী একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **স্পৃহা**=স্পৃহ+অঙ্+আপ্। **ইতি**=অব্যয়। **যঃ**=যদ্, ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অভিজানাতি**=অভি-জ্ঞা+লট্ তি। **সঃ**=তদ্, ১মা একবচন। **কর্মভিঃ**=কর্মন্, ৩য়া বহুবচন। **বধ্যতে**=বধ্+লট্ তে॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন

লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ কর্মফলে স্পৃহারাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্ব-নিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যেষাং তু কর্মণাং কর্তারং মাং মন্যসে পরমার্থতস্তেষামকর্তৈবাহম্। যতঃ—ন মামিতি। ন মাং তানি কর্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেন। অহঙ্কারাভাবাৎ। ন চ তেষাং কর্মণাং ফলে মে মম স্পৃহা তৃষ্ণা। যেষাং তু সংসারিণামহং কর্তেত্যভিমানঃ কর্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তম্। তদভাবান্ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তীতি। এবং যোঽন্যোঽপি মামাত্মত্বেনাভিজানাতি—নাহং কর্তা—ন মে কর্মফলে স্পৃহেতি—স কর্মভির্ন বধ্যতে। তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান নিরহঙ্কার—কর্তৃত্বাভিমানরহিত, সুতরাং কার্য করিয়াও তিনি অকর্তা। "আমি করিতেছি"—এইরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহাকেও "কর্তা" বলা যায় না। ব্যবহার দৃষ্টিতে লোকে তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—শ্রুতি[১]। সর্বাত্মদৃষ্টিতে সমস্তই যাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার কোন্ বস্তুর কামনা হইবে? কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জগৎ রচনাদি করেন নাই। এতাবৎ তাঁহার প্রকৃতিসুলভ জলতরঙ্গ লীলা মাত্র। এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিলে জীবের মুক্তি হয়॥১৪॥

মন্তব্য ঃ শ্রীভগবান নিরহঙ্কারের প্রতিমূর্তি। কিছুমাত্র কর্তৃত্বাভিমান—"আমি কর্তা"—এই ভাব তাঁহার ভিতর নাই। শ্রীকৃষ্ণ সারাজীবন "সর্বভূতহিতেরত" থাকিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া কর্ম করিলেন। যে তাঁহার ধ্যান করিবে, যে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবে—সেও নিরহঙ্কারী হইয়া "সর্বভূতহিতেরত" হইবেই হইবে। সেই কারণেই সামনে একটি "model" বা আদর্শ দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকেই বলা হয় ইষ্ট—যাহা আমি হইতে চাহি। আদর্শ অনুসরণ করিয়া আদর্শানুরূপ জীবনগঠনই জ্ঞানলাভ বা ভক্তিলাভের উদ্দেশ্য—সাড়ম্বরে ষোড়শোপচারে পূজা করা নহে॥১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্বৈঃ (প্রাচীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণ কর্তৃকও) কর্ম কৃতং (কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল); তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্বৈঃ (প্রাচীনগণ কর্তৃক) পূর্বতরং (পূর্ব পূর্ব যুগে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কর্ম এব কুরু (কর্মেরই অনুষ্ঠান করো)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আত্মাকে এইরূপ অকর্তা ও অভোক্তা জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণ কর্মের

১ গৌড় পাদকারিকা, ১/৯

অনুষ্ঠান করিতেন, যুগযুগান্তরপূর্ববর্তী মুমুক্ষুগণও সেইরূপ কর্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কর্মের অনুষ্ঠান করো॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **পূর্বৈরপি**=পূর্বৈঃ+অপি। **এবম্**=অব্যয়। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **পূর্বৈঃ**=পূর্বে ভব ইতি—পূর্ব, পূর্ব+অচ্=পূর্ব, ৩য়া বহুবচন। **মুমুক্ষুভিঃ**=মুচ্+সন্+উ, ৩য়া বহুবচন, অনুক্তে কর্তরি ৩য়া। **অপি**=অব্যয়। **কর্ম**=কর্মন্, ১মা একবচন। **কৃতম্**=কৃ+ক্ত=কৃত, (ক্লীব) ১মা একবচন, উক্তে কর্মে ১মা। **তস্মাৎ**=তদ্, ৫মী একবচন (হেতৌ)। **ত্বম্**=যুষ্মদ্, ১মা একবচন। **পূর্বতরম্**=পূর্ব+তরপ্=পূর্বতর (ক্লীব) ২য়া একবচন। **কৃতম্**=কৃ+ক্ত=কৃত, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **কর্ম**=কর্মন্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **কুরু**=কৃ+লোট্ হি॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "যে যথা মাম্" ইত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্বোক্তমেব কর্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদি-রাহিত্যেন কৃতং কর্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্মৈব কুরু॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ নাহং কর্তা—ন মে কর্মফলে স্পৃহেতি—এবমিতি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপ্যতিক্রান্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ। কুরু তেন কর্মৈব ত্বম্। ন তূষ্ণীমাসনং। নাপি সন্ন্যাসঃ কর্তব্যঃ। তস্মাৎ ত্বৎপূর্বৈরপ্যনুষ্ঠিতত্বাৎ। যদ্যনাত্মজ্ঞস্ত্বং তদাত্মশুদ্ধ্যর্থম্। তত্ত্ববিচ্চেলোকসংগ্রহার্থম্। পূর্বৈর্জনকাদিভিঃ পূর্বতরং কৃতম্। নাধুনাতনং কৃতং নির্বর্তিতম্॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দ্বাপর যুগে যযাতি, যদু প্রমুখ মহারাজগণ আত্মাকে অকর্তা অভোক্তা জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তৎপূর্ব যুগেও জনকাদি রাজগণ ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভগবান দেখাইলেন যে, হে অর্জুন! তাঁহারা তোমার ন্যায় সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তুমিও সেই মহাত্মাদিগের পথানুসরণপূর্বক নিজ বর্ণাশ্রমধর্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করো। ইহাতে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে॥১৫॥

মন্তব্য ঃ নিষ্কামভাবে কর্ম করিয়া বাহ্যস্পর্শের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লাভ-অলাভ কিংবা জয়-পরাজয়ে সমভাবে উদাসীন থাকিতে না পারিলে জ্ঞান হয় না—অতি প্রাচীনকাল হইতেই মুনিঋষিগণ ইহা জানিয়াছিলেন। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কামভাবে কর্ম করিবার উপদেশ করিতেছেন। ইহা যে প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের মুখের কথামাত্র নহে, পূর্ব পূর্ব যুগের মনীষিগণ এই নিষ্কাম কর্ম জীবনে আচরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। আধুনিক যুগে দেখিতে পাওয়া যায়—এটি এঁর মত, এটি ওঁর মত, ইনি ইহা বলিয়াছেন, তিনি অমুকটা বলিয়াছেন ইত্যাদি বলিয়া লোকে চিৎকার করে, কিন্তু সত্যের দিকে তাহাদের নজর নাই! লোকে বলে, "হেগেল এই কথা বলিয়াছেন, দান্তে এই কথা বলিয়াছেন, গান্ধিজী এই কথা বলিয়াছেন।" কিন্তু সত্য কী, সেই দিকে নজর নাই! আর কেহ বলেও না—"ইহাই সত্য।"॥১৫॥

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কিং কর্ম (কর্তব্য কর্ম কী)? কিম্ অকর্ম (অকর্তব্য কর্ম কী)? ইতি অত্র (এই বিষয়ে) কবয়ঃ অপি (বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন); [এই জন্য] যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) অশুভাৎ (অশুভ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) তৎ কর্ম (সেই কর্ম) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্তব্য কর্ম কী এবং অকর্তব্য কর্ম কী, ইহা নিরূপণ করিতে গিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই জন্য আমি তোমাকে কর্ম ও অকর্ম বিষয়ে উপদেশ করিতেছি; উহা বিদিত হইলে তুমি সংসারমুক্ত হইবে॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্ম**=কর্মন্, ১মা একবচন। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অকর্ম**=ন কর্ম=অকর্ম—নঞ্ তৎপুরুষ, [অথবা] নঞ্ কর্মন্, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **অত্র**=ইদম্+এল্ (৭মী তে)। **কবয়ঃ**=কবি, ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **মোহিতাঃ**=মুহ্+ণিচ্+ক্ত, ১মা বহুবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব) ২য়া একবচন (কর্মে)। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **কর্ম**=কর্মন্, ২য়া একবচন। **প্রবক্ষ্যামি**=প্র-ব্রূ+লৃট্ স্যামি। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **অশুভাৎ**=নঞ্—শুভ্+ক=অশুভ, ৫মী একবচন। **মোক্ষ্যসে**=মুচ্+লৃট্ স্যসে॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য কর্তব্যং ন লোকপরম্পরামাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্মেতি। কিং কর্ম কীদৃশং কর্মকরণং, কিমকর্ম কীদৃশং কর্মাকরণম্, ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, যতো যজ্‌জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্মাকর্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র কর্ম চেৎ কর্তব্যং ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহম্। কিং বিশেষিতেন—পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতমিতি? উচ্যতে। যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্মাকর্মণি। কথম্?—কিং কর্মেতি। কিং কর্ম কিঞ্চাকর্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপ্যত্রাস্মিন্ কর্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ। অতস্তে তুভ্যমহং কর্মাকর্ম চ প্রবক্ষ্যামি। যজ্‌জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কর্মাদি। মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারাৎ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দ্রুতগামী নৌকায় গমনকালে তীরস্থ বৃক্ষমালাকে গতিশীল ও নৌকাকে একস্থানে স্থির বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ লৌকিক ক্রিয়াস্থলেও বুদ্ধিমানগণের যখন ভ্রম হইয়া থাকে, তখন পারমার্থিক কর্মসমূহে যে বিশেষ ভ্রম হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী! শাস্ত্র যাহা অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছেন তাহাই কর্ম এবং তত্তাবতের ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিরুদ্ধাচরণই অকর্ম। যে কর্ম করিলে জীবের সংসারপাশ মোচন হয়, শাস্ত্র তাহারই অনুষ্ঠান করিতে জীবসকলকে উপদেশ দিয়াছেন। ভগবন্মুখনির্গলিত কর্মোপদেশ শ্রবণ করিলে ভববন্ধন অনায়াসেই মুক্ত হইয়া যায়॥১৬॥

মন্তব্য ঃ কোন্ ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কর্ম উচিত, কোন্ কর্ম উচিত নহে তাহা বুঝা যায় না। অভ্যুদয়ার্থীর (যে জাগতিক প্রতিষ্ঠা, উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে) কর্ম একরূপ, মুমুক্ষুর কর্ম অন্যরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ছোটখাটো বাসনা একবার চাখিয়া দেখিবে ও ত্যাগ করিবে। বড় বাসনা বিচার করিয়া ত্যাগ করিবে। কিন্তু এইখানেই সমস্যার মূল। অর্থাৎ, কোন্‌টি ছোট কর্ম, কোন্‌টি বড় কর্ম—তাহা বুঝা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, মহাপণ্ডিতগণেরও সেই ব্যাপারে বিভ্রম উপস্থিত হয়। তাহা ছাড়া মুমুক্ষুর মধ্যেও নানা স্তরভেদ আছে। সেই সেই স্তরভেদ অনুসারে কিছু কর্ম কর্তব্য, কিছু কর্ম আছে যাহা অকর্তব্য। এই বোধে জাগ্রত থাকিয়া জীবনে চলাকেই স্বধর্মপালন বলা হয়।

মুমুক্ষু তাঁহার অন্তরে "দারিদ্রসাধনা"-র অগ্নি এমনভাবে প্রজ্বলিত রাখিবেন যে, কখনও কাহারও সহিত বিবাদ উপস্থিত না হয়॥১৬॥

কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কর্মণঃ অপি (বিহিত কর্মের) [তত্ত্ব] বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য); বিকর্মণঃ চ (নিষিদ্ধ কর্মের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্য); অকর্মণঃ চ (ও অকর্মের তত্ত্ব) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য); হি (কেননা) কর্মণঃ (কর্মের) গতিঃ (তত্ত্ব) গহনা (দুর্জ্ঞেয়)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বিহিত কর্মও বোধের বিষয়, নিষিদ্ধ কর্মতত্ত্বও বোধের বিষয়, অকর্মের তত্ত্বও বোধের বিষয়, কেননা কর্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণঃ**=কর্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অপি**=অব্যয়। **বোদ্ধব্যম্**=বুধ্+তব্য=বোদ্ধব্য, (ক্লীব) ১মা একবচন (উক্তে কর্মণি ১মা)। **বিকর্মণঃ**=বি-কর্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অকর্মণঃ**=নঞ্ কর্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **চ**=অব্যয়। **হি**=অব্যয়। **গতিঃ**=গম্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **গহনা**=গাহ্+অন্= গহন+টাপ্॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম দেহাদি-ব্যাপারাত্মকম্, অকর্ম চ তদব্যাপারাত্মকম্, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ—কর্মণঃ ইতি। কর্মণো বিহিত-ব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকর্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্মণো গতির্গহনা, কর্ম ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্মাকর্মবিকর্মণাং তত্ত্বং দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন চৈবং ত্বয়া মন্তব্যম্। কর্ম নাম দেহাদিচেষ্টা লোকপ্রসিদ্ধম্। অকর্ম নাম তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনম্। কিং তত্র বোদ্ধব্যমিতি? কস্মাৎ? উচ্যতে—কর্মণ ইতি। কর্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য। হি যস্মাৎ। অপ্যস্তি বোদ্ধব্যম্। বোদ্ধব্যং চাস্ত্যেব বিকর্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য। তথা—

অকর্মণশ্চ তূষ্ণীম্ভাবস্য চ বোদ্ধব্যমস্তীতি। ত্রিষ্বপ্যধ্যাহারঃ কর্তব্যঃ। যস্মাদ্গহনা বিষমা দুর্জ্ঞেয়া। কর্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থম্। কর্মাদীনাং কর্মাকর্মবিকর্মণাম্। গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কর্ম এবং তত্তাবতের সন্ন্যাসের নামই অকর্ম, ইহা তো আমি বিদিত আছি, তবে ভগবান নূতন আর আমাকে কী বুঝাইবেন? অর্জুনের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন, শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বিধান বিহিতার্থের নামই কর্ম; ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানা আবশ্যক। নতুবা তুমি তাহার অনুষ্ঠান করিবে কীরূপে? শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থই বিকর্ম। তাহারও স্বরূপতত্ত্ব তোমার জানা আবশ্যক। অন্যথা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে কীরূপে? আর সমস্তকর্মসন্ন্যাসের নাম অকর্ম। তাহারও বিশেষ বিবরণ না জানিলে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। লৌকিক স্থূলদৃষ্টির দ্বারা যে-বস্তুকে যেরূপ বলিয়া বোধ হয়, প্রকৃতপক্ষে হয়তো তাহা সেইরূপ নহে। স্থূলদৃষ্টিতে সূর্যকে একখানি রূপার থালার ন্যায় দেখায়, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা পৃথিবী অপেক্ষাও একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র ইত্যাদি। বস্তুতঃ, স্থূলদৃষ্টি ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিষম প্রভেদ॥১৭॥

মন্তব্য ঃ যেকোনো কর্ম করিবার পূর্বে তাহার উদ্দেশ্য, তাহার ফল এবং সাধনপদ্ধতি (end, means and plan-estimate) জানা কর্মীর অবশ্যকর্তব্য। প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষ কিছু না বুঝিয়া অপরের অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহা যথার্থ শিক্ষার অভাবজনিত দোষ। ইহাতে অধিকাংশ স্থলেই অনিষ্ট হইয়া থাকে। বংশ ও পরিবার কিংবা দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিত সঠিক না বুঝিয়া অধিকাংশ লোকই গতানুগতিকভাবে কর্ম করিয়া থাকে। এইরূপ অজ্ঞতাপ্রসূত কর্মের ফলে সমগ্র জাতির অধঃপতন সঙ্ঘটিত হয়। অতএব, কর্তব্য নির্ণয় করিবার পূর্বে শুধু বিজ্ঞ এক ব্যক্তির নহে, বহু ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র আলোচনা করিবে এবং ঐ কর্মে নিজের রুচি ও সামর্থ্য কতখানি আছে তাহা বিবেচনা করিয়া কাজে হাত দিবে। যে-কর্ম না করিলে নিজের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে হয়—তাহাই কর্ম। সন্ন্যাসী যদি মুমুক্ষুর পাঠ্য শাস্ত্রগ্রন্থ না পড়ে, যদি সে সন্ন্যাসি-সঙ্গ বর্জিত হয়, সন্ন্যাসের সাধনপদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করিবার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে অনিবার্য কারণে সে পরিশেষে অনন্ত দুঃখভোগ করিবে।

অকর্ম তাহাই, যাহা করিলে বাহ্যতঃ বিশেষ কোনো ক্ষতি না হইলেও বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। যেমন তাস খেলিয়া সময় নষ্ট করা, বাজে গল্প করা [অথবা, অযথা টেলিভিশন দেখা] ইত্যাদি। বিকর্ম তাহাই, যাহাতে সমাজে নিন্দাভাজন হইতে হয়, নিজের ক্ষতি হয়।

অর্থাৎ, যে-কর্ম কর্তার কোনো কাজে লাগে না, তাহাই অকর্ম। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম সকাম কর্মের ন্যায় নিজের কাজে লাগে না যদিও, তথাপি তাহাতে পরের উপকার হয় এবং নিষ্কাম থাকিবার অভ্যাস দৃঢ় হয়। সুতরাং, কর্তার পক্ষে [যাহার কর্তৃত্ববোধ আছে] নিষ্কাম কর্মকেও অকর্মই বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্মজ্ঞানী যখন কোনো কাজ করেন, তাঁহার পক্ষে সব কাজই “অকর্ম” বটে, কিন্তু অন্যেরা

সেগুলিকে কর্মরূপেই দেখিতে পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন ব্যাস যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, গোয়ালিনিগণ বলিল—এত জল, নদী-পারাপারের নৌকা নাই, কী হইবে? ব্যাস দুধ-মাখন-সর-ননী যাহা ছিল সবই খাইয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন—হে যমুনে, আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি, তবে তুমি দু-ভাগ হইয়া যাইবে, আমরা সেই রাস্তা দিয়া ওপারে যাইব। বাস্তবিক তাহাই হইল। গোয়ালিনিগণ অবাক হইয়া ভাবিল—ও মা! ব্যাস এই সব খাইলেন, আর পরমুহূর্তেই বলিতেছেন—আমি যদি কিছু না খাইয়া থাকি॥১৭॥

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) কর্মণি (কর্মের মধ্যে) অকর্ম (কর্মাভাব), অকর্মণি চ (এবং অকর্মের মধ্যে) যঃ (যিনি) কর্ম পশ্যেৎ (কর্ম দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান); সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকর্মকৃৎ (সর্ব কর্মের অনুষ্ঠাতা)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম ও অকর্মের মধ্যে কর্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনি যোগযুক্ত ও তিনি সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণ্যকর্ম**=কর্মণি+অকর্ম। **যঃ**=যদ্, ১মা একবচন। **কর্মণি**=কর্মন্, ৭মী একবচন। **অকর্ম**=নঞ্ কর্মন্, ২য়া একবচন। **অকর্মণি**=অকর্ম, ৭মী একবচন। **কর্ম**=কর্ম, ২য়া একবচন। **পশ্যেৎ**=দৃশ্—বিধিলিঙ্ যাৎ। **সঃ**=তদ্ (পুং) ১মা একবচন। **মনুষ্যেষু**=মনু-জন্+ড=মনুষ্য, ৭মী বহুবচন (নির্ধারণে ৭মী)। **বুদ্ধিমান্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি; বুদ্ধি+মতুপ, ১মা একবচন। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **কৃৎস্নকর্মকৃৎ**=কৃত+ক্স্ন=কৃৎস্ন; কৃৎস্নং কর্ম=কৃৎস্নকর্ম—কর্মধারয়; কৃৎস্নকর্ম+কৃ+ক্বিপ্=কৃৎস্নকর্মকৃৎ (১মা একবচন)॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেব কর্মাদীনাং দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মণি কর্মবিষয়ে অকর্ম কর্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ, তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ; অকর্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ; মনুষ্যেষু কর্মকুর্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, তং প্রস্তৌতি—স যুক্তো যোগী তেন কর্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্নকর্মকর্তা চ সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্মণি সর্বকর্মফলানামন্তর্ভাবাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এব কর্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎ প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ, কৃতো বেদিতব্যঃ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা, কর্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্মণাং ত্যাগে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ—তদুক্তং,

"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা; য এবম্ভূতঃ স তু সর্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্মাণি কুর্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্তাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনস্তত্ত্বং কর্মাদের্যদ্বোদ্ধব্যং—বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতম্? উচ্যতে—কর্মণীতি। কর্মণি—ক্রিয়ত ইতি কর্ম ব্যাপারমাত্রম্। তস্মিন্ কর্মণি। অকর্ম কর্মাভাবং যঃ পশ্যেৎ। অকর্মণি চ কর্মাভাবে কর্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোর্বস্তুপ্রাপ্যৈব হি সর্ব এব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারোঽবিদ্যাভূমাবেব কর্ম যঃ পশ্যেদ্ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু। স যুক্তো যোগী চ। কৃৎস্নকর্মকৃৎ সমস্তকর্মকৃচ্চ সঃ। ইতি স্তূয়তে কর্মাকর্মণোরিতরেতরদর্শী।

ননু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিতি—অকর্মণি চ কর্মেতি। ন হি কর্মাকর্ম স্যাৎ। অকর্ম বা কর্ম। তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেদ্দ্রষ্টা?

নন্বকর্মৈব পরমার্থতঃ সৎ কর্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টের্লোকস্য। তথা কর্মৈবাকর্মবৎ। তত্র যথাভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অতো ন বিরুদ্ধম্। বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ। বোদ্ধব্যমিতি চ যথাভূতং দর্শনমুচ্যতে। ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষণং স্যাৎ। যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি চোক্তম্। তস্মাৎ কর্মাকর্মণী বিপর্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভিস্তদ্বিপর্য্যয়গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতো বচনং—কর্মণ্যকর্ম য ইত্যাদি। ন চাত্র কর্মাধিকরণমকর্মাস্তি—কুণ্ডে বদরাণীব। নাপ্যকর্মাধিকরণং কর্মাস্তি। কর্মাভাবত্বাদকর্মণঃ। অতো বিপরীতগৃহীতে এব কর্মাকর্মণী লৌকিকৈঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকম্। শুক্তিকায়াং বা রজতম্।

ননু কর্ম কর্মৈব সর্বেষাম্। ন ক্বচিদ্ব্যভিচরতি।

তন্ন। নৌস্তস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষ্বগতিকেষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ। দূরেষু চক্ষুষোঽসংনিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গত্যভাবদর্শনাৎ। এবমিহাপ্যকর্মণ্যহং করোমীতি কর্মদর্শনং কর্মণি চাকর্মদর্শনং বিপরীতদর্শনম্। যেন তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি।

তদেতদুক্তপ্রতিবচনমপ্যসকৃদত্যন্তবিপরীতদর্শনভাবিততয়া মোমুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃত্তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্যাবতার্য্য চোদয়তীতি পুনঃপুনরুত্তরমাহ ভগবান—দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং চালক্ষ্য বস্তুনঃ। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং—ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিনাত্মনি কর্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ। তস্মিন্নাত্মনি কর্মাভাবেঽকর্মণি কর্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরূঢ়ম্। যতঃ—কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্মাত্মন্যধ্যারোপ্যাহং কর্তা—মমৈতৎ কর্ম—ময়াঽস্য কর্মণঃ ফলং ভোক্তব্যমিতি চ। তথাঽহং তূষ্ণীং ভবামি যেনাহং নিরায়াসোঽকর্মা সুখী স্যামিতি কার্যকরণাশ্রয়ব্যাপারোপরমং তৎকৃতং চ সুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চিৎ তূষ্ণীং সুখমাসমিত্যভিমন্যতে লোকঃ। তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি।

অত্র চ কর্ম কর্মৈব সৎ কার্যকরণাশ্রয়ং কর্মরহিতেঽবিক্রিয় আত্মনি সর্বৈরধ্যস্তম্। যতঃ

পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি মন্যতে। অথ আত্মসমবেততয়া সর্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্মণি নদীকূলস্থেষ্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেন। অতোঽকর্ম কর্মাভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ। অকর্মণি চ কার্যকরণব্যাপারোপরমে কর্মবদাত্মন্যধ্যারোপিতে তূষ্ণীমকুর্বন্ সুখমাসে—ইত্যহঙ্কারাভিসন্ধিহেতুত্বাত্তস্মিন্নকর্মণি চ কর্ম যঃ পশ্যেৎ। য এবং কর্মাকর্মবিভাগজ্ঞঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যেষু। স যুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্মকৃচ্চ। সোঽশুভান্মোক্ষিতঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ।

অয়ং শ্লোকোঽন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ। কথম্? নিত্যানাং কিল কর্মণামীশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাভাবাদকর্মাণি তান্যুচ্যন্তে—গৌণ্যা বৃত্ত্যা। তেষাং চাকরণমকর্ম। তচ্চ প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কর্মোচ্যতে—গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা। তত্র নিত্যে কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাৎ। যথা ধেনুরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি। তদ্বৎ। তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্মণি কর্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি।

নৈতদযুক্তং ব্যাখ্যানম্ এবংজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তেঃ—যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত। কথম্? নিত্যানামনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণম্। ন তু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানাৎ। ন হি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানমশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতম্। নিত্যকর্মজ্ঞানং বা। ন চ ভগবতৈবেহোক্তম্। এতেনাকর্মণি কর্মদর্শনং প্রত্যুক্তম্। ন হ্যকর্মণি কর্মেতি দর্শনং কর্তব্যতয়েহ চোদ্যতে। নিত্যস্য তু কর্তব্যতামাত্রম্। ন চাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যাৎ। নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতম্। নাপি কর্মাকর্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণম্। ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্মকৃত্ত্বাদি চ ফলমুপপদ্যতে। স্তুতির্বা। মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপম্। কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণম্? ন হি তমস্তমসো নিবর্তকং ভবতি।

ননু কর্মণি যদকর্মদর্শনমকর্মণি বা কর্মদর্শনং ন তন্মিথ্যাজ্ঞানম্। কিং তর্হি? গৌণং ফলভাবাভাবনিমিত্তম্। ন। কর্মাকর্মবিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ ফলস্যাশ্রবণাৎ। নাপি শ্রুতহান্যশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিদ্বিশেষো লভ্যতে। স্বশব্দেনাপি শক্যং বক্তুং—নিত্যকর্মণাং ফলং নাস্তি। অকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি। তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিম্? তত্রৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোকব্যামোহার্থমিতি ব্যক্তং কল্পিতং স্যাৎ। ন চৈতচ্ছদ্মরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু। নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং বস্তুত্বং সুবোধং স্যাদিত্যেব বক্তুং যুক্তম্। কর্মণ্যেবাধিকারস্তে—ইত্যত্র হি স্ফুটতর উক্তোঽর্থো ন পুনর্বক্তব্যো ভবতি। সর্বত্র চ প্রশস্তং বোদ্ধব্যং চ কর্তব্যমেব। ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি। তৎপ্রত্যুপস্থাপিতং চ বস্ত্বাভাসম্ নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়ভাবোৎপত্তিঃ। নাসতো বিদ্যতে ভাব ইতি বচনাৎ। কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি[১] চ দর্শিতম্। অসতঃ, সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ। অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতাঽসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাপ্যসদ্ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ। তচ্চাপ্যযুক্তং সর্বপ্রমাণবিরোধাৎ। ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্মশাস্ত্রং দুঃখস্বরূপত্বাৎ। দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্বকতয়া কার্যত্বানুপপত্তেঃ। তদকরণে চ নরকপাতাভ্যুপগমেঽনর্থায়ৈব। উভয়থাঽপি

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/২/২

করণেঽকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ—স্বাভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্মেত্যভ্যুপগম্য মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ।

তস্মাদ্‌যথাশ্রুত এবার্থঃ কর্মণ্যকর্ম য ইত্যাদেঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতোঽয়মস্মাভিঃ শ্লোকঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন নদীতীরস্থ বৃক্ষের গতি না থাকিলেও নৌকারোহী ব্যক্তি বৃক্ষে গমনক্রিয়ার এবং নৌকাতে গতির অভাব আরোপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম অকর্মাদি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া হইলেও মূঢ় জীব ভ্রমবশতঃ তত্ত্বাবৎ "অহং করোমি" বুদ্ধিতে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়ার অভাব অনুমান করে। আকাশের চন্দ্র তারা আদির গতি থাকিলেও দূরত্ব দোষে তাহাদিগকেও যেমন একস্থলেই স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমক্রমে সর্বদাই ক্রিয়াশীল দেহেন্দ্রিয় আদিকে অকর্তা ও বস্তুতঃ ক্রিয়ানির্লিপ্ত অকর্তা আত্মাকে কর্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদিতে মিথ্যারূপে আরোপিত "অকর্ম" মধ্যে যিনি "কর্ম" দেখিতে পান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকেই "কর্তা" বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং আত্মাতে বৃথারোপিত "কর্ম"মধ্যে যিনি "অকর্ম" বা ক্রিয়ার অভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান। যিনি আত্মাকে অহং-কর্তৃত্বাভিমান হইতে পৃথক দেখিয়াছেন, তিনিই যোগযুক্ত।

পক্ষান্তরে, এই শ্লোকের এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, প্রকৃতিবিরচিত এই প্রপঞ্চ জগৎ-ই "কর্ম" ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মা "অকর্ম"। যিনি জগতে (কর্মে) ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না এবং আত্মাতে (অকর্মে) সমস্ত জগতেরই স্ফুরণ (কর্ম) দেখিতে পান, তিনিই শ্রেষ্ঠ ও মহাযোগী। আবার এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্মের বৈধতা প্রযুক্ত উহাতে বন্ধনভয়-রূপ দোষ নাই। বরং তত্তাবতের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় আছে। অগ্নিহোত্রাদি "কর্ম" হইলেও বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া উহা "অকর্ম" এবং তাহার ত্যাগরূপ "অকর্মে" প্রত্যবায়-জন্য বন্ধনের কারণ থাকায় উহা "কর্ম"। এইরূপ কর্ম-মধ্যে অকর্ম ও অকর্ম-মধ্যে কর্ম যিনি দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান ও কর্মকর্তা। কর্ম বিকর্মের বিচার করিতে গিয়া অনেক বুদ্ধিমানই ভ্রমচক্রে বিঘূর্ণিত হন। মনে কর, পশুহিংসা করা নিতান্ত অন্যায় বা "বিকর্ম", কিন্তু সকাম যজ্ঞকারীর পক্ষে উহাই আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "কর্ম" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভোজন করিবার জন্য হিংসাবৃত্তির বশীভূত হইয়া পশুবধ করিলে উহা "বিকর্ম" হইত, কিন্তু যজ্ঞসঙ্কল্পে পশুবধ করিলে উহাকে আর "বিকর্ম" বলা যায় না। কাহারও প্রতি দ্বেষবুদ্ধি পরতন্ত্র হইয়া উচ্ছেদসাধনের নামই হিংসা, কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত প্রবৃত্তিমার্গীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অথবা আত্মরক্ষা বা ধর্মযুদ্ধকালে প্রাণহানি করা হিংসা বলিয়া কথিত হয় না। সত্যকথন অতি উত্তম, এই জন্য উহা "কর্ম"-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যদি সত্য কথায় অন্যের প্রাণহানি বা অন্য কোনো গুরুতর অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, তবে উহা "বিকর্ম" হইবে। আবার মিথ্যাকথন "বিকর্ম" হইলেও যদি গো, ব্রাহ্মণ, মহাত্মাদির প্রাণরক্ষার জন্য উহা আবশ্যক হয়, তবে উহা "কর্ম" বলিয়া গণ্য হইবে। অসৎ সঙ্কল্পে সত্য কথা বলিলে উহা অসত্য কথনেরই ফলদান করে, আবার সৎসঙ্কল্পে অসত্য কহিলেও উহা সত্যকথনেরই শুভফল প্রসব করিয়া

থাকে। এতাবতের গুহ্যরহস্য উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে অনেকসময়েই মনুষ্য ভ্রমে পতিত হয়। কর্মাকর্ম বিচার করা কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন, সুবর্ণনির্মিত কুণ্ডলে বুদ্ধিমান পুরুষ সুবর্ণকে কুণ্ডলরূপে ও কুণ্ডলকে সুবর্ণময় দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি কর্মে ও অকর্মে উভয়ের আদর্শ দেখিতে পান, তিনিই বুদ্ধিমান, যোগী ও কর্মকর্তা॥১৮॥

মন্তব্য ঃ জ্ঞান হইলে সকল কর্মের (সৎ কার্য) ফলস্বরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। তাই বলা হইয়াছে, যিনি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন—তিনিই "কৃৎস্নকর্মকৃৎ", অর্থাৎ সর্বকর্ম সাধন করিয়া কর্মবিধিকে অতিক্রম করিয়াছেন। জ্ঞানী দেখেন—দেহ, মন ও বুদ্ধি কাজ করে। জ্ঞানী তাই দ্রষ্টামাত্র। এইরূপ দৃষ্টিকে "কর্মে অকর্ম" দেখা বলে। কেহ বিষয়বাসনা থাকিতেও কর্ম পরিত্যাগ করিলে সেই কর্মাভাব (অকর্ম) জ্ঞানপ্রাপ্তির পক্ষে বিষম বিঘ্ন হয় এবং তাহাতে সমাজব্যবস্থার ক্ষতি হয়। তাই সেই অকর্ম বিষম দুঃখফলপ্রদ। যিনি এই তত্ত্ব বোঝেন, তিনি বুদ্ধিমান।

প্রত্যেক কাজে উদ্দেশ্যের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাহ্যদৃষ্টিতে কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা যায় না। যে উদ্দেশ্যে কাজ করা হইয়া থাকে, সেই কর্ম সেই উদ্দেশ্য সাধন করে। তাই সর্বদা লক্ষ্য (end) এবং পথ বা উপায় (means) সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে বলা হইতেছে। কর্মে অকর্ম দেখা এবং অকর্মে কর্ম দেখা—এই উভয় প্রকার রহস্যই যিনি জানেন, তিনিই "কৃৎস্নকর্মকৃৎ"॥১৮॥

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যস্য (যাঁহার) সর্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম) কামসংকল্পবর্জিতাঃ (কামসঙ্কল্পবর্জিত), বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং (জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা) তং (তাঁহাকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার সমস্ত কর্মই কামসঙ্কল্পবর্জিত এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **যস্য**=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **সর্বে**=সর্ব (পুং) ১মা বহুবচন। **সমারম্ভাঃ**= সম্-আ-রভ্+ঘঞ্, ১মা বহুবচন। **কাম-সংকল্প-বর্জিতাঃ**=কম্+ঘঞ্=কাম; সম্-কৃপ্+ঘঞ্=সংকল্প; বৃজ্+ণিচ্+ক্ত=বর্জিত; কাম বিষয়ক সংকল্পঃ—কর্মধারয়, তেন বর্জিতাঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **বুধাঃ**= বুধ, ১মা বহুবচন (বুধ্+ক=বুধ)। **জ্ঞান-অগ্নি-দগ্ধ-কর্মাণম্**=জ্ঞানম্ এব অগ্নিঃ—রূপক কর্মধারয়; দগ্ধানি কর্মাণি—কর্মধারয়; জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধ কর্মাণি যস্য তম্—বহুব্রীহি। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **পণ্ডিতম্**=পণ্ডা+ইতচ্ (জ্ঞাতার্থে)=পণ্ডিত; ২য়া একবচন। **আহুঃ**=ব্রূ+লট্ অন্তি॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্মাণি—কাম্যত

ইতি কামঃ ফলং তৎসংকল্পেন বর্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুর্যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যস্য তং, আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্তব্যমিতি কর্তব্যবিষয়ঃ সংকল্পস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তদেতৎ কর্মণ্যকর্মাদিদর্শনং স্তূয়তে—যস্যেতি। যস্য যথোক্তদর্শিনঃ। সর্বে যাবন্তঃ। সমারম্ভাঃ কর্মাণি। সমারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ। কামসংকল্পবর্জিতাঃ—কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সংকল্পৈর্বর্জিতাঃ। মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে। প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থম্। নিবৃত্তেন চেজ্জীবনযাত্রার্থম্। তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্ কর্মাদাবকর্মাদিদর্শনং জ্ঞানম্। তদেবাগ্নিঃ। তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্মাণি যস্য তম্। আহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধা ব্রহ্মবিদঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সঙ্কল্পই মনুষ্যের জন্মজন্মান্তর ভোগরূপ সংসারপাশের বীজস্বরূপ। ফলকামনা দ্বারা ইহা আরও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যিনি স্বর্গাদি ফলকামনা ও অহং-কর্তৃত্বাভিমানমূলক সঙ্কল্প পরিহারপূর্বক কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সমস্ত প্রপঞ্চজগৎ-ই ব্রহ্মময়—এইরূপ জ্ঞানাগ্নিশিখায় শুভ এবং অশুভ কর্মের ফলরাশি দগ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন। অন্তঃকরণের যে-বৃত্তির দ্বারা সর্বত্র ব্রহ্মচৈতন্যোপলব্ধি হয়, সেই বৃত্তির নাম পণ্ডা; তাদৃশ বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত॥১৯॥

মন্তব্য ঃ কোনো ব্যক্তির কৃতকর্মে কোনো কামনা ও কামনাসিদ্ধির জন্য কর্ম করিবার ইচ্ছা বা সঙ্কল্প যদি না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। জ্ঞানীরা তাঁহাকেই "পণ্ডিত" বলিয়া থাকেন।

মনের মধ্যে বাসনা থাকিলেই "এটা করিব", "ওটা করিব" ইত্যাদি সঙ্কল্প উঠে। সাধক প্রথমাবস্থায় নিজেকে অকর্তা জানিয়া বাসনা ত্যাগ করে এবং গুরুর আদেশমতো কাজ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। যখন সিদ্ধ হইবে, তখন সে দেখিবে যে, তাহার সমস্ত কর্ম যান্ত্রিক নিয়মে দেহ, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে হইয়া যাইতেছে। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, সাক্ষী। যত দিন না দেহনাশ হয়, তত দিন প্রারব্ধবশে শরীর তাহার পূর্ব ভরবেগ (momentum) অনুসারে কাজ করিতে থাকে। সেই কর্ম জ্ঞানীকে স্পর্শমাত্রও করে না। তাঁহার বোধ রহিয়া যায়, তিনি অ-স্পৃষ্ট॥১৯॥

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঃ (তিনি) কর্মফলাসঙ্গং (কর্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগপূর্বক) নিত্যতৃপ্তঃ (সর্বদা তুষ্ট) নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্ব) [হইয়া] কর্মণি (কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত থাকিয়াও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি কর্ম ও ফলের আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সদাই সন্তৃপ্তান্তঃকরণ ও নিরবলম্ব থাকেন, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি**=কর্মণি+অভিপ্রবৃত্তঃ+অপি। **নৈব**=ন+এব। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **কর্ম-ফল-আসঙ্গম্**=কৃ+মণিন্=কর্মন্, ১মা একবচন=কর্ম; ফল্+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)=ফল; আ-সন্‌জ+ঘঞ্=আসঙ্গ; কর্মণঃ ফলম্=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তস্মিন্ আসঙ্গঃ—৭মী তৎপুরুষ, তম্। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **নিত্যতৃপ্তঃ**=তৃপ্+ক্ত=তৃপ্ত; নিত্যং তৃপ্তঃ—২য়া; তৎপুরুষ। **নিরাশ্রয়ঃ**=নি-আ-শ্রি+অচ্; নির্ (নাস্তি) আশ্রয়ঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **কর্মণি**=কর্মন্, ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে) **অভিপ্রবৃত্তঃ**=অভি-প্র-বৃত্+ক্ত। **অপি**=অব্যয়। **কিঞ্চিৎ**=কিম্+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। **এব**=অব্যয়। **ন**= অব্যয়। **করোতি**=কৃ+লট্ তি॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়নীয়রহিতঃ এবম্ভূতো যঃ সঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম অকর্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্ত্বকর্মাদিদর্শী সোঽকর্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্মা সন্ন্যাসী জীবনমাত্রার্থচেষ্টঃ সন্ কর্মণি ন প্রবর্ততে—যদ্যপি প্রাগ্বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ। যস্তু প্রারব্ধকর্মা সন্নুত্তরকালমুৎপন্নাত্মসম্যগ্‌দর্শনঃ স্যাৎ স কর্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম পরিত্যজত্যেব। স কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি কর্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ববৎ কর্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মত্বাৎ তদীয়ং কর্মাকর্মৈব সম্পদ্যত ইতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ—ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গং চ। যথোক্তেন জ্ঞানেন নিত্যতৃপ্তঃ। নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েষ্বিত্যর্থঃ। নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিতঃ। আশ্রয়ো নাম যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিষাধয়িষতি। দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। বিদুষা ক্রিয়মাণং কর্ম পরমার্থতোঽকর্মৈব। তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বাৎ। তেনৈবংভূতেন প্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততো নির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ববৎ কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নিত্যনৈমিত্তিক কার্যানুষ্ঠানকালে যে অহং-কর্তৃত্বাভিমান হয় তাহার নাম "কর্মাসঙ্গ" ও তজ্জন্য স্বর্গাদি ফলকামনার নাম "ফলাসঙ্গ"। যিনি এতদাসঙ্গদ্বয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে অকর্তা, অভোক্তা ও অসঙ্গ জানিয়া সদাই পরিতৃপ্ত বা পরমানন্দযুক্ত থাকেন এবং যিনি আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি কাহারও আশ্রিত মনে করেন না, তিনি লোকদৃষ্টিতে কার্য করিলেও সেই কার্য তাঁহার অদৃষ্ট রচনা করিতে পারে না। ফলাসঙ্গ নিবৃত্তি-জন্য তিনি সদাই "তৃপ্ত" ও কর্মাসঙ্গের অভাব প্রযুক্ত তিনি সদাই "নিরাশ্রয়"। আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্মফলানুরূপ "অদৃষ্ট" রচিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে; জীবও তদনুসারে শুভাশুভ কর্মের

সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। অন্যথা পরমানন্দময় পুরুষকে কার্য ও ফল কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না॥২০॥

মন্তব্য ঃ স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর আমি নহি—এই জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, যিনি কারণশরীরে সর্বদা বর্তমান থাকেন, তাঁহার এই পৃথিবীর কোনো বিষয়েই প্রয়োজনবুদ্ধি না থাকায় তিনি নিজের আহার, বাসস্থান, বস্ত্রাদির জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তান্বিত হন না। যেমন ত্রৈলঙ্গস্বামী, মথুরাদাস প্রমুখ।

সেই যোগী যদি লোকশিক্ষার্থ বা গুরুর আদেশে কোনো কর্ম করেন, তিনি নিজেকে অকর্তা জানিয়া সেই কর্মকে (উহাতে বিন্দুমাত্র আসক্ত না হইয়া) অকর্ম দেখিয়া থাকেন। যেমন, স্বামী বিবেকানন্দ। কোনো জিনিস থাকিলেই তাহার স্বধর্মে নানাবিধ ক্রিয়া হয়। অর্থাৎ, ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সবই ঘটিতে থাকে। দেহ থাকিলেই তাহার স্বধর্মে ক্ষুধা অনুভব হয়। যৌবনে চিত্তচাঞ্চল্য হয়। আমরা এই শরীরকে নানা বাসনাসহায়ে আনন্দ করিবার জন্য আনিয়াছিলাম, এখন ইহা একটি মহা ঝামেলার ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে॥২০॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত) ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ (সর্বপ্রকারপরিগ্রহত্যাগী ব্যক্তি) কেবলং (কেবলমাত্র) শারীরং (শারীরিক) কর্ম কুর্বন্ (কর্ম করিয়া) কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি তৃষ্ণারহিত, যাঁহার আত্মা ও চিত্ত সংযত হইয়াছে, সর্বপ্রকার পরিগ্রহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হন না॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **নিরাশীঃ**=নাস্তি আশীঃ যস্য—বহুব্রীহি। **যত-চিত্ত-আত্মা**=চিত্তঞ্চ আত্মা চ (দেহ)—দ্বন্দ্ব; যতৌ চিত্তাত্মানৌ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ত্যক্ত-সর্ব-পরিগ্রহঃ**=ত্যজ্+ক্ত=ত্যক্ত; পরি-গ্রহ+ঘঞ্=পরিগ্রহ; সর্ব পরিগ্রহ—কর্মধারয়; ত্যক্তঃ সর্ব পরিগ্রহ যেন সঃ—বহুব্রীহি। **কেবলম্**=কেব+কলচ্=কেবলম্ (ক্লীব) ২য়া একবচন। **শারীরম্**=শৄ+ঈরন্=শরীর; শরীর+অণ্=শারীর, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **কর্ম**=কর্মন্, ২য়া একবচন। **কুর্বন্**=কৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **কিল্বিষম্**=কিল্+ট্বিষচ্ (কর্তৃবাচ্যে), ২য়া একবচন। ন=অব্যয়। **আপ্নোতি**=আপ্+লট্ তি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্বর্ত্যং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে

শরীরনির্বাহমাত্রোপযোগী স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদিকর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যঃ পুনঃ পূর্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্মারম্ভাদ্‌ব্রহ্মণি সর্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ে সংজাতাত্মদর্শনঃ। স দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়াশীর্বিবর্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যতে ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ— নিরাশীরিতি। নিরাশীঃ নির্গতাঃ আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ। যতচিত্তাত্মা—চিত্তমন্তঃকরণম্। আত্মা বাহ্যঃ কার্যকরণসংঘাতঃ। তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ যস্য স যতচিত্তাত্মা। ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ— ত্যক্তঃ সর্বঃ পরিগ্রহো যেন স ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ। শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলং— তত্রাপ্যভিমানবর্জিতং—কর্ম কুর্বন্। নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষমনিষ্টরূপং পাপং ধর্মং চ। ধর্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপং কিল্বিষমেব। বন্ধাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্মেত্যত্র কিং শরীরনির্বর্ত্যং শারীরং কর্মাভিপ্রেতম্? আহোস্বিচ্ছরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্মেতি। কিঞ্চাতো যদি শরীরনির্বর্ত্যং শারীরং কর্ম? যদি বা শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিতি? উচ্যতে—যদা শরীরনির্বর্ত্যং কর্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাত্তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুর্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি ব্রুবতো বিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত। শাস্ত্রীয়ং চ কর্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কর্ম কুর্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্বর্ত্যং কর্ম বিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধর্মাধর্মশব্দবাচ্যং কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ। তত্রাপি বাঙ্মনসাভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তি-বচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত। প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেঽপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ। যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্মাভিপ্রেতং ভবেত্তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙ্মনসনির্বর্ত্যমন্যদকুর্বংস্তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্। এবংভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসর্বকর্মাত্মত্বাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যত এবেতি। পূর্বোক্তসম্যগ্‌দর্শনফলানুবাদ এবৈষঃ। এবং শরীরং কেবলং কর্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্বর্গাদিতে যাঁহার কামনা নাই, অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চিত্ত এবং বাহ্যেন্দ্রিয় সহিত দেহরূপ আত্মাকে যিনি নিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সহজেই সর্বত্যাগী, কোনো বস্তু গ্রহণেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কেবল প্রারব্ধভোগার্থ শরীরের দ্বারা কর্ম করেন মাত্র। যে শুভ ও অশুভ কর্মানুষ্ঠানকালে মনের আসক্তি আকৃষ্ট না হয়, সেই কর্মের জন্য অনুষ্ঠাতা পাপপুণ্যরূপ ফলভোগী হন না॥২১॥

মন্তব্য ঃ যিনি আপ্তকাম অর্থাৎ যাঁহার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এই জগতের কোনো বিষয়ই তিনি আশা করেন না—তাঁহার স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াছে। রূপ,

রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ইত্যাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের কোনো বিষয়ই তিনি গ্রহণ করেন না—যেমন সুন্দর গান, নাচ, রূপ ইত্যাদি।

শরীরের ক্ষুধাতৃষ্ণাদি স্বভাবের প্রেরণাবশে তিনি আহারাদি যাহা কিছু করেন, তাহাতে তাঁহার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষতি হয় না। তাঁহার দেহ-মন তো ভগবানের নিকট বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং, তাঁহার দেহ-মনের উপর কোনো কর্তৃত্ব নাই॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অনায়াসলভ্য দ্রব্যে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (দ্বন্দ্বসহিষ্ণু), বিমৎসরঃ (মাৎসর্যবর্জিত), সিদ্ধৌ (লাভে) অসিদ্ধৌ চ (ও অলাভে) সমঃ (সমভাবাপন্ন) [পুরুষ] কৃত্বা অপি (কর্ম করিয়াও) ন নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হন না)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, মাৎসর্যবর্জিত, লাভ-অলাভে সমভাবাপন্ন, তিনি কর্মানুষ্ঠান করিলেও বন্ধন প্রাপ্ত হন না॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **সিদ্ধাবসিদ্ধৌ**=সিদ্ধৌ+অসিদ্ধৌ। **যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্টঃ**=যদ্+ঋচ্ছ্+অঙ্+টাপ্=যদৃচ্ছা; লঙ্+ঘঞ্=লাভ; সম্-তুষ্+ক্ত=সন্তুষ্ট; যদৃচ্ছয়া লাভঃ—৩য়া তৎপুরুষ, তেন সন্তুষ্টঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **দ্বন্দ্ব-অতীতঃ**=দ্বি+দ্বি=দ্বন্দ্ব; অতি-ই+ক্ত=অতীত; দ্বন্দ্বম্ অতীতঃ—২য়া তৎপুরুষ। **বিমৎসরঃ**=মদ্+সরন্=মৎসর; বিগত মৎসর যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সিদ্ধৌ**=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধি, ৭মী একবচন। **অসিদ্ধৌ**=নঞ্-সিধ্+ক্তিন্=অসিদ্ধি, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **সমঃ**=সম+অচ্। **কৃত্বা**=কৃ+ক্ত্বাচ্। **অপি**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **নিবধ্যতে**=নি-বধ্+লট্ তে (কর্মবাচ্যে)॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভ ইতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, য এবম্ভূতঃ স পূর্বোক্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ত্যক্তসর্বপরিগ্রহস্য যতেরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যাভাবাদ্যাচনাদিনা শরীরস্থিতিকর্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াম্—অযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা[1] বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারমাবিষ্কুর্বন্নাহ—যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ—অপ্রার্থিতোপনতো লাভো যদৃচ্ছালাভঃ। তেন সন্তুষ্টঃ সংজাতালংপ্রত্যয়ঃ। দ্বন্দ্বাতীতঃ—দ্বন্দ্বৈঃ শীতোষ্ণাদিভির্হন্যমানোঽপ্যবিষণ্ণচিত্তো দ্বন্দ্বাতীত উচ্যতে। বিমৎসরো বিগতমৎসরো নির্বৈরবুদ্ধিঃ। সমস্তুল্যো যদৃচ্ছয়া লাভস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ। য এবংভূতো যতিরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোর্লাভালাভয়োঃ সমো হর্ষবিষাদবর্জিতঃ কর্মাদাবকর্মাদিদর্শী

১ বৌধায়ন, ২/১৮/১২

যথাভূতাত্মদর্শননিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিকর্মণি শরীরাদিনির্বর্ত্যে নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইত্যেবং সদা সংপরিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্তৃত্বাভাবং পশ্যন্ নৈব কিঞ্চিদ্ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম করোতি। লোকব্যবহারসামান্যদর্শনেন তু লৌকিকৈরারোপিতকর্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্মণি কর্তা ভবতি। ভিক্ষাটনাদিচেষ্টাস্বপ্যকর্তৃত্বাদ্যনুসন্ধানমেব বিদুষঃ। স্বানুভবেন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদিজনিতেনাকর্তৈব। স এবং পরাধ্যারোপিতকর্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে। বন্ধহেতোঃ কর্মণঃ সহেতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিত্যুক্তানুবাদ এবৈষঃ॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিশেষ যত্ন বা চেষ্টা না করিয়াও যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, "অযাচিতমসংকৢপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া"[১]—প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন; যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা আদি দ্বন্দ্বের মধ্যে স্থিরভাবে অবিচলিতচিত্তে ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন; যিনি অন্যের মঙ্গল এবং নিজের মঙ্গলেও একভাবাপন্ন, অর্থাৎ অন্যকে এবং আপনাকে একভাবে দেখিয়া থাকেন এবং কার্যকালে ফললাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, তিনি কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও বন্ধনদশাগ্রস্ত হন না॥২২॥

মন্তব্য ঃ প্রত্যেক মানুষের পূর্বকৃত কর্মের ফলে জীবন পরিচালিত হয়। সেই জন্য কেহ কেহ এমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করে যে, তাহাকে খাওয়া-পরা, মান-সম্ভ্রমের জন্য কোনো চেষ্টা করিতে হয় না। কাহারও-বা বহু চেষ্টার ফলে অন্নবস্ত্র জুটিলেও মান জুটে না, কোনোরূপ সুযোগ-সুবিধাও জুটে না। এই সমস্তই কর্মফল। নিজেকে বাঁচাইবার এবং উন্নতিলাভ করিবার চেষ্টা করিলে সেই কর্ম সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া জীবকে পুনরায় নব নব কর্মে নিয়োজিত করে। জ্ঞানীর এই জগতে থাকিবার বা কোনো প্রকার উন্নতিলাভ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা থাকে না। কেবল পূর্ব কর্মফলে তাঁহার যেটুকু আহার-বাসস্থান জুটে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

আমরা দেহ-মন রক্ষা করাকেই আত্মরক্ষা বলিয়া মনে করি। কিন্তু জ্ঞানীর দেহ-মনের সঙ্গে সম্বন্ধ দূর হইয়া যায়। তাই তাঁহাকে দ্বন্দ্বাতীত, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াহীন বলা হইয়াছে। অন্যের উন্নতি দেখিলে অজ্ঞলোকের মাৎসর্য (jealousy) হয়; কিন্তু এই জগতের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে জ্ঞানী সম্পূর্ণ উদাসীন। তাই তাঁহার কোনো মাৎসর্য নাই। সুতরাং, তিনিই যথার্থ নির্বৈর।

সংসারের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকায় নিজের বা অন্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" (গীতা, ১৪/২) সৃষ্টিতে তাঁহার আহ্লাদ নাই, প্রলয়কাণ্ড ঘটিলেও তাঁহার মনে বিকার বা ব্যথা নাই।

তিনি যদি পরোপকারের জন্য কিংবা গুরুর আদেশে কিছু করেন, তাহাতে বন্ধন হয় না। তাঁহার যেকোনো কর্ম লোককল্যাণের নিমিত্তই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে॥২২॥

---

১ বৌধায়ন, ২/১৮/১২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ গতসঙ্গস্য (নিষ্কাম) মুক্তস্য (রাগবর্জিত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবিচলিতচিত্ত) যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ (যজ্ঞের জন্য কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির) সমগ্রং (সমস্ত কর্ম) প্রবিলীয়তে (বিনষ্ট হয়)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি ফলকামনাবিহীন ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাধ্যাসবর্জিত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিচলিতভাবে স্থিতি করিতেছে, তিনি যজ্ঞাদি কর্মসকলকে রক্ষা করিবার জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলেও সেই কর্মসকল ফলসহিত বিনষ্ট হইয়া থাকে॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **গতসঙ্গস্য**=সন্‌জ+ক্ত=সঙ্গ; গম্‌+ক্ত=গত; গতঃ সঙ্গ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মুক্তস্য**=মুচ্‌+ক্ত=মুক্ত, ৬ষ্ঠী একবচন। **জ্ঞান-অবস্থিত-চেতসঃ**=জ্ঞা+অনট্‌=জ্ঞান; অব-স্থা+ক্ত=অবস্থিত; চিত+অস্‌=চেতস্‌; জ্ঞানে অবস্থিতম্‌ চেতঃ যস্য স—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **যজ্ঞায়**=যজ্‌+নঙ্‌=যজ্ঞ, ৪র্থী একবচন (নিমিত্তার্থে)। **কর্ম**=কর্মন্‌, ১মা একবচন। **আচরতঃ**=আ-চর্‌+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **সমগ্রম্‌**=সম্‌-গ্রহ্‌+ড=সমগ্র; (ক্লীব) ১মা একবচন। **প্রবিলীয়তে**=প্র-বি-লী+লট্‌ তে॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম প্রবিলীয়তে অকর্মভাবমাপদ্যতে, আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম কুর্বত ইত্যর্থঃ॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গমিত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্মা সন্‌ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা তস্যাত্মনঃ কর্তৃকর্মপ্রয়োজনাভাবদর্শিনঃ কর্মপরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্নিমিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূর্ববৎ তস্মিন্‌ কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি স ইতি কর্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ। যস্যৈবং কর্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব—গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য সর্বতো নিবৃত্তাসক্তেঃ। মুক্তস্য নিবৃত্তধর্মাধর্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। জ্ঞান এবাবস্থিতং চেতো যস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাঃ। তস্য। যজ্ঞায় যজ্ঞনির্বৃত্ত্যর্থমাচরতো নির্বর্তয়তঃ কর্ম সমগ্রম্‌। সহাগ্রেণ কর্মফলেন বর্তত ইতি সমগ্রং কর্ম। তৎ সমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহার ফলভোগে বাসনা নাই; "আমি কর্তা, আমি ভোক্তা"—এই অধ্যাসও যাঁহার নাই; "তত্ত্বমসি"[১] মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মায় অভেদ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি আত্মবৃত্তিতে বিলীন হইয়াছে; তিনি যদি প্রারব্ধবশাৎ অথবা লোকানুগ্রহার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার যজ্ঞাদি কর্মসমগ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। "সমগ্র" এই শব্দের "অগ্র" পদের অর্থ "ফল"। অর্থাৎ, ফলসহ কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। "তদ্‌যথেষীকাতূলমগ্নৌ

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৬/৮/৭

প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে"[১] ইতি শ্রুতি। যেমন, ঈষীকা তূল প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঈষীকার সহিত বিদগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানাগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের নিকট ফল সহিত কর্মরাশি তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায়॥২৩॥

মন্তব্য ঃ যাঁহার ব্রহ্মানুভূতি হইয়াছে, তিনি সর্বদাই ব্রহ্মানুভব লইয়া থাকেন। তাঁহার বাহ্যজগতের কোনো বিষয়ে বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে না। সুতরাং, তিনি বাহ্য বিষয়ের সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত। এমন ব্যক্তি যদি লোকশিক্ষার্থ কিংবা গুরুর আদেশে ঈশ্বর আরাধনা-জ্ঞানে কোনো কাজ করেন, তাহা হইলে তাহার ফল এবং কর্মসংস্কার কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। জ্ঞানীরা জানেন, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। সুতরাং, তাঁহারা কোনো কার্য করিলে তাহা ঈশ্বরের সেবাজ্ঞানেই করিয়া থাকেন॥২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্পণং (আহুতিদানের স্রুবাদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); হবিঃ (ঘৃতও) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম); [এবং] ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্তৃক) হুতং (হোম হইতেছে) [এইরূপ যিনি দেখেন]; তেন (সেই) ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (কর্মে ব্রহ্মবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি কর্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লব্ধ হন)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্পণ [আহুতিদানের স্রুবাদি] ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা যে হোম করিতেছেন তাহাও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ কর্মে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ**=হবিঃ+ব্রহ্মাগ্নৌ। **ব্রহ্মৈব**=ব্রহ্ম+এব। **অর্পণম্**=ঋ+ণিচ্+ল্যুট্=অর্পণ, ১মা একবচন। (উক্তে কর্মণি ১মা)। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **হবিঃ**=হবিস্, ১মা একবচন। **ব্রহ্মাগ্নৌ**=ব্রহ্ম এব অগ্নিঃ—ব্রহ্মাগ্নি, ৭মী একবচন। **ব্রহ্মণা**=ব্রহ্মণ্ ৩য়া একবচন। (অনুক্তে কর্তায় ৩য়া)। **হুতম্**=হু+ক্ত=হুত, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তেন**=তদ্ (পুং), ৩য়া একবচন। **ব্রহ্মকর্মসমাধিনা**=ব্রহ্ম এব কর্ম—ব্রহ্মকর্ম—রূপক কর্মধারয়; তস্মিন্ সমাধিঃ—৭মী তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **সমাধি**=সম্-আ-ধা+কি। **এব**=অব্যয়। **গন্তব্যম্**=গম্+তব্য, (ক্লীব) ১মা একবচন॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম জ্ঞান হেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্মৈব; আরূঢ়াবস্থায়ান্তু অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম অকর্মৈবেতি "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেনোক্তঃ কর্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫/২৪/৩

কর্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম স্বকার্যারম্ভমকুর্বৎ সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি? উচ্যতে যতঃ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন ব্রহ্মবিদ্ধবিরগ্নাবর্পয়তি তদ্ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি। তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতি। যথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি। তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণমিতি। যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি। ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্ম হবিঃ—তথা যদ্ধবির্বুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্ব্রহ্মৈবাস্য। তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদম্। অগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা। ব্রহ্মৈব কর্তেত্যর্থঃ। যত্তেন হুতং হবনক্রিয়া তদ্ব্রহ্মৈব। যত্তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্ম। ব্রহ্মকর্মসমাধিনা। ব্রহ্মৈব কর্ম ব্রহ্মকর্ম। তস্মিন সমাধির্য্যস্য স ব্রহ্মকর্মসমাধিঃ। তেন ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাঽপি ক্রিয়মাণং কর্ম পরমার্থতোঽকর্ম। ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাৎ। তদেবং সতি নিবৃত্তকর্মণোঽপি সর্বকর্মসন্ন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শনস্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে। যদর্পণাদ্যধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্মং ব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিন ইতি। অন্যথা সর্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। তস্মাদ্ব্রহ্মৈবেদং সর্বমিত্যভিজানতো বিদুষঃ সর্বকর্মাভাবঃ। কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ। ন হি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম দৃষ্টম্। সর্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম শব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষ-সম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কর্ত্রভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টম্। নোপমৃদিতক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতং বা। ইদং তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধি কর্ম। অতোঽকর্মৈব তৎ। তথা চ দর্শিতম্—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ। কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ। গুণা গুণেষু বর্তন্তে। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিভিঃ। তথা চ দর্শয়ংস্তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দং করোতি। দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দেন কাম্যাগ্নিহোত্রাদিহানিঃ। তথা মতিপূর্বকামতিপূর্বকাদীনামেবংবিধানাং কারকাত্মনাং কর্মণাং কার্য্যবিশেষস্যারম্ভকত্বং দৃষ্টম্। তথেহাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্মাপি বিদুষোঽকর্ম সম্পদ্যতে। অত উক্তং—সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি।

অত্র কেচিদাহুঃ—যদ্ব্রহ্ম তদর্পণাদীনি। ব্রহ্মৈব কিলার্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সত্তদেব কর্ম করোতি। তত্র নার্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্যতে। কিন্ত্বর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাধীয়তে। যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ। যথা বা নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরিতি। সত্যম্—এবমপি স্যাদ্যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং ন স্যাৎ। অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষানুপন্যস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞ ইতি জ্ঞানং স্তৌতি। অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে। অন্যথা সর্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। যে তু—অর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুবুদ্ধিবদ্ব্রহ্মবুদ্ধিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিম্বিব

চ—ইতি ব্রুবতে ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা স্যাৎ। অর্পণাদিবিষয়ত্বাজ্‌জ্ঞানস্য। ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি চোচ্যতে। বিরুদ্ধং চ সম্যগ্‌দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যত ইতি। প্রকৃতবিরোধশ্চ। সম্যগ্‌দর্শনং চ প্রকৃতম্। কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যত্রান্তে চ সম্যগ্‌দর্শনং তস্যৈবোপসংহারাৎ। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমিত্যাদিনা সম্যগ্‌দর্শনস্তুতিমেব কুর্বন্নুপক্ষীণোঽধ্যায়ঃ। তত্রাকস্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিপ্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিষ্ণুবুদ্ধিরুচ্যত ইত্যনুপপন্নম্। তস্মাদ্‌যথাব্যাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ—এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি ত্যাগের নাম "যাগ"; ঘৃতাদি দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে "হোম" নামে কথিত হয়। যে ইন্দ্রাদি দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া ঘৃতাদি দান করা যায়, তাঁহাদের নাম "সম্প্রদান"; যজ্ঞের ঘৃতাদি "হবিঃ" শব্দে প্রসিদ্ধ। ঘৃতাদি প্রক্ষেপই "কর্ম", জুহ আদি "করণ", অধ্বর্যু "কর্তা", আহবনীয়াগ্নি "অধিকরণ"। এইরূপ কর্মে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ সমাধি হইলে অনুষ্ঠাতার ব্রহ্মত্বই লাভ হইয়া থাকে॥২৪॥

মন্তব্য ঃ বেদান্তের মত যথারীতি অনুধ্যান করিলে বুঝিতে পারা যায়, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো বস্তুই থাকিতে পারে না। বিচারের দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুকে নির্ণয় করা গেলেও তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য যিনি যে-অবস্থায় আছেন—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি, সন্ন্যাসী কিংবা গৃহস্থ—প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নিজের সমস্ত ক্রিয়া (movement) ব্রহ্মেরই স্পন্দনমাত্র—এই অনুভবে প্রতিষ্ঠাই সাধকের লক্ষ্য। সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ, দৃঢ়ভাবে এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে সত্য সত্যই দেখা যায়, আমরা যাহা কিছু করি তাহা ব্রহ্মেরই লীলারূপ।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ব্রহ্মবিদ্যাকে মানুষের শিক্ষার একটি প্রধান বিষয় করিয়া সর্বদা তাহার চর্চা করিতেন। এখন যেমন শিষ্য-পরম্পরায় বিজ্ঞানচর্চার ফলে অতি আশ্চর্য তথ্যসকল আবিষ্কৃত হইতেছে, বৈদিক ও তৎপরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তেমনই ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য তথ্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় চর্চা না করিলে জড় কিংবা অধ্যাত্ম কোনো বিজ্ঞানেরই উন্নতি হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা বহুকাল ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছিল। সেই জন্য এখন এই তত্ত্ব আমাদের নিকট একটু অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তখন ইহা সত্য সত্যই কার্যে পরিণত হইয়াছিল। "ব্রহ্মকর্মসমাধিনা" বলিতে ভগবান বুঝাইয়াছেন—কর্মকে ব্রহ্মরূপে দেখিতে দেখিতে কর্মরূপী ব্রহ্মেতে মনকে সমাহিত করা। সেই অর্থে "কর্ম" ব্রহ্মেরই একপ্রকার স্পন্দন॥২৪॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অপরে (কোনো কোনো) যোগিনঃ (কর্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দেবযজ্ঞই)

পর্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন); অপরে (অন্য কেহ কেহ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞম্ (আত্মাকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কোনো কোনো যোগী পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবযজ্ঞই করিয়া থাকেন, অপর তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দৈবমেবাপরে**=দৈবম্+এব+অপরে। **ব্রহ্মাগ্নাবপরে**=ব্রহ্মাগ্নৌ+অপরে। **যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি**=যজ্ঞেন+এব+উপজুহ্বতি। **অপরে**=ন-পৃ+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **যোগিনঃ**=যুজ্+ঘিনুণ্, ১মা বহুবচন। **দৈবম্**=দেব+অণ্=দৈব। **যজ্ঞম্**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **পর্যুপাসতে**=পরি-উপ-আস্+লট্ অন্তে। **ব্রহ্মাগ্নৌ**=ব্রহ্ম এব অগ্নি=ব্রহ্মাগ্নি—রূপক কর্মধারয়, ৭মী একবচন। **যজ্ঞেন**=যজ্ঞ, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **উপজুহ্বতি**=উপ-হু+লট্ অন্তি॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়-প্রাপ্যত্বাৎ সর্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্মযোগিনঃ পর্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকর্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্রাধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থমন্যেঽপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে—দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব—দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞঃ। তমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কর্মিণঃ পর্যুপাসতে। কুর্বন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নৌ—সত্যং জ্ঞানমনন্তঃ ব্রহ্ম[1]। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম[2]। যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ[3] ইত্যাদিবচনোক্তমশনায়াদিসর্বসংসারধর্মবর্জিতং নেতি নেতীতি[4] নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ স হোমাধিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নাবপরেঽন্যে ব্রহ্মবিদো যজ্ঞম্। যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা। আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ। তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্বোপাধিধর্মকমাহুতিরূপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপজুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি। সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমঃ। তং কুর্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ। সোঽয়ং সম্যগ্দর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষূপক্ষিপ্যতে—ব্রহ্মার্পণামিত্যাদিশ্লোকৈঃ—শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ইত্যাদিনা স্তুত্যর্থম্॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দর্শ, পূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি যে-সকল যজ্ঞে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/১/১
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৯/২৮
৩ তদেব, ৩/৪/১
৪ তদেব, ৪/২/৪

আদির তৃপ্তি সাধন করা হয়, তাহার নাম দৈবযজ্ঞ; আর ব্রহ্ম বা "তৎ"-রূপ জ্বলন্ত অনলে "ত্বং"-রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া যে-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম "জ্ঞানযজ্ঞ"। সন্ন্যাসিগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥২৫॥

মন্তব্য ঃ ইন্দ্রাদি দেবতার নামে যে-আহুতি দেওয়া হয়, তাহা দৈবযজ্ঞ। তাহাও নিষ্কামভাবে ব্রহ্মের পূজাজ্ঞানে করিবে। জ্ঞানবিচারকেও যজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিবে। উপাসনা দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে আহুতি প্রদান করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে, গীতা প্রচারের সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যজ্ঞই ছিল ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান উপায়। কিন্তু রুচির বৈষম্যবশতঃ সকলে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ করিতে চাহিতেন না কিংবা ভালবাসিতেন না। ব্রাহ্মণরা তাঁহাদিগকে হীনদৃষ্টিতে দেখিতেন। এই যুগে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বপ্রকার উপাসনাকেই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের চেষ্টাকেই "যজ্ঞ" আখ্যা দিয়া প্রশংসাই করিয়াছেন। যাঁহারা কর্মকাণ্ডপরায়ণ, তাঁহারা যেমন ঈশ্বরের সেবক হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করিয়া থাকেন, শ্রীভগবান তেমনি জ্ঞানকাণ্ডপরায়ণ ব্যক্তিগণকেও ঈশ্বরেরই সেবক হিসাবে উল্লেখ করিয়া বুঝাইলেন যে, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অন্যে (অন্যান্য লোক) শ্রোত্রাদীনি (শ্রোত্রাদি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)। অন্যে (অপরে) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দেন)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অন্য কতকগুলি পুরুষ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে, আর কতিপয় পুরুষ শব্দাদি বিষয়রাশিকে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া থাকেন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে**=শ্রোত্রাদীনি+ইন্দ্রিয়াণি+অন্যে। **অন্যে**=অন্য, ১মা বহুবচন; অন+যৎ=অন্য। **শ্রোত্রাদীনি**=শ্রোত্রম্ আদৌ যেষাম্ তানি—বহুব্রীহি। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়, ২য়া বহুবচন। **সংযমাগ্নিষু**=সম্-যম্+ঘঞ্=সংযম, সংযম এব অগ্নি—রূপক কর্মধারয়, ৭মী বহুবচন। **জুহ্বতি**=হু+লট্ অন্তি। **ইন্দ্রিয়াগ্নিষু**=ইন্দ্রিয় এব অগ্নি=ইন্দ্রিয়াগ্নি—রূপক কর্মধারয়, ৭মী বহুবচন। **শব্দাদীন্**=শব্দ আদৌ যেষাম্ তে—শব্দাদয়ঃ—বহুব্রীহি, ২য়া বহুবচন। **বিষয়ান্**=বি-সি+অচ্=বিষয়, ২য়া বহুবচন॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ।

ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থাঃ জুহ্বতি বিষয়ভোগ-সময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শ্রোত্রাদীনীতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু। প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমো ভিদ্যত ইতি বহুবচনম্। সংযমা এবাগ্নয়ঃ। তেষু জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়সংযমমেব কুর্বন্তীত্যর্থঃ। শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়ঃ। তেষ্বিন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি। শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মন্যন্তে॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সাধনপূর্বক প্রত্যাহারপরায়ণ পুরুষ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।"[১] ভগবান পতঞ্জলি ঋষি একমাত্র বস্তুর ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে সংযম বলিয়াছেন। হৃদয়কমলে দীর্ঘ কাল পর্যন্ত অবিচলিতভাবে মনঃসংস্থাপনের নাম ধারণা। এইরূপ ধারণাযুক্ত চিত্তে উত্তরোত্তর বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকৃত ব্যবধানের সহিত ভগবদাকারের সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহের নাম "ধ্যান"। এইরূপ ধ্যানযুক্ত চিত্তের বিজাতীয় বৃত্তিসমূহের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া যে কেবলমাত্র ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহ হয়, তাহার নাম "সমাধি"। চিত্তের অবস্থা (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ—এই পাঁচ প্রকার) ভেদানুসারে, সমাধি "সম্প্রজ্ঞাত" ও "অসম্প্রজ্ঞাত"—এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাগদ্বেষাদিদূষিত বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত "ক্ষিপ্ত"। নিদ্রাতন্দ্রাদিযুক্ত চিত্ত "মূঢ়"। বিষয়াসক্ত হইয়াও যে-চিত্ত দৈবাৎ কোনো কোনো সময়ে ধ্যাননিষ্ঠ হয়, সেই চিত্ত "বিক্ষিপ্ত"। চিত্তের প্রথম দুই অবস্থাতে সমাধি আদৌ হইতে পারে না। বিক্ষিপ্তাবস্থায় কখনও কখনও সমাধি হইলেও উহা যোগমধ্যে পরিগণিত হয় না। এই সমাধি আপনি হইয়া আপনিই ভঙ্গ হইয়া যায়। চিত্তের এক বস্তুতে ধারাবাহিক বৃত্তিপ্রবাহের নাম "একাগ্রাবস্থা"। এই অবস্থায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিবশতঃ তমোগুণজনিত নিদ্রাতন্দ্রাদির এবং রজোগুণকৃত চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপাদির অভাব হওয়ায় "সম্প্রজ্ঞাত" সমাধি হইয়া থাকে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় আপনাকে ধ্যেয়াকারাকারিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু যখন ঈদৃশ প্রতীতিরূপ বৃত্তিরও অভাব হয়, তখন চিত্তের "নিরুদ্ধাবস্থা"। এই অবস্থায় "অসম্প্রজ্ঞাত" সমাধি হইয়া থাকে। এইরূপে যোগশাস্ত্রে ধারণাদি সংযমের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই সংযমরূপ অগ্নিরাশিতে কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দান করেন; অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। আবার কোনো কোনো যোগী সমাধি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের নিরোধরূপ যজ্ঞও করিয়া থাকেন॥২৬॥

মন্তব্য ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক সংযত করিয়া রূপ-রস ইত্যাদি যাহা কিছু বিষয় ইন্দ্রিয়াদিতে আপতিত হইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করার কথাই শ্রীভগবান বলিলেন। রামপ্রসাদের গানে আছে, শ্রীশ্রীঠাকুর গাহিতেন ঃ "যত শুনি কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে; আহার করি মনে করি আহুতি দিই শ্যামা মারে..." ইত্যাদি॥২৬॥

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ৩/৪

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অপরে (অন্য কেহ কেহ) সর্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্মাণি (ইন্দ্রিয়গণের কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (ও প্রাণাদির কর্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানকর্তৃক প্রদীপিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করিয়া থাকেন)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অপর কোনো কোনো যোগী ইন্দ্রিয়গণের কর্ম ও প্রাণাদির কর্মরাশিকে জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **চাপরে**=চ+অপরে। **অপরে**=ন-পৃ+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **সর্বাণি**=সর্ব, (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **ইন্দ্রিয়কর্মাণি**=ইন্দ্রিয়াণাং কর্মাণি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **প্রাণকর্মাণি**=প্রাণানাং কর্মাণি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **জ্ঞান-দীপিতে**=দীপ্+ণিচ্+ক্ত=দীপিত; জ্ঞানেন দীপিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ ৭মী একবচন। **আত্মসংযমযোগাগ্নৌ**=আত্মনঃ সংযমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; আত্মসংযম এব যোগঃ—রূপক কর্মধারয়; আত্মসংযমযোগ এব অগ্নিঃ—রূপক কর্মধারয়, ৭মী একবচন। **জুহ্বতি**=হু+লট্ অন্তি॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ সর্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্মণি—প্রাণস্য বহির্গমনম্, অপানস্যাধোনয়নং, ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্, উদানস্যোর্ধ্বনয়নম্, "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়।" ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি; আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্রং স এব যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মনঃ সংযম্য তানি সর্বাণি কর্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—সর্বাণীতি। সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি—ইন্দ্রিয়াণাং কর্মাণীন্দ্রিয়কর্মাণি। তথা প্রাণকর্মাণি। প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকঃ। তৎকর্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি। তানি চাপর আত্মসংযমযোগাগ্নৌ। আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ। স এব যোগাগ্নিঃ। তস্মিন্নাত্মসংযমযোগাগ্নৌ। জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি। জ্ঞানদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ্বলভাবমাপাদিতে। জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমাধি দ্বিবিধ—লয়পূর্বক সমাধি ও বাধপূর্বক সমাধি। লয়পূর্বক সমাধিতে ব্যষ্টি কার্যকে সমষ্টিরূপ কারণে; সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতরূপ কারণে; শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ যুক্ত পৃথিবী, শব্দ স্পর্শ রূপ রস যুক্ত জলে; জল, শব্দ স্পর্শ রূপ যুক্ত তেজে; তেজ, শব্দ স্পর্শ যুক্ত বায়ুতে; বায়ু, শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশে; আকাশ, মহাকাশে; মহাকাশ, সঙ্কল্পরূপ অহঙ্কারে; অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বে; মহত্তত্ত্ব, মায়াতে এবং মায়া

চৈতন্যে লয় করিতে হয়। এই লয়সমাধিতে অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং, তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যপ্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বসাক্ষাৎকারানন্তর অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া গেলে নির্বীজ বাধসমাধি প্রাপ্তি হয়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পুনর্বিকাশের সম্ভাবনা নাই। ভগবান এই শ্লোকে বাধসমাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন বুদ্ধি—এই সপ্ত দশাত্মক সূক্ষ্মশরীর অন্য কোনো কোনো যোগী আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। নিরোধসমাধিরূপ যোগের নাম আত্মসংযম। "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।"[১] ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত—এই তিন অবস্থার নাম ব্যুত্থান। ইহা যোগের বিরোধী এবং জীব ক্ষণে ক্ষণে ইহাতে অভিভূত হইয়া থাকে। ব্যুত্থান সংস্কারের বিরোধী নিরোধসংস্কারের দ্বারা জীব দিন দিন ও ক্ষণে ক্ষণে প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়া থাকে। তদনন্তর নিরোধমাত্রক্ষণের সহিত চিত্তের অন্বয়ের নাম নিরোধপরিণাম। এই নিরোধপরিণামের পর প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপ আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি যখন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন কোনো কোনো যোগী তাহাতে লিঙ্গশরীরকে আহুতি দিয়া থাকেন॥২৭॥

মন্তব্য ঃ যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং প্রাণ-অপান-সমানাদি প্রাণবায়ুর ক্রিয়াকে আত্মসংযমের মাধ্যমে সংযত করিয়া, ধ্যেয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া মনকে সেই ধ্যেয়বস্তুতে একাগ্র করিতে হইবে। এই একাগ্রতাসাধনকেই একপ্রকার যজ্ঞ বলা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞের দ্বারা যে "ঈশ্বরসেবা"-প্রসঙ্গ শ্রীভগবান শুরু করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইহা যোগিগণসেবিত ঈশ্বরপূজা॥২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [কোনো কোনো ব্যক্তি] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞপরায়ণ), তথা (আর) অপরে (অন্য কেহ কেহ) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত) যতয়ঃ (যত্নশীল) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদাভ্যাস ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ) [হন]॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কোনো কোনো ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, কোনো কোনো ব্যক্তি তপোরূপ যজ্ঞ, কোনো কোনো ব্যক্তি যোগরূপ যজ্ঞ, কোনো কোনো ব্যক্তি বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ, কোনো কোনো ব্যক্তি জ্ঞানরূপ যজ্ঞ এবং কোনো কোনো যত্নশীল পুরুষ অত্যন্ত দৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে**=দ্রবযজ্ঞাঃ+তপোযজ্ঞাঃ+যোগযজ্ঞাঃ+ তথা+অপরে। **দ্রব্যযজ্ঞাঃ**=দ্রবৈঃ যজ্ঞঃ যেষাম্ তে—বহুব্রীহি। **তপোযজ্ঞাঃ**=তপসা যজ্ঞঃ যেষাম্ তে-বহুব্রীহি। **যোগযজ্ঞাঃ**=যোগেন যজ্ঞঃ যেষাম্ তে—বহুব্রীহি। **তথা**=তদ্+প্রকারে থাল্। **অপরে**=

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ৩/৯

ন-পৃ+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **যতয়ঃ**=যতি, ১মা বহুবচন। **সংশিতব্রতাঃ**=সম্-শো+ক্ত=সংশিত; সংশিতম্ ব্রতম্ যেষাম্ তে—বহুব্রীহি; (সম্যক্ সম্পাদিত ব্রত—ব্রতবিষয়ে যত্নবান), ১মা বহুবচন। **স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞাঃ**=স্বাধ্যায়েন জ্ঞানেন চ যজ্ঞ যেষাম্ তে—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **স্বাধ্যায়**=সু-আ-অধি-ই+ঘঞ্॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ, যদ্বা—বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি, দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণী-কৃতং ব্রতং যেষাং তে॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞাঃ—তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। তপোযজ্ঞাঃ—তপো যজ্ঞো যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগযজ্ঞাঃ—প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞা যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। তথাঽপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ। স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ। জ্ঞানযজ্ঞাঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ। যতয়ো যতনশীলাঃ। সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতানি তনূকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কূপ-তড়াগ খনন, দেবমন্দিরাদি নির্মাণ, ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ধর্মশালা নির্মাণ, শরণাগত জীবের রক্ষণ এবং শ্রৌতবিধানোক্ত বিবিধ দানের নাম দ্রব্যযজ্ঞ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি সাধনের ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উষ্ণ সহিষ্ণুতার নাম তপোযজ্ঞ। চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম যোগযজ্ঞ। অষ্টাঙ্গ যোগ যথা ঃ যম—যোগশাস্ত্রমতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ[১] এবং পুরাণের মতে অস্তেয়, করুণা, আর্জব, শান্তি, শৌচ, ধৃতি, মিতাহার, সত্যভাষণ, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য—যম বলিয়া কথিত হয়; নিয়ম—যোগশাস্ত্রমতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান[২] এবং পৌরাণিকমতে আস্তিকত্ব, হর্ষ, তপঃ, দেবার্চনা, দান, লজ্জা, সৎ জ্ঞান, হোম, সৎকথাশ্রবণ ও জপ—নিয়ম বলিয়া কথিত হয়; আসন—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি; প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ব্রহ্মচর্য [স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ] ধারণ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপূর্বক শ্রদ্ধার সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম বেদযজ্ঞ [স্বাধ্যায়]। গূঢ়ার্থযুক্তিপূর্বক বেদার্থনিশ্চয়াবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ। কোনো নিয়মের কিঞ্চিদংশেরও ত্রুটি না হয়, তাহার নাম দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে যজ্ঞ করিয়া থাকেন॥২৮॥

মন্তব্য ঃ দ্রব্য দিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার নাম "দ্রব্যযজ্ঞ", তিতিক্ষার মাধ্যমে কষ্ট সহ্য করার নাম "তপোযজ্ঞ", অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম "যোগযজ্ঞ" এবং বেদপাঠের দ্বারা বেদ সম্বন্ধে যে-জ্ঞান হয়, তাহা "স্বাধ্যায়"। বেদার্থ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়রূপ যজ্ঞই "জ্ঞানযজ্ঞ"। সংযত

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ২/৩০
২ তদেব

ব্যক্তিই যতি, বহুবচনে যতয়ঃ। কেহ জিদ করিয়া কিছু করিলে, তাহাকে বলা হয় "সংশিতব্রত"॥২৮॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥২৯॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ[১]॥৩০॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তথা (আবার) অপরে (অন্য যোগিগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণং (প্রাণকে), প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপান বায়ুকে) জুহ্বতি (হোম করেন); [অপরে (অন্য কেহ কেহ)] প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধ্বা (রোধপূর্বক) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ) [হইয়া থাকেন] অপরে (অন্য কোনো কোনো) নিয়তাহারাঃ (সংযতাহারী) প্রাণান্ (বায়ু সকলকে) প্রাণেষু (বায়ুসমূহে) জুহ্বতি (হোম করেন)। এতে সর্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞকারিগণ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞসম্পাদনপূর্বক নিষ্পাপ হইয়া) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞশেষ অমৃতভোজনশীল) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (নিত্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন)। [হে] কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানশূন্য ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন অস্তি (নাই); অন্যঃ (অন্যলোক) কুতঃ (কোথায়?)॥২৯-৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অন্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণের আহুতি প্রদান করেন, অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন এবং অন্য কোনো কোনো সংযতাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন। এই যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞসম্পাদনপূর্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ, যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন মনুষ্যগণ এই মনুষ্যলোকই প্রাপ্ত হয় না, স্বর্গাদি লাভ তো দূরের কথা॥২৯-৩১॥

ব্যাকরণ ঃ **তথা**=তদ্+প্রকারে থাল্। **অপরে**=ন-পৃ+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **অপানে**=অপ-অন্+অচ্ (কর্তৃবাচ্য)=অপান, ৭মী একবচন। **প্রাণম্**=প্র-অন্+ঘঞ্=প্রাণ, ২য়া একবচন (কর্মে)। **প্রাণে**=প্রাণ, ৭মী একবচন। **অপানম্**=অপান, ২য়া একবচন (কর্ম)। **জুহ্বতি**=হু+লট্ অন্তি। **নিয়তাহারাঃ**=নি-যম্+ক্ত=নিয়ত; আ-হৃ+ঘঞ্=আহার; নিয়তঃ আহারঃ যেষাম্ তে—বহুব্রীহি। **প্রাণ-অপান-গতী**—প্রাণশ্চ অপানশ্চ=প্রাণাপানৌ—দ্বন্দ্ব, তয়োঃ গতী—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, কর্মে ২য়া দ্বিবচন। **রুদ্ধ্বা**=রুধ্+ক্ত্বাচ্। **প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ**=প্রাণস্য আয়ামঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, স এব পরমম্ অয়ণং যেষাং তে—বহুব্রীহি। **প্রাণায়াম**=প্রাণ-আ-যম্+ঘঞ্। **প্রাণান্**=প্রাণ, ২য়া বহুবচন। **প্রাণেষু**=প্রাণ, ৭মী বহুবচন। **সর্বেঽপ্যেতে**=সর্বে+অপি+এতে। **লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য**=লোকঃ+অস্তি+অযজ্ঞস্য। **এতে**=এতদ্ (পুং),

১ ক্ষপিতকল্মষাঃ ইতি পাঠান্তরঃ

১মা বহুবচন। **সর্বে**—সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **যজ্ঞবিদঃ**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; যজ্ঞং বেত্তি ইতি=যজ্ঞ—উপপদ তৎপুরুষ। বিদ্+ক্বিপ্=যজ্ঞবিৎ, ১মা বহুবচন। **যজ্ঞ-ক্ষয়িত-কল্মষাঃ**=ক্ষি+ণিচ্+ক্ত=ক্ষয়িত; কর্ম-সো+ক=কল্মষ; যজ্ঞেন ক্ষয়িতম্ কল্মষম্ যেষাম্ তে—বহুব্রীহি। ক্ষপিত পাঠান্তর থাকিলে ক্ষপ্ (অপসারণ)+ক্ত=ক্ষপিত। **যজ্ঞ-শিষ্ট-অমৃত-ভুজঃ**=শাস্+ক্ত=শিষ্ট; যজ্ঞাৎ শিষ্টম্—৫মী তৎপুরুষ; তৎ এব অমৃতম্—রূপক কর্মধারয়; তদ্ ভুনক্তে যে তে—উপপদ তৎপুরুষ; যজ্ঞশিষ্টামৃত=ভুজ্+ক্বিপ্=যজ্ঞশিষ্টামৃতভুক্; ১মা বহুবচন। **সনাতনম্**=সদা+ট্যুল্। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **কুরুসত্তম**=সৎ+তমন্=সত্তম; কুরূণাং সত্তম—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা একবচন। **অযজ্ঞস্য**=যজ্ঞ+অর্শাদিভ্যঃ অচ্=ন যজ্ঞ—অযজ্ঞ। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **লোকঃ**=লোক+ঘঞ্, ১মা একবচন। **অন্যঃ**=অন্য, ১মা একবচন। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **কুতঃ**=কিম্+৫মী স্থানে তসিল্ প্রত্যয়॥২৯-৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্ধ্ববৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্বন্তি, তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্ধ্বাধোগতী রুদ্ধ্বা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে ত্বাহারসঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্যমাণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বম্পদার্থৈক্যং ব্যতিহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ॥" ইতি "প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা" ইত্যনেন শ্লোকেন; প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে, তস্যায়মর্থঃ—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি; কুম্ভকেন হি সর্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে "যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুর্বাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা" ইতি।

তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে, যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভূঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি।

তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্বথা কর্তব্যা ইত্যর্থঃ॥২৯-৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অপান ইতি। অপানেঽপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি প্রাণং প্রাণবৃত্তিম্। পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্বন্তীত্যর্থঃ। প্রাণেঽপানং তথাঽপরে জুহ্বতি। রেচকাখ্যং চ

প্রাণায়ামং কুর্বন্তীত্যেতৎ। প্রাণাপানগতী—মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতিঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য। তে প্রাণাপানগতী। এতে রুদ্ধ্বা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্বন্তীত্যর্থঃ।

কিঞ্চ—অপর ইতি। অপরে নিয়তাহারাঃ—নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ। প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষ্বেব জুহ্বতি। যস্য যস্য বায়োর্জয় ক্রিয়ত ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ তস্মিন্ জুহ্বতি। তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি। সর্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ। যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যেষাং তে যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।

এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্বর্ত্য—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টম্। যজ্ঞশিষ্টং চ তদমৃতং চেতি যজ্ঞশিষ্টামৃতম্। তদ্ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথাবিধিচোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যান্তি গচ্ছন্তি। ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম্। মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাদবগম্যতে। নায়ং লোকঃ সর্বপ্রাণিসাধারণোঽপ্যস্তি। যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞঃ। তস্য। কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ। হে কুরুসত্তম॥২৯-৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কেহ কেহ অপান বায়ুর প্রশ্বাসরূপ বৃত্তিতে প্রাণবায়ুর শ্বাসরূপ বৃত্তিকে আহুতি দান করেন, অর্থাৎ, বাহ্য বায়ুকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া পূরক অভ্যাস করেন এবং প্রাণের শ্বাসরূপ বৃত্তিতে অপানের প্রশ্বাসরূপ বৃত্তির হোম অর্থাৎ রেচক করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ভগবান অন্তরকুম্ভক ও বাহ্যকুম্ভক—এই দ্বিবিধ কুম্ভকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। যথাশক্তি বাহ্যবায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করার নাম অন্তরকুম্ভক। আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যথাশক্তি নাসা দ্বারা নির্গত করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস নিরোধের নাম বাহ্যকুম্ভক। প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস ও প্রশ্বাস। পূরকের দ্বারা অপানের এবং রেচকের দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি নিরুদ্ধ হয়। কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই স্তম্ভনরূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম বাহ্যবৃত্তি বা পূরক, আন্তরবৃত্তি বা রেচক, স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক ও তুরীয়—এই চারিভাগে বিভক্ত। কোনো কোনো যোগী অজপা মন্ত্রের অনুলোম-বিলোমে হংসঃ ও সোঽহমিতি দ্বারা তত্ত্বমসীতি বাক্যে জীবব্রহ্মের একতানুভব করিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরুশাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন, অথবা তত্তাবৎ শ্রদ্ধাপূর্বক সম্পন্ন করেন তিনি যজ্ঞবিদ। যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজ্ঞবিদ ও যজ্ঞজন্য নিষ্পাপ মহাত্মাগণ অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ ব্রত করে না, তাহাদের মুক্তি ও স্বর্গাদি সুখসম্পদ লাভ তো দূরের কথা, সামান্য সুখসাধক মনুষ্যলোক লাভও দুষ্কর হয়॥২৯-৩১॥

মন্তব্য ঃ আসল কথা, সকল বস্তুকেই ব্রহ্মময় দেখিবার অভ্যাসের কথা শ্রীভগবান

বলিয়াছেন। প্রাণায়াম ক্রিয়াকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাণকে রুদ্ধ করিলে তাহা যেন হবি, অপান যেন অগ্নি—এইভাবে প্রাণকে অপানে যজ্ঞ করা হইল।

ঈশ্বর-উপাসনা ব্যতীত মানবের জীবন পশুর সমান। তাই যেভাবেই হউক না কেন—ব্রত, উপবাস, স্বাধ্যায়, যোগ ইত্যাদি সকল কর্ম সকল সময়ে ঈশ্বরের উপাসনাজ্ঞানেই করিতে হইবে। যেমন, ঈশ্বরকে নিবেদন না করিয়া কিছু খাইলে এই জীবন পশুজীবন হইতেও অধিক উন্নত হইবে না, পরকালের সুখের তো কোনো কথাই নাই। সেই কারণে শ্রীভগবানের ইহাই অভিপ্রায় যে, যাহা কিছু গ্রহণ করিবে ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে, যাহা কিছু কর্ম করিবে "শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ" বা "সঙ্ঘের কাজ" ভাবিয়াই করিবে। ভাবিবে—"আমার জীবনটি যেন ভগবানের পূজাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।"॥২৯-৩১॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ব্রহ্মণঃ (বেদের) মুখে (দ্বারা) এবং (এই প্রকারে) বহুবিধাঃ (বহু প্রকার) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে), তান্ (সেই) সর্বান্ (সকলকে) কর্মজান্ (কর্মজ) বিদ্ধি (জানিবে) এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিবে)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই প্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি তৎসমস্ত যজ্ঞকে "কর্মজন্য" বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করো॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **ব্রহ্মণঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মুখে**=মুখ, ৭মী একবচন। **এবম্**=অব্যয়। **বহুবিধাঃ**=বি-ধা+অঙ্+টাপ্=বিধাঃ; বহবঃ বিধাঃ যস্য স—বহুবিধ, ১মা বহুবচন (উক্তে কর্মণি)। **যজ্ঞাঃ**=যজ্+নঙ্, ১মা বহুবচন। **বিততাঃ**=বি-তন্+ক্ত=বিতত, ১মা বহুবচন। **তান্**=তদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **কর্মজান্**=কর্ম+জন্+ড=কর্মজ, ২য়া বহুবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **বিমোক্ষ্যসে**=বি-মুচ্+লৃট্ স্যসে॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি আত্মনঃ কর্মণোঽগোচরত্বাৎ এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ। বিততা বিস্তীর্ণাঃ। ব্রহ্মণো বেদস্য। মুখে দ্বারে। বেদদ্বারেণাবগম্যমানা ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে। তদ্‌যথা—বাচি হি প্রাণং জুহুম ইত্যাদয়ঃ। কর্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকর্মোদ্ভবান্। বিদ্ধি তান্ সর্বাননাত্মজান্। নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা। অত এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসেঽশুভাৎ। ন মদ্ব্যাপারা ইমে—নির্ব্যাপারোঽহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসেঽস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনাৎ। মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনাদিত্যর্থঃ॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন মনে করেন, ভগবান এই যজ্ঞবৃত্তান্ত নূতন কল্পনা করিয়া বলিলেন, তাই ভগবান বলিতেছেন যে, ঋগাদি বেদে এইরূপ অনেক যজ্ঞের বিবরণ লিখিত হইয়াছে; এতাবৎ কল্পনামূলক নহে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়া হইতে এই যজ্ঞসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে আত্মার কর্তৃত্বভাবাদি নাই, এইরূপ স্থির জানিয়া তুমি মুক্ত হও॥৩২॥

মন্তব্য ঃ অধিকারিবিশেষের জন্য বেদে বহু প্রকার ধর্মসাধনার কথা বলা হইয়াছে। নানা প্রকার উপাসনা, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। পুণ্যকর্ম করিয়াও জ্ঞানবিষয়ে উপদেশ না পাইলে তাঁহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করেন; আর জ্ঞান-উপদেশানুযায়ী নিদিধ্যাসন করিলে তাঁহাদের মুক্তি হয়।

ব্রহ্মই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তাহা বাহির হইতে লাভ করিবার বিষয় নহে। তাহা পূর্ব হইতেই আমাদের ভিতর রহিয়াছে। বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইলে এই কথা জানিতে পারা যায়। কোনো সকাম কর্ম করিলে তাহার যে-ফল হয়, তাহা উৎপন্ন (যাহা ছিল না, এখন সৃষ্ট হইল—তাহাই "উৎপন্ন") হয় বলিয়া একদিন তাহার ক্ষয় হইবেই হইবে। সুতরাং, কোনো সকাম কর্মের দ্বারা পরমজ্ঞান লাভ হইতে পারে না॥৩২॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরন্তপ (হে পরন্তপ!) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যসাধিত) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ অপেক্ষা) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), [কেননা] [হে] পার্থ (হে পার্থ!) সর্বম্ অখিলং কর্ম (সমস্ত নিরবশেষ কর্ম) জ্ঞানে (জ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (পর্যবসিত হইয়াছে)॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কেননা ফলসহ সমস্ত নিরবশেষ কর্মই জ্ঞানে পর্যবসিত হইয়াছে॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **পরন্তপ!**=পরম্-তপ্+ণিচ্+খচ্ (কর্তৃবাচ্যে), সম্বোধনে ১মা। **দ্রব্যময়াৎ**=দ্রব্য+ময়ট্=দ্রব্যময়, ৫মী একবচন (অপেক্ষার্থে)। **যজ্ঞাৎ**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, ৫মী একবচন (অপেক্ষার্থে)। **জ্ঞানযজ্ঞঃ**—জ্ঞানেন কৃতঃ যজ্ঞঃ—৩য়া তৎপুরুষ বা জ্ঞানম্ এব যজ্ঞঃ—রূপক কর্মধারয়। **শ্রেয়ান্**=প্রশস্য+ইয়সুন্, (পুং), ১মা একবচন। **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **অখিলম্**=নাস্তি, খিলম্ যস্য তৎ—নঞ্ বহুব্রীহি। **সর্বম্**=সর্ব, (ক্লীব), ১মা একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন। **জ্ঞানে**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞানম্, ৭মী একবচন। **পরিসমাপ্যতে**=পরি-সম্-আপ্+লট্ তে (ভাববাচ্যে)॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াৎ অনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ; যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি

দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্বং কর্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ—"সর্বং তদভিসমৈতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ[1]॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকেন সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতম্। যজ্ঞাশ্চানেকবিধা উপদিষ্টাঃ। তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তূয়তে। কথম্?—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্রব্যসাধনসাধ্যদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ। হে পরন্তপ। দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকঃ। জ্ঞানযজ্ঞো ন ফলস্যারম্ভকঃ। অতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। কথম্? যতঃ সর্বং কর্ম সমস্তমখিলমপ্রতিবদ্ধম্। হে পার্থ। জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে পরিসমাপ্যতে। অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সং যন্ত্যেবমেনং সর্বং তদভি সমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদেতি শ্রুতেঃ[2]॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্"—জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সোমযজ্ঞ, চয়নযজ্ঞ ও উপাসনাদি সমস্ত কর্মই আত্মজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়াছে॥৩৩॥

মন্তব্য ঃ লক্ষ্য করিলেই বুঝিবে, যজ্ঞে হাত-পা চালনা হয়, ধ্যানে সবই স্থির থাকে। প্রশ্ন উঠিতে পারে—কেন, তখন তো মন চঞ্চল থাকে, গতিময় থাকে? সত্য, তবে সেই মন জ্ঞানলাভ হইলে আর মন থাকে না, মন জ্ঞানে লয় পায়। ধ্যানের সময় আমরা ধীরে ধীরে সংসারকে পিছনে ফেলিয়া ব্রহ্মের নিকটবর্তী হইতে থাকি।

আমরা যখন ধ্যান করিতে বসি, তখন সর্বাগ্রে আমাদের কর্মেন্দ্রিয় বন্ধ হয়, তারপর জ্ঞানেন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়; তারপর মন নিরুদ্ধ হয়, তারপর বুদ্ধি নিশ্চল হয়। তখন আমরা "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু" অর্থাৎ বুদ্ধির অতীত সেই সচ্চিদানন্দকে প্রত্যক্ষ করি। যাঁহাদের বৈরাগ্য তীব্রতম, তাঁহারা আনন্দময়কোশাবৃত সামান্যতম "আমি"-কেও নির্বিশেষে লীন করিয়া দেন। তখন বাক্যমনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্ম বোধে বোধ হয়। এই অবস্থাকে শাস্ত্রে "পরামুক্তি" বলা হইয়াছে॥৩৩॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রণিপাতেন (প্রণামদ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (প্রশ্নদ্বারা) সেবয়া [চ] (ও সেবা করিয়া) তৎ (সেই) [জ্ঞানং] বিদ্ধি (শিক্ষা করো); তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া আত্মজ্ঞান শিক্ষা করো। তত্ত্বদর্শী গুরুগণ জ্ঞান উপদেশ করিবেন॥৩৪॥

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪/১/৪
২ তদেব

ব্যাকরণ ঃ **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **প্রণিপাতেন**=প্র-নি-পত্+ঘঞ্ (ভাববাচ্য)= প্রণিপাত, ৩য়া একবচন। **পরিপ্রশ্নেন**=পরি-প্রচ্ছ্+নঙ্ (ভাববাচ্য)=পরিপ্রশ্ন, ৩য়া একবচন। **সেবয়া**= সেবা, ৩য়া একবচন, সেব্+অ+টাপ্=সেবা। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **জ্ঞানিনঃ**=জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানিন্, ১মা বহুবচন। **তত্ত্বদর্শিনঃ**=তত্ত্ব-দৃশ্+ইন্=তত্ত্বদর্শিন্, ১মা বহুবচন। তদ্+ত্ব=তত্ত্ব। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান, ২য়া একবচন। **উপদেক্ষ্যন্তি**=উপ-দিশ্+লৃট্ স্যন্তি॥৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ ততঃ পরিপ্রশ্নেন "কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ততে" ইতি মনঃ পরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি॥৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রমাণেন প্রাপ্যত ইতি? উচ্যতে— তদ্বিদ্ধীতি। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইতি। আচার্য্যানভিগম্য। প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারঃ। তেন। কথং বন্ধঃ? কথং মোক্ষঃ? কা বিদ্যা? কা চাবিদ্যা? ইতি পরিপ্রশ্নেন। সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া। এবমাদিনা প্রশ্রয়েণাবর্জিতা আচার্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনঃ। জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্‌যথাবত্তত্ত্বদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি। অপরে তু ভবন্তি। অতো বিশিনষ্টি—তত্ত্বদর্শিন ইতি। যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্যক্ষমং ভবতি। নেতরদিতি ভগবতো মতম্॥৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজবুদ্ধিবিচারে কিংবা জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। আমি কে? কীরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলাম? কী উপায়েই বা মুক্তি পাইব? শ্রদ্ধাপূর্বক করজোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে-সে গুরুর নিকটে প্রশ্ন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভগবান তত্ত্বদর্শী আত্মসাক্ষাৎকারবান গুরুর নিকট হইতে উপদেশ লইতে আজ্ঞা করিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"[১] ইতি, অর্থাৎ, পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ, যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবে॥৩৪॥

মন্তব্য ঃ প্রথমতঃ, মোক্ষশাস্ত্রজ্ঞ এবং অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন গুরু চাই। গবেষণাগারে যেসব বিজ্ঞানী কর্ম করেন—তাঁহারা জানেন, প্রথমে theory ভাল করিয়া না বুঝিলে experiment (পরীক্ষানিরীক্ষা) করা সম্ভবই হয় না।

আবার, experiment করিবার সময় বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন না করিলে নানা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। মোক্ষ সাধনপথ অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল। শরীরে, মনে অল্পমাত্র দোষ থাকিলেও তাহাতে সাধনপথে বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সাধ্য-বিষয় পরিষ্কারভাবে না জানিয়া সাধন করিতে গেলে প্রায়শঃ মুমুক্ষু সাধক কেহ-বা ভোগে লিপ্ত, কেহ-বা যশ-আকাঙ্ক্ষায় অধঃপতিত হইয়া

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ১/২/১২

থাকে। আবার সাধনার ফল সহসা অনুভব করাও যায় না। তাহাতে অনেকসময় সাধক নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। সামান্য দুই-চারি দিন সাধন করিলেও মনের মধ্যে একটা সংস্কার উৎপন্ন হয়; কিন্তু সাধারণ সাধকের নিকট তাহার ফল অনুভূত হয় না। তাই দেখা যায়, যাহারা কোনো তত্ত্বদর্শী উপদেষ্টার সঙ্গে না থাকিয়া সাধন করেন, তাহারা "আমার কিছু হইল না, হইতেছে না"—এইরূপ অনুশোচনা করিয়া নিজেদের ক্ষতিসাধন করেন। একদিন গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, একটি লোক পাথরে মুগুরের আঘাত করিল; পাথরটি ভাঙিল না, তবু সে আঘাত করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে সপ্তমবার আঘাত করিতেই পাথর ভাঙিয়া দুই টুকরা হইয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিলাম, সাধনপথে সিদ্ধি এইরূপেই হইয়া থাকে। যত দিন সিদ্ধি না হয়, তত দিন এই দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া লাগিয়া থাকিতে হয়। সেই জন্য সহযোগী সাধক কিংবা সিদ্ধগুরুর নিকটে থাকিয়া সাধন করা একান্ত আবশ্যক। তাহাতে উৎসাহ নষ্ট হয় না।

গুরুকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে; কিন্তু শুধু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেই মানুষের মন প্রীতিলাভ করে না। গুরুর সুখসুবিধা সম্পাদনের জন্য শিষ্যের শরীর-মন উপযুক্ত হইলে গুরু বুঝিতে পারেন যে, সে সত্যই তাঁহাকে ভালবাসে, তিনি যাহা বলিবেন তাহা সর্বান্তঃকরণে সে গ্রহণ করিবে। গুরুর মনে ইহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। মানবমনের ইহাই স্বভাব। মানুষের মনে সাধনপথে নানা সন্দেহ উপস্থিত হয়। গুরুর সঙ্গে আলোচনা করিয়া "ঘোগ" (ছিদ্র) সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানিয়া মনকে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন করিবে॥৩৪॥

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥৩৫॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥৩৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এই প্রকার) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন (যদ্দ্বারা) অশেষেণ (অশেষ প্রকারে) ভূতানি (সর্ব প্রাণীকে) আত্মনি (আত্মাতে) অথো (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে) চেৎ (যদি) সর্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপিগণ হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপাচারী) অসি (হও), [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেনৈব (জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারাই) সর্বং (সকল) বৃজিনং (পাপ) সন্তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)॥৩৫-৩৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত হইবে না এবং যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব প্রাণীতে স্বীয় আত্মা ও আমার [পরমাত্মার] সহিত অভিন্ন-রূপ দর্শন করিবে, যদি তুমি অন্য পাপিসকল হইতে অধিকতর পাপাচারীও হও, তথাপি তুমি সেই পাপরূপ সমুদ্র এই জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে॥৩৫-৩৬॥

ব্যাকরণ ঃ **দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো**=দ্রক্ষ্যসি+আত্মনি+অথো। **পাণ্ডব**=পাণ্ডু+অণ্ (অপত্যার্থে), সম্বোধনে ১মা। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্তাচ্। **পুনঃ**=পন+অরি=পুনঃ।

এবম্=অব্যয়। **মোহম্**=মুহ্+ঘঞ্=মোহ, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **যাস্যসি**=যা+লৃট্ স্যসি। **যেন**=যদ্ (ক্লীব), ৩য়া একবচন। **অশেষাণি**=শিষ্+ঘঞ্=শেষ; ন শেষঃ=অশেষ—নঞ্ তৎপুরুষ, (ক্লীব), ২য়া বহুবচন; অশেষেণ পাঠান্তর থাকিলে "প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ ৩য়া"। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত (ক্লীব) ২য়া বহুবচন। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **অথ**=অব্যয়। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **দ্রক্ষ্যসি**=দৃশ্+লৃট্ স্যসি। **চেৎ**=অব্যয়। **সর্বেভ্যঃ**=সর্ব, (পুং), ৫মী বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **পাপেভ্যঃ**= পা+প=পাপ, পাপ+অচ্=পাপ, ৫মী বহুবচন (অপেক্ষার্থে)। **পাপকৃত্তমঃ**=পাপ-কৃ+ক্বিপ্=পাপকৃৎ, পাপকৃৎ+তমপ্=পাপকৃত্তমঃ। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বৃজিনম্**=বৃজ+ইনচ্=বৃজিন, ২য়া একবচন। **জ্ঞানপ্লবেন**=জ্ঞান এব প্লবঃ—রূপক কর্মধারয়, তেন—৩য়া তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **সন্তরিষ্যসি**=সম্-তৃ+লৃট্ স্যসি॥৩৫-৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জ্ঞানফলমাহ—যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি; অথ অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ।

কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি॥৩৫-৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং—যদিতি। যজ্জ্ঞাত্মা যজ্জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি। হে পাণ্ডব। কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতান্যশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি। অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্বোপনিষৎসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ।

কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্—অপীতি। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ। সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব। জ্ঞানমেব প্লবং কৃত্বা। বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সন্তরিষ্যসি ধর্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে॥৩৫-৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিলে কী লাভ হইবে? অর্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাইবে যে, ব্রহ্মা হইতে কীটাণুকীট পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীই এক আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র। তুমি ও অন্য সমস্তই আমারই নিত্য সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছ। এতদ্দ্বারা তোমাকে বন্ধুবধাদি বৃথা পাপভয়ে ভীত ও মোহিত হইতে হইবে না।

অর্জুন পাপাচারী নন; তথাপি ভগবান আত্মজ্ঞানের আশ্চর্য সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য "অপি চেৎ" পদ দ্বারা অর্জুনকে বলিতেছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির নিস্তারের তো কোনো

আশঙ্কাই নাই, তুমি পাপী হইতে মহাপাতকী হইলেও অনায়াসে জ্ঞানবলে পাপপয়োধি পার হইয়া যাইবে॥৩৫-৩৬॥

মন্তব্য ঃ মানুষ ভাল-মন্দ যাহা কিছু কাজ করে, স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সাহায্যেই করিয়া থাকে এবং সেই পাপের সমস্ত চিহ্ন বা ছাপ চিত্ত নামক বুদ্ধির record book-এ লেখা থাকে। অনুকূল পরিস্থিতি হইলে প্রয়োজনমতো সেই ছাপ বা স্মৃতি (record) চিত্তের উপরিভাগে উঠিয়া আসে—ভাল কিংবা মন্দ। আত্মজ্ঞান হইলে মানুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে স্বীয় আত্মাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পায়। যেমন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দিয়াশলাই জ্বালাইলে অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। তখন সকল record পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যায়॥৩৫-৩৬॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (বহ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সর্বকর্মাণি (কর্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে)॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে॥৩৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **সমিদ্ধঃ**=সম্-ইন্ধ্+ক্ত, ১মা একবচন। **অগ্নিঃ**=অগ্+নি, ১মা একবচন। **যথা**=যদ্, প্রকারে থাল্। **এধাংসি**=ইন্ধ্+অসি=এধস্, ১মা বহুবচন। **ভস্মসাৎ**=অব্যয়; ভস্মন্+সাতি। **ভস্মন্**=ভস্+মনিন্। **কুরুতে**=কৃ+লট্ তে। **তথা**=তদ্+প্রকারে থাল্। **জ্ঞানাগ্নিঃ**=জ্ঞানঃ এব অগ্নিঃ—রূপক কর্মধারয়, ১মা একবচন। **সর্বকর্মাণি**=সর্বানি কর্মাণি—কর্মধারয়, ২য়া বহুবচন॥৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং, ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্মফলব্যতিরিক্তানি সর্বাণি কর্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ॥৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে—যথেতি। যথৈধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যগিদ্ধো দীপ্তোঽগ্নির্ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতে। অর্জুন। এবং জ্ঞানমেবাগ্নির্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। নির্বীজীকরোতীত্যর্থঃ। ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বাণি কর্মাণীন্ধনবদ্ভস্মীকর্তুং শক্নোতি। তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনং সর্বকর্মণাং নির্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ। সামর্থ্যাদ্ যেন কর্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্‌কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে॥৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মজ্ঞানরূপ নৌকারোহণে পুণ্যপাপকর্মরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে কর্মরূপ সমুদ্র তো বিনষ্ট বা শুষ্ক হয় না। অর্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানবলে তুমি স্বয়ং তো উত্তীর্ণ হইবেই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত অনলস্পর্শে কাষ্ঠরাশিদহনের ন্যায় জ্ঞানাগ্নিতে তোমার পূর্বসঞ্চিত কর্মরাশিও বিদগ্ধ হইয়া যাইবে। "তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ।"[1] আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পূর্বকৃত কর্মরাশি নষ্ট হইয়া যায় এবং ভবিষ্যতে যে যে পুণ্যপাপরূপ কার্য তিনি করিতে থাকেন তাহা পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কেবল প্রারব্ধ কর্মানুসারে তিনি শরীরযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কোনো কর্মেরই কর্তারূপে পরিগণিত হন না॥৩৭॥

মন্তব্য ঃ পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলে মনে হইতে পারে যে, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ তো নিজেকে স্থূল-সূক্ষ্ম হইতে স্বতন্ত্রবোধ করে। তাহা হইলে পাপরাশি তো তাহার পরিত্যক্ত চিত্তের মধ্যে রহিয়াই গেল। তখন এই পাপ জগতের আর দশটা বস্তুর মতো এই জগতের মধ্যেই পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে পরে অন্য কাহারও অনিষ্ট হইতেও তো পারে। "পুণ্য"-এর ক্ষেত্রেও একই কথা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা যখন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে সরিয়া দাঁড়ান, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের পরমাণুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং, পাপের অস্তিত্ব কিছুমাত্রই থাকে না। পাপের সংস্কার বলিতে মানুষের চিত্তের একটি বিশেষ গঠনপ্রণালী মাত্র বুঝায়, যাহা পরবর্তী দেহে আবার ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। কিন্তু চিৎ-বস্তুর সংস্রব ঐ জড়রাশি হইতে সরিয়া গেলে উপদ্রষ্টা-অনুমন্তার অভাবে তাহার কোনো ক্রিয়াই হইতে পারে না। মানুষের অন্তরে অবস্থিত চৈতন্যের চিদংশের অনুমোদন হইতে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া হয়; সেই চৈতন্য যাবতীয় ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইলে দেহ-মন নির্বীজ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় প্রারব্ধ কর্মের ফল সাধনা দ্বারা ক্ষয় হয়, সঞ্চিত কর্মের ফল প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়। ইহাকেই শ্রীভগবান "ভস্মসাৎ" শব্দের দ্বারা বুঝাইলেন॥৩৭॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥৩৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ন্যায়) পবিত্রং (পবিত্রতাকারক) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই), [মুমুক্ষু] কালেন (কাল সহকারে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া) স্বয়ম্ আত্মনি (আপনি আপনাতে) তৎ (সেই জ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করেন)॥৩৮॥

---
১ বেদান্তসূত্র, ৪/১/১৩

বঙ্গানুবাদ ঃ ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রতাকারক আর কিছুই নাই। কর্মযোগ দ্বারা কাল সহকারে মনুষ্যগণ আপনা-আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন॥৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ সমানং দৃশ্যতে ইতি সমান—দৃশ্-ক্কিপ্=সদৃশ্=সদৃক্ (দিশ্ শব্দ বৎ) সমানং দৃশ্যতে ইতি সমান-দৃশ্+কঞ্=সদৃশম্। **ইহ**—স্থানার্থে অস্মিন্ স্থলে "ইহ" আদেশ হয়। **জ্ঞানেন**= জ্ঞা+ল্যুট্ জ্ঞান, ৩য়া একবচন (তুল্যার্থে ৩য়া)। **সদৃশম্**=সমান+দৃশ+কঞ্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **পবিত্রম্**=পূ+ইত্র, (ক্লীব) ১মা একবচন। **বিদ্যতে**=বিদ্+লট্ তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব) ১মা একবচন। **যোগ-সংসিদ্ধঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; সম্-সিধ্+ক্ত=সংসিদ্ধ; যোগে সংসিদ্ধঃ—৭মী তৎপুরুষ। **কালেন**= কু+অল+অচ্=কাল; ৩য়া একবচন। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **স্বয়ম্**=সু-অয় (গমন করা)+অম্ (কর্তৃবাচ্যে)। **বিন্দতি**=বিদ্+লট্ তি॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র হেতুমাহ—নহীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব কিংনাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্মযোগেন সংসিদ্ধ-যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে, ন তু কর্মযোগং বিনেত্যর্থঃ॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবমতঃ—ন হীতি। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে তজ্জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো যোগেন কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নো মুমুক্ষুঃ কালেন মহতাত্মনি বিন্দতি। লভত ইত্যর্থঃ॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম-উপাসনাদি দ্বারা পাপ আদি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা পাপাদির মূলভিত্তিস্বরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না। সুতরাং, পুনঃ পাপাচারের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপ মূল কারণ সহিত পাপাদি কার্যের বিনাশ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় যদি বল, সকল লোকে অন্যান্য সাধন ছাড়িয়া কেবল আত্মজ্ঞানেরই সাধনা করে না কেন? তাই ভগবান বলিতেছেন যে, কর্মযোগাদিসিদ্ধিসম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার হয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞানপিপাসু পুরুষগণ অবশ্য অবশ্য নিষ্কাম কর্মযোগ বা ভক্তিযোগ সাধনা করিবেন এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে॥৩৮॥

মন্তব্য ঃ মানুষের জ্ঞানগম্য যত বিষয় আছে, তাহার মধ্যে আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অর্থাৎ "আমি চিন্মাত্র"—এই বোধ হইলে নিজেকে সর্ববিধ সংস্কারবিমুক্ত বলিয়া জানা যায়। আর কোনো জ্ঞানেই নিজেকে দেহ-মন-বুদ্ধির পাপ-পুণ্যাদি হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায় না। নিজেকে সর্বপ্রপঞ্চ-বিলক্ষণ, অর্থাৎ, পৃথক বলিয়া জানিবার কী উপায়?

কর্মযোগী চিন্তা করেন—আমি পূর্বসংস্কারে বাধ্য হইয়া যাহা কিছু করি, তাহার কোনো কিছুরই ফল আমি চাহি না। ভক্ত ভক্তির দিক হইতে নিজেকে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র জ্ঞান করিতে থাকেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাধক যথার্থই ভাবিবেন, আমি স্বরূপতঃ অকর্তা; দেহ-মন-বুদ্ধি কাজ করিতেছে। তাহার কর্ম ও ফলের সহিত আমার কোনো সম্পর্ক নাই। দীর্ঘ সময় যত্নের সহিত এইরূপ অভ্যাস করিয়া মনে নিষ্কামভাব প্রবল হইয়া উঠিলে পর স্থির হইয়া যোগশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী স্ব-স্বরূপের বা ইষ্টদেবতার ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান করিতে করিতে মন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গেলে তাহাকেই বলা হয় "যোগাবস্থা"। সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে আত্মজ্ঞানে সকল বস্তু উদ্ভাসিত হইয়া উঠে॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাবান) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন); জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (শীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি শ্রদ্ধাবান, গুরুশুশ্রূষু ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া শীঘ্র কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত হন॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ **শ্রদ্ধাবান্**=শ্রৎ-ধা+অঙ্+আপ্=শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধা+মতুপ্, ১মা একবচন। **তৎপরঃ**=তৎ এব পরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সংযতেন্দ্রিয়ঃ**=সম্-যম্+ক্ত=সংযতঃ, ইন্দ+রন্=ইন্দ্র, ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, ২য়া একবচন। **লভতে**=লভ্+লট্ তে। **লব্ধ্বা**=লভ্+ক্ত্বাচ্। **অচিরেণ**=চি+রমুক্=চির; ন চিরেণ—অচিরেণ—অপবর্গে ৩য়া। **পরাম্**=পর+আ, ২য়া একবচন; পৃ+অপ্=পর। **শান্তিম্**=শম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ, শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি॥৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায় উপদিশ্যতে—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবাঞ্ছ্রদ্ধালুর্লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধালুত্বেঽপি ভবতি কশ্চিন্মন্দপ্রস্থানঃ। অত আহ—তৎপরঃ। গুরূপাসনাদাবভিযুক্তঃ। জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদিতি। অত আহ—সংযতেন্দ্রিয়ঃ। সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ো যোগী। য এবংভূতঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি। মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ। ন তু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদাবিত্যেকান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ। কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাদিতি? উচ্যতে—জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং

শান্তিমুপরতিমচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি। সম্যগ্‌দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষো ভবতীতি সর্বশাস্ত্রন্যায়প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বাক্যে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার স্থির বিশ্বাস এবং বিশ্বাসযুক্ত চিত্তে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে যিনি গুরুসেবায় তৎপর থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে যিনি আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজসাধনানুকূল করিয়া আনিতে পারেন, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ। যেমন অন্ধকারবিনাশকালে দীপশিখাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না, সেইরূপ অবিদ্যাবিনাশের জন্য আত্মজ্ঞানকে অন্য সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না॥৩৯॥

মন্তব্য ঃ কোনো কোনো লোকের বাহ্য ব্যবহারে মনে হয় শাস্ত্র, সাধু ও গুরুর উপদেশে খুব শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাহারা তদনুযায়ী কার্য করে না। সাধনপথে কেবল শ্রদ্ধা-বিশ্বাস থাকিলে অগ্রসর হওয়া যায় না; যথারীতি সেই সাধনে লাগিয়া থাকিতে হয়।

ইন্দ্রিয়সংযম তো অধ্যাত্মসাধনার প্রথম কথা। ইন্দ্রিয়সংযম না করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় প্রবিষ্ট হইলে বরং অনিষ্টই হয়। সেই জন্য জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সংযম, দ্বিতীয়তঃ গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা এবং সাধনে লাগিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। জ্ঞান একবার হইয়া গেলে আর বিন্দুমাত্র অশান্তি থাকে না এবং সেই শান্তি কখনও নষ্ট হয় না।

অতএব সংযম, শ্রদ্ধা ও সাধননিষ্ঠায় যোগ্যতালাভ হইলে জ্ঞানলাভ করিতে আর বিলম্ব হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত সাধনায় লাগিয়া থাকিলে জ্ঞানলাভ হইবেই হইবে। ভগবান এই বিষয়ে যেন "গ্যারান্টি" দিতেছেন॥৩৯॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অজ্ঞঃ চ (অজ্ঞানী) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়); সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন অস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখম্ (সুখও নাই)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কোথাও সুখ নাই॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ **অজ্ঞঃ**=নঞ্‌-জ্ঞা+ক। **অশ্রদ্দধানঃ**=শ্রৎ-ধা+শানচ্‌=শ্রদ্দধান; ন শ্রদ্দধানঃ—অশ্রদ্দধানঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ। **চ**=অব্যয়। **সংশয়াত্মা**=সম্‌-শী+অচ্‌=সংশয়; সংশয়ঃ এব আত্মা (স্বভাবঃ) যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বিনশ্যতি**=বি-নশ্‌+লট্‌ তি। **সংশয়াত্মনঃ**=সংশয়ঃ এব আত্মা (স্বভাবঃ) যস্য সঃ—সংশয়াত্মা—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **অয়ম্‌**=ইদম্‌ (পুং), ১মা একবচন।

লোকঃ=লোক্+ঘঞ্=লোক, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **পরঃ**=পৃ+অল্, ১মা একবচন। **সুখম্**=সুখ্+ক, (ক্লীব) ১মা একবচন॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি, অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং "মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি" সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকো ধর্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত্র সংশয়ো ন কর্তব্যঃ। পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ। কথমিতি? উচ্যতে—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞঃ। অশ্রদ্দধানশ্চ। সংশয়াত্মা চ। বিনশ্যতি। অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতস্তথাপি ন তথা তথা সংশয়াত্মা। স তু পাপিষ্ঠঃ সর্বেষাম্। কথম্? নায়ং সাধারণোঽপি লোকোঽস্তি। তথা পরো লোকো ন। তথা ন সুখম্। তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য। তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্তব্যঃ॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে ব্যক্তি বেদান্তাদি শাস্ত্রাধ্যয়নবিহীন হওয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সে-ই অজ্ঞ। গুরুকথিত শাস্ত্রার্থের প্রতি যাহার অনাস্থা, সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন। লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কোনো বিষয়েই যাহার চিত্ত স্থিরনিশ্চয় করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি সংশয়াত্মা। এই তিন প্রকার ব্যক্তিই সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, যে-ব্যক্তি সদা সংশয়যুক্ত, তাহার ইহ-পরলোকে অশান্তি। মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া ব্যাকুল হয়, কখনও নিজ সাধ্বী নারীকে কুলটা বোধে ক্ষিপ্তবৎ হয়, কখনও ভোজনদ্রব্য বিষমিশ্রিত বা দোষাশ্রিত বলিয়া ভাল করিয়া আহারও করিতে পারে না। এইরূপে লৌকিক সুখে সে বঞ্চিত থাকে। আবার গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রাদিতে সংশয় হওয়ায় স্বর্গাদিফলসাধন ধর্মাদির অনুষ্ঠান করে না। সুতরাং, তাহার পারলৌকিক সুখের আশাও নাই। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীনের পারলৌকিক সুখ না হইলেও ঐহিক সুখে কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রবিদগণ বলেন যে, অজ্ঞের গতিলাভ সুসাধ্য, শ্রদ্ধাহীনের গতিলাভ যত্নসাধ্য, কিন্তু সংশয়াত্মার গতিলাভ অসাধ্য॥৪০॥

মন্তব্য ঃ কীসে মানুষের অভ্যুদয় (কল্যাণপ্রদ জাগতিক উন্নতি) হয় এবং কীসে নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) লাভ হয়—যাহারা তাহা জানে না, তাহাদের ইহ-পরকালে সুখলাভের কোনো সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং, ধার্মিক হইতে গেলে কিংবা মুক্তিলাভ করিতে হইলে, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের জ্ঞানলাভ theoretically সর্বাগ্রে কর্তব্য। আবার জ্ঞান থাকিলেও পূর্বে কৃত পাপের ফলে কাহারও কাহারও সাধনপথে শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায়। যেমন সাধু হইব, না গৃহস্থ হইব; সন্ন্যাসী না বাবাজী, কাহার নিকট দীক্ষা লইব—এইরূপ নানা প্রকার সংশয়ে তাহাদের মন সর্বদা আন্দোলিত হয়। এই প্রকার অস্থির মনোবৃত্তিযুক্ত লোকের ইহলোকে দারুণ অশান্তিতে জীবন কাটে এবং শরীর-মনের যোগ্যতার অভাবে জীবনান্তেও কোনো প্রকার ঊর্ধ্বগতি হয় না॥ ৪০॥

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) যোগসংন্যস্তকর্মাণং (যিনি যোগ দ্বারা ভগবানে কর্ম অর্পণ করিয়াছেন) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (সেই আত্মজ্ঞকে) কর্মাণি (কর্মরাশি) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়! সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম ভগবানকে অর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্মরাশি সেই আত্মজ্ঞকে আবদ্ধ করিতে পারে না॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **ধনঞ্জয়**=ধন+জি+খচ্। **যোগসংন্যস্তকর্মাণম্**=যোগেন সংন্যস্তং কর্ম যেন সঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। যুজ্+ঘঞ্=যোগ; সম্-ন্যস্+ক্ত=সংন্যস্ত; কৃ+মনিন্=কর্মন্; **জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্**—জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞানম্; সম্-ছিদ্+ক্ত=সংছিন্ন সম্-শী+অল্=সংশয়; জ্ঞানেন সংছিন্নঃ সংশয় যস্য স—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **আত্মবন্তম্**=আত্ম+মতুপ্, ২য়া একবচন। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্, ১মা বহুবচন। **নিবধ্নন্তি**=নি-বধ্+লট্ অন্তি॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্বাপরভূমিকাভেদেন কর্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্মাণি যেন তং পুরুষং কর্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্তা সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি॥৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাৎ?—যোগেতি। যোগসংন্যস্তকর্মাণং পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি কর্মাণি যেন পরমার্থদর্শিনা ধর্মাধর্মাখ্যানি তং যোগসংন্যস্তকর্মাণম্। কথং যোগসংন্যস্তকর্মেতি? আহ—জ্ঞানেনাত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ো যস্য স জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ। য এবং যোগসংন্যস্তকর্মা তমাত্মবন্তমপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি। অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে। হে ধনঞ্জয়॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভক্তিপূর্বক ভগবদারাধনা বা পরমার্থদর্শন দ্বারা কর্মবাসনা ক্ষয় হইয়া যায়, অথবা কর্ম করিয়াও তৎফলরাশি ভগবদর্থে সমর্পিত হয় এবং যখন নিজ কর্তৃত্ববুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইয়া সমস্তই আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সেই অবস্থায় বিদ্বান ব্যক্তিকে ভিক্ষাটনাদি কর্মরাশি বদ্ধ করিতে পারে না॥৪১॥

মন্তব্য ঃ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং লীলা (সৃষ্টিতত্ত্ব) বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার উপর মনের এক তীব্র আকর্ষণ বোধ হয়। তখন সাধক ভগবানের চিন্তাতে সর্বদা এত মগ্ন থাকেন যে, তাঁহার বাহ্যকর্ম আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। এইরূপে অনেক দিন যোগস্থ থাকিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম—উভয় দেহ হইতেই তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্থূল-সূক্ষ্ম

দেহের সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্কই ছিল না; কেবল এক দারুণ ভ্রমবশতঃ এই দেহ-মনের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি নিজেকে একাত্ম করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় তিনি কী কর্ম করেন?

হ্যাঁ, গুরুর আদেশে হয়তো কোনো লোকহিতকর কার্য করেন। শরীররক্ষার জন্য যেসব কার্য তাঁহাকে করিতে হয়, সেইসব কার্য শরীর-মন করিতেছে, কিন্তু তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত—এইরূপ বোধ করেন। এইরূপে কাজ করিয়া যদি ঘটনাচক্রে কোনো দোষত্রুটি হয়, কিংবা কোনো পুণ্যকার্য সম্পাদিত হয়—তাহার সঙ্গে সেই পুরুষের কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না॥৪১॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্‌গ দ্বারা) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (যোগকে) আতিষ্ঠ (আশ্রয় করো), উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও)॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অতএব হে ভারত! তুমি জ্ঞানরূপ খড়্‌গ দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়রাশিকে ছেদন করিয়া কর্মযোগ আশ্রয় করো ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও॥৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **ছিত্ত্বৈনম্**=ছিত্ত্বা+এনম্। **যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ**=যোগম্+আতিষ্ঠ+উত্তিষ্ঠ। **ভারত**=ভরত+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **তস্মাৎ**=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন (হেতৌ)। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অজ্ঞান-সম্ভূতম্**=ন জ্ঞানম্=অজ্ঞানম্; সম্-ভূ+ক্ত=সম্ভূতঃ; অজ্ঞানাৎ সম্ভূত (সংশয়)=অজ্ঞানসম্ভূত, ২য়া একবচন। **হৃৎস্থম্**=হৃদি তিষ্ঠতি ইতি হৃদ্-স্থা+ক=হৃৎস্থঃ, ২য়া একবচন। **এনম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **সংশয়ম্**=সম্-শী+অচ্, ২য়া একবচন। **জ্ঞান-অসিনা**=জ্ঞানম্ এব অসি—রূপক কর্মধারয়, তেন—৩য়া একবচন। **ছিত্ত্বা**=ছিদ্+ক্ত্বাচ্। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; ২য়া একবচন। **অতিষ্ঠ**=আ-স্থা+লোট্ হি। **উত্তিষ্ঠ**=উৎ-স্থা+লোট্ হি॥৪২॥

চতুর্থোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তস্মাদজ্ঞানেতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্‌গেন ছিত্ত্বা কর্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন, যুদ্ধস্য ধর্মাত্মত্বং দর্শিতম্॥৪২॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাৎ কর্মযোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ো ন নিবধ্যতে কর্মভিঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মত্বাদেব। যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসংভূতমজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং। জ্ঞানাসিনা—শোকমোহাদিদোষহরং সম্যগ্‌দর্শনং জ্ঞানম্। তদেবাসিঃ খড়্গঃ। তেন জ্ঞানাসিনা। আত্মনঃ স্বস্য। আত্মবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য। ন হি পরস্য সংশয়ঃ পরেণ ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তঃ। যেন স্বস্যেতি বিশেষ্যেত। অত আত্মবিষয়েঽপি স্বস্যৈব ভবতি। জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতম্। যোগং সম্যগ্‌দর্শনোপায়ং কর্মানুষ্ঠানমাতিষ্ঠ। কুর্বিত্যর্থঃ। উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি॥৪২॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সংশয়ই সমস্ত অনর্থের মূল, কেননা উহা অবিবেক-সম্ভূত। হে অর্জুন! তুমি আত্মজ্ঞানলাভপূর্বক দৃঢ়নিশ্চয়বুদ্ধি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ হও এবং নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান করো। হৃদয়ে বৃথা সংশয় পোষণ করিও না। নিষ্কামচিত্তে যুদ্ধরূপ কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঠো উঠো, শীঘ্র প্রস্তুত হও। তুমি ভরতবংশাবতংস হইয়া অবিবেকীর ন্যায় ধর্মভ্রষ্ট হইও না॥৪২॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

মন্তব্য ঃ আধুনিক বিজ্ঞানে আমরা দেখিতে পাই, আগে theory জানিয়া পরে পরীক্ষাগারে practical বা experiment করিতে হয়; ঠিক সেইরূপ, আগে তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে সব কথা বুঝিয়া লইয়া সাধককে সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে জীব কী এবং কী উপায়ে তাহার স্ব-স্বরূপের জ্ঞানলাভ হয়, তৎসম্বন্ধে সব কথাই বলিলেন। এখন "আমি অমুকের পুত্র অমুক" বা "অমুক আমার আত্মীয়-কুটুম্ব"—এইসব ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া "আমি জন্মমরণরহিত আত্মা"—এইসব সুস্পষ্ট ধারণা লইয়া সংশয়মুক্ত হইয়া মোক্ষসাধনের উপায়স্বরূপ নিষ্কামকর্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন॥৪২॥

"স্বস্যানীশত্ববাধেন ভক্তিশ্রদ্ধে দৃঢ়ীকৃতে।
ধীহেতুঃ কর্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহৃতা॥"

চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপনপূর্বক আপনাতে অর্জুনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় করিলেন এবং আত্মজ্ঞানের বীজস্বরূপ কর্মনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন॥৪২॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন) [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) কর্মণাং (কর্মসমূহের) সন্ন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কর্মযোগ) শংসসি (বলিতেছ); এতয়োঃ (এই উভয়ের) যৎ (যাহা) মে (আমার পক্ষে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ একং (সেই একটি) সুনিশ্চিতং (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বলো)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস তুমি এ উভয়ই ব্যাখ্যা করিলে। কিন্তু আমার পক্ষে এই দুইটির মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলো॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **কৃষ্ণ**=কৃষ্+নক্ (কর্তৃবাচ্যে)। **কর্মণাম্**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সন্ন্যাসম্**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্ (ভাববাচ্যে), ২য়া একবচন। **পুনঃ**=পন্+অরি। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **শংসসি**=শন্স্+লট্ সি। **এতয়োঃ**=এতদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **শ্রেয়ঃ**=প্রশস্য+ঈয়সুন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **একম্**=এক (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৪র্থী একবচন। **সুনিশ্চিতম্**=নির্-চি+ক্ত=নিশ্চিত; সুষ্ঠুরূপেণ নিশ্চিতম্—সুপ্‌সুপা সমাস। **ব্রূহি**=ব্রূ+লোট্ হি॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥"

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তম্, তত্র পূর্বাপর-বিরোধং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—সন্ন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্মসন্ন্যাসং কথয়সি; জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি; ন চ কর্মসন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সম্ভবতো বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ তস্মাদেতয়োর্মধ্যে একস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যারভ্য স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণম্। শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ। কর্মজান্ বিদ্ধি তান্

সর্বান্। সর্বং কর্মাখিলং পার্থ। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি। যোগসংন্যস্তকর্মাণমিত্যন্তৈর্বচনৈঃ সর্বকর্মসন্ন্যাসমবোচদ্ভগবান্। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠেত্যনেন বচনেন যোগং চ কর্মানুষ্ঠানলক্ষণমনুতিষ্ঠেত্যুক্তবান্। তয়োরুভয়োশ্চ কর্মানুষ্ঠানকর্মসন্ন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কর্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চানুষ্ঠান-বিধানাভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকর্তব্যতাপ্রাপ্তৌ সত্যাং যৎ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্মানুষ্ঠান-কর্মসন্ন্যাসয়োস্তৎ কর্তব্যম্। নেতরদিতি। এবং মন্যমানঃ প্রশস্যতরবুভুৎসয়াঽর্জুন উবাচ—সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণেত্যাদি।

ননু চাত্মবিদো জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপিপাদয়িষন্ পূর্বোদাহৃতৈর্বচনৈর্ভগবান্ সর্বকর্মসন্ন্যাসমবোচৎ। ন ত্বনাত্মজ্ঞস্য। অতশ্চ কর্মানুষ্ঠানকর্মসন্ন্যাসয়োর্ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্যতরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ।

সত্যমেব ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে। প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুজ্যত এবেতি বদামঃ। কথম্?

পূর্বোদাহৃতৈর্বচনৈর্ভগবতা কর্মসন্ন্যাসস্য কর্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যম্। অন্তরেণ চ কর্তারং তস্য কর্তব্যত্বাসম্ভবাৎ। অনাত্মবিদপি কর্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যত এব। ন পুনরাত্মবিৎকর্তৃকত্বমেব সন্ন্যাসস্য বিবক্ষিতমিতি। এবং মন্বানস্যার্জুনস্য কর্মানুষ্ঠান-কর্মসন্ন্যাসয়োরবিদ্বৎপুরুষকর্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্যতরস্য কর্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্যতরং চ কর্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্যতরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ। প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে। কথম্?

সন্ন্যাসকর্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ। তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি প্রতিবচনম্। এতন্নিরূপ্যং—কিমনেনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্ত্বা তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? আহোস্বিদনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি কিঞ্চাতো যদ্যাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সন্ন্যাস-কর্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? যদি বাঽনাত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—আত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নম্। যদ্যনাত্মবিদঃ কর্মসন্ন্যাসস্তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্মানুষ্ঠানলক্ষণঃ কর্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কর্মযোগস্য চ কর্মসন্ন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত। আত্মবিদস্তু সন্ন্যাস-কর্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্মসন্ন্যাসাচ্চ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি চানুপপন্নম্।

অত্রাহ। কিমাত্মবিদঃ সন্ন্যাসকর্মযোগয়োরপ্যসম্ভবঃ? আহোস্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ? যদা চান্যতরস্যাসম্ভবস্তদা কিং কর্মসন্ন্যাসস্য? উত কর্মযোগস্যেতি? অসম্ভবে কারণং চ বক্তব্যমিতি।

অত্রোচ্যতে—আত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলস্য কর্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাৎ। জন্মাদিসর্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যো বেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্‌দর্শনেনাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্বকর্মসন্ন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য মিথ্যাজ্ঞানমূলকর্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপস্য কর্মযোগস্যেহ গীতাশ্রাস্ত্রে তত্র তত্রাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্‌জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাদভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলঃ কর্মযোগো ন সম্ভবতীতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ।

কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষ্বাত্মবিদঃ কর্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—অবিনাশি তু তদিতি প্রকৃত্য য এনং বেত্তি হন্তারং—বেদাবিনাশিনং নিত্যমিত্যাদৌ তত্রাত্মবিদঃ কর্মাভাব উচ্যতে। ননু চ কর্মযোগোঽপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব। তদ্‌যথা—তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত। স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য। কর্মণ্যেবাধিকারস্ত ইত্যাদৌ। অতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি?

অত্রোচ্যতে—সম্যগ্‌জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্যবিরোধাৎ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিত্যনেন সাংখ্যানামাত্মতত্ত্ববিদামনাত্মবিৎকর্তৃককর্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়া জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াঃ পৃথক্করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ। তস্য কার্যং ন বিদ্যত ইতি কর্তব্যান্তরাভাববচনাচ্চ। ন কর্মণামনারম্ভাৎ—সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ—ইত্যাদিনা চাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্মযোগস্য বিধানাৎ। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচতে ইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্‌দর্শনস্য কর্মযোগাভাববচনাৎ। শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্য কর্মণো নিবারণাৎ। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষ্বপি দর্শনশ্রবণাদিকর্মস্বাত্মযাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদাঽকর্তব্যত্বোপদেশাদাত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্‌দর্শনবিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্মযোগঃ স্বপ্নেঽপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাত্তস্মাদনাত্মবিদকর্তৃকয়োরেব সন্ন্যাসকর্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্মসন্ন্যাসাৎ পূর্বোক্তাত্মবিৎ-কর্তৃকসর্বকর্মসন্ন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যেব কর্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্মৈকদেশবিষয়াদ্‌যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ সুকরত্বেন চ কর্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানম্—ইত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি পূর্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়ত ইতি স্থিতম্।

জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্ত ইত্যত্র জ্ঞানকর্মণোঃ সহাসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি—ইত্যেবং পৃষ্টোঽর্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্মযোগেণ যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ং চকার। ন চ সংন্যসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি বচনাজ্‌জ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টম্। কর্মযোগস্য চ বিধানাৎ।

জ্ঞানরহিতস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেয়ান্? কিং বা কর্মযোগঃ শ্রেয়ান্? ইত্যেতয়োর্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জুন উবাচ—সন্ন্যাসমিতি। সন্ন্যাসং পরিত্যাগং কর্মণাং শাস্ত্রীয়াণামনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি। কথয়সীত্যেতৎ। পুনর্যোগং চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যকর্তব্যং শংসসি। অতো মে কতরচ্ছ্রেয় ইতি

সংশয়ঃ। কিং কর্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ? কিং বা তদ্ধানমিতি? প্রশস্যতরং চানুষ্ঠেয়ম্। অতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং তয়োঃ কর্মসন্ন্যাসকর্মানুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাচ্ছ্রেয়োঽবাপ্তির্মম স্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরৎ সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবান্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্মের ও জ্ঞানের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম ও কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসতত্ত্ব নির্ণীত হইবে। অল্পাধিকারীর কর্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তাহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা তৃতীয়াধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন তিমির ও রৌদ্র একত্র থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্মও একসঙ্গে থাকিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি কর্মের ভিত্তিভূমি ও অভেদ ভাবই জ্ঞানলাভের লক্ষ্য ও ফল; সুতরাং, দুইটি বিপর্যয় একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। আবার চতুর্থাধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, জ্ঞানীর কর্মে ও কর্মীর জ্ঞানে অধিকার নাই। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধ কর্মরাশি ভোগ করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহাদের কর্মপ্রবৃত্তি বা কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা নাই। অজ্ঞানিগণ কর্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তবে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই কর্মসন্ন্যাস করিবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।"[১]

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি॥"[২]

সন্ন্যাসিগণের উপযোগী আত্মরূপ লোকলাভের ইচ্ছা হইলে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যগাত্মার দর্শন হয়। বস্তুতঃ, কর্মানুষ্ঠান ও কর্মসন্ন্যাস একাধিকারে কখনোই থাকিতে পারে না। যদি বল কর্ম ও কর্মত্যাগ—এতদুভয়ের দ্বারাই আত্মজ্ঞানলাভ হয়, তবে উভয়ের একত্র সংস্থানের অসম্ভাবনা নাই। তাহাতে এইমাত্র বক্তব্য যে, পাপাদি কর্ম আত্মবোধের বিরোধী; এই পাপনাশার্থ, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন। লৌকিক ও বৈদিক কর্মাদির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তিনি আত্মজ্ঞানের অনধিকারী। কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই উক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইলেও কর্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপনিবৃত্তিরূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্তমান থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম করাও সম্ভব নহে; কেননা ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি কর্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল। আশ্রমধর্ম প্রতিপালন না করা বেদবিরুদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক। প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ, তদনন্তর বানপ্রস্থ ও সর্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহা "ক্রমসন্ন্যাস" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর যদি কাহারও প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে তিনি ব্রহ্মচর্য হইতেই সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানিগণ ক্রমানুসারে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অবিরক্ত অবস্থা ও বৈরাগ্যাবস্থাভেদে কর্ম ও সন্ন্যাসের কর্তব্যতা ভগবান পঞ্চম ও ষষ্ঠ

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/২২
২ সুবাল উপনিষদ্, ৯/১৪

অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অর্জুন দেখিলেন, ভগবান আত্মজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কর্ম ও সন্ন্যাস উভয়ই ব্যবস্থা করিলেন, অথচ কর্ম ও সন্ন্যাস তেজ-তিমিরবৎ পৃথক দেখাইলেন। এইক্ষণে আমার পক্ষে কর্মের অনুষ্ঠান বা সন্ন্যাস কোন্‌টি কর্তব্য?

এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবানকে অর্জুন বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! এক ব্যক্তির একই সময়ে বসিয়া থাকা ও দাঁড়াইয়া থাকা যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ তোমার কথিত কর্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই একজন অধিকারী একসময়ে কখনও সাধন করিতে পারে না। অতএব, এতদ্দ্বয়ের মধ্যে যে-সাধনটি আমার পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ, তাহাই আমাকে উপদেশ করো॥১॥

মন্তব্য ঃ দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীভগবান কখনও জ্ঞানের কথা, কখনও কর্মের কথা বলিয়াছেন। এখন আবার অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন। তাহাতে অর্জুন স্থির করিতে পারিতেছেন না যে, তিনি জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবেন, না কর্মের মধ্যে থাকিয়া জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবেন॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) সন্ন্যাসঃ কর্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস ও কর্মযোগ) উভৌ (উভয়ে) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তির হেতু); তয়োঃ তু (কিন্তু তন্মধ্যে) কর্মসন্ন্যাসাৎ (কর্মত্যাগ হইতে) কর্মযোগঃ (কর্মযোগ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতু। তন্মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ॥২॥

ব্যাকরণ ঃ (শ্রী) ভগবান্=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **সন্ন্যাসঃ**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্। **কর্মযোগঃ**=কর্মণা যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **চ**=অব্যয়। **উভৌ**=উভ, ১মা দ্বিবচন। **নিঃশ্রেয়সকরৌ**=নির, (নাস্তি) শ্রেয়ঃ যস্মাদ্ তৎ—অচতুর বিচতুর ইত্যাদিনা সমাস। **নিঃশ্রেয়সকর**=নিঃশ্রেয়স্+কৃ+ট, ১মা দ্বিবচন। **তয়োঃ**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **তু**=অব্যয়। **কর্মসন্ন্যাসাৎ**=কর্মণঃ সন্ন্যাসঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৫মী একবচন। (অপেক্ষার্থে ৫মী) **বিশিষ্যতে**=বি-শিষ্+লট্ তে (ভাববাচ্যে)॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্ম-বিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে

জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তয়োর্মধ্যে কর্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায়—শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। সন্ন্যাসঃ কর্মণাং পরিত্যাগঃ। কর্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানম্। তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্বাতে। জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন। উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কর্মসন্ন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কর্মযোগং স্তৌতি॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুনের সংশয়াপনোদনার্থ শ্রীভগবান বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম উভয়ই মুক্তির কারণ হইলেও যাহা সর্বসাধারণের বা সামান্যাধিকারীর উপযোগী, সেই নিষ্কাম কর্মযোগই তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা, অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাস কিছুমাত্র ফলদান করিতে পারে না, অধিকন্তু হানি করিয়া থাকে। সুতরাং, উহা আপাততঃ তোমার কল্যাণকারক নহে॥২॥

মন্তব্য ঃ নিষ্কামভাবে কর্ম করা জ্ঞানলাভের আদি এবং অপরিহার্য উপায়। জ্ঞাননিষ্ঠা উপস্থিত হইলে জ্ঞানলাভ ব্যতীত অন্য কোনোদিকেই মন যায় না। এইরূপ অবস্থা হইলে তখন সম্পূর্ণরূপে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদিধ্যাসন করাই কর্তব্য। এক জন জ্ঞানলাভের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করিতেছে এবং অপর এক জন সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস করিতেছে। শ্রীভগবান বলিলেন, উভয়েই মুক্তিলাভ করিবে। তবে যাহার মন হইতে দেহ এবং আত্মা অভিন্ন—এই ভ্রমবুদ্ধি দূর হয় নাই, তাহার নিষ্কামভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। কর্মের সঙ্গেই ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে মনে যতই বাসনা কমিবে, ততই জ্ঞাননিষ্ঠা বাড়িবে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিতেন, গৃহবধূ অন্তঃসত্ত্বা হইলে শাশুড়ি কাজ কমাইয়া দেয় এবং সন্তানলাভের পর তাহাকে লইয়াই বৌমা থাকে॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী (নিত্যসন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ (জানিবে); নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষই) সুখং (অনায়াসে) বন্ধাৎ (বন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (মুক্তিলাভ করেন)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! যাঁহার দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা নাই, যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও স্বর্গাদি সুখকামনা রহিত, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। কেননা, তাদৃশ পুরুষই অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাবাহো=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা। যঃ=যদ্ (পুং),**

১মা একবচন। ন=অব্যয়। **দ্বেষ্টি**=দ্বিষ্+লট্ তি। **কাঙ্ক্ষতি**=কাঙ্ক্ষ্+লট্ তি। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **নিত্যসন্ন্যাসী**=নি+ত্যপ্=নিত্য; সম্-নি-অস্+ণিনি; নিত্যং সন্ন্যাসী—২য়া তৎপুরুষ। **জ্ঞেয়ঃ**=জ্ঞা+যৎ, ১মা একবচন। **নির্দ্বন্দ্বঃ**=নির্ (নাস্তি) দ্বন্দ্ব যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **হি**=অব্যয়। **বন্ধাৎ**=বন্ধ্+ঘঞ্=বন্ধ, ৫মী একবচন। **সুখম্**=সুখ্+ক=সুখ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **প্রমুচ্যতে**=প্র-মুচ্+লট্ তে (কর্মবাচ্যে)॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যং কর্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাদিতি? আহ—জ্ঞেয় ইতি। জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ। স কর্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসীতি। যো ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিৎ। ন কাঙ্ক্ষতি সুখদুঃখে তৎসাধনে চ। এবংবিধো যঃ কর্মণি বর্তমানোঽপি স নিত্যসন্ন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্ববর্জিতো হি যস্মান্মহাবাহো সুখং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণপূর্বক যিনি ফলকামনাবর্জিত এবং আত্মানাত্মজ্ঞান-বিচারের দ্বারা আত্মাকে রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা বা আশ্রম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না; কিন্তু আত্মা যে "অহং মমেতি" বোধরূপ আবরণে আবদ্ধ আছে, সেই মলিন আবরণ ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ফলতঃ, নিষ্কাম কর্মসাধন ও সন্ন্যাস একই পদার্থ॥৩॥

মন্তব্য ঃ সাধকের প্রয়োজন মুক্তিলাভ। জগতের বস্তুর সঙ্গে দেহমনের সংযোগে রাগদ্বেষ উৎপন্ন হয়। তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে দেহমনের অতীত আত্মার অনুভব অসম্ভব। তাই বলা হইতেছে, কর্মই কর কিংবা ধ্যানই কর—তোমার মূল উদ্দেশ্য রাগদ্বেষ পরিহার। যে-ব্যক্তি কর্ম করিতে করিতে রাগদ্বেষ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারে, সে-ই তো সন্ন্যাসী।

শ্রীভগবান বলিতেছেন, সন্ন্যাস অর্থে কর্মত্যাগ বা অন্য কোনো কিছু কি না তাহা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, তুমি কর্ম করিবে না কেন? যদি তুমি রাগদ্বেষমুক্ত হও, তাহা হইলেই তো তুমি সন্ন্যাসী হইলে; তাহাতে তোমার কর্মত্যাগ হইল কি না হইল—সেদিকে দেখিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। প্রাথমিক অবস্থা হইতেই রাগদ্বেষ ত্যাগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে উহা স্বাভাবিক হইয়া যাইবে॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বালাঃ (অজ্ঞানিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে) পৃথক্ প্রবদন্তি (ভিন্ন

বলিয়া থাকে), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) ন (তাহা বলেন না); একম্ অপি (একটিরও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকেন)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অজ্ঞানিগণ বলে সন্ন্যাস ও কর্মযোগের ফল ভিন্ন, কিন্তু পণ্ডিতগণ কর্মযোগ ও সন্ন্যাসের একই ফল বলিয়া থাকেন। কেননা, একটিরও অনুষ্ঠানকারী উভয়েরই (নিঃশ্রেয়সরূপ) ফললাভ করিয়া থাকেন॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **সম্যগুভয়োর্বিন্দতে**=সম্যক্+উভয়োঃ+বিন্দতে। **সম্যক্**=সম্-অন্চ্+ক্বিপ্। **বালাঃ**= বাল, ১মা বহুবচন। **সাংখ্যযোগৌ**=সংখ্যা+অণ্=সাংখ্য; যুজ্+ঘঞ্=যোগ; সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ—সাংখ্যযোগৌ—দ্বন্দ্ব সমাস। **পৃথক্**=পৃথ+কক্ (কর্মবাচ্যে)। **প্রবদন্তি**=প্র-বদ্+লট্ অন্তি। **পণ্ডিতাঃ**=পণ্ডা+ইতচ্=পণ্ডিত, ১মা বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **একম্**=উক্তে কর্মণি ১মা। **অপি**=অব্যয়। **আস্থিতঃ**=আ-স্থা+ক্ত, ১মা একবচন। **উভয়োঃ**=উভ+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **ফলম্**=ফল+২য়া একবচন। **বিন্দতে**=বিদ্+লট্ তে॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ অতোবিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাংখ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি, সন্ন্যাসকর্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি তথা হি কর্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং, তদ্বিন্দতীতি সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্বমনুষ্ঠিতস্য কর্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ননু সন্ন্যাসকর্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়র্বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধো যুক্তঃ। ন তু উভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেব—ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বিরুদ্ধভিন্নফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি। ন পণ্ডিতাঃ। পণ্ডিতাস্তু জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি। কথম্? একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ—সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ—উভয়োর্বিন্দতে ফলম্। উভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলম্। অতো ন ফলে বিরোধোঽস্তি।

ননু সন্ন্যাসকর্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্য সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি? নৈষ দোষঃ। যদ্যপ্যর্জুনেন সন্ন্যাসং কর্মযোগং চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতঃ। ভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেনৈব স্বাভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ—সাংখ্যাযোগাবিতি। তাবেব সন্ন্যাসকর্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতো মতম্। অতো নাপ্রকৃতপ্রক্রিয়েতি॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সংশয় ও বিপরীত ভাবনা বর্জিত আত্মাকার বুদ্ধিযোগের নাম সাংখ্যযোগ। এই আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনের নাম সন্ন্যাস। মূঢ়গণ অজ্ঞানতাবশতঃ মনে করে

সন্ন্যাস ও কর্মযোগের ফল ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নিজ নিজ অধিকার অনুসারে কর্মযোগ বা সন্ন্যাস যাহাই সাধন কর না কেন, উভয়ের সমানই ফল লাভ হইবে। নিষ্কাম কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসের প্রকারান্তর মাত্র॥৪॥

মন্তব্য ঃ মানুষের মনে সর্বদাই এই চিন্তা উঠে—"কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট?" লোকে সর্বদাই কেবল "face value" লইয়া কলহ করে। কিন্তু জ্ঞানলাভের পথে কে কোন্ অবস্থায় আছে তাহা বাহির হইতে দেখিয়া বিচার করা যায় না। সাধারণতঃ কর্মত্যাগ করিলেই লোকে মনে করে, জ্ঞানলাভের আর বিলম্ব নাই। কিন্তু জ্ঞান বস্তুটি জগতের অতীত। সুতরাং, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে জগতের সহিত সম্পর্ক ছাড়িতে হইবে।

যে জ্ঞানলাভের জন্য মনকে নিষ্কাম করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কর্মযোগী; যে মনকে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিচারপূর্বক শান্ত করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে জ্ঞানযোগী। মূলতঃ এই দুই ব্যক্তিই এক পথে চলিয়াছে। তবে বাহ্যদৃষ্টিতে এক জনকে বিষয়াসক্ত এবং অন্য জনকে অনাসক্ত বলিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে। ভগবান এই কথাটিই স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।

মনে কর, কর্মযোগকে যদি বলা হয় স্কুল-কলেজের শিক্ষা এবং জ্ঞানযোগকে গবেষণামূলক শিক্ষা, তাহা হইলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। যে স্কুল-কলেজের শিক্ষা শেষ করিয়াছে, তাহারই গবেষণা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। সুতরাং, এই দুটিকে পৃথক পথ বলা যায় না।

স্বামীজী কিন্তু বারংবার বলিয়াছেন, আমাদের জন্য জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ (রাজযোগ)—এই চারিটির সুষম ও সমবেত সাধনই উপযুক্ত পথ। একই সঙ্গে ভক্তি-সাধন, জ্ঞান-সাধন, নিষ্কাম (ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে) কর্ম করিবার অভ্যাস এবং মনকে একাগ্র করিয়া ধ্যানাভ্যাস করা চাই। এই যুগের ইহাই সাধন। এই চারি প্রকার যোগসাধনার কোনোটিকেই বাদ দেওয়া চলিবে না॥৪॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক) যৎ স্থানং (যে স্থান) প্রাপ্যতে (লব্ধ হয়) যোগৈঃ অপি (কর্মযোগিগণ কর্তৃকও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লব্ধ হয়); যঃ (যিনি) সাংখ্যং চ (সন্ন্যাস) যোগং চ (ও কর্মযোগ) একং (একরূপ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি (যথার্থ দর্শন করেন)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সাংখ্য পুরুষগণ (সন্ন্যাসী) যে-স্থান লাভ করেন, কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই একরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **তদ্‌যোগৈরপি**=তৎ+যোগৈঃ+অপি। **সাংখ্যৈঃ**=সংখ্যা+অণ্=সাংখ্য, ৩য়া বহুবচন (অনুক্তে কর্তরি ৩য়া)। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন (উক্তে কর্মণি ১মা)। **স্থানম্**=স্থা+অনট্=স্থান,

১মা একবচন (উক্তে কর্মণি ১মা)। **প্রাপ্যতে**=প্র-আপ্+লট্ তে (কর্মবাচ্যে)। **যোগৈঃ**=যুজ্+অচ্=যোগ, "অর্শাদিভ্যঃ অচ্" সূত্রানুসারে মতুপ্ অর্থে ৩য়া বহুবচন (অনুক্তে কর্তরি ৩য়া)। **অপি**=অব্যয়। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন (উক্তে কর্মণি ১মা)। **গম্যতে**=গম্+লট্ তে (কর্মবাচ্যে) **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সাংখ্যম্**=সাংখ্য, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **যোগম্**=যোগ, ২য়া একবচন। **একম্**=২য়া একবচন। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাংখ্যৈরিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। (যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ) তেন কর্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ একস্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত ইতি? উচ্যতে—যদিতি। যৎ সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্‌যোগৈরপি। জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্প্য কর্মাণ্যাত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায়ানুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ। তৈরপি পরমার্থজ্ঞানসন্ন্যাসপ্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি ফলৈকত্বাৎ স সম্যক্ পশ্যতীত্যর্থঃ॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যোগ এবং সন্ন্যাস—এতদ্দ্বয়ের একটিরও অনুষ্ঠানকারী কীরূপে উভয়ের অনুষ্ঠানসুলভ ফল লাভ করিবেন, অর্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসিগণ পূর্বজন্মকৃত কর্মের প্রভাবে ইহজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন এবং এইবার শ্রবণ, মননাদি জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা মুক্তিলাভ করিবেন। এই কৈবল্যস্থান প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুনরাবৃত্তি হইবে না। আর ফলকামনাবর্জিত অর্থাৎ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যিনি কর্ম-সাধন করিয়া থাকেন, সেই কর্মযোগীই এই জন্মে না হউক, পরজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞানবলে মুক্তিলাভ করিবেন। সুতরাং, কর্মী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমফলভোগী। যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী॥৫॥

মন্তব্য ঃ সাধারণতঃ লোকের ধারণা, গেরুয়াধারী সন্ন্যাসিগণই মুক্তপুরুষ আর গৃহস্থরা বদ্ধজীব। কিন্তু শাস্ত্রে বাহ্যসন্ন্যাসকে মুক্তিলাভের একটি উপায়মাত্র বলিয়া মনে করা হয়। প্রকৃত সন্ন্যাসের অর্থ মনোগত বাসনা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ। গৃহত্যাগ করিবার কথা লইয়া অধিক আলোচনাতে মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়িয়া যায়। তাই ভগবান এই শ্লোকে সাধকের দৃষ্টি মোক্ষলাভের মূল কারণটির দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রও একদা B.A. পাস করিতে পারে এবং I.A. শ্রেণির ছাত্রও যথানিয়মে B.A. পাস করিতে পারে—এই কথায় উভয়কেই B.A. পাসের অধিকারী বলা হইল। ঠিক তেমনি ভগবান বলিতেছেন—যদি কেহ মুক্তিকামী হয়, সেক্ষেত্রে গৃহস্থও ধীরে ধীরে জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। সন্ন্যাসীর কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কর্মযোগ ঃ আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত—এই ধারণা মনে রাখিয়া পূর্বসংস্কারবশতঃ কর্ম করিতে করিতে মনকে ধ্যানমুখী করিবার প্রচেষ্টা।

জ্ঞানযোগ (সাংখ্য) ঃ আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত—এইটি দৃঢ় ধারণা করিয়া কর্মসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হইয়া সর্বদা নিদিধ্যাসন (ধ্যান) অভ্যাস করা।

"যোগ" শব্দের দ্বারা শ্রীভগবান কর্মযোগকেই বুঝাইয়াছেন। কর্মযোগী ভাবিতে থাকেন—"আমি অনাদিকাল হইতে কর্ম করিয়া আসিতেছি। এখন, আমি অকর্তা চিন্মাত্র—এই কথা বুঝিলেও হঠাৎ কর্ম ছাড়িতে পারি না। তাই স্ব-স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে কর্মপ্রবণতার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব—আমার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ"॥৫॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) অযোগতঃ (কর্মযোগ ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ তু (কর্মত্যাগ কেবল) দুঃখম্ আপ্তুং (দুঃখ পাইবার নিমিত্ত); যোগযুক্তঃ মুনিঃ (কর্মযোগী) ন চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্মলাভ করেন)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত দুঃখজনক। কর্মযোগিগণ সিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **মুনির্ব্রহ্ম**=মুনিঃ+ব্রহ্ম। **মহাবাহো**=মহন্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা। **তু**=অব্যয়। **অযোগতঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যোগ+তসিল্ (৩য়ায়), ন যোগতঃ=অযোগতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **সন্ন্যাসঃ**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্। **দুঃখম্**=দুঃখ্+অচ্=দুঃখ, ২য়া একবচন। **আপ্তুম্**=আপ্+তুমুন্। **যোগযুক্তঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; যোগেন যুক্ত—৩য়া তৎপুরুষ। **মুনিঃ**=মন্+ই (কর্তৃবাচ্যে), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **চিরেণ**=চি+রমুক্=চির; ৩য়া একবচন, অপবর্গে ৩য়া। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ২য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদি কর্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসং কর্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সন্ন্যাসস্ত্বিতি। অযোগতঃ কর্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্তিককৃদ্ভিঃ[১]—

"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ।
সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥" ইতি॥৬॥

১ বৃহদারণ্যকের শাঙ্করভাষ্য বার্তিককার—সুরেশ্বরাচার্য।

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং তর্হি যোগাৎ সন্ন্যাস এব বিশিষ্যতে। কথং তর্হীদমুক্তং—তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি? শৃণু তত্র কারণম্। ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্মসন্ন্যাসং কর্মযোগং চাভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি? তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য। জ্ঞানাপেক্ষস্তু সন্ন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়াঽভিপ্রেতঃ। পরমার্থযোগশ্চ স এব। যস্তু কর্মযোগো বৈদিকঃ স তাদর্থ্যাদ্‌যোগঃ সন্ন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে। কথং তাদর্থ্যমিতি? উচ্যতে—সন্ন্যাস ইতি। সন্ন্যাসস্তু পারমার্থিকো হে মহাবাহো দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুম্। অযোগতো যোগেন বিনা। যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্মযোগেণেশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তঃ। মুনিঃ—মননাদীশ্বরস্বরূপস্য মুনিঃ। ব্রহ্ম—পরমাত্মজ্ঞানলক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সন্ন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে। "ন্যাস ইতি ব্রহ্মা", "ব্রহ্মা হি পর" ইতি শ্রুতেঃ[১]। ব্রহ্ম পরমার্থসন্ন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অতো ময়োক্তং—কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত ব্যক্তিগণ যখন জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তখন অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিও জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস কেন না গ্রহণ করিবে? অর্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, কর্মযোগ সাধন ব্যতীত অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় না। অসিদ্ধকর্মা, অসিদ্ধচিত্ত ব্যক্তি হঠপূর্বক সন্ন্যাসী হইলে তাহার ক্লেশমাত্রই সার হয়। শুদ্ধান্তঃকরণসুলভ নির্মলানন্দ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কর্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হন, তিনিই সত্বর ব্রহ্ম লাভ করেন॥৬॥

মন্তব্য ঃ মানুষের দেহমন রজোগুণপ্রধান। তাই কর্মের দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। দেখা যায়, মানুষ কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না। আবার সকলে নানাবিধ কর্ম করে বলিয়াই সমাজটা চলে। কিন্তু কোনো সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করিতে হইলে বাহ্যদৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি কর্ম তো করিতেছে না। জ্ঞানাধিকারী তো বস্তুবিচারে ব্যস্ত। তবু তাহার আহার যোগাইবার ব্যবস্থা সমাজ গ্রহণ করিয়াছে। সমাজ সন্ন্যাসীকে পোষণ করে, যাহাতে তাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার গবেষণা করিতে অবসর পান। সুতরাং, সেই মননশীল যোগী সমাজে সন্ন্যাসি-রূপে বিচরণ করিবেন। তাঁহাকেই বলা হইল "মুনি"॥৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যোগযুক্তঃ (কর্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (বিজিতদেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্বভূতের আত্মায় নিজ আত্মভাবদর্শী) কুর্বন্ অপি (কর্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)॥৭॥

---

১ নারায়ণ উপনিষদ্, ৭৮

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মায় যাঁহার নিজাত্ম ভাব, তিনি কর্ম করিলেও নির্লিপ্ত॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগযুক্তঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যুজ্+ক্ত=যুক্তঃ। যোগেন যুক্তঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **বিশুদ্ধাত্মা**=বিশুদ্ধঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বিজিতাত্মা**=বি-জি+ক্ত=বিজিত; বিজিত আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **জিতেন্দ্রিয়ঃ**=জিত=জি+ক্ত; ইন্দ্রিয়=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র, ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; জিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সর্বভূতাত্মভূতাত্মা**=সর্বাণি ভূতানি—সর্বভূতানি; সর্বভূতানি আত্মা যস্য সঃ—সর্বভূতাত্মঃ—বহুব্রীহি; সর্বভূতাত্মঃ আত্মা ভূতঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **কুর্বন্**=কৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **লিপ্যতে**=লিপ্+লট্ তে (কর্মকর্তৃবাচ্যে)॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য, স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদা পুনরয়ং সম্যগ্‌দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তো যোগযুক্তঃ। বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তঃ। বিজিতাত্মা বিজিতদেহঃ। জিতেন্দ্রিয়শ্চ। সর্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা প্রত্যক্‌চেতনো যস্য স সর্বভূতাত্মভূতাত্মা। সম্যগ্‌দর্শীত্যর্থঃ। স তত্রৈবং বর্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে। যোগযুক্তো ন কর্মভির্বধ্যত ইত্যর্থঃ॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কর্মের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়, অতএব কর্মযোগী কীরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে? অর্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন—যিনি ফলকামনাবর্জিত ও কর্মানুষ্ঠানশীল, তাঁহার অন্তঃকরণ প্রথমে রজস্তমোগুণবর্জিত হয়, শরীর বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় অর্থাৎ তিনি মনোদণ্ড, কায়দণ্ড ও বাগ্‌দণ্ড যুক্ত হইয়া ত্রিদণ্ডী হন। এখানে বাক্ শব্দ বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই উপলক্ষ্যক বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্যন্ত তাবৎ পদার্থেই নিষ্কাম কর্মীর আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ কর্মযোগীর কর্তৃত্বাভিমানাদি না থাকায় কোনো কর্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব, কর্ম বন্ধনের কারণ হইলেও নিষ্কাম কর্মযোগীকে বন্ধন করিতে পারে না॥৭॥

মন্তব্য ঃ যাঁহার মন যোগে যুক্ত অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মের সহিত কোনো প্রকারে যুক্ত হইয়াছে, তাঁহার নিম্নতর সত্তা (lower self) "বুদ্ধি" স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব বাসনার মলিনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া তিনি বিশুদ্ধাত্মা। বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে স্থূলদেহস্থিত ইন্দ্রিয় আপনা হইতে সর্বতোভাবে বশীভূত হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে "বিজিতাত্মা", "জিতেন্দ্রিয়" ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। যোগীর এই অবস্থা হইলে তিনি প্রথমে অনুভব করেন যে, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য চিন্মাত্র। তাহার পরে আর একটু উচ্চভূমিতে উঠিয়া দেখিতে

পান—সর্বজীবের ভিতরেই একই আমি আত্মা বিরাজমান। এই অবস্থালাভ হইলে যদি দেহত্যাগ না হয়, তাহা হইলে তিনি স্থূলদেহকৃত সকল কর্মের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কশূন্য বোধ করেন। তাঁহার দেহমনের দ্বারা কোনো কর্ম সম্পাদিত হইলে লোকে দেখে তিনি অমুক অমুক কাজ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখেন, তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। ইহা এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ামাত্র। কখনও কখনও কাজকর্ম হইতে অবসর নেওয়া একান্ত আবশ্যক হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিকটবর্তী হইলে অভিভাবকগণ ছাত্রগণকে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করিতে উৎসাহিত করেন। ঠিক সেইরূপ, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে দীর্ঘ কাল আত্মচিন্তা লইয়া মগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কর্মের দিকে ঝোঁক থাকিলে সূক্ষ্মতম বস্তু সচ্চিদানন্দের চিন্তা করা তো একান্ত অসম্ভব। তাই কর্মের ঝোঁক নিঃশেষ না করিয়া বলপূর্বক কর্মত্যাগ করিলে দারুণ মানসিক কষ্ট হয়। সেই জন্যই দেখা যায় যে, যাহারা কর্মপ্রবণতা নষ্ট না করিয়া কর্মত্যাগ করে, পরে তাহারা কোনো কর্মের সুযোগ পাইলে কর্ম লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে এবং তাহার কর্ম সমাজের উপযোগী, না অনুপযোগী—তাহা বিচার না করিয়াই কাজ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করে। ইহাই সন্ন্যাসের কু-রূপ।

অযোগতঃ=কর্মের গতিকে নিস্তব্ধ (অর্থাৎ momentum শেষ) না করিয়া সহসা কর্মত্যাগ করিয়া নিদিধ্যাসনে বসা অর্থাৎ যোগে আরূঢ় হওয়া যায় না। ধ্যানে মন বসে না। যোগযুক্তঃ=যিনি কর্মের গতি নিঃশেষে স্তব্ধ করিয়া যোগারূঢ় অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। মুনি=(মন+ইন্ নিপাতনে) যোগারূঢ় ব্যক্তির মন ধ্যানেই প্রবণতা অনুভব করে। সেই ব্যক্তি ধ্যান-নিদিধ্যাসন করিতে করিতে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেন। অবশ্য প্রশ্ন উঠিতে পারে—সেই ব্যক্তির আহার-বাসস্থান জুটিবে কোথা হইতে, তিনি যদি কেবল বসিয়া বসিয়া পরমার্থ চিন্তা করেন?॥৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যুক্তঃ (যোগযুক্ত) তত্ত্ববিৎ (পরমার্থদর্শী পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন) শৃণ্বন্ (শ্রবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ) অশ্নন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন) স্বপন্ (শয়ন) শ্বসন্ (শ্বাসগ্রহণ) প্রলপন্ (কথন) বিসৃজন্ (ত্যাগ) গৃহ্ণন্ (গ্রহণ) উন্মিষন্ (উন্মেষ) নিমিষন্ (নিমেষ) অপি (করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ) বর্তন্তে (প্রবর্তিত হইতেছে) ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (নিশ্চয় করিয়া) [আমি] কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (করিতেছি না) ইতি মন্যেত (ইহা মনে করিবেন)॥৮-৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পরমার্থদর্শী কর্মযোগিগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসগ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, এই সমস্তই ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য॥৮-৯॥

ব্যাকরণ ঃ **গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি**=গৃহ্ণন্+উন্মিষন্+নিমিষন্+অপি। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত, ১মা একবচন। **তত্ত্ববিৎ**=তদ্+ত্ব (ভাবে)=তত্ত্ব; তত্ত্বম্ বেত্তি=তত্ত্ব-বিদ্+ক্বিপ্=তত্ত্ববিদ্। **পশ্যন্**=দৃশ্+শতৃ, ১মা একবচন। **শৃণ্বন্**=শ্রু+শতৃ, ১মা একবচন। **স্পৃশন্**=স্পৃশ্+শতৃ, ১মা একবচন। **জিঘ্রন্**=ঘ্রা+শতৃ, ১মা একবচন। **অশ্নন্**=অশ্+শতৃ, ১মা একবচন। **গচ্ছন্**=গম্+শতৃ, ১মা একবচন। **স্বপন্**=স্বপ্+শতৃ, ১মা একবচন। **শ্বসন্**=শ্বস্+শতৃ, ১মা একবচন। **প্রলপন্**=প্র-লপ্+শতৃ, ১মা একবচন। **বিসৃজন্**=বি-সৃজ্+শতৃ, ১মা একবচন। **গৃহ্ণন্**=গ্রহ্+শতৃ, ১মা একবচন। **উন্মিষন্**=উৎ-মিষ্+শতৃ, ১মা একবচন। **নিমিষন্**=নি-মিষ্+শতৃ, ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **ইন্দ্রিয়াণি**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; ১মা বহুবচন। **ইন্দ্রিয়ার্থেষু**=ইন্দ্রিয়াণাম্ অর্থা=ইন্দ্রিয়ার্থা, ৭মী বহুবচন। **বর্তন্তে**=বৃত্+লট্ অন্তে। **ইতি**=অব্যয়। **ধারয়ন্**=ধৃ+ণিচ্+শতৃ, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **করোমি**=কৃ+লট্ মি। **ইতি**=অব্যয়। **মন্যেত**=মন্+বিধিলিঙ্ ঈত, ১ম পুরুষ, একবচন॥৮-৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত। তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমেষণে কূর্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি সর্বাণি কুর্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং "তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি॥৮-৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতি। অতঃ—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ মন্যেত চিন্তয়েৎ তত্ত্ববিৎ। আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শীত্যর্থঃ। কদা কথং বা তত্ত্বমবধায়ন্ মন্যেতেতি? উচ্যতে—পশ্যন্নিতি। মন্যেতেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্বকার্যকরণচেষ্টাসু কর্মস্বকর্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সর্বকর্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ। কর্মণোঽভাবদর্শনাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ততে॥৮-৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি নিরুদ্ধচিত্ত কর্মযোগী, যিনি তত্ত্ববেত্তা, যিনি পরমার্থদর্শী, অথবা যিনি প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম করিয়া তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত কর্মরাশিকেই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণের ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণবৃত্তিচতুষ্টয়ের কার্য বলিয়া মনে করেন এবং আত্মাকে অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানেন॥৮-৯॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (ঈশ্বরে) [ফল] আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা

(ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক) কর্মাণি (কর্মসমূহ) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জল দ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপ দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্মফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক কর্মানুষ্ঠান করেন, জলে কমলপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **ব্রহ্মণ্যাধায়**=ব্রহ্মণি+আধায়। **পদ্মপত্রমিবাম্ভসা**=পদ্মপত্রম্+ইব+অম্ভসা। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ব্রহ্মণি**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্; ৭মী একবচন। **আধায়**=আ-ধা+ল্যপ্। **সঙ্গম্**= সন্‌জ্+ঘঞ্=সঙ্গ; ২য়া একবচন। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্; ২য়া বহুবচন। **করোতি**=কৃ+লট্ তি। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অম্ভসা**=অম্ভ্ (শব্দ করা)+অসুন্ (কর্তৃবাচ্যে)—অম্ভস্, ৩য়া একবচন। **পদ্মপত্রম্**=পদ্মস্য পত্রম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ইব**=অব্যয়। **পাপেন**=পা+প=পাপ, ৩য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **লিপ্যতে**=লিপ্+লট্ তে (কর্মবাচ্যে)॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্মলেপো দুর্বারঃ, তথা অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্মযোগে—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণীশ্বরে। আধায় নিক্ষিপ্য। তদর্থং করোমীতি ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং সর্বাণি কর্মাণি—মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা—করোতি যঃ সর্বকর্মাণি। লিপ্যতে ন স পাপেন ন সংবধ্যতে। পদ্মপত্রমিবাম্ভসোদকেন॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জল প্রায় সকল বস্তুতেই প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আর্দ্র করে, কিন্তু পদ্মপত্রের উপরে জলের সেই শক্তি কার্যকরী হয় না। এইরূপ "কর্ম" অনুষ্ঠানকারীমাত্রকেই বন্ধন করে, কেবল ফলকামনাবর্জিত কর্মানুষ্ঠাতাকে লিপ্ত করিতে পারে না॥১০॥

মন্তব্য ঃ কর্ম না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না। কর্ম করিলেই তাহার প্রেরণায় আবার কর্ম করিতে বাধ্য হয়। এবং কর্ম কিছু করিলেই ভাল বা মন্দ একটা ফল হইয়াই থাকে। এই দারুণ সঙ্কট হইতে অব্যাহতিলাভের "ইহা" (ভগবানের প্রদর্শিত পথ) একটা কৌশল "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"। কাজ করিয়া ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করা। তবে একটি কথা আছে। ঈশ্বর কী, আমি কী এবং কর্ম কী—এই তিনটি বিষয় না জানিলে এই কৌশল অবলম্বন করা যায় না। ঈশ্বর জগৎ-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন, আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার একটি অংশ; যেমন আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর আমরা যে কাজ করি, তাহা স্বাধীনভাবে নহে। আমাদের পূর্বকর্মকৃত সংস্কার এখনকার কাজ করাইতেছে। এই কথা কয়টি বুঝিতে পারিলে "আমি ঈশ্বর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্রমাত্র"—ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই শ্লোকে পাপ বলিতে পাপ-পুণ্য উভয়কেই বুঝাইতেছে। কারণ, পাপ ও পুণ্য কখনও বিচ্ছিন্ন নহে॥১০॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যোগিনঃ (কর্মযোগিগণ) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) কায়েন (শরীর দ্বারা) মনসা (মন দ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধি দ্বারা) কেবলৈঃ (কেবল) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) কর্ম কুর্বন্তি (কর্ম করিয়া থাকেন)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কর্মযোগিগণ ফলকামনা পরিত্যাগপূর্বক কেবল অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগিনঃ**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা বহুবচন। **সঙ্গম্**=সন্জ্+ঘঞ্=সঙ্গ, ২য়া একবচন। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **আত্মশুদ্ধয়ে**=আত্মনঃ শুদ্ধি—আত্মশুদ্ধি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; অত+মনিন্= আত্মন্, ১মা একবচন=আত্ম, শুধ্+ক্তি=শুদ্ধি; ৪র্থী একবচন (তাদর্থে)। **কায়েন**=চি+ঘঞ্=কায়, ৩য়া একবচন। **মনসা**=মন্+অসুন্=মন; ৩য়া একবচন। **বুদ্ধ্যা**=বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি, ৩য়া একবচন। **কেবলৈঃ**= কেব্+কলচ্=কেবল, ৩য়া বহুবচন। **ইন্দ্রিয়ৈঃ**=ইন্দ+রন্=ইন্দ্র, ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; ৩য়া বহুবচন। **কর্ম**= কৃ+মনিন্= কর্মন্, ২য়া একবচন। **কুর্বন্তি**=কৃ+লট্ অন্তি॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণং কর্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্মযোগিনঃ কুর্বন্তি॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্য কর্মণঃ স্যাৎ। যস্মাৎ—কায়েনেতি। কায়েন দেহেন। মনসা। বুদ্ধ্যা চ। কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈর্মমত্ববর্জিতৈরীশ্বরায়ৈব কর্ম করোমীতি ন মম ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সংবধ্যতে। সর্বব্যাপারেষু মমতাবর্জনায়। যোগিনঃ কর্মিণঃ। কর্ম কুর্বন্তি। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়ম্। আত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তত্রৈব তবাধিকার ইতি। কুরু কর্মৈব॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের কর্মানুষ্ঠানের অন্য কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তঃকরণবৃত্তিকে নির্মল করিবার জন্য তত্তাবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ফলকামনা না থাকায় তাঁহাদিগের "অহং কর্তেতি" অভিমান হয় না। বস্তুতঃ, তাঁহারা সমস্ত কর্মই ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥১১॥

মন্তব্য ঃ কর্ম ও কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আরেকটি কৌশল বলা হইতেছে। কায়— স্থূলশরীর, মনবুদ্ধি—সূক্ষ্মশরীর। আনন্দময় কোশাবৃত পাকা আমি। এই পাকা আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কর্মের দ্রষ্টামাত্র—এই বিচার করিতে করিতে যোগী অনুভব করেন যে, তিনি সর্বপ্রকার কর্ম হইতে মুক্ত। যোগী দেখিবেন যে, দেহমন যে-কাজ করে, তাহা পূর্বসংস্কারবশেই করিয়া থাকে। আমি কেবল দ্রষ্টামাত্র। আমরা যেমন কেহ ভাল কাজ করিতেছে দেখিলে সুখী হই, মন্দ কাজ করিতেছে দেখিলে দুঃখী হই—তিনিও প্রথমে এই প্রকারে নিজেকে সুখী এবং দুঃখী

দেখিবেন। তখন তিনি তত্ত্বরূপে বুঝিতেছেন। নিজে স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এই বুদ্ধি পাকা হইয়া গেলে (অর্থাৎ, অপরোক্ষানুভূতি হইলে) তিনি অনুভব করিবেন যে, সর্বপ্রকার অজ্ঞান ও অপবিত্রতা দূর হইয়াছে॥১১॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যুক্তঃ (কর্মযোগী) কর্মফলং (কর্মফল) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগপূর্বক) নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিক) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন), অযুক্তঃ (অযোগী) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (ফললাভে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধনদশাগ্রস্ত হন)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যুক্ত অর্থাৎ কর্মযোগী কর্মফল পরিত্যাগপূর্বক মোক্ষরূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং অযুক্ত ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফললাভে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশাগ্রস্ত হন॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **কর্মফলম্**=কর্মণঃ ফলম্=কর্মফল—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **নৈষ্ঠিকীম্**=নিষ্ঠা+ঠক্ (আছে অর্থে)=নৈষ্ঠিকং, নৈষ্ঠিক+ঙীপ্=নৈষ্ঠিকী; ২য়া একবচন। **শান্তিম্**=শম্+ক্তিন্=শান্তি, ২য়া একবচন। **আপ্নোতি**=আপ্+লট্ তি। **অযুক্তঃ**=ন যুক্তঃ—অযুক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; যুজ্+ক্ত=যুক্ত, ১মা একবচন। **কামকারেণ**=কম্+ঘঞ্=কাম; কৃ+অণ্=কার; কামস্য কারঃ (করণম্, প্রেরণা)—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **ফলে**=ফল্+অচ্=ফল, ৭মী একবচন। **সক্তঃ**=সন্জ্+ক্ত=সক্ত। **নিবধ্যতে**=নি-বধ্+লট্ তে (কর্মবাচ্যে)॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কথং তেনৈব কর্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা? অত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্মাণি কুর্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি; অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাচ্চ—যুক্ত ইতি। যুক্ত ঈশ্বরায় কর্মাণি করোমি। ন মম ফলায়েত্যেবং সমাহিতঃ সন্ কর্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাম্। সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্বকর্মসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ কামকারেণ। করণং কারঃ। কামস্য কারঃ কামকারঃ। তেন কামকারেণ। কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ। মম ফলায়েদং করোমি কর্মেত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে। অতস্ত্বং যুক্তো ভবেত্যর্থঃ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভোগবাসনাই বন্ধনের কারণ। সুতরাং, নিষ্কাম কর্মযোগীর বন্ধনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ভগবদর্পিত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রথমতঃ অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তৎপরে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, তদনন্তর সন্ন্যাসপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হইয়া মোক্ষরূপ শান্তিলাভ হয়। কিন্তু কামি-পুরুষগণ নিজ নিজ ভোগবাসনার বশবর্তী হইয়া বারংবার বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া থাকে॥১২॥

মন্তব্য ঃ ভগবানের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে মন আকৃষ্ট হইলে সংসারের সব বস্তুই তুচ্ছবোধ হয়। সংসারি-লোক সর্বদাই একটা কিছু আশা লইয়া কাজকর্ম করে, কিন্তু যথার্থ ভক্তের মনে এই সংসারে কোনো লাভের আশা থাকিতে পারে না। সুতরাং, তাঁহারা যাহাই করুন না কেন, ভগবানের সেবা হিসাবেই করিয়া থাকেন; সুতরাং, সেই কর্মের ফলভোগ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। যাঁহার মন ভগবানে আকৃষ্ট হয় নাই, তাঁহার মন বাসনায় পূর্ণ থাকে; তাই সে যাহা কিছু করে, তাহার পিছনে একটি ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে। সুতরাং, ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই, তাহাকে নিষ্কাম কর্মযোগী বলিয়া অভিহিত করিলে তাহারও ক্ষতি হয়, সমাজেরও ক্ষতি হয়॥১২॥

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্নকারয়ন্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা (মন দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সকল কর্ম) সন্ন্যস্য (পরিত্যাগপূর্বক) নবদ্বারে (নবদ্বারযুক্ত) পুরে (দেহে) ন এব কুর্বন্ (কিছুই না করিয়া) ন কারয়ন্ (অন্যকেও কিছু না করাইয়া) সুখম্ (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী ব্যক্তি কর্মরাশিকে মন হইতে পরিত্যাগপূর্বক নবদ্বারযুক্ত দেহে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কোনো কার্য করেন না এবং অন্যকেও কর্মে প্রবর্তিত করেন না॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **বশী**=বশ+ইনি=বশিন্, ১মা একবচন। **দেহী**=দেহ+ইনি=দেহিন্, ১মা একবচন। **মনসা**=মন্+অসুন্=মন, ৩য়া একবচন। **সর্বকর্মাণি**=সর্বাণি কর্মাণি—সর্বকর্মাণি—কর্মধারয়; ২য়া বহুবচন। **সংন্যস্য**=সম্-নি-অস্+ল্যপ্। **নবদ্বারে**=নবদ্বারাণি যস্য তৎ=নবদ্বারম্—বহুব্রীহি; ৭মী একবচন। **পুরে**=পুর, ৭মী একবচন। **ন**=অব্যয়। **এব**=অব্যয় **কুর্বন্**=কৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **কারয়ন্**=কৃ+ণিচ্+শতৃ, ১মা একবচন। **সুখম্**=সুখ্+ক=সুখ, ১মা একবচন। **আস্তে**=আস্+লট্ তে॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্; ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্বকর্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সর্বকর্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সন্ন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে, ক্বাস্তে? ইত্যত আহ—নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে; অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্বন্, মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা; অশুদ্ধচিত্তো হি সন্ন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ, ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্তু পরমার্থদর্শী সঃ—সর্বকর্মাণীতি। সর্বাণি কর্মাণি সর্বকর্মাণি। সংন্যস্য পরিত্যজ্য। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধং চ তানি সর্বাণি কর্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা

কর্মাদাবকর্মসংদর্শনেন সংত্যজ্যেত্যর্থঃ। আস্তে তিষ্ঠতি সুখম্। ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়চেষ্টো নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্ত আত্মনোঽন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্ত ইত্যুচ্যতে। বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। ক্ব কথমাস্ত ইতি? আহ—নবদ্বারে পুরে। সপ্ত শীর্ষণ্যান্যাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি। অর্বাগ্‌দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে। তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে শরীরম্। পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকম্। তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফলবিজ্ঞানস্যোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতম্। তস্মিন্নবদ্বারে পুরে দেহী সর্বং কর্ম সংন্যস্যাস্তে।

কিং বিশেষণেন? সর্বো হি দেহী সন্ন্যাস্যংন্যাসী বা দেহ এবাস্তে। তত্রানর্থকং বিশেষণমিতি? উচ্যতে—যস্ত্বজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী স সর্বোঽপি গেহে ভূমাবাসনে বাস ইতি মন্যতে। ন হি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো গেহ ইব দেহ আস ইতি প্রত্যয়ঃ সংভবতি। দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহ আস ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে। পরকর্মণাং চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়াঽধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সন্ন্যাস উপপদ্যতে। উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সর্বকর্মসন্ন্যাসিনোঽপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুর আসনম্। প্রারব্ধফলকর্মসংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহ এব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ। দেহ এবাস্ত ইত্যস্তেব বিশেষণফলং। বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষত্বাৎ।

যদ্যপি কার্যকরণকর্মাণ্যবিদ্যয়াত্মন্যধ্যারোপিতানি সংন্যস্যাস্ত ইত্যুক্তং তথাপি কৃতসন্ন্যাসস্যাত্মসমবায়ি তু কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈব কুর্বন্ স্বয়ম্। ন চ কার্যকরণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু প্রবর্তয়ন্। কিং যৎ তৎ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সন্ন্যাসান্ন সংভবতি—যথা গচ্ছতো গতির্গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাৎ তদ্বৎ? কিং বা স্বত এবাত্মনো নাস্তীতি?

অত্রোচ্যতে—নাস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ। উক্তং হি—অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যত ইতি। ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ[১]॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মস্বরূপদর্শী সন্ন্যাসী অহংকর্তেতি বুদ্ধির পরিহার করায় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কোনো ধর্মেরই তিনি কর্তা নন। ইন্দ্রিয়গণ কর্ম করিতে পায় না বলিয়া তাহাতে তাঁহার কোনোরূপ দুঃখও হয় না, কেননা তত্তাবৎ তাঁহার বশীভূত। দুই নেত্র, দুই শ্রোত্র, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ—এই সপ্ত ঊর্ধ্বদ্বার এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নিম্নদ্বারদ্বয়বিশিষ্ট স্থূলশরীররূপ পুরমধ্যে সন্ন্যাসী বিরাজ করিয়া থাকেন। দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র—এই জ্ঞান থাকায় সন্ন্যাসী প্রবাসীর ন্যায় যেন কোনো বাসাবাটিতে কিয়ৎকালের জন্য নিবাস করিতেছেন—এইরূপ অনুভব করেন। গৃহের রোগ, বিকার বা পতনে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হন না। কিন্তু বিষয়িগণ "দেহই আমি"—এই অজ্ঞান দোষে আপনাকে পুরমধ্যবাসী পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসী নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বলিয়া দেহাদির কার্য তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে নহে এবং কাহারও কোনো কার্যের প্রবর্তকও তিনি নন॥১৩॥

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৭

মন্তব্য ঃ যখন সাধকের মন ভগবানে সর্বদা যুক্ত থাকে, তখন সে পরোক্ষে বুঝিতে পারে এবং বুদ্ধি পাকা হইলে প্রত্যক্ষ করে যে, স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর হইতে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাই দেহ ও মনের কোনো কর্ম করা বা না করা সম্বন্ধে তাহার কোনো রাগ-দ্বেষ থাকে না। পূর্বসংস্কার অনুসারেই তাহার কার্য চলিতে থাকে। ভক্তিপ্রধান সাধক দেখিতে পান, ভগবান সকলের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদিগকে চালাইতেছেন। সুতরাং, আমার এই জগৎ সম্বন্ধে কিছু করিবার নাই এবং কাহাকেও দিয়া কিছু করাইবারও নাই। আর জ্ঞানি-সাধক সিদ্ধ হইলে দেখিতে পান, এই জগৎটা ব্রহ্মের মায়াশক্তির একটা খেলা মাত্র। ইহাতে কাহারও কর্তৃত্ব নাই; তাহার নিজেরও কিছু করিবার নাই এবং কাহাকেও কিছু বলিবার নাই। ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইহার চূড়ান্ত আদর্শ। আমাদের লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) এবং হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দজী) জীবনেও এই আদর্শ স্পষ্ট দেখা যায়। ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানও শুধু স্বামীজীর আদেশ ছিল বলিয়াই কাজ করিতেন—নিজের কোনো প্রয়োজন বোধ করিতেন না। ইঁহারা সকলেই ঠিক দেখিতে পাইতেন—আমি একটি রথে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি, রথ প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। "নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্"॥১৩॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) কর্তৃত্বং (কর্তৃভাব) ন (উৎপন্ন করেন না) কর্মাণি (কর্মসমূহ) ন সৃজতি (উৎপন্ন করেন না), কর্মফলসংযোগং (কর্মফলসম্বন্ধ) ন (রচনা করেন না); স্বভাবঃ তু (অজ্ঞানরূপ মায়াই) প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জগৎপ্রভু লোকের দেহাদির কর্তৃত্ব বা কর্ম উৎপন্ন করেন না, অথবা কর্মফলসম্বন্ধও রচনা করেন না। অজ্ঞানরূপ মায়াই সমস্ত কার্যে কর্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রভুঃ**=প্র-ভূ+ডু, ১মা একবচন। **লোকস্য**=লোক+ঘঞ্=লোক, ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্তৃত্বম্**=কর্তৃ+ত্ব ভাবে, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **সৃজতি**=সৃজ্+লট্ তি। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ২য়া বহুবচন। **কর্মফল-সংযোগম্**=কর্মণঃ ফলঃ=কর্মফল—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, সম্-যুজ্+ঘঞ্=সংযোগ; কর্মফলেন সংযোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **তু**=অব্যয়। **স্বভাবঃ**=স্বস্য ভাবঃ—স্বভাবঃ; ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ভাব=ভূ+ঘঞ্। **প্রবর্ততে**=প্র-বৃত্+লট্ তে॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু "এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে"[1] ইত্যাদিশ্রুতেঃ, পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্মসু কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্মাণি ত্যজেৎ, ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ? —এবং সতি

১ কৌষীতকিব্রাহ্মণ, ৩/৮

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপ-সম্বন্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ, প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্মসু নিযুঙ্ক্তে, ন তু স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন কর্তৃত্বমিতি। ন কর্তৃত্বং স্বতঃ কুর্বতি—নাপি কর্মাণি রথঘটপ্রাসাদাদীনীপ্সিততমানি লোকস্য সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা। নাপি রথাদি কৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং কর্মফলসংযোগম্। যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুর্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ততে ইতি? উচ্যতে—স্বভাবস্তু প্রবর্ততে। স্বো ভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতির্মায়া প্রবর্ততে—দৈবী হীত্যাদিনা বক্ষ্যমাণা॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি আত্মা নির্লিপ্ত হওয়ায় কর্তৃত্বদোষে দূষিত না হন, দেহাদি জড়ত্ব প্রযুক্ত যদি কর্তা না হইল, তবে সর্বনিয়ন্তা ভগবানকেই পাপ-পুণ্যের বিধাতা, ফলদাতা ও ভোক্তা বলিতে হইবে। অর্জুনের এই বিষমসংশয় অপনোদনার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, আত্মা স্বয়ং কর্মের উৎপাদক নন, প্রেরকও নন, জীবের কর্মসম্বন্ধবন্ধনের নিয়ামকও নন। তিনি ফলদাতাও নন, ফলভোগীও নন। অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূর্বকর্মসংস্কারানুরূপ কার্যক্ষেত্রে প্রবর্তিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল। চৈতন্যের সহিত কার্যের কিছুমাত্র আপেক্ষিক সম্বন্ধ নাই॥১৪॥

মন্তব্য ঃ পৃথিবী অবিরাম ঘুরিতেছে। তাহার আহ্নিক গতির ফলে কখনও দিন, কখনও রাত হয় এবং বার্ষিক গতির ফলে কখনও শীত, কখনও গ্রীষ্ম হয়। প্রকৃতির নানা প্রকার বিপর্যয়ে বন্যা, অনাবৃষ্টি, ঝড়, খরা প্রভৃতি হইয়া থাকে। মানুষকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য এই সব প্রাকৃতিক নিয়মের পশ্চাতে অবস্থিত প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা করিতে ঋষিগণ উপদেশ দিতেন। তাই ঝড়ের দেবতা পবন, জলের দেবতা বরুণ, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র। কিন্তু জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সবই প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে। মানবদেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণাও প্রাকৃতিক নিয়মে হয়। দেহে যৌবনোদ্‌গম হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী-পুরুষের মিলন-লালসা উদ্ভূত হয়। তাহার পর সন্তানের জন্ম হইলে সন্তানের উপর যে দারুণ আকর্ষণ, তাহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম-বশে এই জগতের সর্বপ্রকার জীবজন্তু স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রক্ষার জন্য প্রবল উদ্যম করিয়া থাকে। আবার বৃদ্ধ হইলে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া জরা-মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। এই সৃষ্টির মধ্যে যত কিছু কাজকর্ম হয়—প্রকৃতির আকর্ষণ-বিকর্ষণ নিয়মে হইয়া থাকে। চুম্বক-প্রস্তরে এমন এক আশ্চর্য শক্তি আছে, কোনো লৌহখণ্ড কোনো কারণে তাহার নিকটে আসিয়া পড়িলেই এক দারুণ আকর্ষণ তাহাকে চুম্বকের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। প্রকৃতির এই সব নিয়ম বুঝিতে পারিলে মানুষ ইচ্ছামতো প্রকৃতিকে চালাইতে পারে। যাহা মানুষের সাধ্যাতীত, মানুষ তাহাকেই ঈশ্বরের কৃপাধীন মনে করিত, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতিতে তাহা অনেকটা মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। আকাশের মেঘকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃষ্টিরূপে পরিণত করা, অনুর্বর জমিতে জল সরবরাহ করা, অনুর্বর জমিকে উর্বর করা,

পৃথিবীর একপ্রান্তের সংবাদ অন্যপ্রান্তে প্রেরণ করা, জন্মান্ধকে বিদ্বান করিয়া তোলা, আতুরকে চলচ্ছক্তিপ্রদান করা, এমনকী বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র বসাইয়া মানুষের দেহস্থ কার্য পরিচালন ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রকার অদ্ভুত কার্য মানুষ করিতেছে। কিন্তু পূর্বে লোকে মনে করিত, এই সব কার্য ভগবানের ইচ্ছাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। চিকিৎসাবিদ্যা তো বহু প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে প্রচলিত, পাপের ফলে রোগ হয় এবং ঔষধের দ্বারা নিবারিত হয়; পূর্বে যে-রোগে মানুষ বাঁচিত না, এখন সেই সব রোগ অনায়াসে নিবারিত হইতেছে। বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে হঠযোগের ক্রিয়া দ্বারা মানবদেহের সমস্ত শক্তিকে মানবের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। পতঞ্জলি ঋষি কর্তৃক আবিষ্কৃত রাজযোগের সাধনাসাহায্যে মানুষ প্রকৃতির সমস্ত শক্তিকেই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। অতএব, এই সব বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, আমরাই আমাদের সমস্ত উন্নতি ও অবনতির নিয়ামক। অজ্ঞতাবশে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কষ্ট পাই এবং প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখী হই। এমনকী, প্রবল বিচারবুদ্ধি সহায়ে অনাত্ম প্রকৃতির সংস্রব পরিত্যাগ করিলে পূর্ণশান্তি, পূর্ণকামত্ব লাভ করাও সম্ভব। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞতাই মানুষের সমস্ত দুঃখের হেতু। যদি ভগবানের ইচ্ছাতেই মানুষের বন্ধনমুক্তি হইত, তাহা হইলে মুনি-ঋষিরা সুখশান্তি লাভের জন্য এত উদ্যম করিবার পরামর্শ কেন দিয়াছেন? কর্মই তো মানুষের জন্ম-মরণ, উন্নতি-অবনতি, এমনকী বন্ধন-মুক্তির কারণ বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। তবে মানুষের দৃষ্টি অত্যন্ত ক্ষীণ। আমরা নিজেদের অতীত জীবনের ঘটনা কিছুই মনে করিতে পারি না। সব ঘটনাই যে সংস্কাররূপে আমাদের সূক্ষ্মদেহে রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। দেহের লালসাকে নিজের লালসা মনে করিয়া কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতো লক্ষ লক্ষ বৎসর এই রূপরসের চারিধারে ঘুরিয়া মরিতেছি। জ্ঞান হইলে মানুষ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, যাহা কিছু ভাল-মন্দ, তাহার কৃতকর্মই সেই সবের কারণ; তবে ব্রহ্মই এই জগদাকার ধারণ করিয়াছেন—এই হিসাবে তিনি নিয়মকর্তা মনে করিয়া তাঁহাকেই লোকে দায়ী করিয়া থাকে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কেবল সহাস্যবদনে বলেন, "যে আমাকে চায় সে আমাকে পায়, যে আমাকে না চায় তাকে পঞ্চভূতে নাচায়"॥১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং ন আদত্তে (পাপ গ্রহণ করেন না) সুকৃতং চ এব (এবং পুণ্যও) ন (গ্রহণ করেন না); অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ আবৃতং (জ্ঞান আবৃত); তেন (সেই জন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হইয়া থাকে)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পরমেশ্বর কোনো জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **বিভুঃ**=বি-ভূ+ডু, ১মা একবচন। **কস্যচিৎ**=কিম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন=কস্য; কস্য+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। **পাপম্**=পা+প=পাপ, ২য়া একবচন। **সুকৃতম্**=সু-কৃ+ক্ত=সুকৃত, ২য়া একবচন (ভাবে)। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **আদত্তে**=আ-দা+লট্ তে। **অজ্ঞানেন**=জ্ঞা+ল্যুট্=জ্ঞান, ন জ্ঞান—অজ্ঞান—নঞ্ তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান ১মা একবচন। **আবৃতম্**=আ-বৃ+ক্ত=আবৃত, (ক্লীব), ১মা একবচন। **তেন**=তদ্ (ক্লীব) ৩য়া একবচন (হেতৌ)। **জন্তবঃ**=জন্+তুন্=জন্তু, ১মা বহুবচন। **মুহ্যন্তি**=মুহ্+লট্ অন্তি॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ নাদত্ত ইতি। প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ; যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েৎ তর্হি তথা স্যাৎ; ন ত্বেতদস্তি, আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্য নিজমায়য়া তত্তৎপূর্বকর্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ। ননু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্ নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং; তেন হেতুনা জন্তবো জীবাঃ মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পরমার্থতস্তু—নেতি। নাদত্তে ন চ গৃহ্নাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপম্। ন চৈবাদত্তে সুকৃতং ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ। কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুজ্যত ইতি? আহ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানম্। তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান প্রকৃতির স্কন্ধে কর্তৃত্বের ভার বিন্যস্ত করিয়া আত্মাকে অকর্তা করিলেন বটে, কিন্তু অর্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রহিল। তিনি শ্রুতিতে অবগত হইয়াছেন যে, "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।"[1] যাহাকে ভগবান স্বর্গলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এখানে পুণ্যকর্মে প্রবর্তিত করেন, আর যাহাকে নরকাদি নীচ লোকে পাঠাইতে চান, তাহাকে পাপকার্যে প্রবর্তিত করেন। আবার স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥"

অজ্ঞানী জীব নিজ সুখদুঃখসাধনে স্বয়ং অসমর্থ; কেননা, ভগবৎপ্রেরণাতেই জীব পুণ্যপাপকার্য দ্বারা স্বর্গে বা নরকে গমন করে। ঈশ্বরের প্রতি কর্তৃত্বারোপ করিয়া অর্জুন সন্দিগ্ধচিত্ত রহিলেন, তাই ভগবান বলিতেছেন যে, যখন পরমার্থদৃষ্টিতে জীবেই পুণ্যপাপের কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না, তখন সর্বত্রব্যাপী নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরে কর্তৃত্বারোপ করিবে কীরূপে? তিনি বস্তুতঃ পাপপুণ্যের উৎপাদক বা ফলভাগী নন। আবরণবিক্ষেপাদি শক্তিযুক্ত অবিদ্যাজালে নিত্য প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান মেঘাচ্ছন্নবৎ

---
১ কৌষীতকিব্রাহ্মণ, ৩/৮

আবৃত থাকায় জীব নিজ স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয় এবং মায়ার মোহনমন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া জীব এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। শ্রুতিবচনে যে "ঈশ্বরের ইচ্ছা" কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতির নামান্তর এবং স্মৃতিতে যে "ঈশ্বর-প্রেরণা" উক্ত হইয়াছে, উহাও প্রকৃতির উপলক্ষক। অতএব, আত্মারূপ পরমেশ্বরে কর্তৃত্বারোপ করা বিষম ভ্রম॥১৫॥

মন্তব্য ঃ ভগবানের তত্ত্ব মানুষ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। ভগবানের দিকে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ঋষিরা ঈশ্বরকে মানুষরূপে পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই জন্য মানুষ সর্বতোভাবে ভগবানকে তাহাদের ন্যায় রাগদ্বেষযুক্ত একটি জীব বলিয়া মনে করে। দীর্ঘ কাল বেদান্তমতে চিন্তা ও সাধন করিলে ভগবানের তত্ত্ব কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংল্যান্ডে থাকিতেন। ভারতবর্ষের সবদিক বিবেচনা করিয়া আইনজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতশাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সব আইনের বিষয় যাহারা জানিত, তাহারা ভারতে সুখে-শান্তিতে থাকিত। আর যাহারা আইনভঙ্গ করিত, তাহারা শাস্তি পাইত। এক ব্যক্তি চুরি করিয়া যখন জেলে গেল, তখন সে বিচারকদের উপরই বিরক্ত হইত—রানি ভিক্টোরিয়ার উপর নহে। আবার কেহ আইন অনুসরণ করিয়া যখন সুখী হইত, তখন ভিক্টোরিয়াকে সুখদায়িনী মনে করিত না। তবে তখনও মূর্খ ব্যক্তি সুখের সময় বলিত, "ধন্য রানি ভিক্টোরিয়া" আর দুঃখের সময় রানিকে গালাগাল করিত। এই সৃষ্টিটা প্রায় সেইরূপই বটে। জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি পরিচালনের নিয়মও স্রষ্টার ইঙ্গিতেই হইয়াছে। সেই জন্য সাধারণ লোকে ঈশ্বরকেই দায়ী করে। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় বস্তু ব্রহ্ম পশ্চাতে আছেন বলিয়াই এই বিষম ক্রিয়াশীল জগৎ অবিরাম চলিতে পারিতেছে। জ্ঞানীরা এই ব্রহ্ম ও তাঁহার সৃষ্টির তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মানুষ যে ইচ্ছা করিয়াই এই জগৎখেলায় যোগদান করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলেই যে সে ইহা হইতে বিরত হইতে পারে, তাহা বদ্ধ অবস্থায় মানুষ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। নিজেদের উপর সব দায়িত্ব লইয়া আমরা নিজেরা যে নিজেদেরকেই কষ্ট দিতেছি, তাহা আমরা স্বীকার করিতে চাহি না। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন, আমরা সংসার-ভোগের লালসায় সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। ঈশ্বরের ইহাতে কোনো স্বার্থ নাই। তবে কেন তিনি এই সৃষ্টিতে জীবের এত দুঃখ দেখিয়াও সৃষ্টি বন্ধ করেন না? আমরা দুঃখে পড়িলেই এই কথা বলি, আর সুখের সময় আরো সুখ পাইবার জন্য তাঁহার কাছে আরো প্রার্থনা জানাই। মুনি-ঋষিরা অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স উভয় পন্থাই তো সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। নিঃশ্রেয়সের দিকে যাইতে মানুষ আদৌ চেষ্টা করে না বলিলেই চলে। অজ্ঞান ব্যতীত ইহার আর কী কারণ হইতে পারে? যাহাদের একটু চৈতন্য হয়, তাহারাই তো এই সৃষ্টির বাহিরে যাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে এবং সফলকাম হয়। অতএব, ভগবানকে আমাদের কোনো কিছুর জন্যই দায়ী না করিয়া পুরুষকার সহায়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাই প্রকৃত জ্ঞান॥১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যেষাং তু (যাঁহাদিগের) তৎ অজ্ঞানম্‌ (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিচার দ্বারা) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাং (তাঁহাদের) তৎ জ্ঞানম্‌ (সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্যবৎ) পরং (পরব্রহ্মকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহাদের সেই অজ্ঞানতা আত্মবিচার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্যবৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয়॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানম্‌**=তেষাম্‌+আদিত্যবৎ+জ্ঞানম্‌। **তু**=অব্যয়। **যেষাম্‌**=যদ্‌ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তৎ**=তদ্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অজ্ঞানম্‌**=জ্ঞা+অনট্‌=জ্ঞান; ন জ্ঞান=অজ্ঞান, ১মা একবচন। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্‌=আত্মন্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **জ্ঞানেন**=জ্ঞা+অনট্‌=জ্ঞান, ৩য়া একবচন। **নাশিতম্‌**=নশ্‌+ণিচ্‌+ক্ত=নাশিত, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তেষাম্‌**=তদ্‌ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **জ্ঞানম্‌**=জ্ঞা+অনট্‌=জ্ঞান, ১মা একবচন। **আদিত্যবৎ**=অদিতি+ষ্য=আদিত্য; আদিত্য+বতিচ্‌ (সাদৃশ্যে)। **পরম্‌**=পৃ+অচ্‌=পর, ২য়া একবচন। **প্রকাশয়তি**=প্র-কাশ্‌+ণিচ্‌+লট্‌ তি॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্‌জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানেন তু যেনাজ্ঞানেনাবৃতা মুহ্যন্তি জন্তবস্তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষামাদিত্যবদ্‌যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতমবভাসয়তি তদ্বজ্‌জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বস্তু সর্বং প্রকাশয়তি। তৎ পরং পরমার্থতত্ত্বম্‌॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন অন্ধকার যে-গৃহের আশ্রিত, সেই আশ্রয়দাতা গৃহকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ অনাদি অজ্ঞান যে-আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহাকেই অবাধে আবৃত করে। কিন্তু সাধনসুলভ জ্ঞানের উদয় হইলে সূর্যোদয়ে তিমির তিরোভাবের ন্যায় সেই ঘোর আবরণ বিদূরিত হয়। আলোকে যেমন সমস্ত বস্তুর সুন্দররূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানালোকে পরমাত্মাও অনুভূত হইয়া থাকেন। ভগবান অজ্ঞানকে আবরণশক্তি বলায় অজ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। নৈয়ায়িকদিগের "জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান"—এই কথা খণ্ডিত হইল; কেননা, অভাব বস্তু আবরণরূপ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। অবান্তর বাক্যজনিত জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[১]—ইহা পরোক্ষ জ্ঞান; কেননা ইহাতে পরমাত্মার আভাস বুঝিলাম বটে, কিন্তু তবু যেন তৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, যেন মাঝে কী একটি আবরণ রহিল। পক্ষান্তরে

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, ২/১/৩

"তত্ত্বমসি,"[1] এই মহাবাক্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যে একটি অপূর্ব—অনুভবাত্মক জ্ঞানের উদয় হয়, উহা অপরোক্ষ। এই অবস্থায় আমি ও ব্রহ্মে যেন কোনো ব্যবধান থাকিল না, যেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সব একাকার হইয়া গেল। এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই জীব ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকে॥১৬॥

মন্তব্য ঃ লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া দেহের ভিতর থাকিয়া সুখী হইবার জন্য জীব প্রাণপণ চেষ্টা করে। অবশেষে যখন দেখে—এই দেহে থাকিয়া সুখী হইবার কোনো আশা নাই, তখন গুরুর উপদেশানুসারে ব্রহ্মের স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে। তখন সে দেখে, আমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি জীব হইয়াছি। আমি প্রকৃতপক্ষে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপই ছিলাম, আছি ও থাকিব॥১৬॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তদ্বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ) তদাত্মানঃ (পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব) তন্নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত); তৎপরায়ণাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) [সেই সন্ন্যাসিগণ] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তিপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপপুণ্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিদ্বান সন্ন্যাসিগণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ**=তদ্বুদ্ধয়ঃ+তদাত্মানঃ+তন্নিষ্ঠাঃ+তৎপরায়ণাঃ। **তদ্বুদ্ধয়ঃ**=তদেব বুদ্ধির্যেষাং তে—বহুব্রীহি। **তদাত্মানঃ**=তদেব আত্মা যেষাং তে—বহুব্রীহি। **তন্নিষ্ঠাঃ**= তস্মিন্ নিষ্ঠঃ—৭মী তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **তৎপরায়ণাঃ**=তদেব পরমম্ অয়নং যেষাং তে—বহুব্রীহি। **জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষাঃ**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; নির্-ধূ+ক্ত=নির্ধূত; কর্ম+সো+ক (কর্তৃবাচ্যে)=কল্মষ। জ্ঞানেন নির্ধূতং কল্মষং যেষাং তে—বহুব্রীহি। **অপুনরাবৃত্তিম্**=আ-বৃত্+ক্তি=আবৃত্তি; পুনঃ আবৃত্তি= পুনরাবৃত্তি—সুপ্সুপা সমাস; ন পুনরাবৃত্তি=নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **গচ্ছন্তি**=গম্+লট্ অন্তি॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাং, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্যং যেষাং, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং; ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭

তদ্বুদ্ধয়ঃ। তদাত্মানঃ—তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ। তন্নিষ্ঠাঃ—নিষ্ঠাঽভিনিবেশস্তাৎপর্যম্। সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ। তৎপরায়ণাশ্চ। তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ। কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ। তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিং পুনর্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্ধূতো নিবৃত্তো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। যতয় ইত্যর্থঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিবেকবিচার দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি বাহ্য বিষয়ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্মুখ বৃত্তিপ্রবাহে ব্রহ্মপদার্থেই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা পরমাত্মায় ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া বোদ্ধৃ ও বোদ্ধব্য এই ভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা সমস্ত কার্যকালেই একমাত্র আত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই অনুষ্ঠান করেন, কর্মের ফলরূপ স্বর্গাদিতে যাঁহারা আস্থা না করিয়া একমাত্র ব্রহ্মলাভেই তৎপর, তাঁহাদের আর জন্মমরণ হয় না। কেননা, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের পুণ্যপাপরূপ জন্মজন্মান্তরের মূলসূত্র বিনষ্ট হইয়া যায়॥১৭॥

মন্তব্য ঃ ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব যাঁহার বুদ্ধিতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি সেই ব্রহ্মকে বোধে বোধ করিবার জন্য নিষ্ঠার সহিত সাধনে নিযুক্ত, যিনি ব্রহ্মকেই জীবনের একমাত্র গতি বলিয়া জানিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র শান্তির স্থান জানিয়া পরম নিষ্ঠার সহিত সাধন-ভজনে নিযুক্ত, তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন।

তদাত্মানঃ=তাঁহার [ব্রহ্মের] চিন্তা করিতে করিতে এমন তন্ময় হইয়া যাওয়া যে, "আমার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই" বোধ হইবে। মা যেমন ছেলের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বোধ করেন, নিজের সুখ-দুঃখকে হারাইয়া ফেলেন।

জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ=জ্ঞান হইলে যাবতীয় পূর্বসংস্কার হইতে মুক্ত হইবে। তখন দেহ, মন ও বুদ্ধির যাবতীয় সু ও কু সংস্কার ছিন্ন হইয়া যায়; এককথায় জ্ঞানে ডুবিয়া যাওয়া॥১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়যুক্ত) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে), গবি (গরুতে), হস্তিনি (হস্তীতে), শুনি চ (কুক্কুরে), শ্বপাকে চ (ও চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ এব [ভবন্তি] (সমদর্শী) [হইয়া থাকেন]॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—সকলেতেই জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ সমদৃষ্টি করিয়া থাকেন॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে=বিদ্+ক্যপ্+আপ্=বিদ্যা; বি-নী+অচ্=বিনয়; সম্-পদ্+ক্ত=সম্পন্ন। বিদ্যা চ বিনয়শ্চ=বিদ্যাবিনয়ৌ—দ্বন্দ্ব; তৌ এব সম্পন্নৌ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ৭মী

একবচন। **ব্রাহ্মণে**=ব্রহ্মন্+অণ্ (অপত্যার্থে)=ব্রাহ্মণে, ৭মী একবচন। **গবি**=গো, ৭মী একবচন। **হস্তিনি**=হস্ত+ইনি=হস্তিন্, ৭মী একবচন। **শুনি**=শ্বন্, ৭মী একবচন। চ=অব্যয়। **শ্বপাকে**=শ্বন্-পচ্+ঘঞ্=শ্বপাক, ৭মী একবচন। **পণ্ডিতাঃ**=পণ্ডা+ইতচ্=পণ্ডিত, ১মা বহুবচন। **সমদর্শিনঃ**=সম্-দৃশ্+ণিন্=সমদর্শিন্, ১মা বহুবচন। (ণিন্ ঘিনুণ্ ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। ইন্ শব্দের সহিত যুক্ত হয়। "ঘঞলৌ পুংসি"—ঘঞ্ ও অল্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ পুংলিঙ্গ হইবে। শুধু ভী+অল্=ভয়ম্, সুখ্+অল্=সুখম্, দুঃখ্+অল্=দুঃখম ক্লীবলিঙ্গ হয়।)॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যা-বিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্মণো বৈষম্যং, গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীতি? উচ্যতে—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ। বিদ্যাত্মনো বোধঃ। বিনয় উপশমঃ। তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নঃ। বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণঃ। তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে। মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং গবি। সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ। সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ব্রহ্মবিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানজনিত নিরহঙ্কৃতিযুক্ত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণ হইতে মধ্যম ও সংস্কারবর্জিত রজোগুণযুক্ত গো এবং সর্বনিকৃষ্ট তমোগুণযুক্ত হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও অধম অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস—সকল প্রকার প্রাণীই তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের চক্ষে সমান। ত্রিগুণাতীত পরব্রহ্মের নাম "সম"। যেমন কূপ, নদী বা পুষ্করিণীতে প্রতিবিম্বিত সূর্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সম্মুখে একই প্রকার প্রতিভাত হয়—নদী, কূপাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয় না; তদ্রূপ জ্ঞানবান ব্যক্তি সকল প্রকার প্রাণীতেই একই "সম"—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন; কুক্কুর বা যোগীর আত্মায় কোনো তারতম্য দৃষ্টি করেন না॥১৮॥

মন্তব্য ঃ মানুষ যখন জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করে, তখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। তখনকার অবস্থাকে বলে "ব্রহ্মনির্বাণ"। সেই অবস্থায় কী বোধ হয় তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার নিম্নে ব্রহ্ম, বিদ্যামায়ার দ্বারা নিজেকে বহু আত্মায় বিভক্ত করিয়া নিজেই নিজের মহত্ত্ব বোধ করেন। সেই অবস্থায় জগৎ দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু জগতের সব বস্তুই এক ব্রহ্মের দ্বারা নির্মিত বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় আমি তোমাদের সকলকেই দেখছি রাম। উদাহরণ—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে চিন্ময় কোশাকোশি, মোমের বাগান, ফলমূল ইত্যাদি॥১৮॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (ব্রহ্মভাবে) স্থিতম্ (অবস্থিত), ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ (তাঁহাদের কর্তৃক) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (জিত হয়); হি (যেহেতু) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) সমং নির্দোষং [চ] (সম ও নির্দোষ স্বরূপ); তস্মাৎ (অতএব) তে (সেই সমদর্শী পুরুষগণ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেই) স্থিতাঃ (অবস্থিতি করেন)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাবে অবস্থিত, জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা দ্বৈতপ্রপঞ্চ অতিক্রম করেন; কেননা, ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমস্বরূপ; সমদর্শী পুরুষগণ ব্রহ্মেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **তৈর্জিত**=তৈঃ+জিত। **যেষাম্**=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, ১মা একবচন। **সাম্যে**=সম+ষ্যঞ্ ভাবে, ৭মী একবচন। **স্থিতম্**=স্থা+ক্ত=স্থিত, (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইহ**—স্থানার্থে অস্মিন্ স্থলে "ইহ" আদেশ হয়। **এব**=অব্যয়। **তৈঃ**=তদ্ (পুং), ৩য়া বহুবচন। **সর্গঃ**=সৃজ্+ঘঞ্=সর্গ, ১মা একবচন। **জিতঃ**=জি+ক্ত। **হি**=অব্যয়। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **সমম্**=সম্+অচ্=সম, ১মা একবচন। **নির্দোষম্**=(দুষ্+ঘঞ্=দোষ;) নির্ (নাস্তি) দোষঃ=যস্মিন্—বহুব্রীহি, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তস্মাৎ**=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন (হেতৌ)। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **ব্রহ্মণি**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৭মী একবচন। **স্থিতাঃ**=স্থা+ক্ত=স্থিত, ১মা একবচন॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ, যথাহ গৌতমঃ—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ"[১] ইতি; অস্যার্থঃ—সমায় পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সৃজ্যতে ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মন সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্‌ব্রহ্ম সমং নির্দোষঞ্চ, তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্বমেব "পূজাতঃ" ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ নন্বভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ। সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ[২] ইতি স্মৃতেঃ। ন তে দোষবন্তঃ। কথম্? —ইহেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম। যেষাং সাম্যে সর্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোঽন্তঃকরণম্। নির্দোষং—যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈর্দোষবদিব বিভাব্যতে তথাঽপি তদ্দোষৈরস্পৃষ্টমিতি নির্দোষং দোষবর্জিতম্। হি যস্মাৎ। নাপি স্বগুণভেদভিন্নম্। নির্গুণত্বাচ্চৈতন্যস্য। বক্ষ্যতি চ ভগবান ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্মত্বম্। অনাদিত্বাৎ। নির্গুণত্বাদিতি চ। নাপ্যন্ত্যা বিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি। প্রতিশরীরং তেষাং সত্ত্বে প্রমাণানুপপত্তেঃ। অতঃ সমং ব্রহ্মৈকং চ।

১ গৌতমধর্মসূত্র, ১৭/১৮
২ তদেব

তস্মাদ্ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাঃ। তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি। দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানাভাবাৎ তেষাম্। দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানবদ্বিষয়ং তু তৎ সূত্রং সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ[১] ইতি। পূজাবিষয়ত্বেন বিশেষণাৎ। দৃশ্যতে হি—ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিচ্চতুর্বেদবিদিতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণম্। ব্রহ্ম তু সর্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জিতমিতি। অতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্। কর্মিবিষয়ং চ সমাসমাভ্যামিত্যাদি[২]। ইদং তু সর্বকর্মসন্ন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতম্। সর্বকর্মাণি মনসেত্যারভ্যাঽধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহাদিগের মন ব্রহ্মমননবিশিষ্ট, তাঁহারা বিপুল বৈষম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণু-পরমাণুমধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি করেন না, এই জন্য জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মায়ামুক্ত হন। রূপ, গুণ, অবস্থা ও উপাধি—এতৎ চতুষ্টয়ের ভিন্নতাবশতঃ দ্বৈতবুদ্ধির লীলাভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের অতীত কেবলমাত্র আত্মায় মনোবৃত্তিপ্রবাহ পর্যবসিত হইলে দ্বৈতবুদ্ধির প্রকাশ হইতে পারে না। আত্মা দ্বৈতবোধাদি দোষবর্জিত—তাঁহাতে বৈষম্যের বিকৃত ছায়া পড়িতেই পায় না। সুতরাং, সমদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী পুরুষগণ নিরন্তর ব্রহ্মরতি দ্বারা ব্রহ্মেই স্থিতি করিয়া থাকেন। অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণসিংহাসনের উপর স্বর্ণপ্রতিমা দর্শনকালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তির চক্ষে উভয়ই ধাতুগত এক, অর্থাৎ দুইটিই একমাত্র সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। সেইরূপ অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চ এবং তত্ত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয়॥১৯॥

মন্তব্য ঃ বাহিরের কোনো বস্তু যাঁহার মনে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা উপস্থিত করে না; শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান, সৎ-অসৎ, সাধু ব্যক্তি অসাধু ব্যক্তি প্রভৃতি যেগুলিকে আমরা ভাল এবং মন্দ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া থাকি—তাহাদের সবগুলিকে যিনি একভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার মনের সাম্য এবং শান্ত ভাব কিছুতেই নষ্ট হয় না—তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মকে বোধে বোধ করেন; কারণ ব্রহ্মানুভূতি হইলে মানুষের মন সর্বদা সাম্যভাবেই অবস্থান করে। তখন তিনি এই সৃষ্টিকে জয় করিয়া ইহার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যান॥১৯॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরজ্ঞান) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ) [ব্যক্তি] প্রিয়ং (প্রিয়বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্ট হন না), অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়বস্তুলাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়সমাগমে উদ্বিগ্ন হন না। কেননা, তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জিত, ব্রহ্মবেত্তা এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত॥২০॥

---

১ গৌতমধর্মসূত্র, ১৭/১৮
২ তদেব

ব্যাকরণ ঃ **স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ**=স্থিরবুদ্ধিঃ+অসংমূঢ়ঃ+ব্রহ্মবিৎ। **ব্রহ্মণি**=বৃংহ+মনিন্= ব্রহ্মন্, ৭মী একবচন। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত, ১মা একবচন। **স্থিরবুদ্ধিঃ**=স্থা+কিরচ্=স্থির; বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি; স্থিরাবুদ্ধিঃ যস্য স—বহুব্রীহি। **অসংমূঢ়**=(সম্-মুহ্+ক্ত=সংমূঢ়;) ন সংমূঢ়=অসংমূঢ়—নঞ্ **তৎপুরুষ**। **ব্রহ্মবিৎ**=ব্রহ্ম-বিদ্+ক্বিপ্; ব্রহ্ম বেত্তি য সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **প্রিয়ম্**=প্রী+ক (কর্তৃবাচ্যে), ২য়া একবচন। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। ন=অব্যয়। **প্রহৃষ্যেৎ**=প্র-হৃষ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **অপ্রিয়ম্**=ন প্রিয়ম্= অপ্রিয়ম্—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **উদ্বিজেৎ**=উৎ-বিজ্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। **ব্রহ্মবিদ্** ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ, স প্রিয়ং প্রাপ্য ন **প্রহৃষ্যেৎ** ন প্রহৃষ্টো **হর্ষবান্** স্যাৎ, **অপ্রিয়ং প্রাপ্য** চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা **বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ? যতোঽসংমূঢ়ঃ** নিবৃত্তমোহঃ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মান্নির্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ—নেতি। ন **প্রহৃষ্যেন্ন প্রহর্ষং কুর্য্যাৎ** প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা। নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যৈব চাপ্রিয়মনিষ্টং লব্ধ্বা। দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্বাতে। ন কেবলাত্মদর্শিনঃ। তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ **সর্বভূতেষ্বেকঃ** সমো নির্দোষ আত্মেতি স্থিরা নির্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ। অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতশ্চ স্যাৎ। যথোক্তব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্মকৃৎ সর্বকর্মসন্ন্যাসীত্যর্থঃ॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্বত্র সমদর্শী, সুতরাং, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ভাব নাই, ভাল-মন্দ বিচার নাই, ছোট-বড় জ্ঞান নাই, সকলই তাঁহার নিকট সমান। এই জন্য একটির লাভে প্রীতি ও অন্যটির জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সর্বথা যাঁহার একদৃষ্টি; সংশয়রহিত যাঁহার বিচারজ্ঞান; সেই স্থিরবুদ্ধি, মোহমুক্ত ব্যক্তির অস্থির জগতে ভ্রম হইবে কেন? এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি"[১] এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি, তাঁহার আবার প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবনার বিকার হইবে কোথা হইতে?॥২০॥

মন্তব্য ঃ জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ হইলে কেবল সর্বত্র ব্রহ্মকেই বোধ হয়; পূর্বে যেসব বস্তুতে রাগদ্বেষ হইত, তাহা না হওয়ায় তিনি কখনও মোহগ্রস্ত হন না। তাঁহার বুদ্ধি সর্বদাই ব্রহ্মের ন্যায় অচঞ্চল স্থির থাকে। কাজেই সাধারণ লোকের মতো প্রিয়, অপ্রিয় বস্তুতে রাগদ্বেষ তাঁহার মোটেই থাকে না॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্য শব্দাদিতে) অসক্তাত্মা (আসক্তিশূন্য ব্যক্তি) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ (যে) সুখং (সুখ) বিন্দতি (অনুভব করেন), সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (সেই ব্রহ্মযোগযুক্ত ব্যক্তি) অক্ষয়ং সুখম্ (অক্ষয় সুখ) অশ্নুতে (লাভ করেন)॥২১॥

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১০

বঙ্গানুবাদ ঃ বাহ্য শব্দাদিতে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি অন্তঃকরণে শান্তিসুখ অনুভব করেন; তৎপরে ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা**=বাহ্যস্পর্শেষু+অসক্তাত্মা। **বাহ্যস্পর্শেষু**=বহ+ণ্যৎ=বাহ্য; স্পৃশ্+অপ্=স্পর্শ; বাহ্যাঃ স্পর্শাঃ—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **অসক্তাত্মা**=(সন্জ্+ক্ত=সক্ত; ন সক্ত=অসক্ত—নঞ্ তৎপুরুষ;) অসক্তঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা**=ব্রহ্মণা যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ; অস্মিন্ যুক্তঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সুখম্**=সুখ্+অপ্=সুখম্, ২য়া একবচন। **বিন্দতি**=বিদ্+লট্ তি। **অক্ষয়ম্**=[ক্ষি+অচ্ (ভাবে)=ক্ষয়] ন ক্ষয়=অক্ষয়, ২য়া একবচন। **অশ্নুতে**=অশ্+লট্ তে॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্যে হেতুমাহ, বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ বিষয়াঃ বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আত্মান্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং, তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ—বাহ্যস্পর্শেষ্বিতি। বাহ্যস্পর্শেষু—বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ। স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তেষু বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্ত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসক্তাত্মা। বিষয়েষু প্রীতিবর্জিতঃ সন্ বিন্দতি লভতে। আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা—ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধির্ব্রহ্মযোগঃ। তেন ব্রহ্মযোগেণ যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তস্মাদ্বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সংসারের বাহ্যবিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সদাই বহির্মুখ ও বিচলিত হইয়া থাকে। মন যখন বাহ্য বিষয়সুখে অনাসক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও নিশ্চল হয়, সেই সময় তাহার শান্তিসুখের সীমা থাকে না। কেননা, কামনাযুক্ত চিত্ত সদাই অসুখী। চিত্ত নিষ্কাম হইলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। বাহ্যবিষয়চিন্তাবর্জিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হইলে যে-অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগকালে "তৎ" ও "ত্বম্" পদার্থ একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়; অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখও নির্মূল হয় এবং যোগী কেবল পরম আনন্দই ভোগ করিতে থাকেন॥২১॥

মন্তব্য ঃ বহির্জগৎ অনুভব করিবার জন্যই জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ নির্মাণ করেন। স্থূলদেহে বিষয়ের সংযোগ হয়, সূক্ষ্মদেহে তাহা ভোগোপযোগী করিয়া সাজানো হয়। জীবাত্মা যত দিন এই বিষয়ভোগ লইয়া আনন্দ করিতে ব্যস্ত থাকেন, তত দিন নিজের চিৎসত্তা ও ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না। ব্যাট-বল খেলিবার জন্য যে ব্যস্ত, সে ঘরের ভিতর গানের জলসায় যোগদান করিতে পারে না। ঠিক সেইরূপ বহির্বিষয়ের সংস্রব ত্যাগ না করিলে অন্তর্জগতের সুখশান্তিলাভ হয় না। আগে খেলার চিন্তা ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে হইবে, তাহার

পর সঙ্গীতের মাধুর্য, সৌকর্য বুঝা যাইবে। বাহ্যজগৎ অনুভব হইতে চলিয়া গেলে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হওয়াতে একটা স্বস্তিলাভ হয়। আর সেইভাবে অবস্থিত না হইলে ধ্যান হয় না এবং ধ্যান না করিলে আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় না। সেই জন্য নিষ্কাম কর্ম করিয়া যোগারূঢ় হইবার জন্য গীতায় বারবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যোগারূঢ় ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে অক্ষয় শান্তিলাভ করিতে পারে॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সুখভোগসমূহ) সংস্পর্শজাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে উৎপন্ন) তে হি (তৎসমুদায়) দুঃখযোনয়ঃ এব (নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ), আদ্যন্তবন্তঃ (আদি ও অন্তযুক্ত), তেষু (তাহাতে) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতিলাভ করেন না)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়বিষয়সমুৎপন্ন ভোগসুখে আসক্ত হন না; কেননা, তত্তাবৎ দুঃখকর ও ক্ষণবিধ্বংসী॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **সংস্পর্শজাঃ**=সম্-স্পৃশ্+ঘঞ্=সংস্পর্শ; সংস্পর্শ+জন্+ড=সংস্পর্শজ, ১মা বহুবচন। **যে**=যদ্ (পুং) ১মা বহুবচন। **ভোগাঃ**=ভুজ্+ঘঞ্=ভোগ, ১মা বহুবচন। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **দুঃখযোনয়ঃ**=দুঃখম্ এব যোনি যেষাং তে—বহুব্রীহি। **এব**=অব্যয়। **আদি-অন্তবন্তঃ**=আ-দা+কি=আদি; অম্+তন্=অন্ত। আদিশ্চ অন্তশ্চ=আদ্যন্তৌ—দ্বন্দ্ব; আদ্যন্ত+মতুপ্=আদ্যন্তবৎ, ১মা বহুবচন। **তেষু**=তদ্ (পুং), ৭মী বহুবচন। **বুধঃ**=বুধ্+ক, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **রমতে**=রম্+লট্ তে॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শাঃ বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি, তে হি বর্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইতশ্চ নিবর্তয়েৎ—যে হীতি। যে হি—যস্মাৎ সংস্পর্শজাঃ—বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভোগা ভুক্তয়ো দুঃখযোনয় এব তে। অবিদ্যাকৃতত্বাৎ। দৃশ্যন্তে হ্যাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব। যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপীতি গম্যত এবশব্দাৎ। ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্তয়েৎ। ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ। আদ্যন্তবন্তশ্চ। আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানাম্। অন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব। অত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যাঃ। মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। হে কৌন্তেয় ন তেষু ভোগেষু রমতে বুধো বিবেক্যবগতপরমার্থতত্ত্বঃ। অত্যন্তমূঢ়ানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে—যথা পশুপ্রভৃতীনাম্॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শব্দরূপাদি সংস্পর্শে শ্রোত্রনেত্রাদিজনিত সুখ সদাই চঞ্চল ও মনোবিকারজনক। ইহা পণ্ডিতগণের ঈপ্সিত নহে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

"যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥"[১]

জীব যতই বাহ্যবিষয় ভালবাসিবে, ততই শোকরূপী শঙ্কু তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে। অনুরাগবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত হয়। ভোগ্যবিষয় লাভ করিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু বিষয়লাভে বাধা জন্মিলে আবার দুঃখের একশেষ হয়। এই জন্য সাধুগণ এইরূপ দুর্দশায় প্রীতিলাভ করেন না। বিষয়ের প্রতি অনুরাগই দুঃখের কারণ এবং এই অনুরাগের নিবৃত্তিই পরম সুখ। বিষয়ভোগ করিতে করিতে জীবের ভোগপিপাসার বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের স্রোতও বহিতে থাকে। অবিদ্যাই এই দুঃখের মূল কারণ। স্বপ্নবৎ ক্ষণোৎপত্তিবিনাশযুক্ত সংসারে অনুরাগ, মৃগমরীচিকায় জলবোধের ন্যায় অনিত্য বিষয়ে বিশ্বাস, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সংসারে সত্যবোধ, শুক্তিকায় রজত ভ্রমের ন্যায় মায়াময় সংসারের নিত্যত্ব জ্ঞান অনন্ত দুঃখের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। বুধগণ এই দুঃখময় বিষয়রাজ্যে প্রবেশ করেন না॥২২॥

মন্তব্য ঃ ভোগের বস্তু কখনও স্থায়ী হইতে পারে না—মান, রূপ, যৌবন প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য মানুষকে প্রাণপণ যত্ন করিতে হয়; যেমন একটা দামি কলম টেবিলের উপর রাখিলে বারবার শঙ্কা হয়—এই বুঝি চুরি হইয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ, ভোগের শক্তি যত বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভাবের কষ্টও বাড়িয়া যাইবে। যাহারা ভাল গান বুঝিতে পারে, অনেক স্থলেই গান তাহাদের পীড়াদায়ক হয়। কারণ, সংসারে ভাল গায়কের অত্যন্ত অভাব। তাই ভোগে কখনও শান্তি হয় না। সেই জন্য জ্ঞানিগণ বিষয়ভোগ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন। নাগ মহাশয়কে একজন একদিন পাতে লবণ দিতে যাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, খাদ্যবস্তুতে লবণ দিলে ভোগাকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যাইবে। চৈতন্যদেবের ঘরে পিঁপড়া দেখিয়া জনৈক সাধু সন্দেহ করেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াও চিনি খান। সেই জন্য গৌরাঙ্গদেব ভক্তের আনীত অনেক সুখাদ্য খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।॥২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন) বেগম্ (বেগকে) ইহ এব (এই লোকেই) সোঢুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন) সঃ যুক্তঃ (তিনি যুক্ত), সঃ সুখী নরঃ (সেই ব্যক্তি সুখী)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বেই কামক্রোধাদির বেগ বাহ্যেন্দ্রিয়ে প্রবর্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী পুরুষ॥২৩॥

১ বিষ্ণুপুরাণ, ১/১৭/৬৬

ব্যাকরণ ঃ শক্নোতীহৈব=শক্নোতি+ইহ+এব। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **শরীর-বিমোক্ষণাৎ**=শৄ+ঈরন্=শরীর; বি-মোক্ষ্+অনট্=বিমোক্ষণ; ৫মী একবচন। শরীরাৎ বিমোক্ষণম্, ৫মী তৎপুরুষ (কালাধ্বনোরবধেঃ যোগে ৫মী)। **প্রাক্**=প্র-অন্‌চ্+ক্বিপ্; অব্যয়। **ইব**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **কামক্রোধোদ্ভবম্**=কম্+ঘঞ্=কাম; ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধ; কামশ্চ ক্রোধশ্চ=কামক্রোধৌ—দ্বন্দ্ব; উদ্-ভূ+ঘঞ্=উদ্ভব; কামক্রোধাভ্যাম্ উদ্ভবঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **বেগম্**=বিজ্+ঘঞ্=বেগ, ২য়া একবচন। **সোঢুম্**=সহ্+তুমুন্। **শক্নোতি**=শক্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **নরঃ**=নর, ১মা একবচন; নৄ+অচ্ (কর্তৃবাচ্যে)=নর। **সুখী**=সুখ্+ইনি, ১মা একবচন॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধ-বেগঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীহৈবেতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি, তদপি ন ক্ষণমাত্রং কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্‌দেহপাতাদিত্যর্থঃ। য এবম্ভূতঃ, স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি, নান্যঃ। যদ্বা, মরণাদূর্ধ্বং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ, সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন, "প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥"[1] ইতি॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অয়ং চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবারশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিক্যং কর্তব্যমিত্যাহ ভগবান—শক্নোতীতি। শক্নোত্যুৎসহতে। ইহৈব জীবন্নেব। যঃ সোঢুং প্রসহিতুম্। প্রাক্ পূর্বং শরীরবিমোক্ষণাদা মরণাৎ। মরণসীমাকরণং—জীবতোঽবশ্যংভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। অনন্তনিমিত্তবান্ হি স ইতি। যাবন্মরণং তাবন্ন বিশ্রম্ভণীয় ইত্যর্থঃ। কামঃ—ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্ত ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে বাঽনুভূতে সুখহেতৌ যা তৃষ্ণা স কামঃ। ক্রোধশ্চ—আত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধঃ। তৌ কামক্রোধাবুদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ। গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে সোঢুং প্রসহিতুম্। স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য যে লোভ ও তীব্র তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহারই নাম কাম। কামপূর্তির জন্য বাধা সমুৎপন্ন হইলে মনের যে উত্তেজনা হয়, তাহারই নাম ক্রোধ। এই দুইটি বৃত্তির বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য ও জ্ঞানের প্রতিকূল। যেমন, বর্ষাকালীন প্রবল নদীর বেগ মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও দুস্তর গহন গর্ত মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ কামক্রোধাদির বেগরোধ করিবার ইচ্ছা

১ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

থাকিলেও, মানবস্বভাবের দৌর্বল্য প্রযুক্ত তাহার অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি নিজ বিচারশক্তির দ্বারা ভোগসুখের অনিত্যতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন, বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নায় তাঁহারই মনোবেগরাশি বিষয়বিমুখ হইয়া অন্তর্মুখ হয়। কোনো কোনো ব্যক্তি এই বেগ রোধ করিবার জন্য বাহ্যতঃ চক্ষুঃকর্ণনাসাদির ক্রিয়াপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে সাধকের শুভাভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। কেননা, মনোবেগ ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত ও তৎসহ সংযুক্ত হইলেই আধ্যাত্মিক বল বিনষ্ট হয়। সুন্দরী স্ত্রী দেখিতে যদি মনে বেগের সঞ্চার হয় এবং যদি সেই বেগ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অবলম্বন করে, তাহা হইলে তুমি স্ত্রী দর্শন করিতে পাও বা নাই পাও, তোমার আধ্যাত্মিকী শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান বলিতেছেন, মনোবেগ ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার পূর্বেই যিনি সেই বেগ সংবরণ করিতে পারেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যোগযুক্ত ও সুখী। দুঃখের আশ্রয়ভূমি ভোগবাসনা হইতে যিনি যতই দূরে থাকিবেন, তিনি ততই সুখী হইবেন। "প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ"—কোনো কোনো টীকাকার "শরীরত্যাগের পূর্বে" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে—শরীরত্যাগের পূর্বে, অর্থাৎ দেহ অহং-ভাব পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, যিনি মনোবেগরাশির ক্রিয়ানিষ্পত্তি না করিয়া মনোমধ্যে বিলীন করিতে পারেন তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু॥২৩॥

মন্তব্য ঃ মানুষের দেহ-মন একটি যন্ত্রমাত্র। যেভাবে রাখিলে যন্ত্রের ক্রিয়া যেরূপ হয়, যন্ত্রটি চালু রাখিতে সেই ক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে হইতে হইবে; অর্থাৎ, যন্ত্রটিকে সাবধানে না রাখিলে ঘটনাচক্রে তাহার দ্বারা কোনো অনিষ্টজনক ক্রিয়া হইয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, ঐ যন্ত্রের ক্রিয়া নিজ কর্তৃত্বাধীনে না রাখিলে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইতে পারে না। বুদ্ধি যোগস্থ হইলে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়ে, এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ প্রকৃত সুখী হয়। দুর্বার ইন্দ্রিয়লালসায় ভোগের পশ্চাতে ঘুরিলে মানুষ কখনও সুখী হইতে পারে না। যে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে চায়—তাহাকে ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব চালাইতে হইবেই হইবে এবং এক বার ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইলেই ইন্দ্রিয় তাহার বশীভূত হইবে। মাঝি ঝড়ের মুখে মেহনত করিয়া নৌকা বাঁচাইয়া চলে, পরে শুধু হাল ধরিয়া থাকে॥২৩॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) অন্তঃসুখঃ (আত্মাতেই সুখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত), তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মদৃষ্টিযুক্ত), সঃ এব যোগী (সেই যোগীই) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া) ব্রহ্মনির্বাণম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই যাঁহার প্রকাশ, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ নির্বাণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব=যঃ+অন্তঃসুখঃ+অন্তরারামঃ+তথা+অন্তর্জ্যোতিঃ+এব। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অন্তঃসুখঃ**=সুখ্+ক=সুখ; অন্তঃ=অব্যয়; অন্তঃ সুখং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **অন্তরারামঃ**=অন্তঃ=অব্যয়; আ-রম্+ঘঞ্=আরাম; অন্তঃ আরামঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **তথা**=তদ্+প্রকারে থাল্। **অন্তঃজ্যোতিঃ**=অন্তঃ—অব্যয়; দ্যুত্+ইসুন্ (ভাববাচ্যে)=জ্যোতিঃ; অন্তঃ জ্যোতিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **এব**=অব্যয়। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **ব্রহ্মভূতঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন=ব্রহ্ম; ভূ+ক্ত=ভূত; ব্রহ্ম ভবতি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **ব্রহ্মনির্বাণম্**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন=ব্রহ্ম; নির্-বা+ক্ত=নির্বাণ; ব্রহ্মণি নির্বাণ—৭মী তৎপুরুষ। **অধিগচ্ছতি**=অধি-গম্+লট্ তি॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তরিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথংভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি? আহ ভগবান্—য ইতি। যোঽন্তঃসুখঃ অন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখঃ। তথাঽন্তরেবাত্মন্যারাম আক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামঃ। তথৈবান্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিরেব। য ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মণি নির্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাহ্যবিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যিনি স্বরূপানুভূতিতে সুখী হন, যিনি বাহ্য বিষয়সুখ ভুলিয়া অন্তরারাম হন, যিনি বাহ্যপদার্থে দৃষ্টি না রাখিয়া বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেই জ্যোতিঃ বিলীন করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্যজগৎ হইতে—অবিদ্যার রাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই স্থাপিত করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমরণাতীত ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন॥২৪॥

মন্তব্য ঃ যাঁহার মন প্রত্যক্ আত্মার সামান্য আভাস অনুভব করে, তাঁহার বুদ্ধি বিবেকে (তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি) পরিণত হয়। তখন তিনি জগতের সমস্ত বস্তুকেই দুঃখজনক বলিয়া বোধ করেন এবং নিজের ভিতরেই প্রকৃত আনন্দ আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সগুণ ঈশ্বরের নানা প্রকার রূপ, লীলা, সমষ্টি-স্বরূপ ঈশ্বরের অদ্ভুত ঐশ্বর্য এবং নির্গুণ ব্রহ্মের অসীম মাহাত্ম্য বিষয়ে চিন্তা করিয়া আনন্দলাভ করেন। বাহ্যজগতের কোনো বস্তুই তাহার নিকট সুখপ্রদ বোধ হয় না। যোগী এই জগতের সর্বত্রই অজ্ঞানের খেলা দেখিতে পান; সংসারের সহস্রপ্রকার জ্ঞানের মধ্যে তিনি অজ্ঞানই দেখিতে পান। তাঁহার আত্মাতেই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পান (জ্যোতি—উদ্ভাসিত শক্তি, "তস্যাং জাগর্তি সংযমী")। এই অবস্থায় পৌঁছিয়া যোগী নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ করেন এবং তিনিই যে পূর্ণ ব্রহ্ম, তাহা তখন বোধ করেন। তাঁহার আর অন্য স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। ইহাই শাস্ত্রে "ব্রহ্মনির্বাণ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে॥২৪॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়বর্জিত) যতাত্মানঃ (একাগ্রচিত্ত) সর্বভূতহিতে রতাঃ (সর্বভূতহিতৈষী) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ) ব্রহ্মনির্বাণং (মোক্ষ) লভন্তে (প্রাপ্ত হন)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা নিষ্পাপ, সন্ন্যাসযুক্ত, সংশয়বর্জিত, একাগ্রচিত্ত ও সর্বভূতহিতৈষী তাঁহারা নির্বাণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ক্ষীণকল্মষাঃ**=ক্ষি+ক্ত (কর্তৃবাচ্যে); কর্ম+সো+ক=কল্মষ; ক্ষীণানি কল্মষানি যেষাং তে—বহুব্রীহি। **ছিন্নদ্বৈধাঃ**=ছিদ্‌+ক্ত=ছিন্ন; দ্বি+ধাচ্‌ (প্রকারে)=দ্বিধা; দ্বিধায়াঃ ভাবঃ=দ্বিধা+অণ্‌=দ্বৈধম্‌; ছিন্নানি দ্বৈধানি যেষাং তে—বহুব্রীহি। **যতাত্মানঃ**=যম্‌+ক্ত=যত; যত আত্মা যেষাং তে—বহুব্রীহি; **সর্বভূতহিতে**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়; তেষাং হিতম্‌—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে ৭মী)। **রতাঃ**=রম্‌+ক্ত=রত (কর্তৃবাচ্যে); ১মা বহুবচন। **ঋষয়ঃ**=ঋষি, ১মা বহুবচন; ঋষ্‌+কি=ঋষি (কর্তৃবাচ্যে)। **ব্রহ্মনির্বাণম্‌**=বৃংহ+মনিন্‌=ব্রহ্মন্‌, ১মা একবচন; নির্‌-বা+ক্ত=নির্বাণ; **লভন্তে**=লভ্‌+লট্‌ অন্তে॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাং, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাং, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষং লভন্তে॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কিঞ্চ—লভন্ত ইতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষম্‌। ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ সন্ন্যাসিনঃ। ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ। ছিন্নদ্বৈধাশ্ছিন্নসংশয়াঃ। যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। সর্বভূতহিতে রতাঃ সর্বেষাং ভূতানাং হিত আনুকূল্যে রতাঃ। অহিংসকা ইত্যর্থঃ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভগবান অনেক সাধনের কথা পূর্বেই বলিয়াছেন। এক্ষণে অন্যরূপ সাধনের কথা বলিতেছেন। যাঁহারা যজ্ঞ, দানাদি নিষ্কামকর্ম করিয়া কল্মষ ধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া বিবেকবিচার দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহাদের বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ-মনন দ্বারা দ্বিধাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের পরিপাকবশতঃ যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে এবং অদ্বৈত বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সর্বভূতেই সমান প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রহ্মলাভে সমর্থ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"[১]

---

১ ঈশ উপনিষদ্‌, ৭

যে-সময় সর্বভূতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জ্ঞানীর মোহ-শোকাদি কিছুই থাকে না। সমস্তই একরূপ দৃষ্ট হয়॥২৫॥

মন্তব্য ঃ যোগীরা ধ্যান করিতে করিতে যখন সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তখন তাঁহাদিগকে বলি "ঋষি"। তাঁহাদের মনে বাসনার লেশমাত্রও থাকে না। তাই তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্মল (ক্ষীণকল্মষাঃ)। লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া তাঁহারা যে ব্রহ্মকেই জগৎ-রূপে দেখিয়াছেন, সেই ব্রহ্মই আছেন, জগৎ বলিয়া কিছুই নাই—এই বিষয়ে তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা হয়; বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না (ছিন্নদ্বৈধাঃ)। এইরূপ মহাপুরুষের দেহ, মন, বুদ্ধি তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে থাকে (যতাত্মানঃ)। তাঁহাদের কায়, মন ও বাক্যে কেবলই পরের উপকারজনক বৃত্তিই উপস্থিত হয়। কোনো কারণেই তাঁহাদের কাহাকেও পরবোধ হয় না। এমনকী, তাঁহাদের শুধু জীবনধারণেই সর্বভূতের হিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যে হিতজনক কর্ম করিয়া বেড়াইবেন, তাহা নহে; শুধু পৃথিবীতে অবস্থানের মাধ্যমেই তাঁহাদের শরীর-মনের পবিত্রতা দ্বারা সমস্ত জগৎ শান্তিলাভ করে। হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি করিয়া তাঁহাদের সর্বভূতের হিত করিতে হয় না। তাঁহাদের দেহ-বুদ্ধিতে এমন এক পবিত্রতার প্রকাশ হয়, যাহার ফলে চতুর্দিকে সকল মানুষ উপকৃত হয়। তাঁহাদের পবিত্র চিন্তারাশি গগনমণ্ডলে ধাবিত হইয়া সর্বজীবের, বিশেষতঃ যাঁহারা পবিত্র, তাঁহাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে এবং তদ্দ্বারা শুভচিন্তার উদ্রেক হয়। Micro বা radio wave যেভাবে কাজ করে, ঠিক সেইভাবে শক্তিশালী চিন্তাতরঙ্গও ক্রিয়া করিয়া থাকে॥২৫॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কামক্রোধবিযুক্তানাং (কাম-ক্রোধাদি হইতে বিযুক্ত) যতচেতসাং (সংযতচেতা) বিদিতাত্মনাং (আত্মজ্ঞ) যতীনাম্ (সন্ন্যাসীদিগের) অভিতঃ (উভয়ত্রই) ব্রহ্মনির্বাণং (নির্বাণপদ) বর্ততে (হইয়া থাকে)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহাদিগের হৃদয়ে কাম-ক্রোধাদি উৎপন্ন হয় না, যাঁহারা সংযতচেতা এবং যে সন্ন্যাসিগণ আত্মসাক্ষাৎকারবান, তাঁহারা সর্বাবস্থাতেই নির্বাণপদ পাইয়া থাকেন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **কামক্রোধবিযুক্তানাম্**=কম্+ঘঞ্=কাম; ক্রুধ্+ঘঞ্=ক্রোধ; বি-যুজ্+ক্ত=বিযুক্ত; কামক্রোধভ্যাম্ বিযুক্তা—৩য়া তৎপুরুষ; **যতচেতসাম্**=যম্+ক্ত=যত, যতঃ চেতঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বিদিতাত্মনাম্**=বিদ্+ক্ত=বিদিত; বিদিত আত্মা যেষাং তে—বহুব্রীহি। **যতীনাম্**=যত+ইন্ (আছে অর্থে)=যতী, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অভিতঃ**=অভি+তস্। **ব্রহ্মনির্বাণম্**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন; নির্-বা+ক্ত=নির্বাণ; ব্রহ্মণি নির্বাণ—৭মী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **বর্ততে**=বৃত্+লট্ তে (ভাববাচ্যে)॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং

সন্ন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্ত এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্তত ইত্যর্থঃ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—কামেতি। কামক্রোধবিযুক্তানাং—কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ। তাভ্যাং বিযুক্তানাম্। যতীনাং সন্ন্যাসিনাম্। যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাম্। অভিত উভয়তঃ। জীবতাং মৃতানাং চ। ব্রহ্মনির্বাণং মোক্ষো বর্ততে। বিদিতাত্মনাং—বিদিতো জ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানঃ। তেষাং বিদিতাত্মনাম্। সম্যগ্‌দর্শিনামিত্যর্থঃ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহাদের হৃদয় হইতে কাম-ক্রোধের বীজ বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহাদের সম্মুখে কাম-ক্রোধের সামগ্রী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাম-ক্রোধাদির উৎপত্তি হয় না এবং তজ্জন্য যাঁহাদের চিত্ত সংযত হইয়াছে; এবং যাঁহাদের আত্মা ও পরমাত্মায় একত্ব বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা জীবনে-মরণে সর্বথা মুক্ত॥২৬॥

মন্তব্য ঃ রাগদ্বেষ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে থাকিতে প্রকৃত সন্ন্যাস (যতি) অবস্থা উপস্থিত হয়। যখন দেহ-মনের কোথাও কোনো প্রয়োজনবোধ থাকে না, অর্থাৎ মন-বুদ্ধি যখন সংযত হইয়াছে (যতচেতসাম্), তখন দেহ থাকিতেই পূর্ণজ্ঞান উপস্থিত হয়। কারণ, আমরা স্বরূপতঃ পূর্ণজ্ঞানী। দেহত্যাগ হইলেও এই জ্ঞানের বিন্দুমাত্র ক্ষয় হয় না। অতএব, প্রথম পর্যায়ে রাগদ্বেষ হইতে মুক্তি। দ্বিতীয় পর্যায়ে সন্ন্যাসী। তৃতীয় পর্যায়ে সেই অবস্থায় অনেক দিন অবস্থান করিতে পারিলে (যতচেতসাম্) মন শান্ত হয় এবং ধ্যানে মন বসে। তখন মন কোনোভাবেই চঞ্চল হয় না। চতুর্থ পর্যায়ে আত্মানুভূতি-ব্রহ্মনির্বাণ লাভ। আর এই অবস্থা এক বার হইলে তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না॥২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয়সমূহ) বহিঃ কৃত্বা (বিদূরিত করিয়া) চক্ষুঃ চ (চক্ষুকে) ভ্রুবোঃ (ভ্রুযুগলের) অন্তরে এব (মধ্যেই) [সংস্থাপনপূর্বক] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসাভ্যন্তরবিহারী) প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ কৃত্বা (স্থির করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমপূর্বক) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়া) যঃ (যিনি) মোক্ষপরায়ণঃ (বিষয়বিরাগী) সঃ মুনিঃ এব (সেই মননশীল পুরুষই) সদা মুক্তঃ (সর্বদা মুক্ত)॥২৭-২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মন হইতে বাহ্যবিষয়চিন্তাসকল বিদূরিত করিয়া, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে সংস্থাপনপূর্বক, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসামধ্যে অবরোধকরতঃ যিনি ইন্দ্রিয় ও মনকে জয়

করিয়াছেন এবং ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছেন ও যিনি বিষয়বিরাগী, সেই মননশীল সন্ন্যাসীই সর্বদা মুক্ত॥২৭-২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে**=বহিঃ+বাহ্যান্+চক্ষুঃ+চ+এব+অন্তরে। **বাহ্যান্**=বহিস্+ষ্যঞ=বাহ্য, ২য়া বহুবচন। **স্পর্শান্**=স্পৃশ্+অপ্=স্পর্শ, ২য়া বহুবচন। **বহিঃ**=অব্যয়। **কৃত্বা**=কৃ+ক্ত্বাচ্। **চক্ষুঃ**=চক্ষ্+উস্=চক্ষু (করণবাচ্যে)। **ভ্রুবোঃ**=ভ্রু+৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **অন্তরে**=অন্ত-রা+ড=অন্তর, ৭মী একবচন। **এব**=অব্যয়। **নাসা-অভ্যন্তর-চারিণৌ**=নাসায়া অভ্যন্তরম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; নাসাভ্যন্তরে চরতঃ যৌ তৌ ইতি—নাসাভ্যন্তর-চর্+ণিন্, ২য়া দ্বিবচন। **প্রাণাপানৌ**=প্রাণশ্চ অপানশ্চ—দ্বন্দ্ব; **সমৌ**=সম্+অচ্=সম, ২য়া দ্বিবচন। **যত-ইন্দ্রিয়-মনঃ-বুদ্ধিঃ**=যম্+ক্ত=যত; ইন্দ+রন্=ইন্দ্র, ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; মন্+অসুন্=মন; বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি; যতানি ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধঃ**=বি-গম্+ক্ত=বিগত; ইষ্+শ (ভাববাচ্যে)+আপ=ইচ্ছা; ভী+অচ্=ভয়; ক্রুধ্+ঘঞ=ক্রোধ; বিগতাঃ ইচ্ছা ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মোক্ষ-পরায়ণঃ**=মোক্ষ্+ঘঞ=মোক্ষ; পরম্ অয়নম্=পরায়ণ—কর্মধারয়; মোক্ষঃ এব পরম্ অয়নং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মুনিঃ**=মন+ইন্ (কর্তৃবাচ্যে), ১মা একবচন। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সদা**=সর্ব+দাচ্ (কালার্থে)। **মুক্তঃ**=মুচ্+ক্ত॥২৭-২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স যোগী ব্রহ্মনির্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যাঃ এব স্পর্শাঃ রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষ-পরিহারার্থমর্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্ধ্বাধোগতিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি যথা বাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যতেতি অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য, এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ॥২৭-২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং সদ্যো মুক্তিরুক্তা। কর্মযোগশ্চেশ্বরার্পিতসর্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধ্যায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্বকর্মসন্ন্যাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদেঽব্রবীদ্বক্ষ্যতি চ। অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্‌দর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান্ বাসুদেবঃ—স্পর্শানিতি। স্পর্শাঞ্ছব্দাদীন্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্—শ্রোত্রাদিদ্বারেণান্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তানচিন্তয়তঃ শব্দাদয়ো বাহ্যা বহিরেব কৃতা ভবন্তি। তানেবং বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ কৃত্বেত্যনুষজ্যতে। তথা প্রাণাপানৌ নাসাঽভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃত্বা।

যতেন্দ্রিয় ইতি। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ—যতানি সংযতানীন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ যস্য স যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ। মননান্মুনিঃ সন্ন্যাসী। মোক্ষপরায়ণঃ—এবং দেহসংস্থানো মোক্ষপরায়ণঃ। মোক্ষ এব পরময়নং পরা গতির্য্যস্য সোঽয়ং মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ—ইচ্ছা চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চেচ্ছাভয়ক্রোধাঃ তে বিগতা যস্মাৎ স বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ। য এবং বর্ততে সদা সন্ন্যাসী মুক্ত এব সঃ। ন তস্য মোক্ষায়ান্যঃ কর্তব্যোঽস্তি॥২৭-২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বাহ্যব্যাপারনিরত। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই মনোমধ্যে বাহ্যবিষয়ের ভাবরাশি প্রবিষ্ট হয় এবং তত্তাবৎ মনোমধ্যে সংস্কারবৎ রহিয়া যায়। এই সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তির ব্যাপারপ্রবাহসত্ত্বে আত্মজ্ঞানের উদয় হওয়া কঠিন। এই জন্য ভগবান এই স্থানে মুক্তিলাভের আর এক উপায়স্বরূপ ধ্যানযোগের কথা বলিতেছেন। ঊর্ধ্বনেত্রে স্থিরদৃষ্টিতে ভ্রুদ্বয়ের সন্ধিস্থানে দৃষ্টি স্থির করিতে পারিলে চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধি হয়; এই সঙ্গে সঙ্গে কুম্ভক অভ্যাসপূর্বক বায়ুর সমতাসাধন করিতে পারিলে চিত্তবৃত্তি সংযত হয়; ধীরে ধীরে যোগি-পুরুষের ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ তিরোহিত হইয়া যায়। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সাধক মুক্ত হইয়া থাকেন॥২৭-২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [মানবগণ] মাং (আমাকে) যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যার) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্বলোকমহেশ্বরং (সর্বলোকের মহেশ্বর) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সুহৃদং (সুহৃদ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিম্ (মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করে)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্বলোকমহেশ্বর এবং সকলের সুহৃদ জানিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **শান্তিমৃচ্ছতি**=শান্তিম্+ঋচ্ছতি। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **যজ্ঞতপসাম্**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; তপ্+অস্=তপঃ। যজ্ঞাশ্চ তপাংসি চ—দ্বন্দ্ব; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভোক্তারম্**=ভুজ্+তৃন্ (কর্তৃবাচ্যে)=ভোক্তা, ২য়া একবচন। **সর্বলোক-মহেশ্বরম্**=সর্বাঃ লোকাঃ—কর্মধারয়; মহান্ ঈশ্বরঃ=মহেশ্বর—কর্মধারয়; সর্বলোকানাং মহেশ্বরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **সর্বভূতানাম্**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সুহৃদম্**=শোভনং হৃদয়ং যস্য স—বহুব্রীহি। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **শান্তিম্**=শম্+ক্তি=শান্তি, ২য়া একবচন। **ঋচ্ছতি**=ঋ+লট্ তি॥২৯॥

পঞ্চমোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ? ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥২৯॥

"বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটিকায়াং সুবোধিন্যাং সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে—ভোক্তারমিতি। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং যজ্ঞানাং তপসাং চ কর্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ। সর্বলোকমহেশ্বরং—সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্বভূতানাং সর্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণম্। সর্বভূতানাং হৃদয়েশং সর্বকর্মফলাধ্যক্ষং সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥২৯॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাছে অর্জুন মনে করেন যে, মনুষ্যগণ যোগ, ধ্যান, ব্রত ইত্যাদি করিয়া কী অপূর্ব ফল লাভ করেন যে, মুক্তিপদ তাঁহাদের এত সুলভ হয়? তাই ভগবান বলিতেছেন যে—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং তত্তাবতের যজমান আদি কর্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবতারূপ ভোক্তা সমস্তই "আমি" (ভগবান)। মহাত্মাগণ ইহা জানিয়া এবং আমি যে ত্রিলোকের বিধাতা ও আত্মরূপে সকল প্রাণীর একমাত্র সুহৃদ, ইহা সাধুগণ বিদিত হইয়া সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করিয়াও অর্জুন যে অজ্ঞানপাশ হইতে বিমুক্ত হন নাই, সেই জন্য "যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্বলোকমহেশ্বরং সর্বভূতানাং সুহৃদম্" বিশেষণে ভগবান আপনার গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন। কেননা, ভগবানকে এইরূপে বিদিত না হইয়া কেবল তাঁহার স্থূলভাব দর্শন করিলে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

"অনেকসাধনাভ্যাসানিষ্পন্নং হরির্ণেরিতম্।
স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং সর্বেষাং মুক্তিসাধনম্॥"

অনেক প্রকার সাধন অভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভের জন্য অধিকারিগণের যে স্ব-স্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইল॥২৯॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

মন্তব্য ঃ সাধক বহু জন্ম ধরিয়া অনেক প্রকার যাগযজ্ঞ, তপস্যা করিয়া চিত্তশুদ্ধি করেন।

তাঁহাকে শত্রু-মিত্র, সৎ-অসৎ নানা প্রকার লোকের সঙ্গে থাকিয়া চিত্তকে শান্ত রাখিতে হয়। এই জগতে কাহাকেও নানা প্রকার দুঃখভোগ এবং কাহাকেও-বা বহু প্রকারের সুখভোগ করিতে দেখা যায়। জ্ঞানী দেখেন, জগতে মানুষ যতপ্রকার পূজা-অর্চা কিংবা সাধন তপস্যা করে, যেন ব্রহ্মই সাধকরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞাদির সাধনানন্দ সম্ভোগ করেন। এই জগতে ভাল-মন্দ সকল লোকেরই নিয়ন্তা তিনি। ব্রহ্ম সর্বভূতের ভিতর থাকিয়া সকলকেই চালাইতেছেন (সর্বলোকমহেশ্বর)। মানুষ সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ কার্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া জীবনের অভিজ্ঞতালাভ করে, যাহার ফলে তাহার তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিবার ইচ্ছা হয়। ভগবান কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন—এই ভাবিয়া অজ্ঞানীরা ভগবানের উপর দোষারোপ করেন। কিন্তু সকলের সুহৃদ তিনি; যাহার যেরূপ প্রয়োজন, তাহার জন্য তিনি সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই তিন বিষয়ে ভগবানের অপার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানিগণ শান্তিলাভ করেন॥২৯॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—যঃ (যিনি) কর্মফলম্ (কর্মফলে) অনাশ্রিতঃ (আশা না রাখিয়া) কার্যং কর্ম (কর্তব্য কর্ম) করোতি (করেন), ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসংস্পর্শত্যাগী না হইলেও) ন অক্রিয়ঃ চ—(এবং কর্মত্যাগী না হইলেও) সঃ চ (তিনিই) সন্ন্যাসী যোগী চ (সন্ন্যাসী ও যোগী)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি কর্মফলের আশা না রাখিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নি এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও সন্ন্যাসী—তিনিই যোগী॥১॥

ব্যাকরণ ঃ নিরগ্নির্ন=নিরগ্নিঃ+ন। **চাক্রিয়ঃ**=চ+অক্রিয়ঃ। **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্—ভগবৎ, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **কর্মফলম্**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন—কর্ম; ফল্+অচ্=ফল; কর্মণঃ ফলম্=কর্মফলম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **অনাশ্রিতঃ**=আ-শ্রি+ক্ত=আশ্রিতঃ; ন আশ্রিতঃ=অনাশ্রিতঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **কার্যম্**=কৃ+ণ্যৎ=কার্য, ২য়া একবচন। **করোতি**=কৃ+লট্ তি। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সন্ন্যাসী**=সম্-নি-অস্+ণিনি। **চ**=অব্যয়। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **নিরগ্নিঃ**=নির্ (নাস্তি) অগ্নিঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **অক্রিয়ঃ**=ক্রিয়া যস্য নাস্তি—নঞ্ বহুব্রীহি॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভস্তত্র তাবৎ "সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্য" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্বিকায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্মযোগং স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্যতয়া বিহিতং কর্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্য-পূর্তাখ্যকর্মত্যাগী চ॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ—স্পর্শান্ কৃত্বা বহিরিত্যাদয়ঃ—উপদিষ্টাঃ। তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে।

তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদ্‌গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্তব্যং কর্মেতি। অতস্তৎ স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি।

ননু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণম্? যাবতাঽনুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম যাবজ্জীবম্। ন আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যত ইতি বিশেষণাৎ। আরূঢ়স্য চ শমেনৈব সম্বন্ধকরণাৎ। আরুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম চোভয়ং কর্তব্যত্বেনাভিপ্রেতং চেৎ স্যাত্তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি শমকর্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণং চানর্থকং স্যাৎ।

তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিদেযাগমারুরুক্ষুর্ভবতি। আরূঢ়শ্চ কশ্চিৎ। অন্যে নারুরুক্ষবো ন চারূঢ়াঃ। তানপেক্ষ্যারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চোপপদ্যত এবেতি চেৎ?

ন। তস্যৈবেতি বচনাৎ। পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢ়স্যেতি য আসীৎ পূর্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢ়স্য শম এব কর্তব্যং কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইতি। অতো ন যাবজ্জীবং কর্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্মণঃ।

যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কর্মিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে স যোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্মগতিং কর্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কাঽনুপপন্না স্যাৎ। অবশ্যং হি কৃতং কর্ম কাম্যং নিত্যং বা—মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বে—স্বং ফলমারভত এব। নিত্যস্য চ কর্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম। অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি। ন চ কর্মণি সত্যুভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ। কর্মণো বিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ।

কর্ম কৃতমীশ্বরে সংন্যস্যেত্যতঃ কর্তরি কর্মফলং নারভত ইতি চেৎ?

ন। ঈশ্বরে সন্ন্যাসস্যাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তেঃ।

মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ?

স্বকর্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব। ন ফলান্তরায়।

যোগাসহিতো যোগাচ্চ বিভ্রষ্টঃ—ইত্যতস্তং প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তৈবেতি চেৎ?

ন। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ। ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত ইতি কর্মসন্ন্যাসবিধানাৎ। ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে। ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমনুকূলম্। উভয়বিভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্মিণ এব সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চোক্তম্। প্রতিষিদ্ধং চ নিরগ্নেরক্রিয়স্য চ সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চেতি চেৎ?

ন। ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য ততঃ কর্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষাসন্ন্যাসস্তুতিপরত্বাৎ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সন্ন্যাসী যোগী চ। কিং তর্হি? কর্ম্যপি। কর্মফলাসঙ্গং সংন্যস্য কর্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে। ন চৈকেন বাক্যেন কর্মফলাসঙ্গসন্ন্যাসস্তুতিশ্চতুর্থাশ্রমপ্রতিষেধশ্চোপপদ্যতে। ন চ প্রসিদ্ধং নিরগ্নেরক্রিয়স্য

পরমার্থসন্ন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রতিষেধতি ভগবান। স্ববচনবিরোধাচ্চ। সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্নাস্তে। মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ। বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগীতি চ—তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দর্শিতানি। তৈর্বিরুধ্যেত চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিষেধঃ। তস্মান্মুনের্যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নগার্হস্থস্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম ফলনিরপেক্ষমনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণসাধনত্বং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতিপদ্যত ইতি স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি স্তূয়তে—অনাশ্রিত ইতি।

অনাশ্রিতো নাশ্রিতোঽনাশ্রিতঃ। কিম্? কর্মফলম্। কর্মণঃ ফলং কর্মফলং যত্তদনাশ্রিতঃ। কর্মফলতৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ। যো হি কর্মফলে তৃষ্ণাবান্ স কর্মফলমাশ্রিতো ভবতি। অয়ং তু তদ্বিপরীতঃ। অতোঽনাশ্রিতঃ কর্মফলম্। এবম্ভূতঃ সন্ কার্যং কর্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম করোতি নির্বর্তয়তি। যঃ কশ্চিদীদৃশঃ কর্মী স কর্ম্যন্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইতি। এবমর্থমাহ—স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি। সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ। স যস্যাস্তি সন্ন্যাসী। যোগী চ—যোগশ্চিত্তসমাধানম্। স যস্যাস্তি স যোগী চ। ইত্যেবংগুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যঃ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরগ্নিঃ। অক্রিয়শ্চ—অনগ্নিসাধনা অপ্যবিদ্যমানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্যাসাবক্রিয়ঃ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতম্।
ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায়স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ॥"

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান যে তিনটি শ্লোকের দ্বারা যোগসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জুন! যিনি কর্মফলবাসনা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্মী হইয়াও যোগী ও সন্ন্যাসী। ত্যাগি-পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যাঁহার মন বিক্ষেপবিহীন তিনিই প্রকৃত যোগী। তাই ভগবান বলিতেছেন যে, নিষ্কাম কর্মি-পুরুষ ফলকামনাত্যাগ ও ত্যাগজন্য মনের বৃথা বিক্ষেপে উদ্বেজিত হন না; এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। কর্মরাশির সহিত ফলকামনাত্যাগ ও কামনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশরূপ সন্ন্যাসী ও যোগীর মুখ্য সাধনও নিষ্কাম কর্মীর শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া আসে। এই শ্লোকে যে "নিরগ্নিঃ" ও "অক্রিয়ঃ" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া বোধ হয়। কেননা, অগ্নিরক্ষাদি কর্ম শ্রৌতক্রিয়া বলিয়াই নির্দিষ্ট আছে। "অক্রিয়ঃ" বলাতেই অগ্নিরক্ষণাদি শ্রৌত ও শাস্ত্রবিহিত সমস্ত ক্রিয়াই বুঝাইল। তবে আবার পৃথক করিয়া "নিরগ্নিঃ" পদ প্রয়োগের প্রয়োজন কী? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অগ্নিরক্ষণাদি ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান বহিরনুষ্ঠানযোগ্য সমস্ত কার্যই গ্রহণ করিয়াছেন; এবং "অক্রিয়ঃ" পদ দ্বারা মনের সঙ্কল্প বিক্ষেপাদি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রৌত অগ্নি রক্ষিত না হইলে সন্ন্যাস হয় না এবং

নিষ্ক্রিয় না হইলেও যোগী হওয়া যায় না। নিষ্কাম কর্মী এতল্লক্ষণযুক্ত না হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতে হইবে॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) [শ্রুতিসকল] যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস) প্রাহুঃ (বলেন) তং (তাহাকে) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে); হি (কেননা) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (সঙ্কল্পত্যাগী না হইলে) কশ্চন (কেহই) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পাণ্ডুপুত্র! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ। কেননা, সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে কখনোই যোগী হওয়া সম্ভব নহে॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **পাণ্ডব**=পাণ্ডু+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **যম্**=যদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **সন্ন্যাসম্**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্=সন্ন্যাস, ২য়া একবচন। ইতি=অব্যয়। **প্রাহুঃ**=প্র-ব্রূ+লট্ অন্তি। **তম্**=তদ্ (পুং) ২য়া একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **হি**=অব্যয়। **অ-সংন্যস্ত-সংকল্পঃ**=সম্-কৢপ্+ঘঞ্=সংকল্প; সম্-নি-অস্+ক্ত=সংন্যস্ত; ন সংন্যস্ত=অসংন্যস্ত—নঞ্ তৎপুরুষ; অসংন্যস্তঃ সংকল্পঃ যেন সঃ—বহুব্রীহি। **কশ্চন**=কিম্ (পুং), ১মা একবচন=কঃ; কঃ+চন (অনিশ্চয়ার্থে)=কশ্চন। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্, যোগিন্, ১মা একবচন। ন=অব্যয়। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ[১] "সন্ন্যাস এবাত্যারেচয়েৎ" ইত্যাদি শ্রুতয় ইতি। কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি, কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি—শব্দোক্তো, হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সন্ন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন, স কর্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসংকল্পত্যাগসামান্যাৎ সন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফলসংকল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ননু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রসিদ্ধম্। কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাপ্রসিদ্ধমুচ্যত ইতি? নৈষ দোষঃ। কয়াচিদ্গুণবৃত্ত্যোভয়স্যসংপিপাদয়িষিতত্বাৎ। তৎ কথম্? কর্মফলসংকল্পসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্মানুষ্ঠানাৎ কর্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বং চেতি গৌণমুভয়ম্। ন পুনর্মুখ্যং সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাভিপ্রেতমিতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—যং সন্ন্যাসমিতি। যং সর্বকর্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসন্ন্যাসং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদো যোগং কর্মানুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসন্ন্যাসং বিদ্ধি জানীহি। হে পাণ্ডব। কর্মযোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য

১ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ২১/২

তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসন্ন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যত ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে—অস্তি হি পরমার্থসন্ন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্তৃদ্বারকং কর্মযোগস্য। যো হি পরমার্থসন্ন্যাসী স ত্যক্তসর্বকর্মসাধনতয়া সর্বকর্মতৎফলবিষয়ং সংকল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সংন্যস্যতি। অয়মপি কর্মযোগী কর্ম কুর্বাণ এব ফলবিষয়ং সংকল্পং সংন্যস্যতীতি। এতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—ন হি যস্মাদসংন্যস্তসংকল্পঃ—অসংন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সংকল্পোঽভিসন্ধির্যেন সোঽসংন্যস্তসংকল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কর্মী যোগী সমাধানবান্ ভবতি। ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ফলসংকল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। তস্মাদ্‌যঃ কশ্চন কর্মী সংন্যস্তফলসংকল্পো ভবেৎ স যোগী সমাধানবানবিক্ষিপ্তচিত্তো ভবেৎ। চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসংকল্পস্য সংন্যস্তত্বাৎ—ইত্যভিপ্রায়ঃ। যোগাঙ্গত্বেন কর্মানুষ্ঠানাৎ কর্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বং চেতি সন্ন্যাসিত্বং চেত্যভিপ্রেতমুচ্যতে। এবং পরমার্থসন্ন্যাসকর্মযোগয়োঃ কর্তৃদ্বারকং সন্ন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেতি কর্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সন্ন্যাসত্বমুক্তম্॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কামনাত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ। নিষ্কাম কর্মযোগী যখন ফলকামনাত্যাগী, তখন তাঁহাতে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কী? কর্ম ও ফল উভয়ই যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মুখ্যতঃ সন্ন্যাসী। কিন্তু কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মফলবাসনাত্যাগই পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ। এই জন্য নিষ্কাম কর্মযোগী সর্বতোভাবে সন্ন্যাসলক্ষণযুক্ত না হইলেও কামনাত্যাগজন্য তিনি পরমার্থতঃ সন্ন্যাসী। আবার মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। ফলকামনা না থাকা বশতঃ নিষ্কাম কর্মযোগীর কিছুতেই প্রবৃত্তি থাকে না, অর্থাৎ, মনোবেগের বশবর্তী হইয়া তিনি কোনো কার্যই করেন না, বা কোনো বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। এই জন্য কামনাবিহীন কর্মী যোগীর সমান বলিতে হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[১]—মনের সমস্ত বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ১ম—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ। ২য়—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তিভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্যয়। ৩য়—শব্দ শ্রবণপূর্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিন্তাবিশেষের নাম বিকল্প। যেমন, বন্ধ্যার পুত্র, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি শব্দ শ্রবণে তত্তাবতের প্রকৃতার্থ অভাবে কোনো যথার্থ অনুভূতি না হওয়ায় একটি অলীক চিন্তার মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। ৪র্থ—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি—এই বৃত্তিনিচয় যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। ৫ম—পূর্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহার নাম স্মৃতি। এইরূপ তাবৎ চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী। নিষ্কাম কর্মীও সঙ্কল্পাদি ত্যাগজন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধে সমর্থ, এই জন্য তিনিও যোগী নামের যোগ্য॥২॥

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১/২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥৩॥

অম্বয়বোধিনী ঃ যোগম্ আরুরুক্ষোঃ (যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির) কর্ম কারণম্ (কর্মই সাধনের কারণস্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ় হইলে) তস্য (তাঁহার) শমঃ এব (কর্মত্যাগই) কারণম্ (সাধনের কারণস্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চান, যোগসাধনের পক্ষে কর্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্মসন্ন্যাসই পরম সাধন॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ২য়া একবচন। **আরুরুক্ষোঃ**=আ-রুহ্+উ=আরুরুক্ষু, ৬ষ্ঠী একবচন। **মুনেঃ**=মন্+ই=মুনি, ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন। **কারণম্**= কৃ+ণিচ্+অনট্। **উচ্যতে**=ব্রূ+লট্ তে, (ভাববাচ্যে)। **যোগ-আরূঢ়স্য**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; আ-রুহ্+ক্ত= আরূঢ়; যোগম্ আরূঢ়=যোগারূঢ়—২য়া তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী একবচন। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **এব**=অব্যয়। **শমঃ**=শম্+ঘঞ্=শমঃ॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি যাবজ্জীবং কর্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপককর্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্মযোগো বহিরঙ্গং সাধনমিতি তং সন্ন্যাসত্বেন স্তুত্বাঽধুনা কর্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি—আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষোরারোঢুমিচ্ছতঃ। অনারূঢ়স্য ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈবেত্যর্থঃ। কস্যারুরুক্ষোঃ? মুনেঃ—কর্মফলসন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ। কিমারুরুক্ষোঃ? যোগম্। কর্ম কারণং সাধনমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শম উপশমঃ সর্বকর্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ। যাবদ্‌যাবৎ কর্মভ্য উপরমতে তাবত্তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে। তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি। তথা চোক্তং ব্যাসেন—নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥[১] ইতি॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অন্তঃকরণশুদ্ধিজনিত বিষয়সুখে তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চান, তিনি "আরুরুক্ষু" নামে অভিহিত হন। ফলকামনাত্যাগী আরুরুক্ষু ব্যক্তিই এই শ্লোকে মুনি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধু যোগারূঢ় হন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ব হইলে তাঁহাকে আর কর্ম করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কর্ম কখনোই ত্যাগ করিতে নাই॥৩॥

---
১ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৭৫/৩৭

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে।
সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা হি (যখনই) সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী (সর্বসঙ্কল্পত্যাগী ব্যক্তি) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) কর্মসু (কর্মসমূহে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না), তদা (তখন) যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ়) উচ্যতে (বলা যায়)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যখনই মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত এবং সমস্ত প্রকার সঙ্কল্পবর্জিত হন, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে**=যোগারূঢ়ঃ+তদা+উচ্যতে। **হি**=অব্যয়। **যদা**=যদ্+দাচ্ (কালে)। **সর্ব-সংকল্প-সন্ন্যাসী**=সম্-কৢপ্+ঘঞ্=সংকল্প; সম্-নি-অস্+ণিনি=সন্ন্যাসী; সর্বসংকল্পান্ সংন্যসতি যঃ সঃ ইতি—উপপদ তৎপুরুষ। **ইন্দ্রিয়-অর্থেষু**=ইন্দ+রস্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; অর্থ+অল্=অর্থ; ইন্দ্রিয়াণাম্ অর্থাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **অনুষজ্জতে**=অনু-ষস্জ্+কর্মবাচ্যে লট্ তে। [পাঠান্তর—অনুষজ্যতে=(কর্তৃবাচ্যে) অনু—ষস্জ্+লট্ তে।][1] **কর্মসু**=কৃ+মনিন্—কর্মসু, ৭মী বহুবচন। **তদা**=তদ্+দাচ্ (কালে)। **যোগঃ আরূঢ়ঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; আ-রূহ্+ক্ত=আরূঢ়; যোগম্ আরূঢ়ঃ, ২য়া তৎপুরুষ; **উচ্যতে**=ব্রূ+লট্ তে (কর্মবাচ্যে)॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কীদৃশোঽয়ং যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়-ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি; অত্র হেতুঃ—আসক্তিমূলভূতান্ সর্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সন্ন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য স তদা যোগারূঢ় উচ্যতে॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা সমাধীয়মানচিত্তো যোগী হীন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়ঃ। তেষু। কর্মসু চ নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু চ। প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতেঽনুষঙ্গং কর্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ। সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী—সর্বান্ সংকল্পানিহামুত্রার্থকামহেতূন্ সংন্যসিতুং শীলমস্যেতি সর্বসংকল্পসন্ন্যাসী। যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ। তদা তস্মিন্ কাল উচ্যতে। সর্বসংকল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্বাংশ্চ কামান্ সর্বাণি চ কর্মাণি সংন্যসেদিত্যর্থঃ। সংকল্পমূলা হি সর্বে কামাঃ। "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ॥"[2] কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ কিল জায়সে। ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি॥[3] ইত্যাদিস্মৃতেঃ। সর্বকামপরিত্যাগে চ সর্বকর্মসন্ন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে।[4] ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ॥ যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।[5] ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ন্যায়াচ্চ। ন

১ ষস্জ্—"ষস্য সঃ=সস্জ্=সজু+তে দ্বিতীয় 'স' স্থানে জ্ আদেশ হয়"।
২ মনু, ২/৩
৩ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৭৭/২৫
৪ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৪/৫
৫ মনু, ২/৪

হি সর্বসংকল্পসন্ন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তঃ। তস্মাৎ সর্বসংকল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্বান্ কামান্ সর্বাণি কর্মাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যা জ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ—কোনোপ্রকার কর্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোনো প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না এবং "অমুক কার্য করিতে হইবে", "অমুক কার্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে"—মনোবৃত্তির অন্তর্মুখতাবশতঃ অন্তঃকরণে যাঁহার এইরূপ সঙ্কল্পের তরঙ্গ উত্থিত না হয়, তিনিই সমাধিস্থ, তিনিই যোগারূঢ়॥৪॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ আত্মনা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে), আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অবসন্ন করিবে না); হি (কেননা) আত্মা এব (এই আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু), আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে কখনও অবসন্ন করিবে না। কেননা আত্মাই আত্মার সুহৃদ, আত্মাই আত্মার শত্রু॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ**=উদ্ধরেৎ+আত্মনা+আত্মানম্+ন+আত্মানম্+ অবসাদয়েৎ। **আত্মৈব**=আত্মা+এব। **হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব**=হি+আত্মনঃ+বন্ধুঃ+আত্মা+এব। **আত্মনা**=অত+ মনিন্=আত্মন্, ৩য়া একবচন। **আত্মানম্**=আত্মন্, ২য়া একবচন। **উদ্ধরেৎ**=উৎ-হৃ (বা ধৃ)+বিধিলিঙ্ যাৎ। ন=অব্যয়। **অবসাদয়েৎ**=অব-সদ্+ণিচ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **হি**=অব্যয়। **আত্মা**=আত্মন্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **আত্মনঃ**=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **বন্ধুঃ**=বন্ধ্+উ=বন্ধু, ১মা একবচন। **রিপুঃ**=রপ্+উ=রিপু, ১মা একবচন॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ, ন ত্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ। হি যত আত্মৈব মনসঃ সঙ্গাদ্যুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদৈবং যোগারূঢ়স্তদা তেনাত্মাত্মনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থজাতাৎ। অতঃ—উদ্ধরেদিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মানম্। তত উৎ ঊর্ধ্বং হরেদুদ্ধরেৎ। যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ। নাত্মানমবসাদয়েন্নাধোগময়েৎ। আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনো বন্ধুঃ। ন হ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুর্যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি। বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব। স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাৎ। তস্মাদ্যুক্তমবধারণম্—আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি। আত্মৈব রিপুঃ শত্রুঃ।

যোঽন্যোঽকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মপ্রযুক্ত এবেতি যুক্তমেবাবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্পত্তি আদি—নক্র-আবর্তাদি যুক্ত সংসাররূপ সমুদ্র পার হইবার জন্য জীবের অপর কেহ সহায় নাই। আপনিই বস্তুবিবেকবিচারাদিরূপ নৌকাবলম্বনে পার হইতে হইবে। আপনি ভিন্ন আপনার প্রিয় বন্ধু আর কেহ নাই। আপনার হিতার্থ আপনি যত্ন না করিলে অন্যের দ্বারা কিছুই হইবে না। আপনি আপনাকে সাবধানে না চালাইলে তুমিই তোমার শত্রু হইবে। অমুক আমাকে কুপথে লইয়া গেল, নরকে ডুবাইল বলিয়া অন্যের গ্লানি করা ব্যর্থ॥৫॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্তৃক) আত্মা জিতঃ (আত্মা বশীভূত হইয়াছে) [সঃ] আত্মা (সেই আত্মা) তস্য আত্মনঃ (সেই আত্মার) বন্ধুঃ (হিতকর); অনাত্মনঃ তু (অজিতাত্মার) আত্মা এব (আত্মাই) শত্রুত্বে (শত্রুতা করিতে) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) বর্তেত (অবস্থান করে)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং যে-আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বাহ্য শত্রুর ন্যায় আত্মার শত্রু॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য**=বন্ধুঃ+আত্মা+আত্মনঃ+তস্য। **যেনাত্মৈবাত্মনা**=যেন+আত্মা+এব+আত্মনা। **অনাত্মনস্তু**=অনাত্মনঃ+তু। **বর্তেতাত্মৈব**=বর্তেত+আত্মা+এব। **যেন**=যদ্‌ (পুং), ৩য়া একবচন। **আত্মনা**=অত+মনিন্‌=আত্মন্‌, ৩য়া একবচন। **আত্মা**=আত্মন্‌, ১মা একবচন (উক্তে কর্মে)। **এব**=অব্যয়। **জিতঃ**=জি+ক্ত। **তস্য**=তদ্‌ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **আত্মনঃ**=আত্মন্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **বন্ধুঃ**=বন্ধ্‌+উ, ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **অনাত্মনঃ**=ন আত্মন্‌=অনাত্মন্‌, ৬ষ্ঠী একবচন। **শত্রুবৎ**=শদ্‌+রু=শত্রু; শত্রু+বতি (সাদৃশ্যে)=শত্রুবৎ। **শত্রুত্বে**=শত্রু+ত্ব (ভাবে)=শত্রুত্ব, ৭মী একবচন। **বর্ততে**=বৃত্‌+লট্‌ তে। [পাঠান্তরঃ—বর্তেত=বৃত্‌+বিধিলিঙ্‌ ঈত।]॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ, অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্তেত॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ আত্মৈবাত্মনো বন্ধুঃ। আত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তম্‌। তত্র কিংলক্ষণ আত্মাত্মনো বন্ধুঃ? কিংলক্ষণো বাত্মাত্মনো রিপুরিতি? উচ্যতে—বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য। তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্যেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ। আত্মা কার্যকরণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতঃ। জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। অনাত্মনস্ত্বজিতাত্মনস্তু শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। যথাঽনাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথাত্মনোঽপকারে বর্তেতেত্যর্থঃ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে-বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্মশক্তি প্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভাবে প্রকাশিত এই শরীররূপ আত্মা বশীভূত হয়, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আর বিবেকবিচারহীন অবিদ্যান্ধীভূত আত্মাই শত্রুর ন্যায় মহা অপকারী হইয়া জীবকে জন্ম, মরণ, জরা, শোকাদি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে॥৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষশূন্য) জিতাত্মনঃ (জিতাত্মার) [হৃদয়ে] পরমাত্মা (পরমাত্মা) সমাহিতঃ (নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ সহিষ্ণু হইয়া ও মানাপমান সমান বোধ করিয়া যে-আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমাহিত, অর্থাৎ নিশ্চলভাবে বিরাজিত থাকেন॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **জিতাত্মনঃ**=জিত আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **প্রশান্তস্য**=প্র-শম্+ক্ত=প্রশান্ত; ৬ষ্ঠী একবচন। **পরমাত্মা**=পরমঃ আত্মা—কর্মধারয়। **শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু**=শীতঞ্চ উষ্ণঞ্চ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ—শীতোষ্ণ সুখদুঃখানি—দ্বন্দ্ব; ৭মী বহুবচন। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **মানাপমানয়োঃ**=মান্+ঘঞ্=মান; অপ-মান্+ঘঞ্=অপমান; **মানশ্চ অপমানশ্চ**=মানাপমানৌ—দ্বন্দ্ব; ৭মী দ্বিবচন। **সমাহিতঃ**=সম্-আ-ধা+ক্ত॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি; জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নান্যস্য; যদ্বা, তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ—কার্যকরণাদিসংঘাত আত্মা জিতো যেন স জিতাত্মা। তস্য জিতাত্মনঃ। প্রশান্তস্য প্রসন্নান্তঃকরণস্য সতঃ সন্ন্যাসিনঃ। পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানেঽবমানে চ মানাবমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ। সমঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইলেই জীব শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়। এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষের পক্ষে স্তুতি ও নিন্দা, মান ও অপমান সকলই সমান। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে মন ধাবিত না হইলেই মানব প্রশান্ত হন। নির্দ্বন্দ্ব ও প্রশান্তাত্মা হইলেই পরমাত্মানুভূতি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় আত্মাতে প্রকটিত হয়॥৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্তচিত্ত) কূটস্থঃ (বিকারশূন্য) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎ, শিলা ও সুবর্ণে সমদর্শী) যোগী (যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হন)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহার চিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় এবং মৃৎ, শিলা ও সুবর্ণে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই যোগী পুরুষই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা**=জ্ঞা+অনট্‌=জ্ঞানম্‌; বিজ্ঞান=বি-জ্ঞা+অনট্‌; তৃপ্ত=তৃপ্‌+ক্ত; তৃপ্তঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তাত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **কূটস্থঃ**=কূট+স্থা+ক। **বিজিতেন্দ্রিয়ঃ**=বি-জি+ক্ত=বিজিত; বিজিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **সম-লোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ**=লোষ্টঞ্চ অশ্মাচ কাঞ্চনঞ্চ—দ্বন্দ্ব; লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যোগী**=যুজ্‌+ঘিনুণ্‌=যোগিন্‌, ১মা একবচন। **যুক্ত**=যুজ্‌+ক্ত। **ইতি**=অব্যয়। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি+লট্‌ তে॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চোক্তমুপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্টাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্‌। বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণম্‌। তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সংজাতালংপ্রত্যয় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। কূটস্থোঽপ্রকম্প্যো ভবতীত্যর্থঃ। বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ। য ঈদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে। স যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গুরূপদেশমার্জিত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বুঝিবার নির্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান এবং সেই দিব্যবুদ্ধিবৃত্তির অনুমোদিত অপ্রামাণ্যাশঙ্কানিবারণক্ষম বিচারদ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থানুভবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিতৃপ্ত আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে থাকিতেও যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি রাগদ্বেষাদি বর্জিত, তিনিই বিজিতেন্দ্রিয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য-জন্য মৃৎকাঞ্চনাদিতে সমজ্ঞান হয়। এই অবস্থাতেই সাধু যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন॥৮॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে) সাধুষু অপি (সাধুতেও) পাপেষু চ (ও অসাধু প্রভৃতিতে) সমবুদ্ধিঃ (সমজ্ঞান ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হন)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সুহৃদ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে, সাধু, অসাধু ও অন্য সর্ব প্রাণীতে যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সুহৃৎ-মিত্র-অরি-উদাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু**=সুহৃৎ=শোভনং হৃদয়ং যস্য—বহুব্রীহি; মিত্র=মিদ্+ক্ত্র; অরি=ঋ+ইন্ (কর্তৃবাচ্যে); মধ্যস্থ=মধ্য-স্থা+ক (কর্তৃবাচ্যে); দ্বেষ্য=দ্বিষ্+ণ্যৎ (কর্মবাচ্যে); বন্ধুষু=বন্ধ্+উ=বন্ধু, ৭মী বহুবচন; সুহৃৎচ মিত্রঞ্চ অরিশ্চ উদাসীনশ্চ মধ্যস্থশ্চ দ্বেষ্যশ্চবন্ধুশ্চ—দ্বন্দ্ব, ৭মী বহুবচন। **সাধুষু**=সাধ্+উ (কর্তৃবাচ্যে)=সাধু, ৭মী বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **পাপেষু**=পা+প=পাপ; পাপ+অচ্=পাপ, ৭মী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **সম-বুদ্ধি**=সম্+অচ্=সম; বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি; সমবুদ্ধি যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বিশিষ্যতে**=বি-শিষ্+কর্মণি লট্ তে॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধু সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপাঃ দুরাচারাঃ এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—সুহৃদিতি। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্ধমেকং পদম্। সুহৃদিতি প্রত্যুপ্রকারমনপেক্ষ্যোপকর্তা। মিত্রং স্নেহবান্। অরিঃ শত্রুঃ। উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে। মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়োর্হিতৈষী। দ্বেষ্য আত্মনোঽপ্রিয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। ইত্যেতেষু। সাধুষু শাস্ত্রানুবর্তিষু অপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু। সর্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ। কঃ কর্তা কিং কর্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ বিশিষ্যতে। বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরম্। যোগারূঢ়ানাং সর্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ (১) যিনি উপকারের আশা না রাখিয়া অন্যের উপকার করেন ও (২) যিনি নিজ উপকারের আশা রাখিয়া অন্যের উপকার করেন, (৩) যে নিজ অপকার না হইতেই অন্যের অপকার করে, অথবা (৪) যিনি লোকের হিত বা অহিত সাধনের কিছুতেই প্রবৃত্ত নন, বা (৫) যিনি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন ও (৬) যে অন্যে অপকার করিবে বলিয়া তাহার অপকার করে, কিংবা (৭) কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া যিনি উপকার করেন—এইরূপ (১) সুহৃদ, (২) মিত্র, (৩) অরি, (৪) উদাসীন, (৫) মধ্যস্থ, (৬) দ্বেষ্য ও (৭) বন্ধুকে এবং

শাস্ত্রবিহিত শুভকর্মের অনুষ্ঠানকর্তাকে ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্মের অনুষ্ঠাতাকে এবং সর্ববিধ প্রাণীকেই রাগদ্বেষাদিবর্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ॥৯॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যোগী (যোগারূঢ় ব্যক্তি) সততং (নিরন্তর) রহসি (নির্জন স্থানে) স্থিতঃ (থাকিয়া) একাকী (সঙ্গশূন্য হইয়া) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযমপূর্বক) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য) [হইয়া] আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবেন)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর নির্জন স্থানে থাকিয়া দেহ ও অন্তঃকরণের সংযম এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **নিরাশীরপরিগ্রহঃ**=নিরাশীঃ+অপরিগ্রহ। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **রহসি**=রহ্+অস্=রহঃ বা রহস্, ৭মী একবচন। **সততম্**=সম্-তন্+ক্ত=সতত, ১মা একবচন। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত, ১মা একবচন। **যতচিত্তাত্মা**=চিত্তঞ্চ আত্মাচ—দ্বন্দ্ব; যত চিত্তাত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; **নিরাশীঃ**=নাস্তি আশীঃ যস্য—বহুব্রীহি; **অপরিগ্রহঃ**=পরি-গ্রহ্+অপ্=পরিগ্রহ; অপরিগ্রহ=নাস্তি পরিগ্রহ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **যুঞ্জীত**=যুজ্+বিধিলিঙ্ ঈত॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—যোগীত্যাদিনা "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্ একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত এবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে—যোগীতি। যোগী ধ্যায়ী। যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ। সততং সর্বদা। আত্মানমন্তঃকরণম্। রহস্যেকান্তে গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্। একাক্যসহায়ঃ। রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ। যতচিত্তাত্মা—চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য স যতচিত্তাত্মা নিরাশীর্বীততৃষ্ণঃ। অপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ। সন্ন্যাসিত্বেঽপি সতি ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণ যোগাঙ্গলক্ষণ বলিতেছেন। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত—এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিত্তের একাগ্রনিরোধের নাম চিত্তসমাধান। এইরূপ চিত্তসমাধান করিতে হইলে গৃহ, পরিবার ও কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন পর্বতগুহা বা বিজন বনে একাকী বাস করিতে হয়; অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণসহ শরীরকে যোগবিরোধি-কার্য হইতে বিমুখ করিতে হয়, বিষয়ে দোষদর্শন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইতে হয় ও যোগের প্রতিবন্ধকরূপ পদার্থসংগ্রহে বিরত হইতে হয়॥১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতি নিম্ন নয়) চৈলাজিনকুশোত্তরম্ (ক্রমান্বয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা রচিত) আত্মনঃ (নিজের) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থাপনপূর্বক) তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিশ্য (বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সংযমপূর্বক) [যোগী] মনঃ (মনকে) একাগ্রং কৃত্বা (এক পদার্থে স্থাপন করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) যোগং (সমাধি) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করিবেন)॥১১-১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়; এই আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন, তাহার উপরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হয়। এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি অভ্যাস করিবেন॥১১-১২॥

ব্যাকরণ ঃ **নাত্যুচ্ছ্রিতম্**=ন+অতি-উচ্ছ্রিতম্। **নাতিনীচম্**=ন+অতি-নীচম্। **তত্রৈকাগ্রম্**=তত্র+একাগ্রম্। **উপবিশ্যাসনে**=উপবিশ্য+আসনে। **শুচৌ**=শুচ্+ইক্=শুচি, ৭মী একবচন। **দেশে**=দিশ্+ঘঞ্=দেশ্, ৭মী একবচন। **স্থিরম্**=স্থা+কিরচ্=স্থির, ২য়া একবচন। ন=অব্যয়। **অতি-উচ্ছ্রিতম্**=উৎ-শ্রি+ক্ত=উচ্ছ্রিত; অতিশয়ম্ উচ্ছ্রিতম্—কর্মধারয়। ন=অব্যয়। **অতিনীচম্**=ন+ঈ+চি+ড (কর্তৃবাচ্যে)=নীচ; অতিশয়ং নীচং—কর্মধারয়। **চৈল-অজিন-কুশ-উত্তরম্**=চেল+অন্=চৈল; চৈলঞ্চ অজিনঞ্চ কুশঞ্চ উত্তরাণি যস্য তৎ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **আসনম্**=আস্+অনট্, ১মা একবচন। **প্রতিষ্ঠাপ্য**=প্রতি-স্থা+ণিচ্+ল্যপ্। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (স্থানে)। **আসনে**=আস্+অনট্=আসনম্, ৭মী একবচন। **উপবিশ্য**=উপ-বিশ্+ল্যপ্। **যত-চিত্ত-ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ঃ**—চিত্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ—দ্বন্দ্ব; চিত্তেন্দ্রিয়াং ক্রিয়া—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ=চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়া; চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়া যতঃ যস্য সঃ—যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ; ১মা একবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, ২য়া একবচন। **একাগ্রম্**=একঃ অগ্রে যস্য—বহুব্রীহি=একাগ্র; ২য়া একবচন। **কৃত্বা**=কৃ+ক্তাচ্। **আত্মবিশুদ্ধয়ে**=আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা; বি-শুধ্+ক্তি=বিশুদ্ধিঃ; আত্মনঃ বিশুদ্ধি—আত্মবিশুদ্ধি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৪র্থী একবচন (তাদর্থ্যে)। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ২য়া একবচন। **যুঞ্জ্যাৎ**=যুজ্ (রুধাদি)+বিধিলিঙ্ যাৎ॥১১-১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতিদ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশম্? স্থিরমচঞ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং চেলং বস্ত্রম্, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য, কুশানামুপরি চর্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্যেত্যর্থঃ। তত্র

তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ। যতা সংযতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে॥১১-১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং যোগং যুঞ্জত আসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ। প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে। তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে—শুচাবিতি। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা। দেশে স্থানে। প্রতিষ্ঠাপ্য। স্থিরমচলনমাত্মন আসনম্। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং। নাপ্যতিনীচম্ তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরম্। চেলমজিনং কুশাশ্চোত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরম্। পাঠক্রমাদ্বিপরীতোঽত্র ক্রমশ্চেলাদীনাম্। প্রতিষ্ঠাপ্য কিম্?—তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসন উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ। কথম্? সর্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ—চিত্তং চেন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি। তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিতি? আহ—আত্মবিশুদ্ধয়ে। অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিত্যেতৎ॥১১-১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি স্বাভাবিক শুদ্ধ [গোময় মৃত্তিকাদি লেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইলেও হয়], যেখানে ভয় কোলাহলাদি নাই—এইরূপ নির্মল ও নির্জন স্থানে যোগার্থী আসন স্থাপন করিবেন। কাষ্ঠাদির উপর আসন না করিয়া মৃত্তিকা বা শিলাদির উপর আসন করিবেন। আসন সমতল স্থান হইতে অধিক উচ্চ বা নিম্ন না হয়। আসন উচ্চ হইলে পড়িয়া যাইবার এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে বর্ষাদি কালে ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। প্রথমে মৃত্তিকা সমান করিয়া তাহার উপর কুশাসন, কুশাসনের উপর কোমল মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম, তাহার উপরে কোমল বস্ত্র বিছাইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। গৃহস্থদিগের পক্ষে বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ। যোগী অন্যের আসনে কখনও উপবেশন করিবেন না; এবং যোগীর বা সন্ন্যাসীর আসনেও অন্যের বসিতে নাই। যিনি চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসকলকে যোগবিরুদ্ধ পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ঈদৃশ আসনের অধিকারী। যোগাসনোপবিষ্ট মহাত্মা প্রত্যাহৃত চিত্তকে আত্মসাক্ষাৎকারার্থ অন্তর্গতিশীল করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে মনের বিজাতীয় বৃত্তিসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়াকৌশলে চিত্তের একাগ্রতাবৃদ্ধির নিমিত্ত সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস হইবে। এই ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিপ্রবাহকেই নিদিধ্যাসন বলে॥১১-১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥১৩॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গলদেশকে) সমম্ (সরল) অচলং (নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসাগ্র) সংপ্রেক্ষ্য (দর্শনকরতঃ) দিশঃ চ (ও দিকসমূহ) অনবলোকয়ন্ (অবলোকন না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তাত্মা) বিগতভীঃ (ভয়বর্জিত)

ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্যশীল) মনঃ সংযম্য (মনঃসংযমপূর্বক) মচ্চিত্তঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) [হইয়া] যুক্তঃ (যোগাভ্যাসী পুরুষ) আসীত (অবস্থান করিবেন)॥১৩-১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগাভ্যাসী ব্যক্তি যত্নপূর্বক কায়, শির ও গ্রীবা সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া স্থিরতার সহিত নিজ নাসাগ্র দর্শন করিবেন, অন্য কোনো দিকে তাকাইবেন না। তৎপরে প্রশান্তাত্মা, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্যশীল, মনঃসংযমপূর্বক, মদ্‌গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাসী পুরুষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থান করিবেন॥১৩-১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **কায়-শিরঃ-গ্রীবম্**=চি+ঘঞ্=কায়; শৃ+অসু=শির (স্); গৄ+বন্=গ্রীব; কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবাচ=কায়শিরগ্রীবং—সমাহার দ্বন্দ্ব; ২য়া একবচন। **সমম্**=সম্+অচ্=সম; ২য়া একবচন। **অচলম্**=চল্+অচ্=চল; ন চল=অচল, ২য়া একবচন। **ধারয়ন্**=ধৃ+ণিচ্+শতৃ, ১মা একবচন। **স্থির**= স্থা+কিরচ্, ২য়া একবচন। **স্বম্**=স্ব+২য়া একবচন। **নাসিকাগ্রম্**=নাসিকায়া অগ্রম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **সংপ্রেক্ষ্য**=সম্-প্রেক্ষ্+ল্যপ্। **দিশঃ**=দিশ্+২য়া বহুবচন। চ=অব্যয়। ন=অব্যয়। **অনবলোকয়ন্**=অব-লোক্+শতৃ, ১মা একবচন=অবলোকয়ন্; ন অবলোকয়ন্=অনবলোকয়ন্—নঞ্ তৎপুরুষ। **প্রশান্তাত্মা**=প্র-শম্+ক্ত=প্রশান্ত; অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা; প্রশান্ত আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **বিগতভীঃ**=বি-গম্+ক্ত=বিগত; বিগতা ভীঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ব্রহ্মচারিব্রতে**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্; ব্রহ্মন্+চর+ণিনি=ব্রহ্মচারিন্; বৃ+অতচ্=ব্রত; ব্রহ্মচারিণঃ ব্রতম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত, ১মা একবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, ২য়া একবচন। **সংযম্য**=সম্-যম্+ল্যপ্। **মৎ-চিত্তঃ**=অহম্ এব চিত্তং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মৎপরঃ**=অহম্ এব পরঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত, ১মা একবচন। **আসীত**=আস্+বিধিলিঙ্ ঈত॥১৩-১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্ধাগ্রপর্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ, স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি—প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য, বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ॥১৩-১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বাহ্যমাসনমুক্তম্। অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমিতি? উচ্যতে—সমমিতি। সমং কায়শিরোগ্রীবং—কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্। তৎ সমং ধারয়ন্। অচলং চ। সমং ধারয়তশ্চলনং সংভবতি। অতো বিশিনষ্টি—অচলমিতি। স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতীবশব্দো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। ন হি স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতম্। কিং তর্হি? চক্ষুষোর্দৃষ্টিসন্নিপাতঃ। স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ। স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি। আত্মনি হি

মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যতি—আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি। তস্মাদিবশব্দলোপেনাক্ষ্ণোর্দৃষ্টিসন্নিপাত এব সংপ্রেক্ষ্যেত্যুচ্যতে। দিশশ্চানবলোকয়ন্। দিশাং চাবলোকনমন্তরাঽকুর্বন্নিত্যেতৎ।

কিঞ্চ—প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা-প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা। বিগতভীর্বিগতভয়ঃ। ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্যং গুরুশুশ্রূষাভিক্ষাভুক্ত্যাদি। তস্মিন্ স্থিতঃ। তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মনঃ সংযম্য। মনসো বৃত্তীরুপসংহৃত্যেত্যেতৎ। মচ্চিত্তঃ—ময়ি পরমেশ্বর চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তঃ। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীতোপবিশেৎ। মৎপরঃ—অহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরঃ। ভবতি কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তঃ। ন তু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্ণাতি। কিং তর্হি? রাজানং মহাদেবং বা। অয়ং তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ॥১৩-১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আসনস্থ যোগাভ্যাসী কটিদেশ, মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক দণ্ডবৎ সরল রাখিবে। বামে, দক্ষিণে বা সম্মুখে দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য নিজ নাসাগ্রবর্তী আকাশে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। নাসাগ্র শব্দে নাসার অগ্রভাগ দর্শন করিতে বলা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। চাক্ষুষী বৃত্তির দ্বারা মন নাসাগ্রে নিবিষ্ট হইলে উহা ব্রহ্মকারাকারিত না হইয়া নাসাগ্রাকারাকারিত হইয়া যাইবে। ইহাতে যোগসিদ্ধির বিপর্যয় হইতে পারে। এই জন্য ভগবান নাসার অগ্র আকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্যান্য দিক হইতে আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

যোগাভ্যাসীর আসন স্থির হইলে রাগদ্বেষাদি পরিহার করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা সর্বপ্রকার কর্ম ত্যাগ করা উচিত কি না, এই ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গুরুশুশ্রূষু ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া, বিষয় বৈরাগ্যপূর্বক ভগবন্নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া এবং কোনো ভোগসুখের আশা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎপ্রেমাসক্ত হইয়া যোগাধিকারী সমাধি অভ্যাস করিবেন॥১৩-১৪॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এবং (উক্ত প্রকারে) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগাভ্যাসী) সদা (সর্বদা) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (নিরোধ করিয়া) মৎসংস্থাং (আমার স্বরূপভূত) নির্বাণপরমাং (নির্বাণরূপ পরম) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সংযতচিত্ত যোগাভ্যাসী পুরুষ সর্বদা মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপভূত নির্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **এবম্**=অব্যয়। **সদা**=সর্ব+দাচ্ (কালে)। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **যুঞ্জন্**=যুজ্+শতৃ, ১মা একবচন। **নিয়তমানসঃ**= নি-যম্+ক্ত=নিয়ত; মনস্+অণ্=মানস; নিয়তং মানসং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মৎসংস্থাম্**=সম্-স্থা+অঙ্ (ভাবে)=সংস্থা; মম সংস্থা=মৎসংস্থা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **নির্বাণপরমাম্**=নির্-বা+

(ক্ত)=নির্বাণ; পর-মা+ক=পরম; নির্বাণম্ এব পরমং যস্য সঃ নির্বাণ পরমম্—বহুব্রীহি; (শান্তির বিশেষণ) নির্বাণ পরমা—২য়া একবচন। **শান্তিম্**=শম্+ক্তিন্=শান্তি, ২য়া একবচন। **অধিগচ্ছতি**= অধি-গম্+লট্ তি॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যোগাভ্যাস ফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমাং প্রাপ্নোতি; কথম্ভূতাম্? নির্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং, মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিম্॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে—যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্বন্। এবং যথোক্তেন বিধানেন। সদাত্মানম্। যোগী। নিয়তমানসঃ—নিয়তং সংযতং মানসং মনো যস্য সোঽয়ং নিয়তমানসঃ। স শান্তিমুপবতিং নির্বাণপরমাম্। নির্বাণং মোক্ষঃ। তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্বাণপরমা। তাং নির্বাণপরমাম্। মৎসংস্থাং মদধীনাম্। অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বোক্ত রীতিতে যোগীর চিত্ত সংযত এবং আত্মাতে সমাহিত হইলে মনের আর বহির্বিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। মনের এইরূপ বৃত্তিসমূহের বিনিবৃত্তি হইলে যোগীর পরম শান্তি লাভ হয়। ঈদৃশী শান্তির কালে কামনা, কর্ম ও অবিদ্যার সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়। সেই সময়েই যোগী একমাত্র আনন্দস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। অনাত্মবস্তুসাধক ঐশ্বর্যাদির দিকে ঈদৃশ যোগী দৃষ্টিপাতও করেন না। ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্যসিদ্ধিসকল ব্রহ্মসমাধিমার্গের উপসর্গস্বরূপ।[1] ঐশ্বর্যসিদ্ধিকালে দেবত্ব, দেবকন্যা, অতুল বিভব, বিমান আদি যোগীর সেবা ও অভিরমণার্থ উপস্থিত হইতে থাকে। বিষয়সুখী চিত্ত তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আপনাকে সাধু ও সিদ্ধ মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু নিরুদ্ধচিত্ত যোগীন্দ্র পুরুষ তত্তাবৎ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণায় বিমুগ্ধ না হইয়া একমাত্র স্বরূপানুভূতিতেই নিমগ্ন হইয়া যান। যে অনির্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনাবিকাশের বীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহারই নাম পরম নির্বাণ। সেই নির্বাণ, সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে॥১৫॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) অত্যশ্নতঃ তু (অতিভোজীর) যোগঃ (সমাধি) ন অস্তি (হয় না); একান্তম্ (নিতান্ত) অনশ্নতঃ (অনাহারীর) ন চ (হয় না); অতিস্বপ্নশীলস্য চ (অত্যন্ত নিদ্রালুরও) ন (হয় না); জাগ্রতঃ এব চ (অনিদ্রাভ্যাসীরও) ন (হয় না)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ব্যক্তি অধিকভোজী বা নিতান্ত অনাহারী এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রালু বা নিতান্ত অনিদ্রাভ্যাসী, হে অর্জুন! তাহার যোগসমাধি হয় না॥১৬॥

---
১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১/৩০

ব্যাকরণ ঃ **নাত্যশ্নতস্তু**=ন+অতি+অশ্নতঃ+তু। **চৈকান্তমনশ্নতঃ**=চ+একান্তম্+অনশ্নতঃ। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। তু=অব্যয়। **অতি-অশ্নতঃ**-অশ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন=অশ্নতঃ, অতি অশ্নতি যঃ=অত্যশ্নন্—উপপদ তৎপুরুষ; ৬ষ্ঠী একবচন। **যোগঃ**=যুজ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। ন=অব্যয়। চ=অব্যয়। **একান্তম্**=অব্যয়। **অনশ্নতঃ**=অশ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন=অশ্নতঃ; ন অশ্নতঃ=অনশ্নতঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **অতি-স্বপ্নশীলস্য**=স্বপ্+নঙ্=স্বপ্ন; অতি স্বপ্নঃ শীলং যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী একবচন। **জাগ্রতঃ**=জাগৃ+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **এব**=অব্যয়॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে—নাত্যশ্নত ইতি। নাত্যশ্নত আত্মসংমিতমন্নপরিমাণমতীত্যাশ্নতো ন যোগোঽস্তি। ন চৈকান্তমনশ্নতো যোগোঽস্তি। যদু হ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি। যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ো ন তদবতীতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্‌যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাঽশ্নীয়াৎ। অথবা যোগিনা যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো নাস্তি। উক্তং হি—

"অর্দ্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়মুদকস্য তু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদি পরিমাণম্।

তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি। নৈব চাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো ভবতি চ। অর্জুন॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অতিভোজনে শারীর ধাতুর বিকার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র শক্তির হানি হওয়ায় যোগী সমাধি করিতে সমর্থ হন না; আবার নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একাগ্র হইতে পারে না এবং শারীর রস ধাতু আদির পুষ্টি না হওয়ায় শরীর দুর্বল হয় ও যোগাভ্যাসে অসামর্থ্য জন্মে। যথেচ্ছ ভোজন না করিয়া শাস্ত্রোক্ত আত্মসম্মিত—অষ্টগ্রাসপরিমাণ—অন্নভোজন করা আবশ্যক।[1] শ্রুতি বলিয়াছেন—"যদু হ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি। যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়োঽন্নম্। ন তদবতি॥"[2] ইতি। যিনি আত্মসম্মিত অন্নভোজন করেন, তাঁহাতে সেই অন্ন বেদার্থানুষ্ঠান যোগ্য শক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। অতএব, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যোগী অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত অন্ন যথাপরিমাণে ভোজন করিবেন। যোগী পাকস্থলীর দুই ভাগ অন্নের দ্বারা ও এক ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ বায়ুর সরল গতিবিধির জন্য খালি রাখিবেন। অতিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, তাহাতে যোগসাধনের সামর্থ্য থাকে না। আবার সর্বদা জাগ্রত থাকিলে যোগাভ্যাসকালে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা। এই জন্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা এতদুভয়েরই পরিহার করিবেন।

---

১ বৌধায়ন, ২/৭/৩১
২ শতপথ ব্রাহ্মণ

দিবাভাগ জাগরণের ও রাত্রিকাল নিদ্রার সময়। তন্মধ্যে আবার রাত্রির প্রথম ও চতুর্থ প্রহর জাগ্রৎ থাকিয়া ভগবদারাধনা করিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবে॥১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহারবিহারকারী) কর্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্মসমূহে নিয়মিতচেষ্ট) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ (সমাধি) দুঃখহা (দুঃখহরণক্ষম) ভবতি (হয়)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, প্রণব জপাদিতে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়মপূর্বক নিদ্রিত ও জাগ্রৎ থাকেন, সমাধিরূপ যোগ তাঁহারই দুঃখ নিবারণক্ষম হয়॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **যুক্ত-আহার-বিহারস্য**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত; আহার=আ-হৃ+ঘঞ্; বিহার=বি-হৃ+ঘঞ্; আহারশ্চ বিহারশ্চ=আহারবিহারৌ—দ্বন্দ্ব; যুক্তৌ আহারবিহারৌ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **কর্মসু**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭মী বহুবচন। **যুক্তচেষ্টস্য**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত; চেষ্টা=চেষ্ট্+অঙ্; যুক্তা চেষ্টা যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত; স্বপ্+নন্=স্বপ্ন; অব-বুধ্+ঘঞ= অববোধ; স্বপ্নশ্চ অববোধশ্চ=স্বপ্নাববধৌ—দ্বন্দ্ব; যুক্তৌ স্বপ্নাববধৌ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **যোগঃ**=যুজ্+ঘঞ=যোগ, ১মা একবচন। **দুঃখ-হা**=দুঃখ—হন্+ক্বিপ্ (কর্তৃবাচ্যে)। **ভবতি**= ভূ+লট্ তি॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্মসু কার্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং পুনর্যোগো ভবতীতি? উচ্যতে—যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য। আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নম্। বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ। তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহারবিহারঃ। তস্য। তথা যুক্তচেষ্টস্য যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্মসু। তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগো ভবতি দুঃখহা। দুঃখানি সর্বাণি হন্তীতি দুঃখহা। সর্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্‌যোগো ভবতীত্যর্থঃ॥১৭

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি অনিয়মিত ভোজন ও অনিয়মিত বিচরণ বর্জিত, প্রণবাভ্যাসে বা উপনিষদাদি পাঠে যাঁহার নিয়মের ত্রুটি নাই, যিনি অযথাকালে নিদ্রা বা জাগরণ করেন না, সেই সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিরই যোগসিদ্ধি হয়। এই সমাধিসিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশ হয়—

অবিদ্যার পুনর্নির্বৃত্তি হয়। অবিদ্যার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সকল দুঃখই বিনষ্ট হইয়া যায়॥১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যদা (যখন) বিনিয়তং (সংযত) চিত্তম্ (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (স্থিতি করে), তদা (তখন) সর্বকামেভ্যঃ (সর্বকামনা হইতে) নিঃস্পৃহঃ (বিরত) [পুরুষঃ (সেই যোগী পুরুষ)] যুক্তঃ (যোগসিদ্ধ) ইতি উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হন)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ চিত্ত সংযত হইয়া যখন আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে, কোনো বিষয়েই যখন স্পৃহা থাকে না, তখনই যোগীর যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে**=চিত্তম্+আত্মনি+এব+অবতিষ্ঠতে। **যদা**=যদ্+দাচ্ (কালে)। **বিনিয়তম্**=বি-নি-যম্+ক্ত=বিনিয়ত, ২য়া একবচন। **চিত্তম্**=চিত্+ক্ত=চিত্ত, ১মা একবচন। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **এব**=অব্যয়। **অবতিষ্ঠতে**=অব-স্থা+লট্ তে। **তদা**=তদ্+দাচ্ (কালে)। **সর্ব-কামেভ্যঃ**=কম্+ঘঞ্=কাম, ৫মী বহুবচন। সর্বে কামাঃ—কর্মধারয়, ৫মী বহুবচন। **নিঃস্পৃহঃ**=স্পৃহ্+ণিচ্+অঙ্+আপ্=স্পৃহা; নির্ (নাস্তি) স্পৃহা যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত। **ইতি**=অব্যয়। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ, চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ, সর্বকামেভ্যঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তম্। হিত্বা বাহ্যার্থচিন্তামাত্মন্যেব কেবলেঽবতিষ্ঠতে। স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ। নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ। স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে। তদা তস্মিন্ কালে॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যখন অন্তঃকরণের সকল বৃত্তিই অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয়, তখন বৃত্তিসমূহের বহির্ব্যাপারে "চেষ্টা" বা "উদ্যম" না থাকিলেও স্পৃহা বা প্রবৃত্তিরূপ বীজ থাকা অসম্ভব নহে। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, যখন পূর্ণবৈরাগ্যজন্য অন্তঃকরণবৃত্তির ক্রিয়া, চেষ্টা ও অন্তর্নিহিত স্পৃহা—সমস্ত কিছুই শেষ হইয়া যাইবে, তখনই যোগী যোগসম্পত্তি লাভে সমর্থ হইবেন॥১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ (বায়ুশূন্য স্থানে স্থিত) দীপঃ (দীপশিখা) ন ইঙ্গতে

(বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং (যোগ) যুঞ্জতঃ (অনুষ্ঠানশীল) যতচিত্তস্য (একাগ্রচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) [পক্ষে] সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (জানিবে)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ নিরুদ্ধচিত্ত যোগানুষ্ঠানশীল পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ যথা=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **দীপঃ**=দীপ্+ক, ১মা একবচন। **নিবাতস্থঃ**=নিরুদ্ধঃ বাতঃ যস্মিন্=নিবাত—বহুব্রীহি; নিবাত-স্থা+ক=নিবাতস্থঃ; নিবাতে তিষ্ঠতি ইতি—উপপদ তৎপুরুষ। **ন**=অব্যয়। **ইঙ্গতে**=ইঙ্গ্ (গতি)+লট্ তে। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ২য়া একবচন। **যুঞ্জতঃ**=যুজ্+শতৃ, ৬ষ্ঠী একবচন। **যতচিত্তস্য**=যম্+ক্ত=যত; চিত্+ক্ত=চিত্ত; যতং-চিত্তং যস্য স=যতচিত্ত—বহুব্রীহি, ৬ষ্ঠী একবচন। **যোগিনঃ**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **সা**=তদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **উপমা**=উপ (তুল্য)-মা+অঙ্ (ভাববাচ্যে)। **স্মৃতা**=স্মৃ+ক্ত+আপ্॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনো যতং নিয়তং চিত্তং যস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বৎ তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তস্য যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে—যথেতি। যথা দীপঃ প্রদীপঃ। নিবাতস্থঃ—নিবাতে বাতবর্জিতে স্থানে স্থিতঃ। নেঙ্গতে নৈজতি ন চলতি। সোপমা। উপমীয়তেঽনয়েত্যুপমা। যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ। স্মৃতা চিন্তিতা। যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগমনুতিষ্ঠতঃ। আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বায়ুর তাড়নায় সরল দীপশিখা বক্র বা বিচলিত হয়। কিন্তু যেখানে বায়ুর গতি নাই, সেই স্থানে দীপশিখা অচঞ্চল থাকে। সেইরূপ বাহ্য বিষয়সংসর্গের অভাবজন্য যোগীর অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না। সদাই নিশ্চলভাবে আত্মাতে অবস্থান করে॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যত্র (যে-অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসের দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তম্ (নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (উপশম প্রাপ্ত হয়); যত্র চ (এবং যে-অবস্থায়) আত্মনা (শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্ (সাক্ষাৎ করিয়া) আত্মনি (আত্মাতে) তুষ্যতি এব (তুষ্টি লাভ করে)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয় এবং যে-অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **যত্রোপরমতে**=যত্র+উপরমতে। **চৈবাত্মনাত্মানম্**=চ+এব+আত্মনা+আত্মানম্। **পশ্যন্নাত্মনি**=পশ্যন্+আত্মনি। **যত্র**=যদ্+ত্রল্ (সপ্তম্যাং)। **যোগসেবয়া**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; সেব্+অঙ্=সেবা; যোগস্য সেবা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন (করণে)। **নিরুদ্ধম্**=নি-রুধ্+ক্ত=নিরুদ্ধ, ২য়া একবচন। **চিত্তম্**=চিত্+ক্ত=চিত্ত, ১মা একবচন। **উপরমতে**=উপ-রম্+লট্ তে। **আত্মনা**=অত+মনিন্= আত্মন্, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **আত্মনি**=আত্মন্, ৭মী একবচন। **আত্মানম্**=আত্মন্, ২য়া একবচন। **পশ্যন্**=দৃশ্+শতৃ, ১মা একবচন। **তুষ্যতি**=তুষ্+লট্ তি॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্মৈব যোগ শব্দেনোক্তং, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ, তত্র মুখ্যো যোগঃ কঃ? ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—"যত্রেতি" সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[1] ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণে নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য ফলেন তমেব লক্ষয়তি যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি, ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ—যত্রেতি। যস্মিন্ কালে। উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি। নিরুদ্ধং সর্বতো নিবারিতপ্রচারম্। যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন। যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে। আত্মনা সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন। আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্বতো জ্যোতিঃস্বরূপম্। পশ্যন্নুপলভমানঃ। স্ব এবাত্মনি। তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যেমন অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষেপ না করিলে উহা ক্রমশঃ নির্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাসবশতঃ বাহ্যবিষয়ের সংসর্গ না হওয়ায় যোগীর চিত্তবৃত্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে চিত্তের উপরতি হইলে, রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাববশতঃ শুদ্ধ সত্ত্বভাবের উদ্রেক হয়। চিত্তের এই নির্মল স্বচ্ছাবস্থায় সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয়; এবং সেই সময়ে যোগী আত্মানন্দ লাভ করেন॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যত্র এব (যে-অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সুখং (যে-সুখ) তৎ বেত্তি (তাহা অনুভব করেন); স্থিতঃ চ (এবং যে-অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপভাব হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-অবস্থায় যোগী ইন্দ্রিয়ের অতীত ও কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখের

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১/২

অনুভব করেন এবং যে-অবস্থায় স্থিত হইলে আত্মস্বরূপভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হন না॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **স্থিতশ্চলতি**=স্থিতঃ+চলতি। **যত্র**=যদ্+ত্রল্ (সপ্তম্যাং)। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **বুদ্ধিগ্রাহ্যম্**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি; গ্রহ্+ণ্যৎ=গ্রাহ্য; বুদ্ধ্যা গ্রাহ্যম্—৩য়া তৎপুরুষ; **অতীন্দ্রিয়ম্**= ইন্দ+রন্=ইন্দ্র; ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; অতিক্রান্তম্ ইন্দ্রিয়ম্—প্রাদি তৎপুরুষ। **আত্যন্তিকম্**=অত্যন্ত+ঠক্= আত্যন্তিক; **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সুখম্**=সুখ+অচ্=সুখ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি। **চ**=অব্যয়। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত। **তত্ত্বতঃ**=তৎ+ত্ব (ভাবে)=তত্ত্বম্, তত্ত্ব+তসিল্ (পঞ্চম্যাং)। **ন**=অব্যয়। **চলতি**=চল্+লট্ তি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যৎ তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিকম্। অত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকম্। অনন্তমিত্যর্থঃ। যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যম্। বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যম্। অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতম্। অবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ। বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি। যত্র যস্মিন্ কালে। ন চৈবায়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতঃ। তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ। তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিষয়াস্বাদে যতদূর সুখ হওয়া সম্ভব, আত্মানন্দ তৎসর্বাপেক্ষা অধিক ও অবর্ণনীয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বা মলিন বুদ্ধি দ্বারা সেই আনন্দ গ্রহণ বা অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই। এবং সেই আনন্দ অনুভবকালে "আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি"— এইরূপ বোধ হয় না। কেননা এই অবস্থায় অন্তঃকরণবৃত্তি আত্মা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না॥২১॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যং চ (যে অবস্থাবিশেষ) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) [যোগী] অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকং (অধিক বলিয়া) ন মন্যতে (বোধ করেন না); যস্মিন্ (যে অবস্থাবিশেষে) স্থিতঃ (অবস্থান করিয়া) গুরুণা (দুঃসহ) দুঃখেন অপি (দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না এবং যে-অবস্থায় অবস্থান করিয়া কোনো দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হন না॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **যম্**=যদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **লব্ধ্বা**=লভ্‌+ক্ত্বাচ্। **অপরম্**=ন-পৃ+অপ্। **লাভম্**=লভ্‌+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **ততঃ**=তৎ+তসিল্‌=তত, পঞ্চম্যাং তসিল্। **অধিকম্**=অধি+ক, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **মন্যতে**=মন্+লট্ তে (কর্তরি)। **যস্মিন্**=যদ্ (পুং), ৭মী একবচন। **স্থিতঃ**=স্থা+ক্ত। **গুরুণা**=গৄ+কু=গুরু, ৩য়া একবচন। **দুঃখেন**=দুঃখ, ৩য়া একবচন। **অপি**=অব্যয়। **বিচাল্যতে**=বি-চল্+কর্মণি+ণিচ্+লট্ তে॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যদাত্মসুখস্বরূপং লব্ধ্বা ততোঽধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে, তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে। এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যং লব্ধ্বেতি। যং লব্ধ্বা—যমাত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চাপরং লাভমন্যল্লাভান্তরং ততোঽধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি। কিঞ্চ যস্মিনাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাঽপি ন বিচাল্যতে॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যোগী যখন এই আত্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার স্বর্গভোগ, অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই আত্মসংস্থিতিকালে শীত, আতপ, বায়ু, মশক, দংশকাদির উপদ্রব যোগীকে অনুভব করিতে হয় না। কেননা, যে-অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত বাহ্যবিষয়ের সংযোগ হইলে সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়, তাহা নিরুদ্ধ ও আত্মাতে সমাহিত থাকায় যোগীর বাহ্য কোনো ক্লেশাদি হইলেও তাহা তিনি জানিতে পারেন না এবং তজ্জন্য তিনি বিচলিতও হন না॥২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা॥২৩॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তং (সেই) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থাবিশেষকে) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে)। অনির্বিণ্ণচেতসা (অবসাদশূন্য হৃদয় কর্তৃক) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য) সংকল্পপ্রভবান্ (সঙ্কল্প হইতে জাত) সর্বান্ কামান্ (কামনাসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সর্ববিষয় হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) [যোগ অভ্যাস করা কর্তব্য]॥২৩-২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই অবস্থার নামই যোগ। এই অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্রও নাই, ইহা স্থির জানিবে এবং নির্বেদশূন্য হৃদয়ে ইহা অভ্যাস করা কর্তব্য। সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে পরিত্যাগ

করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয়ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া যোগী যোগসাধন করিবেন॥২৩-২৪॥

ব্যাকরণ ঃ তম্=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগম্**=সম্-যুজ্+ঘঞ্=সংযোগ; বি-যুজ্+ঘঞ্=বিয়োগ; দুখস্য সংযোগ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তেন বিয়োগঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **যোগ-সংজ্ঞিতম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; সম্-জ্ঞা+অঙ্+টাপ্=সংজ্ঞা, সংজ্ঞা+ইত=সংজ্ঞিত; যোগঃ সংজ্ঞা যস্য সঃ=যোগসংজ্ঞিতঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **বিদ্যাৎ**=বিদ্+বিধিলিঙ্ যাৎ। **অনির্বিণ্ণচেতসা**=নির্-বিদ্+ক্ত=নির্বিণ্ণ, ন নির্বিণ্ণ=অনির্বিণ্ণ; চিৎ+অসুন্=চেতস্; অনির্বিণ্ণং চেতঃ—কর্মধারয়; প্রকৃত্যাদিভ্যস্ঃ ৩য়া। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যোগঃ**=যুজ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **নিশ্চয়েন**=নির্-চি+অপ্=নিশ্চয়, ৩য়া একবচন। **যোক্তব্যঃ**=যুজ্+তব্য। **মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামম্**=মনসা+এব+ইন্দ্রিয়গ্রামম্। **সংকল্প-প্রভবান্**=সম্-ক্লৃপ্+ঘঞ্=সংকল্প; প্র-ভূ+ঘঞ্=প্রভব; সংকল্পাৎ প্রভবঃ—৫মী তৎপুরুষ, ২য়া বহুবচন। **সর্বান্**=সর্ব (পুং), ২য়া বহুবচন। **কামান্**=কম্+ঘঞ্=কাম, ২য়া বহুবচন। **অশেষতঃ**=শিষ্+ঘঞ্=শেষ; ন শেষঃ=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; অশেষ+তস্ (তৃতীয়ায়াম্-প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ ৩য়া)—অশেষতঃ। **ত্যক্ত্বা**=ত্যজ্+ক্ত্বাচ্। **মনসা**=মন্+অসুন্=মনস্, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **ইন্দ্রিয়গ্রামম্**—ইন্দ+রন্=ইন্দ্র, ইন্দ্র+ইয়=ইন্দ্রিয়; গম্+ঘঞ্=গ্রাম; ইন্দ্রিয়াণাং গ্রামঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **সমন্ততঃ**=সম্যক্ প্রকারেণ অন্তঃ=সমন্ত=৩য়া তৎপুরুষ; সমন্ত+তস্ (প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ তৃতীয়ায়াম্)=সমন্ততঃ। **বিনিয়ম্য**=বি-নি-যম্+ল্যপ্॥২৩-২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তমিত্যর্ধেন। দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ, "পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ"। যদ্বা, দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্বিণ্ণেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্বেদঃ। কিঞ্চ, সংকল্পেতি। সংকল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগ-প্রতিকূলান্ সর্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইত্যাদি পূর্বেণান্বয়ঃ॥২৩-২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত্রোপরমত ইত্যাদ্যারভ্য যাবদ্ভির্বিশেষণৈর্বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ উক্তঃ—তমিতি। তং বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ। দুঃখসংযোগবিয়োগং—দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ। তেন বিয়োগো দুঃখসংযোগবিয়োগঃ। তং দুঃখসংযোগবিয়োগম্। যোগ ইত্যেবং সংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাদ্বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বারম্ভেণ যোগস্য কর্তব্যতোচ্যতে। নিশ্চয়ানির্বেদয়োর্যোগসাধনত্ববিধানার্থম্। স যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন

যোক্তব্যঃ। অনির্বিণ্ণচেতসা—ন নির্বিণ্ণমনির্বিণ্ণম্। কিং তৎ? চেতঃ। তেন নির্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ।

কিঞ্চ—সংকল্পেতি। সংকল্পপ্রভবান্—সংকল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানং তে সংকল্পপ্রভবাঃ কামাঃ। তান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্বানশেষতো নির্লেপেন। কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেনেন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং। বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা। সমন্ততঃ সমন্তাৎ॥২৩-২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মাতে চিত্তবৃত্তির এইরূপ প্রগাঢ় সমাধান হইলে সেই অবস্থাকেই প্রকৃত যোগ বলা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলি কথিত—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"[১] এই সূত্রও ইহার পোষকতা করিতেছে। দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের সঙ্কোচ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগপূর্বক শনৈঃ শনৈঃ এই যোগ অভ্যাস করিতে হয়।

ভোগবাসনাযুক্ত জীবের মনোমালিন্য প্রযুক্ত কখনও স্রক্-চন্দন-বনিতাদি ভোগের, কখনও-বা স্বর্গীয় অমৃত বা অপ্সরা সম্ভোগের উদয় হয়। এই সঙ্কল্প হইতেই লোকের কাম্য কর্মাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বাহিরের কর্ম ত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যায় না। সঙ্কল্পজ কামনাত্যাগই যোগসাধনের অনুকূল। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংসর্গ করে বলিয়া কোনো কোনো সাধক ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চক্ষুকে অন্ধ, কর্ণকে বধির করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যোগসাধনার সাহায্য হয় না। যোগী চিত্তকেই অন্তর্মুখ করিয়া বিষয়ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রত্যাহার করিয়া চক্ষুরাদির নিগ্রহ করিবেন। চক্ষুরাদির অভিমুখে মনের গতি না হইলে চক্ষুরাদি আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া আসে॥২৩-২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্যানুগত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মন নিরুদ্ধ করিবেন), মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে নিহিত) কৃত্বা (করিয়া) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্রও) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন না)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ধৈর্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিরুদ্ধ করিবেন; এবং মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া আর কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ধৃতিগৃহীতয়া**=ধৃ+ক্তিন্=ধৃতি; গ্রহ্+ক্ত=গৃহীত, ধৃত্যা গৃহীতা—৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন (করণে)। **বুদ্ধ্যা**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধি, ৩য়া একবচন। **শনৈঃ**=অব্যয়। **উপরমেৎ**=উপ-রম্+ বিধিলিঙ্ যাৎ। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, ২য়া একবচন। **আত্মসংস্থম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা; সম্-স্থা+ক=সংস্থ; আত্মনি সন্তিষ্ঠতে ইতি—আত্মন্-সম্-স্থা+ক=আত্মসংস্থ—

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১/২

উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ২য়া একবচন। **কিঞ্চিৎ**=কিম্+চিৎ (অনিশ্চিতার্থে)। **অপি**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **কৃত্বা**=কৃ+ক্তাচ্। **চিন্তয়েৎ**=চিন্ত্+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদি তু প্রাক্তনকর্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ, তত্তুশনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি নিবর্তেত ইত্যর্থঃ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ন সহসা। উপরমেদুপরতিং কুর্য্যাৎ। কয়া? বুদ্ধ্যা। কিংবিশিষ্টয়া? ধৃতিগৃহীতয়া। ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া। ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ। আত্মসংস্থমাত্মনি সংস্থিতম্। আত্মৈব সর্বং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বাহ্যব্যাপারবিমুখকারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি। যখন সাধকের পবিত্র চিত্ত এই ধৃতির অনুগত হয়, তখনই তাঁহার যোগাভ্যাসের সুফল ফলিয়া থাকে। যোগীর মন সংযত হইয়া আসিলেও, চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধককে সময়ে সময়ে স্বপ্নবৎ বহির্বিষয়ে প্রবর্তনা করিলেও করিতে পারে। এই জন্য সেই স্বভাবচঞ্চল সংযত চিত্তকেও ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করা কর্তব্য। বলপূর্বক মনকে কেহ আত্মাতে নিহিত রাখিতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রথম তন্দ্রা, তৎপরে স্বপ্নাবস্থা ও পরিশেষে সুষুপ্ত্যবস্থার উদয় হয়, সেইরূপে সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে মনে, মনকে অহং-তত্ত্বে, অহং-তত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে ধীরে ধীরে পর্যবসিত করিতে পারিলে, তবে যোগীর মন আত্মাতে সংস্থিত ও আত্মাকারাকারিত হইয়া অবিচলিতভাবে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই কৌশলক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভগবান যোগীর মনকে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" এই উপদেশ দান করিয়াছেন। এখানে এইরূপ সংশয় হইতে পারে যে, মন "বিষয়চিন্তা" হইতে বিরত হইলেও, তাহার "আত্মচিন্তার" নিবৃত্তি কই? ভগবান যোগীর উপরত চিত্তকে যে কোনোরূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন, তাহা যেন নিষ্ফল বোধ হইতেছে। কিন্তু সাধক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান যোগীকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। "আমি আত্মার ধ্যান করিতেছি"—এই অভিমানপূর্ণ চিন্তার পরিহার করিতে বলাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক, রক্তজবার নিকটে থাকিলে উহা রক্তবর্ণাকার ধারণ করে, সেইরূপ যোগকৌশলে মন নির্মল হইলে উহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়। "আমি আত্মদর্শন করিতেছি"—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে মনে এই ভাবের উদয় হয় না। "আমি ঈশ্বর হইয়াছি"—তাহাও অনুভূত হয় না। তখন যে কী অবস্থা হয়, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিরও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য থাকে না। উহা অনির্বচনীয়॥২৫॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ চঞ্চলম্ অস্থিরং (চঞ্চল সেই জন্য অস্থির) মনঃ (চিত্ত) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (প্রত্যাহরণ করিয়া) এতৎ (এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ স্বভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে যত্নপূর্বক চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া দৃঢ়তররূপে আত্মারই অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্**=মনঃ+চঞ্চলম্+অস্থিরম্। **ততস্ততো**=ততঃ+ততঃ। **নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব**=নিয়ম্য+এতদ্+আত্মনি+এব। **চঞ্চলম্**=চঞ্চ্+অলচ্=চঞ্চল, ১মা একবচন। **অস্থিরম্**=স্থা+কিরচ্=স্থির, ন স্থির—অস্থির—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মন, ১মা একবচন। **যতঃ**=যদ্+তস্ (সপ্তম্যাম্)। **নিশ্চরতি**=নির্-চর্+লট্ তি। **ততঃ**=তদ্+তস্ (পঞ্চম্যাম্)। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **নিয়ম্য**=নি-যম্+ল্যপ্। **আত্মনি**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৭মী একবচন। **এব**=অব্যয়। **বশম্**=বশ্+অন্=বশ, ২য়া একবচন। **নয়েৎ**=নী+বিধিলিঙ্ যাৎ॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্যাদিত্যাহ—যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্যাৎ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্তুং প্রবৃত্তো যোগী—যত ইতি। যতো যতো যস্মাদ্‌যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্নিশ্চরতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষাৎ। মনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলম্। অত এবাস্থিরম্। ততস্ততস্তস্মাত্তস্মাচ্ছব্দাদের্নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তযাথাত্ম্যনিরূপণেনাভাসীকৃত্য। বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্মন আত্মন্যেব বশং নয়েৎ। আত্মবশ্যতামাপাদয়েৎ। এবং যোগাভ্যাসবলাদ্‌যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কৌশলক্রমে মন সংযত হইলেও তাহার স্বাভাবিক অস্থির ভাব শীঘ্র বিদূরিত হয় না। মনের এই চঞ্চল স্বভাব যে পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অভিভূত বা তিরোহিত না হয়, সে পর্যন্ত যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প। যে নারী পিত্রালয়ে অবস্থান কালে প্রতিবাসিমণ্ডলীর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহার গৃহ-নিরুদ্ধ হইয়া বাস করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে বহির্বিচরণে তাহার একান্ত ইচ্ছা হইলেও, শ্বশ্রূ ও ননদাদির তাড়নাভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এই অবস্থায় মর্মব্যথা পাইয়া সেই নারী অত্যন্ত ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহার ইহ-পরলোকের একমাত্র গতি প্রাণপতির সহিত প্রণয় প্রগাঢ় হয়, তখন সে আর বাহিরে যাইতে চাহে না; পতির নিরুদ্ধ গৃহই

তাহার আনন্দনিকেতন হইয়া উঠে। সেইরূপ জন্মজন্মান্তরের বহির্বিষয়সুখসংস্কারাপন্ন ও বহির্বিচরণশীল চিত্তকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে নিজস্বভাবগুণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, স্মৃতি, তন্দ্রা, অতিভোজন ও অতিশ্রম আদি সমাধিবিরোধী ব্যাপারে ধাবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইবেন। অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হইয়া গেলে তাহার প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যদোষের নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নিবাত দীপশিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির থাকিবে॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শান্তরজসং (রজোবৃত্তিরহিত) প্রশান্তমনসম্ (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত) এনং হি (এই) যোগিনম্ (যোগীকে) উত্তমং সুখম্ (পরম সুখ) উপৈতি (আশ্রয় করে)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রশান্তচিত্ত যোগী যখন রজস্তমোগুণাদি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রশান্তমনসম্**=প্র-শম্+ক্ত=প্রশান্ত; মন্+অসুন্=মন; প্রশান্তং মনঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **শান্তরজসম্**=শম্+ক্ত=শান্ত; রন্জ্+অসুন্=রজস্; শান্তং রজঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **অকল্মষম্**=কর্মন্-সো+ক=কল্মষ; নাস্তি কল্মষং যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **ব্রহ্মভূতম্**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন=ব্রহ্ম; ভূ+ক্ত=ভূত; ব্রহ্ম-ভূ+ক্ত=ব্রহ্মভূত—উপপদ তৎপুরুষ। **এনম্**=এতদ্, (পুং), ২য়া একবচন। **যোগিনম্**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ২য়া একবচন। **উত্তমম্**=উৎ-তম্+অন্। **সুখম্**=সুখ্+ক=সুখ, ২য়া একবচন। **উপৈতি**=উপ-ই+লট্ তি। **হি**=অব্যয়॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনো বশীকুর্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তেতি। এবমুক্তপ্রকারেণ; শান্তং রজো যস্য তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রশান্তমনসমিতি। প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনাঃ। তং প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপগচ্ছতিশান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তম্। ব্রহ্মৈব সর্বমিত্যেবং নিশ্চয়বন্তং ব্রহ্মভূতম্। অকল্মষং ধর্মাধর্মাদিবর্জিতম্॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে-সময়ে যোগীর চিত্ত রজোগুণাভাবে বহির্বিষয়ে বিক্ষেপযুক্ত হয় না ও তমোগুণাভাবে তন্দ্রাদিতে আসক্ত হয় না এবং সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যবর্জিত হইয়া আত্মাতেই

অবিচলিত থাকে, তখন সংযোগ, ভোগ, বিয়োগ আদি দুঃখের হেতুসকল আর তাহাতে আদৌ প্রতিবিম্বিত হইতে পায় না। চিত্তের সেই আত্মাকারাকারিতাবস্থায় অনির্বচনীয় সুখের উদয় হইয়া থাকে॥২৭॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এবম্ (এই প্রকারে) আত্মানং (মনকে) সদা যুঞ্জন্ (সর্বদা যুক্ত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) অত্যন্তং সুখং (নিরতিশয় সুখরূপ) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্থিতি) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই প্রকারে নিজ মনকে সর্বদা বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ (ধর্মাধর্মবর্জিত) যোগী অনায়াসে ব্রহ্মরূপ অবিচ্ছিন্ন সুখানুভব করিয়া থাকেন॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **এবম্**=অব্যয়। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **সদা**=সর্ব+দাচ্ (কালে)। **যুঞ্জন্**=যুজ্+শতৃ, ১মা একবচন। **বিগতকল্মষঃ**=বি-গম্+ক্ত=বিগত; কর্মন্-সো+ক=কল্মষ; বিগতং কল্মষং যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ১মা একবচন। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **সুখেন**=সুখ্+ক=সুখ, ৩য়া একবচন। **ব্রহ্মসংস্পর্শম্**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন=ব্রহ্ম; সম্-স্পৃশ্+ঘঞ্=সংস্পর্শ; ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। ব্রহ্মসংস্পর্শ+অচ্ (সুখের বিশেষণ)। **অত্যন্তম্**=অতিক্রান্তম্ অন্তম্—প্রাদি তৎপুরুষ। **সুখম্**=সুখ্+ক=সুখ, ২য়া একবচন। **অশ্নুতে**=অশ্+লট্ তে॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্বন্ বিশেষেণ সর্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়বর্জিতঃ। সদা সর্বদাত্মনঃ। বিগতকল্মষো বিগতপাপঃ। সুখেনানায়াসেন। ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শম্। সুখমত্যন্তমুৎকৃষ্টং নিরতিশয়সুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে মনকে আত্মাতে সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার বিষয়দৃষ্টিজনিত সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য আদি বিকারবুদ্ধি নাই, তিনি ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ সুগম উপায়ে ("সুখেন") সমাধির অন্তরায় সমস্ত নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যোগসমাধির অন্তরায় যথা ঃ ১—ব্যাধি [জ্বরাদি বিকার], ২—স্ত্যান [যোগের আসনাদি করিবার অযোগ্যতা], ৩—সংশয় [আমি সিদ্ধ হইতে পারিব কি না ইত্যাদি ভাবনা], ৪—প্রমাদ [যোগসাধন করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও তাহা না করা], ৫—আলস্য [কফাদিজনিত শরীরের ও ঔদাস্যাদিজনিত

মনের নিরুদ্যোগ], ৬—অবিরতি [বিষয়বিশেষের জন্য নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা], ৭—ভ্রান্তিদর্শন [যোগ করিয়া হয়তো সিদ্ধি হয় না এবং যোগ না করিয়া কৌশলে সিদ্ধি (ইন্দ্রজালাদির ন্যায়) হয় ইত্যাকার বুদ্ধি], ৮—অলব্ধভূমিকত্ব [যোগে একাগ্রতার অভাব], ৯—অনবস্থিতত্ব [যোগসাধনে যত্নের শৈথিল্য]—এই অন্তরায়সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া সিদ্ধিলাভ করা অতি তীব্রবৈরাগ্যবান পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা সুকঠিন। এই জন্য ভগবান পতঞ্জলি "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা"[১] [অথবা ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা] এই যোগসূত্রে ভক্তিপূর্বক ভগবৎসেবা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার সুগম উপায়ের সঙ্কেত করিয়াছেন। সকলে সমান অধিকারী হয় না। যাহার যেরূপ সামর্থ্য হইবে, তাহার তদনুরূপ সাধনকৌশল অবলম্বন করা কর্তব্য। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কঠোর হইতে কঠোরতর সাধনার অনুকূল, তাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবেন। কিন্তু যে সাধু-মহাত্মাদিগের চিত্ত কোমলভাবরসামৃতসিক্ত, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ভক্তিযোগের সাধনা করিলে সমস্ত বাধাবিমুক্ত হইয়া নির্বিঘ্নে ("সুখেন") পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন। অতএব মানব! যদি অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ভক্তিযোগের সাধনা করো, ইহাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য॥২৮॥

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বত্র সমদর্শনঃ (সর্বত্র সমদর্শী) যোগযুক্তাত্মা (যোগনিরত পুরুষ) আত্মানং (আত্মাকে) সর্বভূতস্থং (সর্বভূতে স্থিত) সর্বভূতানি চ (এবং সর্বভূত) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূত দর্শন করিয়া থাকেন॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্ (স্থানে)। **সমদর্শনঃ**=সম্+অচ্=সম; দৃশ্+অনট্=দর্শনম্; সমানং দর্শনম্ অস্য অস্তি ইতি—সম-দৃশ্+অনট্+অচ্=সমদর্শনঃ, ১মা একবচন। **যোগযুক্তাত্মা**=যুজ্+ঘঞ্= যোগ; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; যোগেন যুক্ত আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **আত্মানম্**=অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **সর্বভূতস্থম্**=সর্বাণি ভূতানি—সর্বভূতানি—কর্মধারয়; সর্বভূতেষু তিষ্ঠতি যঃ সঃ— উপপদ তৎপুরুষ; সর্বভূত-স্থা+ক=সর্বভূতস্থ, ২য়া একবচন। **সর্বভূতানি**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়, ২য়া বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **আত্মনি**=আত্মন্, ৭মী একবচন। **ঈক্ষতে**=ঈক্ষ্+লট্ তে॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্বভূতস্থমিতি যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ তথা স স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদি-পরিচ্ছেদশূন্যং সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষ্ববস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি॥২৯॥

১ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১/২৩

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্বসংসারবিচ্ছেদকারণং তৎ প্রদর্শ্যতে—সর্বেতি। সর্বভূতস্থং সর্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানম্। সর্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি। ঈক্ষতে পশ্যতি। যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সন্। সর্বত্র সমদর্শনঃ সর্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সর্বভূতেষু সমং নির্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্বত্র সমদর্শনঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ নির্বিঘ্নযোগসমাধিকালে যোগীর মন যখন আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন তাহার পূর্বাবস্থায় (মলিনাবস্থায়—আত্মযোগ-বিরহিতাবস্থায়) যে জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইত এবং মনোবৃত্তির বৈষম্যগুণে এক ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশস্বরূপ দৃশ্যমান সংসারে সমস্ত বস্তুই স্বতন্ত্র—এইরূপ যে ভেদবুদ্ধির উদয় হইত, এক্ষণে আর সেইরূপ হইতে পারে না। মনোবৃত্তি যখন বিষয়াকারাকারিত থাকে, তখন জীবের ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না। আবার, যখন সেই বৃত্তি যোগের সুকৌশলে ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন বিষয়দৃষ্টি হয় না। ইন্ধন যেমন প্রজ্বলিত হুতাশনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে সে ইন্ধনরূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মন আত্মাতে সংস্থিতিকালে তাহার স্বভাবগত জড়-মলিন ভাব পরিহার করিয়া চৈতন্যাংশমাত্রে আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় যোগীন্দ্র পুরুষ সূত্রজালে বস্ত্রত্ব এবং বস্ত্রে সূত্রত্ব দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই সর্বপ্রপঞ্চজগৎ এবং প্রপঞ্চজগৎ একমাত্র আত্মারই বিকাশ—এইরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টি বা বৈষম্যবুদ্ধি যোগযুক্তাবস্থায় বিদূরিত হইয়া যায়॥২৯॥

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) সর্বত্র (জগতের সকল পদার্থে) মাং (আমাকে) পশ্যতি (দেখেন) ময়ি চ (আমাতেও) সর্বং (সমস্ত প্রপঞ্চ) পশ্যতি (দেখেন), তস্য (তাঁহার পক্ষে) অহং (আমি) ন প্রণশ্যামি (পরোক্ষ হই না), স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (পরোক্ষ হন না)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে যোগি-পুরুষ সর্বপ্রপঞ্চ মধ্যে আমাকে (আত্মারূপ ভগবানকে) দর্শন করেন এবং আমার মধ্যে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে পান, সেই যোগি-পুরুষের পক্ষে আমি পরোক্ষ হই না এবং সেই যোগি-পুরুষও আমার পরোক্ষ হন না॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **যঃ**=যদ্, (পুং) ১মা একবচন। **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্ (স্থানে)। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **ন**=অব্যয়। **প্রণশ্যামি**=প্র-নশ্+লট্ মি। **স**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রণশ্যতি**=প্র-নশ্+লট্ তি॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং

কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি—প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্ণামীত্যর্থঃ॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে—যো মামিতি। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং সর্বস্যাত্মানং সর্বত্র ভূতেষু। সর্বং চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্বাত্মনি পশ্যতি। তস্যৈবমাত্মৈকত্বদর্শিনোঽহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি। স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ বিদ্বান্ মে মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি। ন পরোক্ষো ভবতি। তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ। স্বাত্মা হি মমাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্ব শ্লোকে তত্ত্বমসি[1] মহাবাক্যের শুদ্ধ "ত্বম্" পদ নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্লোকে "তৎ" পদ নিরূপিত হইতেছে। "তৎ" পদ-প্রতিপাদ্য চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দঘন হইয়াও মায়োপহিত সমস্ত প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ। যে যোগি-পুরুষ প্রপঞ্চজগতের দিকে তাকাইলে তাঁহাকেই সত্তারূপে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার দিকে তাকাইলে তৎশক্তিরূপিণী মহামায়ার মহাতরঙ্গ মধ্যে জগৎপ্রপঞ্চকে নৃত্য করিতে দেখিতে পান, সেই যোগী তাঁহাকে সাধারণ জীববুদ্ধিগম্য পরোক্ষ বিষয় মনে না করিয়া অপরোক্ষভাবে দর্শন করিয়া থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পরোক্ষ ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত আছে "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি"[2]—পরমাত্মা জীবের আত্মারূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাতে পরোক্ষ জ্ঞান থাকায় তিনি জীবকে জন্মমরণরূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন না। গৃহমধ্যে যদি গুপ্তধন থাকে, তাহা জানিতে না পারিলে সেই ধন থাকায় গৃহস্বামীর কিছুমাত্র ফল হয় না॥৩০॥

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যে যোগী) সর্বভূতস্থিতং (সর্বভূতস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ আস্থিতঃ (অভিন্নরূপে অবধারণপূর্বক) ভজতি (আরাধনা করেন) সঃ (সেই) যোগী (যোগি-পুরুষ) সর্বথা বর্তমানঃ অপি (সকল প্রকার অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতে) বর্ততে (অবস্থান করেন)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে যোগি-পুরুষ সর্বভূতস্থিত আমাকে ("তৎ" পদার্থকে) আপনার ("ত্বম্" পদার্থের) সহিত অভিন্নরূপে অবধারণপূর্বক অপরোক্ষ জ্ঞান করেন, সেই যোগি-পুরুষ যেকোনো প্রকারে যেকোনো অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভেদস্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন॥৩১॥

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭; ৬/৯/৪, ইত্যাদি
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৪/১৫

ব্যাকরণ ঃ **ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ**=ভজতি+একত্বম্+আস্থিতঃ। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সর্বভূতস্থিতম্**=সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়; সর্বভূতেষু তিষ্ঠতি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; সর্বভূত-স্থা+ক=সর্বভূতস্থ, ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **একত্বম্**=এক+ত্ব (ভাবে), ২য়া একবচন। **আস্থিতঃ**=আ-স্থা+ক্ত, ১মা একবচন। **ভজতি**=ভজ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **সর্বথা**=সর্ব+থাল্ (প্রকারে)। **বর্তমানঃ**=বৃত্+শানচ। **অপি**=অব্যয়। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **বর্ততে**=বৃত্+লট্ তে॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্বভূতস্থিতমিতি। সর্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্বথা কর্মপরিত্যাগেনাপি বর্তমানো ময্যেব বর্ততে—মুচ্যতে, ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাচ্চাহমেব সর্বাত্মৈকত্বদর্শী—ইত্যেতৎ পূর্বশ্লোকার্থং সম্যগ্‌দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষোঽভিধীয়তে—সর্বেতি। সর্বথা সর্বপ্রকারৈর্বর্তমানোঽপি সম্যগ্‌দর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ততে। নিত্যমুক্ত এব সঃ। ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্বোক্ত শ্লোকদ্বারা "ত্বম্" ও "তৎ" পদার্থের নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে তদ্দ্বয়ের অভেদ ভাব দেখাইয়া "তত্ত্বমসি"[১] মহাবাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন। সূক্ষ্ম পরমাত্মার সত্তারূপ পরব্রহ্মের মায়োপহিত বিকাশ বিশেষের নাম ঈশ্বর এবং মায়োপাধি ঘনীভূত হইলেই সেই চিদংশজের নাম জীব। এইরূপ বস্তুবিচারপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি"[২]—এইরূপে অপরোক্ষানুভব করিয়া জীব আপনাতে ও ব্রহ্মেতে অভিন্ন বোধ করিয়া থাকে। তখন উপাস্য উপাসক আদি পরোক্ষ বুদ্ধি তিরোহিত হয়॥৩১॥

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) যঃ (যে ব্যক্তি) সর্বত্র (সর্বভূতে) আত্মৌপম্যেন (নিজের ন্যায়) [অন্যের] সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং (সমভাবে) পশ্যতি (দেখেন) সঃ যোগী (সেই যোগীই) পরমঃ মতঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখ-দুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন সেই যোগী সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সর্বত্র**=সর্ব+ত্রল্ (স্থানে)।

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬/৮/৭ ইত্যাদি
২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ১/৩/১০

আত্মৌপম্যেন=উপমায়া ভাবঃ ইতি—উপমা+ষ্যঞ্=ঔপম্যম্, আত্মনঃ ঔপম্যম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন (প্রকৃত্যাদিভ্যশ্চ ৩য়া)। **যদি**=অব্যয়। **বা**=অব্যয়। **সুখম্**=সুখ্+ক=সুখ, ২য়া একবচন। **বা**=অব্যয়। **দুঃখম্**=দুঃখ+ক=দুঃখ, ২য়া একবচন। **সমম্**=সম্+অচ্, ২য়া একবচন। **পশ্যতি**=দৃশ্+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **পরমঃ**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ড, ১মা একবচন। **মতঃ**=মন্+ক্ত॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। "যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপী"তি সর্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চান্যৎ—আত্মেতি। আত্মৌপম্যেনাত্মা স্বয়মেবোপমীয়ত ইত্যুপমা। তস্যা উপমায়া ভাব ঔপম্যম্। তেনাত্মৌপম্যেন। সর্বত্র সর্বভূতেষু। সমং তুল্যম্। পশ্যতি যোঽর্জুন। স কিং সমং পশ্যতীতি? উচ্যতে—যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলম্। বাশব্দশ্চার্থে। যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মৌপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্বভূতেষু সমং পশ্যতি। ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরতি। অহিংসক ইত্যর্থঃ। য এবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোঽভিপ্রেতঃ সর্বযোগিণাং মধ্যে॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই ব্রহ্মসমাধির অবস্থা লাভ করিলেই যে সাধনার শেষ হইল তাহা নহে। মূর্ছাকালে যেমন রোগী সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, সেইরূপ যোগের সুকৌশলে এই মহামূর্ছারূপ সমাধিকালে যোগীর সাময়িক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইতে পারে, সাময়িক আত্মপর ভেদবুদ্ধির তিরোভাব হইতে পারে, সাময়িক আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণ বিনাশ ও বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইলে এই অবস্থা নিত্য নিরবচ্ছিন্নরূপে যোগীর আয়ত্ত হইতে পারে না। সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত ব্রহ্মসমাধি করিলে সংসারের বীজস্বরূপ সংস্কারময় বাসনারাশি ও ভেদবুদ্ধির আধারভূমি মন সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় তুমি, আমি, তিনি—এই ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন সমস্ত সংসার একটি সূক্ষ্ম সত্তায় দৃশ্যমান বিরাট প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে শরীরের যেকোনো অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে শুশ্রূষা বা আঘাত হইলে, যেমন তোমার হৃদয়ে সুখ বা দুঃখের বোধ হইয়া থাকে; সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত প্রাণীই আত্মার সত্তারূপ বিরাটদেহের এক-একটি অঙ্গ বা অংশবিশেষ বলিয়া প্রতীত হয়। জগতের কোথাও কোনো প্রাণীর কোনো সুখ বা দুঃখ হইলে, সূক্ষ্মশক্তিসূত্রযোগে যোগীর হৃদয়েও সেই সুখ বা দুঃখ তরঙ্গের আঘাত আসিয়া পৌঁছিবে এবং যে-যোগী সেই সুখ-দুঃখ নিজ সুখ-দুঃখেরই ন্যায় অনুভব করিবেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥৩২॥

অর্জুন উবাচ

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥৩৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[(হে)] মধুসূদন (হে মধুসূদন!) ত্বয়া (তোমা কর্তৃক) সাম্যেন (সমতারূপ) অয়ং (এই) যঃ (যে) যোগঃ (যোগতত্ত্ব) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল), এতস্য (ইহার) স্থিরাং (অচল) স্থিতিং (অবস্থান) চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)। [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চঞ্চলং (চঞ্চল) প্রমাথি (ইন্দ্রিয়সমূহের ক্ষোভকারক) বলবৎ (বলবান) দৃঢ়ম্ (দৃঢ়) অহং (আমি) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিগ্রহ) বায়োঃ ইব (বায়ুর নিগ্রহের ন্যায়) সুদুষ্করং (কঠিন) মন্যে (বোধ করিতেছি)॥৩৩-৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন! তুমি যে আত্মার সমতারূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে তাদৃশ ভাব দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না। হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, প্রমাথি, বলবান এবং দৃঢ়। সেই মনের নিগ্রহ করা আমার পক্ষে বায়ুনিগ্রহের ন্যায় কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে॥৩৩-৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুনঃ**=অর্জ+উনন্, সম্বোধেন ১মা। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **মধুসূদন**=মধু-সূদি+অন্; মধুং সূদয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **ত্বয়া**=যুষ্মদ্, ৩য়া একবচন। **সাম্যেন**=সম্+ঘঞ্=সাম্য, ৩য়া একবচন। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **যঃ**—যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যোগঃ**=যুজ্+ঘঞ্। **প্রোক্তঃ**=প্র-ব্রূ+ক্ত। **চঞ্চলত্বাৎ**=চঞ্চ্+অলচ্=চঞ্চল; চঞ্চল+ত্ব=চঞ্চলত্ব, ৫মী একবচন। **এতস্য**=এতদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **স্থিরাম্**=স্থা+কিরচ্=স্থির, স্থির+টাপ্=স্থিরা, ২য়া একবচন। **স্থিতিম্**=স্থা+ক্তি=স্থিতি, ২য়া একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **পশ্যামি**=দৃশ্+লট্ মি। **বায়োরিব**=বায়োঃ+ইব। **কৃষ্ণ**=কৃষ্+নক্। **হি**=অব্যয়। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মন, ১মা একবচন। **চঞ্চলম্**=চঞ্চ্+অলচ্=চঞ্চল, ১মা একবচন। **প্রমাথি**=প্র-মন্থ্+ণিনি=প্রমাথিন্, (ক্লীব) ১মা একবচন (বারি শব্দ তুল্য)। **বলবৎ**=বল+মতুপ্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **দৃঢ়ম্**=দৃহ্+ক্ত, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **নিগ্রহম্**=নি-গ্রহ্+অপ্=নিগ্রহ, ২য়া একবচন। **বায়োঃ**=বায়ু, ৬ষ্ঠী একবচন। **ইব**=অব্যয়। **সুদুষ্করম্**=দুর্-কৃ+খল্=দুষ্কর, (ক্লীব) ১মা একবচন=দুষ্করম্; সু (অতিশয়েন) দুষ্করম্ ইতি—সুদুষ্করম্—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। **মন্যে**=মন্+লট্ এ॥৩৩-৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি, সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ।

এতৎস্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলং, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং

দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্বথা কর্তুমশক্যং মন্যে॥৩৩-৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্‌দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃখসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুর্ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন সমত্বেন হে মধুসূদন। এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভে। চঞ্চলত্বান্মনসঃ। কিম্? স্থিরামচলাং স্থিতিম্। প্রসিদ্ধমেতৎ।

চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণেতি কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপম্। ভক্তজনপাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণঃ। যস্মান্মনশ্চঞ্চলম্। ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ প্রমথনশীলম্। প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি। কিঞ্চ বলবৎ প্রবলম্। ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যম্। দুর্নিবারত্বাৎ। কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যম্। তস্যৈবম্ভূতস্য মনসোঽহং নিগ্রহং নিরোধং মন্যে বায়োরিব। যথা বায়োর্দুষ্করো নিগ্রহস্ততোঽপি মনসো দুষ্করং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ॥৩৩-৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মনোনিরোধশক্তির পরাকাষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হইলেও সমস্ত সংশয় নিরসনার্থ অর্জুন বলিতেছেন যে, মনের প্রকৃতি যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে এই স্থির ভাব চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন, তাহা পরে বলিতেছেন।

একে তো চঞ্চল পদার্থকেই ধরিয়া রাখা কঠিন, মন কেবল চঞ্চল নহে, তাহার উপদ্রবে ইন্দ্রিয় ও শরীর পর্যন্ত সদাই ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনই বলবান যে, কেহই তাহাকে সেদিক হইতে ফিরাইতে পারে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দন করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর। "কৃষ্ণ" এই পদের দ্বারা ভক্তবর্গের পাপদৌর্বল্যবারকত্ব ও সর্বপুরুষার্থসিদ্ধির সামর্থ্য সূচিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এই সম্বোধন দ্বারা এই অসম্ভব কার্যসিদ্ধির তুমিই একমাত্র উপায়-বিধান-কর্তা, ইহাই অর্জুন প্রকাশ করিলেন॥৩৩-৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥৩৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—[হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) মনঃ দুর্নিগ্রহং চলম্ (চঞ্চল মন সহজে নিগৃহীত হয় না) [তাহাতে] অসংশয়ং (সন্দেহ নাই), তু (কিন্তু) [হে]

কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) [উহা] অভ্যাসেন (অভ্যাস দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে॥৩৫॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্=ভগবৎ, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মনস্, ১মা একবচন। **দুর্নিগ্রহম্**=দুর্-নি-গ্রহ্+অপ্=দুর্নিগ্রহ, ১মা একবচন। **চলম্**=চল্+অচ্=চল, ১মা একবচন। **অসংশয়ম্**=সম্-শী+অচ্=সংশয়; ন সংশয়= অসংশয়—নঞ্ তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্। **অভ্যাসেন**=অভি-অস্+ ঘঞ্=অভ্যাস, ৩য়া একবচন (করণে ৩য়া)। **বৈরাগ্যেণ**=বিরাগ+ষ্যঞ্=বৈরাগ্য, ৩য়া একবচন (করণে ৩য়া) চ=অব্যয়। **গৃহ্যতে**=গৃহ্+কর্ম্মণি লট্ তে॥৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি এতন্নিঃসংশয়মেব, তথাপি তু বিষয়াচিন্তনপূর্বকম্ অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়য়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেণ চ গৃহ্যতে; অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে।" ইতি॥৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শ্রীভগবানুবাচ—এবমেতদ্‌যথা ব্রবীষি—অসংশয়মিতি। অসংশয়ং নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো। কিন্ত্বভ্যাসেন তু—অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাংচিৎ সমানপ্রত্যয়া বৃত্তিশ্চিত্তস্য। বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্বৈতৃষ্ণ্যম্। তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে। বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্য। এবং তন্মনো গৃহ্যতে। নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ॥৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন রুদ্রাদিকেও পরাভব করিয়াছেন; সুতরাং, তাঁহার কোনো প্রকার শক্তি বা সামর্থ্যের অভাব নাই, এই জন্য "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা তুমি মনকে জয় করিতে পারিবে, নিরাশ হইও না—এইরূপ সঙ্কেত করিলেন। এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা তুমি আমার পিতৃষ্বসৃপুত্র—পরমাত্মীয়, সুতরাং, আমি উপদেশাদি দ্বারা তোমার কার্যার্থ যথোচিত সাহায্য করিব, এই আভাস প্রকাশ করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা অনেকে মনোনিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেমন, সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে ভোগেচ্ছার উদয় হয় বলিয়া, কেহ কেহ রূপবতী স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এইরূপ হঠকারিতা দ্বারা মনোবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা নিতান্ত মূঢ়ের চেষ্টা। মনকে শাসন করিতে হইলে অধ্যাত্মবিদ্যালাভ, সজ্জনসমাগম, বাসনাত্যাগ ও প্রাণস্পন্দননিরোধ—এই চারিটি উৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিলে প্রপঞ্চজগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া,

চিত্তবৃত্তি পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত ও আত্মানন্দ উপভোগে অনুরক্ত হয়। সজ্জনসমাগমে পুনঃপুনঃ তত্ত্বোপদেশশ্রবণে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয় এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বিষয়ভোগস্পৃহা কমিয়া আসে। সংসারবাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিলে মনে নিত্যনূতন সঙ্কল্পের ঢেউ উঠে না। তাহাতে মনের চঞ্চলতা কমিয়া যায় এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণস্পন্দন রোধ করিতে পারিলে মনের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের দিকে স্ফুরিত হয় না। আত্মাতে মনের সমাধি ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসে। ভগবান দুর্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবলমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মনোরূপ মত্তমাতঙ্গশাসনের অঙ্কুশস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবান পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"[১]—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ"[২]—শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য মানসিক উৎসাহরূপ যত্ন দৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়বাসনা বিচলিত করিতে পারে না। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে যোগসিদ্ধির বিঘ্ন হইবার ভয় থাকে না। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্"[৩]—স্ত্রী, অন্ন, পান, মৈথুন, ঐশ্বর্যাদিজনিত দৃষ্ট বিষয়সুখ এবং শাস্ত্রমুখে বিস্তৃত স্বর্গাদির সুখ (আনুশ্রবিক)—এই উভয় প্রকার সুখে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য বলে। এই বশীকার বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্রিগুণাত্মক কোনো বিষয় ব্যবহারে চিত্তে তৃষ্ণার উদয় হয় না। এই জন্যই ভগবান মনোনিগ্রহের বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ের কথা উল্লেখ না করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই প্রধান বলিয়া বর্ণন করিলেন॥৩৫॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ॥৩৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ (যোগ) দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (মত)। তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) উপায়তঃ (সদুপায়ের দ্বারা) [যোগ] অবাপ্তুং (লাভ করা) শক্যঃ (সাধ্য)॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ যোগ দুষ্প্রাপ্য। কেবল যে ব্যক্তি যত্নশীল এবং যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সদুপায় দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন॥৩৬॥

ব্যাকরণ ঃ **অসংযত-আত্মনা**=সম্-যম্+ক্ত=সংযত, ন সংযত—অসংযত—নঞ্ তৎপুরুষ। অত+মনিন্=আত্মন্, ৩য়া একবচন। অসংযতঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ৩য়া একবচন। **যোগঃ**=যুজ্+ঘঞ্। **দুষ্প্রাপঃ**=দুর্-প্র-আপ্+অচ্, ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মতিঃ**=মন্+ক্তি, ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **উপায়তঃ**=উপ-ই+ঘঞ্=উপায়, উপায়+তস্ (তৃতীয়ায়াং

---
১ যোগসূত্র, ১/১২
২ তদেব, ১/১৩
৩ তদেব, ১/১৫

তসিল্)। **যততা**=যত্+শতৃ (আর্ষপ্রয়োগ), ৩য়া একবচন। **বশ্যাত্মনা**=বশ্+যৎ=বশ্য; বশ্য আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ৩য়া একবচন। **অবাপ্তুম্**=অব-আপ্+তুমুন্। **শক্যঃ**=শক্+যৎ॥৩৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। উক্তপ্রকারেণাভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য, তেন যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ; অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্তী আত্মা চিত্তং যস্য; তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ॥৩৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽসংযতাত্মা যোগো দুষ্প্রাপো দুঃখেন প্রাপ্যত ইতি মে মতিঃ। যস্তু পুনর্বশ্যাত্মা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা মনো যস্য স বশ্যাত্মা। তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাদুপায়াৎ॥৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে আত্মাতে সংযত করিতে পারেন না, তাঁহার এই যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব নহে। বৈরাগ্যের পরিপাকদ্বারা যাঁহার চিত্ত বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, তিনিই কেবল পুরুষার্থ সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। অনেক লোক বেদান্ত শাস্ত্রাদি পাঠানন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াও আলস্য বা অযত্নবশতঃ ব্রহ্মানন্দলাভে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রারব্ধই বলবান। এই পুরুষগণ "আমার প্রারব্ধে নাই, তাই হইল না"—এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দেন। কিন্তু বুদ্ধিমান পুরুষগণ চিরদিনই পুরুষার্থ সাধনের দ্বারা কার্য সিদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। সাংসারিক সুখ ও দুঃখভোগ শুভ ও অশুভ কর্মের ফলস্বরূপ—প্রারব্ধজনিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রারব্ধে যাহা আছে, তাহাই হইবে—এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করো, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে-সকল কর্মে (নিষ্কাম কর্ম, ভগবদ্ভক্তি, তপ, যোগাদি) ভোগার্থ অদৃষ্ট বিরচিত হয় না, তাহার উন্নতির জন্য, পুরুষার্থ সাধন ব্যতীত প্রারব্ধের উপর নির্ভর করা নিতান্ত নির্বোধের কার্য। এই বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "উপায়তঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান পুরুষার্থ সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন॥৩৬॥

অর্জুন উবাচ

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাপূর্বক যোগসাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (প্রযত্নহীন পুরুষ) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (ভ্রষ্টচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিম্ (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (লাভ না করিয়া) কাং গতিং (কী প্রকার গতি) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)?॥৩৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়াও যোগসাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই, অথবা যোগসাধন করিতে করিতে চিত্তচাঞ্চল্য দোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কী প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন?॥৩৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুনঃ**=অর্জ+উনন্। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **কৃষ্ণ**=কৃষ্+নক্, সম্বোধনে ১মা। **শ্রদ্ধয়োপেতো**=শ্রদ্ধয়া+উপেত; শ্রৎ-ধা+অঙ্=শ্রদ্ধা, ৩য়া একবচন; উপ-ই+ক্ত=উপেত। **অযতিঃ**=যত্+ই=যতি; ন যতি=অযতি—নঞ্ তৎপুরুষ। **যোগাৎ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ৫মী একবচন। **চলিতমানসঃ**=চল্+ক্ত=চলিত; মনস্+অণ্=মানস; চলিতং মানস যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যোগসংসিদ্ধিম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; সম্-সিধ্+ক্তি=সংসিদ্ধি; যোগে সংসিদ্ধি—৭মী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **অপ্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্=প্রাপ্য, ন প্রাপ্য=অপ্রাপ্য—গতি সমাস। **কাম্**=কিম্, (স্ত্রী) ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তি=গতি, ২য়া একবচন। **গচ্ছতি**=গম্+লট্ তি॥৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদযোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি?॥৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেঽলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্মাণি সংন্যস্তানি। যোগসিদ্ধফলং চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্‌দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জুন উবাচ—অযতিরিতি। অযতিরপ্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা চোপেতঃ। যোগাদন্তকালেঽপি চলিতং মানসং মনো যস্য স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্মৃতিঃ। সোঽপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্‌দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি॥৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পূর্ব পূর্ব শ্লোকে পরম যোগীদিগের যোগসিদ্ধির কথা ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এক্ষণে অর্জুনের জিজ্ঞাস্য এই যে, কেহ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান আদি সাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ মননাদি করিয়াও পরমায়ুর অল্পতাবশতঃ যদি যোগসিদ্ধির সম্যক যত্ন করিতে অবকাশ না পান, অথবা চিত্তবৈকল্যবশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ অপুনরাবৃত্তি ও অবিদ্যাবীজের বিনাশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয় না। হে অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ! তাঁহার তবে কী প্রকার গতি হইবে?॥৩৭॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥৩৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ়

হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ (উভয় হইতেই ভ্রষ্ট) [ব্যক্তি] ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)?॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় এবং কর্ম ও উপাসনা—এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না?॥৩৮॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ব্রহ্মণঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পথি**=পথিন্, ৭মী একবচন। **বিমূঢ়**=বি-মুহ্+ক্ত। **অপ্রতিষ্ঠঃ**=প্র-স্থা+অঙ্+টাপ্=প্রতিষ্ঠা; নাস্তি প্রতিষ্ঠা যস্য সঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **উভয়-বিভ্রষ্টঃ**=বি-ভ্রন্শ্+ক্ত=বিভ্রষ্ট; উভয়েভ্যঃ বিভ্রষ্টঃ—৫মী তৎপুরুষ। **ছিন্নাভ্রমিব**=ছিদ্+ক্ত=ছিন্ন; ছিন্নম্ অভ্রম্=ছিন্নাভ্রম্—কর্মধারয়। ন=অব্যয়। **নশ্যতি**=নশ্+লট্ তি। **কচ্চিৎ**=ক+চিৎ॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্মণামীশ্বরেঽর্পিতত্বাৎ-অননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি, যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি; এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিং বা নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমভ্রং পূর্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্ত সন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ॥৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিমুভয়বিভ্রষ্টঃ কর্মমার্গাদ্‌যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সংশ্চিন্নাভ্রমিব ন নশ্যতি? কিং বা নশ্যতি? অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ। হে মহাবাহো বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে॥৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান ভক্তগণের বিঘ্নবিপদরাশি নিজ ধর্মার্থকামমোক্ষফলপ্রদ মঙ্গলময় ভুজবলে নিবারণ করিয়া থাকেন বলিয়া অর্জুন "হে মহাবাহো" এই সম্বোধন করিলেন। যিনি অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃযান মার্গে গমনের সাধনরূপ "কর্মের" অনুষ্ঠান করেন না এবং দেবযান মার্গে গমনের সাধনরূপ "উপাসনা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ যোগসাধন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, এইরূপে কর্ম ও জ্ঞান—এতদুভয়েরই ফললাভে যিনি বঞ্চিত, তিনি কি বায়ুবিতাড়িত ছিন্নভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হন না?॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥৩৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সংশয়) অশেষতঃ (সর্বতোভাবে) ছেত্তুম্ (ছেদ করিতে) [তুমি] অর্হসি (সমর্থ), হি (যেহেতু) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (নিবারক) ন উপপদ্যতে (পাওয়া যায় না)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত করিয়া দাও; কেননা, তুমি ভিন্ন আমার এই সংশয় আর কেহই ছেদন করিতে পারিবে না॥৩৯॥

ব্যাকরণ ঃ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ=ছেত্তুম্+অর্হসি+অশেষতঃ **কৃষ্ণ**=কৃষ্+নক্। মে-অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সংশয়ম্**=সম্-শী+অচ্, ২য়া একবচন। **অশেষতঃ**= শিষ্+ঘঞ্=শেষ; ন শেষঃ=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; অশেষঃ+তস্ (তৃতীয়ায়াং তসিল্)। **ছেত্তুম্**= ছিদ্+তুমুন্। **অর্হসি**=অর্হ+লট্ সি। **হি**=অব্যয়। **ত্বদন্যঃ**=যুস্মদ্+৫মী একবচন=ত্বৎ; ত্বৎ+অন্য। **অস্য**= ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **সংশয়স্য**=সংশয়, ৬ষ্ঠী একবচন। **ছেত্তা**=ছিদ্+তৃচ্, ১মা একবচন। ন=অব্যয়। **উপপদ্যতে**=উপ-পদ্+লট্ তে॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ত্বয়ৈব সর্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি। এতৎ মে ইত্যাদি এতৎ এনং ছেত্তা নিবর্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমপনেতুমর্হস্যশেষতঃ। ত্বদন্যস্ত্বত্তোঽন্য ঋষির্দ্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন সম্ভবতি। অতস্ত্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ॥৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অর্জুন ভাবিলেন—ভগবানের ন্যায় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরমকৃপালু জগদ্গুরু আর কোথায় পাইব? অন্য ঋষি বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার মনের বিকলতাবশতঃ অথবা প্রশ্ন করিবার ভাষার অপটুতা ও অপূর্ণতার জন্য যে-সংশয় আমি ব্যক্ত করিতে পারিব না, আমার মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে, সেই সকল কথার বিচারপূর্বক সদুত্তর দান করা অন্তর্যামী ভগবান ব্যতীত আর কাহারও সামর্থ্য নাই। তাই ভগবানকে বলিলেন, তুমি ভিন্ন আমার এই সংশয় আর কেহ দূর করিতে পারিবে না॥৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥৪০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—[হে] পার্থ (হে পার্থ!) তস্য (তাঁহার) ইহ এব (ইহলোকে) বিনাশঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই), অমুত্র (পরলোকে) ন (বিনাশ নাই), [হে] তাত (হে তাত!) হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠানকারী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না)॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে বিনষ্ট হন না। হে তাত! শাস্ত্রবিহিতকার্যের অনুষ্ঠানকারী কোনো ব্যক্তিরই দুর্গতি হয় না॥৪০॥

ব্যাকরণ ঃ ভগবান্=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **পার্থ**=পৃথা+অণ্,

সম্বোধনে ১মা। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **ইহ**="অস্মিন্" স্থলে (স্থানার্থে) ইহ আদেশ হয়। **এব**=অব্যয়। **বিনাশঃ**=বি-নশ্+ঘঞ্। **ন**=অব্যয়। **বিদ্যতে**=বিদ্+লট্ তে। **অমুত্র**=অদস্ শব্দের ৭মীর "অমুস্মিনের" স্থলে ত্রল্ প্রত্যয় যোগে অমুত্র। **হি**=অব্যয়। **তাত**=তন্+ক্ত=তাত (পুত্র বা বৎস) সম্বোধনে। **কশ্চিৎ**=কঃ+চিৎ। **কল্যাণকৃৎ**=কল্য-অণ্+ঘঞ্=কল্যাণ; কল্যাণ+কৃ+ক্বিপ্=কল্যাণকৃৎ। **দুর্গতিম্**=দুর্+গতি, ২য়া একবচন। **গচ্ছতি**=গম্+লট্ তি॥৪০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্, অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি, অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি॥৪০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পার্থেতি। হে পার্থ নৈবেহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি। নাশো নাম পূর্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ। স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি। ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃচ্ছুভকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতি কুৎসিতাং গতিম্। হে তাত! তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে। পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। শিষ্যোঽপি পুত্রবদিত্যপুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। গচ্ছতি॥৪০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাহারা স্বেচ্ছাচারপূর্বক কর্ম বা উপাসনা পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃযান দেবযানের অধিকারী নহে; তাহারা ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়গামী হয়। কিন্তু যোগিগণ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থানুসারেই যোগসাধনার্থ কর্ম ও উপাসনা মার্গ পরিত্যাগ করেন; শাস্ত্রবিহিত একটি মাত্র কার্যের অনুষ্ঠান করিলেও যখন জীবের সদ্‌গতি হয়, তখন যে-যোগী কার্যারম্ভ হইতে মরণ পর্যন্ত শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার দুর্গতি হইবে কেন? শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মবিচার ও সন্ন্যাস, ইহাদের অন্যতম একটিরও সাধন করিলে জীবের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যোগী যখন এই চারিটিরই সাধন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার যে কোনো দুর্গতিই হইবে না তাহাতে সংশয় নাই। ভগবানকে পরমগুরু জানিয়া অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, এই শ্লোকে জগদ্‌গুরু ভগবান এই জন্য অর্জুনকে ভ্রাতা বা সখা সম্বোধন না করিয়া শিষ্যের ন্যায় "হে তাত" এইরূপ বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিলেন॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট পুরুষ) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যাত্মাদিগের) লোকান্ (লোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু দৈব বর্ষ) উষিত্বা (নিবাস করিয়া) শুচীনাং (পবিত্র) শ্রীমতাং (ধনবানদিগের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন)॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া তথায় বহু (দৈব) বর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগভ্রষ্টঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; ভ্রন্শ্+ক্ত=ভ্রষ্ট; যোগাৎ ভ্রষ্টঃ—৫মী তৎপুরুষ। **পুণ্যকৃতাম্**=পূ+ডুণ্য=পুণ্য; পুণ্য-কৃ+ক্বিপ্=পুণ্যকৃৎ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **লোকান্**=লোক+ঘঞ্=লোক, ২য়া বহুবচন। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। **শাশ্বতীঃ**=শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত, শাশ্বত+ঙীপ্=শাশ্বতী, ২য়া বহুবচন (অত্যন্তসংযোগে ২য়া)। **সমাঃ**=সম+অচ্+টাপ্। **উষিত্বা**=বস্+ক্ত্বাচ্। **শুচীনাম্**=শুচ্+কি=শুচি, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **শ্রীমতাম্**=শ্রী+মতুপ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **গেহে**=গেহ+৭মী একবচন। **অভিজায়তে**=অভি-জন্+লট্ তে॥৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণাম-অশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয়। শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি॥৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং তস্য ভবতি?—প্রাপ্যেতি। যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্। তত্র চোষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরান্। তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাম্। শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে গৃহে। যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কোনো কোনো যোগী বিষয়বাসনার বশবর্তী হইয়া মনোবৈকল্যবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন; আর কেহ-বা অল্পকালে মৃত্যুসমাগমজন্য বিষয়বৈরাগ্য সত্ত্বেও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ভগবান এই শ্লোকে প্রথম প্রকার যোগভ্রষ্টদিগের কীরূপ গতি হইবে তাহাই বলিতেছেন; তাঁহারা অর্চিরাদি মার্গের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণে সংবৎসরকাল তথায় বাস করেন; তথাকার ভোগাবসান হইলে পৃথিবীস্থ কোনো পবিত্র রাজকুলে জনকাদি মহারাজের ন্যায়, অথবা কোনো ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অসদ্বৃত্তিশীল ধনাঢ্যগণ সম্পত্তি পাইয়া অনেক দুষ্কার্য করিয়া থাকে। এই জন্য যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেইরূপ দুষ্টকুলে না জন্মিয়া সদাচারসম্পন্ন শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিয়া থাকেন॥৪১॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥৪২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অথবা (অথবা) যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (কুলে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন), ঈদৃশং (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহা) [ইহ] লোকে (জগতে) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ)॥৪২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অথবা, যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন; এইরূপ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ॥৪২॥

ব্যাকরণ ঃ **অথবা**=অব্যয়। **ধীমতাম্**=ধী+মতুপ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **যোগিনাম্**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **এব**=অব্যয়। **কুলে**=কুল্+ক=কুল, ৭মী একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **ঈদৃশম্**=ইদম্-দৃশ্+কঞ্, ১মা একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **জন্ম**=জন্+মনিন্। **লোকে**=লোক+ঘঞ্=লোক, ৭মী একবচন। **এতৎ**=এতদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **হি**=অব্যয়। **দুর্লভতরম্**=দুর্-লভ্+খল্=দুর্লভ; দুর্লভ+তরপ্=দুর্লভতর, ১মা একবচন॥৪২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে। এতজ্জন্ম স্তৌতি ঈদৃশং জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ॥৪২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অথবেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে। ধীমতাং বুদ্ধিমতাম্। এতদ্ধি জন্ম যদ্দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্বমপেক্ষ্য। লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে॥৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই শ্লোকে ভগবান দ্বিতীয় প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কীরূপ গতি হইবে তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি মরণান্তে ক্ষণবিধ্বংসী স্বর্গসুখ বা পার্থিব ঐশ্বর্যসুখরূপ মহাগর্তে নিপতিত হন না; তাঁহার সাধনকালীন শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যসূত্র ব্রহ্মবেত্তা দরিদ্র যোগীর গৃহে তাঁহাকে আবির্ভূত করে। পৃথিবীতে যোগীর গৃহে জন্ম হওয়া বড়ই দুর্লভ। শ্রীমন্তের গৃহে জন্মাপেক্ষা যোগীর গৃহে জন্ম শ্রেষ্ঠতর। কেননা, শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিলে উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্রালংকার, সুন্দরী স্ত্রীর সমাগম ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপকর অনেক কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যোগীর গৃহে সেই সকল উপদ্রব নাই, কেবল কীরূপে ব্রহ্মলাভ হইবে, কীরূপে হারানো ধন পুনর্লাভ হইবে, তাহারই সদ্ব্যবস্থা হইয়া থাকে॥৪২॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥৪৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) [সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ] তত্র (সেই জন্মে) পৌর্বদেহিকং (পূর্বজন্মকৃত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন), ততঃ চ (তদনন্তর) ভূয়ঃ (পুনর্বার) সংসিদ্ধৌ (মুক্তির নিমিত্ত) যততে (যত্ন করেন)॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥৪৩॥

ব্যাকরণ ঃ **কুরুনন্দন**=কুরোঃ নন্দনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (স্থানে)। **পৌর্বদেহিকম্**=পূর্বঃ দেহঃ—কর্মধারয়; পূর্বদেহ+ঠক্=পৌর্বদেহিক, ২য়া একবচন। **তম্**=

তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **বুদ্ধিসংযোগম্**=বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি; সম্-যুজ্+ঘঞ্=সংযোগ; বুদ্ধ্যা সংযোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **লভতে**=লভ্+লট্ তে। **ততঃ**=তদ্+তস্ (পঞ্চম্যাং তসিল্)। **চ**=অব্যয়। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **সংসিদ্ধৌ**=সম্-সিধ্+ক্তি=সংসিদ্ধি, ৭মী একবচন (বিষয়াধিকরণে) **যততে**=যত্+লট্ তে॥৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি, পূর্বদেহভবং পৌর্বদৈহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি॥৪৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাৎ—তত্রেতি। তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লভতে। পৌর্বদেহিকং পূর্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্বদেহিকম্। যততে চ প্রযত্নং করোতি। ততস্তস্মাৎ পূর্বকৃতাৎ সংস্কারাদ্ভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধিনিমিত্তং হে কুরুনন্দন॥৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মহারাজ কুরু ভারতবর্ষের অতি পুণ্যশ্লোক ও চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। ভগবান অর্জুনকে "কুরুনন্দন" বলিয়া সম্বোধনপূর্বক এই সঙ্কেত করিলেন যে, তুমিও যোগভ্রষ্ট, তুমি যত্ন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা লোককে যে কুকর্মে ও সৎকর্মে প্রবৃত্ত দেখি, তাহা লোকের কেবলমাত্র ইহজন্মকৃত ইচ্ছার উচ্ছ্বাস নহে; তাহার পূর্বজন্মের সংস্কারানুরূপ প্রবৃত্তিই এই জন্মে সৎ বা অসৎ কার্যক্ষেত্রে প্রেরণা করে। মৃত্যু হইলে স্থূলদেহ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু মনোময় সূক্ষ্মশরীর বিনষ্ট হয় না। দেহধারণকালে জীব কার্যক্ষেত্রে যে শুভ ও অশুভ সঙ্কল্পপূর্বক কার্য করিয়া থাকে, সেই কর্মফলগুলি সংস্কারস্বরূপে লিঙ্গশরীরকে বেষ্টন করিয়া ধর্ম বা অধর্ম রূপ অদৃষ্ট রচনা করে। এই সংস্কারই পরজন্মের প্রবৃত্তিরাশির নিয়ন্তা। মনে কর, তুমি কলিকাতা হইতে কাশী আসিতেছ—প্রথম দিন বাষ্পীয় যান হইতে বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ অবতরণ করিলে, তৎ পরদিন যখন কাশী আসিতে থাকিবে, তখন কি তুমি বৈদ্যনাথ হইতে যাত্রা না করিয়া আবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে পার? অর্থাৎ, যতটুকু পথ আসিয়াছ, তথা হইতেই চলিতে হইবে। সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছেন, এই জন্মে তাহারই পর হইতে সাধন আরম্ভ করিবেন; তাঁহাকে জ্ঞানসাধনের প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে না॥৪৩॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥৪৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) অবশঃ অপি (যত্ন না করিলেও) তেন এব (সেই) পূর্বাভ্যাসেন (পূর্বাভ্যাসবশতঃ) হ্রিয়তে (অভিভূত হন), যোগস্য (তত্ত্বজ্ঞানের) জিজ্ঞাসুঃ অপি (জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিবর্ততে (অতিক্রম করেন)॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্বাভ্যাসবশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া

থাকে। তিনি আত্মজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্মফল অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন॥৪৪॥

ব্যাকরণ ঃ **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **তেন**=তদ্ (পুং), ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **পূর্বাভ্যাসেন**=পূর্ব+অচ্=পূর্ব; অভি-অস্+ঘঞ্=অভ্যাস; পূর্বঃ অভ্যাসঃ—কর্মধারয়, ৩য়া একবচন। **অপি**=অব্যয়। **অবশঃ**=বশ্+অচ্=বশ; ন বশঃ=অবশঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **হ্রিয়তে**=হৃ+কর্মণি লট্ তে। **যোগস্য**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ, ৬ষ্ঠী একবচন। **জিজ্ঞাসুঃ**=জ্ঞা+সন্ (ইচ্ছার্থে)+উ, ১মা একবচন। **শব্দব্রহ্ম**=শব্দ্+অচ্=শব্দ; বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন=ব্রহ্ম; শব্দঃ এব ব্রহ্মঃ—রূপক কর্মধারয়। **অতিবর্ততে**=অতি-বৃত্+লট্ তে॥৪৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তত্র হেতুঃ—পূর্বেতি। তেনৈব পূর্বদেহ-কৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে, বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং; ন তু প্রাপ্তযোগঃ, এবম্ভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ততে, বেদোক্ত-কর্মফলান্যতিক্রামতি, তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥৪৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথংভূতং পূর্বদেহবুদ্ধিসংযোগমিতি? উচ্যতে—পূর্বেতি। যঃ পূর্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ স পূর্বাভ্যাসঃ। তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ। হি যস্মাদবশোঽপি স যোগভ্রষ্টঃ। ন কৃতং চেৎ যোগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরধর্মাদিলক্ষণং কর্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণ হ্রিয়তে। অধর্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগজোঽপি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব। তৎক্ষয়ে তু যোগঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্যমারভতে। ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশস্তস্যাস্তীতি। অতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্নপি যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ—সন্ন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ— সোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তকর্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ততেঽপাকরিষ্যতি। কিমুত বুদ্ধা যো যোগং তন্নিষ্ঠোঽভ্যাসং কুর্য্যাৎ॥৪৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে কামিনী-কাঞ্চন আদির অভাববশতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভের বিঘ্ন না হইতে পারে; কিন্তু যিনি আমোদপ্রমোদ ও উৎসবপূর্ণ ঐশ্বর্যসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জ্ঞানলাভ করা সুদূরপরাহত; কেননা, বিষয়রাশি তাঁহাকে ভোগাসক্ত করিয়া তুলে। অর্জুনের মনোগত এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, শ্রীমন্তের গৃহজাত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব জ্ঞানাভ্যাসের সংস্কার এতই প্রবল ও তীব্র যে, বিষয়রাশি সম্মুখে আসিলেও পূর্বসংস্কারের তীব্রতেজের সম্মুখে ভোগবাসনারূপ তিমিররাশি কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারে না। বিনা যত্নে তাঁহার মন তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ধাবিত হইবে। বেদোক্ত কর্মরাশির ফল তত্ত্বজিজ্ঞাসার অপরিমেয় পবিত্র বলকে অভিভূত করিতে পারে না; তাই যোগীর পূর্ববাসনানুরূপ ভোগার্থ বিষয় উপস্থিত হইয়াও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারকে অভিভূত করিতে পারে না। অর্জুনই ইহার সাক্ষিস্বরূপ। আজ

কোথায় ভারতসাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য বীরদর্পে মহা সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন, রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আজ কোথায় বৈরিশোণিতে অবগাহন করিবেন; তাহা না করিয়া বিষয়সুখ জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত। আজ তাঁহার পূর্বজ্ঞানসংস্কার ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে উত্তেজিত হওয়ায় তিনি ভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন; আজ সাম্রাজ্যসুখও অর্জুনের তত্ত্বজ্ঞানচিন্তাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥৪৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ (প্রযত্নপূর্বক) [অধিক] যতমানঃ (যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (পরমা গতি) যাতি (লাভ করেন)॥৪৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে যোগি-পুরুষ পূর্বপ্রযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে ঐরূপ জন্মগ্রহণ করেন এবং সাধনপরিপাকদ্বারা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥৪৫॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়। **প্রযত্নাৎ**=প্র-যত্‌+নঙ্‌=প্রযত্ন, ৫মী একবচন (অপেক্ষার্থে)। **যতমানঃ**= যত্‌+শানচ্‌, ১মা একবচন। **সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ**=সম্‌-শুধ্‌+ক্ত=সংশুদ্ধ; কিল্‌+টিষচ্‌=কিল্বিষ; সংশুদ্ধং কিল্বিষং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যোগী**=যুজ্‌+ঘিনুণ্‌=যোগিন্‌, ১মা একবচন। **অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ**= জন্‌+মনিন্‌=জন্ম; সম্‌-সিধ্‌+ক্ত=সংসিদ্ধ; ন একম্—অনেকম্—নঞ্‌ তৎপুরুষ; অনেকেষু জন্মসু সংসিদ্ধঃ—৭মী তৎপুরুষ। **ততঃ**=তদ্‌+তস্‌ (পঞ্চম্যাং তসিল্‌)। **পরাম্**=পৄ+আ=পরা, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্‌+ক্তিন্‌=গতি, ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্‌ তি॥৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি, তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ, সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥৪৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি?—প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাদ্‌যতমানোঽধিকতরং যতমান ইত্যর্থঃ। তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ। অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোঽনেকজন্মসংসিদ্ধঃ। ততো লব্ধসম্যগ্‌দর্শনঃ সন্ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্॥৪৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জন্মে জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবের পাপবাসনা বিনষ্ট হয়; তৎপরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বিমল বুদ্ধির উদয় হয়। অতঃপর, তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়। এই যোগাভ্যাসক্রমে জীবের আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিপাক হইলে মুক্তিলাভ হয়॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন॥৪৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যোগী (যোগি-পুরুষ) তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ); জ্ঞানিভ্যঃ অপি (পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ); যোগী (যোগি-পুরুষ) কর্মিভ্যঃ চ (কর্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইহা আমার] মতঃ (অভিমত); তস্মাৎ (অতএব) [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) [তুমি] যোগী ভব (যোগী হও)॥৪৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জুন! তুমি যোগী হও॥৪৬॥

ব্যাকরণ ঃ **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **তপস্বিভ্যঃ**=তপস্+বিনি=তপস্বিন্, ৫মী বহুবচন (অপেক্ষার্থে)। **অধিকঃ**=অধি+ক। **জ্ঞানিভ্যঃ**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানিন্, ৫মী বহুবচন (অপেক্ষার্থে)। **অপি**=অব্যয়। **কর্মিভ্যঃ**=কর্মন্+ইনি=কর্মিন্, ৫মী বহুবচন (অপেক্ষার্থে)। **চ**=অব্যয়। **মতঃ**=মন্+ক্ত। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্। **তস্মাদ্**=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন (হেতৌ)। **ভব**=ভূ+লোট্ হি॥৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি-তপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি, জ্ঞানিভ্যঃ, শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি, কর্মিভ্য ইষ্টপূর্তাদিকর্ম-কারিভ্যোঽপি, যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাৎ ত্বং যোগী ভব॥৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী। জ্ঞানিভ্যোঽপি। জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যম্। তদ্বদ্ভ্যোঽপি মতো জ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। কর্মিভ্যঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম। তদ্বদ্ভ্যোঽধিকো যোগী বিশিষ্টো যস্মাত্তস্মাদ্যোগী ভবার্জুন॥৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা কেবল কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোব্রত করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা যাগযজ্ঞাদি কার্যে ব্যস্ত, আর যে-সকল জ্ঞানী আত্মাকে পরোক্ষ বোধ করেন, তৎসমুদয় অপেক্ষা একমাত্র মুক্তিপিপাসু যোগী শ্রেষ্ঠ; কেননা তাদৃশ যোগী তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥৪৬॥

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণের মধ্যেও) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্

(শ্রদ্ধাযুক্ত) মদ্‌গতেন অন্তরাত্মনা (মদ্‌গত চিত্ত দ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (আরাধনা করেন), সঃ (সেই যোগী) মে যুক্ততমঃ মতঃ (আমার মতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)॥৪৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্‌গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥৪৭॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **শ্রদ্ধাবান্**=শ্রৎ-ধা+অঙ্=শ্রদ্ধা; শ্রদ্ধা+মতুপ্, ১মা একবচন। **মদ্‌গতেন**=গম্+ক্ত=গত; মাং গত=মদ্‌গত, ৩য়া একবচন। **অন্তরাত্মনা**=অন্তঃ আত্মা—কর্মধারয়, ৩য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজতে**=ভজ্+লট্ তে। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সর্বেষাম্**=সর্ব (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **যোগিনাম্**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **যুক্ততমঃ**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত; যুক্ত+তমপ্=যুক্ততম, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মতঃ**=মন্+ক্ত, ১মা একবচন॥৪৭॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগীনামপীতি। মদ্‌গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ॥৪৭॥

"আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরাণাং মধ্যে মদ্‌গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাত্মনাঽন্তঃকরণেন। শ্রদ্ধাবাঞ্ছ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাম্। স মে মম যুক্ততমোঽতিশয়েন যুক্তো মতোঽভিপ্রেত ইতি॥৪৭॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ সাধন করিয়া সজ্জনসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করিয়া ভগবদ্‌গতপ্রাণ ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হন, তিনিই অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ যোগীই সকল সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে-ব্যক্তি ভক্তিহীন হইয়া যোগাভ্যাস করে, সে বিশুষ্ক নীরস ইক্ষুদণ্ড চর্বণ করে মাত্র। এই শ্লোকে ভগবান ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ এবং অর্জুনকে ভক্তিযোগের নির্মল পথের পথিক হইতে সঙ্কেত করিলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমে ভগবান চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত কর্মযোগের ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর

কর্মসন্ন্যাস এবং সাঙ্গোপাঙ্গ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে অর্জুনের আক্ষেপ নিবারণপূর্বক মনোনিগ্রহের উপায় বলিয়াছেন। তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষার্থশূন্যতার সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল উপদেশ দ্বারা কর্মকাণ্ড এবং "ত্বম্" পদ নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্"—এই বচনে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা দ্বারা "তৎ" পদার্থ নিরূপণ করিবেন, তাহারই সূচনা করিলেন॥৪৭॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—[হে] পার্থ (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) [তুমি] যোগং যুঞ্জন্ (যোগাভ্যাস করিয়া) সমগ্রং (সর্ববিভূতিসম্পন্ন) মাং (আমাকে) যথা (যেরূপে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়রূপে) জ্ঞাস্যসি (বিদিত হইবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ করো)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) একান্ত আসক্তচিত্ত ও আমার নিতান্ত শরণাগত, অতএব পূর্বোক্ত যোগাভ্যাস করিয়া তুমি নিঃসংশয়রূপে সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে (পরমেশ্বরকে) কী প্রকারে বিদিত হইবে, তাহা শ্রবণ করো॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। উবাচ=ব্রূ+লিট্ অ। **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **আসক্তমনাঃ**=আ-সন্জ্+ক্ত=আসক্ত; মন্+অসুন্=মনস্; আসক্তং মনঃ যস্য সঃ—আসক্তমনাঃ—বহুব্রীহি। **মৎ-আশ্রয়ঃ**=আ-শ্রি+অচ্=আশ্রয়; অহম্ এব আশ্রয়ঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ, ২য়া একবচন। **যুঞ্জন্**=যুজ্+শতৃ, ১মা একবচন। **সমগ্রম্**=সম্-গ্রহ্+ড=সমগ্র, ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অসংশয়ম্**=সম্-শী+অচ্=সংশয়ঃ; ন সংশয়ঃ=অসংশয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **জ্ঞাস্যসি**=জ্ঞা+লৃট্ স্যসি। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **শৃণু**=শ্রু+লোট্ হি॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সংযোগং সমুদাহৃতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে "মদগতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মতঃ" ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশস্ত্বং, যস্য ভক্তিঃ কর্তব্যা? ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ, মদাশ্রয়ঃ অহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স

মে যুক্ততমো মতঃ॥ ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেবেদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং মদ্গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বর আসক্তং মনো যস্য স ময্যাসক্তমনাঃ। হে পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্বন্। মদাশ্রয়োঽহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য স মদাশ্রয়ঃ। যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি স তৎসাধনং কর্মাগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। অয়ং তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। হিত্বাঽন্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি। যস্ত্বমেবংভূতঃ সন্নসংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্যাদিগুণসম্পন্নং, মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ—এবমেব ভগবানিতি—তচ্ছৃণূচ্যমানং ময়া॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ গীতার প্রথম ষট্‌কে সর্বকর্মসন্ন্যাসরূপ সাধনের বিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে; উহারই মধ্যে যোগ ও "ত্বম্" পদের লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় [মধ্য] ষট্‌কে ভগবান ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনপূর্বক "তৎ" পদার্থের লক্ষ্যস্বরূপ পরমাত্মার ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবান ইতঃপূর্বে "যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" শ্লোকে যে ভগবদ্ভক্তিমার্গের সূচনা করিয়াছেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহারই বিশেষরূপ ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবানের কী প্রকার স্বরূপের আরাধনা করিতে হইবে, কী প্রকারে তাঁহাতে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, অর্জুন এই কথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তের প্রাণসখা কৃপালু ভগবান তাঁহার মনোগত ভাব জানিয়াই এতৎ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতেছেন।

ভৃত্য প্রভুর আশ্রিত হইয়াও তাঁহাতে আসক্ত না হইয়া নিজ স্ত্রী পুত্রাদিতেই আসক্ত হয়, কিন্তু অর্জুনকে আশ্রিত ও আসক্ত উভয়তঃ অনুগত জানিয়াই কৃপা ও প্রেমের বশীভূত হইয়া ভগবান বলিতেছেন যে, আমার পূর্বোক্ত মনোনিরোধাদি যোগকৌশলের কথা শুনিয়াছ, কিন্তু তদভ্যাসের কোনো প্রকার অঙ্গ ভঙ্গ হইলে হয়তো পরমাত্মাকে না-ও জানিতে পার। কিন্তু যে উপায়ে সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে "নিঃসংশয়"-রূপে জানিতে পারিবে, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ করো॥১॥

মন্তব্য ঃ ময্যাসক্তমনাঃ=আমাতে (ঈশ্বরে) প্রবল অনুরাগসম্পন্ন ব্যক্তি। দেখা যায়, প্রতি কার্যেই সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে ষোলো আনা জ্ঞান এবং টান না থাকিলে কার্যসিদ্ধিতে বিঘ্ন হয়, বিলম্ব হয়। সেই জন্য আধ্যাত্মিক পথের প্রথম কথা ভগবান বলিলেন, আমাতে প্রবল অনুরাগ থাকা দরকার।

ভগবানের সহিত যোগ করিবার কালে তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার বিভূতি, ঐশ্বর্য প্রভৃতিতেও সাধকের মন কখনও কখনও ধাবিত হয়। ভগবানের ঐশ্বর্যাদিতে মন ধাবিত হইলে অনেকসময় তাঁহার প্রতি আকর্ষণ একটু কম হইতে পারে। বৈষ্ণবরা বলেন, মর্যাদা হইতে কোটি সুখ স্নেহপূর্ণ আচরণে। সাধককে সাবধানে থাকিতে হইবে, ভগবানের উপর টান আছে, না ঐশ্বর্যের

মর্যাদার উপরই মন পড়িয়া আছে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (যেমন ব্রাহ্মরা বলিত ঃ "হে ভগবান তুমি ফুল, ফল করিয়াছ..." ইত্যাদি।)

ভগবানের উপর প্রীতি অবিচল থাকিলে মন সর্বদা তাঁহাতেই যুক্ত থাকে। সুতরাং, ভগবানের ঐশ্বর্য, মাধুর্য ষোলো আনাই জানিতে বুঝিতে পারা যায়। যেমন, কোনো এক জন প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন বাস করিলে তাহার অন্তরের বাহিরের সব ব্যাপারই জানা যায়, ইহা ঠিক তদ্রূপ। খুব ভক্তির সহিত ভগবানের উপাসনা করিলে শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়াও ভগবানের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" পড়িলে সেই কথা সহজেই বোধগম্য হয়॥১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (অনুভব সহিত) ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (অশেষ প্রকারে) বক্ষ্যামি (বলিব); যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ইহ (শ্রেয়োবিষয়ে) ভূয়ঃ অন্যৎ (আর কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি তোমাকে যে সাধন ফলাদি সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলিতেছি, সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **তে**=যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সবিজ্ঞানম্**=বি-জ্ঞা+অনট্=বিজ্ঞান; বিজ্ঞানেন সহ বর্তমানঃ যৎ তথা স্যাৎ= সবিজ্ঞানম্—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্, ২য়া একবচন। **অশেষতঃ**=শিষ্+অচ্=শেষঃ; ন শেষঃ=অশেষঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; অশেষঃ+তস্ (তৃতীয়ায়াম্)। **বক্ষ্যামি**=ব্রূ+লৃট্ স্যামি। **যৎ**=যদ্, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **ইহ**—"অস্মিন্" স্থলে স্থানার্থে "ইহ" আদেশ হয়। **ভূয়ঃ**=বহু+ঈয়সুন্=ভূয়স্, (ক্লীব), ১মা একবচন। **অন্যৎ**=অন্য (সর্ব) ১মা একবচন। **জ্ঞাতব্যম্**—জ্ঞা+তব্য (ক্লীব), ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অবশিষ্যতে**=অব-শিষ্+লট্ তে (ভাবে)॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ বক্ষ্যমাণং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞানমনুভবস্তৎ-সহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি, যজ্জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্তমানস্য পুনরন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি, তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তচ্চ মদ্বিষয়ং—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। অশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন। তজ্জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায়। যজ্জ্ঞাত্বা যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনমবশিষ্যতে নাবশেষো ভবতীতি। মত্তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। অতো বিশিষ্টফলত্বাদ্দুর্লভতরং জ্ঞানম্॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ—এইরূপ বুঝিতে পারার নাম "জ্ঞান" এবং শ্রবণ-মনন-বিচারাদি দ্বারা আত্মাতে পরমাত্মাকে অনুভব করার নাম "বিজ্ঞান"। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনা কীরূপে করিতে হয় ও তত্তাবতের ফলই বা কীরূপ, তাহা সমস্তই ভগবান বলিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ, এই জন্য অর্জুনের জ্ঞাতব্য কোনো বিষয়ই তিনি উপেক্ষা করিবেন না। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে বুঝিলে ও বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে আর জীবের জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না॥২॥

মন্তব্য ঃ এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্ত্বসকল (theory) বলিবেন এবং তাহার অনুশীলনের (practice) বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিবেন॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (জ্ঞানলাভের জন্য) যততি (চেষ্টা করে), [সেই] সিদ্ধানাং (সিদ্ধিলাভার্থী সাধকদিগের) যততাম্ অপি (প্রযত্নশীলদিগের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কোনো ব্যক্তি) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (বিদিত হয়)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে এক জন হয়তো জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ সহস্র সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়তো আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয়॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **সহস্রেষু**=সহ-হস্+র=সহস্র, ৭মী বহুবচন। **মনুষ্যাণাম্**=মনু+যৎ (অপত্যার্থে)= মনুষ্য, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কশ্চিৎ**=কঃ+চিৎ। **সিদ্ধয়ে**=সিধ্+ক্তিন্=সিদ্ধিঃ, ৪র্থী একবচন (তাদর্থ্যে)। **যততি**=যত্+লট্ তি (আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে "যতত"-এর পরিবর্তে)। **যততাম্**=যত্+শতৃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন (আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে "যতমানানাম্"-এর পরিবর্তে)। **সিদ্ধানাম্**=সিধ্+ক্ত=সিদ্ধ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **তত্ত্বতঃ**=তদ্+ত্ব (ভাবে)=তত্ত্ব, তত্ত্ব+তস্ (তৃতীয়ায়াম্)—তত্ত্বতঃ। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **বেত্তি**=বিদ্+লট্ তি॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি অসঙ্খ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে; প্রযত্নং কুর্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি; তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথমিতি? উচ্যতে—মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষনেকেষু কশ্চিদ্ যততি প্রযত্নং করোতি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থম্। তেষাং যততামপি সিদ্ধানাম্। সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে। তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জফলে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে। তন্মধ্যে যোগাধিকারী দ্বিজদেহ লাভ করা আবার সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। দ্বিজ হইলেও সকলেই যে বিবেকী ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, কর্ম ও যোগানুষ্ঠানপূর্বক আত্মজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল। আবার অনুষ্ঠান করিতে করিতেও বিপুল বিঘ্নবশাৎ অনেকেই আত্মাকে জানিতেও পারে না। পাছে অর্জুনের এইরূপ আশঙ্কা হয় যে—দেব, দানব, মানব, গন্ধর্বাদি সকলেই তো রাম কৃষ্ণ আদিরূপী ভগবানকে বিদিত আছে, তবে "সহস্রের মধ্যে কোনো ব্যক্তি" এইরূপ বলিলেন কেন? এই সংশয় পরিহার করিবার জন্যই ভগবান "তত্ত্বতঃ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবানকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রাম কৃষ্ণ আদিরূপে অনেকে জানিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তো তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নহে—এতাবৎ নিজ মায়াকল্পিত বিগ্রহ মাত্র। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে গুরুর নিকট মহাবাক্যাদির উপদেশ না পাইলে উপায় নাই। এই জন্য অতি অল্প মনুষ্যই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী॥৩॥

মন্তব্য ঃ এই জগতের ব্যবস্থা এমন যে, মানুষের মন কিছুতেই জগতের অতীত অথবা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। মানুষ সুখের আশায় জীবন কাটায়, কিন্তু এই জগতে যে স্থায়ী সুখ পাওয়া অসম্ভব, তাহা কিছুতেই বুঝে না। বহু জন্ম দুঃখভোগ করিতে করিতে এবং চিরকাল সর্বদেশে প্রচলিত মহাপুরুষদের উপদেশ শুনিতে শুনিতে কাহারও মনে ভগবানলাভের ইচ্ছা হইয়া থাকে। কিন্তু জগতে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞ লোক খুবই কম। কোনো জ্ঞানীর মুখে না শুনিলে ভগবৎ-তত্ত্ব বুঝা সম্ভব হয় না। তাহার উপর সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার শক্তি ও ইচ্ছা মানুষের মধ্যে নাই বলিলেও চলে। তাই ভগবানের বিষয়ে (ছিটেফোঁটা কোনো একটা ব্যাপারে ভাব বা অনুভূতি) একটু জানাইবার জন্য সিদ্ধপুরুষগণ লোককে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করেন। তাহাতেই ছোট ছোট ধর্মের দল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এক দল আর এক দলের সহিত কলহ করিয়া সময় ও শক্তিক্ষয় করে—ভগবানের বিষয় ভাবিবার অবসর পায় না। মানবজাতির এই অবস্থা দূর করিবার জন্য মনে হয় জগতে শ্রীকৃষ্ণই সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। কিন্তু অতি অল্প লোকই তাহাতে যথার্থ উপকৃত হইতেছে। ভগবানের তত্ত্ব সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে জানাইবার জন্য এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল উপদেশ না দিয়া নিজে আচরণ (demonstration) করিয়া ধর্মের সারতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফল কয়েক পুরুষ না যাইলে বুঝা কঠিন। কিন্তু এখন তো দেখা যাইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণকে পুরাতন পুরুষ বা ব্যক্তি-ভগবান (personal God)-রূপেই লোকে গ্রহণ করিতেছে॥৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনলঃ (তেজ) বায়ুঃ (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ

বুদ্ধিঃ অহংকারঃ এব চ (মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার)—ইতি ইয়ং (এই) মে (আমার) **অষ্টধা** (**অষ্টবিধ**) ভিন্না প্রকৃতিঃ (ভিন্ন প্রকৃতি) ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার আমার (পরমেশ্বরের) এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি ॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **ভূমিঃ**=ভূ+মি কিচ্চ বা ঙীপ্; ১মা একবচন। **আপঃ**=অপ্+অণ্, ১মা। **অনলঃ**=অন+কলচ্, ১মা একবচন। **বায়ুঃ**=বা+উণ্, ১মা একবচন। **খম্**=খন্+ড, ১মা একবচন। **মনঃ**=মন্+অসুন্, ১মা একবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তি, ১মা একবচন। **অহংকারঃ**=অহম্-কৃ+ঘঞ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। চ=অব্যয়। **ইতি**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অষ্টধা**=অষ্টন্+ধা (প্রকারে)। **ভিন্না**=ভিদ্+ক্ত=ভিন্ন, ভিন্ন+টাপ্=ভিন্না। **ইয়ম্**=ইদম্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **প্রকৃতিঃ**=প্র-কৃ+ক্তিন্ ॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বেন-ঈশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরাভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদীনি পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মাণি, (ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিতন্মাত্রাণি উচ্যন্তে) মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহংকারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহংকারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা—ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না; যদ্বা, ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহংকারশব্দেনৈবাহংকারস্তেনৈব তৎকার্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং, মনঃশব্দেন তু মনসৈবোপেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা; চতুর্বিংশতিভেদভিন্নাপি-অষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি—

> "মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
> ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥" ইতি ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শ্রোতারং প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ—ভূমিরিতি। ভূমিরিতি পৃথিবীতন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূলা। ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি বচনাৎ। তথাঽবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে—আপোঽনলো বায়ুঃ খম্। মন ইতি মনসঃ কারণমহংকারো গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিত্যহংকারকারণং মহত্তত্ত্বম্। অহংকার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে। এবমহংকারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহংকার ইত্যুচ্যতে। প্রবর্তকত্বাদহংকারস্য। অহংকার এব হি সর্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে। ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী মায়া শক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা ॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত—এই অষ্টবিধ প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার একত্র গণনায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হয়। পৃথিব্যাদি ভূতের উল্লেখ করিয়াও ভগবান এই শ্লোকে তন্মাত্রকে [গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ] লক্ষ্য করিয়াছেন। মন অব্যক্তবোধক এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার স্বনামপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশক। বেদান্তমতে বুদ্ধি ঐশী মায়ার পরিণাম "ঈক্ষণ" এবং অহঙ্কার "সঙ্কল্প" রূপে কথিত হইয়াছে ॥৪॥

মন্তব্য ঃ স্থূলশরীর এবং সূক্ষ্মশরীর মানবজীবনের কর্মক্ষেত্র। স্থূল-সূক্ষ্মে নির্মিত এই দেহের মাধ্যমে জগৎপ্রপঞ্চ অনুভব করিয়া জীবাত্মা জীবন সম্ভোগ করেন॥৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ইয়ং তু (এই) অপরা (অপরা প্রকৃতি); ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যাং (অন্য) জীবভূতাং (জীবরূপ) মে (আমার) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (জানিও), যয়া (যদ্দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎ) ধার্যতে (ধৃত হইয়াছে)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পূর্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্**=অপরা+ইয়ম্+ইতঃ+তু+অন্যাম্। **মহাবাহো**=মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, সম্বোধনে ১মা। **ইয়ম্**=ইদম্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **অপরা**=পৃ+অচ্=পর; ন পর=অপর—নঞ্ তৎপুরুষ, অপর+টাপ্=অপরা। **ইতঃ**=ইদম্+তসিল্ (পঞ্চম্যাম্)। **তু**=অব্যয়। **পরাম্**=পৃ+অচ্=পর; পর+টাপ্=পরা, ২য়া একবচন। **অন্যাম্**=অন্+য=অন্য, অন্য+টাপ্=অন্যা, ২য়া একবচন। **জীবভূতাম্**=জীব্+ক=জীব; ভূ+ক্ত=ভূত; জীব=ভূ+ক্ত=জীবভূত, জীবভূত+টাপ্=জীবভূতা, ২য়া একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **যয়া**=যদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ধার্যতে**=ধৃ+ণিচ্ কর্মণি লট্ তে॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা, ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ, যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্যতে॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অপরেতি। অপরা—ন পরা নিকৃষ্টাঽশুদ্ধাঽনর্থকরী সংসাররূপা বন্ধনাত্মিকেয়ম্। ইতোঽস্যা যথোক্তায়াস্ত্বন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি। মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো। যয়া প্রকৃত্যেদং ধার্যতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অপরা প্রকৃতি জড়ত্ব, পরাধীনত্ব ও সংসারবন্ধনকারিত্বদোষ জন্য নিকৃষ্ট ও ক্ষেত্রস্বরূপ এবং চেতন জীবাত্মক ক্ষেত্রজ্ঞ পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ। চেতন

প্রকৃতিই অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জীবচৈতন্যকে জানিতে পারিলে পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলিতেছেন—

"অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।"[১] আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট হইয়া নাম রূপ (জগৎ) প্রকাশ করি। চেতন প্রকৃতিই [পরা] অচেতন প্রকৃতির [অপরার] আধারভূমি। অপরা প্রকৃতি বা জড়তত্ত্ববাদ লইয়া চিন্তা করিলে মানব বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়; এবং পরা প্রকৃতি বা চেতন প্রকৃতিকে বিদিত হইলে জীব মায়ামুক্ত হয়॥৫॥

মন্তব্য ঃ উপর্যুক্ত জীবনলীলা সম্ভোগ করিবার জন্য ব্রহ্ম ঐ লীলাক্ষেত্রসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি যেন বহুভাবে বিভক্ত হইলেন।

এই লীলাক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রী মিলিয়াই জীবনলীলা চলিতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞের জন্য ক্ষেত্র; সেই জন্য ক্ষেত্রজ্ঞই প্রধান। অন্যদিকে ক্ষেত্র জড়বস্তুতে নির্মিত; তাই তাহা অপ্রধান। ক্ষেত্রী না থাকিলে ক্ষেত্রের কোনো প্রয়োজনই থাকে না; ক্ষেত্রজ্ঞকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষেত্র থাকে। প্রকৃতি= কারণ (source, cause)। যাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে কোনো কিছু উৎপন্ন হয়, তাহাই উহার প্রকৃতি। যেমন টেবিল-চেয়ারের প্রকৃতি কাঠ।

ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলে, জীব ব্রহ্মেরই অংশ। সৎ-চিৎ-আনন্দময়। কিন্তু তিনি এই শরীরের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন বলিয়া অপরিণামী হইলেও তাঁহাকে পরিণামী বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য অপরিণামী ব্রহ্মকে এখানে পরিণামী প্রকৃতি "জীবভূত" বলা হইয়াছে॥৫॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বাণি ভূতানি (ভূতসমূহ) এতদ্‌যোনীনি (এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন), ইতি (ইহা) উপধারয় (বিদিত হও); অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), তথা (ও) প্রলয়ঃ (প্রলয়ের কারণ)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমিই॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **সর্বাণীত্যুপধারয়**=সর্বাণি+ইতি+উপধারয়। **সর্বাণি ভূতানি**-সর্ব+অচ্‌=সর্ব, ১মা বহুবচন=সর্বাণি; (ক্লীব)। ভূ+ক্ত=ভূত, ১মা বহুবচন=ভূতানি (ক্লীব) সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়। **এতদ্‌-যোনীনি**=যু+নি=যোনি, ১মা বহুবচন=যোনীনি; এতে এব যোনী যেষাং তানি—বহুব্রীহি, "ভূতানি"-র বিশেষণ। **ইতি**=অব্যয়। **উপধারয়**=উপ-ধৃ+ণিচ্‌, লোট্‌ হি। **অহম্‌**=অস্মদ্‌, ১মা একবচন।

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ৬/৩/২

কৃৎস্নস্য=কৃত্+ক্স্ন=কৃৎস্ন, ৬ষ্ঠী একবচন। **জগতঃ**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রভবঃ**=প্র-ভূ+অপ্, ১মা একবচন। **তথা**=অব্যয়। **প্রলয়ঃ**=প্র-লী+অচ্, ১মা একবচন॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব; তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্মণা তানি ধারয়তি; তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সম্ভূতে; অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ, তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্তাপ্যহমেবেত্যর্থ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এতদিতি। এতদ্‌যোনীনি—এতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং ভূতানাং তান্যেতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বণীত্যেবমুপধারয় জানীহি যস্মান্মম প্রকৃতির্যোনিঃ কারণং সর্বভূতানাম্। অতোঽহং কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ। তথা প্রলয়ো বিনাশঃ। প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পরা প্রকৃতির জন্য জীব ভোক্তারূপে এবং অপরা প্রকৃতির জন্য জড়দেহ ভোগভূমিরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির গুণেই যে জগতের উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা নহে, ভগবানের সত্তাই তাহার মূল কারণ। তাঁহারই প্রকৃতিযোগে তিনিই জগদুৎপত্তিবিনাশের হেতুভূত হইয়া, তিনিই মায়িক জগতে মায়ালীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্মক॥৬॥

মন্তব্য ঃ আমাদের সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে একটা জড় যন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাঁহার একটা অংশ দ্বারা সেই যন্ত্র চালাইয়া যেন একটি খেলা করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছামাত্র এই জড়-চেতন সৃষ্ট হয়—যেমন জল আন্দোলিত হইলে তাহাতে ঢেউ উঠে; কতকক্ষণ খেলা করিয়া ঢেউ আবার বিলীন হইয়া যায়। এই জীব ও জগৎ ঠিক তেমনি তাঁহা হইতেই জন্মায়, তাঁহাতেই খেলা করে, আবার তাঁহাতেই মিশিয়া যায়॥৬॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই), সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিত মণিসমূহের ন্যায়) ইদং সর্বং (এই সমস্ত জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে কোনো পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে।

মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ধনঞ্জয়**=ধন+জি+খচ্; ধনং জয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ, সম্বোধনে ১মা। **মত্তঃ**=মৎ (অস্মদ্, ৫মী একবচন)+তস্ (পঞ্চম্যাং তসিল্)। **পরতরম্**=পৃ+অচ্=পর, পর+তরপ্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অন্যৎ**=অন্ (থাকা)+য=অন্য, (ক্লীব) ১মা একবচন। **কিঞ্চিদ্**=কিম্+চিৎ (অনিশ্চয়ার্থে)। ন=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। সূত্রে=সিব্+ষ্ট্রন্ (সিব্—স্থানে সূ) বা সূত্র+অচ্=সূত্র; ৭মী একবচন। **মণিগণাঃ**=মণীনাম্ গণাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **ইব**=অব্যয়। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রোতম্**=প্র-বে+ক্ত=প্রোত, (ক্লীব), ১মা একবচন॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টি সংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরমন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে। অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয় যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্বাণি ভূতানি সর্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ। সূত্রে চ মণিগণা ইব॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়ার অধিষ্ঠানভূত একমাত্র সত্তাস্বরূপ চিদ্ঘনানন্দ পরমাত্মা ভিন্ন নিত্য সত্য বিদ্যমান পদার্থ আর কিছুই নাই। স্বপ্নকালে মনুষ্য যাহা কিছু দেখে, বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নদৃষ্ট কোনো বস্তুকেই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। পরমাত্মারই প্রকাশ—স্ফুরণেই জগতের অস্তিত্ব ও প্রকাশ। মণিমালার দৃষ্টান্তে ভগবান সূত্ররূপে এবং জগৎ মণিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোনো কোনো টীকাকার এই আভাসে সূত্র হইতে মণির ভিন্ন অস্তিত্বের ন্যায় ভগবান হইতে জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইলেই ভগবানের "সর্বময়ত্বে" দোষ স্পর্শ করে। মণিমালার দৃষ্টান্তের স্বরূপার্থ এই—হিরণ্যগর্ভরূপ স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস আত্মার নাম "সূত্র"। স্বপ্নে যদি মণিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ সূত্রাত্মাতেই প্রতিবিম্বিত, প্রকাশিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া তখন বোধ হয়; কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা সূত্রাত্মাই সত্য ও মণি মিথ্যা। সেইরূপ এই জগৎপদার্থ সূত্রাবলম্বী মণিসমূহের ন্যায় সর্বৈব অসৎ এবং ভগবানের লীলাময়ী মায়ার বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে ভগবানই কারণ ও কার্যরূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন॥৭॥

মন্তব্য ঃ সুতরাং, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোনো বস্তু কোথাও নাই। বস্তুগুলি যেন ব্রহ্মের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে, যেমন মণিমালায় মণিগুলি সূত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে। যদি সমুদ্রের কথা চিন্তা কর, যেমন ঢেউগুলি জলের গায়ে লাগিয়া আছে বলিয়া মনে হয়॥৭॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অহম্ (আমি) অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ (রস); শশিসূর্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্যে) প্রভা (প্রভা); সর্ববেদেষু (সর্ব বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার); খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ); নৃষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) পৌরুষম্ (পৌরুষ) [রূপে] অস্মি (বিদ্যমান আছি)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জলমধ্যে রসরূপে এবং চন্দ্রসূর্যে প্রভারূপে আমিই বিরাজ করি। বেদের মূলস্বরূপ প্রণব (ওঁ) আমি। আকাশের শব্দরূপে আমি এবং আমিই মনুষ্যগণের মধ্যে পৌরুষ-তেজঃস্বরূপে বিদ্যমান থাকি॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তি+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **অপ্সু**=আপ্+ক্বিপ্=অপ্, ৭মী। **রসঃ**=রস্+অচ্, ১মা একবচন। **শশিসূর্যয়োঃ**=শশি চ সূর্যশ্চ=শশিসূর্যৌঃ—দ্বন্দ্বসমাস; ৭মী দ্বিবচন। শশ্+ইন্=শশী; সৃ+ক্যপ্=সূর্য। **প্রভা**=প্র-ভা+অঙ্+টাপ্। **সর্ববেদেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব; বিদ্+ঘঞ্=বেদঃ; সর্বে বেদাঃ—সর্ববেদাঃ—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **প্রণবঃ**=প্র-নূ+অপ্, ১মা একবচন। **খে**=খন্+ড=খ, ৭মী একবচন। **শব্দঃ**=শব্দ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **নৃষু**=নৃ, ৭মী বহুবচন। **পৌরুষম্**=পুরুষ+অণ=পৌরুষ, (ক্লীব), ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি, রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সুরসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপয়া বিভূত্যা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্যয়োঃ প্রভাস্মি, চন্দ্রে সূর্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্। সর্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্র-রূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি, উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কেন কেন ধর্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্বমিদং প্রোতমিতি? উচ্যতে—রস ইতি। রসোঽহম্। অপাং যঃ সারঃ স রসঃ। তস্মিন্ রসভূতে ময্যাপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। এবং সর্বত্র। যথাঽহমপ্সু রস এবং প্রভাঽস্মি শশিসূর্যয়োঃ। প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ববেদেষু। তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্বে বেদাঃ প্রোতাঃ। তথা খ আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ। তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতম্। তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষং—যতঃ পুংবুদ্ধিঃ—নৃষু। তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে সর্বত্র পরমাত্মাদৃষ্টি করিবার ইঙ্গিত করিতেছেন। যেখানে দেখ সেখানেই এবং যাহা দেখ তাহাতেই ভগবৎসত্তা ভিন্ন কিছুই নাই। রসই জলের মূলতত্ত্ব—তন্মাত্র ও রসই জলের সার; ভগবান বলিলেন, উহা আমিই। প্রভাই চন্দ্রসূর্যের সার ও প্রভাই উহাদের মূলতত্ত্ব; তাহাও ভগবৎসত্তা। আকাশের তন্মাত্র শব্দ এবং শব্দই আকাশের সার; উহাও ভগবৎসত্তারই স্ফুরণ। ওঙ্কারই বেদসমূহের মূল, ওঙ্কার ব্যতীত

বেদের কোনো মন্ত্রেরই শক্তি থাকে না; সেই ওঙ্কাররূপী তিনিই। মনুষ্য পৌরুষ-তেজের দ্বারাই সমস্ত কার্য করিয়া থাকে, ভগবানই সেই সর্বকার্যমূলাধার তেজোরূপে বিদ্যমান, অর্থাৎ সর্বথা পরমাত্মসত্তারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই॥৮॥

মন্তব্য ঃ আমার সত্তায় জগতের সব বস্তুই সত্তাবান। এটি সাধারণ (general) তত্ত্ব। কিন্তু কোনো কোনো বস্তুতে অসাধারণ শক্তিরূপে আমার প্রকাশ দেখা যায়। জলের জলত্ব চিৎ হইতেই আসিয়াছে। রসত্বই তো জলের সত্তা। ব্রহ্মই সেই রস। চন্দ্রসূর্যের জ্যোতিতে আমার ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ প্রকাশ।

বেদ শব্দময়। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির উপক্রম সময়ে প্রাণের স্পন্দন উপস্থিত হইলে একটি ধ্বনি হয়; সেই ওঙ্কার ধ্বনিই সকল শব্দের আদি। তাই বেদ শব্দময়, অতএব আমিই বেদের মূল কারণ।

আকাশের স্পন্দনকেই আমরা শব্দরূপে অনুভব করি। ব্রহ্মই সেই শব্দ।

মানুষের মধ্যে পৌরুষরূপেই আমার [শ্রীভগবানের] বিশেষ প্রকাশ। পৌরুষের সাহায্যে মানুষ সর্বপ্রকার উন্নতি, বিভূতি, এমনকী মুক্তিলাভ পর্যন্ত করিতে পারে। পৌরুষরূপে তিনি যে-মানুষের ভিতর প্রকাশিত হন, সেই মানুষই ক্রমে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিতে পারে। জগতের মূল কারণ প্রকৃতি; তাহাতে জড় ও চেতন—এই দুইটি বস্তু আছে। জড় বস্তু সর্বপ্রথম তন্মাত্র অর্থাৎ imperceptible finest particles of matter-রূপে থাকে। তাহা ক্রমে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম-এ পরিণত হয়। ক্ষিতি তন্মাত্র ৮ আনা (৫০%) এবং বাকি তন্মাত্রগুলি ২ আনা (১২.৫%) মিলিয়া দৃশ্যমান মৃত্তিকারূপে ইন্দ্রিয়গোচর হয়। এই অনুপাতে সকল তন্মাত্রই ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া উঠে এবং আমরা অনুভব করিতে পারি—ইহা ক্ষিতি, ইহা অপ্‌ ইত্যাদি। শাস্ত্রে ইহাকে "পঞ্চীকরণ" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, এই জড়প্রকৃতির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্র "চেতন" ব্রহ্ম পদার্থই অনুস্যূত রহিয়াছেন॥৮॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যো গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ); বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ (তেজ) অস্মি (হই); সর্বভূতেষু (সর্বভূতে) জীবনং (জীবন); তপস্বিষু চ (ও তপস্বিসমূহে) তপঃ অস্মি (তপোরূপে বিদ্যমান আছি)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই পৃথিবীর পুণ্য পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজোরূপে আমিই দেদীপ্যমান, সর্বভূতের জীবনও আমি এবং তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপে আমিই স্থিতি করিয়া থাকি॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **পৃথিব্যাম্**=প্রথ্‌-ষিবন্‌+ঙীপ্‌=পৃথিবী, ৭মী একবচন। **পুণ্যঃ**=পূ+ডুণ্য, ১মা

একবচন। **গন্ধঃ**=গন্ধ্+অচ্, ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **বিভাবসৌ**=বিভা বসু যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ৭মী একবচন। বি-ভা+ক্বিপ্=বিভা; বস্+উ=বসু। **তেজঃ**=তিজ্+অসুন্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি। **সর্বভূতেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি—সর্বভূতানি—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **জীবনম্**=জীব্+ল্যুট্=জীবন, ১মা একবচন। **তপস্বিষু**=তপস্+বিন্=তপস্বী, ৭মী বহুবচন। **তপঃ**=তপ্+অসুন্ (ক্লীব), ১মা একবচন॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়-ভূতোঽহমিত্যর্থঃ; যদ্বা, বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তং তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহং, সর্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বাণপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ পুণ্য ইতি। পুণ্যঃ সুরভির্গন্ধঃ পৃথিব্যাং চাহম্। তস্মিন্ ময়ি গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা। পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভাবত এব। পৃথিব্যাং দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থম্। অপুণ্যত্বং তু গন্ধাদীনামবিদ্যাঽধর্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষসংসর্গনিমিত্তং ভবতি। তেজো দীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসাবগ্নৌ। তথা জীবনং সর্বভূতেষু। যেন জীবন্তি সর্বাণি ভূতানি তজ্জীবনম্। তপশ্চাস্মি তপস্বিষু। তস্মিংস্তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধই মূল ও সার; গন্ধ মৌলিকাবস্থায় সুরভি ও পবিত্রই থাকে; প্রকৃতির জড় বিকার দোষে উহা ক্রমশঃ দূষিত হইয়া আসে। ভগবান বলিলেন যে, পৃথিবীর সার-সর্বস্ব পবিত্র গন্ধরূপে আমিই বিরাজমান। "পৃথিব্যাং চ" এই পদান্তস্থ "চ-কার" গন্ধের পবিত্রতার ন্যায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসেরও পুণ্য পবিত্রতার সূচনা করিতেছে; অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই। অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থসমূহ উজ্জ্বল হয়, সেই তেজ ভগবানেরই সত্তা। "তেজশ্চ" এই পদের "চ-কার" দ্বারা ভগবান উষ্ণতা উপশম করিবার বায়ুর শীতল স্পর্শশক্তিও যে তাঁহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, পরমায়ু, জীবনরক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। আবার তপস্বিগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হন, সেই পবিত্র তপস্তেজও ভগবানের দিব্য বিভূতিস্বরূপ। "তপশ্চ" পদান্তস্থ "চ-কার" দ্বারা অন্তরনিগ্রহশীল যোগীদিগের যোগশক্তিও যে তিনিই, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তর্বাহ্য নিগ্রহ করিবার সমস্ত শক্তিই তিনি॥৯॥

মন্তব্য ঃ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। পঞ্চভূত যদিও ব্রহ্মের আবৃত অবস্থা হইতে জাত, তথাপি সেইগুলিতে ব্রহ্মের প্রকাশ বিলুপ্ত হয় না। মেঘ যখন সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন চারিদিক রাত্রির অন্ধকারে আবৃত হয় না, যদিও সূর্যকে দেখাই যায় না। সেই জন্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যে মাধুর্য ও আনন্দ দান করে, তাহাতে ব্রহ্মেরই প্রকাশ বুঝিতে হইবে।

প্রকৃতি তিন গুণে নির্মিত। সুতরাং, প্রত্যেক বস্তুতেই প্রকাশ (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজস্) ও

অপ্রকাশ (তমস্) আছে। পৃথিবীর মধ্যে তীব্র গন্ধ, দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ—তিন প্রকার প্রকাশ দেখা যায়। ইহার মধ্যে সাত্ত্বিক প্রকাশ সুগন্ধ আমাদের মধ্যে ভক্তির ভাব প্রকাশ করে। সেই জন্য আমরা দেবালয়ে সুগন্ধি এবং সুন্দর সুন্দর পুষ্প রাখি, যাহাতে মনে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়।

রসের মধ্যে মিষ্টত্বে তাঁহার প্রকাশ। তেজের মধ্যে কোমল মধুর চন্দ্রালোকে তাঁহার প্রকাশ। শব্দের মধ্যে সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীতে তাঁহার প্রকাশ। স্পর্শের মধ্যে মাতৃদেহে, শিশুদেহে ও সাধকদেহে তাঁহার প্রকাশ।

অগ্নির সত্তা তেজ দ্বারা গঠিত। সেই তেজ ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে। সর্বজীবের অস্তিত্বের কারণ সচ্চিদানন্দের "সৎ"-ভাব। সর্বভূতের জীবন অর্থাৎ সত্তা, তাহা ব্রহ্মের সদংশ হইতেই আসিয়াছে।

বাহ্য সুখ-দুঃখকে সহ্য করার নামই তপস্যা। ভগবান সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ হইয়াও তৎ সম্বন্ধে উদাসীন। অর্থাৎ, এইসবে তিনি নির্লিপ্ত। ব্রহ্মের সেই নির্লিপ্ততাশক্তিই মানবের মধ্যে তপস্যারূপে হঠাৎ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মকে বোধে বোধ করিতে হইলে ব্রহ্মের মতো নির্লিপ্ত হইতে হইবে। তপস্যাই নির্লিপ্ততাপ্রাপ্তির আদি সাধন।

"সৎ অংশে সন্ধিনী আনন্দাংশে হ্লাদিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥"

এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ; তাই এই জগতের সত্তা ব্রহ্মবস্তু দ্বারা নির্মিত খাদ্য, পানীয় প্রভৃতিতে ব্রহ্মের সৎ-অংশ বিদ্যমান। তাহাতে আমাদের গঠন ও বর্ধন সম্ভব। খাদ্যবস্তু জলে পরিণত হইতেছে; পিতার শুক্র ও মাতার রক্ত হইতে আমাদের দেহ গঠিত হয়, তাহার পর অন্নপানাদি দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হয়—ইহাই জগতে সৎ-অংশের প্রমাণ। ইহাই সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীশক্তি।

প্রত্যেক জীব সুখের লালসায় জীবনধারণ করিয়া থাকে। একটু কিছুতে অল্প সুখ অনুভূত হইলেই তাহার ভিতর হইতে এক আনন্দের ভাব প্রকাশিত হয়। সেই আনন্দকর সকল বস্তুতেই ব্রহ্মের আনন্দ-অংশের প্রকাশ এবং জগতের সকল বস্তুই কাহারও না কাহারও আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। যেমন, মাটি দেখিলে বাসন তৈরি করিবার জন্য কুমোর আনন্দিত হয়; সুন্দর ফুল দেখিলে ভক্তের মনে দেবতাকে পূজার কথা মনে করিয়া আনন্দ হয়।

আনন্দ কিন্তু বাহিরের জিনিস নহে, আনন্দ মানুষের ভিতরেই রহিয়াছে; বাহিরের আলোড়নে তাহার প্রকাশ হয় মাত্র। এই আনন্দই সচ্চিদানন্দের হ্লাদিনীশক্তি। সকল জীবেরই একটু একটু হুঁশ আছে। জগদীশ বসু প্রমাণ করিয়াছেন, গাছপালারও হুঁশ আছে। ইহাই ব্রহ্মের চিৎ-অংশের প্রকাশ। ইহাই সচ্চিদানন্দের সম্বিৎ শক্তি। সেই জন্য আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারি যে, এই জগৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ হইতে আসিয়াছে। যেমন, যে যে-বংশে জন্মায়, তাহার মধ্যে সেই বংশের চালচলন কিছু না কিছু থাকেই থাকে; ইহাও ঠিক সেইরূপ॥৯॥

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) সর্বভূতানাং (সর্বভূতের) সনাতনং (মূল) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিও); অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমানদিগের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), তেজস্বিনাং [চ] (ও তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (তেজোরূপে বর্তমান আছি)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের মূল বীজ বলিয়া অবগত হও। আমিই বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **সর্বভূতানাম্**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **সনাতনম্**=সদা+ট্যুল্, ২য়া একবচন। **বীজম্**=বী+জন্+ড, (ক্লীব) ১মা একবচন। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বুদ্ধিমতাম্**=বুধ্+ক্তি=বুদ্ধি; বুদ্ধি+মতুপ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বুদ্ধিঃ**=বুধ্+ক্তি=বুদ্ধিঃ। **তেজস্বিনাম্**=তেজস্+বিন্=তেজস্বী, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **তেজঃ**=তিজ্+অসুন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অস্মি**=অস্+লট্ মি॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ বীজমিতি। সর্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয় কার্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোত্তর-সর্বকার্যেষ্বনুস্যূতং, তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহম্॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্বভূতানাম্। হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতামস্মি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম্॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবদ্বীজ সেইরূপ নহে। এতদ্বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়; কিন্তু বীজভূত ভগবান স্বরূপাবস্থাতেই থাকেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ আদির উৎপত্তি প্রকরণ যে-শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় আকাশরূপী তিনিই এবং বায়ুরূপীও তিনিই—এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে-সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে বুদ্ধিমান জনগণ বস্তুবিচার করিয়া থাকেন, সেই বুদ্ধিও তিনি; এবং যে-তেজের গুণে তেজস্বিগণ লোকের বল খর্ব করিয়া থাকেন, সে তেজও ভগবদ্বিভূতি॥১০॥

মন্তব্য ঃ ব্রহ্মই জগতের সকল বস্তুর একমাত্র কারণ। সাধারণতঃ আমরা কোনো কারণ কার্যরূপে পরিণত হইলে কারণকে লক্ষ্য করি না। আবার যখন কারণের দিকে লক্ষ্য করি, তখন তাহার কার্য লক্ষ্য করি না। কিন্তু যোগীরা ব্রহ্মকে কার্য ও কারণ-রূপে একসঙ্গেই

দেখিতে পান। যেমন ঠাকুর কোশাকুশি চৈতন্যময় দেখিলেন, স্বামীজী কলিকাতার সবকিছু চৈতন্যময় দেখিলেন।

মা যখন জগৎ-রূপে প্রতীয়মান (প্রকাশিত) হন, ঠিক সেই সময়েও তিনি পূর্ণব্রহ্মই। একস্তূপ মাটির কিয়দংশ লইয়া মূর্তি গড়িলে মূর্তির কারণ মাটির পরিমাণ কিছু কমিয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইলেও ব্রহ্মের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না। তাই তাঁহাকে সনাতন বীজ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে যাহার যেরূপ দেখিবার শক্তি হয়, সে ততটুকুই দেখিতে পায়—একস্থানে বসিয়া এক জন তাঁহাকে দশভুজারূপে দেখিতেছে, আর তাহার পাশেই আরেক জন তাঁহাকে কৃষ্ণরূপে, আরেক জন তাঁহাকে জ্যোতিরূপে দেখিতেছে, অন্য এক জন হয়তো তাঁহাকে সর্ববস্তুর ভিতর চৈতন্যরূপে দেখিতেছে। যখন ব্রহ্মের পূর্ণ অনুভব, তখন দৃশ্য আর থাকে না—শুধু এক বাক্যমনের অগোচর অখণ্ড বস্তুর অনুভব হয় মাত্র। যতক্ষণ দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা থাকে, ততক্ষণ সব অনুভবই আপেক্ষিক (relative), নতুবা উহা absolute—অবাঙ্মনসোগোচরম্। এই সর্বপ্রকার অনুভব লইয়াই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধব্য, নতুবা ওজনে যে কম পড়িয়া যাইবে!

ব্রহ্ম তাঁহার অনির্বচনীয় মায়াশক্তি দ্বারা জগদ্রূপে প্রতীয়মান হন মাত্র, কিন্তু তিনি যাহা তাহাই থাকেন।

"বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্"—ইহার মূল তাৎপর্য, জীবের মূল কারণ ব্রহ্ম। চেষ্টা করিলে সব মানুষই কল্পনাতীত শক্তি লাভ করিতে পারে। তাই কাহারও ভিতরে অসাধারণ বুদ্ধি বা শারীরিক শক্তি দেখিলে বুঝিতে হইবে, তাহা জগৎকারণ অনন্ত শক্তিমান হইতে আসিয়াছে। এইসব শ্লোকের উদ্দেশ্য একটিই, যাহাতে আমরা জগতের সর্বত্রই তাঁহার সত্তা চিন্তা করিতে পারি॥১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) অহং (আমি) কামরাগবিবর্জিতং (কামরাগরহিত) বলবতাং (বলবানদিগের) বলং চ (বল); ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধর্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতর্ষভ! বলবানদিগের কামরাগরহিত বল আমিই এবং সমস্ত প্রাণীর ধর্মের অবিরোধী কামও আমিই॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **ভরতর্ষভ**=ভরতেষু+ঋষভ—৭মী তৎপুরুষ। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বলবতাম্**=বল+মতুপ্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **কামরাগবিবর্জিতম্**=কম্+ঘঞ্=কামঃ; রন্জ্+ঘঞ্=রাগঃ; বি-বৃজ্+ক্ত=বিবর্জিত; কামশ্চরাগশ্চ=কামরাগৌ—দ্বন্দ্ব; তাভ্যাং বিবর্জিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **বলম্**=বল্+অচ্=বল, (ক্লীব) ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **ভূতেষু**=ভূ+ক্ত=ভূত, ৭মী বহুবচন।

ধর্ম-অবিরুদ্ধঃ=ধৃ+মন্=ধর্ম; বি-রুধ্+ক্ত=বিরুদ্ধ, ন বিরুদ্ধ=অবিরুদ্ধঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। ধর্মস্য অবিরুদ্ধ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **কামঃ**=কম্+ঘঞ্। **অস্মি**=অস্+লট্ মি॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুষ্বভিলাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপর্যায়স্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জিতং, বলবতাং বলমস্মি—সাত্ত্বিকং স্বধর্মানুষ্ঠান সামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজো বলবতামহম্। তচ্চ বলং কামরাগবিবর্জিতম্। কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ। কামস্তৃষ্ণাঽসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু। রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু। তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সত্ত্বমহমস্মি। ন তু সংসারিণাং তৃষ্ণারাগকারণমস্মি। কিঞ্চ ধর্মাবিরুদ্ধো ধর্মেণ শাস্ত্রার্থেনাবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামঃ—যথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থোঽশনপানাদিবিষয়ঃ—স কামোঽস্মি। হে ভরতর্ষভ॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অপ্রাপ্তবিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাপ্তবিষয়ের নশ্বরত্ব সত্ত্বেও তাহার রঞ্জকত্বে বিমোহিত হইয়া তাহার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাসপূর্বক তাহাতে ভালবাসাবৃত্তির নাম রাগ। মানবের যে-বল এই রাগকামাদি মালিন্যশূন্য—পবিত্র এবং যে-বল স্বধর্মসাধনাদিজন্য মনুষ্য শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই সত্তা। আবার ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামচেষ্টা দ্বারা পুত্রদারাদির রক্ষা হয়, তাহাও ভগবানের সত্তা। অথবা যে-কামবৃত্তি নিজ ধর্মপত্নীতে মাত্র উপগত করায়, তাহাও ভগবানের বিভূতি॥১১॥

মন্তব্য ঃ জীবের সব শক্তিই ব্রহ্ম হইতে আসে। তবে সাত্ত্বিক শক্তিতেই আমরা ব্রহ্মের প্রকাশ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি। সিদ্ধ হইয়া গেলে ত্যাজ্য-গ্রাহ্য সমানবোধ হয়। কিন্তু সাধকের পক্ষে হেয়-উপাদেয় বিচার অত্যাবশ্যক। সেই জন্য ভগবান বলিতেছেন, যে-শক্তি থাকিলে মানুষ কামনা (কাম) ও আসক্তির (রাগ) বশীভূত না হইয়া মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারে, সেই শক্তিতেই আমার প্রকাশ দেখিবে। যখন হিন্দুধর্ম বিকৃত হইয়া গেল তখন ভগবানের অসীম শক্তি বুঝাইবার জন্য সাম্প্রদায়িক গুরুরা প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ষোলোশো স্ত্রীলোককে একসঙ্গে সম্ভোগ করিতে পারিতেন—এমন শক্তিমান ছিলেন। এই সব পাষণ্ড মত যাহাতে সাধককে বিচলিত না করিতে পারে, সেই জন্য ভগবান তাঁহাকে [ঈশ্বরকে] কামরাগবিবর্জিতরূপে দেখিতে বলিলেন।

জীবমাত্রই কামের অধীন। সেই জীব উন্নত হইতে হইতে যখন কামকে দমন করিতে পারে, তখনই সে শিবত্বপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। নিজের পত্নী ছাড়া অন্য কোনো নারীসম্ভোগবাসনা যে পরিত্যাগ করে, সে-ই মুক্তিলাভ করিতে পারে।

এই জন্মেই শেষবয়সে কেহ ইচ্ছা করিলে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারে অথবা মৃত্যুকালে ভগবদ্দর্শন করিয়া অনাগামী হইতে পারে অথবা সে আবার জন্মলাভ

করিয়া মুক্তিলাভ করিবেই করিবে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান গার্হস্থ্য আশ্রমীদের চূড়ান্ত আদর্শের (possibilities) কথা বলিলেন॥১১॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যে এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ চ (রাজসিক) যে চ (যাহারা) তামসাঃ (তামসিক) ভাবাঃ (পদার্থ) তান্ (সেই) [সর্বান্ (সমস্ত)] মত্তঃ এব (আমা হইতেই) [উৎপন্ন] ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে); তেষু তু (কিন্তু সেই সকলে) অহং (আমি) ন (নাই); তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [রহিয়াছে]॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে, তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু আমি তত্তাবতের অধীন নহি, তাহারাই আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **সাত্ত্বিকাঃ**=সৎ+ত্ব=সত্ত্ব; সত্ত্ব+ঠঞ্=সাত্ত্বিক, (পুং) ১মা বহুবচন। **রাজসাঃ**=রন্‌জ্+(ক) অসুন্=রজস্; রজস্+অণ্ (ইক)=রাজস (পুং), ১মা বহুবচন। **তামসাঃ**=তম্+অসুন্=তমস্; তমস্+অণ্=তামস (পুং), ১মা বহুবচন। **ভাবাঃ**=ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ; ১মা বহুবচন। **তান্**=তদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **মত্তঃ**=অস্মদ্, ৫মী একবচন=মৎ; মৎ+তস্ (পঞ্চম্যাং তসিল্)। **ইতি**=অব্যয়। **বিদ্ধি**=বিদ্+লোট্ হি। **তু**=অব্যয়। **তেষু**=তদ্ (পুং), ৭মী বহুবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি, মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্তে—জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ; তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্তন্ত ইত্যর্থঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্বৃত্তা ভাবাঃ পদার্থাঃ। রাজসা রজোনির্বৃত্তাঃ। তামসাস্তমোনির্বৃত্তাশ্চ। যে কেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্মবশাজ্জায়ন্তে ভাবাস্তান্ মত্ত এব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি সর্বান্ সমস্তানেব। যদ্যপি তে মত্তো জায়ন্তে তথাঽপি ন ত্বহং তেষু তদধীনস্তদ্বশঃ। যথা সংসারিণঃ। তে পুনর্ময়ি মদ্বশা মদধীনাঃ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজস ভাব ও শোকমোহাদি তামস ভাব লোকের কর্মগুণে প্রকাশিত হইলেও, বস্তুতঃ এই সমস্ত ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষি, ব্রাহ্মণ, শর্করাদি; রজঃপ্রধান গন্ধর্ব, যক্ষ, ক্ষত্রিয়াদি; তমঃপ্রধান রাক্ষস, ক্রব্যাদ, শূদ্র, গৃঞ্জন আদি ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি

সেই জড়পদার্থাদির অধীন নন; অর্থাৎ, তত্তাবতে তাঁহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না। যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুতে আরোপিত হইলে রজ্জু সর্পত্ব বিকারদোষে দূষিত হয় না, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি নির্বিকারই থাকেন॥১২॥

মন্তব্য ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জগতের কারণ। তাই জগতের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে। সিদ্ধপুরুষ ভাল-মন্দ উভয়কেই ব্রহ্মরূপে দেখিতে পারেন। যেমন, ঠাকুর পতিতা নারীর মধ্যেও ভগবতীকে দেখিয়াছিলেন। জগতের মন্দ জিনিসে অবিদ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্ম আবৃত থাকেন। ভাল জিনিসে বিদ্যা মায়ার সহায়ে ব্রহ্মের একটু আভাস পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যাহাদের ভিতর সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়—তাহারা সৌন্দর্য, মাধুর্য যেরূপ সম্ভোগ করেন, তমোগুণী লোক তাহা কখনও পারেন না। তাই সাধক দেখিবেন, যেসব জিনিসে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে—তাহাতেই যেন ভগবান আছেন। রজোগুণ ও তমোগুণের মধ্যেও তিনিই আছেন বটে, তবে বেশি লুক্কায়িত অবস্থায়।

"ন ত্বহং তেষু তে ময়ি"—রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে ব্রহ্ম থাকিলেও যেহেতু উহারা সাধকের উন্নতির পরিপন্থী, সেই কারণে তিনি ব্রহ্মকে রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে দেখিবেন না ("ন ত্বহং তেষু")। কিন্তু ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; তাই বলিলেন, "তে ময়ি" অর্থাৎ, আমাতে উহারা সব আছে।

সাধক সত্ত্বগুণের প্রকাশে নিজের উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া তাহারই মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব দেখিবার চেষ্টা করিবেন। রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে ব্রহ্ম আবৃত থাকেন। ঠাকুর পতিতার মধ্যে ভগবতীকে দেখিলেন; কিন্তু আমরা তাহা হইতে দূরে থাকিব। যদি কোনো কারণে তাহার ভালটুকু দেখিয়া আমরা আকৃষ্ট হই এবং তাহার সঙ্কীর্তন করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের অন্তরে নিশ্চয়ই তাহার প্রতি আসক্তি আছে। কারণ, সংসারে ভাল আর কোথাও কি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না? তাহা ছাড়া ত্যাগীদের পক্ষে ইহাও একপ্রকারের ইন্দ্রিয়সম্ভোগ। মনে রাখা প্রয়োজন, সিঁড়িতে নাচানাচি করিলে পড়িয়া যাইতেও পারে॥১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণময়ৈঃ (গুণময়) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং (এই) সর্বং জগৎ (সর্ব জগৎ) এভ্যঃ (এই সকল ভাব হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পূর্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মোহিত জীব আমাকে এতাবতের অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ=ত্রিভিঃ+গুণময়ৈঃ+ভাবৈঃ+এভিঃ। এভিঃ=ইদম্ (পুং),

৩য়া বহুবচন। **ত্রিভিঃ**—ত্রি (পুং) ৩য়া। **গুণময়ৈঃ**=গুণ+অচ্‌=গুণ; গুণ+ময়ট্‌=গুণময়, ৩য়া বহুবচন। **ভাবৈঃ**=ভূ+ণিচ্‌+অচ্‌=ভাব, ৩য়া বহুবচন। **ইদম্‌**=ইদম্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বম্‌**=সর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **জগৎ**=গম্‌+ক্বিপ্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **মোহিতম্‌**=মুহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত=মোহিত (ক্লীব), ১মা একবচন। **এভ্যঃ**=ইদম্‌ (পুং), ৫মী বহুবচন। **পরম্‌**=পৃ+অচ্‌=পর; পর+মা+ক। **অব্যয়ম্‌**=বি-ই+অচ্‌=ব্যয়; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, (ক্লীব) ১মা একবচন। **মাম্‌**=অস্মদ্‌, ২য়া একবচন। ন=অব্যয়। **অভিজানাতি**=অভি-জ্ঞা+লট্‌ তি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতি? ইত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ, অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্‌? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্‌ এভিরসংস্পৃষ্টম্‌, এতেষাং নিয়ন্তারম্‌ অতএবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ এবংভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজপ্রসাদকারণং মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্‌। তচ্চ কিংনিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানমিতি? উচ্যতে—ত্রিভিরিতি। ত্রিভির্গুণময়ৈর্গুণবিকারৈ রাগদ্বেষমোহাদিপ্রকারৈর্ভাবৈঃ পদার্থৈরেভির্যথোক্তৈঃ সর্বমিদং প্রাণিজাতং জগন্মোহিতমবিবেকতামাপাদিতং সন্নাভিজানাতি মামেভ্যো যথোক্তেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চাব্যয়ং ব্যয়রহিতং জন্মাদিসর্বভাববকারবর্জিতমিত্যর্থঃ॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, স্বতন্ত্র; তবে এই মিথ্যা অজ্ঞানময় জগৎ কীরূপে তাঁহার বিজৃম্ভণ হইল? অর্জুনের এই সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন—জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত ও আত্মানাত্মবিবেকবিহীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। যেমন, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে লোক তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত সূর্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে বিমোহিত হইয়া জীব—যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে—সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। তিনি জীবের আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে আছেন, কিন্তু জীব মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। যেমন স্বর্ণকুণ্ডলে "কুণ্ডল"-দৃষ্টিসত্ত্বে "স্বর্ণ" দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ, ব্রহ্মে অবভাসিত ত্রিগুণময়ী "মায়া"-দৃষ্টিসত্ত্বে "ব্রহ্ম" দৃষ্ট হয় না॥১৩॥

মন্তব্য ঃ জীবাত্মাগণ সকলেই ব্রহ্মের অংশ। জগৎ-লীলা ভোগ করিবার জন্য তাহাদিগকে একটি আবরণে আবৃত করা হইয়াছে। এই আবরণটি তিন গুণে নির্মিত। জীবগণ নিজেকে এই আবরণের সঙ্গে এক করিয়া ফেলে এবং সত্ত্বগুণের বশে ভোগ করিতে এবং রজোগুণের বশে ছোটাছুটি করিতে ও তমোগুণের বশে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহে। ইহাই সৃষ্টিরহস্য।

জীব এই আবরণে আবৃত হইয়া স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া এই অতি তুচ্ছ জীবনলীলা

সম্ভোগ করিতেছে। কিছুতেই তাহার স্বরূপ স্মরণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। পরমব্যয় অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইলেও ব্রহ্মের বিন্দুমাত্র ব্যয় হয় না—সেই জন্য ইহা অব্যয়।

(বেদান্তের দৃষ্টিতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই—ব্রহ্মই রহিয়াছেন। ঠাকুর, স্বামীজী সবই ব্রহ্ম দেখিয়াছিলেন। তবে যে-জগৎ আমরা দেখি তাহা এই মন-বুদ্ধির ভিতর দিয়া দেখি, অর্থাৎ দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ মায়ার ভিতর দিয়া দেখি বলিয়া কীরূপে ইহা হয়, কারণ কী ইত্যাদি জানা যায় না।)॥১৩॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) দৈবী (অলৌকিক) মম (আমার) মায়া (মায়া) দুরত্যয়া হি (নিতান্ত দুরতিক্রম্য); যে (যাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) তে (তাহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়া [হইতে]) তরন্তি (উত্তীর্ণ হইয়া থাকে)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া (তেজ) নিতান্ত দুরতিক্রম্য। যে-সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল আমার এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **এষা**=এতদ্ (স্ত্রী), ১মা একবচন। **গুণময়ী**=গুণ+ময়ট্+ঙীপ্, **দৈবী**=দেব+অণ্+ঙীপ্। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মায়া**=মা+যৎ+টাপ্। **দুরত্যয়া**=অতি-ই+অচ্=অত্যয়ঃ; দুঃখেন অতি ঈয়তে ইতি—দুরত্যয়ঃ—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়; দুরত্যয়ঃ+টাপ্=দুরত্যয়া। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **প্রপদ্যন্তে**=প্র-পদ্+লট্ অন্তে। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **এতাম্**=এতদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **মায়াম্**=মায়া, ২য়া একবচন। **তরন্তি**=তৃ+লট্ অন্তি॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কে তর্হি ত্বাং জানন্তি? ইত্যত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা, হি প্রসিদ্ধমেতৎ, তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি, ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তীতি? উচ্যতে—দৈবীতি। দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা। হি যস্মাদেষা যথোক্তা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। দুঃখেনাত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরত্যয়া। তত্রৈবং সতি সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে তে মায়ামেতাং সর্বভূতচিত্তমোহিনীং তরন্ত্যতিক্রামন্তি। সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সনাতনী মায়া যেরূপ দুরতিক্রম্য তাহাতে তাহা হইতে কোনোরূপে বুঝি মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন—যে-মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা ও বিষয়ের মূলপ্রসূতি বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহার নাম দৈবী মায়া। যেমন, অন্ধকার যে-গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকেই আবৃত করে, সেইরূপ দৈবী মায়া যে-আত্মার আশ্রিত, সেই আত্মাকেই আবৃত করিয়া রাখে; অর্থাৎ, অন্যের দর্শনের অন্তরাল হইয়া থাকে। যেমন তিনগাছি রজ্জুতে দৃঢ় গুণ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্যকে অতিশয় বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতেও জীব দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়াছে। মনুষ্য কর্মের দ্বারা, যোগের দ্বারা, বা জ্ঞানসাধনার দ্বারা, অথবা কোনোরূপ পুরুষার্থ দ্বারা যদি মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তাহাতে সহজে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারে না। যেমন, কাহারও হস্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধা থাকিলে সে যদি খুলিবার জন্য স্বয়ং চেষ্টা বা বল প্রকাশ করে, তবে তাহার হাতে বেদনা হয় ও ফাঁস আরও অধিক লাগিয়া যায়, সেইরূপ নিজ কৌশলে ইন্দ্রিয় জয় করিব, মায়া অতিক্রম করিব—এইরূপ যাহার অভিলাষ, মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। কিন্তু যিনি ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, যাগ আদির আশাভরসা ছাড়িয়া, আপনার অভিমান অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া, নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগবানকে অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্বক তাঁহার শরণাপন্ন হন, ভগবান দয়া করিয়া তাঁহাকেই মুক্ত করিয়া দেন। যাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াময় পাশে জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ন এই মায়াগ্রন্থি খুলিবার কৌশল আর কেহই জানে না। ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়াই তীব্র ভক্তিযোগ—ইহাই যোগীর নিরালম্ব সমাধি। সর্বাবরণ ভেদপূর্বক আত্মায় ও পরমাত্মায় সাক্ষাৎ না হইলে মায়াবন্ধন মোচন হয় না॥১৪॥

মন্তব্য ঃ দৈবী অর্থাৎ যাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা বোঝা যায় না, জগতের অতীত। কিন্তু দীর্ঘ কাল ধ্যান-চিন্তা করিলে অনুভব করা যায়। গুণময়ী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী, দুরত্যয়া=দুঃ (দুঃখেন) অত্যয় (অতিক্রম্য)—যাহা অতিক্রম করিতে হইলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন। বহু দিন তত্ত্ববিচার, সৌন্দর্যচিন্তা করিয়া মনকে সূক্ষ্ম করিতে হয়। সেই সূক্ষ্ম মন স্বরূপে দীর্ঘ কাল যুক্ত করিয়া রাখিলে মায়ার পারে গিয়া ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করা যায়॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দুষ্কৃতিনঃ (পাপকর্মাগণ) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) অপহৃতজ্ঞানা (নষ্টবুদ্ধি) নরাধমাঃ (নরাধমেরা) আসুরং ভাবম্ (আসুর ভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্বক) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না)॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাহারা পাপকর্মা, মূঢ় ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহারা দম্ভদর্পাদি দ্বারা আসুর ভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা আমার ভজনা করে না॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দুষ্কৃতিনঃ**=কৃ+ক্ত (ভাবে)=কৃতং; দুষ্টং কৃতং যেষাং তে—(বহুব্রীহি) ইতি দুর্-কৃত+ইনি। **মূঢ়াঃ**=মুহ্+ক্ত=মূঢ়, ১মা বহুবচন। **নরাধমাঃ**=নরাণাম্ অধমঃ=নরাধমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **মায়য়া**=মা+যৎ+টাপ্=মায়া, ৩য়া একবচন। **অপহৃতজ্ঞানা**=অপ-হৃ+ক্ত= অপহৃত; জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; অপহৃতং জ্ঞানং যেষাং তে—বহুব্রীহি। **আসুরম্**=অসুর+অণ্=আসুর, ২য়া একবচন। **ভাবম্**=ভূ+ণিচ্+অচ্=ভাব, ২য়া একবচন। **আশ্রিতাঃ**=আ-শ্রি+ক্ত=আশ্রিত, ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। ন=অব্যয়। **প্রপদ্যন্তে**=প্র-পদ্+লট্ অন্তে॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদ্যেবং কিমিতি তর্হি সর্বে ত্বামেব ন ভজন্তি? ইত্যত আহ ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ; তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা, অতএব "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদি ত্বাং প্রপন্না মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাত্ত্বামেব সর্বে ন প্রপদ্যন্ত ইতি? উচ্যতে—ন মামিতি। ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে। নরাধমা নরাণাং মধ্যেঽধমা নিকৃষ্টাঃ। তে চ মায়য়াঽপহৃতজ্ঞানা সংমুষিতজ্ঞানা আসুরং ভাবং হিংসাঽনৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সকল মনুষ্যই কি তবে মায়ামুক্ত হইতে পারে? অর্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, যাহারা পাপাসক্ত ও মলিন কার্যেই যাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম। তাহারা আমার উপাসনা করে না; কেননা, তাহারা নিজ নিজ ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অসমর্থ ও নিতান্ত মূঢ়। তাহাদের বিবেকবুদ্ধি অবিদ্যাদোষে দূষিত হওয়ায় চিত্তবৃত্তি দম্ভ দর্পে উন্মত্ত এবং প্রকৃতি আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সংসারসুখভোগেই আসক্ত। সংসার ছাড়িয়া তাহারা আমাকে প্রেম করিতে চাহে না॥১৫॥

মন্তব্য ঃ লক্ষ্য করিলে, সৃষ্টিতে বৃক্ষলতা হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্বান মনুষ্য পর্যন্ত বুদ্ধির বিবর্তন (evolution) বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভোগ করিবার প্রবৃত্তি তৃপ্ত না হইলে জীবের ভিতরে সাত্ত্বিক গুণের প্রকাশ হয় না। বহু জন্ম ধরিয়া সংসারের বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ভোগেচ্ছা ক্রমে প্রশমিত হইয়া অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই turning point-এ সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করিতে পারিলে মানব মুক্তির লক্ষ্যে চলিতে শিখে।॥১৫॥

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) অর্জুন (অর্জুন), আর্তঃ (ক্লিষ্ট), জিজ্ঞাসুঃ

(জ্ঞানলাভেচ্ছুক), অর্থার্থী (ইহ-পরলোকের সুখাকাঙ্ক্ষী), জ্ঞানী চ (ও জ্ঞানী), [এই] চতুর্বিধাঃ (চতুর্বিধ) সুকৃতিনঃ (পুণ্যাত্মা) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতর্ষভ অর্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করেন॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **ভরতর্ষভ**=ভরতেষু ঋষভঃ—৭মী তৎপুরুষ। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **আর্তঃ**=আ-ঋ+ক্ত, ১মা একবচন। **জিজ্ঞাসুঃ**=জ্ঞা+সন্+উ, ১মা একবচন। **অর্থার্থী**=অর্থ-অর্থ্+ণিন্, ১মা একবচন। অর্থায় অর্থী—৪র্থী তৎপুরুষ বা অর্থস্য অর্থী—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **জ্ঞানী**=জ্ঞা+ল্যুট্ (অনট্)=জ্ঞান; জ্ঞান+ইন্, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **চতুর্বিধাঃ**=বি-ধা+অঙ্+টাপ্=বিধা (প্রকার); চতস্রঃ বিধাঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি। **সুকৃতিনঃ**=কৃ+ক্ত (ভাবে)=কৃতং; সুষ্ঠং কৃতং যেষাং তে—বহুব্রীহি—ইতি—সু-কৃত+ইন্। **জনাঃ**=জন্+অচ্=জন, ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজন্তে**=ভজ্+লট্ অন্তে॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব; তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইত্যাদি। পূর্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি, তে চতুর্বিধা—আর্তো রোগাদ্যভিভূতঃ; স যদি পূর্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যং; জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্মাণঃ—চতুর্বিধা ইতি। চতুর্বিধাশ্চতুষ্প্রকারাঃ। ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্মাণঃ। হে অর্জুন। আর্ত আর্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাঽভিভূতঃ জিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ। অর্থার্থী ধনকামঃ। জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ। হে ভরতর্ষভ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী—এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম এবং জ্ঞানী নিষ্কাম। ভয়ে ভীত হইয়া—বিপদে পড়িয়া রক্ষালাভের জন্য যে-ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে, সেই ব্যক্তি আর্ত ভক্ত। আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসু। যাঁহারা ধনপ্রাপ্তির বা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা অর্থার্থী। যিনি ভোগত্যাগী—ফলাভিসন্ধিবর্জিত, সেই স্বাত্মানন্দ পুরুষই জ্ঞানী ভক্ত। অর্জুনকে ভগবান "ভরতর্ষভ" সম্বোধনের দ্বারা সনক, শুক, প্রহ্লাদ, নারদাদির ন্যায় জ্ঞানি-ভক্ত মধ্যে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত সুকৃতিমান পুরুষ ব্যতীত কেহই এতচ্চতুর্বিধভক্তশ্রেণিভুক্ত হইতে পারে না॥১৬॥

মন্তব্য ঃ জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, কিন্তু ভোগাকাঙ্ক্ষাবশতঃ তাহার বুদ্ধি মলিনতাবৃত। বিবর্তনের শেষদিকে মানুষের যখন পরোপকার করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাহার বুদ্ধি হইতে মলিনতা কমিতে থাকে এবং সে বোধ করে যে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামক এক শক্তি নিশ্চয়ই আছেন।

তাঁহাকে ভগবান, ঈশ্বর ইত্যাদি বলা যায়। তখন বিপদে পড়িলে সে উদ্ধারের আশায় ভগবানকে প্রার্থনা করে। ভোগবাসনা তৃপ্তির বা বস্তুলাভের আশায় তাঁহার উপাসনা করে। এইসব উপাসনার ফলে বিপন্মুক্ত হওয়া এবং ভোগপ্রাপ্তি ছাড়াও মানুষের মনে একটা প্রশান্তি-সুখ অনুভূত হয়। তাহার ফলে ভগবান ব্যাপারটি কী, তাহা তাহাদের জানিবার (জিজ্ঞাসু) ইচ্ছা হয়। সর্বশেষে মানুষ ভগবানের তত্ত্ব বা স্বরূপ অনুভব করিতে পারে। তখন ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু—এইরূপ firm conviction জ্ঞানী বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বোধে বোধ করে। এক জন ভগবান আছেন বলিয়া সংস্কার হইয়া রহিল। এই কারণেই অর্থার্থী এবং আর্তকেও ভক্ত বলা হইয়াছে। নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য বা পরকে নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য যেসব উপকারমূলক কার্য, তাহা মোটেই পরোপকার নহে। যে-কার্যের দ্বারা কাহারও উপকার করিবার ইচ্ছা, দেখিতে হইবে সেই কার্যে সেই ব্যক্তির উপকার হইতেছে কি না। এমনকী, প্রভুত্বলাভের জন্য দল পাকাইবার উদ্দেশ্যে স্বদলীয় লোককে সাহায্য করা, তাহাও প্রকৃত পরোপকার নহে। এই প্রকার পরোপকারের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না। মনের ভিতর অপরের সহিত ঐক্যবুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। মনের ভিতর কোনো motive (মতলব) থাকিলে ঐক্যবুদ্ধি হয় না।

ক্ষুদ্র দেবতা কে?—অ-সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট জীবকে দেবতা বলে। যাহারা সাংসারিক সামান্য কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজ হইতে অধিক শক্তিবিশিষ্ট কোনো দেবতার উপাসনা করে, তাহারা দেবোপাসক। যখন স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষায় পাসের জন্য শিবের কাছে কিছু মানত করে, তখন শিব যথার্থ শিব নন, পরন্তু দেবতা; কারণ ভক্ত শিবের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি, এমনকী, মুক্তিদানের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ; সে কেবল শিবকে ঐ তুচ্ছ কাজটি করিতেই সক্ষম বলিয়া মনে করে। মানত নিষ্ফল হইলে সে দেবতার উপর ক্ষুব্ধ হয় এবং সফল হইয়া গেলেও দেবতার কথা আর শুনে না। বহরমপুরের একটি ছেলে পরীক্ষাপাসের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পূজা করিত, কিন্তু সে পরীক্ষায় ফেল হওয়ায় ছবিখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। নির্মল সান্যালের বাবা, কালীসাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের পূজা করিতেন; তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার স্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ছবি শ্মশানে পোড়াইতে দেওয়ার নির্দেশ দেন!॥১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্বদা সমাহিত) একভক্তিঃ (একনিষ্ঠ ভক্ত) জ্ঞানী (জ্ঞানী) বিশিষ্যতে (পরম উৎকৃষ্ট); হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থং (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ (প্রিয়), স চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত জ্ঞানীই পরম উৎকৃষ্ট; কেননা, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **নিত্যযুক্তঃ**=নি+ত্যপ্=নিত্য; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; নিত্যং যুক্তঃ—সুপ্‌সুপা সমাস। **একভক্তিঃ**=ভজ্+ক্তি=ভক্তিঃ; একস্মিন্ ভক্তিঃ যস্য সঃ—একভক্তিঃ বহুব্রীহি। **জ্ঞানী**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; জ্ঞান+ইন্, ১মা একবচন। **বিশিষ্যতে**=বি-শিষ্+কর্মণি লট্ তে। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **হি**=অব্যয়। **জ্ঞানিনঃ**=জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানিন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অত্যর্থম্**=অর্থম্ অতিক্রান্তম্=অত্যর্থম্—প্রাদি তৎপুরুষ; ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া (ক্লীব)। **প্রিয়ঃ**=প্রী+ক, ১মা একবচন। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ, তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ, জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি, নান্যস্য; অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ স চ মম, তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থঃ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তেষামিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিত্ত্বান্নিত্যযুক্তো ভবতি। একভক্তিশ্চ। অন্যস্য ভজনীয়স্যাদর্শনাৎ। অতঃ স একভক্তির্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে। অতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ। প্রিয়ো হি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোঽতস্তস্যাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ। প্রসিদ্ধং হি লোক আত্মা প্রিয়ো ভবতীতি। তস্মাজ্‌জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি সর্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যিনি সদাই ব্রহ্মভাবে সমাহিত, তিনিই নিত্যযুক্ত, তিনিই একমাত্র পরমাত্মানুরক্ত। যিনি ভগবানকে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু ভাবেন না, অর্থাৎ ভগবান ভিন্ন যাঁহার আর কিছু দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য ও ধ্যাতব্য আছে বলিয়া আদৌ অনুভব হয় না, ভগবান তাঁহার অতিশয় প্রিয় এবং তিনিও ভগবানের পরম প্রীতির আস্পদ। আর্ত পীড়ামুক্তির জন্য সূর্যের উপাসনা করেন, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করেন, অর্থার্থি-ভক্ত অর্থ ও সিদ্ধি লাভের জন্য কুবের আদি নানা দেবতার আরাধনা করেন; কিন্তু জ্ঞানি-ভক্ত সকল অবস্থাতেই আমারই আরাধনা করেন। জ্ঞানি-ভক্ত আমাকে ভিন্ন আর কোনো কিছুতেই মনোভিনিবেশ করেন না॥১৭॥

মন্তব্য ঃ ঈশ্বর কী, তাহা যিনি বুঝিয়াছেন—তিনিই জ্ঞানী। অপরোক্ষানুভূতি হইলে তিনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুদ্ধচিত্তে যে-নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয়, যে-বুদ্ধিতে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো বস্তুর সত্তা থাকিতেই পারে না—সেই বুদ্ধিলাভ হইলেই সাধককে জ্ঞানী বলা যায়। জ্ঞানী দেখেন বা বুঝেন যে, আমি ভ্রমবশতঃ নিজেকে “দেহ” ভাবিয়া অভাবগ্রস্ত, অসম্পূর্ণ মনে করি। কিন্তু তাহা সত্য নহে। জ্ঞানি-সাধক দেখেন, এই অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের কিছু ভাবিবার, কিছু করিবার, কিছু চাহিবার

থাকে না। সেই সাধক "নাহং নাহং, তুঁহুঁ তুঁহুঁ"—এই ভাব লইয়া পরম শান্তিতে দিনযাপন করেন।

ভগবৎ-তত্ত্ব না জানিলে ঈশ্বরকে দয়াময়, কৃপাময়, পাপনাশকারী, মুক্তিদাতা বলিয়া মনে হয়। অথবা কখনও নিষ্ঠুর, নির্দয় বলিয়াও মনে হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ। একজন লোক শীতে খুব কষ্ট পাইতেছিল। এক বাড়িতে আগুন জ্বলিতেছে দেখিয়া আগুনের কাছে গিয়া বসিল; তখন সে বোধ করিল যে, আগুন দয়া করিয়া তাহার কষ্ট দূর করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আগুন তাহার কিছুই করিল না। সে নিজে আগুনের কাছে পুরুষকার সহায়ে বসাতে তাহার দুঃখ দূর হইল। ঠিক সেইরূপ ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সহিত যে দূরত্ববোধ আমাদের রহিয়াছে, তাহা দূর হওয়ামাত্র আমাদের "আমি"-র ভিতর দিয়া সেই অনন্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব না জানার জন্য মনে করি, তিনি যেন আমা হইতে এক স্বতন্ত্র বস্তু এবং আমার দুঃখ দেখিয়া তিনি যেন কৃপা করিলেন। জ্ঞানী ঈশ্বরকে নিজের ভিতরে অনুভব করেন, তাই তাঁহাকে "নিত্যমুক্ত" বলা হইয়াছে। জ্ঞানী ইহাও বোঝেন যে, বিপদ হইতে অব্যাহতি, ভোগপ্রাপ্তি, মুক্তিলাভ, ভক্তিলাভ, জ্ঞানলাভ ওই এক পরমাত্মা হইতেই আসে। তাই তাঁহাকে বলা হইয়াছে "একভক্তি"।

ভগবানের প্রিয়-অপ্রিয় কেহ নাই; কিন্তু অজ্ঞেরা তাহার নিজের দুরবস্থা ভগবান দিয়াছেন ভাবিয়া ভগবান কাহাকেও ভালবাসেন, কাহাকেও ভালবাসেন না মনে করিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানীরা দেখেন, যে-ব্যক্তি ভগবানকে যত কম ভালবাসে, ভগবান হইতে সে তত দূরে। উহাই তাহার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। আর জ্ঞানী ব্রহ্মকে সর্বময় এবং নিকটতম বস্তু বলিয়া বোধ করেন এবং সেই বোধে সর্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দে বিচরণ করেন। তাই বুদ্ধিহীন লোক ভাবে—এই লোকটিকে ভগবান বড় ভালবাসেন। মোট কথা, ভগবানের তত্ত্ব না জানিলে মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যেসব চিন্তা করে, তাহা অত্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। তাই সকলেরই ভগবানের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা করা উচিত—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

সকলেই আমার প্রিয়, যদি তুমি জ্ঞানী হও তবে তুমি যে আমার প্রিয় তাহা অনুভব করিতে পারিবে॥১৭॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এতে (এই) সর্বে এব (সকলেই) উদারাঃ (শ্রেষ্ঠ), তু (কিন্তু) জ্ঞানী (জ্ঞানী) আত্মা এব (আত্মার স্বরূপ) [ইহা] মে (আমার) মতং (মত); হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা (মদ্গতচিত্ত) সঃ (সেই জ্ঞানী) অনুত্তমাং (পরমা) গতিং (গতি) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া থাকেন)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ উক্ত চারি প্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানি-ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ; জ্ঞানী সদাই আমাতে সমাহিত থাকেন ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফল কামনা তাঁহার নাই॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ এতে=এতদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **সর্বে**=সর্ব (পুং), ১মা বহুবচন। **এব**=অব্যয়। **উদারাঃ**=উৎ-আ-রা+ক=উদার, ১মা বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **জ্ঞানী**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; জ্ঞান+ইন্=জ্ঞানিন্, ১মা একবচন। **আত্মা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **মতম্**=মন্+ক্ত=মত, (ক্লীব), ১মা একবচন। **হি**=অব্যয়। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **যুক্তাত্মা**=যুজ্+ক্ত=যুক্ত; আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা; যুক্তঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **অনুত্তমাম্**=উত্তম+টাপ=উত্তমা; নাস্তি উত্তমা যস্যাঃ সা=অনুত্তমা—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তি=গতি, ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **আস্থিতঃ**=আ-স্থা+ক্ত॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তর্হি ইতরে ত্রয়স্ত্বদ্ভক্তাঃ কিং সংসরন্তি? নহি নহীত্যাহ—উদারা ইতি। সর্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্, ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন তর্হ্যার্তাদয়স্ত্রয়ো বাসুদেবস্য প্রিয়াঃ? ন। কিং তর্হি?—উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব এবৈতে। ত্রয়োঽপি মম প্রিয়া এবেত্যর্থঃ। ন হি কশ্চিন্মদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্যাপ্রিয়ো ভবতীতি। জ্ঞানী ত্বত্যর্থং প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ। তৎ কস্মাদিতি? আহ—জ্ঞানী ত্বাত্মৈব নান্যো মত্তঃ—ইতি মে মম মতং নিশ্চয়ঃ। আস্থিত আরোঢুং প্রবৃত্তঃ স জ্ঞানী হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাসুদেবো নান্যোঽস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সন্ মামেব পরং ব্রহ্ম গন্তব্যম্। অনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাহারা অভক্ত, তদপেক্ষা ভগবানের ত্রিবিধ সকাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ; কেননা, তাঁহাদের জন্মজন্মার্জিত পুণ্য না থাকিলে ভগবানের প্রতি তাঁহাদের মতিগতি হইত না। যে-ব্যক্তি ভগবানকে যেরূপ প্রীতি করে, তিনিও তাহার প্রতি তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকাম ব্যক্তির কাম্যবিষয়েই অধিক প্রীতি থাকে, কিন্তু জ্ঞানি-ব্যক্তির সর্বাত্মবুদ্ধিতাবশতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়ান্তরে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারে না। এই জন্য জ্ঞানি-ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রিয় ভাব লক্ষিত হয়॥১৮॥

মন্তব্য ঃ যেকোনো কার্য উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানের চিন্তা করাই সর্বোত্তম সাধন। ভগবানের চিন্তার উপলক্ষ্য যাহাই হউক না কেন, মানুষকে তাহা ক্রমে ক্রমে মুক্তির দিকে লইয়া যায়। তবে জ্ঞানী এই জন্মেই মুক্তিলাভ করেন। কারণ, মুক্তিস্বরূপ ব্রহ্মকে তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন। কিন্তু অপর তিন জন ক্রমে ক্রমে যোগ্যতা লাভ করিয়া মুক্ত হন। ভগবদ্বুদ্ধি স্থির থাকিলে ইঁহারাও জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। পুরাণে আর্তভক্তের উদাহরণ গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। গজ পূর্বসংস্কারে ভগবানকে স্মরণ করায় ভগবান নিজে আসিয়া গজকে

কচ্ছপের হাত হইতে মুক্ত করিলেন এবং নিজে দর্শন দান করিয়া তাহাকে জীবন্মুক্ত করিলেন। ধ্রুব রাজ্যলাভের জন্য শ্রীহরির উপাসনা করিয়া কাচ খুঁজিতে কাঞ্চন পাইলেন। তখনই তাঁহার ভক্তিমুক্তি লাভ হইল। জিজ্ঞাসু পথে আসিয়া পড়িয়াছে—চলিতে থাকিলেই মুক্ত হইয়া যাইবে, ইহাই শ্রীভগবান আশ্বাস দিতেছেন॥১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বহূনাং (অনেক) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানি-ভক্ত) সর্বং (সমস্ত জগৎ) বাসুদেবঃ (বাসুদেবরূপ) ইতি (এই প্রকারে) মাং প্রপদ্যতে (আমাকে লাভ করেন); [সুতরাং] সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ জ্ঞানবান ব্যক্তি বহু জন্ম অতিক্রমপূর্বক সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ—এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন; সুতরাং, তাদৃশ মহাত্মা বড় দুর্লভ॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **বহূনাম্**=বংহ+কু=বহু, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **জন্মনাম্**=জন্+মনিন্=জন্মন্, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **অন্তে**=অম্+তন্=অন্ত, ৭মী একবচন। **জ্ঞানবান্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; জ্ঞান+মতুপ্, ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **বাসুদেবঃ**=বসুদেব+অণ্ (অপত্যার্থে), ১মা একবচন। **সর্বম্**=সর্ব, (ক্লীব), ১মা একবচন। **ইতি**=অব্যয়। **প্রপদ্যতে**=প্র-পদ্+লট্ তে। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মহাত্মা**=মহান্ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **সুদুর্লভঃ**=দুর্-লভ্+খল্=দুর্লভ, দুঃখেন লভ্যতে ইতি দুর্লভ; সু (মহতা) দুঃখেন লভ্যতে ইতি সুদুর্লভঃ—উপপদ তৎপুরুষ॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্বমিদং চরাচরং বাসুদেব ইতি সর্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থসংস্কারাশ্রয়াণামন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রপদ্যতে। কথম্? বাসুদেবঃ সর্বমিতি। য এবং সর্বাত্মানং মাং প্রতিপদ্যতে স মহাত্মা। ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি। অধিকো বা। অতঃ সুদুর্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রেষ্বিত্যুক্তম্॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। জ্ঞানবান যে দিকে দৃষ্টি করেন, সেই দিকে ভগবান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এই জন্য জ্ঞানপূর্বক যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি অতি মহাত্মা। এইরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না॥১৯॥

মন্তব্য ঃ মানুষের মধ্যে অনেকেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ভগবানের নাম করিতে

করিতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়। কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে গত হইলেও মুক্তি হয়। কিন্তু জীবিত থাকিয়া মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ। ভগবানের কোনো রূপ দর্শন করিলে এত আনন্দ হয় যে, সাধারণতঃ মানুষের স্নায়ুতে তাহা সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাঁহারা অনেক জন্ম ধরিয়া দেহ-মন শুদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করেন এবং ঐসঙ্গে ভগবানের চিন্তা করেন, তাঁহারাই জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যেও সকলের ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি বিরাট ভাব অনুভব হয় না। অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের সংখ্যা খুবই কম। বাকি সাধকবৃন্দ ভগবানের কোনো বিশেষ মূর্তির অনুভব লইয়াই জীবন কাটাইয়া যান॥১৯॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তৈঃ তৈঃ (বিবিধ—যথা, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ আদি) কামৈঃ (কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (বিনষ্টজ্ঞান হইয়া), [প্রাকৃত জনগণ] তং তং (প্রচলিত) নিয়মম্ (নিয়ম) আস্থায় (আশ্রয়পূর্বক) স্বয়া (নিজ) প্রকৃত্যা (স্বভাব কর্তৃক) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য দেবতাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কামনা দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্ব পূর্ব বাসনানুসারে নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ**=কামৈঃ+তৈঃ+তৈঃ+হৃতজ্ঞানাঃ। **তৈঃ**=তদ্ (পুং), ৩য়া বহুবচন। **কামৈঃ**=কম্+ঘঞ্=কামঃ, ৩য়া বহুবচন। **হৃতজ্ঞানাঃ**=হৃ+ক্ত=হৃত; জ্ঞান=জ্ঞা+অনট্; হৃতং জ্ঞানং যস্য সঃ—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **নিয়মম্**=নি-যম্+অপ্= নিয়মঃ; ২য়া একবচন। **আস্থায়**=আ-স্থা+ল্যপ্। **স্বয়া**=স্ব+টাপ্=স্বা, ৩য়া একবচন। **প্রকৃত্যা**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ৩য়া একবচন। **নিয়তাঃ**=নি-যম্+ক্ত=নিয়ত; নিয়ত+টাপ্=নিয়তা; ১মা বহুবচন। **অন্যদেবতাঃ**=অন্+ য=অন্য; দেব+তল্ (স্বার্থে)+টাপ্=দেবতা; অন্যা দেবতা=অন্যদেবতা—কর্মধারয়; ২য়া বহুবচন। **প্রপদ্যন্তে**=প্র-পদ্+লট্ অন্তে॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কাম-প্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্তিশত্রুজয়াদিভির্বিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য, তত্রাপি চ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং ভজন্তি॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ আত্মৈব সর্বং বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে—কামৈরিতি। কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈঃ। হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ। প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি।

অন্যদেবতা বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যা দেবতাঃ। তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মস্তং তমাস্থায়াশ্রিত্য। প্রকৃত্যা স্বভাবেন। জন্মান্তরার্জিতসংস্কারবিশেষেণ। নিয়তা নিয়মিতাঃ। স্বয়াত্মীয়য়া॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীব মারণ, উচাটন, স্তম্ভন আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার বশবর্তী হইয়া হরিবিমুখ হইয়া উঠে। এইরূপ আত্মজ্ঞানহারা মূঢ় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেবতার প্রীতির জন্য উপবাস, জপাদি করিয়া থাকে। জীব! যদি সেবা করিতেই হইল, উপদেবতার সেবা না করিয়া পরমদেবতার সেবা করিলে না কেন?॥২০॥

মন্তব্য ঃ মানুষ তো স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। কিন্তু মহামায়ার মায়ায় আবৃত হইয়া সে নিজেকে অত্যন্তই ক্ষুদ্র বোধ করে। নিম্নশ্রেণির জীবের খাদ্য অন্বেষণেই জীবন কাটিয়া যায়, আরেকটু উন্নত হইলে ভাল খাদ্য চাহে—এইরূপে লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া নিজের অভাব পূরণ করিতে থাকে। ক্রমে মনুষ্যজন্মপ্রাপ্ত হইয়া সে এত ব্যস্ত থাকে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ব্যতীত আর কোনোদিকে মন দিবার তাহার অবসর হয় না। আরেকটু উন্নত হইলে ঝড়, বন্যা, মহামারী, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক উপদ্রব দেখিয়া মনে মনে ভাবে, অত্যাচারী রাজা বা জমিদার কিংবা ডাকাতের ন্যায় শক্তিশালী এইসব সূক্ষ্মদেহধারী পুরুষ উৎপাত করিয়া থাকেন। তাই সেই অজ্ঞ লোকেরা ওই শক্তিশালী পুরুষগণকে দেবতা (অর্থাৎ, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন) জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের তুষ্ট করিবার জন্য পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, অনেক শিক্ষিত ধার্মিক লোক সত্য সত্যই বিশ্বাস করে, পাঁঠা খাইতে দিলে মা-কালী, গাঁজা খাইতে পাইলে শিবঠাকুর খুশি হইয়া তাহাদের অভীষ্টসাধন করিয়া দিবেন। যেমন, আজকাল খোশামোদ করিয়া এবং ঘুষ দিয়া লোকে শক্তিশালী লোকের দ্বারা অনেক স্বার্থ সাধন করিয়া লয়—তদ্রূপ। দেবোপাসনা উপরি-উক্ত ক্রিয়ারই একটি সংশোধিত সংস্করণমাত্র।

পৃথিবীর সব দেশেই ভগবৎ উপাসনা প্রচলিত আছে। কিন্তু জগৎ অজ্ঞ লোকে পরিপূর্ণ। সম্প্রদায়ের ভয়ে নানা প্রকার উপাসনা করিলেও অজ্ঞ লোকেরা ওই দেবতাদিগেরই তোষামোদকারী মাত্র। সব দেশেই মানুষকে এই কথা বহু বার আচার্যপুরুষগণ বুঝাইয়াছেন যে, দেবতাদিগের উপাসনা করিলে বৃথা শক্তিক্ষয় হয়। কিন্তু যেকোনো বিপদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাক্ষাৎ ভগবান বাসুদেবকে ডাকিলেও সেই বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপাসনাও স্থায়ী ফল প্রদান করে। অজ্ঞ লোক ভগবানের বিরাট শক্তি বিষয়ে চিন্তা করিতেও পারে না। তাহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ভগবানে ভক্তি দেখাইলেও ভগবানকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়া অতি ক্ষুদ্রাকারে তাহার স্বার্থসাধনোপযোগী করিয়া লয়। যে-ব্রাহ্মণেরা গীতা মুখস্থ করিয়া রাখে, তাহারা জানে "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং..." (অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, বারি—যাহা ইচ্ছা তাহার সাহায্যেই আমার উপাসনা ভক্তি ও আন্তরিকতার সহিত করিলে, তাহা আমি গ্রহণ করিয়া থাকি), কিন্তু কার্যকালে মহিষ বলি দিয়া দেবীকে প্রসন্ন করিতে চাহে!

মহম্মদ বহু দেবদেবী পূজাকারীদের মূর্খতা কিছুতেই দূর করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কঠিনভাবে শাসন করিয়া বহু দেবপূজা বন্ধ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সারা দেশকে মুক্তিলাভের জন্য উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু কাল পরেই বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভূত-প্রেতের পূজায় শক্তিক্ষয় করিতে ক্রটি করে নাই! মানুষের স্বভাব এইরূপই বটে। এই প্রকারেও উপাসনা করিতে করিতে মানুষের উন্নতি হইবে—এই ভাবিয়া ভারতীয় মহাপুরুষগণ এইরূপ দেবতাপূজাতে বাধা দেন নাই। তবে কোনো কোনো বুদ্ধিমান লোক ভগবানের তত্ত্ব বুঝিয়া সর্বপ্রকার স্বার্থসাধনের জন্যও কেবল ভগবানকেই উপাসনা করিয়া থাকে। ভগবৎ উপাসনার ভান করিয়া কেহ কেহ ভগবানের কোনো বিশেষ মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়। ঐ মূর্তি ব্যতীত অন্য মূর্তি কেহ পূজা করিলে তাহাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে এবং সে যে মুক্তি পাইবে না—এই বিষয়ে তাহাকে বুঝাইতে সচেষ্ট হয়। (ইহা বাহ্যতঃ ভগবৎ উপাসনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতা উপাসনাই বটে।)॥২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ (ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যাং যাং (যে যে) তনুম্ (দেবমূর্তি) অর্চিতুম্ (অর্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই) অচলাং (অচলা) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) অহং (আমি) বিদধামি (দৃঢ় করিয়া দিই)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্তির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্যামিরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ভক্তঃ**=ভজ্+ক্ত, ১মা একবচন। **যাম্**=যদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **তনুম্**=তন্+উ=তনু, ২য়া একবচন। **শ্রদ্ধয়া**=শ্রৎ+ধা+অঙ্+টাপ্=শ্রদ্ধা, ৩য়া একবচন। **অর্চিতুম্**=অর্চ্+তুমুন্। **ইচ্ছতি**=ইষ্+লট্ তি। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **তাম্**=তদ্ (স্ত্রী), ২য়া একবচন। **এষঃ**=এতদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অচলাম্**=চল্+অচ্=চল; ন চল=অচল—নঞ্ তৎপুরুষ; অচল+টাপ্=অচলা, ২য়া একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বিদধামি**=বি-ধা-লট্ মি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যো যো যামিতি। তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তেষাং চ কামিনাং—য ইতি। যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্তশ্চ সন্নর্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে যে-ভাবেই এবং যে যে-মূর্তিতেই পূজা করুক না কেন, অন্তর্যামী ভগবান সেই ভাবেই ও সেই মূর্তিতেই তাহার ভক্তিপ্রবাহের পথ মুক্ত করিয়া দেন। লোকে স্থূলবুদ্ধিবশতঃ ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে এই ভিন্ন দৃষ্টি নাই। সমস্ত পূজারই ফলদাতা একমাত্র তিনি। যে-ভাবেই জীব পূজা করুক না কেন, সর্বথা তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। তিনি সেই ভাবেই তাহার অর্চনার পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন॥২১॥

মন্তব্য ঃ যাহার দ্বারা কার্যসিদ্ধি হয়, তাহাকেই লোকে ভালবাসে—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কোনো দেবতার উপাসনা করে, সেই দেবতার উপর তাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সঃ (সেই ভক্ত) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতার) আরাধনম্ (অর্চনা) ঈহতে (করিয়া থাকে); ততঃ চ (এবং সেই দেবতার নিকট হইতে) ময়া এব (আমা কর্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ (সেই) কামান্ (কামনাসমূহ) লভতে হি (লাভ করিয়াই থাকে।)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই সকাম ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবমূর্তির অর্চনা করিয়া থাকে এবং সেই দেবতার নিকট হইতে মৎ-প্রদত্ত নিজ কামনা লাভ করে। (অর্থাৎ, আমিই তাহার পূর্বসঙ্কল্পিত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি।)॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ **যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে**=যুক্তঃ+তস্য+আরাধনম্+ঈহতে। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **তয়া**=তদ্ (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **শ্রদ্ধয়া**=শ্রৎ+ধা+অঙ্=শ্রদ্ধ+টাপ্, ৩য়া একবচন। **যুক্তঃ**= যুজ্+ক্ত। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **আরাধনম্**=আ-রাধ্+ণিচ্+অনট্=আরাধন, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ঈহতে**=ঈহ্ (চেষ্টা করা)+লট্ তে। **ততঃ**=তদ্+তস্ (পঞ্চম্যাং তসিল্)। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **বিহিতান্**=বি-ধা+ক্ত=বিহিত; ২য়া বহুবচন। **তান্**=তদ্ (পুং), ২য়া বহুবচন। **কামান্**=কম্+ঘঞ্=কামঃ, ২য়া বহুবচন। **হি**=অব্যয়। **লভতে**=লভ্+লট্ তে॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সংকল্পিতাঃ কামাস্তাংস্ততো দেবতাবিশেষাল্লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্যামিণা বিহিতান্ নির্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যয়ৈবং পূর্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতো যো যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়াঽর্চিতুমিচ্ছতি—স তয়েতি। স তয়া মদ্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সংস্তস্যা দেবতাতন্বা রাধনমারাধনমীহতে চেষ্টতে। লভতে চ ততস্তস্যা আরাধিতায়া দেবতাতন্বাঃ কামানীপ্সিতান্ ময়ৈব পরমেশ্বরেণ সর্বজ্ঞেন

কর্মফলবিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান্নির্মিতাংস্তান্। হি যস্মাত্তে ভগবতা বিহিতাঃ কামাঃ। তস্মাত্তানবশ্যং লভত ইত্যর্থঃ। স হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্প্যম্। ন হি কামা হিতাঃ কস্যচিৎ॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সকাম ভক্ত মারণ, মোহনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কল্প সাধনজন্য ভগবানকে ভুলিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফলদাতা স্বয়ং ভগবানই। কেননা, তিনি ভিন্ন অন্তর্যামী ও ফলদাতা আর কেহই নাই। যেমন এক-একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সহিত নদীর যোগ থাকিলে, তুমি জলাশয় হইতে যত ইচ্ছা জল লও না কেন, কিন্তু জানিতে হইবে যে, নদীই এই জল জোগাইতেছে, বস্তুতঃ জলাশয়ের স্বতন্ত্র জল নাই; সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা যে সাধকের কামনারূপ ফল দান করেন, তাহা অন্তর্যামী পরমেশ্বরেরই সামর্থ্যে বলিতে হইবে॥২২॥

মন্তব্য ঃ মানুষের ভিতরে অনন্ত শক্তিমান শ্রীহরি বিদ্যমান আছেন। মানুষের অন্তরে প্রবল ইচ্ছা উপস্থিত হইলেই তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু মানুষের এই সত্য বুঝিবার শক্তি নাই, তাই তাহারা বাহিরের কোনো শক্তিশালী পুরুষের সহায়তায় বাসনাসিদ্ধির চেষ্টা করে। প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহাদের বাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে—ইহা ভগবানেরই বিধান। সত্যদ্রষ্টা পুরুষ দেখেন—তিনিই কর্ম, তিনিই কর্মফল, তিনিই কর্মফলদাতা আবার কর্মফলের ভোক্তাও তিনি॥২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥২৩॥
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (সেই ব্যক্তিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশী) ভবতি (হয়); [হি (যেহেতু)] দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হয়), মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) যান্তি (পাইয়া থাকে) অবুদ্ধয়ঃ (অবিবেকিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) অনুত্তমং (সর্বোৎকৃষ্ট) পরং ভাবম্ (পরমাত্ম-স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) মাং (আমাকে) ব্যক্তিম্ (সাকার ভাব) আপন্নং (প্রাপ্ত) মন্যন্তে (বিবেচনা করে)॥২৩-২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশী হইয়া থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চনা দ্বারা দেবলোকই প্রাপ্ত হয়; আর আমার ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে। অবিবেকিগণ আমার অব্যয় ও সর্বোৎকৃষ্ট পরমাত্ম-স্বরূপ না জানিয়া অব্যক্তস্বরূপ আমাকে ব্যক্ত বলিয়া বিবেচনা করে॥২৩-২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **তু**=অব্যয়। **অল্পমেধসাম্**=অল্পা মেধা যেষাং তে—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ফলম্**=ফল্+অচ্, ১মা একবচন। **অন্তবৎ**=অম্+তন্=অন্ত; অন্ত+মতুপ্=অন্তবৎ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **দেবযজঃ**= দেবান্ যজতি ইতি দেব—যজ্+ক্বিপ্=দেবযজ্, ১মা বহুবচন। **দেবান্**=দিব্+অচ্=দেব, ২য়া বহুবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **অপি**=অব্যয়। **মদ্ভক্তাঃ**=ভজ্+ক্ত=ভক্তঃ; মম ভক্তঃ=মদ্ভক্ত=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **অবুদ্ধয়ঃ**=বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধিঃ; বুদ্ধিঃ নাস্তি যস্য সঃ—অবুদ্ধি—নঞ্ বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+ অল্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **অনুত্তমম্**=নাস্তি উত্তম যস্মাৎ স্যাৎ=অনুত্তম—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর; ২য়া একবচন। **ভাবম্**=ভূ+ঘঞ্=ভাবঃ, ২য়া একবচন। **অজানন্তঃ**=জ্ঞা+শতৃ, ১মা বহুবচন=জানন্তঃ, ন জানন্তঃ=অজানন্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **অব্যক্তম্**=বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্ত; ন ব্যক্তঃ=অব্যক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ব্যক্তিম্**=বি-অঞ্জ্+ক্তিন্=ব্যক্তিঃ, ২য়া একবচন। **আপন্নম্**=আ-পদ্+ক্ত=আপন্ন, ২য়া একবচন। **মন্যন্তে**=মন্+লট্ অন্তে॥২৩-২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং যদ্যপি সর্বা অপি দেবতা মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব। তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টিনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি, তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজন্তে দেবানন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি।

ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং ভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্মনির্মিত-ভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুতঃ ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ॥২৩-২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদন্তবৎসাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে। অতঃ—অন্তবদিতি। অনন্তবাদ্বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসামল্পপ্রজ্ঞানাম্। দেবান্ দেবযজো যান্তি। দেবান্ যজন্ত ইতি দেবযজঃ। তে দেবান্ যান্তি। মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। এবং সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রপদ্যন্তেঽনন্তফলায়। অহো খলু কষ্টং বর্ততে ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্।

কিংনিমিত্তং মামেব ন প্রপদ্যন্ত ইতি? উচ্যতে—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তমপ্রকাশম্। ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতমিদানীং মন্যন্তে। মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তমবুদ্ধয়োঽবিবেকিনঃ। পরং ভাবং

পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনো মমাব্যয়ং ব্যয়রহিতমনুত্তমং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্ত ইত্যর্থঃ॥২৩-২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অল্পজ্ঞগণ অন্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সকাম পূজা করিলে যদিচ ভগবান তত্তদ্দেবরূপেই ফল দান করেন, তথাচ ভগবানের স্বরূপের পূজা করিলে জীব যে-ফল প্রাপ্ত হয়, উহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না। তমোগুণিগণ ভূত প্রেতের, রজোগুণিগণ যক্ষ রক্ষের এবং সত্ত্বগুণিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে। আরাধ্য দেবতাতে যতটুকু শক্তির সঞ্চার থাকা সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অতিরিক্ত ফলপ্রাপ্তিতে তত্তদ্দেবার্চনাকারীদিগের আশা নাই। যে-মুমুক্ষুগণ কেবল তৎস্বরূপেরই পূজা করিয়া থাকেন, সেই নিষ্কাম ভক্তগণ অন্তে মুক্তিপদ—ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবৎস্বরূপের আরাধনাকারী আর্তাদি ভক্তগণও প্রথমতঃ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া পরিণামে কামনার পরিপাক হইলে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন।

যদি কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং মুক্তিদাতাই হন, তবে জীব তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার কেন আরাধনা করে? অর্জুনের এই সংশয়ভঞ্জনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। যাহারা বিবেকবুদ্ধিবর্জিত, তাহারা তাঁহাকে সর্বকারণের কারণ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দঘন সুন্দর না জানিয়া মীন, কূর্ম, মানবাদি জীব বলিয়া জ্ঞান করে; তাহারাই তাঁহার স্বরূপে বিমুখ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে; এবং এই জন্যই তাহারা ক্ষণবিধ্বংসী ফল প্রাপ্ত হয়॥২৩-২৪॥

মন্তব্য ঃ ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন ঠিক মানুষের মতোই ব্যবহার করেন। পরবর্তিকালে ভক্তদের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহার সম্বন্ধে অতিপ্রাকৃত অনেক ঘটনা সম্প্রদায়-প্রবর্তকগণ বলিয়া থাকেন, কারণ জনসাধারণ ইহজীবনে ঐশী সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ত্যাগীদের বাসনাত্যাগ কিংবা ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি শক্তির কথা একদম বুঝিতে পারে না।

ত্যাগীদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘ জটা ধারণ করেন, শীত-গ্রীষ্মে উলঙ্গ হইয়া বেড়ান তাহারা তাঁহাদিগকেই শক্তিশালী পুরুষ মনে করে। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে ত্যাগ, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহার ফলে অবতারের প্রকৃত তত্ত্ব মানুষের কাছে প্রধানতঃ অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে সমাধি, উর্জিতা ভক্তি প্রভৃতি অসাধারণ ভাবসকল প্রকাশ করিলেও তাঁহার সমসাময়িক অতি অল্প লোক তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইউরোপ-আমেরিকায় সম্মানলাভ করিলেন, যখন শ্বেতকায় (বিদেশীরা) "দেবতা"-শিষ্যদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন, তখন লোকে ভাবিল—শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। বর্তমানে তাঁহার অনুকরণে ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে ঠাকুরের অভিনয় করিয়া কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পণ্ডিতকে পর্যন্ত অভিভূত করিতেছেন। এই সব দেখিয়া আমরা নিশ্চিতরূপে বুঝিতেছি যে, ভগবানের, বিশেষতঃ তাঁহার অবতারের প্রকৃত শক্তির কথা মানুষ একেবারেই বুঝিতে পারে না। তাই তাহারা কোনো এক শক্তিশালী পুরুষের পূজা করিয়া তৃপ্ত হয়॥২৩-২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায়) সর্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ (প্রকাশিত) ন (হই না); [এই জন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ় লোক) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ং (ক্ষয়শূন্য) [বলিয়া] ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি সকল লোকের নিকট প্রকাশিত হই না; কেননা, যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায় আমি যে জন্মমরণরহিত পরমেশ্বর, তাহা লোকে জানিতে পারে না॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **যোগমায়াসমাবৃতঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; মা+যৎ+টাপ্=মায়া; সম্-আ-বৃ+ক্ত=সমাবৃতঃ; যোগাধীনা মায়া=যোগমায়া—মধ্যপদলোপী তৎপুরুষ, যোগমায়য়া সমাবৃতঃ=যোগমায়াসমাবৃতঃ—৩য়া তৎপুরুষ। **সর্বস্য**=সর্ব (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রকাশঃ**=প্র-কাশ্+অচ্, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **অয়ম্**=ইদম্ (পুং), ১মা একবচন। **মূঢ়ঃ**=মুহ্+ক্ত, ১মা একবচন। **লোকঃ**=লোক+ঘঞ্=লোকঃ, ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অজম্**=নঞ্-জন্+ড=অজ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অল্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; (ক্লীব) ১মা একবচন। **অভিজানাতি**=অভি-জ্ঞা+লট্ তি॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব; যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ; যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটন-ঘটনপটীয়স্ত্বাৎ, তয়া সংচ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তদজ্ঞানং কিংনিমিত্তমিতি? উচ্যতে—নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য লোকস্য। কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াসমাবৃতঃ—যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনম্। সৈব মায়া যোগমায়া। অথবা ভগবতো যঃ সংকল্পঃ স এব যোগঃ। তদ্বশবর্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া। চিত্তসমাধির্বা যোগো ভগবতঃ। তৎকৃতা মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়য়া সমাবৃতঃ সংছন্ন ইত্যর্থঃ। অত এব মূঢ়ো লোকোঽয়ং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ম্॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপ ধারণকালে অলোকসামান্য লক্ষণ সত্ত্বেও কেন লোকে তাঁহাকে সাধারণ জীব বলিয়া মনে করে, অর্জুনকে ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, একান্ত অনুরাগ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তাঁহার এই স্বতঃসিদ্ধ সঙ্কল্পশক্তিই যোগমায়ারূপে তাঁহারই স্বরূপকে লোকবুদ্ধির বহির্ভূত—গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাই ভক্তিহীন মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। মায়াবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইলে সরল বিশ্বাস ও অকপট ভক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তিহীন ব্যক্তির নিকট তিনি মেঘাচ্ছাদিত রবির ন্যায় চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকেন॥২৫॥

মন্তব্য ঃ আমরা অবিদ্যা মায়ায় আবৃত। সেই মায়ার উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। মায়াধীশ ভগবান নিজে আমাদের মতো সাজিয়া আসেন—ইহাও তাঁহার সেই মায়াশক্তি। ইহাকে বলা হয় "যোগমায়া", যাহা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যার আবরণ। মন ও বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে যোগমায়া-আবৃত ব্রহ্মকে একটু একটু বুঝিতে পারা যায়। শুদ্ধ না হইলে বুঝাই যায় না। এই যোগমায়ার কারণেই ভক্তেরা ভগবানের উপর আকর্ষণ অনুভব করেন। অ-ভক্তেরা অবতারকে সাধারণ লোকের ন্যায় জ্ঞান করেন। তথাকথিত ভক্তদের মধ্যেও সকলে তাঁহাকে সর্বব্যাপী শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া কিছুই বুঝেন না। বড় জোর একজন important লোক মনে করেন।

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো বস্তুই কোথাও নাই। আমাদের দৃক্‌শক্তি (power of knowing things) অবিদ্যার আবরণে সম্পূর্ণ আবৃত। কিন্তু দৃক্‌শক্তি লুপ্ত (annihilated) নহে—ধ্বংস হয় না। অবিদ্যা আবরণের ভিতর দিয়া সেই দৃক্‌শক্তির সাহায্যে আমরা ব্রহ্মকে অস্পষ্টভাবে জগৎ-রূপে দেখি। তীব্র বৈরাগ্য সহায়ে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ হইতে আপনাকে মুক্ত করিলে আমরা পূর্বে যাহা জগৎ বলিয়া দেখিয়াছিলাম, তাহাই তখন চৈতন্যময় দেখি। তখন বিষ্ঠা ও চন্দন এক বোধ হয়—সাধু ও পাপী এক বোধ হয়। যেমন মোমের বাগান—বাগানে গাছ, ফুল, ফল সবই দেখা যাইতেছে, কিন্তু মোম ছাড়া আর কিছুই নাই—এইরূপ বোধ হয়। তখন এটিকে বলে "পাকা আমি"। সেই সময়ে আমাতে শুধু একটু আবরণ থাকে—তাহাকে বলে বিদ্যার আবরণ। এই আবরণ খুলিয়া গেলে যে-অবস্থা হয়, তাহা বাক্য-মনের অগোচর। "গীতা"-য় ইহাকেই "ব্রহ্মনির্বাণ" (২/৭২) বলিয়া শ্রীভগবান বর্ণনা করিয়াছেন॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) অহং চ (আমি) সমতীতানি (ভূত) বর্তমানানি (বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত বিষয়) বেদ (জানি), তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (অবগত নহে)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—ত্রিকালের সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছি; কিন্তু হে অর্জুন! কেহই আমাকে অবগত নহে॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সমতীতানি**=সম্-অতি-ই+ক্ত=সমতীত, ২য়া বহুবচন। **বর্তমানানি**=বৃত্+শানচ্=বর্তমান, ২য়া বহুবচন। **ভবিষ্যাণি**=ভূ+লৃট্-স্য+শতৃ=ভবিষ্য, পৃষো ত্ লোপঃ, ২য়া বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত, ২য়া বহুবচন। **বেদ**=বিদ্+লট্ মি। **তু**=অব্যয়। **কশ্চন**=কঃ+চন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **বেদ**=বিদ্+লট্ তি॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তং, তদেব স্বস্য সর্বোত্তমত্বম-

নাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্তমানানি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গমানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি; মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাৎ ইতি প্রসিদ্ধং, মান্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যয়া যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকো নাভিজানাতি নাসৌ যোগমায়া মদীয়া সতী মহেশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি। যথাঽন্যস্যাপি মায়াবিনো মায়া জ্ঞানং তদ্বৎ। যত এবমতঃ—বেদাহমিতি। অহং তু বেদ জানে। সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি। তথা বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহম্। মাং তু বেদ ন কশ্চন। মদ্ভক্তং মচ্ছরণমেকং মুক্ত্বা। মত্তত্ত্ববেদনাঽভাবাদেব ন মাং ভজতে॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান স্বয়ং সর্বজ্ঞ—সুতরাং, যোগমায়াবরণ-জন্য তাঁহার ত্রিকালদর্শিতার কিছুমাত্র বিঘ্ন হইতেছে না; কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া জীবকে এমনই অন্ধীভূত করিয়া রাখিয়াছে যে, জীবগণ তাহা অতিক্রম করিয়া ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। যেমন, সূর্যের প্রখর কিরণপাতে কুজ্ঝটিকা অপনীত হইয়া যায়, তদ্রূপ তীব্র ভক্তির বেগ সাধুহৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে যোগমায়ার দুরপনেয় আবরণও বিদূরিত হইয়া যায়। অভক্তির চক্ষে তাঁহাকে কোনোমতেই দেখিতে পাওয়া যায় না॥২৬॥

মন্তব্য ঃ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোনো বস্তুই নাই। ব্রহ্ম একটি জ্ঞানময় সত্তা অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং, সৃষ্টির সমস্ত জিনিস তাঁহার মধ্যেই নিহিত। জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। মায়ার প্রভাবে তাহার দৃক্‌শক্তি নিজেকে জানিতে অসমর্থ হইয়া অনাত্ম বস্তুর দিকেই সর্বদা নিবদ্ধ হইয়া আছে। বিষয়বাসনা কমিলে মায়া একটু হালকা হয়, তখন ক্রমশঃ শুদ্ধ বস্তুর দিকে জীব একটা আকর্ষণ অনুভব করে। সেই আকর্ষণশক্তি বৃদ্ধি হইলে জীবের ভিতরে আত্মদর্শনের শক্তি জাগ্রত হয়। জীব ও ব্রহ্মে ইহাই পার্থক্য।

সেই দৃক্‌শক্তির সাহায্যে যখন অন্যান্য বিষয় জানা যায়, তখন সেই অন্যান্য বিষয়ও ব্রহ্মরূপেই আবির্ভূত হয়। সব চৈতন্যময় বোধ হয়॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভারত (হে ভারত!) পরন্তপ (হে পরন্তপ!) সর্গে (স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছাদ্বেষজনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (দ্বন্দ্বজনিত মোহ দ্বারা) সর্বভূতানি (প্রাণিগণ) সম্মোহং যান্তি (অভিভূত হয়)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভারত! হে পরন্তপ! প্রাণিগণের স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে তাহারা ইচ্ছাদ্বেষজনিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব কর্তৃক মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ভারত**=ভরত+অণ্ সম্বোধনে ১মা। **পরন্তপ**=পর-তপ্+ণিচ্+খচ্; পরং তাপয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **ইচ্ছা-দ্বেষ-সমুত্থেন**=ইষ্+শ+টাপ্=ইচ্ছা; দ্বিষ্+ঘঞ্=দ্বেষঃ; সম্-উৎ-স্থা+ক=সমুত্থ; ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চ=ইচ্ছাদ্বেষৌ—দ্বন্দ্বঃ; তাভ্যাং সমুত্থঃ-তেন। **দ্বন্দ্বমোহেন**=মুহ্+ঘঞ্=মোহঃ; দ্বন্দ্বশ্চ মোহশ্চ=দ্বন্দ্বমোহৌ—দ্বন্দ্বঃ; ৩য়া একবচন। **সর্বভূতানি**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়, ১মা বহুবচন। **সম্মোহম্**=সম্-মুহ্+ঘঞ্=সম্মোহঃ, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা, তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্বাণি ভূতানি সম্মোহং, যান্তি "অহমেব সুখী দুঃখী চেতি" গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কেন পুনস্ত্বত্তত্ত্ববেদনপ্রতিবন্ধেন প্রতিবদ্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্বভূতানি মাং ন বিদন্তীত্যপেক্ষায়ামিদমাহ—ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন। ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চেচ্ছাদ্বেষৌ। তাভ্যাং সমুত্তিষ্ঠতীতীচ্ছাদ্বেষসমুত্থঃ। তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন। কেনেতি বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ—দ্বন্দ্বমোহেনেতি। দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো দ্বন্দ্বমোহঃ। তাবেবেচ্ছাদ্বেষৌ শীতোষ্ণবৎ পরস্পরবিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুবিষয়ৌ যথাকালং সর্বভূতৈঃ সংবধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়তে। তত্র যদেচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুসংপ্রাপ্ত্যা লব্ধাত্মকৌ ভবতস্তদা তৌ সর্বভূতানাং প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদনদ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণং মোহং জনয়তঃ। ন হীচ্ছাদ্বেষদোষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানমুৎপদ্যতে বহিরপি। কিমু বক্তব্যং তাভ্যামাবিষ্টবুদ্ধেঃ সংমূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি? অতস্তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ভরতান্বয়জ সর্বভূতানি সংমোহিতানি সন্তি সংমোহং সংমূঢ়তাং সর্গে জন্মন্যুৎপত্তিকাল ইত্যেতৎ—যান্তি গচ্ছন্তি হে পরন্তপ। মোহবশান্যেব সর্বভূতানি জায়মানানি জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবমতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবদ্ধপ্রজ্ঞানানি সর্বভূতানি সংমোহিতানি মামাত্মভূতং ন জানন্তি। অত এবাত্মভাবেন মাং ন ভজন্তে॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ জীব স্থূলদেহ লাভ করিলেই অনুকূল বিষয়লাভে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ করিয়া থাকে। শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদিতে ব্যাকুল হয় এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী—এইরূপ অভিমানযুক্তও হয়। যোগমায়ার ন্যায় এই বিষম দ্বন্দ্বদৃষ্টিও ভগবদ্দর্শনের বিষম প্রতিবন্ধক। ভগবান "ভারত" পদে অর্জুনের পবিত্র কুলমর্যাদা ও "পরন্তপ" পদ দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনসামর্থ্যের মর্যাদা দেখাইয়া দিলেন। যাহারা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত, ভগবানকে তাহারাও দর্শন করিতে পায় না॥২৭॥

মন্তব্য ঃ জীব মায়াতে আবৃত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। তখন সে দেখে, সে যেন স্থূল-সূক্ষ্ম দেহধারী একটি জীব হইয়াছে। দেহ-মনের কতকগুলি জিনিস তাহার নিকট সুখদায়ক এবং

কতকগুলি দুঃখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। দুঃখ দূর করিয়া সুখ পাইবার চেষ্টা করাই জীবনের লক্ষণ। কিন্তু এই সুখ-দুঃখের আর শেষ নাই—তাই জীবকে লক্ষ লক্ষ বার জন্মাইতে হয়, মরিতে হয়॥২৭॥

যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যেষাং তু (যে-সকল) পুণ্যকর্মণাং (পুণ্যশীল) জনানাং (ব্যক্তিগণের) পাপম্ অন্তগতং (পাপ বিনষ্ট হইয়াছে) দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বমোহশূন্য) তে (সেই) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করিয়া থাকেন)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পুণ্যকর্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই দ্বন্দ্বমোহবিনির্মুক্ত ব্যক্তিগণই আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **যেষাম্**=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **পুণ্যকর্মণাম্**=পূ+যণ্ (গুক্, হ্রস্ব) পুণ্য; পুণ্যানি কর্মাণি যেষাং তে=পুণ্যকর্মাণঃ—বহুব্রীহি; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **জনানাম্**=জন্+অচ্=জনঃ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **পাপম্**=পা+প, ১মা একবচন। **অন্তগতম্**=অম্+তন্=অন্ত; গম্+ক্ত=গত; অন্তং গতম্=২য়া তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **দ্বন্দ্বমোহ-নির্মুক্তাঃ**=মুহ্+ঘঞ্=মোহঃ; নির্-মুচ্+ক্ত=নির্মুক্ত; দ্বন্দ্বশ্চ মোহশ্চ=দ্বন্দ্বমোহৌ—দ্বন্দ্ব সমাস; তাভ্যাং নির্মুক্তাঃ—৩য়া তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। তে=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **দৃঢ়ব্রতাঃ**=দৃহ্+ক্ত=দৃঢ়; বৃ+অতচ্=ব্রত; দৃঢ়ং ব্রতং যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজন্তে**=ভজ্+লট্ অন্তে॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্মুক্তাঃ সন্তস্ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রমাত্মভাবেন ভজন্ত ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে—যেষামিতি। যেষাং তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্। পুণ্যং কর্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্মাণঃ তেষাং পুণ্যকর্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা যথোক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্মুক্তা ভজন্তে মাং পরমাত্মানম্। দৃঢ়ব্রতাঃ। এবমেব পরমাত্মাতত্ত্বং নান্যথেত্যেবং সর্বপরিত্যাগব্রতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতা উচ্যন্তে॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ "সর্বভূতানি সম্মোহং যান্তি" এতদ্‌বচনে ভগবান সকল প্রাণীরই মোহপ্রাপ্তির কথার সূচনা করিয়াছেন। আবার আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার ভক্তের কথা উল্লেখ করায় পাছে অর্জুনের ভগবদ্‌বাক্যে বিরোধ বোধ হয়, তাই ভগবান বলিতেছেন যে, প্রাণীমাত্রেই মায়ায় মোহিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জন্মজন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, তাঁহাদের দ্বন্দ্বমোহাদি

ধীরে ধীরে অপনীত হয়। দ্বন্দ্বমোহাদি দূর হইলেই চিত্তের একাগ্রতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তাবৃদ্ধি ও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে॥২৮॥

মন্তব্য ঃ এইরূপে সুখের আশায় বহু বার জন্মগ্রহণ করিতে করিতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। তখন সে জানিতে পারে, সুখলাভের একটি মাত্র উপায় আছে। তাহা এই যে, নিজের সুখলাভের চেষ্টা অপেক্ষা পরকে সুখী করিবার চেষ্টা করিলে বেশি সুখলাভ হয়। এই পরহিতচিকীর্ষা হইতে দেহাত্মবুদ্ধি কমিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সমষ্টিচৈতন্যের দিকে মনে একটা খুব আকর্ষণ বোধ হয়। কেবল তখনই জীব ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।

"অন্তগতং পাপম্" এবং "Self Expansion" একই কথা।

সংসারে মানুষ নিজের সুখের জন্যই সব চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই স্থায়ী সুখ পায় না। তখন অপর এক জনকে প্রিয় ভাবিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহারই সুখ-দুঃখের ভাগী হয়—এইরূপে স্ত্রী-পুত্র কিংবা আত্মীয়স্বজনে, দেশে তথা মানবজাতিতে প্রিয়বুদ্ধি হইতে হইতে সমগ্র জীবজন্তুতে প্রিয়বুদ্ধি হইলেই স্বভাবতঃই সমষ্টিচৈতন্যের দিকে মন প্রধাবিত হয়। যে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক, সে কখনও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যকে কষ্ট দিবে না; এমনকী, নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিবে। ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "সর্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।/পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥"॥২৮॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥২৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যে (যাঁহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ নিবারণার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (অবলম্বনপূর্বক) যতন্তি (সাধন করেন) তে (তাঁহারা) তৎ (সেই সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) কৃৎস্নম্ (নিখিল) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম বিষয়) অখিলং কর্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম) বিদুঃ (জানেন)॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-সকল ব্যক্তি জরামরণাদি নিবারণার্থ আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) অবলম্বনপূর্বক সাধনা করিতে থাকেন, তাঁহারা "তৎ" পদের লক্ষ্যার্থরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং অপরিচ্ছিন্ন "ত্বম্" পদের লক্ষ্যার্থ আত্মাকে এবং শ্রবণমননাদি সাধনরাশি অবগত হন॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ যে=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **জরা-মরণ-মোক্ষায়**=জৄ+অঙ্+টাপ্=জরা; মৃ+অনট্=মরণং; মোক্ষ+ঘঞ্=মোক্ষঃ; জরা চ মরণ চ=জরামরণে—দ্বন্দ্বঃ, জরামরণয়োঃ মোক্ষঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, তস্মৈ। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **আশ্রিত্য**=আ-শ্রি+ল্যপ্। **যতন্তি**=যত্+লট্ অন্তি। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **তৎব্রহ্ম**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন; বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ২য়া একবচন=ব্রহ্ম। **কৃৎস্নম্**=কৃত্+ক্স্ন=কৃৎস্ন, ২য়া একবচন। **অধ্যাত্মম্**=অধি+আত্মন্=অধ্যাত্মম্, ২য়া একবচন। আত্মনি অধি=অধ্যাত্মম্—অব্যয়ীভাব। **অখিলম্**=নাস্তি খিলং যস্য তৎ—নঞ্ বহুব্রীহি। **চ**=অব্যয়। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ২য়া একবচন। **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং, তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তে কিমর্থং ভজন্ত ইতি? উচ্যতে—জরেতি। জরামরণমোক্ষায় জরামরণয়োর্মোক্ষার্থম্। মাং পরমেশ্বরমাশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্ব্রহ্ম পরং তদ্বিদুঃ। কৃৎস্নং সমস্তম্। অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু। তদ্বিদুঃ। কর্ম চাখিলং সমস্তং বিদুঃ॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা কামনাসিদ্ধিরূপ ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মুক্তির জন্য সাধনা, অর্থাৎ উপাসনাদি ক্রিয়ায় তৎপর হন, তাঁহাদিগের সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্মের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। মনে কর, তুমি পাপভারে আক্রান্ত হইয়া নির্গুণ পরব্রহ্মের নিকট পাপ মোচনার্থ প্রার্থনা করিলে; যিনি নির্গুণ, তাঁহাতে দয়ারূপ গুণের সম্ভব না থাকায়, যিনি প্রকৃতির অতীত তাঁহাতে তোমার দুঃখবেদনার—পাপের জ্বালামালার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইতে না পারায়, যিনি নির্বিকার, নিস্তরঙ্গ, তোমার জন্য তাঁহার স্বভাবের ভাবান্তর না হওয়ায়, তোমার পাপভার মোচন হইল না। তোমার স্তুতি-মিনতি নির্গুণ ব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারে না। যিনি দয়াময়, তিনি সগুণ; তোমার দুঃখাপনোদনের বাসনা হইলে তুমি সেই সগুণ দয়াময় ব্যতীত আর কাহাকে ডাকিবে? কৃপাসিন্ধু সগুণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কেই-বা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং তৎপ্রাপ্তির গুহ্যসাধন—রহস্যরাশিও বিদিত হইতে পারা যায়॥২৯॥

মন্তব্য ঃ বহু জন্মের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ বুঝিতে পারে, সুখলাভের চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হইলেও জরা ও মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতির কোনো উপায় নাই; জরা এবং মরণে সর্বপ্রকার সুখ-আয়োজনের অবসান হয়। সাধারণতঃ মানুষের কিছুতেই জ্ঞান হয় না। কিন্তু কোনো কোনো অভিজ্ঞ জীবাত্মা ইহা হইতে মুক্তির পথ অন্বেষণ করিয়া ভগবানের কথা জানিলে তখন তাঁহারা সাধনে অগ্রসর হইয়া আত্মানুভূতি লাভ করিয়া জরা-মরণের পারে গমন করেন॥২৯॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যে চ (আর যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (ও অধিযজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে (সেই) যুক্তচেতসঃ (সমাহিতমনা ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহারা মরণকালেও আমাকেই বিদিত হইয়া থাকেন॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **যে**=যদ্‌ (পুং), ১মা বহুবচন। চ=অব্যয়। **স-অধিভূত-অধিদৈবম্‌**=অধি-ভূ+ক্ত= অধিভূত; দেব্‌+অণ্‌=দৈব, দৈবম্‌ অধি=অধিদৈব—অব্যয়ীভাব; ভূতানি অধি=অধিভূত—অব্যয়ীভাব; অধিভূতং চ অধিদৈবঞ্চ=অধিভূতাধি দৈবে—দ্বন্দ্ব, তাভ্যাং সহ বর্তমানং তদ্‌ যথা স্যাৎ তথা—বহুব্রীহি। **স-অধিযজ্ঞম্‌**=যজ্ঞম্‌ অধি=অধিযজ্ঞম্‌—অব্যয়ীভাব, অধিযজ্ঞেন সহ বর্তমানং তদ্‌ যথা স্যাৎ তথা—বহুব্রীহি। **মাম্‌**=অস্মদ্‌, ২য়া একবচন। **বিদুঃ**=বিদ্‌+লট্‌ অন্তি। **তে**=তদ্‌ (পুং), ১মা বহুবচন। **যুক্তচেতসঃ**=যুজ্‌+ক্ত=যুক্ত; চিৎ+অসুন্‌=চেতস্‌, (ক্লীব) ১মা একবচন=চেতঃ; যুক্তং চেতঃ যেষাং তে—যুক্তচেতসঃ—বহুব্রীহি। **প্রয়াণকালে**=প্র-যা+ল্যুট্‌ (অনট্‌)=প্রয়াণ; কল্‌+ণিচ্‌+অচ্‌=কাল; প্রয়াণস্য কালঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **অপি**=অব্যয়॥৩০॥

সপ্তমোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদি-শব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্ত মনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্বিজানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি, অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ॥৩০॥

"কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্‌॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ সাধীতি। সাধিভূতাধিদৈবম্‌—অধিভূতং চাধিদৈবং চাধিভূতাধিদৈবম্‌। সহাধিভূতাধিদৈবেন বর্তত ইতি সাধিভূতাধিদৈবং চ মাং যে বিদুঃ। সাধিযজ্ঞং চ সহাধিযজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ। প্রয়াণকালে মরণকালেঽপি চ মাং তে বিদুঃ। যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি॥৩০॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মরণকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল বিবশ হইয়া আসে। নানা

যাতনা ও ক্লেশে অভিভূত হইয়া তাহাদের স্ফূর্তিশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ নিতান্ত ক্ষীণ ও তাহাদের কার্যকারিণী শক্তি নষ্ট হইলে, মনও অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন তোমার ভগবৎকথা বলিবার এবং ভগবৎকথা শুনিয়া ভগবদনুরাগী হইবার শক্তিসামর্থ্যও থাকে না। যে-মন চিরদিন বিষয়চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সেই মনও তখন স্বয়ং ব্রহ্মচিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশি সেই সময়ে একে একে উঠিতে থাকে। যদি তুমি চিরদিনই পুত্রকলত্রাদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক, তবে মরণকালে তোমার চিরাভ্যস্ত সেই বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। আর যদি চিরদিন শ্রদ্ধাপূর্বক ভগবচ্চিন্তন করিয়া থাক, তবে মরণকালে তুমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও—কেহ তোমাকে ভগবানের কথা না শুনাইলেও, ভগবত্তত্ত্ববিষয় তোমার চিরাভ্যস্ত বলিয়া উহা আপনা-আপনিই তোমার মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান—অচেতন—মূর্ছিত অবস্থাতেও ভগবদ্ভাবভ্রষ্ট হন না। ভক্ত অচেতন হইয়া যদি ভগবানকে স্মরণ করিতে না-ও পারেন, চির-আরাধিত ভক্তবৎসল ভগবান তখন স্বয়ং ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। শিশু যেমন মাতার অঞ্চল ধরিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ও মূর্ছিত হয়, তখন মাতা যেমন সেই চেষ্টাচৈতন্যহারা শিশুকে স্বয়ং উদ্যত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লন, সেইরূপ ভক্ত স্বভাবের নিয়মে মরণমূর্ছায় অচেতন হইলেও চৈতন্যস্বরূপ ভগবান ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষুহৃদয়ে প্রকাশিত হন॥৩০॥

ভগবান এতৎ সপ্তমাধ্যায়ে উত্তমাধিকারিগণের প্রতি লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তৎপদপ্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন এবং মধ্যমাধিকারীদিগের জন্য শক্তিরূপ মুখ্যবৃত্তি দ্বারা তৎপদপ্রতিপাদ্য ধ্যেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন।

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥১॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অর্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন)—[হে] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্ (ব্রহ্ম কী)? অধ্যাত্মং কিম্ (অধ্যাত্ম কী)? কর্ম কিম্ (কর্ম কী)? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ (অধিভূত কাহাকে বলে)? কিম্ অধিদৈবম্ (অধিদৈব কাহাকে) উচ্যতে (বলা যায়)? [হে] মধুসূদন (হে মধুসূদন!) অত্র (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কী)? অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কথম্ (কী প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াণকালে চ (মরণকালেও) নিয়তাত্মভিঃ (সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কর্তৃক) কথং (কীরূপে) [তুমি] জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞানগম্য) অসি (হও)॥১-২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অর্জুন বলিলেন—হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! ব্রহ্ম কী? অধ্যাত্মই-বা কাহাকে বলে? কর্মই-বা কী? অধিভূত, অধিদৈব কীরূপে চিন্তা করিতে হয়? এই দেহে অধিযজ্ঞ কে? তিনি দেহের মধ্যে বা বাহিরে অবস্থিত? আর মরণকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণের নিকট তুমি কী উপায়েই-বা জ্ঞানগম্য হও?॥১-২॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুনঃ**=অর্জ+উনন্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **পুরুষোত্তম**=পুর্-শী+ড=পুরুষ; উৎ+তমপ্=উত্তম; উত্তমঃ পুরুষঃ=পুরুষোত্তম—কর্মধারয়। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অধ্যাত্মম্**=অধি+আত্মন্=অধ্যাত্ম, ১মা একবচন। আত্মানম্ অধি—অব্যয়ীভাব সমাস। **কর্ম**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন। **অধিভূতম্**=অধি-ভূ+ক্ত=অধিভূত; ভূতানি অধি=অধিভূত—অব্যয়ীভাব। **প্রোক্তম্**=প্র-ব্রূ+ক্ত=প্রোক্ত, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অধিদৈবম্**=দেব+অণ্=দৈব; দৈবম্ অধি=অধিদৈব—অব্যয়ীভাব। **চ**=অব্যয়। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **মধুসূদন**=মধু-সূদি+অন; মধুং সূদয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **অস্মিন্**=ইদম্ (পুং), ৭মী একবচন। **দেহে**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, ৭মী ১মা একবচন। অধিযজ্ঞঃ—যজ্ঞম্ অধি=অধিযজ্ঞ—অব্যয়ীভাব সমাস। **কঃ**=কিম্ (পুং) ১মা একবচন। **অত্র**=ইদম্+ত্রল্ (৭মী স্থানে)। **কথম্**=অব্যয়; কিম্+থমু। **প্রয়াণ-কালে**=প্র-যা+অনট্=প্রয়াণ; কল্+ণিচ্+অচ্=কাল; প্রয়াণস্য কালঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **নিয়ত-আত্মভিঃ**=নি-যম্+ক্ত=নিয়ত;

অত+মনিন্=আত্মন্, নিয়তঃ আত্মা যৈঃ তে=নিয়তাত্মানঃ, ৩য়া বহুবচন। **জ্ঞেয়**=জ্ঞা+যৎ। **অসি**=অস্+লট্ সি ॥১-২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "ব্রহ্মকর্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্মাদি স্পষ্টমষ্টমে উচ্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তপদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ—কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ।

কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ; স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্বকর্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি?॥১-২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিত্যাদিনা ভগবতাঽর্জুনস্য প্রশ্নবীজান্যুপদিষ্টানি। অতস্তৎপ্রশ্নার্থমর্জুন উবাচ—কিং তদিতি॥১-২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান সপ্তমাধ্যায়ের শেষে "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্" ইত্যাদি শ্লোকার্ধে যে জ্ঞেয় সপ্ত পদার্থের সূচনা করিয়াছেন, অষ্টম অধ্যায়ে তাহাই বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান যে সকল গুহ্য রহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিবার জন্য অর্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! ব্রহ্ম কী? তিনি সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? এই দেহরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন, সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্যস্বরূপ? কর্ম, যজ্ঞাদি অথবা তাহা হইতে কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ? অধিভূত বলিয়া তুমি পৃথিব্যাদি কার্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ, অথবা ক্রিয়া মাত্রকেই বুঝাইয়াছ? দেবতাগণের ধ্যানকে তুমি অধিদৈব বলিয়াছ, অথবা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্তী জীবচৈতন্যের নাম অধিদৈব? যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থান করেন তিনিই অধিযজ্ঞ, কিংবা উহা কোনো দেবতাবিশেষের নাম, অথবা পরব্রহ্মকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছ? সেই অধিযজ্ঞকে কীরূপে চিন্তা করিতে হয়—তাদাত্ম্যরূপে অথবা অভেদরূপে? সেই অধিযজ্ঞ দেহের ভিতরে থাকেন, অথবা বাহিরে? যদি ভিতরে থাকেন, তবে তিনি বুদ্ধি আদি রূপে বিরাজিত, অথবা স্বতন্ত্র? মৃত্যুকালে চিত্ত বিবশ হইয়া পড়িলে, অর্থাৎ, ভক্ত ব্যাধির বেদনায় অজ্ঞান—অচেতন হইয়া পড়িলে, যদি শেষকালে তোমাকে ডাকিতে না পারে বা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে হে কৃষ্ণ! তুমি কীরূপে তোমার চিরানুগত ভক্তের হৃদয়ে উদিত হও? ভগবান সমস্ত অগোচর বিষয় বিদিত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" এবং তিনি পরম কারুণিক, এই জন্য "মধুসূদন" বলিয়া অর্জুন সম্বোধন করিয়াছেন॥১-২॥

মন্তব্য ঃ সাধারণ লোকের সূক্ষ্ম বুদ্ধির অত্যন্ত অভাব। সেই জন্য অতীন্দ্রিয় কোনো বস্তুই

তাহারা বুঝে না। অথচ অতীন্দ্রিয় জগতের বিষয় জানিবার একটা প্রয়োজন তাহারা সকলেই অন্তরের অন্তরে অনুভব করে। বিশেষতঃ নানা প্রকার বিপদে পড়িয়া কোনো দৈবীশক্তির সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা হয়। জ্ঞানিগণ এই জন্য ব্রহ্ম হইতে জগৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ পর্যন্ত সৃষ্টির ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার পূজা, যাগ, যজ্ঞাদির উপদেশ করিয়াছিলেন। পূর্বকালে সব তত্ত্বই কাহারও নিকট হইতে শুনিতে হইত। উপাসনা ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা নানা কারণে সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই অবস্থায় সর্ববিধ সৎকর্ম, জ্ঞানপ্রচার কোনো কোনো সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ফলে মানবজাতির মধ্যে সর্বত্র সমাজশিক্ষা ও রক্ষার ভার পুরোহিতদের হাতে গিয়া পড়িল। পুরোহিতরা বংশপরম্পরায় একই প্রকার কাজ করিতে করিতে যন্ত্রের মতো হইয়া পড়ে এবং জীবিকানির্বাহের জন্য নিজের অধীনস্থ লোকদিগকে চিরকাল করতলগত রাখিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে ধর্ম ও নীতি কতকগুলি "creed"-এ পরিণত হইয়া যুগে যুগে মানবজগতে দারুণ কলহ উপস্থিত করিয়াছে।

মানবজীবনের দুইটি প্রয়োজন সর্বকালে সর্বদেশে বিদ্যমান। প্রথমটি—(ইহকাল) এই জীবন রক্ষা করা ও উন্নতি লাভ করা; দ্বিতীয়টি—(পরকাল) এই জীবন যাইলেও পরবর্তিকালে সুখে শান্তিতে থাকা। প্রথমটি সম্পাদন করিবার জন্য নানা প্রকারের আইনকানুন, শিক্ষা, ব্যবসাদি প্রচলিত আছে এবং চিরকালই ছিল। পরকালের উন্নতির উপায় ধর্ম নামে জগতে পরিচিত। জ্ঞানদৃষ্টিতে এই দুইটির কোনো পার্থক্য নাই। কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির রহস্য জানিয়া সুখে শান্তিতে চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরে পূর্ণ মুক্তি বা আনন্দ লাভ করিবে—ইহাই জীবনের মূল রহস্য। প্রাকৃতিক নিয়মে জগতে সকল মানুষকে একইভাবে পরিচালিত করা কোনো কালেই সম্ভব হয় নাই, হইবেও না। সেই কারণেই বিভিন্ন প্রকার পূজা-উপাসনা, যাগযজ্ঞাদির প্রচলন হইয়াছে। বর্তমানে বাহ্যজগতের বিষয়-পর্যবেক্ষণশক্তি আশ্চর্যরূপে বিকাশলাভ করিয়াছে। তাহার ফলে জগৎ-রহস্য মানুষকে বুঝানো আর পূর্বের মতো অসম্ভব নহে। আমাদের শাস্ত্রে সকল মানুষকে মনুর সন্তান বলা হইয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্ব নানা কারণে মানুষ ঠিকভাবে বুঝিতে পারে নাই, কেবল জ্ঞানীরা ইহা অনুভব করিতেন মাত্র। কিন্তু এখন একটু বুদ্ধি থাকিলেই "Biology", "Physiology" এবং "Psychology" পড়িতে পারিলে মানবজাতির ঐক্য অতি অনায়াসে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়॥১-২॥

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—অক্ষরং (অব্যয়স্বরূপই) পরমং ব্রহ্ম

(পরব্রহ্ম), স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (স্বভাব অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তিবৃদ্ধিকর) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) কর্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম বলিয়া কথিত হয়)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম বলিয়া কথিত হয়॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **পরমম্**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম, (ক্লীব), ১মা একবচন। **অক্ষরম্**=নঞ্-ক্ষর্+অচ্=অক্ষর, (ক্লীব), ১মা একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **স্বভাবঃ**=স্বস্য ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **অধ্যাত্মম্**=অধি+আত্মন্=অধ্যাত্ম, ১মা একবচন। **উচ্যতে**=ব্রূ+কর্মণি লট্ তে। **ভূতভাবোদ্ভবকরঃ**= ভূ+ক্ত=ভূত; ভূ+ণিচ্+অচ্=ভাব; উৎ-ভূ+অপ্=উদ্ভব; ভূতানাং ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তস্য উদ্ভবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তং করোতি ইতি—ভূতভাবোদ্ভব—কৃ+খচ্; ১মা একবচন। **বিসর্গঃ**=বি-সৃজ্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **কর্মসংজ্ঞিতঃ**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন=কর্ম; সম্-জ্ঞা+অঙ্+আপ্=সংজ্ঞা, সংজ্ঞা+ইতচ্=সংজ্ঞিত। কর্ম সংজ্ঞা যস্য সঃ=কর্মসংজ্ঞিতঃ—বহুব্রীহি॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং; ননু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্‌ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি"[১] ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ; স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ, তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্বকর্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্মশব্দবাচ্যঃ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি। অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং পরমাত্মা। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি শ্রুতেঃ[২]। ওঁকারস্য চোমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাদগ্রহণং। পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষর উপপন্নতরং বিশেষণম্। তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ—স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ—অধ্যাত্মম্-উচ্যতে। আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতেঽধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতানাং ভাবো ভূতভাবঃ। তস্যোদ্ভবো ভূতভাবোদ্ভবঃ। তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ। ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ। বিসর্গো বিসর্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদের্দ্রব্যস্য পরিত্যাগঃ। স এষ বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ কর্মশব্দিত ইত্যেতৎ। এতস্মাদ্বীজভূতাদ্বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যুদ্ভবন্তি॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি অবিনশ্বর, যিনি অন্তর্বাহ্যব্যাপী এবং ওতপ্রোতভাবে যিনি সর্বত্র বিদ্যমান, তিনিই অক্ষর। যিনি উৎপত্তি-বিনাশবর্জিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা, যিনি সকলের

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৮/৮
২ তদেব, ৩/৮/৯

মূল এবং শেষগতি, যিনি কার্যের উপক্রম ও উপসংহারস্বরূপ তিনিই অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম। এই অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যাগযজ্ঞ, হোম, দানাদি যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যাগযজ্ঞাদি শস্যাদি উৎপত্তির কারণ এবং জীবগণের পীড়াদিসন্তাপহারক॥৩॥

মন্তব্য ঃ ইতিহাসে প্রায়শঃই দেখা যায়, হয়তো আত্মরক্ষার জন্য লোকে একতা অবলম্বনে এক দেশে বাস করিত এবং তাহাদের সামান্য স্বার্থের জন্য অন্য গোষ্ঠীকে ধ্বংস করিতে ইতস্ততঃ করিত না। বিশেষতঃ যখনই কোনো দানবপ্রকৃতির লোক সেই দেশের রাজা হইত, সে তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগকে খেপাইয়া নিজের বাহাদুরি দেখাইবার জন্য অন্য দেশ লুণ্ঠন করিত। ভয়ে কোনো লোক তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিত না। ভারতের বাহিরে এবং ভারতবর্ষেও এইরূপ ঘটনা বহু বার ঘটিয়াছে। যদিও বেদান্তে সাম্যবাদের চূড়ান্ত কথা সব লিখিত আছে, তথাপি মনুষ্যসমাজে কখনও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারা যায় নাই। গত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মানবজাতির মধ্যে নানান দার্শনিক মতবাদ, যথা—"Nihilism", "Communism", "Socialism" প্রভৃতি ভাব স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে অনেক বুদ্ধিমান লোক জানিতে পারিয়াছেন যে, আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে এবং কলহ না করিয়াও এই জগতে বাস করা যাইতে পারে।

"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্"—গঙ্গা যেমন গোমুখী হইতে বহির্গত হইয়া সাগরে পড়িতেছে, ঠিক তেমনি প্রকৃতি হইতে এই দৃশ্যমান সৃষ্টি বহির্গত হইয়া যেন দারুণ বেগে প্রলয়ের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, অর্থাৎ, প্রকৃতিতে আবার মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই চিরচঞ্চল সৃষ্টির পিছনে একটি সম্পূর্ণ স্থিরবস্তু রহিয়াছে; তাহার ক্ষয়-ব্যয় নাই, বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই, তাহার সীমা নাই। তাহাতে অনন্ত সৃষ্টি রহিয়াছে। তাহা সবচেয়ে বড় বলিয়া তাহাকে "ব্রহ্ম" বলে। এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানার নামই জ্ঞানলাভ করা। আমরা এই সৃষ্টির ভিতরে আছি—এই সৃষ্টি পার হইয়া ব্রহ্মের নিকট যাইতে গেলে সৃষ্টির সমস্ত স্তরভেদ করিয়া যাইতে হইবে; সেই স্তরগুলিকেই "অধ্যাত্ম", "অধিভূত", "অধিদৈব", "অধিযজ্ঞ" নামে শ্রীভগবান অভিহিত করিলেন।

যেমন দেখিতে পাই, কখনও কখনও সূর্য মেঘাবৃত হইলেও মেঘের ভিতর দিয়া কিছু কিছু আলো দেখিতে পাওয়া যায়, সূর্য একেবারে অদৃশ্য হন না—ঠিক তেমনি ব্রহ্ম এই সৃষ্টির পিছনে থাকিলেও সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার ঈষৎ প্রকাশ একটু একটু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সামান্য প্রকাশগুলিকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মের নিকট পৌঁছাইতে হয়। সব প্রাণীর ভিতরেই একটা "স্ব-ভাব" আছে, তাহারা সকলেই নিজের ভিতর "আমি" "আমি"—এইরূপ একটা অনুভব করিয়া থাকে। জীবের ভিতরে ইহাই ব্রহ্মের প্রকাশ। এই "আমি"-কে ধরিয়া ব্রহ্মের কাছে পৌঁছাইতে হয়। আত্মা শব্দের অর্থ—"আমি"। সকল আত্মাকে তিনি অধিকার করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার সেই ভাবকে "অধ্যাত্ম" বলে॥৩॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] দেহভৃতাং বর (হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ!), ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (পদার্থই) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ চ (হিরণ্যগর্ভই) অধিদৈবতম্ (অধিদৈব), অহমেব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞরূপে) [আছি]॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে জীবসত্তম! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগর্ভনামা পুরুষ অধিদৈব এবং বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই, এই অধিযজ্ঞ মনুষ্যদেহে বিদ্যমান থাকেন॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র**=অধিযজ্ঞঃ+অহম্+এব+অত্র। **দেহভৃতাম্**=দিহ্+অচ্=দেহ; দেহ-ভৃ+ক্বিপ্=দেহভৃৎ, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **বর**-বৃ+অপ্। **ক্ষরঃ**=ক্ষর্+অচ্, ১মা একবচন। **ভাবঃ**=ভূ+ঘঞ্, ১মা একবচন। **অধিভূতম্**=অধি-ভূ+ক্ত=অধিভূত; ভূতানি অধি—অব্যয়ীভাব। **পুরুষঃ**=পুর্-শী+ড, ১মা একবচন। **অধিদৈবতম্**=দৈবতম্ অধি—অব্যয়ীভাব, দেব+তল্=দেবতা; দেবতা+অণ্ (স্বার্থে)= দৈবত; **চ**=অব্যয়। **অত্র**=ইদম্+ত্রল্ (৭মী স্থলে)। **দেহে**=দিহ্+অচ্=দেহ, ৭মী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **অধিযজ্ঞঃ**=যজ্ঞম্ অধি—অব্যয়ীভাব সমাস॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদি-পদার্থঃ ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে, পুরুষো বৈরাজঃ সূর্যমণ্ডলবর্তী স্বাংশভূতসর্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা,

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত॥" ইতি শ্রুতেঃ

অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম প্রবর্তকস্তৎফলদাতা চ, "কথমি"-ত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈঃ জীববৈলক্ষণ্য দেহান্তর্বর্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, তথা চ শ্রুতিঃ—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"[1]

দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি। কোঽসৌ? ক্ষরঃ। ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী। ভাবো যৎ কিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্ত্বিত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্বমিতি। পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ। আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ। সোঽধিদৈবতম্।

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩/১/১

অধিযজ্ঞঃ সর্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণ্বাখ্যা দেবতা। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ[১]। স হি বিষ্ণুরহমেব। অত্রাস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ। যজ্ঞো হি দেহনির্বর্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণো ভবতি দেহভৃতাং বর॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বিনাশোৎপত্তিযুক্ত পদার্থমাত্রই অধিভূত। যিনি সমষ্টিলিঙ্গস্বরূপ এবং সূর্যাদি রূপে ব্যষ্টিভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশশক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব ও সর্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্বযজ্ঞের ফলপ্রদাতা এবং সর্বযজ্ঞের অভিমানিরূপ বিষ্ণু অধিযজ্ঞ নামে কথিত হন। ভগবান বাসুদেবই এই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞ পুরুষ দেহমধ্যে থাকিয়াও বুদ্ধি আদি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ভগবান অর্জুনকে "দেহভৃতাং বর" সম্বোধন দ্বারা ভগবত্তত্ত্বাবগতির জন্য যে তাঁহার পূর্ণ অধিকার ও সামর্থ্য আছে—তাহারই সঙ্কেত করিয়াছেন॥৪॥

মন্তব্য ঃ অধ্যাত্ম বলিতে তাঁহার শুধু শুদ্ধ "আমি"-ভাবটাই বুঝিতে হইবে। যখন তিনি দেহ-মন-বুদ্ধি ও পূর্ব-সংস্কাররূপ উপাধি-যুক্ত, তখন তিনি অধিভূত। এই অবস্থা অবিরাম পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহাকে ক্ষরভাব বলা হইয়াছে (ক্ষর অর্থাৎ যাহা অনবরত ক্ষয় হইতেছে)। এই সৃষ্টির ভিতরে এক মহাশক্তি খেলা করিতেছে। সেই শক্তির এক-একটি ভাব অবলম্বন করিয়া আমরা এক-একটি দেবতা কল্পনা করিয়াছি। ঝড়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি শক্তিকে আমরা বলি পবনদেব, দগ্ধ করিবার শক্তিকে আমরা বলি অগ্নিদেব, সাগরের অনন্ত জলরাশিরূপ রাজ্য পরিচালক রাজাকে বলি বরুণ ইত্যাদি। এই যাবতীয় দৈবশক্তি ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে। আমরা যত দেবতার পূজা করি, তাহাতে তাঁহারই পূজা করা হয়।

যে সমষ্টি-চৈতন্য সমস্ত দেহরূপ পুরে বাস করেন, তিনিই পুরুষ। সর্বদেবতার সমষ্টি অর্থাৎ তাঁহাকে পূজা করিলে সমস্ত দেবতার পূজা, জগতের সমস্ত শক্তির পূজা করা হয়।

অধিযজ্ঞ=মানুষের ভিতরে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর উপাসনা এবং পরোপকার প্রভৃতি সৎকর্ম করিবার প্রবৃত্তি সর্বত্রই দেখা যায়। অতি বিরল পার্বত্য জাতিরা পর্যন্ত নানা প্রকার পূজাদি করে। জীব এই প্রেরণা ব্রহ্ম হইতেই পায়। যজ্ঞের উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য বেদ বলিয়াছেন ঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ", আর গীতাতেও আছে ঃ "সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।" এই স্থলে মানুষের স্বাভাবিক উপাসনা-প্রবৃত্তির কারণ ব্রহ্ম বলিয়াই তিনি সর্বজীবের ভিতর অধিযজ্ঞরূপে বিরাজিত। তিনিই অধিযজ্ঞ—"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ"।

ধর্মসাধনাতে সর্বত্রই নানা প্রকার সঙ্কীর্ণ ভাব ও ভ্রমাত্মক ধারণা দেখা যায়। এই জগতে সর্বত্র নানাভাবে ব্রহ্মই যে নিজেকে প্রদর্শন করিতেছেন—ইহা না জানিলে উপাসনা অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জ্ঞানও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। মোট কথা, সৃষ্টির সর্বত্র জগৎ-কারণ অক্ষয় ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিতে হইবে।

১ কৃষ্ণযজুর্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ১/৭/৪/৪

মানুষের বহির্মুখ দৃষ্টিকে অন্তর্মুখ করিয়া মনকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিবার জন্য নানা প্রকারে নানা দিক হইতে গীতায় বহু নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জীবের ভিতরে "আমি" "আমি" বোধ একটি আশ্চর্য বস্তু, যাহা প্রস্তর জাতীয় জড়বস্তুতে নাই। ইহাই অধ্যাত্মবিভূতি।

প্রত্যেক জীবের বাহিরের আবরণ বারবার খসিয়া পড়িলেও আবার নূতন একটি আবরণ নিজের ভিতর হইতেই সে বাহির করে। ইহাও ব্রহ্মশক্তিতেই হইয়া থাকে। ইহাই অধিভূত।

সর্বজীব অবিরাম আপনাকে বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বিবর্তন বা evolution-এর প্রেরণায় কীটপতঙ্গ পর্যন্ত জ্ঞানী হইতে পারে। ঘড়ির ভিতরে একখানা ইস্পাতের পাতকে খুব জোরে গুটাইয়া রাখা হয়, তাহা নিজের অবস্থা লাভ করিবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকে; তাই সেই ঘড়ি চলে। অবিকল সেইরূপ, প্রতি জীবের ভিতরে অসীম শক্তিশালী অনন্ত ব্রহ্ম নিজেকে প্রবল মায়াশক্তির দ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি নিজে নিজেকে বিকাশ করিবার অবিরাম চেষ্টা করেন। ইহাই তাঁহার বিভূতির রহস্য। যখন উপাসনাদি কার্যে মানুষের প্রবৃত্তি হয়, তখন সেই প্রবৃত্তির প্রেরয়িতাকে অধিযজ্ঞ বলা হইয়াছে। ভালভাবে বাঁচিয়া থাকাই ভাব এবং উদ্ভব—উন্নতি করা। ইহাই সাধারণভাবে সমাজের লক্ষ্য। একটু লক্ষ্য করিলেই আমরা দেখিতে পাই, শতসহস্র বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যুগযুগান্তর হইতে মানবসমাজ টিকিয়া আছে এবং ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাই যেসব কার্যের দ্বারা এই ক্রিয়া দুইটি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম। কর্মের এই ব্যাপকতর সংজ্ঞায় যজ্ঞ, দেবোপাসনা তাহার একটি অংশমাত্র॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অন্তকালে চ (মৃত্যুকালেও) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিয়া) কলেবরং (দেহ) মুক্ত্বা (পরিত্যাগপূর্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমার স্বরূপ) যাতি (লাভ করেন), অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ নাস্তি (সংশয় নাই)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-ব্যক্তি মৃত্যুকালেও ভগবানের চিন্তা করিয়া এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে, সেই ব্যক্তি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অন্তকালে**=অম্+তন্=অন্তঃ, কল্+ণিচ্+অচ্=কাল; অন্তস্য কালঃ=অন্তকালঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **চ**=অব্যয়। **স্মরন্**=স্মৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **কলেবরম্**=কলে+বর, ২য়া একবচন। কলে বর—অলুক সমাস। **মুক্ত্বা**=মুচ্+ক্ত্বাচ্। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **প্রয়াতি**= প্র-যা+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মদ্ভাবম্**=মম ভাবঃ=মদ্ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ভূ+ঘঞ্=ভাব; ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্ তি। **অত্র**=ইদম্+ত্রল (৭মী স্থলে)। **সংশয়ঃ**=সম্-শী+অচ্, ১মা একবচন। **নাস্তি**=নঞ্-অস্+লট্ তি॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি" ইত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্‌ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি; অত্র সংশয়ো নাস্তি, স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ অন্তকাল ইতি। অন্তকালে মরণকালে চ মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্‌ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রয়াতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি। নাস্তি ন বিদ্যতেঽত্রাস্মিন্নর্থে সংশয়ঃ—যাতি বা ন বেতি॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে-ব্যক্তি দুর্ভাগ্যদোষে জীবিতকালে ভোগাসক্ত হইয়া ভগবদ্ভাবনায় অশক্ত হয়, সেও যদি মরণকালে ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া পড়িলে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিও ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সগুণ নির্গুণ যে রূপেই হউক, ভগবানের চিন্তা করিলেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে॥৫॥

মন্তব্য ঃ এই সৃষ্টিতে যাহা কিছু কাজ হয়, তাহারই একটা নিয়ম আছে। এই প্রকৃতির ভিতরে কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনাই ঘটিতে পারে না। যেসব কাজ সাধারণ লোকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া থাকে, যোগীরা প্রাণশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহা অনায়াসে ঘটাইতে পারেন। (স্বামী বিবেকানন্দ-কৃত "রাজযোগ" দ্রষ্টব্য) কখনও কখনও বাহ্যদৃষ্টিতে খারাপ লোককে মৃত্যুকালে ভগবানের নাম করিয়া মরিতে দেখা যায়—যেমন অসতীর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ, ঘোর সংসারীর ভগবানের নাম করিতে করিতে মৃত্যু ইত্যাদি। আমরা তাহাদের বাহিরের জীবনই দেখি; কিন্তু সেই ব্যক্তির বুদ্ধিতে ভগবানলাভ যে জীবনসমস্যার একমাত্র মীমাংসা, তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা তো আমরা দেখিতে পাই না। সেই ব্যক্তি অতীতের কর্মসংস্কার বশে বাধ্য হইয়া অথবা জীবিকানির্বাহের জন্য বাধ্য হইয়া অতি অনিচ্ছায় অসৎ-কার্য করিয়া থাকে। তাহার পূর্বসংস্কারের প্রেরণায় যে অসৎ-কর্মে গতি হইয়াছে, সেই সংস্কার নিঃশেষ (exhaust) হওয়া মাত্রই ভগবানে রতিমতি হইবে এবং মুক্তি হইবে—ইহাই ঘটনা।

একটি বিষয় মনে রাখা খুব জরুরি—জীব মনে-প্রাণে যাহা চায়, তাহাই পায়। যাহা সেইভাবে চায় না, তাহা পায় না। জ্ঞানপন্থী বলেন, ভগবান বলিয়া কোনো "কৃপাময়" কেহ নাই। ভক্ত বলিবেন, যাঁহাকে আমরা ভগবান বলি, তাঁহাকে কৃপাময় বলিতে পারি। কেন? কারণ, যে তাঁহার কাছে যায়, সে যাহা চায়, তাহাই পায়। উত্তরে জ্ঞানী বলেন, সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টি নিত্যযুক্ত আছে। সেই যোগটি সম্বন্ধে সচেতন হইলেই ব্যষ্টিতে সমষ্টির শক্তি সঞ্চারিত হয়। ইহাকেই লোকে দয়া, কৃপা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। ভক্তের মতে, তখনই তাঁহাকে কৃপাময় বলা যায়, যদি তাঁহাকে পরম সুহৃদ নিজের মায়ের মতো বোধ হয়—fullest surrender চাই।

তবে আমরা যত দিন এই দ্বৈতভূমিতে আছি, তত দিন তাঁহাকে পূজা করিতে ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে—এইটি জানিয়া যে, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।/ ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥"॥৫॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) [জীব] অন্তে (মরণকালে) যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করে), সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (সর্বদা সেই ভাব চিন্তাপরায়ণ পুরুষ) তং তম্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! চিরজীবনে সর্বদা চিন্তাজন্য মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ **তমেবৈতি**=তম্+এব+এতি। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্; সম্বোধনে ১মা। **অন্তে**=অম্+তন্=অন্ত, ৭মী একবচন। **যম্**=যদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **বা**=অব্যয়। **অপি**=অব্যয়। **ভাবম্**=ভূ+ঘঞ্=ভাব, ২য়া একবচন। **স্মরন্**=স্মৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **ত্যজতি**=ত্যজ্+লট্ তি। **সদা**=সর্ব+দাচ্ (কালে) **তদ্ভাবভাবিতঃ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন=তৎ; ভূ+ঘঞ্=ভাব; ভূ+ণিচ্+ক্ত=ভাবিত; তস্য ভাবঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; তস্য ভাবেন ভাবিতঃ—৩য়া তৎপুরুষ; **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **এতি**=ই+লট্ তি॥৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি?—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি—সর্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং, তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ। কিং তর্হি? যং যমিতি। যং যং বাপি—যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরংশ্চিন্তয়ংস্ত্যজতি পরিত্যজত্যন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরম্। তং তমেব স্মৃতং ভাবমেবৈতি। নান্যম্। হে কৌন্তেয় সদা সর্বদা। তদ্ভাবভাবিতঃ—তস্মিন্ ভাবস্তদ্ভাবঃ। স ভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়াঽভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ। তাদৃশঃ সন্॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যে-ব্যক্তি যে-বস্তু চিরদিন অনুরাগসহ তীব্রভাবে ভাবনা করে, জীবিতাবস্থাতেও তাহার অন্তঃকরণ সেই সেই বস্তুর ভাবানুরূপ সংগঠিত হইয়া যায়। তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয়জন্য ভ্রমরকীটের [কাচপোকা] চিন্তাবশতঃ দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই নিজদেহ পরিহারপূর্বক ভ্রমররূপী হইয়া যায়। নন্দিকেশ্বর সর্বদা সদাশিবের ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন। যে-বিষয়ের তীব্রচিন্তা সর্বদা মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে, মলিন হউক বা সুন্দর হউক, মনোময় সূক্ষ্মশরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। যেমন স্বরূপ-প্রতিবিম্ব [ফটোগ্রাফ] উঠাইবার সময়ে যে যেরূপ ভাবে থাকে, তাহার প্রতিকৃতিও তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া যায়, সেইরূপ মরণ-সময়ে—স্থূলদেহ পরিত্যাগকালে—পূর্বকৃত পাপপুণ্যের ভোগায়তনস্বরূপ ভৌতিক দেহকে সূক্ষ্মশরীর যখন পরিহার করিয়া যায়, (সঙ্কল্প-বিকল্পের ক্ষয় না হওয়া বশতঃ)

মনের সঙ্কল্পশক্তি তখন যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে, সূক্ষ্মশরীর সেই সময়ে তদনুরূপ স্থূল ভাবায়তন রচনা করিয়া লয়। মরণকালে যে-ব্যক্তি সংসারের ভোগ্যবিষয় চিন্তা করে, সে পুনঃ পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। যিনি শিব, বিষ্ণু আদি চিন্তা করেন, তিনি তত্তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হন। আর যে-ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রেমের আবেশে আত্মসমাধানপূর্বক সঙ্কল্প-বিকল্পবর্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি পুনরাবৃত্তিবর্জিত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করেন। মরণমুহূর্তের চিন্তাশক্তির প্রকৃতিবলেই জীবের পুনর্জন্ম বা মুক্তি হইয়া থাকে॥৬॥

মন্তব্য ঃ মানুষের বুদ্ধিতে যাহা উপাদেয় (acceptable) বলিয়া ধারণা থাকে, সে যে-অবস্থায় যেভাবেই থাকুক না কেন, সে সেই অবস্থায় সেই বস্তুর চিন্তা করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া পড়িলেও সেই প্রেয়ঃ বস্তুর দিকে মনের একটা ঝোঁক থাকে; তাহার ফলে দেহত্যাগের সময় তাহার সেই ভাব প্রাপ্তি হয়। সুতরাং, সারাজীবন ধরিয়া কেহ যদি ঈশ্বরকেই নিজের প্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ তো বটেই) বলিয়া ভাবিয়া থাকে, মৃত্যুকালে তাহার ঈশ্বরচিন্তাই হয়। তখন কী হয়? পূর্বে পঞ্চম শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। মৃত্যুকালে মানুষের নূতন কোনো স্মরণোদ্যম সম্ভব হয় না। মন্ত্রজপের উদ্দেশ্যও তাহাই॥৬॥

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্মাৎ (অতএব) সর্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (চিন্তা করো), যুধ্য চ (ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও), ময়ি (আমাতে) অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ (মন-বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অতএব, সর্বদা আমাকে চিন্তা করো ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং মন-বুদ্ধি সমস্ত আমাতে অর্পণ করো। তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ**=ময়ি+অর্পিত+মনঃ+বুদ্ধিঃ+মাম্+এব+এষ্যসি+অসংশয়ঃ। **তস্মাৎ**=তদ্ (পুং), ৫মী একবচন (হেতৌ)। **সর্বেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ৭মী বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অনুস্মর**=অনু-স্মৃ+লোট্ হি। **যুধ্য**=যুধ্+লোট্ হি (আর্ষপ্রয়োগ)। **চ**=অব্যয়। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ**=অর্পি+ক্ত=অর্পিত; মন্+অসুন্=মনস্, ১মা একবচন=মনঃ; বুধ্+ক্তিন্=বুদ্ধিঃ; **মনশ্চবুদ্ধিশ্চ**=মনোবুদ্ধী—দ্বন্দ্ব সমাস; অর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য সঃ—বহুব্রীহি, **অসংশয়ম্**=সম্-শী+অচ্=সংশয়; ন সংশয়=অসংশয়—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন (ক্রিয়াবিশেষণে)। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **এষ্যসি**=ই+লৃট্ স্যসি। **কালেষু**=কল্+ণিচ্+অচ্=কাল, ৭মী বহুবচন॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তস্মাদিতি যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, তৎস্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা

ন ভবতি; অতো যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ; এবং ময্যর্পিতং মনঃ সংকল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি; অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর। যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্মং কুরু। ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে মনোবুদ্ধি যস্য তব স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেষ্যস্যাগমিষ্যসি। অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যুদ্ধ করা অর্জুনের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম—উহা পালন না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত ভগবচ্চিন্তাও অসম্ভব। সর্বদা ভগবচ্চিন্তা না হইলে মরণকালে অন্য চিন্তার উদয় হইয়া অর্জুনকে বারংবার জন্মমরণাধীন হইতে হইবে, এই জন্য ভগবান অর্জুনকে স্বধর্ম পালন এবং পাছে "আমি কর্তা" এই অভিমান উদয় হইলে অর্জুন কর্মজালে আবদ্ধ হন, তজ্জন্য তাঁহার মন-বুদ্ধিকে বাসুদেবে অর্পণ করিতে উপদেশ করিলেন। ব্রহ্মচিন্তনপূর্বক যেকোনো কার্যের অনুষ্ঠান কর না কেন, ব্রহ্মভাব বলবৎ থাকায় কর্মচিন্তা মনকে অধিকার করিতে পারে না। তাই অর্জুনকে বলিলেন, তুমি আমার স্বরূপের চিন্তা করো। যে-বিষয় তীব্রভাবে চিন্তা করা যায়, তাহাই মনোমধ্যে "সংস্কার"-রূপে অবস্থান করে। সংস্কার স্মরণ-মনন ব্যতীতও অতর্কিতভাবে সম্পদ-বিপদ সকল সময়েই স্বয়মেব সমুদিত হয়। শৈশবে "মা" "বাবা" শব্দ অত্যভ্যস্ত ও সংস্কারগত হইয়া যাওয়ায় আকস্মিক ভয়ের উদয় হইলে লোকের মুখ হইতে বিনা চেষ্টায় অতর্কিতভাবে আপনিই "মাগো", "বাপ্‌রে!" ইত্যাদি শব্দ বহির্গত হয়। এইরূপ যিনি শৈশবসুলভ সরলভাবে চিরদিন ভগবানকে স্মরণ বা মনন করেন, অথবা রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, হরি আদি ব্রহ্মনাম জপ করেন, তিনি মরণকালে বিহ্বল বা অচেতন হইলেও—স্মরণাদি মনের ক্রিয়া না থাকিলেও, ভগবৎ-স্মৃতি পূর্বসংস্কারবশতঃ আপনা-আপনি উদয় হইবে এবং হরি, কৃষ্ণ আদি নামও আপনা-আপনি উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্বাভ্যাসবশতঃ সংস্কার না জন্মিলে মরণমূর্ছাকালে ভগবৎ-স্মরণ হওয়া অসম্ভব॥৭॥

মন্তব্য ঃ তোমার পূর্বকর্মফলে তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছ। তোমার কর্তব্যে অবহেলা করিলে তোমার অতীত-কর্ম ক্ষয় হইবে না। বরং যুদ্ধে দুষ্টের দমন না করিলে সমাজের অ-হিত হইবে, তাহাতে তোমার (ক্ষত্রিয়ের) পাপ হইবার সম্ভাবনা। আর যুদ্ধ তো বাহিরের কাজ। যদি মুক্তিলাভের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ, ভগবানের চিন্তা করা তোমার নিশ্চিত ধারণা হইয়া থাকে, তবে বড় মানুষের বাড়ির দাসীর মতো তোমার কর্তব্য সুসম্পাদিত করো। এবং যদি মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি আমায় পাইবে, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। আমরা যত দিন না কর্মত্যাগ (বাসনাত্যাগ) করিয়া থাকিতে পারি, তত দিন গুরুর আদেশে কর্ম করিব এবং সকল সময়েই চেষ্টা করিব যাহাতে ইষ্টে মন থাকে। যে-কর্ম করিব তাহা সুসম্পাদিত হইবার পর আর ফিরিয়াও দেখিব

না বা কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিব না। যখন এইভাবে কর্মফল কমিতে কমিতে মন সকল সময়ে ঈশ্বরাভিমুখী হইবে, তখন আর কর্ম সাধারণ জীবের ন্যায় ফলপ্রসব করিবে না॥৭॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (মন দ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [সাধক] পরমং (পরম) দিব্যং পুরুষং (দিব্য পুরুষকে) যাতি (প্রাপ্ত হন)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ (হে পার্থ!) [ভক্ত] সর্বদা পরমাত্মচিন্তনের দ্বারা অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্; সম্বোধনে ১মা। **অভ্যাসযোগযুক্তেন**=অভি-অস্+ঘঞ্=অভ্যাস; যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; অভ্যাসেন যোগঃ—৩য়া তৎপুরুষ; বা অভ্যাসঃ এব যোগঃ—রূপক কর্মধারয়; অভ্যাস-যোগেন যুক্ত=৩য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **নান্যগামিনা**=অন্+যৎ=অন্য; গম্+ঘিনুণ্=গামিন্; ন অন্যং গামী=২য়া তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **অনুচিন্তয়ন্**=অনু-চিন্ত্+শতৃ, ১মা একবচন। **চেতসা**=চিৎ+অসুন্=চেতস্, ৩য়া একবচন। **দিব্যম্**=দিব্+যৎ=দিব্য; ২য়া একবচন। **পরমম্**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম, ২য়া একবচন। **পুরুষম্**=পুর্-শী+ড=পুরুষ, ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্ তি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ—সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ! তমেব যাতীতি॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণবিষয়ীভূত একস্মিংস্তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতোঽভ্যাসঃ। স চাভ্যাসো যোগঃ। তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং প্রবৃত্তং যোগিনশ্চেতঃ। তেন চেতসা নান্যগামিনা নান্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নান্যগামি। তেন নান্যগামিনা। পরমং নিরতিশয়ং পুরুষম্। দিব্যং দিবি সূর্যমণ্ডলে ভবম্। যাতি গচ্ছতি। হে পার্থ। অনুচিন্তয়ঞ্ছাস্ত্রাচার্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যদি বিষয়ের চিন্তা বা অন্য কোনো দেবতার চিন্তা চিত্তকে অধিকার না করে, তবে চিত্ত অবিচলিতভাবে পরমাত্মভাবনা করিতে পারে। এইরূপ নিরন্তর পরমাত্মচিন্তনাভ্যাসই সমাধিযোগ। নিত্যনিয়মিতাভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীত বাহিরের স্বভাবশক্তির উপর আধিপত্য জন্মে না। অভ্যাসজনিত সংস্কারই মরণকালে

ভগবদাবির্ভাবের কারণ হয়। পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে জীবের জীবত্ব বিদূরিত হয় এবং জীবন থাকিতে ও জীবনাবসানেও স্বপ্রকাশ পরমাত্মস্বরূপে স্থিতি করে॥৮॥

মন্তব্য ঃ বাহিরের কাজে অনেক হাঙ্গাম, একটা কিছু করিতে হইলে তাহার অনেক জোগাড়যন্ত্র না করিলে নয়; কিন্তু ভগবানলাভ করিতে হইলে, বিচারবুদ্ধি স্থির করিতে পারিলে কেবল ঈশ্বরের কোনো একটা ভাব অবলম্বন করিয়া চিন্তা করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। "চেতসা-নান্যগামিনা" অর্থাৎ, যাহার মন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো দিকে যায় না। তাহার বুদ্ধি এমন convinced বা প্রত্যয়ী যে, অন্য দিকে মন দিলে তাহার ক্ষতি হইবে এবং যদি কোনো কারণে একটু যায়ও, সে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মনকে ফিরাইয়া আনিবে॥৮॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥৯॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্ (সর্বনিয়ন্তা) অণোঃ (অণু হইতেও) অণীয়াংসং (অতিসূক্ষ্ম) সর্বস্য (সকলের) ধাতারম্ (বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যরূপ) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ) তমসঃ (প্রকৃতির) পরস্তাৎ (অতীত) [পুরুষকে] অনুস্মরেৎ (স্মরণ করেন) সঃ (তিনি) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন (একাগ্র) মনসা (মনের দ্বারা) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) যোগবলেন চ এব (ও যোগবলের দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রুর মধ্যে) প্রাণং (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যগ্‌রূপে) আবেশ্য (স্থাপন করিয়া) তং (সেই) পরং দিব্যং পুরুষম্ (দিব্য পরমপুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন)॥৯-১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বজ্ঞ অনাদি সর্বনিয়ন্তা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর সকলের বিধাতা অচিন্ত্যস্বরূপ আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ প্রকৃতির অতীত সেই পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন, তিনি মৃত্যুকালে একাগ্রমন, ভক্তি ও যোগবলের দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং ভ্রুযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সম্যগ্‌রূপে স্থাপন করিয়া সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন॥৯-১০॥

ব্যাকরণ ঃ **কবিম্**=কব্+ইন্=কবি, ২য়া একবচন। **পুরাণম্**=পুরা+তন্ (ট্যু)=পুরাণ, ২য়া একবচন। **অনুশাসিতারম্**=অনু-শাস+তৃন্=অনুশাসিতা (অনুশাসিতৃ-দাতৃ শব্দবৎ) ২য়া একবচন। অণোঃ—অণ্+উ=অণু, ৬ষ্ঠী একবচন। **অণীয়াংসম্**=অণু+ঈয়সুন্=অণীয়ান্ (অণীয়স্), ২য়া একবচন (লঘীয়স্ শব্দবৎ)। **সর্বস্য**=সর্ব+অচ্=সর্ব, ৬ষ্ঠী একবচন। **ধাতারম্**=ধা+তৃন্=ধাতৃ, ২য়া একবচন। **অচিন্ত্যরূপম্**=চিন্তি+যৎ=চিন্ত্য; ন চিন্ত্য=অচিন্ত্য; রূপ্+অপ্=রূপ; অচিন্ত্যং রূপং যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **আদিত্যবর্ণম্**=অদিতি+ষঞ্ (ণ্য)=আদিত্য; বর্ণ্+ঘঞ্=বর্ণ; আদিত্যস্য বর্ণ ইব বর্ণ যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **তমসঃ**=তম্+অসুন্=তমস্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরস্তাৎ**=পর+অস্তাৎ। **প্রয়াণকালে**=প্র-যা+অনট্=প্রয়াণ; কল্+ণিচ্+অচ্=কাল; প্রয়াণস্য কালঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী

একবচন। **অচলেন**=চল্+অচ্=চল; ন চল=অচল—নঞ্ তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **মনসা**=মন্+অসুন্=মনস্, ৩য়া একবচন। **ভক্ত্যাঃ**=ভজ্+ক্তি=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **যুক্তঃ**=যুজ্+ক্ত, ১মা একবচন। **যোগবলেন**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যোগস্য বলম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৩য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **ভ্রুবোঃ**=ভ্রম্+ডু=ভ্রু; ৬ষ্ঠী দ্বিবচন। **মধ্যে**=মধ্য, ৭মী একবচন। **প্রাণম্**=প্র-অন্+ঘঞ্=প্রাণ, ২য়া একবচন। **সম্যক্**=সম্-অন্চ্+ক্বিপ্=সম্যচ্, ১মা একবচন। **আবেশ্য**=আ-বিশ্+ণিচ্+ল্যপ্। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **অনুস্মরেৎ**=অনু-স্মৃ+বিধিলিঙ্ যাৎ। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **দিব্যম্**=দিব্+যৎ=দিব্য, ২য়া একবচন। **পরম্**=পৃ+অচ্=পর, ২য়া একবচন। **পুরুষম্**=পুর্-শী+ড=পুরুষ; ২য়া একবচন। **উপৈতি**=উপ-ই+লট্ তি॥৯-১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্বজ্ঞং সর্ববিদ্যানির্মাতারং, পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্ অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্-আকাশকালদিগ্‌ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং, সর্বস্য ধাতারং পোষকম্, অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং, মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্, আদিত্যবৎ স্বরূপ-প্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং, তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্তমানং, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ[১]; স প্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ; মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি, স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি॥৯-১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিংবিশিষ্টং চ পুরুষং যাতীতি? উচ্যতে—কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্বজ্ঞম্। পুরাণং চিরন্তনম্। অনুশাসিতারং সর্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরম্। অনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ। যঃ কশ্চিৎ। সর্বস্য কর্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারম্। অচিন্ত্যরূপং—নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যত ইত্যচিন্ত্যরূপঃ। তম্। আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণম্। তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরম্। তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ।

কিঞ্চ—প্রয়াণেতি। প্রয়াণকালে মরণকালে। মনসা অচলেন চলনবর্জিতেন। ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভজনং ভক্তি। তয়া যুক্তঃ। যোগবলেন চৈব—যোগস্য বলং যোগবলম্। তেন। সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং চিত্তস্থৈর্যলক্ষণং যোগবলম্। তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। পূর্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত ঊর্ধ্বগামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ যোগী কবিং পুরাণমিত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রতিপদ্যতে। দিব্যং দ্যোতনাত্মকম্॥৯-১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মোক্ষার্থিগণ যে দিব্য পরমপুরুষের চিন্তা করিয়া থাকেন, ভগবান

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/৮

বিবিধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহারই আভাস প্রকাশ করিতেছেন। পরমাত্মা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিষয়ের দ্রষ্টা, এই জন্য তিনি কবি বা সর্বজ্ঞ। তিনি সর্ব জগতের মূল কারণ অথচ স্বয়ং অনাদি। তিনি, সূর্য চন্দ্রাদি সর্ব জগতের নিয়ন্তা এবং সর্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়া প্রাণিগণকে নিজ নিজ কর্মানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া শুভাশুভ কার্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ বা কালাদি সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অথবা দুর্বিজ্ঞেয়। তিনি সকলের শুভাশুভকর্মফলবিধাতা। তিনি মনের চিন্তাশক্তির অতীত, তিনি জগতের প্রকাশক, অথচ তাঁহার প্রকাশক কেহ নাই। অবিদ্যার রাজ্য অতিক্রম না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যে-সাধুপুরুষ দেহান্তকালে মরণযাতনায় কাতর না হইয়া একাগ্রচিত্তে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযোগে পরমাত্মাকে আরাধনা করিয়াছেন এবং যিনি সমাধি অভ্যাসপূর্বক জীবদ্দশার কর্মজালজনিত সংস্কাররাশিকে বিস্মৃত হইয়া প্রাণবায়ুকে সুষুম্না নাড়িমার্গ দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ভ্রুযুগল মধ্যে দ্বিদল কমলে স্তম্ভনপূর্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রমণ করেন, তিনিই সেই দিব্য পরমপুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী আদি সর্বপ্রকার সাধকই যে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল॥৯-১০॥

মন্তব্য ঃ কবি কে? এই কাব্যময় জগতের তিনিই স্রষ্টা, তাই তাঁহাকে কবি বলা হইয়াছে। কবির মূল অর্থ—যিনি ক্রান্তদর্শী—ত্রিকালদর্শী। পুরাণম্—অভিনব, যাঁহার আদি নাই। অনুশাসিতা—যিনি সৃষ্টির শাসনকারী (Governor of the whole creation). অণোঃ অণীয়াংসম্—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, মন সূক্ষ্ম না হইলে সেই সূক্ষ্মতমকে ধরা যায় না। ধাতারম্—সৃষ্টি যাঁহাতে ধৃত (অবস্থান করিয়া) রহিয়াছে। সৃষ্টির যিনি বিধান করিয়াছেন। অচিন্ত্যরূপম্—যাঁহার স্বরূপচিন্তা করিয়া বোঝা যায় না, কেবল বোধে বোধ হয়। আদিত্যবর্ণম্—সূর্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ—Self-effulgent. তমসঃ পরস্তাৎ—অজ্ঞানের অতীত।

মৃত্যুকালে পরম ভক্তির সহিত ঈশ্বরচিন্তায় মন নিযুক্ত করিয়া রাখিলে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া আজ্ঞাচক্রে আসিয়া যখন উপস্থিত হয়, তখন শরীরের সমস্ত ক্রিয়াশক্তি (প্রাণ) বন্ধ হইয়া আজ্ঞাচক্রে স্থির হইয়া থাকে। এই স্তর আপনা হইতে ভেদ হইয়া মানুষের বোধশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ করে॥৯-১০॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বেদবিদঃ (বেদজ্ঞগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর পুরুষ) বদন্তি (বলেন), বীতরাগাঃ যতয়ঃ (বিষয়াসক্তিশূন্য যতিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (পাইবার ইচ্ছা করিয়া) ব্রহ্মচর্যং (ব্রহ্মচর্য) চরন্তি (পালন করেন), তৎ-পদং (সেই পরমপদ) [প্রাপ্তির উপায়] তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিব)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বেদবেত্তৃগণ যে অক্ষর পুরুষের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে লাভ করেন এবং সাধকগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁহারই কথা বলিতেছি॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **বেদবিদঃ**=বিদ্‌+ঘঞ্‌=বেদ; বেদং বিদন্তি যে তে—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন (সুহৃদ্‌ শব্দবৎ)। **যৎ**=যদ্‌ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অক্ষরম্‌**=ক্ষর্‌+অচ্‌=ক্ষর; ন ক্ষরঃ=অক্ষরঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **বদন্তি**=বদ্‌+লট্‌ অন্তি। **বীতরাগাঃ**=রন্‌জ্‌+ঘঞ্‌=রাগ; বি-ই+ক্ত=বীত; বীতাঃ রাগাঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **বিশন্তি**=বিশ্‌+লট্‌ অন্তি। **ইচ্ছন্তঃ**=ইষ্‌+শতৃ, ১মা বহুবচন। **ব্রহ্মচর্যম্‌**=বৃংহ+মনিন্‌=ব্রহ্মন্‌; ব্রহ্মন্‌-চর্‌+যৎ=ব্রহ্মচর্য; ২য়া একবচন। **চরন্তি**=চর্‌+লট্‌ অন্তি। **তৎ**=তদ্‌ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **পদম্‌**=পদ্‌+অচ্‌, ২য়া একবচন। **তে**=যুষ্মদ্‌, ৪র্থী একবচন। **সংগ্রহেণ**=সম্‌-গ্রহ্‌+অপ্‌=সংগ্রহ, ৩য়া একবচন। **প্রবক্ষ্যে**=প্র-ব্রূ+লৃট্‌ স্যে॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ[1]; বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি, যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ যোগমার্গানুগমনেনৈব ব্রহ্মবিদ্যামন্তরেণাপি ব্রহ্ম প্রাপ্যত ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে। পুনরপিবক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিত্‌সিতস্য ব্রহ্মণো বেদ-বিদ্বদনাদিবিশেষণবিশেষ্যস্ যাভিধানং করোতি ভগবান্‌—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং—ন ক্ষরতীত্য-ক্ষরমবিনাশি। বেদবিদো বেদার্থজ্ঞাঃ। বদন্তি। এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তীতি শ্রুতেঃ।[2] সর্ববিশেষনিবর্তকত্বেনাভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি। কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগ্‌দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাম্‌। যদ্‌ যতয়ো যতনশীলাঃ সন্ন্যাসিনঃ। বীতরাগাঃ—বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ। ব্রহ্মচর্যং গুরৌ চরন্ত্যাচরন্তি। তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ—সংগ্রহঃ সংক্ষেপস্তেন—সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রপঞ্চতত্ত্বরাশি নিবারণপূর্বক বেদবেত্তা পুরুষগণ যে প্রণবাত্মক অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, মুক্তিলাভ করিয়া মহাত্মগণ যাঁহাকে অনুভব করেন ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন এবং যে ব্রহ্মস্বরূপকে জানিবার জন্য সর্বত্যাগিসন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, নিঃসংশয়রূপে অর্জুন যাহাতে সে অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, ভগবান তাহাই সহজে ও সংক্ষেপে বলিতেছেন॥১১॥

মন্তব্য ঃ নির্গুণ ব্রহ্মকে বোধ করিবার উপায় নির্দেশ করা হইতেছে॥১১॥

---

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌, ৩/৮/৯
২ তদেব, ৩/৮/৮

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥১২॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপদ্বার) সংযম্য (অবরুদ্ধ করিয়া) মনঃ চ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধপূর্বক) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রূদ্বয়-মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম্ (আত্মসমাধিতে) আস্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) ওম্ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপ একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (চিন্তাকরতঃ) দেহং (শরীর) ত্যজন্ (পরিত্যাগপূর্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রস্থান করেন) সঃ (তিনি) গতিং পরমাং (পরম গতি) যাতি (প্রাপ্ত হন)॥১২-১৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে ভ্রূদ্বয়-মধ্যে স্থাপন ও আত্মসমাধি করেন এবং "ওঁ" এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥১২-১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ**=মূর্দ্ধ্নি+আধায়+আত্মনঃ। **সর্বদ্বারাণি**=সর্ব+অচ্=সর্ব; দ্বৃ+ণিচ্+অচ্=দ্বার; সর্বাণি দ্বারাণি=সর্বদ্বারাণি—কর্মধারয়। **সংযম্য**=সম্-যম্+ল্যপ্। **মনঃ**=মন্+অসুন্=মন, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **হৃদি**=হৃ+ক্বিপ্=হৃৎ, ৭মী একবচন। **নিরুধ্য**=নি-রুধ্+ল্যপ্। **আত্মনঃ**=অত+মনিন্=আত্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **প্রাণম্**=প্র-অন্+ঘঞ্=প্রাণ, ২য়া একবচন। **মূর্দ্ধ্নি**=মূর্ধ্+কনিন্=মূর্ধ্বা (মূর্ধ্বন্) ৭মী একবচন। **আধায়**=আ-ধা+ল্যপ্। **যোগধারণাম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; ধৃ+অনট্=ধারণ্। ধারণ্+টাপ্=ধারণা; যোগস্য ধারণা—যোগধারণা, ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **আস্থিতঃ**=আ-স্থা+ক্ত। **ওমিত্যেকাক্ষরম্**=ওম্+ইতি+অক্ষরম্। **ওম্**=অব্ (রক্ষা করা)+মন্। **ইতি**=অব্যয়। **একাক্ষরম্**=ক্ষর্+অচ্=ক্ষর; ন ক্ষরঃ=অক্ষরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; একঃ অক্ষরঃ=একাক্ষর—কর্মধারয়; ২য়া একবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন। **ব্যাহরন্**=বি-আ-হৃ+শতৃ, ১মা একবচন। মাম্—অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অনুস্মরন্**=অনু-স্মৃ+শতৃ, ১মা একবচন। **দেহম্**=দিহ্+ঘঞ্=দেহ, ২য়া একবচন। **ত্যজন্**=ত্যজ্+শতৃ, ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **প্রয়াতি**=প্র-যা+লট্ তি। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **পরমাম্**=পর-মা+ক=পরম; পরম+টাপ্=পরমা, ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্ তি॥১২-১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ—সর্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্বন্নিত্যর্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণং স্থৈর্যমাস্থিতঃ

আশ্রিতবান্ সন্ ওমিতি ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ, ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্‌ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদগতিং যাতি প্রাপ্নোতি॥১২-১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভি ধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি। তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ[১]—ইত্যুপক্রম্য যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি ধ্যায়ীত স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্[২]—ইত্যাদিনা বচনেন অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাৎ[৩]—ইতি চোপক্রম্য সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ[৪]॥—ইত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ বা পরব্রহ্মপ্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যোঙ্কারস্যোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেবেহাপি। কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তীতি চোপন্যস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্বোক্তরূপেণ প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোঙ্কারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যম্। প্রসক্তানুপ্রসক্তং চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে—সর্বেতি। সর্বদ্বারাণি—সর্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্বদ্বারাণ্যুপলব্ধৌ। তানি সর্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা। মনো হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা। নিষ্প্রচারমাপাদ্য। তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্ধ্বগামিন্যা নাড্যোর্ধ্বমারুহ্য মূর্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুম্।

তত্রৈব চ ধারয়ন্—ওমিতি। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্নুচ্চারয়ংস্তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরন্ননুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরম্। ত্যজন্ দেহমিতি প্রয়াণবিশেষণার্থম্। দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেনেত্যর্থঃ। স এবং ত্যজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্॥১২-১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া বিচার ও অভ্যাস দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অন্তর্মুখ করিয়াছেন এবং পাছে মন কর্তৃক বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পুনর্ধাবিত হয়, সেই জন্য মনকে আত্মচিন্তনার্থ হৃদয়কন্দরে নিরুদ্ধ রাখিয়াছেন এবং পাছে মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়া স্ফুরণার্থ সংবেগের সঞ্চার হয়, সেই জন্য প্রাণকে ভ্রূদ্বয়-মধ্যে স্থির করিয়া রাখেন এবং যিনি প্রত্যগাত্মবিষয়ক সমাধি করিয়া স্থিতি করেন এবং যিনি "ওঁ" এই ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য ও ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষরকে চিন্তা ও উচ্চারণ করিয়া স্থির থাকেন, সেই উপাসক দেহান্তে দেবযানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকের সুখ, সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পৎ—এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।"[৫]

১ প্রশ্ন উপনিষদ্, ৫/২;
২ তদেব, ৫/৫
৩ কঠ উপনিষদ্, ১/২/১৪;
৪ তদেব, ১/২/১৫
৫ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৩২

এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এতদ্বিদ্বান পুরুষের পরম গতি, পরম সম্পদ এবং পরম আনন্দস্বরূপ॥১২-১৩॥

মন্তব্য ঃ প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ যাহাতে না হয়, সেই জন্য চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার করিতে হইবে। অতঃপর মনকে সর্ব্ববিধ চিন্তা হইতে বিরত করিতে হইবে। এই সময়ে ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধিতে যে নিশ্চিত ধারণা আছে তাহা যেন অবিচল থাকে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং সেই পরব্রহ্মের প্রতীক-রূপে ওঁকার জপ করিতে হইবে। সকল চিন্তা নিরুদ্ধ থাকিয়া মন সাধনার লক্ষ্য ব্রহ্মে স্থির হইলে প্রাণের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া যায় এবং কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে স্থির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে সাধকের ব্রহ্মানুভূতি হয়, ইহাই ব্রহ্মানন্দলাভের সর্বোত্তম সাধনা।

সাধারণের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা—তিনি আমাদের মতো একজন ব্যক্তি, তাঁহার likes and dislikes আছে, আত্ম-পর আছে, তিনি রাগ করেন বা কৃপা করেন; কিন্তু জ্ঞানী জানেন যে, তিনি একটি চিন্ময় সত্তা মাত্র—অজ্ঞানের আবরণের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাকে নানা প্রকার অ-চিৎ বস্তুরূপে দেখিয়া থাকি। মুক্তিলাভ করিতে চাহিয়া সগুণ সাকার মূর্তিতে মন স্থির করিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে একটু দেরি হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা হইলে সত্বরই মুক্তিলাভ হয়।

সেই ধারণা আনিতে হইলে "আমিই শুধু আছি"—এই চিন্তাতে দীর্ঘ দিন মন স্থির করিতে হয়। সর্বউপাধি-বিবর্জিত "আমার প্রকৃত সত্তা" সম্বন্ধে একটু ধারণা হইলেই সমষ্টিচৈতন্যের ধারণা করা সম্ভব হয়; তখন শাস্ত্র-কথিত অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাসের ফলে সহজেই জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

নিরুপাধিক চিৎ-সত্তা সম্বন্ধে ধারণা হইলেও মন-বুদ্ধিকে সেই ধারণায় ডুবাইয়া রাখা অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্য কোনো একটি মূর্তি বা কোনো একটি শব্দে মনকে বসাইয়া রাখার পদ্ধতিও শাস্ত্রবিহিত॥১২-১৩॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) সততম্ (সর্বদা) অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) স্মরতি (চিন্তা করেন), তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে-ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন আমাকে চিন্তা করেন, সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ পার্থ=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **অনন্যচেতাঃ**=অন্+য=অন্য; নাস্তি অন্য যস্মাৎ

তৎ—অনন্য নঞ্ বহুব্রীহি; চিত্+অসুন্=চেতস্; অনন্যং চেতঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **নিত্যশঃ**=নি+ত্যপ্=নিত্য; নিত্য+শস্। **সততম্**=সম্-তন্+ক্ত, ১মা একবচন। **স্মরতি**=স্মৃ+লট্ তি। **তস্য**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **নিত্যযুক্তস্য**=নি+ত্যপ্=নিত্য; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; নিত্যং যুক্ত=নিত্যযুক্ত—সুপ্‌সুপা। **যোগিনঃ**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সুলভঃ**=সু-লভ্+খল্, ১মা একবচন॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবঞ্চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশতঃ এব ভবতি, নান্যস্যেতি পূর্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি, নান্যস্যেতি॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—অনন্যেতি। অনন্যচেতাঃ—নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়মনন্যচেতা যোগী। সততং সর্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ। সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে। নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে। ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা। কিং তর্হি? যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্য যোগিনোঽহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। পার্থ নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ। যত এবমতোঽনন্যচেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি দ্বারা যোগিগণ যে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম যোগাদি না করিয়াও যদি কোনো ব্যক্তি চিরদিন অবিচ্ছেদে খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে সর্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, অর্থাৎ সাধক যদি আমাকে না ছাড়িয়া জীবনের সকল কার্যেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। যাঁহার অন্তঃকরণে সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে ভগবদ্ভাবের প্রতীতি হইয়া থাকে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার কঠোর তপোব্রত, প্রাণায়াম ও যোগাদির আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই॥১৪॥

মন্তব্য ঃ জ্ঞানলাভের সাধনা অত্যন্ত কঠিন। যদি কেহ পরম শ্রদ্ধার সহিত অবিরাম ঈশ্বরচিন্তা করে, তাহার পক্ষে মুক্তিলাভ সুলভ। মানুষের দেহমন রজঃপ্রধান। সেই জন্য কর্ম করিতেই তাহাদের ভাল লাগে—চিন্তা করিতে তাহাদের কষ্ট হয়। সেই জন্যই সাধকদিগকে দীর্ঘ কাল অবিরাম চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জগতের যেকোনো বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দীর্ঘ কাল অবিরাম চিন্তা করিতে হয়; আর সূক্ষ্মতম বস্তু ব্রহ্মকে জানিতে হইলে যে দীর্ঘ কাল অবিরাম চিন্তা করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।॥১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পরমাং (পরমা) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মাগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ (আর) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আলয়) অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম ন আপ্নুবন্তি (জন্মগ্রহণ করেন না)। [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) আব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) লোকাঃ (সমস্ত জীবই) পুনঃ আবর্তিনঃ (পুনরাবৃত্তিশীল); তু (কিন্তু) [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না)॥১৫-১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এবংবিধ উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্বার সর্ব দুঃখের আলয়স্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন না। কেননা, উক্ত মহাত্মাগণ পরম সিদ্ধিস্বরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জুন! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকনিবাসীরই পুনরাবর্তন হইয়া থাকে; কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জন্ম হয় না॥১৫-১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **মহাত্মানঃ**=মহান্ আত্মা যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **উপেত্য**=উপ-ই+ল্যপ্। **দুঃখ-আলয়ম্**=দুস্+খন্+ড=দুঃখ; আ-লা+অচ্=আলয়; দুঃখস্য আলয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **অশাশ্বতম্**=শশ্বৎ+অণ্=শাশ্বত; ন শাশ্বত=অশাশ্বত=নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **পুনর্জন্ম**=জন্+মন্=জন্ম; পুনঃ জন্ম=পুনর্জন্ম। **ন**=অব্যয়। **আপ্নুবন্তি**=আপ্+লট্ অন্তি। **পরমাম্**=পর-মা+ক=পরম; পরম+টাপ্=পরমা; ২য়া একবচন। **সংসিদ্ধিম্**=সম্-সিধ্+ক্তিন্, ২য়া একবচন। **গতাঃ**=গম্+ক্ত=গত, ১মা বহুবচন। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **আব্রহ্মভুবনাৎ**= বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ১মা একবচন=ব্রহ্ম; ভূ+ক্যুন্=ভুবন; ব্রহ্মণঃ ভুবনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ব্রহ্মভুবনাৎ আ (মর্যাদা)—৫মী তৎপুরুষ; বা অব্যয়ীভাব। **লোকাঃ**=লোক+ঘঞ্=লোক, ১মা বহুবচন। **পুনরাবর্তিনঃ**=পন্+অরি=পুনঃ; আ-বৃত+ইন্=আবর্তিন্; পুন আবর্তী—কর্মধারয়; ১মা বহুবচন=পুনরাবর্তিনঃ। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্। মাম্=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **উপেত্য**=উপ-ই+ল্যপ্। **তু**=অব্যয়। **পুনর্জন্ম**=পন্+অরি=পুনঃ; জন্+মন্=জন্ম; পুনঃ জন্ম=পুনর্জন্ম—কর্মধারয়। **বিদ্যতে**=বিদ্+ লট্ তে॥১৫-১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ, পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা।

এতদেবং সর্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্ধারয়তি—আব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্বে লোকাঃ পুনরাবর্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম; যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথা চ—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

ইত্যত্র পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ; কর্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতঃ। মামুপেত্য বর্তমানানান্তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি॥১৫-১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিতি? উচ্যতে। শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ভবতি—মামিতি। মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপদ্য পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি। কিংবিশিষ্টং পুনর্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি? তদ্বিশেষণমাহ—দুঃখালয়ম্। দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ম্। আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানীতি দুঃখালয়ং জন্ম। ন কেবলং দুঃখালয়ম্—অশাশ্বতমনবস্থিতস্বরূপং চ। নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জন্ম মহাত্মানো যতয়ঃ। সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাম্। পরমাং প্রকৃষ্টাম্। গতাঃ প্রাপ্তাঃ। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্তন্তে।

কিং পুনস্ত্বত্তোঽন্যৎ প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্তন্ত ইতি? উচ্যতে—আ ব্রহ্মেতি। আ ব্রহ্মভুবনাৎ—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনম্। ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মভুবনম্। ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ। আ ব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্বে পুনরাবর্তিনঃ পুনরাবর্তনস্বভাবাঃ। হেঽর্জুন। মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে॥১৫-১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা চিরদিন ভক্তিপূর্বক ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহকালে তো কোনো দুঃখই ভোগ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্মভোগ হইতেও অব্যাহতি লাভ করেন। ভগবচ্চিন্তনজন্য ত্রিগুণময় মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তাঁহারা চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এই আনন্দধামকেই শৈবগণ রুদ্রলোক এবং বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া জানেন। এই আনন্দধামে গমন করিলে মায়াবিরচিত সংসারমধ্যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদি দ্বারাও ব্রহ্মলোকাদিতে জীবের গতি হইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্রহ্মলোকবাসিগণের ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবানকে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্যলাভ করিয়া থাকেন। প্রাণগত ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ। অন্যথা ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হও, অথবা যেকোনো সুখনিবাসেই গমন কর, পুনরাবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই। এই শ্লোকে "অর্জুন" সম্বোধন দ্বারা তাঁহার স্বগত মহত্ত্ব এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা অর্জুনের মাতৃকুলগত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্জুন সর্বতোভাবে মহান হইয়া যে কৈবল্যানন্দভাগী হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই ভগবানের গূঢ় লক্ষ্য॥১৫-১৬॥

মন্তব্য ঃ জীব এবং এই সমগ্র সৃষ্টির চতুর্দশ প্রকার অবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সৃষ্টির

সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় "ব্রহ্মলোক"। এখান হইতে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সৃষ্ট বৃত্তের মধ্যে যেখানেই জীব থাকুক না কেন, বারংবার জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে। জন্ম-মরণের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যাইতে হইবে, অর্থাৎ নির্বাণলাভ করিতে হইবে—ইহাই পূর্ণমুক্তি।

যাঁহারা যাগযজ্ঞ, পরোপকারাদি সৎ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গিয়া আনন্দ সম্ভোগ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও ব্রহ্মলোকে যান। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব অভ্যাসবশতঃ ব্রহ্মলোকে ভোগে মত্ত না হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে থাকেন; তাহার ফলে জ্ঞানলাভ করিয়া ক্রমমুক্তি লাভ করেন। ভক্তদের কি মুক্তি হয়? এই প্রশ্নে মতান্তর আছে।

যাঁহারা নিষ্কামভাবে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদের মুক্তি পাঁচ প্রকার—সারূপ্য (উপাস্যের মতো রূপ), সালোক্য (তাঁহারা দেখিবেন—উপাস্যদেবতার সঙ্গে একসঙ্গে বাস করিতেছেন), সামীপ্য (উপাস্যের অবস্থিতি সর্বদা অনুভব করেন, তিনি যেন কাছাকাছিই আছেন মনে হয়), সার্ষ্টি (উপাস্যের ন্যায় শক্তিশালী), সাযুজ্য (উপাস্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ নির্বাণ—মুক্তি)। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকদের মধ্যে ইষ্টলোকের বৈষম্য আছে। যেমন, শৈবরা নিজের ভাবনা অনুযায়ী শিবলোকে বাস করেন। বৈষ্ণবদের মধ্যে দেহান্তে কেহ বৈকুণ্ঠে গিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের সহিত বাস করেন, আবার কৃষ্ণভক্তেরা নিত্য বৃন্দাবনধামে গমন করেন।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণলোক নির্মাণ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা দেহান্তে এমন এক জায়গায় যাইবে, যেখানে ঠাকুর ও মা তাঁহাদের ভক্তদের লইয়া চিরকাল লীলা করিতেছেন। এইরূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়েই এক-একটা লোকের ধারণা আছে।

প্রাচীনকালে ভক্তিশাস্ত্রে যে-ক্রমমুক্তির কথা লিখিত হইয়াছিল, সেই ক্রমমুক্তির একটি অবস্থাকেই সম্ভবতঃ এইরূপ বর্ণনা করা হয়। ভক্তদের এইসব লোক চিন্ময় সগুণ ব্রহ্মলোকেরই একটি অংশ। যেমন—কোনো গ্রামে ব্রাহ্মণরা যেখানে থাকেন, তাহাকে বলে ব্রাহ্মণপাড়া; বৈদ্যরা যে-অংশে থাকেন সে-অংশকে বলে বৈদ্যপাড়া—ঠিক এইরকম বলিয়াই মনে হয় (অথবা—ভক্তের চিন্ময় ধাম ব্রহ্মলোকেরও উপরে—এইরূপ বুঝিতে হইবে।)॥১৫-১৬॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥১৭॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥১৮॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সহস্রযুগপর্যন্তং (দেবপরিমিত সহস্র যুগে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যে দিন) যুগসহস্রান্তাং (সহস্র দিব্য যুগপরিমিত) রাত্রিং (রাত্রি) [যে (যাঁহারা)] বিদুঃ (জানেন), তে জনাঃ (সেই যোগীরাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রি জানেন)। অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ব্যক্ত চরাচর পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়), রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্তরূপ কারণেই) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়)। [হে] পার্থ (হে পার্থ!) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (প্রাণিগণ) অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবাগমে) অবশঃ (কর্মাদিপরতন্ত্র হইয়া) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়); [পুনরায়] রাত্র্যাগমে (রাত্রিসমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়)॥১৭-১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি ব্রহ্মার চতুর্যুগসহস্র পর্যন্ত দিন এবং চতুর্যুগসহস্র পর্যন্ত রাত্রি বিদিত আছেন, সেই যোগি-ব্যক্তিই দিবারাত্রির জ্ঞাতা। ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে অব্যক্ত হইতে এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহার রাত্রিসমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। হে পার্থ! সেই প্রাণিসকল (যাহারা পূর্বকল্পে ছিল) ব্রহ্মার দিবসাগমে (উত্তরকল্পে) কর্মবশে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥১৭-১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **সহস্রযুগপর্যন্তম্**=সহ-হস্+র=সহস্র; যুগ+অচ্=যুগ; পরি-অস্+ক্ত=পর্যন্ত; সহস্রাণি যুগানি=সহস্রযুগ—কর্মধারয়; তদেব পরিতঃ অন্তঃ যস্য তদ্=সহস্রযুগপর্যন্তম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **ব্রহ্মণঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ৬ষ্ঠী একবচন। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **অহঃ**=অহন্, ১মা একবচন। **যুগসহস্রান্তাম্**=যুগ+অচ্=যুগ; সহ-হস্+র=সহস্র; অম্+তন্=অন্ত; সহস্রাণাং যুগানাং সমাহার=যুগসহস্রম্—দ্বিগু; তদেব অন্তঃ যস্যাঃ সা—বহুব্রীহি=যুগসহস্রান্তা; ২য়া একবচন। **রাত্রিম্**=রা+ত্রিপ্=রাত্রি, ২য়া একবচন। [যে=যদ্ (পুং) ১মা বহুবচন।] **বিদুঃ**=বিদ্+লট্ অন্তি। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **জনাঃ**=জন্+অচ্=জন, ১মা বহুবচন। **অহোরাত্রবিদঃ**=অহশ্চ রাত্রিশ্চ=অহোরাত্রঃ—দ্বন্দ্ব; তং বিদন্তি ইতি অহোরাত্রম্—বিদ্+ক্বিপ্=অহোরাত্রবিৎ। ১মা বহুবচনে—অহোরাত্রবিদঃ। **প্রভবন্ত্যহরাগমে**=প্রভবন্তি+অহরাগমে। **অহঃ**=অহন্, ১মা একবচন; **অগমে**=আ-গম্+ঘঞ্=আগম; অহঃ আগমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ=অহরাগম, ৭মী একবচন। **তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে**=তত্র+এব+অব্যক্ত সংজ্ঞকে। **অব্যক্তাৎ**=বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্ত; ন ব্যক্তঃ=অব্যক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৫মী একবচন। **সর্বাঃ**= সর্ব+অচ্=সর্ব, ১মা বহুবচন। **ব্যক্তয়ঃ**=বি-অন্জ্+ক্তিন্=ব্যক্তি, ১মা বহুবচন। **অব্যক্ত-সংজ্ঞকে**= ন ব্যক্তঃ=অব্যক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; অব্যক্তং সংজ্ঞা যস্য তৎ—অব্যক্তসংজ্ঞকম্—বহুব্রীহি; ৭মী একবচন। **প্রভবন্তি**=প্র-ভূ+লট্ অন্তি। **রাত্রি-আগমে**=রা+ত্রিপ্=রাত্রি; রাত্রেঃ আগমঃ=রাত্র্যাগমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (সপ্তমী স্থানে)। এব=অব্যয়। **প্রলীয়ন্তে**=প্র-লী+লট্ অন্তে। **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **অয়ম্**=ইদম্

(পুং), ১মা একবচন। **ভূতগ্রামঃ**=ভূ+ক্ত=ভূত; গ্রস্+মন্=গ্রাম; ভূতাণাং গ্রামঃ=ভূতগ্রাম=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ভূত্বা**=ভূ+ক্ত্বাচ্। **রাত্র্যাগমে**=রা+ত্রিপ্=রাত্রি; আ-গম্+ঘঞ্=আগম; রাত্রেঃ আগমঃ=রাত্র্যাগমঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **প্রলীয়তে**=প্র-লী+লট্ তে। **অহরাগমে**=অহন্; ১মা একবচন=অহঃ; অহঃ আগমঃ=অহরাগম=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **অবশঃ**=বশ্+অচ্=বশ; নাস্তি বশে যস্য=অবশঃ—নঞ্ বহুব্রীহি। **প্রভবতি**=প্র-ভূ+লট্ তি॥১৭-১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু চ—

"তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ।
ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জিতম্॥"

ইত্যাদি পুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে, বিনাশিত্বে চ সর্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্ব নিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা উৎপত্তির্নিশিনিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্যন্তোঽবসানং যস্য তদব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ, যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্তে এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষান্তু কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাঽহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং, তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি, চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং, তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি।

ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি, কদা অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে; কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ।

তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে, প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি, নান্য ইত্যর্থঃ॥১৭-১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ব্রহ্মলোকসহিতা লোকাঃ কস্মাৎ পুনরাবর্তিনঃ? কালপরিচ্ছিন্নত্বাৎ। কথম্?—সহস্রেতি। সহস্রযুগপর্যন্তং—সহস্রাণি যুগানি পর্যন্তং পর্যবসানং যস্যাহস্তদহঃ সহস্রযুগপর্যন্তং ব্রহ্মণঃ প্রজাপতের্বিরাজো বিদুঃ। রাত্রিমপি যুগসহস্রান্তামহঃপরিমাণামেব। কে

বিদুরিতি? আহ—তেঽহোরাত্রবিদঃ। কালসংখ্যাবিদো জনা ইত্যর্থঃ। যত এবং কালপরিচ্ছিন্নাস্তেঽতঃ পুনরাবর্তিনো লোকাঃ।

প্রজাপতেরহনি যদ্ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে—অব্যক্তেতি। অব্যক্তাৎ—অব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা। তস্মাদব্যক্তাৎ। ব্যক্তয়ঃ—ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়ঃ—স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্ত্যভিব্যজ্যন্তে। অহ্ন আগমোঽহরাগমঃ তস্মিন্নহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে। তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে। প্রলীয়ন্তে সর্বা ব্যক্তয়স্তত্রৈব পূর্বোক্তেঽব্যক্তসংজ্ঞকে।

অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্রপ্রবৃত্তিসাফল্যপ্রদর্শনার্থম্ অবিদ্যাদি-ক্লেশমূলকর্মাশয়বশাচ্চাবশো ভূতগ্রামো ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ত ইতি। অতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থং চেদমাহ—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূতসমুচ্চয়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্বস্মিন্ কল্প আসীৎ। স এবায়ম্। নান্যঃ। ভূত্বা ভূত্বাঽহরাগমে প্রলীয়তে পুনঃপুনঃ রাত্র্যাগমেঽহ্নঃ ক্ষয়েঽবশোঽস্বতন্ত্র এব। হে পার্থ। প্রভবতি জায়তে সোঽবশ এবাহরাগমে॥১৭-১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ১৭২৮০০০বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ এবং ১২৯৬০০০ বর্ষ ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ৮৬৪০০০ বর্ষ দ্বাপরযুগের পরিমাণ এবং ৪৩২০০০ বর্ষ কলিযুগের পরিমাণ। এইরূপ চতুর্যুগ সহস্র বার অতিক্রান্ত হইলে প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন হয় এবং এইরূপ পুনঃ সহস্র চতুর্যুগপরিমিত কাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। যিনি এইরূপ দিন-রাত্রি অতিক্রম হইতে দেখেন, তিনিই অহোরাত্রবেত্তা। যাঁহারা কেবল সূর্যের উদয়-অস্ত দেখিয়া দিন-রাত্রি গণনা করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী—অহোরাত্রবেত্তা নন। এইরূপ পঞ্চদশ দিবসে ব্রহ্মার এক পক্ষ, এইরূপ দুই পক্ষে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ। এই পরিমাণে এক শত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। তদনন্তর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হন। সুতরাং, ব্রহ্মলোকের প্রসাদভোগী জীবগণের এবং তন্নিম্নশ্রেণির ইন্দ্রাদিলোকনিবাসিগণের যে অধঃপতন ও পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আর সংশয় কী? "ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ॥"—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত সমস্তই মায়াবিরচিত। মায়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না।

ব্রহ্মার সুষুপ্তি অবস্থার নাম অব্যক্ত এবং তাঁহার জাগ্রৎ দশার নাম ব্যক্ত। ব্রহ্মার জাগ্রৎ দশায় অর্থাৎ চেতনাশক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগৎ ব্যবহার দশায় পরিণত হইয়া অভিব্যক্ত হয় এবং তাঁহার সুষুপ্ত্যবস্থায় সমস্ত বস্তুরই অস্তিত্ব কারণস্বরূপে বিলীন হয়। তখন আর প্রত্যক্ষব্যবহারোপযোগী জগৎ দৃষ্ট হয় না।

সংসারে বারংবার উৎপত্তি-বিনাশ সত্ত্বেও অবিদ্যার প্রভাবজন্য জীবের সংসারনিবৃত্তি হয় না। জীবের কাম্যকর্মের অনুষ্ঠানই পুনঃপুনঃ সংসারপ্রবাহের একমাত্র হেতু। তাহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, যাহারা নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানের অভাবে পূর্বকল্পে সূক্ষ্মরূপে কারণাবস্থায় স্থিতি করিতেছিল, তাহাদের সুখদুঃখরূপ ভোগাবসান হয় নাই বলিয়া উত্তরকল্পে তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ্যভূমি দেহায়তন অধিকার করিতে হয়।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটীশতৈরপি॥"[১]

আত্মজ্ঞানবর্জিত অজ্ঞানি-ব্যক্তি যে শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তজ্জন্য তাহাকে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ, কোনো নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না। যাহা পূর্বে ছিল, তাহাই কল্পান্তে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥"[২]

সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ আদি সমস্ত জগৎ যাহা যেরূপ পূর্বকল্পে ছিল, বিধাতা উত্তরকল্পেও সেইরূপ রচনা করেন। ব্রহ্মার দিবাগমে অভিব্যক্তি বা প্রাদুর্ভাব এবং রাত্রিসমাগমে সমস্ত বস্তুরই তিরোভাব বা কারণস্বরূপে স্থিতি হইয়া থাকে॥১৭-১৯॥

মন্তব্য ঃ বহু জন্ম সংসারভোগ করিতে করিতে যখন কিছুতেই শান্তি হয় না, তখন লক্ষের মধ্যে দুই-এক জনের বুদ্ধি একটু সূক্ষ্ম হয়। তাহারা জগতের তত্ত্ব প্রথম বুঝে। তাহার পরে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। মানুষ প্রত্যেক দিন যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন এই জগতের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু কোনো লোকই এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করে না। শাস্ত্রকার সেই জন্য সৃষ্টির এই রহস্যটি সাধকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

এই জগৎ-চক্রের ভিতর ঢুকিলে কর্ম না করিয়া থাকা অসম্ভব। এবং একটু কিছু করিলেই তাহা সংস্কাররূপে চিত্তে থাকিয়া যায় এবং পরে পুনরায় সেই কাজ করিবার জন্য বাধ্য করে। এইরূপে প্রত্যেক জীবকে অনন্তকাল ধরিয়া সৃষ্টিচক্রের ভিতর ঘুরিতে হয়। অতিদীর্ঘ কাল এইরূপে সৃষ্টির মধ্যে অশান্তচিত্ত লইয়া ঘুরিতে হইবে জানিলে কাহারও মনে যদি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা ভাবিয়া মানবহিতৈষী ঋষিগণ জীবের নিকট এই সৃষ্টিরহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ যদি পূর্ণ শান্তিলাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে এই সৃষ্টিচক্র হইতে বাহির হইতে হইবে। সৃষ্টির এই ভীষণতা বুঝিয়া সৃষ্টির উপর বিরক্ত হইয়া যদি উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টির পরপারে যাওয়া সম্ভব—এই কথাটি বলাই মোক্ষশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ব্যষ্টির মিলিত রূপের নাম সমষ্টি। অসংখ্য কোষ (Cell) সম্মিলিত হইয়া জীবের একটি দেহ যেমন তৈয়ার হয়, অসংখ্য জীবের জীবন সম্মিলিত হইয়াই এই সৃষ্টি নির্মিত হইয়াছে। ইহাকে ভক্তেরা ভগবানের সৃষ্টিলীলা বলেন। এই স্থলে ইহাকে ব্রহ্মার জীবনরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জীবের জীবনে যেমন দিন-রাত্রি আছে, মৃত্যু আছে এবং পুনর্জন্ম আছে, তেমনি ব্রহ্মারও দিন-রাত্রি, অবসান ও পুনরভ্যুদয় আছে। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা সৃষ্টিতত্ত্ব॥১৭-১৯॥

---

১ গরুড় পুরাণ ও শুক্রনীতিসার
২ ঋগ্বেদ, ১৩/১৪০/৩

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥২০॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তস্মাৎ অব্যক্তাৎ তু (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (বিলক্ষণ) অন্যঃ (স্বতন্ত্র) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়গণের অগোচর) সনাতনঃ (নিত্য) যঃ (যে) ভাবঃ (সত্তা) সঃ (তাহা) সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু (ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)। [যাহা] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (অব্যক্ত ও অক্ষর—এই শব্দে) উক্তঃ (কথিত হইয়াছে) তং (তাহাকে) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠগতি) আহুঃ (বলে), যং (যাহা) প্রাপ্য (পাইয়া) [জীবগণ] ন নিবর্তন্তে (প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (পরম) ধাম (স্বরূপ)॥২০-২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণের অগোচর ও স্বতন্ত্র সত্তামাত্র পদার্থই নিত্য। ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও উহা স্বয়ং বিনষ্ট হয় না। সেই অক্ষর অব্যক্ত সত্তাস্বরূপকে শ্রুতি স্মৃতি জীবের পরম গতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সত্তারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না; উহাই আমার সর্বোৎকৃষ্ট ধাম॥২০-২১॥

ব্যাকরণ ঃ **পরস্তস্মাৎ**=পরঃ+তস্মাৎ। **ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ**=ভাবঃ+অন্যঃ+অব্যক্তঃ+অব্যক্তাৎ। **তু**=অব্যয়। **তস্মাৎ**=তদ্, ৫মী একবচন। **অব্যক্তাৎ**=বি-অঞ্জ্+ক্ত=ব্যক্ত; ন ব্যক্তঃ=অব্যক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ৫মী একবচন। **পরঃ**=পৃ+অচ্, ১মা একবচন। **অন্যঃ**=অন্+য, ১মা একবচন। **সনাতনঃ**=সনা+তন (ট্যু), ১মা একবচন। **যঃ**=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **ভাবঃ**=ভূ+ঘঞ্, ১মা একবচন। সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সর্বেষু ভূতেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ৭মী বহুবচন; ভূ+ক্ত=ভূত; ৭মী বহুবচন। **নশ্যৎসু**=নশ্+শতৃ, ৭মী বহুবচন (ভাবে)। ন=অব্যয়। **বিনশ্যতি**=বি-নশ্+লট্ তি। **অক্ষরঃ**=ক্ষর্+অচ্=ক্ষরঃ; ন ক্ষরঃ=অক্ষরঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **ইতি**=অব্যয়। **উক্তঃ**=ব্রূ+ক্ত। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **পরমাম্**=পৃ+অচ্=পর; পর-মা+ক=পরম; পরম+টাপ্=পরমা; ২য়া একবচন। **গতিম্**=গম্+ক্তিন্=গতি, ২য়া একবচন। **আহুঃ**=ব্রূ+লট্ অন্তি। **যম্**=যদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। **নিবর্তন্তে**=নি-বৃত্+লট্ অন্তে। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরমম্**=পর-মা+ক=পরম, ১মা একবচন। **ধাম**=ধা+মনিন্=ধামন্, ১মা একবচন॥২০-২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ, সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্বেষু কার্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি।

অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি উক্তস্তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্"[১] ইত্যাদি শ্রুতিষ্বক্ষর ইত্যুক্তম্। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"[২] ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্তন্ত ইতি, তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী, রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ॥২০-২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনা। অথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্তব্যমিতি—পরস্তস্মাদিতি। পরো ব্যতিরিক্তো ভিন্নঃ। কুতঃ? তস্মাৎ পূর্বোক্তাদব্যক্তাৎ। তুশব্দোঽক্ষরস্য বিবক্ষিতস্যাব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যবিশেষণার্থঃ। ভাবোঽক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম। ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ—অন্য ইতি। অন্যো বিলক্ষণঃ। স চাব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ। পরস্তস্মাদিত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ পরঃ? পূর্বোক্তাদ্ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাৎ। অন্যো বিলক্ষণো ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ। সনাতনশ্চিরন্তনো যঃ স ভাবঃ সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।

অব্যক্ত ইতি। যোঽসাবব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমেবাক্ষরসংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবমাহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্। যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্তন্তে সংসারায়। তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম। বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ॥২০-২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্তাস্বরূপ পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভ নামক অব্যক্তকারণেরও কারণস্বরূপ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। অভিব্যক্ত চরাচর জগতের কারণস্বরূপ অব্যক্তরূপের নাশ আছে। কিন্তু সত্তাস্বরূপের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই; উহা সনাতন এবং সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গণ সেই সত্তাস্বরূপকে ধারণা করিতে পারে না। বুদ্ধি বা বিচারশক্তি, তর্ক বা অনুভব বলে তাহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারে না। সত্তার আদি নাই, অন্ত নাই—রূপ, নাম, গুণ বা অবস্থাও নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যার অতীত।

মুমুক্ষুগণ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থস্বরূপ পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম "পরমগতি"। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাঽস্য পরমা গতিঃ॥"[৩]

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥"[৪]

সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্যাবানদিগের পরমগতি, উহা কোনো বস্তুবিশেষ নহে।

---

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ১/১/৭
২ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/১১
৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪/৩/৩২
৪ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/১১

সমস্ত আবেগ, সংবেগ, মতি, রতি ও গতি যেখানে গিয়া পর্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরমগতি, তাহাই পরমাত্মা। সেই পরমগতিস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"[১]—ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ, অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা॥২০-২১॥

মন্তব্য ঃ জীবের জ্ঞাতব্য বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকলই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা যে-সকল অদৃশ্যবস্তু দৃশ্য হয়, তাহা সবই পরিবর্তন ও বিনাশশীল। দ্বিতীয় স্তর, জগতের কারণ; যেমন বীজের ভিতর বৃক্ষ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে—এই জগৎকারণের ভিতরে এই অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করিয়া অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে, আবার যথাসময়ে সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়। আবার, এই জগৎকারণেরও একটি কারণ আছে। জগৎকারণ বীজস্বরূপ মায়া যে-সময়ে তিরোহিত হইয়া যায়, সেই সময়ে অক্ষর ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, তিনি দেখিয়াছেন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়। যতক্ষণ আমরা জগৎ ও তাহার কারণ মায়াকে অতিক্রম করিতে না পারি, ততক্ষণ বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই কার্য-কারণের স্তর পার হইয়া যাইতে হইবে।

মানুষের স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের কার্য যতক্ষণ চলিবে, ততক্ষণ তাহাকে তাহার কৃতকর্মের ফলভোগ করিবার জন্য বারবার দেহধারণ করিতেই হইবে। আমি সংসারভোগ করিতে চাই বলিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে মাধ্যম করিয়া নানা কর্ম করি। স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরের অনিত্যতা জানিয়া কর্ম সম্বন্ধে উদাসীন (কর্ম ত্যাগ করিয়া নহে) হইতে পারিলে মানুষের কারণশরীরের জ্ঞান হয়; তখন ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিলে সংসারের দিকে মনের প্রবণতা ধ্বংস হইয়া যায়। তখন কার্য-কারণ হইতে মন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত হয় এবং মহাকারণের অনুভূতি লাভ হয়॥২০-২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে স্থিত) যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্বং (সমস্ত জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষকে) তু (কেবল) অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করা যায়)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে এবং তিনিও সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ লভ্যস্ত্বনন্যয়া=লভ্যঃ+তু+অনন্যয়া। পার্থ=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। ভূতানি=ভূ+ক্ত=ভূত, ১মা বহুবচন। যস্য=যদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। অন্তঃস্থানি=অম্+তন্=অন্ত; অন্তঃ তিষ্ঠতি ইতি—অন্তঃ-স্থা+ক=উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা বহুবচন। যেন=যদ্ (পুং), ৩য়া একবচন।

১ কঠ উপনিষদ্, ১/৩/৯

ইদম্=ইদম্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বম্**=সর্ব, (ক্লীব), ১মা একবচন। **ততম্**=তন্+ক্ত=তত; (ক্লীব), ১মা একবচন। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **পরঃ**=পৃ+অচ্, ১মা একবচন। **পুরুষঃ**=পুর্+শী+ড, ১মা একবচন। **তু**=অব্যয়। **অনন্যয়া**=অন্+য=অন্য; অন্য+টাপ্=অন্যা; ন অন্যা=অনন্যা—নঞ্ তৎপুরুষ; ৩য়া একবচন। **ভক্ত্যা**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **লভ্যঃ**=লভ্+যৎ=লভ্য, ১মা একবচন॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি; স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া—ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো, নান্যথা; পরত্বমেবাহ—যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেনেদং সর্বং জগত্ততং ব্যাপ্তম্॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে—পুরুষ ইতি। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ। পূর্ণত্বাদ্বা। স পরঃ পার্থ। পরো নিরতিশয়ঃ। যস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়া অনন্যয়া আত্মবিষয়য়া। যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি ভূতানি কার্যভূতানি। কার্যং হি কারণস্যাঽন্তর্বর্তি ভবতি। যেন পুরুষেণ সর্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তম্। আকাশেনেব ঘটাদি॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ প্রপঞ্চ বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রত্যাহার করিয়া অনন্যভাবে ভগবানে চিত্ত অর্পণ না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রপঞ্চ ভাব বিদূরিত হইলেই তখন তিনি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। যেমন সূত্রায়তনকে বস্ত্র বলা যায়, বস্তুতঃ সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সূত্র একত্র দুইটি বুঝিতে পারা যায় না। যখন বস্ত্র বলিয়া দেখি তখন সূত্রভাব ভুলিয়া যাই, আবার সূত্র দেখিতে গেলে বস্ত্রভাব বিস্মৃত হই। কিন্তু যিনি যুগপৎ বস্ত্রে সূত্রসমূহ এবং সূত্রায়তনে বস্ত্র দেখিতে পান তিনিই তত্ত্বদর্শী। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

> "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্‌যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
> বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্॥"[১]
> "যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
> অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"[২]

যাঁহা হইতে কোনো বস্তুই পর বা অপর নহে, যাঁহা হইতে কোনো বস্তুই অণু বা মহৎ নহে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিশাল বৃক্ষের ন্যায় অচল; তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায়, নারায়ণ তত্তাবতের অন্তর্বাহ্য ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন॥২২॥

মন্তব্য ঃ এই সংসারে মানুষের অভিজ্ঞতা যখন পূর্ণ হয়, তখন মানুষ জানিতে পারে—এই জগতের কোনো বস্তুই শান্তিদায়ক নহে এবং জগতের পিছনে পূর্ণশান্তিস্বরূপ পরব্রহ্ম রহিয়াছেন। সেই পরব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে যখন জগৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র আকর্ষণ থাকে

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩/৯
২ মহানারায়ণ উপনিষদ্, ১১/৬

না, কেবল সেই অবস্থালাভের ইচ্ছাই মনে অবিরাম উঠিতে থাকে, তাহাই অনন্যা ভক্তি। সেই ভক্তিদ্বারা পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়॥২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥২৩॥

অম্বয়বোধিনী ঃ [হে] ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) যত্র কালে তু (যে কালে) প্রয়াতাঃ (মৃত হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব (অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হন) তং (সেই) কালং (কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্তন করিতেছি॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ভরতর্ষভ**=ভরতঃ+ঋষভ; ভরতেষু ঋষভঃ—৭মী তৎপুরুষ; **যত্র**=যদ্+ত্রল্ (কালে)। **কালে**=কল্+ণিচ্+অচ্=কাল, ৭মী একবচন। **প্রয়াতাঃ**=প্র-যা+ক্ত=প্রয়াত, ১মা বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **যোগিনঃ**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা বহুবচন। **অনাবৃত্তিম্**=আ-বৃত্+ক্তিন্=আবৃত্তিঃ; ন আবৃত্তিঃ=অনাবৃত্তিঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **এব**=অব্যয়। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **বক্ষ্যামি**=ব্রূ+লৃট্ স্যামি॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎ পদং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে, অন্যে ত্বাবর্তন্ত ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্তন্তে, কেন বা গতাশ্চাবর্তন্তে ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ (ব্রহ্মসূত্র, ৪/২/১৮) "রশ্ম্যনুসারী", "অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে" ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীর্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিনঃ উপাসকাঃ কর্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চ যান্তি, তং কালাভিমানী-দেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নির্জ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদি-শব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ "সাহচর্যাদাম্রবনম্" ইত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয় উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থ মুচ্যতে। আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ। যত্রেতি। যত্র কালে প্রয়াতা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনর্জন্মাবৃত্তিং তদ্বিপরীতং চৈব। যোগিন ইতি যোগিনঃ কর্মিণশ্চোচ্যন্তে।

কর্মিণস্তু গুণতঃ—কর্মযোগেণ যোগিনামিতি বিশেষণাৎ—যোগিনঃ। যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি। যত্র কালে চ প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি। তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই শ্লোকে "কাল" পদটি দ্বারা দিবা রাত্রি আদি কালের অভিমানযুক্ত দেবতা বা মার্গ বিশেষ উপলক্ষিত হইয়াছে। "যোগিনঃ" পদটি দ্বারা কর্মী এবং উপাসক—উভয়ই পরিগৃহীত হইয়াছে। শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময়ে কোন্ পথে উপাসকের গতি হইলে তাঁহার সংসারে পুনরাবর্তন হয় এবং কোন্ পথে গতি হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, ভগবান অর্জুনকে তাহাই বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন॥২৩॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [যে স্থানে] অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃপদার্থ অগ্নি) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস) [স্থিতি করিতেছে] তত্র (সেই মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমন করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ (সগুণ ব্রহ্মের উপাসক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্মকে) গচ্ছন্তি (লাভ করিয়া থাকেন)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে স্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছয় মাস উত্তরায়ণ আদি স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষগণ সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অগ্নির্জ্যোতিরহঃ**=অগ্নিঃ+জ্যোতিঃ+অহঃ। **অগ্নিঃ**=অগ্ (বক্রগতি)+নি অথবা অগ্র+নী (প্রণয়ন)+ক্বিপ্, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীয়তে। **জ্যোতিঃ**=দ্যুত্+ইসিন্=জ্যোতি, ১মা একবচন। **অহঃ**=অহন্, ১মা একবচন। **শুক্লঃ**=শুচ্+লক্, ১মা একবচন। **ষণ্মাসা**=ষট্+মাসা। **উত্তরায়ণম্**=অয়্+অনট্=অয়নম্; উত্তরস্যাম্ অয়নং যস্মিন্ কালে অয়নম্=উত্তরায়ণম্—বহুব্রীহি ১মা একবচন। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (৭মী স্থানে)। **প্রয়াতাঃ**=প্র-যা+ক্ত=প্রয়াত, ১মা বহুবচন। **ব্রহ্মবিদঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ব্রহ্ম বিদন্তি ইতি ব্রহ্ম—বিদ্+ক্বিপ্; ১মা বহুবচন। **জনাঃ**=জন্+অচ্=জন, ১মা বহুবচন। **ব্রহ্ম**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্, ২য়া একবচন। **গচ্ছন্তি**=গম্+লট্ অন্তি॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ-শব্দাভ্যাং "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি"[১] ইতি শ্রুত্যুক্তার্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সম্বৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্; এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো

১ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫/১০/১

দেবলোকম্,"[১] ইতি। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতির্বা ক্বচিদস্তি, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ[২]॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তং কালমাহ—অগ্নির্জ্যোতিরিতি। অগ্নিঃ কালাভিমানিনী দেবতা। তথা জ্যোতিরপি দেবতৈব কালাভিমানিনী। অথবা অগ্নিজ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ভূয়সাং তু নির্দেশো যত্র কালে তং কালমিতি। আম্রবনবৎ। তথাঽহর্দেবতাঽহরভিমানিনী॥ শুক্লঃ শুক্লপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্। তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতেতি। স্থিতোঽন্যত্রায়ং ন্যায়ঃ। তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রয়াতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকা ব্রহ্মোপাসনপরা জনাঃ। ক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং গতিরাগতির্বা ক্বচিদস্তি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি[৩]—ইতি শ্রুতেঃ। ব্রহ্মসংলীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়াঃ। ব্রহ্মভূতা এব তে॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শ্রুতি বলিয়াছেন—অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্বন্তি যদি চ নার্চিষম্-এবাভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্‌ঙেতি। মাসাংস্তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে[৪]—ইতি।

উপাসক ব্যক্তি প্রথমতঃ অর্চিরভিমানিনী দেবতাকে, তৎপরে দিনাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর ছয় মাস উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে, তৎপশ্চাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে, তদনন্তর সূর্যকে, সূর্যের পর চন্দ্রকে, চন্দ্রের পর বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হন। সেখানে অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মমার্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥২৪॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [যে স্থানে] ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ), তথা (ও) ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস) দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়ন) [স্থিতি করিতেছে], তত্র (সেখানে) যোগী (কর্মি-পুরুষ) চান্দ্রমসং (চন্দ্র-সম্বন্ধীয়) জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ততে (পুনরাবৃত্ত হন)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন ইত্যাদি স্থিতি করিতেছে, সেখানে গমন করিয়া কর্মি-পুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন এবং কর্মফল ভোগ করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হন॥২৫॥

---

২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৬/২/১৫
৩ তদেব, ৪/৪/৬
৩ তদেব
৪ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪/১৫/৫

ব্যাকরণ ঃ **ধূমঃ**=ধূ+মক্=ধূম, ১মা একবচন। **রাত্রিঃ**=রা+ত্রিপ্=রাত্রি, ১মা একবচন। **তথা**= অব্যয়। **কৃষ্ণঃ**=কৃষ্+নক্, ১মা একবচন। **ষণ্মাসাঃ**=ষট্+মাসাঃ। **দক্ষিণায়নম্**=দক্ষিণস্যাম্ অয়নং যস্মিন্ কালে—দক্ষিণম্ অয়নম্=দক্ষিণায়নম্—বহুব্রীহি। **তত্র**=তদ্+ত্রল্ (৭মী স্থানে)। **যোগী**=যুজ্+ ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **জ্যোতিঃ**=দ্যুত্+ইসিন্=জ্যোতি, ২য়া একবচন। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। **নিবর্ততে**=নি-বৃত্+লট্ তে॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্তকর্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ—"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি"[1] ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ কাম্যকর্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তি নিষিদ্ধকর্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্মণান্তু জন্তূনাম্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ধূম ইতি। ধূমো রাত্রির্ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা। তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তৎফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ততে পুনঃ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ এই শ্লোকেও ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দ তত্তদভিমানিনী দেবতার উপলক্ষণ। চন্দ্রলোক পুণ্যভোগের স্থান। যাঁহারা সৎকর্ম আদি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া বাসনাসূত্রযোগে সংসারের পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই পুনরাবৃত্তিমার্গের নাম পিতৃযান। পিতৃযান হইতে দেবযান শ্রেষ্ঠ॥২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ জগতঃ (জগতের) এতে হি (এই) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) গতী (দুই পথ) শাশ্বতে (নিত্য) মতে (নির্দিষ্ট আছে); [উপাসক] একয়া (একটি দ্বারা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হন), অন্যয়া (অন্যটির দ্বারা) পুনঃ আবর্ততে (প্রত্যাবৃত্ত হন)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুক্লমার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ **জগতঃ**=গম্+ক্বিপ্=জগৎ, ৬ষ্ঠী একবচন। **শুক্লকৃষ্ণে**=শুচ্+লক্=শুক্ল; কৃষ্+

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৬/২/১৬

নক্‌=কৃষ্ণঃ; শুক্লা চ কৃষ্ণা চ=শুক্লকৃষ্ণে—দ্বন্দ্ব; ১মা দ্বিবচন। **এতে**=এতদ্‌ (স্ত্রী), ১মা দ্বিবচন। **হি**=অব্যয়। **গতী**=গম্‌+ক্তিন্‌=গতি, ১মা দ্বিবচন। **শাশ্বতে**=শশ্বৎ+অণ্‌=শাশ্বত; শাশ্বত+টাপ্‌=শাশ্বতা; ১মা দ্বিবচন। **মতে**=মন্‌+ক্ত=মত, মত+টাপ্‌=মতা; ১মা দ্বিবচন। **একয়া**=এক (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **অনাবৃত্তিম্‌**=আ-বৃত্‌+ক্তিন্‌=আবৃত্তিঃ; ন আবৃত্তিঃ=অনাবৃত্তিঃ—নঞ্‌ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **যাতি**=যা+লট্‌ তি। **অন্যয়া**=অন্য (স্ত্রী), ৩য়া একবচন। **পুনঃ**=পন্‌+অরি, ১মা একবচন। **আবর্ততে**=আ-বৃত্‌+লট্‌ তে॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণ ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদিসম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ততে॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে—শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে। জ্ঞানপ্রকাশকত্বাচ্ছুক্লা। তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইত্যধিকৃতানাং জ্ঞানকর্মণোঃ। ন জগতঃ সর্বস্যৈবৈতে গতী সংভবতঃ। শাশ্বতে নিত্যে। সংসারস্য নিত্যত্বান্নিত্যে মতে অভিপ্রেতে। তত্রৈকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিম্‌। অন্যয়েতরয়াবর্ততে পুনর্ভূয়॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেবযান শুক্ল অর্থাৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ। পিতৃযান ভোগ ও অজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ তমোময়। সুতরাং, ধূম রাত্রি আদি অপ্রকাশস্বরূপ। এই স্থানে আত্মার বিকাশ না হওয়াতে জীবের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে॥২৬॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়) জানন্‌ (অবগত হইয়া) কশ্চন (কোনো) যোগী ন মুহ্যতি (যোগী মোহপ্রাপ্ত হন না), তস্মাৎ (অতএব) [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) সর্বেষু কালেষু (সর্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (যোগযুক্ত হও)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! পূর্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগি-ব্যক্তি মোহপ্রাপ্ত হন না। তুমিও সর্বদা যোগযুক্ত হইয়া থাকো॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্‌, সম্বোধনে ১মা। **এতে**=এতদ্‌ (স্ত্রী), ২য়া দ্বিবচন। **সৃতী**=সৃ+ক্তিন্‌=সৃতি, ২য়া দ্বিবচন। **জানন্‌**=জ্ঞা+শতৃ, ১মা একবচন। **কশ্চন**=কঃ+চন। **যোগী**=যুজ্‌+ঘিনুণ্‌=যোগিন্‌, ১মা একবচন। **ন**=অব্যয়। **মুহ্যতি**=মুহ্‌+লট্‌ তি। **তস্মাৎ**=তদ্‌ (পুং), ৫মী একবচন (হেতৌ)। **অর্জুন**=অর্জ+উনন্‌, ১মা একবচন (সম্বোধনে)। **সর্বেষু**=সর্ব+অচ্‌=সর্ব, ৭মী বহুবচন। **কালেষু**=কল্‌+

অচ্=কাল, ৭মী বহুবচন। **যোগযুক্তঃ**=যুজ্+ঘঞ্=যোগঃ; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; যোগেন যুক্তঃ=যোগযুক্তঃ—৩য়া তৎপুরুষ, **ভব**=ভূ+লোট্ হি॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি—সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ নৈতে ইতি। এতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্—সংসারায়ৈকা। অন্যা মোক্ষায় চেতি—যোগী ন মুহ্যতি। কশ্চন কশ্চিদপি। তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবার্জুন॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ দেবযান বা শুক্লমার্গ মুক্তিপ্রদ। পিতৃযান বা কৃষ্ণমার্গ পুনরাবৃত্তির কারণ। ইহা বিদিত হইয়া সগুণব্রহ্মধ্যানপরায়ণ যোগী সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হন না—তাঁহারা যোগবলে দেবযানের অধিকারী হন। সেই জন্য বলিতেছি, হে অর্জুন! তুমিও সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অপুনরাবৃত্তি লোকের অধিকারী হও॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ বেদেষু (বেদে) যজ্ঞেষু (যজ্ঞে) তপঃসু (তপস্যায়) দানেষু চ এব (ও দানসমূহে) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (নিরূপিত হইয়াছে), ইদং (এই তত্ত্ব) বিদিত্বা (জানিয়া) যোগী (যোগি-পুরুষ) তৎ সর্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), চ (ও) আদ্যং (কারণরূপ) পরং (সর্বোৎকৃষ্ট) স্থানম্ (পদ) উপৈতি (লাভ করেন)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে ও পুণ্যকার্যে যে-সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট কারণরূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **বেদেষু**=বিদ্+ঘঞ্=বেদ, ৭মী বহুবচন। **যজ্ঞেষু**=যজ্+নঙ্=যজ্ঞ, ৭মী বহুবচন। **তপঃসু**=তপ্+অসুন্=তপস্, ৭মী বহুবচন। **দানেষু**=দা+ল্যুট্=দান, ৭মী বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **এব**=অব্যয়। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **পুণ্যফলম্**=পূ+ডুণ্য=পুণ্য; ফল্+অচ্=ফল; পুণ্যস্য ফলম্=পুণ্যফলম্=৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **প্রদিষ্টম্**=প্র-দিশ্+ক্ত=প্রদিষ্ট, (ক্লীব) ১মা একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব);

২য়া একবচন। **বিদিত্বা**=বিদ্+ক্তাচ্। **যোগী**=যুজ্+ঘিনুণ্=যোগিন্, ১মা একবচন। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **সর্বম্**=সর্ব (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অত্যেতি**=অতি-ই+লট্ তি। **আদ্যম্**=আদি+যৎ= আদ্য, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **স্থানম্**=স্থা+অনট্=স্থান, (ক্লীব) ২য়া একবচন। **চ**=অব্যয়। **উপৈতি**= উপ-ই+লট্ তি॥২৮॥

অষ্টমোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু, তৎসর্বমত্যেতি, ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি॥২৮॥

"অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্টসংপৃষ্টার্থবিনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবর্ত্মনা॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং—বেদেষ্বিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদ্‌গুণ্যেনানুষ্ঠিতেষু। তপঃসু চ সুতপ্তেষু। দানেষু চ সম্যগ্‌দত্তেষু। যদেতেষু পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণাত্যেত্যতীত্য গচ্ছতি তৎ সর্বং ফলজাতম্। ইদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়দ্বারেণোক্তং সম্যগবধার্যানুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে। আদ্যমাদৌ ভবং কারণম্। ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥২৮॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্‌গীতাভাষ্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ বেদাধ্যয়নকালে ব্রহ্মচর্যাদি পালনে, শাস্ত্র যে শুভ ফল হয় লিখিয়াছেন, আর সাঙ্গোপাঙ্গ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিলে যে-ফল লাভ হয়, চিত্তশুদ্ধির কারণ শ্রদ্ধাপূর্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা সম্পাদনে যে-ফল লাভ হয় এবং উত্তম দেশ-কাল-পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রবিধানানুরূপ গো, সুবর্ণ আদি দান করিলে যে-ফল লাভ হয়, যোগিগণ এই সমস্ত ফল হইতেও মহাফল লাভ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করিয়া সর্বকারণের কারণস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বাসুদেব "তৎ" পদার্থকে ধ্যেয়রূপে ব্যাখ্যা করিলেন॥২৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ
ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—ইদং তু (এই) গুহ্যতমং (অতিগূঢ়) বিজ্ঞানসহিতং (বিজ্ঞানের সহিত) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়াশূন্য) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [তুমি] অশুভাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)॥১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ ভগবান বলিলেন—হে অর্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য, এই জন্য তোমাকে অতিগূঢ় বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব বলিতেছি; ইহা অবগত হইলে তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে॥১॥

ব্যাকরণ ঃ **প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে**=প্রবক্ষ্যামি+অনসূয়বে। **ভগবান্**=ভগ+মতুপ্=ভগবৎ, ১মা একবচন। **উবাচ**=ব্রূ+লিট্ অ। **অনসূয়বে**=অসূয়+উ=অসূয়ু; ন অসূয়ু=অনসূয়ু; ৪র্থী একবচন। **তে**= যুষ্মদ্, ৪র্থী একবচন। **ইদম্**=ইদম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **তু**=অব্যয়। **গুহ্যতমম্**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্য; গুহ্য+তমপ্=গুহ্যতম, ২য়া একবচন। **বিজ্ঞানসহিতম্**=বি-জ্ঞা+অনট্=বিজ্ঞান; বিজ্ঞানেন সহিতম্— ৩য়া তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **জ্ঞানম্**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান, ২য়া একবচন। **প্রবক্ষ্যামি**=প্র-ব্রূ+লৃট্ স্যামি। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **অশুভাৎ**=শুভ্+ক=শুভ; ন শুভঃ=অশুভঃ— নঞ্ তৎপুরুষ; ৫মী একবচন। **মোক্ষ্যসে**=মুচ্+লৃট্ স্যসে॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ "পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্যমত্যাশ্চর্যং প্রপঞ্চ্যতে॥"

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং, তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃপুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তুভ্যং বক্ষ্যামি। তু-শব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্মজ্ঞানং, ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্ গুহ্যতমং; যজ্জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারবন্ধনান্মোক্ষ্যসে সদ্যো মুক্তো ভবিষ্যসি॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অষ্টমে নাড়ীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফলমগ্ন্যর্চিরাদিক্রমেণ

কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দিষ্টম্। তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে। নান্যথেতি। তদাশঙ্কাব্যাবিবৃৎসয়া ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তং চ পূর্বেষ্বধ্যায়েষু। তদ্‌বুদ্ধৌ সংনিধীকৃত্যেদমিত্যাহ। তুশব্দো বিশেষনির্ধারণার্থঃ। ইদমেব তু সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনম্। বাসুদেবঃ সর্বমিতি[1]—আত্মৈবেদং সর্বম্[2]—একমেবাদ্বিতীয়ম্[3]—ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। নান্যৎ। অথ যেঽন্যথাঽতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি[4] ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। অনুসূয়বেঽসূয়ারহিতায়। কিং তৎ? জ্ঞানম্। কিংবিশিষ্টম্? বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তম্। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ॥১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাণ উৎক্রমণপূর্বক কীরূপে মুক্তিলাভ হয় এবং ভগবানে অনন্যভক্তি যে তাদৃশী মুক্তিলাভের অসাধারণ হেতু—ইত্যাদি বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণপূর্বক ধ্যানপরায়ণ পুরুষের কীরূপ গতি হয়, তাহাও পূর্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞেয় ব্রহ্ম নিরূপণপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের কীরূপ গতি হয় এবং ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ও তন্নিষ্ঠ অনুরাগ আদি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা হইল।

এই শ্লোকের "ইদং তু" পদের "তু" শব্দ দ্বারা পূর্বাধ্যায়ে কথিত সগুণ ব্রহ্মের "ধ্যান" এবং এতদধ্যায়ে বক্তব্য "জ্ঞান" বিষয়ের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রধান হেতু। ধ্যান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। ধ্যান আত্মজ্ঞানলাভের অনুকূল উপায় মাত্র। বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞানতত্ত্ব অতীব গুহ্যতম। রাগদ্বেষাদিবর্জিত না হইলে এই জ্ঞানতত্ত্বের অধিকারী কেহ হইতে পারে না। ভগবান অর্জুনকে আর্জব ও সংযমাদি গুণযুক্ত উপযুক্ত শিষ্য বোধে এই বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্য রহস্য বলিতেছেন। অনধিকারীকে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অনধিকারী ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্বের গুহ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, এই জন্য সাধারণের সমক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্যরহস্য প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে॥১॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ইদং (এই আত্মজ্ঞান) রাজগুহ্যং (অতি গুহ্যতম) রাজবিদ্যা (বিদ্যাশ্রেষ্ঠ) উত্তমং (উত্তম) পবিত্রং (পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষফলপ্রদ) ধর্ম্যং (ধর্মসঙ্গত) কর্তুং সুসুখম্ (সুখসাধ্য) [চ] অব্যয়ম্ (ও অক্ষয়ফলপ্রদ)॥২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এই আত্মজ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা, সকল গুহ্যপদার্থের রাজা এবং

---

১ গীতা, ৭/১৯
২ ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭/২৫/২
৩ তদেব, ৬/২/১
৪ তদেব, ৭/২৫/২

সর্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, ইহা সর্ব ধর্মের ফলস্বরূপ ও সুখসাধ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ॥২॥

ব্যাকরণ ঃ **ইদম্**=ইদম্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **রাজগুহ্যম্**=গুহ্+ক্যপ্=গুহ্য; গুহ্যানাম্ রাজা=রাজগুহ্য—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা একবচন। **রাজবিদ্যা**=রাজানাং বিদ্যা—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ১মা একবচন। **উত্তমম্**=উৎ-তমপ্=উত্তম, (ক্লীব), ১মা একবচন। **পবিত্রম্**=পূ+ইত্র=পবিত্র, (ক্লীব), ১মা একবচন। **প্রত্যক্ষাবগমম্**=অব-গম্+খচ্=অবগম; অক্ষিণী প্রতি=প্রত্যক্ষম্—অব্যয়ীভাব; প্রত্যক্ষেণ অবগমম্—৩য়া তৎপুরুষ। **ধর্ম্যম্**=ধৃ+মন্=ধর্ম, ধর্ম+যৎ=ধর্ম্য, ১মা একবচন। **কর্তুম্**=কৃ+তুমুন্। **সু-সুখম্**=সুখ্+ক=সুখ; অতিশয়েন সুখম্—৩য়া তৎপুরুষ। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্=ব্যয়; ন ব্যয়ঃ= অব্যয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং—গুহ্যানাঞ্চ রাজা; বিদ্যাসু গোপ্যাসু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জনস্যাপি পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং, জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ। ধর্মং ধর্মাদনপেতং বেদোক্ত-সর্বধর্ম-ফলত্বাৎ, "কর্তুঞ্চ সুসুখং" সুখেন কর্তুং শক্যমিত্যর্থঃ অব্যয়ঞ্চাক্ষয়-ফলত্বাৎ॥২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তচ্চ স্তৌতি—রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতিশয়ত্বাৎ। দীপ্যতে হীয়মতিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ববিদ্যানাম্। তথা রাজগুহ্যং—গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমম্।

অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্মাধর্মাদি সমূলং কর্ম ক্ষণমাত্রাদ্ভস্মীকরোতি যতোঽতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যম্? কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিবাবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমম্। অনেকগুণতোঽপি ধর্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টম্। শ্যেনযাগ ইব। ন তথাত্মজ্ঞানম্। কিন্তু ধর্মং ধর্মাদনপেতম্। এবমপি স্যাদ্দুঃখসংপাদ্যমিতি। অত আহ—সুসুখং কর্তুম্। যথা রত্নবিবেকবিজ্ঞানম্। তত্রাল্পায়াসানামন্যেষাং কর্মণাং সুখসংপাদ্যানামল্পফলত্বং দুষ্করাণাং চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতি। ইদং তু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যেতীতি প্রাপ্তম্। অত আহ—অব্যয়ম্। নাস্য ফলতঃ কর্মবদ্ব্যয়োঽস্তীত্যব্যয়ম্। অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানম্॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। কার্য-সহিত অবিদ্যা ইহারই দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্মতত্ত্ব মাত্রেই গুহ্যরহস্যযুক্ত; কিন্তু আত্মজ্ঞান তৎসমস্ত হইতে অতীব গুহ্যতম। কেননা, জন্মজন্মান্তর নিষ্কাম পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। প্রায়শ্চিত্ত আদি জীবের পাপবিশেষের নাশ করিয়া থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইলে জীবের পূর্বজন্মকৃত ও বর্তমানদেহকৃত পাপ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যৎ জন্মজন্য কর্মপাশের সূচনা করিতে দেয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান পবিত্র হইতেও

পবিত্রতম। আত্মজ্ঞান দ্বারা যে-পরমানন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষই অনুভব করিয়া থাকেন। যাগ, যজ্ঞ ও বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা যেরূপ ক্লেশকর, আত্মজ্ঞান তাদৃশ ক্লেশসাধ্য নহে। ইহা শ্রবণ, মনন, বিচারণাদি দ্বারা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ হয় বলিয়া উহার ফল সামান্য নহে। অন্যান্য কৃচ্ছ্র ব্রতাদিতে যেমন বহু পরিশ্রমে বহু ফল এবং অল্প শ্রমে অল্প ফল হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞানসাধনা সেইরূপ নহে। ইহা অল্পায়াসসাধ্য হইলেও অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। অর্থাৎ, পুণ্য কর্মাদি যেমন স্বর্গসুখভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার তাদৃশ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই॥২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পরন্তপ (হে পরন্তপ!) অস্য (এই) ধর্মস্য (ধর্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে) নিবর্তন্তে (ভ্রমণ করিয়া থাকে)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পরন্তপ! এই আত্মজ্ঞানরূপ ধর্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে॥৩॥

ব্যাকরণ ঃ **পরন্তপ**=পর-তপ্+ণিচ্+খচ্; পরং তাপয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; **অস্য**= ইদম্ (পুং), ৬ষ্ঠী একবচন। **ধর্মস্য**=ধৃ+মন্=ধর্ম, ৬ষ্ঠী একবচন। **অশ্রদ্দধানাঃ**=শ্রৎ-ধা+শানচ্=শ্রদ্দধান; ন শ্রদ্দধানাঃ=অশ্রদ্দধানাঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **পুরুষাঃ**=পুর্+কুষন্=পুরুষ; ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অপ্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্=প্রাপ্য; ন প্রাপ্য=অপ্রাপ্য—নঞ্ তৎপুরুষ। **মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি**=মৃ+ত্যুক্=মৃত্যু; সম্-সৃ+ঘঞ্=সংসার; বৃত্+মনিন্=বর্ত্মন্। মৃত্যুরেব সংসারঃ—রূপক কর্মধারয়; সঃ এব বর্ত্ম—রূপক কর্মধারয়; ৭মী একবচন। **নিবর্তন্তে**=নি-বৃত্+লট্ অন্তে॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবমপ্যতিসুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিত-জ্ঞানলক্ষণস্য ধর্মস্যেতি কর্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যেনাস্বীকুর্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্তন্তে—মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে পুনঃ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ। আত্মজ্ঞানস্য ধর্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণোঽসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পাপাঃ পুরুষাঃ পরন্তপাপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং—মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ—নিবর্তন্তে নিশ্চয়েনাবর্তন্তে। ক্ব? মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ। তস্য বর্ত্মনরকতির্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গঃ। তস্মিন্নেব বর্তন্ত ইত্যর্থঃ॥৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইলেও,

মনুষ্যগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন? অর্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির হেতু। যাহারা বেদবিরুদ্ধ কুৎসিত কার্যপরায়ণ, যাহারা দম্ভদর্পাদি আসুর সম্পদে মোহিত, তাহাদের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে কোনোমতেই লাভ করিতে পারে না। যে পর্যন্ত শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্যন্ত জীব কীটপতঙ্গাদি নারকীয় যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে॥৩॥

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অব্যক্তমূর্তিনা (অব্যক্তরূপ) ময়া (মৎকর্তৃক) ইদং (এই) সর্বং জগৎ (সর্বজগৎ) ততং (ব্যাপ্ত); সর্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত), অহং চ (কিন্তু আমি) তেষু (তাহাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি)॥৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে স্থিতি করিতেছে; কিন্তু আমি কোনো কিছুতেই অবস্থিত নহি॥৪॥

ব্যাকরণ ঃ **অব্যক্তমূর্তিনা**=বি-অন্‌জ্‌+ক্ত=ব্যক্ত; ন ব্যক্তঃ=অব্যক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; মূর্চ্ছ্‌+ক্তিন্‌=মূর্তি; অব্যক্তা মূর্তিঃ=কর্মধারয়; ৩য়া একবচন। **ময়া**=অস্মদ্‌, ৩য়া একবচন। **ইদম্‌**=ইদম্‌ (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বম্‌**=সর্ব (ক্লীব), ১মা একবচন। **জগৎ**=গম্‌+ক্বিপ্‌=জগৎ, ১মা একবচন। **ততম্‌**=তন্‌+ক্ত=তত, (ক্লীব), ১মা একবচন। **সর্বভূতানি**=সর্ব+অচ্‌=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বাণি ভূতানি=সর্বভূতানি—কর্মধারয়, ১মা বহুবচন। **মৎস্থানি**=অহম্‌-স্থা+ক=মৎস্থ; ময়ি তিষ্ঠতি—উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **অহম্‌**=অস্মদ্‌, ১মা একবচন। চ=অব্যয়। **তেষু**=তদ্‌ (পুং), ৭মী বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **অবস্থিতঃ**=অব-স্থা+ক্ত; ১মা একবচন॥৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্‌। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"[1] ইত্যাদিশ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্বাণি ভূতানি চরাচরাণি; এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ॥৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ স্তুত্যাঽর্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ—ময়েতি। ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগদব্যক্তমূর্তি না। ন ব্যক্তা মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোঽহমব্যক্তমূর্তিঃ। তেন ময়াঽব্যক্তমূর্তিনা। করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মিন্ময্যব্যক্তমূর্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্যন্তানি। ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াবকল্পতে। অতো মৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্ত্বেন স্থিতানি। অতো ময়ি স্থিতানীত্যুচ্যন্তে। তেষাং ভূতানামহমেবাত্মেতি। অতস্তেষু

১ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌, ২/৬

স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাসতে। অতো ব্রবীমি—ন চাহং তেষু ভূতেষ্ববস্থিতঃ। মূর্তবৎ সংশ্লেষাভাবেনাকাশস্যাপ্যন্তরতমো হ্যহম্। ন হ্যসংসর্গি বস্তু ক্বচিদাধেয়ভাবেনাবস্থিতং ভবতি॥৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ অজ্ঞানকল্পিত সমস্ত জগৎই পরমাত্মার সত্তায় প্রকাশমান বোধ হইতেছে। তিনি না থাকিলে কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না; তাই তিনি সর্বতোব্যাপী। তাঁহার এই সত্তা চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত নহে, এই জন্য উহা অব্যক্ত। তাঁহার সত্তায় বস্তু সত্তাবান সত্য, কিন্তু বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান নন। বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু তিনি নিত্য। বস্তুসকল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কোনো বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নাই। তিনি স্বপ্রকাশ॥৪॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তুমি] মে (আমার) ঐশ্বরং (অসাধারণ) যোগং (প্রভাব) পশ্য (দেখো); ভূতানি চ (ভূতসকল) মৎস্থানি ন (আমাতে স্থিতি করিতেছে না); মম আত্মা (আমার আত্মাস্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতধারক) ভূতভাবনঃ চ (ও ভূতপালক), ন ভূতস্থঃ (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে)॥৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করো। এই ভূতসকল আমাতে স্থিতি করিতেছে না। আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভূতসকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও ভূতমধ্যে স্থিতি করিতেছে না॥৫॥

ব্যাকরণ ঃ **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ঐশ্বরম্**=ঈশ্+বরচ্=ঈশ্বর; ঈশ্বর+অণ্=ঐশ্বর, ২য়া একবচন। **যোগম্**=যুজ্+ঘঞ্, ২য়া একবচন। **পশ্য**=দৃশ্+লোট্ হি। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত; (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **মৎস্থানি**=অহম্-স্থা+ক=মৎস্থ; ময়ি তিষ্ঠতি—উপপদ তৎপুরুষ; (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **আত্মা**=অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন। **ভূতভৃৎ**= ভূ+ক্ত=ভূত; ভূত=ভৃ+ক্বিপ্। **ভূতভাবনঃ**=ভূ+ক্ত=ভূত; ভূ+ণিচ্+অনট্=ভাবন; ভূতানাং ভাবনঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ। **ভূতস্থঃ**=ভূ+ক্ত=ভূত; ভূত-স্থা+ক=ভূতস্থ, ১মা একবচন। ভূতেষু তিষ্ঠতি—উপপদ তৎপুরুষ॥৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম; ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্বোক্তং বিরুদ্ধম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্যমিদং পশ্য মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ; এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ যথা—দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি॥৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ অত এবাসংসর্গিত্বান্মম—ন চেতি। ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি। পশ্য মে যোগং যুক্তিং ঘটনম্। মে মমৈশ্বরং যোগমাত্মনো যাথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়তি—অসঙ্গো ন হি সজ্যতে[১]। ইদং চাশ্চর্যমন্যৎ পশ্য—ভূতভৃদসঙ্গোঽপি সন্ ভূতানি বিভর্তি। ন চ ভূতস্থঃ। যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাদ্ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ। কথং পুনরুচ্যতে—অসৌ মমাত্মেতি? বিভজ্য দেহাদিসংঘাতং তস্মিন্নহংকারমধ্যারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মমাত্মেতি। ন পুনরাত্মন আত্মাঽন্য ইতি লোকবদজানন্। তথা ভূতভাবনঃ। ভূতানি ভাবয়ত্যুৎপাদয়তি বর্ধয়তি বা ভূতভাবনঃ॥৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান নির্বিকার পূর্ণ পরব্রহ্ম হইয়া সসীম ভূতসমূহে অধিষ্ঠিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রাণিগণ তাঁহাতে স্থিতি করিতে না পারিবে কেন? অর্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি স্থূলদৃষ্টি পরিহার করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমার যোগৈশ্বর্য অবলোকন করো। আমি বস্তুতঃ কিছুরই আধার নহি ও কোনো বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না। কেবল কনকে কুণ্ডলবুদ্ধির ন্যায় ভূতসকলের স্থিতি আমাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আমার নিত্য একরস বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দঘন পরমার্থস্বরূপই উপাদান কারণরূপে সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পোষণ করিতেছে। এই জন্য ভগবানের নাম ভূতভৃৎ। আবার ঐ স্বরূপই কর্তারূপে ভূতসকলকে উৎপাদন করিয়া থাকে, এই জন্য ভগবানের নাম ভূতভাবন। ভগবানের এই স্বরূপ অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়। স্বরূপতঃ ভগবান সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত॥৫॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ সর্বত্রগঃ (সর্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহাবায়ু) যথা (যেরূপ) নিত্যম্ (সদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্বাণি ভূতানি (ভূতসমস্ত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ করো)॥৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্বতোগমনশীল, মহান ও সর্বদা বেগবান বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিতি করে, ভূতসমস্ত সেইরূপ আমাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে; ইহাই তুমি অবধারণ করো॥৬॥

ব্যাকরণ ঃ মৎস্থানীত্যুপধারয়=মৎস্থানি+ইতি+উপধারয়। **যথা**=যদ্+থাল্ (প্রকারে)। **সর্বত্রগঃ**=সর্ব+ত্রল্=সর্বত্র; সর্বত্র-গম্+ড=সর্বত্রগ; সর্বত্র গচ্ছতি ইতি সর্বত্রগঃ—উপপদ তৎপুরুষ; **মহান্**=মহৎ (পুং), ১মা একবচন। **বায়ুঃ**=বা+উণ্=বায়ু, ১মা একবচন। **নিত্যম্**=নি+ত্যপ্=নিত্য; **আকাশস্থিতঃ**=আ-কাশ+ঘঞ্=আকাশ; স্থা+ক্ত=স্থিত; আকাশে তিষ্ঠতি ইতি—অকাশস্থিতঃ—উপপদ তৎপুরুষ। **তথা**=তদ্+থাল্ (প্রকারে)। **সর্বাণি**=সর্ব+অচ্=সর্ব, (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূত; (ক্লীব) ১মা বহুবচন। **ইতি**=অব্যয়। **উপধারয়**=উপ-ধারি+লোট্ হি॥৬॥

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩/৯/২৬; ৪/২/৪ ইত্যাদি

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েনোক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ—যথেতি। যথা—লোক আকাশস্থিত আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্বত্র গচ্ছতীতি সর্বত্রগঃ। মহান্ পরিমাণতঃ। তথাকাশবৎ সর্বগতে ময্যসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেবমুপধারয় জানীহি॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ আকাশ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, বায়ু তাহাতে আধেয়রূপে চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছে; কিন্তু আকাশের নির্লিপ্ততাবশতঃ উহা বায়ুর সহিত কখনোই সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া যায় না। এইরূপ ভূতসমষ্টি পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে, তথাচ পরমাত্মা চিরদিন নির্লিপ্ত—স্বতন্ত্র॥৬॥

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব (সমস্ত) ভূতানি (ভূত) মামিকাং (আমার) [ত্রিগুণাত্মিকা] প্রকৃতিং (প্রকৃতিতে) যান্তি (বিলীন হয়); পুনঃ (পুনর্বার) কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি (সেই ভূতসকলকে) অহং (আমি) বিসৃজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি)॥৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে এই ভূতসমস্ত আমার শক্তিরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনর্বার সৃষ্টিকালে আমি সেই সকল ভূত উৎপাদন করিয়া থাকি॥৭॥

ব্যাকরণ ঃ **বিসৃজাম্যহম্**=বিসৃজামি+অহম্। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **কল্পক্ষয়ে**=কৃপ্+ঘঞ্=কল্প; ক্ষি+অচ্=ক্ষয়; কল্পস্য ক্ষয়ঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৭মী একবচন। **সর্বভূতানি**—সর্বাণি=সর্ব+অচ্=সর্ব, (ক্লীব) ১মা বহুবচন; ভূতানি=ভূ+ক্ত=ভূত; (ক্লীব) ১মা বহুবচন; সর্বাণি ভূতানি—কর্মধারয়। **মামিকাম্**=মম+অণ্+টাপ্=মামিকা, ২য়া একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তি=প্রকৃতি, ২য়া একবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **পুনঃ**=পন্+অরি, ১মা একবচন। **কল্পাদৌ**=কৃপ্+ঘঞ্=কল্প; কল্পস্য আদৌ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ৭মী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **তানি**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া বহুবচন। **বিসৃজামি**=বি-সৃজ্+লট্ মি॥৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং, তয়ৈব সৃষ্টি-প্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ—সর্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে, পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি॥৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং বায়ুরাকাশ ইব ময়ি স্থিতানি সর্বভূতানি স্থিতিকালে। তানি—সর্বভূতানীতি। সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি। মামিকাং মদীয়াম্। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে। পুনর্ভূয়স্তানি ভূতান্যুৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ববৎ॥৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সৃষ্টি ও স্থিতি কালে পরমাত্মা যে ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র থাকেন, তাহা পূর্ব পূর্ব শ্লোকে কথিত হইল, এক্ষণে তাঁহার প্রলয়কালীন স্বতন্ত্রতা ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবানের যে মায়া হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, জগৎ বিনষ্ট হইলে সমস্ত পদার্থই সেই মূলকারণস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তখনও স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবান এই কারণরূপ বীজ হইতে তত্ত্বসকল সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টিকালে পুনর্বার আকাশাদি ভূতসকল রচনা করিয়া থাকেন॥৭॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমি] স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (স্বভাববশে) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অবশং (কর্মাদিপরতন্ত্র) ভূতগ্রামং (ভূতসমস্ত) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি (বারংবার উৎপাদন করিয়া থাকি)॥৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি নিজে মায়ারূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভাবে আকাশাদি ভূতসকল উৎপাদন করিয়া থাকি॥৮॥

ব্যাকরণ ঃ **স্বাম্**=স্বন্+ড=স্ব; স্ব+টাপ্=স্বা, ২য়া একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তি, ২য়া একবচন। **অবষ্টভ্য**=অব-স্তভ্+ল্যপ্। **প্রকৃতেঃ**=প্রকৃতি, ৬ষ্ঠী একবচন। **বশাৎ**=বশ্+অচ্=বশ, ৫মী একবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **কৃৎস্নম্**=কৃত+ক্স্ন, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অবশম্**=বশ্+অচ্=বশঃ; ন বশঃ=অবশঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **ভূতগ্রামম্**=ভূ+ক্ত=ভূত; গ্রস্+মন্=গ্রাম; ভূতানাং গ্রামঃ=ভূতগ্রামঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **পুনঃ**=পন্+অরি, ১মা একবচন। **বিসৃজামি**=বি-সৃজ্+লট্ মি॥৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসি? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিত্যাদি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্বং ভূতগ্রামং কর্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ॥৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবমবিদ্যালক্ষণাং—প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতো জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ম্। ইমং বর্তমানম্। কৃৎস্নং সমগ্রম্। অবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতম্। প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ॥৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পরমাত্মা নির্লিপ্ত। তিনি কীরূপে জগৎ রচনা করেন? তাঁহার জগৎ রচনার অভিপ্রায় কী? জগৎ কি তাঁহার নিজ বা অন্যের ভোগার্থেই বিরচিত হয়? জগৎ তো কাহারও মুক্তির জন্য সৃষ্ট হয় না, তবে কোন্ বিশেষ অভিপ্রায়ে ভগবান জগৎ রচনা করেন? অর্জুনের এই সকল সংশয় দূরীকরণার্থ ভগবান প্রপঞ্চমায়াময়ত্বহেতু জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন

করিতেছেন। যে-সকল ভূত প্রলয়কালে অনির্বচনীয় প্রকৃতিতে বিলীন হয়, প্রকৃতির নিজ সত্তাস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজ নিজ পূর্ব পূর্ব কর্মানুরূপ আকৃতি-প্রকৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন প্রপঞ্চের কল্পনাপূর্বক স্বপ্নের উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মায়ার স্বাভাবিক উন্মেষবশতঃ জগতের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তাহার সাক্ষী মাত্র। জগৎ বস্তুতঃ মায়িক কল্পনা॥৮॥

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) তেষু (সেই সকল) কর্মসু (কর্মে) অসক্তং চ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ (আসক্তিশূন্যের ন্যায়) আসীনং (অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি (সেই সমস্ত) কর্মাণি (কর্ম) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিতে পারে না)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়! উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্মাদিতে আসক্ত না থাকায় সৃষ্টি আদি ক্রিয়াসকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না॥৯॥

ব্যাকরণ ঃ **ধনঞ্জয়**=ধন+জি+খচ্; ধনং জয়তি যঃ সঃ—উপপদ তৎপুরুষ; সম্বোধনে ১মা। **তেষু**=তদ্ (ক্লীব), ৭মী বহুবচন। **কর্মসু**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ৭ মী বহুবচন। **অসক্তম্**=সনৃজ্+ক্ত=সক্ত; ন সক্তঃ=অসক্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **উদাসীনবৎ**=উৎ-আস্+শানচ্=উদাসীন; উদাসীন+বতিচ্=উদাসীনবৎ। **আসীনম্**=আস্+শানচ্=আসীন, (পুং) ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **তানি**=তদ্ (ক্লীব), ১মা বহুবচন। **কর্মাণি**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা বহুবচন। **ন**=অব্যয়। **চ**=অব্যয়। **নিবধ্নন্তি**=নি-বন্ধ্+লট্ অন্তি॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেবং নানাবিধানি কর্মাণি কুর্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাৎ? ইত্যত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি; অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্তমানস্য মে বন্ধং নোপপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ, কর্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্॥৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তর্হি তস্য তে পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামমং বিষমং বিদধতস্তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্মাধর্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতি? ইদমাহ ভগবান্—ন চ মামিতি। ন চ মামীশং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। তত্র কর্মণামসম্বদ্ধত্বে কারণমাহ—উদাসীনবদাসীনম্। যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ তদ্বদাসীনম্। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎ। অসক্তং ফলাসঙ্গরহিতমভিমান বর্জিতমহংকরোমীতি তেষু কর্মসু। অতোঽন্যস্যাপি কর্তৃত্বাভিমানাভাবঃ। ফলাসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণম্। অন্যথা কর্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোশকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মায়াবী পুরুষ (ইন্দ্রজালবিদ্যাবিশারদ) যেমন অনেক পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিয়া থাকে, তদ্দর্শনে অন্যান্য লোক মোহিত এবং আকৃষ্ট হইলেও সে যেমন

মোহিত ও আকৃষ্ট হয় না, ভগবানের দ্বারা সেইরূপ মায়াময় জগৎ প্রকাশিত হইলেও ভগবান তাহাতে আবদ্ধ হন না। যিনি মায়াতীত, মায়াময় মিথ্যা জগৎ তাঁহাকে বন্ধন করিবে কীরূপে? সৃষ্টি আদি ক্রিয়াতে তাঁহার কোনো যত্ন, অভিনিবেশ ও উদ্দেশ্যসাধন আদি নাই, তিনি সর্বথা আসক্তিশূন্য উদাসীনের ন্যায়। তাঁহাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি অভিমান নাই। অর্জুন পাছে মনে করেন যে, জীবের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হয় কেন? সেই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ করেন না।

যেমন, মেঘ কাহারও প্রতি বৈষম্যবুদ্ধি না করিয়া জল বর্ষণ করিয়া যায়, তৎপরে বীজের নিজ নিজ প্রকৃতি—ধর্ম অনুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভগবান সেইরূপ সমানভাবে সকলকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীবসকল নিজ নিজ কর্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ আদৌ নাই, তিনি নির্বিকার॥৯॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥১০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অধ্যক্ষেণ ময়া (মৎকর্তৃত্বহেতু) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ) সূয়তে (প্রসব করেন); অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ততে (বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে)॥১০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন; এবং আমার অধিষ্ঠান-জন্যই এই জগৎ নানারূপে বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে॥১০॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **ময়া**=অস্মদ্, ৩য়া একবচন। **অধ্যক্ষেণ**= অধি-অক্ষ্+অচ্=অধ্যক্ষ, ৩য়া একবচন। **প্রকৃতিঃ**=প্র-কৃ+ক্তিন্, ১মা একবচন। **সচরাচরম্**=চর্+অচ্= চর; চরাশ্চ অচরাশ্চ=চরাচরম্—দ্বন্দ্ব; চরাচরেন সহ বর্তমান ইতি=সচরাচরম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **সূয়তে**=সূ+কর্মবাচ্যে, লট্ তে। **অনেন**=ইদম্, (পুং) ৩য়া একবচন। **হেতুনা**=হি+তুন্=হেতু, ৩য়া একবচন। **জগৎ**=গম্+ক্বিপ্, (ক্লীব), ১মা একবচন। **বিপরিবর্ততে**=বি-পরি-বৃত্+লট্ তে॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে; সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ॥১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজাম্যুদাসীনবদাসীনমিতি চ বিরুদ্ধমুচ্যত ইতি? তৎপরিহারার্থমাহ—ময়েতি। ময়া সর্বতো দৃশিমাত্রস্বরূপেণাবিক্রিয়াত্মনাঽধ্যক্ষেণ মম মায়া ত্রিগুণাত্মিকাঽবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়ত উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—একো

দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ[১] ইতি। সাক্ষিমাত্রেণ হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ততে সর্ববস্থাসু। দৃশিকর্মত্বাপত্তিনিমিত্তা হি জগতঃ সর্বা প্রবৃত্তিঃ—অহমিদং ভোক্ষ্যে—পশ্যামীদং—শৃণোমীদং—সুখমনুভবামি—দুঃখমনুভবামি—তদর্থমিদং করিষ্যে—ইদং জ্ঞাস্যামি—ইত্যাদ্যাবগতিনিষ্ঠাবগত্যবসানৈব। যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্[২]—ইত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতমর্থং দর্শয়ন্তি। ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্যস্যাভাবাৎ কিংনিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপন্নে। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ। কুত আ জাতাঃ, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥[৩] ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ। দর্শিতং চ ভগবতা—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ[৪] ইতি॥১০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি স্বয়ং জড়া, চৈতন্যও নিষ্ক্রিয়। এতদ্দ্বয়ের কেহই স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিতে পারে না। চৈতন্যের সত্তাসন্নিকর্ষবশতঃ প্রকৃতি হইতে জগৎ-রূপ ক্রিয়ার স্ফূর্তি হইয়া থাকে। সূর্যের উদয় হইলে যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশগুণে লোকে ভাল-মন্দ কার্য সম্পাদন করিলে সূর্যকে যেমন সেই সেই কার্যের কর্তা বলিয়া গণনা করা যায় না, সেইরূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ বিকাশিত হইলে এবং সুখ-দুঃখাদি নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তিনি তত্তাবতের কর্তা বলিয়া গৃহীত হন না॥১০॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥১১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) মম (আমার) ভূতমহেশ্বরং (সর্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ) পরং ভাবম্ (পরমার্থ তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্যদেহ) আশ্রিতং (আশ্রিত) মাম্ (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া আমার মনুষ্যমূর্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে॥১১॥

ব্যাকরণ ঃ **মূঢ়াঃ**=মূহ্+ক্ত=মূঢ়, ১মা বহুবচন। **ভূত-মহেশ্বরম্**=ভূ+ক্ত=ভূত; মহান্ ঈশ্বর=মহেশ্বর—কর্মধারয়; ভূতানাং মহেশ্বরঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **মম**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পরম্**=পৃ+অপ্=পর; ২য়া একবচন। **অজানন্তঃ**=জ্ঞা+শতৃ, ১মা বহুবচন=জানন্তঃ; ন জানন্তঃ=অজানন্তঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **মানুষীম্**=মনু+অণ্=মানুষ; মানুষ+ঈপ্=মানুষী, ২য়া একবচন।

---
১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/১১
২ তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণম্, ২/৮/৯
৩ তদেব
৪ গীতা, ৫/১৫

তনুম্=তন্+উ=তনু, ২য়া একবচন। **আশ্রিতম্**=আ-শ্রি+ক্ত=আশ্রিত, ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **অবজানন্তি**=অব-জ্ঞা+লট্ অন্তি॥১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ নন্বেম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়াঃ মূর্খাঃ মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে; অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি॥১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তম্—অবজানন্তীতি। অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতম্। মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানম্। ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেনাহতা বরাকাস্তে॥১১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান স্বয়ং নিজ যোগমায়াবলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণপূর্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক লীলাতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া রাম কৃষ্ণ আদিকে সাধারণ মনুষ্যবোধে অনাদর করিয়া থাকে; কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি সাধকগণ সেই চিদ্‌ঘনানন্দ মূর্তির আরাধনা করিয়া পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে সামান্য মানববেশে থাকিলেও তিনি সমস্ত প্রাণীর একমাত্র মহেশ্বর॥১১॥

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥১২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘকর্মাণঃ (নিষ্ফলকর্মা) মোঘজ্ঞানাঃ (বিফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (বিচারবিহীন পুরুষগণ) মোহিনীং (মোহজনক) রাক্ষসীম্ (তমঃপ্রধান) আসুরীং চ এব (ও রজঃপ্রধান) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে)॥১২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ নিষ্ফলকাম, নিষ্ফলকর্মা এবং বিফলজ্ঞান ও বিচারবিহীন পুরুষগণ রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥১২॥

ব্যাকরণ ঃ **রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব**=রাক্ষসীম্+আসুরীম্+চ+এব। **মোঘাশাঃ**=মুহ্+অচ্=মোঘ; আ-অশ্+অচ্+টাপ্=আশা; মোঘাঃ আশাঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **মোঘকর্মাণঃ**=মোঘানি কর্মাণি যেষাং তে—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **মোঘজ্ঞানাঃ**=মোঘং জ্ঞানং যেষাং তে—বহুব্রীহি, ১মা বহুবচন। **বিচেতসঃ**=বি-চিৎ+অসুন্=বিচেতস্, ১মা বহুবচন। বিগতং চেতঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি। **মোহিনীম্**=মুহ্+ঘঞ্=মোহ; মুহ্+ণিচ্+ণিনি+ঙীপ্=মোহিনী, ২য়া একবচন। **রাক্ষসীম্**=রক্ষস্+অণ্+ঙীপ্=রাক্ষসী, ২য়া একবচন। **আসুরীম্**=অসুর্+অণ্=আসুর; আসুর+ঙীপ্=আসুরী, ২য়া একবচন।

চ=অব্যয়। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্=প্রকৃতি, ২য়া একবচন। **শ্রিতাঃ**=শ্রি+ক্ত=শ্রিত, ১মা বহুবচন। **এব**= অব্যয়॥১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, অতএব মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ; সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ॥১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথম্?—মোঘাশা ইতি। মোঘাশাঃ—বৃথাশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশাঃ। তথা মোঘকর্মাণঃ—যানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্মাণি তানি চ তেষাং ভগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্যাবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিষ্ফলানি কর্মাণি ভবন্তীতি মোঘকর্মাণঃ। তথা মোঘজ্ঞানাঃ—মোঘং নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ। জ্ঞানমপি তেষাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ। বিচেতসো বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং প্রকৃতিং স্বভাবম্, আসুরীমসুরাণাং চ প্রকৃতিং, মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীম্। শ্রিতা আশ্রিতাঃ। ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বমপহরেত্যেবংবদনশীলাঃ ক্রূরকর্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ। অসূর্যা নাম তে লোকাঃ[১]—ইতি শ্রুতেঃ॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাহারা মনে করে সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান ভগবানকে পরিহার করিয়া অন্য দেবতার পূজা দ্বারা কামনা পরিপূর্ণ করিবে, তাহাদের আশা নিষ্ফল। যাহারা ভগবানকে ছাড়িয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠানপূর্বক ফল কামনা করে, তাহাদিগের কর্ম নিষ্ফল—তাহাদের পরিশ্রম মাত্রই সার হয়। যাহারা ধর্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করে না, তাহাদের কু-তর্কপূর্ণ পঠন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে অনাদর করে, তাহাদের প্রকৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা রাক্ষসভাব লাভ করে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ভোগাদিতে অনুরাগবশতঃ আসুর ভাব প্রাপ্ত হয় এবং সৎ শাস্ত্রজনিত জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রকৃতি মোহনভাবযুক্ত, অর্থাৎ তাহারা মুগ্ধচিত্ত হয়। এই সকল দোষে সেইসকল জীব নরকে গমনপূর্বক বহু যাতনা ভোগ করিয়া থাকে॥১২॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥১৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) দৈবীং (সত্ত্বপ্রধান) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মাগণ) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্বভূতের কারণ) অব্যয়ং (অবিনাশী) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন)॥১৩॥

১ ঈশ উপনিষদ্, ৩

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! যাঁহারা দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি অনন্যচিত্ত হন, সেই মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সর্বভূতের কারণ এবং অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন॥১৩॥

ব্যাকরণ ঃ **ভজন্ত্যনন্যমনসঃ**=ভজন্তি+অনন্যমনসঃ। **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। **দৈবীম্**=দেব+অণ্=দৈব; দৈব+ঙীপ্=দৈবী, ২য়া একবচন। **প্রকৃতিম্**=প্র-কৃ+ক্তিন্=প্রকৃতি, ২য়া একবচন। **আশ্রিতাঃ**=আ-শ্রি+ক্ত=আশ্রিত, ১মা বহুবচন। **মহাত্মানঃ**=মহান্ আত্মা যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **তু**=অব্যয়। **অনন্যমনসঃ**=অন্+য=অন্য; নাস্তি অন্য যস্মাৎ তৎ—অনন্যৎ; মন্+অসুন্=মনস্; অনন্য মনঃ যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভূতাদিম্**=ভূ+ক্ত=ভূত; ভূতানাম্ আদি=ভূতাদি—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অচ্=ব্যয়; নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ—অব্যয়ঃ—নঞ্ তৎপুরুষ। **জ্ঞাত্বা**=জ্ঞা+ক্ত্বাচ্। **ভজন্তি**=ভজ্+লট্ অন্তি॥১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তি? ইত্যত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ, অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" (১৬/১) ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি॥১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে পুনঃ শ্রদ্দধানা ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানস্ত্বক্ষুদ্রচিত্তাঃ। মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শমদমদয়াশ্রদ্ধাদিলক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তো ভজন্তি সেবন্তে। অনন্যমনসোঽনন্যচিত্তাঃ। জ্ঞাত্বা ভূতাদিং ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিং কারণমব্যয়ম্॥১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা জন্মজন্মান্তরকৃত তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই দৈবী—সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভগবানকে ভজনা করেন। মলিনমনস্কদিগের ঈশ্বরে ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয় না॥১৩॥

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [তাঁহারা] সততং (সর্বদা) মাং কীর্তয়ন্তঃ (আমার নাম কীর্তনকারী) যতন্তঃ (প্রযত্নপর) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (ও দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে) নমস্যন্তঃ (নমস্কারপূর্বক) ভক্ত্যা চ (এবং ভক্তিপূর্বক) নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিত হইয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন)॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তাঁহারা সর্বদা আমার নাম সঙ্কীর্তনকরতঃ প্রযত্নপূর্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তিপূর্বক নিষ্ঠাযুক্তচিত্তে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন॥১৪॥

ব্যাকরণ ঃ **সততম্**=সম্-তন্+ক্ত=সতত, ২য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন।

কীর্তয়ন্তঃ=কীর্তি+শতৃ, ১মা বহুবচন। **যতন্তঃ**=যত্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **দৃঢ়ব্রতাঃ**=দৃহ্+ক্ত=দৃঢ়; বৃ+অতচ্=ব্রত; ব্রতেষু দৃঢ়ঃ=দৃঢ়ব্রত—৭মী তৎপুরুষ, ১মা বহুবচন। **চ**=অব্যয়। **ভক্ত্যা**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **নমস্যন্তঃ**=নমস্ (শব্দ)+কচ্=নমস্য; নমস্য+শতৃ, ১মা বহুবচন। **নিত্যযুক্তাঃ**=নি+তপ্=নিত্য; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; নিত্যং যুক্ত=নিত্যযুক্ত—সুপ্‌সুপা সমাস; ১মা বহুবচন। **উপাসতে**=উপ-আস্+লট্ অন্তে॥১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে; দৃঢ়াণি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চ ঐশ্বরজ্ঞানাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কুর্বন্তঃ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতম্ অবহিতাঃ সর্বে সেবন্তে; ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্ত ইতি চ কীর্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্॥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথম্?—সততমিতি। সততং সর্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং কীর্তয়ন্তঃ। যতন্তশ্চেন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহিংসাদিলক্ষণৈর্ধর্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ। দৃঢ়ব্রতাঃ—দৃঢ়ং স্থিরমচঞ্চলং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা। নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে॥১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ মহাত্মাগণ উপনিষদাদি বিচার দ্বারা এবং প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভগবানের নামগান করিয়া থাকেন, কুটিল তর্কজাল পরিহারপূর্বক অনুকূল বিচার দ্বারা ভূমানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন এবং বারংবার মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে দৃঢ়ব্রত হন, অর্থাৎ, শম দম সাধন করিয়া থাকেন। ভগবানকে সকলের বন্দনীয় এবং একমাত্র কল্যাণকারী জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করিয়া থাকেন।

> "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
> অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" ভাগবত, ৭/৫/২৩

সর্বব্যাপী ভগবানের কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সঙ্কীর্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চনা, বন্দনা, তাঁহাকে প্রভু জানিয়া আপনাকে দাস বলিয়া মনে করা, সুখে-দুঃখে তিনি একমাত্র বন্ধু—এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করা—ভগবদুপাসনার লক্ষণ। সগুণ ব্রহ্মেরই এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে। প্রতিমাদিতে চন্দনপুষ্পাদি সহ শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করা এই উপাসনার অন্তর্গত। সাধু ও গুরুকে বিষ্ণুর সচল মূর্তি জ্ঞান করিয়া অভিবাদনাদি করিতে হয়।

> "দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনম্।
> প্রণিপাতমকুর্বাণো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥"

যে-ব্যক্তি বিষ্ণু শিবাদির প্রতিমা ও দণ্ডি-সন্ন্যাসী দেখিয়া নমস্কার না করে, তাহার রৌরবে গতি হয়। যে-মহাত্মা একান্ত ভক্তিপূর্বক ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি শীঘ্রই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"[১]

যাঁহার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভক্তি এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে ভক্তি থাকে, তাঁহারই বুদ্ধিতে বেদান্তপ্রতিপাদিত অর্থ প্রকাশমান হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।"[২]

ভগবানের অনন্যভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বারা সাধকের "প্রত্যক্‌চেতন" সাক্ষাৎ হইয়া থাকে॥১৪॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥১৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অপি চ অন্যে (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা) যজন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (আরাধনা করেন); [কেহ কেহ] একত্বেন (অভিন্নভাবে), পৃথক্ত্বেন (স্বতন্ত্রভাবে), বিশ্বতোমুখং (সর্বাত্মকভাবে), বহুধা (নানারূপে) [আমার আরাধনা করিয়া থাকেন]॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ কোনো কোনো মহাত্মা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ-বা আমার সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধে চিন্তা করেন। কেহ কেহ-বা আমাকে স্বতন্ত্রভাবে ভাবনা করিয়া থাকেন এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আরাধনা করিয়া থাকেন॥১৫॥

ব্যাকরণ ঃ **অন্যে**=অন্+যৎ=অন্য, ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। চ=অব্যয়। **জ্ঞান-যজ্ঞেন**=জ্ঞা+অনট্=জ্ঞান; যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; জ্ঞানম্ এব যজ্ঞঃ—কর্মধারয় (রূপক)। **যজন্তঃ**=যজ্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **উপাসতে**=উপ-আস্+লট্ অন্তে। **একত্বেন**=এক+ত্ব (ভাবে)=একত্ব, ৩য়া একবচন। **পৃথক্ত্বেন**=পৃথ্+কক্=পৃথক্; পৃথক্+ত্ব (ভাবে)=পৃথকত্ব, ৩য়া একবচন। **বিশ্বতোমুখম্**=বিশ্ব+(সপ্তম্যাং) তসিল্=বিশ্বতঃ, বিশ্বতঃ মুখং যস্য সঃ=বিশ্বতমুখঃ—বহুব্রীহি, ২য়া একবচন। **বহুধা**=বন্হ্+কু=বহু; বহু+ধাচ্ (প্রকারে)=বহুধা॥১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ জ্ঞানেতি। "বাসুদেবঃ সর্বমিত্যেবং" সর্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে; তত্রাপি কেচিদেকত্বেন "একমেব পরং ব্রহ্মে"তি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথকত্বেন পৃথগ্‌ভাবনয়া দাসোঽহমিতি, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইতি? উচ্যতে—জ্ঞানেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞঃ। তেন জ্ঞানযজ্ঞেন। যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্যেঽন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্যোপাসতে। তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন। একমেব পরং ব্রহ্ম[৩]—ইতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত

১ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬/২৩
২ পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১/২৯
৩ ব্রহ্ম উপনিষদ্, ২

উপাসতে। কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেনাদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন। স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইত্যুপাসতে। কেচিদ্বহুধাঽবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্বতোমুখো বিশ্বতোমুখো বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণোপাসতে॥১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানকে কত লোকে কত প্রকারে যে সাধনা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ-বা জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ-বা উপাস্য উপাসক ভেদ ছাড়িয়া "ব্রহ্মাহম্"[১]—এইরূপ ভাবিয়া, কেহ-বা তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আপনাকে দাস জানিয়া এবং এইরূপ যাহার যেরূপে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সে সেইরূপেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে॥১৫॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥১৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) ক্রতুঃ (বেদবিহিত কর্ম), অহং যজ্ঞঃ (আমি স্মৃতিবিহিত কর্ম), অহং স্বধা (আমি পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ), অহম্ ঔষধম্ (আমি ঔষধ), অহং মন্ত্রঃ (আমি মন্ত্র), অহম্ আজ্যম্ (আমি হোমের ঘৃত), অহম্ এব অগ্নিঃ (আমিই অগ্নি), অহং হুতম্ (আমিই হোম)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি এবং আমিই হবনস্বরূপ॥১৬॥

ব্যাকরণ ঃ **স্বধাঽহমহমৌষধম্**=স্বধা+অহম্+অহম্+ঔষধম্। **মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহম্**=মন্ত্রঃ+অহম্+অহম্+এব+আজ্যম্+অহম্+অগ্নিঃ+অহম্। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **ক্রতুঃ**=কৃ+কতু, ১মা একবচন। **যজ্ঞঃ**=যজ্+নঙ্, ১মা একবচন। **স্বধা**=স্বদ্+আ (দ-স্থানে ধ)। **ঔষধম্**=ওষ্ (উষ্ণ)-ধা+কি=ওষধি; ওষধি+অণ্ (উৎপন্নার্থে)=ঔষধ, (ক্লীব) ১মা একবচন। **মন্ত্রঃ**=মন্ত্র্+অচ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **আজ্যম্**=আ-অন্জ্+ক্যপ্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অগ্নিঃ**=অগ্ (বক্রগতি)+নি, ১মা একবচন। **হুতম্**=হু+ক্ত, (ক্লীব), ১মা একবচন॥১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ সর্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্র্যর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্ ওষধি-প্রভবমন্নং ভেষজম্বা, মন্ত্রো যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যাদিঃ[২]। আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্বমহমেব॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্বামেবোপাসত ইতি? অত আহ—অহমিতি। অহং ক্রতুঃ—শ্রৌতকর্মভেদোঽহমেব। অহং যজ্ঞঃ স্মার্তঃ। কিঞ্চ স্বধাঽন্নমহম্। পিতৃভ্যো যদ্দীয়তে তৎ স্বধা। অহমৌষধম্। সর্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে তদৌষধশব্দবাচ্যং ব্রীহিযবাদি সাধারণম্। অথবা স্বধেতি সর্বপ্রাণিসাধারণমন্নম্। ঔষধমিতি ব্যাধ্যুপশমার্থং ভেষজম্। মন্ত্রোঽহম্।

১ ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্, ৮
২ পাঠান্তরে—"যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ"

যেন পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তে। অহমেবাজ্যং হবিশ্চ। অহমগ্নিঃ। যস্মিন্ হূয়তে সোঽপ্যগ্নিরহমেব। অহং হুতং হবনকর্ম্ম চ॥১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানের আরাধনার নানাবিধ ক্রম শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এইরূপ মনে হয় যে, তবে কোন্ ক্রমানুসারে আরাধনা করিলে ভগবানকে লাভ করা যায়? এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মই কর, অথবা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞই কর, আর পিতৃলোকের জন্য অন্নদানই (স্বধা) কর, অথবা প্রাণিবর্গের ভোজন বা ঔষধ দানই কর, কিংবা "ইন্দ্রায় স্বাহা" "পিতৃভ্যঃ স্বধা" ইত্যাদি যে-মন্ত্র উচ্চারণ কর এবং অগ্নিতে যে ঘৃত (আজ্য) দান কর এবং অন্য অন্য আহবনীয় যাহা কিছু অগ্নিতে দান কর, সে সমস্তই আমি॥১৬॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অহম্ (আমি) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (পিতা), মাতা (মাতা), ধাতা (বিধাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), বেদ্যং (জ্ঞেয়), পবিত্রম্ (পাবন), ওঙ্কারঃ (প্রণব), ঋক্ (ঋগ্বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (ও যজুর্ব্বেদস্বরূপ)॥১৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ্য ও পবিত্র বস্তু এবং আমিই ওঙ্কার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদস্বরূপ॥১৭॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **অস্য**=ইদম্ (ক্লীব), ৬ষ্ঠী একবচন। **জগতঃ**=গম্+ক্বিপ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **পিতা**=পা+তৃচ্=পিতৃ, ১মা একবচন। **মাতা**=মা+তৃচ্=মাতৃ, ১মা একবচন। **ধাতা**=ধা+তৃচ্=ধাতৃ, ১মা একবচন। **পিতামহঃ**=পিতৃ+ডামহ। **বেদ্যম্**=বিদ্+ণ্যৎ=বেদ্য, (ক্লীব) ১মা একবচন। **পবিত্রম্**=পূ+ইত্র=পবিত্র; (ক্লীব) ১মা একবচন। **ওঙ্কারঃ**=ওম্+কার (কৃ+অণ্)। **ঋক্**=ঋচ্+ক্বিপ্। **সাম**=সো+মনিন্=সামন্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **যজুঃ**=যজ্+উসি=যজুস্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব; স্পষ্টমন্যৎ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—পিতেতি। পিতা জনয়িতাঽহমস্য জগতঃ। মাতা জনয়িত্রী। ধাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা। পিতামহঃ পিতুঃ পিতা। বেদ্যং বেদিতব্যম্। পবিত্রং পাবনম্। ওঙ্কারশ্চ। ঋক্ সাম যজুরেব চ॥১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবানই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন এবং জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তিনি জগতের পিতা ও মাতা, অর্থাৎ তিনিই কর্তৃকারণ ও উপাদানকারণ; এবং তিনিই জগতের রক্ষাকর্তা ও পুণ্য-পাপের ফলদাতা, এই জন্য তিনি বিধাতা। তিনি

জগতের মূল কারণের কারণ, অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত, এই জন্য তিনি পিতামহ। জগতের সমস্ত বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহাকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়, এই জন্য তিনি বেদ্য। তাঁহাকে জানিলে জীব শুদ্ধি লাভ করে, এই জন্য তিনি পবিত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান সাধন প্রণবও তিনি। ঋক্, সাম, যজুঃ আদি বেদসকলের সারভূতও তিনি। "যজুরেব চ" বাক্যে চ-কার দ্বারা অথর্ববেদ উপলক্ষিত হইয়াছে॥১৭॥

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥১৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [আমিই] গতিঃ (কর্মফল), ভর্তা (পোষণকর্তা), প্রভুঃ (স্বামী), সাক্ষী (দ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থান), শরণং (রক্ষক), সুহৃৎ (অপ্রার্থিত উপকারক), প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), প্রলয়ঃ (সংহর্তা), স্থানং (আধার), নিধানম্ (লয়স্থান), অব্যয়ং (অবিনাশী) বীজম্ (কারণ)॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই গতি, আমিই ভর্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী, আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃদ, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, আমিই নিধান এবং আমিই অবিনাশী বীজস্বরূপ॥১৮॥

ব্যাকরণ ঃ **গতিঃ**=গম্+ক্তিন্, ১মা একবচন। **ভর্তা**=ভৃ+তৃচ্=ভর্তৃ, ১মা একবচন। **প্রভুঃ**= প্র-ভূ+ডু, ১মা একবচন। **সাক্ষী**=সহ+অক্ষ+অতি=সাক্ষাৎ; সাক্ষাৎ+ইনি=সাক্ষিন্, ১মা একবচন অথবা সহ-অক্ষি+ষঙ+ইন্=সাক্ষিন্। **নিবাসঃ**=নি-বস্+ঘঞ্, ১মা একবচন। **শরণম্**=শৃ+অনট্=শরণ, (ক্লীব), ১মা একবচন। **সুহৃৎ**=সু (শোভন) হৃদ্ যস্য সঃ বা শোভনং হৃদয়ং যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **প্রভবঃ**=প্র-ভূ+অপ্। **প্রলয়ঃ**=প্র-লী+অচ্, ১মা একবচন। **স্থানম্**=স্থা+অনট্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **নিধানম্**=নি-ধা+অনট্, (ক্লীব) ১মা একবচন। **অব্যয়ম্**=বি-ই+অল্=ব্যয়ঃ, নাস্তি ব্যয়ঃ যস্য সঃ— নঞ্ বহুব্রীহি, ১মা একবচন। **বীজম্**=বি-জন্+ড=বীজ, (ক্লীব) ১মা একবচন॥১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্তা পোষণকর্তা, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্তা; তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—গতিরিতি। গতিঃ কর্মফলম্। ভর্তা পোষ্টা। প্রভুঃ স্বামী। সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাকৃতস্য। নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি। শরণমার্তানাং মৎপ্রপন্নানামার্তিহরঃ। সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষঃ সন্নুপকারী। প্রভব উৎপত্তির্জগতঃ। প্রলয়ঃ—প্রলয়ীতে যস্মিন্নিতি। তথা স্থানং—তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি। নিধানং নিক্ষেপঃ—কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাম্। বীজং প্ররোহকারণং

প্ররোহধর্মিণাম্। অব্যয়ং যাবৎ সংসারভাবিত্বাদব্যয়ম্। ন হ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি। নিত্যং চ প্ররোহদর্শনাদ্বীজসন্ততির্ন ব্যেতীত্যেব গম্যতে॥১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কর্ম, উপাসনা, যোগ ও জ্ঞান আদি সাধন করিলে জীব যে-গতি প্রাপ্ত হয়, ভগবান সেই স্বর্গ ও মুক্তি আদি গতিস্বরূপ। সুখ-সাধনাদির পর জীবের যে পুষ্টি ও তুষ্টি সাধিত হয়, ভগবানই তাহার ব্যবস্থাপক, এই জন্য তিনি ভর্তা। তাঁহারই প্রতাপে মেঘ, বায়ু, সূর্যাদি সর্বদা নিজ নিজ কার্য করিয়া থাকে, এই জন্য তিনি প্রভু। তিনিই সকলের শুভাশুভকর্মদর্শী, অর্থাৎ তাঁহাকে লুকাইয়া কেহ কোনো কার্য করিতে পারে না, এই জন্য তিনি সাক্ষী। আনন্দভোগ-জন্য বিশ্রামভূমি তিনিই, এই জন্য তিনি নিবাস। তাঁহার আরাধনা করিলে তিনি শরণাগত জীবকে দুঃখ-বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন, এই জন্য তিনি শরণ। তিনি প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি সুহৃদ। তিনি প্রভব, কেননা তিনি উৎপত্তির মূল কারণ; তিনি প্রলয়, কারণ তিনি জগৎ বিনাশের হেতু; এবং তিনিই স্থান, কেননা জগৎ তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে—অর্থাৎ, ভগবানই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্তা। প্রলয় হইয়া গেলেও জীবসমূহ সূক্ষ্ম বীজভূত অবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থান করে, এই জন্য তিনি নিধান। তিনিই বীজ, কেননা তিনি সকল কার্যের মূল কারণ এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হন না, এই জন্য তিনি অব্যয়॥১৮॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] অর্জুন (হে অর্জুন!) অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), চ (এবং) অহং বর্ষং নিগৃহ্নামি (আমি জল আকর্ষণ করি), উৎসৃজামি চ (ও পুনর্বার বর্ষণ করি), অহম্ (আমি) অমৃতং মৃত্যুঃ চ এব (জীবন ও মৃত্যুস্বরূপ), সৎ অসৎ চ (সৎ ও অসৎ স্বরূপ)॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে অর্জুন! আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি, আমিই পুনর্বার ভূমিতে জল বর্ষণ করি; আমিই অমৃত ও মৃত্যুস্বরূপ এবং আমিই সৎ ও অসৎ স্বরূপ॥১৯॥

ব্যাকরণ ঃ **অর্জুন**=অর্জ+উনন্, সম্বোধনে ১মা। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **তপামি**=তপ্+লট্ মি। **বর্ষম্**=বৃষ্+অচ্ (ক্লীব), ১মা একবচন। **নিগৃহ্নামি**=নি-গ্রহ্+লট্ মি। **উৎসৃজামি**=উৎ-সৃজ্+লট্ মি। **চ**=অব্যয়। **অমৃতম্**=নাস্তি মৃত্যুঃ যস্মাৎ তৎ—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **মৃত্যুঃ**=মৃ+ত্যুক্=মৃত্যু; **চ**=অব্যয়। **সৎ**=অস্+শতৃ। **অসৎ**=ন সৎ=অসৎ—নঞ্ তৎপুরুষ॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষণমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্নামি আকর্ষামি,

অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্বমহমেবেতি; এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ॥১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিঞ্চ—তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুল্বণৈঃ। অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি। উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্ণামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টভির্মাসৈঃ। পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি। অমৃতং চৈব দেবানাম্। মৃত্যুশ্চ মর্ত্যানাম্। সদ্‌যস্য যৎ সম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানং তৎ। তদ্বিপরীতমসচ্চৈবাহম্। অর্জুন। ন পুনরত্যন্তমেবাসদ্ভগবান্ স্বয়ম্। কার্যকারণে বা সদসতী। যে পূর্বোক্তৈর্নিবৃত্তিপ্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈর্মাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সর্বাত্মা সর্বান্তর্যামী ভগবানই সূর্যরূপে এই জগৎকে উত্তপ্ত করেন; কার্তিকাদি আট মাস সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করেন এবং আষাঢ়াদি চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে সরস ও অন্নাদি উৎপাদন করিবার শক্তি দান করেন। ভগবদুদ্দেশ্যে শুভকর্ম সাধিত হইলে সাধক তাঁহাকে অমৃতরূপে দর্শন করেন এবং দুষ্কর্মকারীর পক্ষে তিনি ভয়ঙ্কর মৃত্যুস্বরূপ অর্থাৎ দণ্ডধর যম। নিত্য বিদ্যমান আত্মা তিনি, এই জন্য তিনি সৎ এবং অনিত্য ব্যক্তরূপ জগৎ-ও তিনি, এই জন্য তিনি অসৎ॥১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥২০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ) সোমপাঃ (সোমপায়ী) পূতপাপাঃ (নিষ্কলুষ ব্যক্তিগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গ) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন); তে (তাঁহারা) পুণ্যং (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্ (দেবলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেবভোগান্ (দিব্যসুখ) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যে ঋগাদিবেদবেত্তৃগণ কাম্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানপূর্বক আমার পূজা করিয়া সোমপানের দ্বারা নিষ্পাপ হন এবং স্বর্গকামনা করেন, সেই সকাম পুরুষগণ স্বর্গলাভ করিয়া দিব্যসুখ ভোগ করিয়া থাকেন॥২০॥

ব্যাকরণ ঃ **ত্রৈবিদ্যাঃ**=তিসৃভিঃ বিদ্যাভিঃ উপান্তে ইতি—ত্রৈবিদ্যঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **যজ্ঞৈঃ**=যজ্+নঙ্, ৩য়া বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ইষ্ট্বা**=যজ্+ক্ত্বাচ্। **সোমপাঃ**=সোমং পিবতি ইতি—বহুব্রীহি; সোম-পা+ক=১মা বহুবচন। **পূতপাপাঃ**=পূ+ক্ত=পূত; পা+প=পাপ; পাপেভ্যঃ পূতঃ ইতি—পূতপাপঃ—৫মী তৎপুরুষ; ১মা বহুবচন। **স্বর্গতিম্**=স্বঃ (স্বর্গ)—গম+ক্তিন্=স্বর্গতি; স্বঃ এব গতিঃ—রূপক কর্মধারয়; ২য়া একবচন। **প্রার্থয়ন্তে**=প্র-অর্থ+লট্ অন্তে। **তে**—তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **পুণ্যম্**=পূ+ডুণ্য, ২য়া একবচন। **সুরেন্দ্রলোকম্**=সুরাণাম্ ইন্দ্র=সুরেন্দ্র—৬ষ্ঠী

তৎপুরুষ; সুরেন্দ্রস্য লোকঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **আসাদ্য**=আ-সদ্+ণিচ্+ল্যপ্। **দিবি**=দিব্, ৭মী একবচন। **দিব্যান্**=দিব্+যৎ=দিব্য, ২য়া বহুবচন। **দেবভোগান্**=দেবানাং ভোগঃ—দেবভোগঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া বহুবচন। **অশ্নন্তি**=অশ্+লট্ অন্তি॥২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবম্ "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। "মহাত্মানস্তু মাং পার্থে"ত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাস্ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যা স্বার্থেঽণ্, তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্মপরা ইত্যর্থঃ বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপসুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে পুনরজ্ঞাঃ কামকামাঃ—ত্রৈবিদ্যা ইতি। ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ। মাং বস্বাদিদেবরূপিণম্। সোমপাঃ—যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ। তেনৈব সোমপানেন পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষাঃ। যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা। স্বর্গতিং স্বর্গগমনং—স্বরেব গতিঃ স্বর্গতিস্তাং—প্রার্থয়ন্তে যাচন্তে। তে চ পুণ্যং পুণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানমশ্নন্তি ভুঞ্জতে। দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্। দেবভোগান্ দেবানাং ভোগান্॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ হোতৃকৃত, অধ্বর্যুকৃত ও উদ্‌গাতৃকৃত কর্মাদির শিক্ষাভূমি ঋগাদি বেদ ত্রৈবিদ্য নামে কথিত হয়। এই ত্রৈবিদ্যবিদ্যাবিদ যে-সকল সাধক অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্র-বসু-রুদ্র-আদিত্য স্বরূপে আমারই পূজা করেন ও সোমরস বৈদিক অগ্নিতে হবন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করেন, তাঁহাদিগের পাপ দূরীভূত হয়; এই নিষ্পাপ সকাম পুরুষগণ স্বার্থভোগের ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রাদিলোকে গিয়া সুরসেব্য সুখভোগ করিয়া থাকেন। ভগবানের নানাবিধ উপাসকের মধ্যে সকাম সাধকগণ কীরূপ গতি লাভ করেন, ভগবান অর্জুনকে তাহাই বলিতেছেন॥২০॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥২১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য ক্ষয় পাইলে) মর্ত্যলোকং (মর্ত্যলোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন)। এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্মম্ (বেদত্রয়বিহিত ধর্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানতৎপর) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ) গতাগতং (সংসারে গমনাগমন) লভন্তে (করিয়া থাকেন)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তৎপরে নানা প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইয়া আসিলে তাঁহাদের পুনর্বার মর্ত্যভূমিতে জন্ম হয়। এইরূপে স্বর্গকামনায় বেদ-প্রতিপাদ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারংবার গমনাগমন করিতে হয়॥২১॥

ব্যাকরণ ঃ তে=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **তম্**=তদ্ (পুং), ২য়া একবচন। **বিশালম্**= বি-শালচ্=বিশাল, অথবা বিশ্+কালচ্, ২য়া একবচন। **স্বর্গলোকম্**=স্বর্গ এব লোকঃ—সুপ্সুপা, তম্। **ভুক্ত্বা**=ভুজ্+ক্ত্বাচ্। **ক্ষীণে**=ক্ষি+ক্ত=ক্ষীণ, ৭মী একবচন (ভাবে)। **পুণ্যে**=পূ+ডুণ্য=পুণ্য, ৭মী একবচন (ভাবে)। **মর্ত্যলোকম্**=মর্ত্+যৎ=মর্ত্য; লোক+ঘঞ্=লোক; মর্ত্য এব লোকঃ—সুপ্সুপা, তম্। **বিশন্তি**=বিশ্+লট্ অন্তি। **এবম্**=অব্যয়। **ত্রয়ীধর্মম্**=ধৃ+মন্=ধর্ম; তিসৃণাম্ (বিদ্যানাম্) সমাহারঃ—ত্রয়ী; ত্রয্যাঃ ধর্মঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **অনুপ্রপন্নাঃ**=অনু-প্র-পদ্+ক্ত=অনুপ্রপন্ন, ১মা বহুবচন। **কামকামাঃ**=কম্+ঘঞ্=কামঃ; কামঃ অস্য অস্তি—ইতি কাম+অচ্=কামঃ; কামস্য কামাঃ= কামকামাঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; **গতাগতম্**=গম্+ক্ত=গতম্ (ভাবে); আ-গম্+ক্ত=আগতম্ (ভাবে); গতঞ্চ আগতঞ্চ—গতাগতম্—দ্বন্দ্ব। **লভন্তে**=লভ্+লট্ অন্তে॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা-ভোগ-প্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্মমনুগতাঃ কামকামাঃ ভোগান্ কাময়মানাঃ গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ তে তমিতি। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকম্। বিশালং বিস্তীর্ণম্। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকমিমং বিশন্ত্যাবিশন্তি। এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্মং কেবলং বৈদিকং কর্মানুপ্রপন্নাঃ। গতাগতং—গতং চাগতং চ গতাগতং গমনাগমনম্। কামকামাঃ—কামান্ কাময়ন্ত ইতি কামকামাঃ। লভন্তে। গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিল্লভন্ত ইত্যর্থঃ॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সকাম পুরুষগণ চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন না। তাঁহারা যে-পরিমাণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কিছু কাল স্বর্গভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিয়া দেহধারণ করিতে হয়। সকাম কর্মরূপ ভেলার দ্বারা জীব সংসার-সমুদ্র পার হইতে পারে না—ইহা দ্বারা পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না॥২১॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥২২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ অনন্যাঃ (একাগ্রচিত্ত) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তানিরত) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তেষাং (সেই) নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্য যোগযুক্তপুরুষদিগের) যোগক্ষেমম্ (যোগ ও ক্ষেম) অহং (আমি) বহামি (বহন করি)॥২২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যাঁহারা অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগকে আমি যোগ ও ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি॥২২॥

ব্যাকরণ ঃ অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্=অনন্যাঃ+চিন্তয়ন্তঃ+মাম্। **অনন্যাঃ**=অন্+য=অন্য; নাস্তি অন্য যেষাং তে—অনন্যাঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **চিন্তয়ন্তঃ**=চিন্ত্+শতৃ, ১মা বহুবচন। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **জনাঃ**=জন্+অচ্, ১মা বহুবচন। **পর্যুপাসতে**=পরি-উপ-আস্+লট্ অন্তে। **নিত্যাভিযুক্তানাম্**=নি+তপ্=নিত্যঃ; অভি-যুজ্+ক্ত=অভিযুক্ত; নিত্যম্ অভিযুক্ত=নিত্যাভিযুক্ত=সুপ্‌সুপা, ৬ষ্ঠী বহুবচন। **তেষাম্**=তদ্ (পুং), ৬ষ্ঠী বহুবচন। **যোগক্ষেমম্**=যুজ্+ঘঞ্=যোগ; ক্ষি+মন্=ক্ষেম; যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ=যোগক্ষেম=দ্বন্দ্ব; ২য়া একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **বহামি**=বহ্+লট্ মি॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে; তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং মোক্ষং বা তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যে পুনর্নিষ্কামাঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ—অনন্যা ইতি। অনন্যা অপৃথগ্‌ভূতাঃ। পরং দেবং নারায়ণমাত্মত্বেন গতাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সন্ন্যাসিনঃ পর্যুপাসতে। তেষাং পরমার্থদর্শিনাম্। নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাম্। যোগক্ষেমং—যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপণম্। ক্ষেমস্তদ্রক্ষণম্। তদুভয়ং—বহামি প্রাপয়াম্যহম্। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। স চ মম প্রিয়ো যস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি। নন্বন্যেষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্। সত্যমেবং—বহত্যেব। কিন্ত্বয়ং বিশেষঃ—অন্যে যে ভক্তাস্তে স্বাত্মার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে। অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে। ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনো গৃদ্ধিং কুর্বন্তি। কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে। অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি॥২২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সচ্চিদাত্মাতেই সর্বদা অভিনিবিষ্টচিত্ত থাকেন, তিনি পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নবোধবশতঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, যে-ব্যক্তি ভগবান ব্যতীত আর কোনো বিষয়েরই—এমনকী, নিজ দেহযাত্রা নির্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান তাঁহার সমস্ত সদ্ব্যবস্থা করিয়া দেন। অপ্রাপ্ত অন্নবস্ত্রাদির সংস্থান এবং তত্তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভক্তের জন্য ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্ত-সাধক ভগবানের নিকট এতাবৎ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান স্বয়ং তাহার সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। জীবমাত্রেই নিজ নিজ অন্নাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তত্তদুপার্জনের প্রযত্ন ও চেষ্টা করা তাহাদের আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা চেষ্টায় ও বিনা যত্নে উহা ভগবৎকৃপায় লাভ করিয়া থাকেন॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥২৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) যে অন্যদেবতা ভক্তাঃ অপি (অন্য দেবতার

যে-সকল ভক্তও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজা করে) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্বকং (অজ্ঞানপূর্বক) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকে)॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! অন্য দেবতার যে-সকল ভক্তও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহারাও অজ্ঞানপূর্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে॥২৩॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **শ্রদ্ধয়া**=শ্রৎ-ধা+অঙ্=শ্রদ্ধা, ৩য়া একবচন। **অন্বিতাঃ**=অনু-ই+ক্ত=অন্বিত, ১মা বহুবচন। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **ভক্তাঃ**=ভজ্+ক্ত=ভক্ত, ১মা বহুবচন। **অন্যদেবতাঃ**=অন্+য=অন্য; দিব্+অচ্=দেব; দেব+তল্ (স্বার্থে)+টাপ্=দেবতা। অন্যাঃ দেবতাঃ=অন্যদেবতাঃ—কর্মধারয়; ১মা বহুবচন। **যজন্তে**=যজ্+লট্ অন্তে। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **এব**=অব্যয়। **অবিধিপূর্বকম্**=বি-ধা+কি=বিধি; ন বিধি=অবিধি—নঞ্ তৎপুরুষ; অবিধি পূর্বস্মিন্ যস্য তদ্=অবিধিপূর্বকম্—বহুব্রীহি; ২য়া একবচন। **যজন্তি**=যজ্+লট্ অন্তি॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি, কথং তে গতাগতং লভেরন্? তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনাঃ যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং, কিন্তু অবিধিপূর্বকং, মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্তন্তে॥২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ নন্বন্যা অপি দেবতাস্ত্বমেব চেত্তদ্ভক্তাশ্চ ত্বামেব ভজন্তে। সত্যমেবম্। যেঽপীতি। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ—অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তাঃ সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা। অন্বিতা অনুগতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্। অবিধিরজ্ঞানম্। তৎপূর্বকমজ্ঞানপূর্বকং যজন্ত ইত্যর্থঃ॥২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবান ব্যতীত যখন আর কোনো বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, তখন ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে তো ভগবানেরই পূজা করা হয়—ভগবানের পূজা করিলে যদি জীবের মুক্তি হয়, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে মুক্তি না হইবে কেন? অর্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, জীবগণ অবিধিপূর্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া তাহাদিগকে (ইন্দ্রাদি দেবতার ভক্তগণকে) পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। অন্য দেবতার ভক্ত অজ্ঞানী হইলেও তাহার পূজা আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু জ্ঞানহীন ভক্তি জীবকে পরম পদের অধিকারী করিতে পারে না॥২৩॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥২৪॥

অন্বয়বোধিনী ঃ হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্বযজ্ঞানাং (সর্বযজ্ঞের) ভোক্তা চ প্রভুঃ চ (ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা), তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানে না); অতঃ (এই জন্য) চ্যবন্তি (প্রত্যাবর্তন করে)॥২৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা, ইহা জানিতে না পারায় জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥২৪॥

ব্যাকরণ ঃ হি=অব্যয়। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **সর্বযজ্ঞানাম্**=সর্ব+অচ্=সর্ব; যজ্+নঙ্=যজ্ঞ; সর্বে যজ্ঞাঃ=সর্বযজ্ঞাঃ—কর্মধারয়; ৬ষ্ঠী বহুবচন। **ভোক্তা**=ভুজ্+তৃন্=ভোক্তৃ, ১মা একবচন। **প্রভুঃ**=প্র-ভূ+ডু, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **তু**=অব্যয়। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **তত্ত্বেন**=তদ্+ত্ব (ভাবে), ৩য়া একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ন**=অব্যয়। **অভিজানন্তি**= অভি-জ্ঞা+লট্ অন্তি। **অতঃ**=ইদম্+(পঞ্চম্যাম্) তসিল্। **চ্যবন্তি**=চ্যু+লট্ অন্তি॥২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতা-রূপেণাহমেব ভোক্তা, প্রভুশ্চ স্বামী, ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্তন্তে; যে তু সর্বদেবতাসু মামন্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি, তে তু নাবর্তন্তে॥২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কস্মাত্তেঽবিধিপূর্বকং যজন্ত ইতি? উচ্যতে। যস্মাৎ—অহমিতি। অহং হি সর্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্তানাং চ সর্বেষাং যজ্ঞানাং দেবতাত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। মৎস্বামিকো হি যজ্ঞঃ। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি হ্যুক্তম্। তথা ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবৎ। অতশ্চাবিধিপূর্বকমিষ্ট্বা যাগফলাচ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে তে॥২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ইন্দ্রাদিদেবতারূপে, শ্রৌত ও স্মার্ত সকল যজ্ঞেরই ভোক্তা ভগবান, অন্তর্যামিরূপে ফলদাতাও তিনি। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি সিদ্ধ। ভগবানকে এইরূপ সর্বাত্মা ও সর্বান্তর্যামিস্বরূপে না জানিতে পারায় জীবের মুক্তির পরিবর্তে স্বর্গে গতি ও তাহা হইতে চ্যুতি হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত অভেদাত্মবুদ্ধি না হইলে—প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপের প্রজ্বলিত কুণ্ডে আপনাকে আহুতি প্রদান না করিতে পারিলে—জীবের জগতে গতায়াত বন্ধ হয় না॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥২৫॥

অন্বয়বোধিনী ঃ দেবব্রতাঃ (দেবতাপূজকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (লাভ করেন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজক ব্যক্তিরা) পিতৄন্ (পিতৃগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকেরা) ভূতানি (ভূতসমূহকে) যান্তি (লাভ করেন), মদ্‌যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণ) মাং (আমাকে) যান্তি (লাভ করেন)॥২৫॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যিনি দেবতাদিগের পূজা করেন, মরণান্তে তিনি দেবতাদিগকে লাভ করিয়া থাকেন; যিনি পিতৃগণের পূজা করেন তিনি পিতৃগণকে, যিনি ভূতগণের পূজা করেন তিনি ভূতগণকে এবং যিনি আমার পূজা করেন তিনি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন॥২৫॥

ব্যাকরণ ঃ **দেবব্রতাঃ**=দিব্+অচ্=দেব; বৃ+অতচ্=ব্রত; দেবঃ এব ব্রতং যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **দেবান্**=দিব্+অচ্=দেব; ২য়া বহুবচন। **যান্তি**=যা+লট্ অন্তি। **পিতৃব্রতাঃ**=পিতাঃ এব ব্রতং যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **পিতৄন্**=পিতৃ, ২য়া বহুবচন। **ভূতেজ্যাঃ**=ভূ+ক্ত=ভূত; যজ্+কপ্+টাপ্=ইজ্যাঃ; ভূতানি ইজ্যাঃ যেষাং তে—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **ভূতানি**=ভূ+ক্ত=ভূতা; ২য়া বহুবচন। **মদ্‌যাজিনঃ**=মাং যজন্তি ইতি—মৎ-যজ্+ঘিনুণ্=মদ্‌যাজিন্ (শীলার্থে); ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্তন্তে, পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৄন্ যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি; মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তিমত্ত্বেনাবিধিপূর্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলমবশ্যংভাবি। কথম্? যান্তীতি। যান্তি গচ্ছন্তি। দেবব্রতাঃ—দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতাঃ। দেবান্ যান্তি। পিতৄনগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাঃ পিতৃভক্তাঃ। ভূতানি বিনায়কমাতৃগণচতুর্ভগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যা ভূতানাং পূজকাঃ। যান্তি মদ্‌যাজিনো মদ্‌যজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব। সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন ভজন্তেঽজ্ঞানাৎ। তেন তেঽল্পফলভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ॥২৫॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে উপাসক ত্রিবিধ। যে সাত্ত্বিক উপাসকগণ ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারা দেবব্রত। যাঁহারা রজোগুণপ্রভাবে শ্রদ্ধাপূর্বক অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণকে আরাধনা করেন তাঁহারা পিতৃব্রত। তমোগুণপ্রভাবে যাঁহারা যক্ষ, রক্ষ বিনায়ক মাতৃগণাদি ভূতসকলকে ভজনা করেন, তাঁহারা ভূতেজ্য। উপাসনার গুণে উপাসকগণ নিজ নিজ উপাস্য দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হন। শ্রুতিতে লিখিত আছে—"তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি।" আর যে-সকল ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বাসুদেবের আরাধনা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন এবং পুনরাবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পান॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥২৬॥

অন্বয়বোধিনী ঃ যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) পত্রং (পত্র) পুষ্পং ফলং তোয়ং (ফুল, ফল ও জল) প্রযচ্ছতি (দান করেন), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (শ্রদ্ধাপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (গ্রহণ করি)॥২৬॥

বঙ্গানুবাদ ঃ পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্বক আমাকে দান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকি॥২৬॥

ব্যাকরণ ঃ যঃ=যদ্ (পুং), ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৪র্থী একবচন। **ভক্ত্যা**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **পত্রম্**=পত্+ষ্ট্রন্=পত্র, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **পুষ্পম্**=পুষ্প্+অচ্=পুষ্প, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **ফলম্**=ফল্+অচ্=ফল, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **তোয়ম্**=তোয়্+অচ্=তোয়, (ক্লীব), ২য়া একবচন। **প্রযচ্ছতি**=প্র-দা (ভ্বাদিগণীয়)+লট্ তি। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **প্রযতাত্মনঃ**=প্র-যম্+ক্ত=প্রযত; প্রযতঃ আত্মা যস্য সঃ=প্রযতাত্মা—বহুব্রীহী, ৬ষ্ঠী একবচন। **ভক্ত্যুপহৃতম্**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি; উপ-হৃ+ক্ত=উপহৃত; ভক্ত্যা উপহৃতম্—৩য়া তৎপুরুষ। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **অশ্নামি**=অশ্+লট্ মি॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তের্দশয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্যনিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ, কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ; অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ ন কেবলং মদ্ভক্তানামনাবৃত্তিলক্ষণমনন্তফলমুক্তম্। সুখারাধনশ্চাহম্। কথম্?—পত্রমিতি। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়মুদকং যো মে মহ্যং ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং পত্রাদি—ভক্ত্যোপহৃতং ভক্তিপূর্বকং প্রাপিতং—ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি গৃহ্ণামি। প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধবুদ্ধেঃ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভ্রমান্ধগণ বহু আয়াস ও ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা করে, অথচ চরমে পরম ফল প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পরিণামে পরম সুখ প্রাপ্ত হন; অথচ তাঁহার আরাধনাকালে অধিক পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না। কেননা, তিনি কোনো বস্তুরই ভিখারি নন। তাঁহাকে অতুল সাম্রাজ্য নিবেদন করিয়া দাও, অথবা একটি তুলসীদলই নিবেদন কর, তিনি উভয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে যাহাই দান করিবে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। যিনি যত পরিমাণে ভক্তিসহ ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি তত পরিমাণে অধিক ফল লাভ করেন। ভগবান ভক্তি ব্যতীত কেবল প্রচুর নৈবেদ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হন না। ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান। তুমি হয়তো মনে করিবে, ফল পুষ্পাদি ভগবানের নির্মিত পদার্থ, তাঁহাকে তাহা দিলে তিনি সুখী হইবেন কেন? এবং বলিবে যে, মন-প্রাণ সমর্পণ করিলে তবে তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। আমি বলি—সাধক! তোমার মন-প্রাণ কি তাঁহার নির্মিত নহে? তুমি যাহা দিয়া পূজা করিবে, তাহাই তো তাঁহার। তাঁহার নহে এমন সামগ্রী পাইবে কোথায়? ভক্তিপূর্বক যাহা দিবে, তাহাই তিনি ভক্তের উপহার বলিয়া প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করিবেন॥২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) [তুমি] যৎ (যাহা) করোষি (অনুষ্ঠান কর), যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ জুহোষি (যাহা হোম কর), যৎ দদাসি (যাহা দান কর), যৎ তপস্যসি (যে তপশ্চরণ কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ্ব (করিবে)॥২৭॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে॥২৭॥

ব্যাকরণ ঃ **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **যৎ**=যদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **করোষি**=কৃ+লট্ সি। **অশ্নাসি**=অশ্+লট্ সি। **জুহোষি**=হু+লট্ সি। **দদাসি**=দা (হ্বাদিগণীয়)+লট্ সি। **তপস্যসি**=তপস্+যত্=তপস্য; তপস্য+লট্ সি। **তৎ**=তদ্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **মদর্পণম্**=অর্পি+অনট্=অর্পণ; ময়ি অর্পণম্=মদর্পণম্—৭মী তৎপুরুষ। **কুরুষ্ব**=কৃ+লোট্ স্ব॥২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থম্-এবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং, কিন্তর্হি?—যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎসর্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ যত এবমতঃ—যদিতি। যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম। স্বতঃ প্রাপ্তং যদশ্নাসি যৎ খাদসি। যৎ জুহোষি হবনং নির্বর্তয়সি শ্রৌতং স্মার্তং বা। যদ্দদাসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো হিরণ্যান্নরত্নাদি। যত্তপস্যসি তপশ্চরসি। কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণম্॥২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ কীরূপে ভগবানের আরাধনা করিলে জীবের ভগবৎপদ লাভ হয়, এই শ্লোকে তাহাই কথিত হইয়াছে। মনুষ্যের যত কিছু কর্তব্য-কার্য আছে, শাস্ত্রীয়ই হউক বা লৌকিকই হউক, সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়। জীব যে গমনাগমন করে, নিজ তৃপ্তির জন্য ভোজনাদি বা পরিচ্ছদাদি ধারণ করে, অথবা নিত্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, কিংবা অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে অন্ন সুবর্ণাদি দান করে, বা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করে, অথবা আত্মসাক্ষাৎকারার্থ ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করে, অর্থাৎ সে শ্রৌত, স্মার্ত বা লৌকিক যেকোনো কর্তব্য-কার্যেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবান তাহাকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। এই শ্লোকাভিপ্রায়ে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, চুরি করিয়া, অভক্ষ্য ভোজন করিয়া, অথবা বেশ্যাগমনাদি করিয়া "কৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিলে তিনি অব্যাহতি পাইবেন। লোকতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা কিছু "কর্তব্য" তাহাই ভগবানে সমর্পিত হইলে মুক্তিলাভ হয়। "অকর্তব্য" কার্যের ফল সমর্পণ করিতে গেলে বিপরীত হইয়া উঠে॥২৭॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥২৮॥

অন্বয়বোধিনী ঃ এবং (এইরূপে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফলরূপ) কর্মবন্ধনৈঃ (কর্মবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে), বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্মফলত্যাগরূপযোগযুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ ঃ এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভপূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে॥২৮॥

ব্যাকরণ ঃ **এবম্**=অব্যয়। **শুভাশুভফলৈঃ**=শুভ্+ক=শুভ; ন শুভঃ=অশুভঃ—নঞ্ তৎপুরুষ; ফল্+অচ্=ফল; শুভং ফলম্—কর্মধারয়; অশুভং ফলম্—কর্মধারয়; শুভানি চ অশুভানি চ ফলানি=শুভাশুভফলানি=দ্বন্দ্ব; ৩য়া বহুবচন। **কর্মবন্ধনৈঃ**=কৃ+মনিন্=কর্মন্, ১মা একবচন=কর্ম; বন্ধ্+অনট্=বন্ধন; কর্মণঃ বন্ধনম্—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; ৩য়া বহুবচন। **মোক্ষ্যসে**=মুচ্+লৃট্ স্যসে। **সন্ন্যাস-যোগ-যুক্ত-আত্মা**=সম্-নি-অস্+ঘঞ্=সন্ন্যাস; যুজ্+ঘঞ্=যোগ; যুজ্+ক্ত=যুক্ত; অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা; সন্ন্যাস এব যোগঃ—রূপক কর্মধারয়; তেন যুক্তঃ আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **বিমুক্তঃ**=বি-মুচ্+ক্ত, ১মা একবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **উপৈষ্যসি**=উপ-ই+লৃট্ স্যসি॥২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি, তচ্ছৃণু ইত্যাহ—শুভাশুভেতি। এবং কুর্বন্ কর্মবন্ধনৈঃ কর্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি; কর্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ এবং কুর্বতস্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু—শুভাশুভফলৈরিতি। শুভাশুভফলৈঃ শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্মাণি তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ। কর্মবন্ধনৈঃ—কর্মাণ্যেব বন্ধনানি তৈঃ কর্মবন্ধনৈঃ। এবং মৎসমর্পণং কুর্বন্ মোক্ষ্যসে। সোঽয়ং সন্ন্যাসযোগো নাম। সন্ন্যাসশ্চাসৌ মৎসমর্পণতয়া—কর্মত্বাদ্‌যোগশ্চাসাবিতি। তেন সন্ন্যাসযোগেন যুক্ত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য তব স ত্বং সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্। বিমুক্তঃ কর্মবন্ধনৈর্জীবন্নেব। পতিতে চাস্মিঞ্ছরীরে মামুপৈষ্যস্যাগমিষ্যসি॥২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সমস্ত অনুষ্ঠানই ভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে জীবের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। ভগবান ব্যতীত যাঁহার অন্য লক্ষ্য নাই, তাঁহার কার্যাকার্য বোধও নাই। সাধকের এই অবস্থায় যদি কোনো সুকার্য বা কুকার্য সম্পাদিত হয়, তবে তাঁহার সদসদভিসন্ধির অভাববশতঃ ফল ভোগ করিতে হয় না। ভগবান তাঁহাকে কর্মপাশ হইতে মুক্ত করেন। এই সম্পূর্ণ ত্যাগরূপ যোগ সিদ্ধ হইলেই সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥২৮॥

**সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥২৯॥**

অন্বয়বোধিনী ঃ অহং (আমি) সর্বভূতেষু (সর্বজীবের পক্ষে) সমঃ (একরূপ), মে (আমার) দ্বেষ্যঃ ন (অপ্রিয় নাই), প্রিয়ঃ [চ] (ও প্রিয়) ন অস্তি (নাই), যে তু (যাহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [অবস্থান করে], অহম্ অপি (আমিও) তেষু চ (তাহাদিগের মধ্যে) [থাকি]॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ ঃ আমি সর্বজীবের পক্ষেই একরূপ, আমার কেহ প্রিয় বা কেহই অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে; এবং আমি তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি॥২৯॥

ব্যাকরণ ঃ **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **সর্বভূতেষু**=সর্ব+অচ্=সর্ব; ভূ+ক্ত=ভূত; সর্বেষু ভূতেষু—সর্বভূতেষু—কর্মধারয়; ৭মী বহুবচন। **সমঃ**=সম্+অচ্, ১মা একবচন। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **দ্বেষ্যঃ**=দ্বিষ্+ণ্যৎ, ১মা একবচন। **প্রিয়ঃ**=প্রী+ক, ১মা একবচন। **চ**=অব্যয়। **ন**=অব্যয়। **অস্তি**=অস্+লট্ তি। **তু**=অব্যয়। **যে**=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভক্ত্যা**=ভজ্+ক্তিন্=ভক্তি, ৩য়া একবচন। **ভজন্তি**=ভজ্+লট্ অন্তি। **তে**=তদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **ময়ি**=অস্মদ্, ৭মী একবচন। **অহম্**=অস্মদ্, ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **তেষু**=তদ্ (পুং), ৭মী বহুবচন॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্বেষু ভূতেষ্বহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব; এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্তন্তে, অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ রাগদ্বেষবাংস্তর্হি ভগবান্। যতো ভক্তাননুগৃহ্নাতি নেতরানিতি। তন্ন—সমোঽহমিতি। সমস্তুল্যোঽহং সর্বভূতেষু। ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি। ন প্রিয়ঃ অগ্নিবদহম্। দূরস্থানাং যথাঽগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি। তথাঽহং ভক্তাননুগৃহ্নামি। নেতরান্। যে ভজন্তি তু মামীশ্বরং ভক্ত্যা ময়ি তে স্বভাবত এব—ন মম রাগনিমিত্তং—বর্তন্তে। তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্তে। নেতরেষু। নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম॥২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ সত্তা, স্ফুরণ ও আনন্দ ভেদে ভগবানের স্বাভাবিক রূপ ত্রিবিধ। কেহ ভক্ত হউক বা অভক্ত হউক, ভগবান এতৎ ত্রিবিধরূপে সকলের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান। নিজ নিজ সত্তার সহিত, নিজ নিজ বিকাশের সহিত এবং নিজ নিজ আনন্দের সহিত, সকলেই ভগবানের সত্তা, স্ফুরণ ও আনন্দের সমান অধিকারী। তাঁহার কাহারও প্রতি

স্নেহ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক ভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহার ভক্তির গুণে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল হইলে তিনি ভগবদ্ভাব লাভ করেন। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবার নিকট থাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়, কিন্তু একটি লৌহপিণ্ড জবার নিকটে থাকিলে সেইরূপ দেখায় না; সেইরূপ ভক্তির জন্য শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয় এবং অভক্ত জন তাহাতে বঞ্চিত থাকে। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত নাই। কেবল সাধকের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এই রূপ হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তের প্রেমের গুণে ভগবান আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার মূল মন্ত্র। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে একটু বিশেষ টান দেখা যায়, তাহা ভক্তের ভক্তির গুণে; ভগবানের পক্ষপাতের দোষে নহে॥২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥৩০॥

অন্বয়বোধিনী ঃ চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (নিতান্ত দুরাচারও) অনন্যভাক্ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করে), সঃ (সেই ব্যক্তি) সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (পরিগণিত হয়), হি (যেহেতু) সঃ (সে) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সম্পূর্ণ যত্নশীল)॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে; কেননা, তাহার যত্ন অতি সাধু॥৩০॥

ব্যাকরণ ঃ **সু-দুরাচারঃ**=আ-চর্+ঘঞ্=আচার; দুর্ (দুষ্টঃ) আচারঃ যস্য সঃ—দুরাচারঃ—বহুব্রীহি; সু (অতিশয়েন) দুরাচারঃ—সুদুরাচারঃ—কর্মধারয়; ১মা একবচন। **অপি**=অব্যয়। **চেৎ**=অব্যয়। **অনন্যভাক্**=অন্+য=অন্য; ন অন্য=অনন্য—নঞ্ তৎপুরুষ; অনন্যং ভজতে ইতি—অনন্য+ভজ্+ণ্বি=অনন্যভাক্—উপপদ তৎপুরুষ। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজতে**=ভজ্+লট্ তে। **সঃ**=তদ্ (পুং), ১মা একবচন। **সাধুঃ**=সাধি+উ=সাধু, ১মা একবচন। **এব**=অব্যয়। **মন্তব্যঃ**=মন্+তব্য। **হি**=অব্যয়। **সম্যক্**=সম্-অন্চ্+ক্বিপ্। **ব্যবসিতঃ**=বি-অব-সো+ক্ত, ১মা একবচন॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ অপিচ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইত্যাদি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ; যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ "পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি" শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ শৃণু মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যম্—অপি চেদিতি। অপি চেদ্যদ্যপি। সুষ্ঠু দুরাচারঃ সুদুরাচারোঽতীব কুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মামনন্যভাগনন্যভক্তিঃ সন্, সাধুরেব সম্যগ্বৃত্ত এব স মন্তব্যো জ্ঞাতব্যঃ। সম্যগ্যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ॥৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ পাপের শান্তির জন্য ধর্মশাস্ত্র অনুসারে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র ও মহাকৃচ্ছ্র

আদি প্রায়শ্চিত্তের এবং বাজপেয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক-একটি প্রায়শ্চিত্ত এক-একটি পাপের শান্তি করিতে পারে। কিন্তু যে-ব্যক্তি অতি দুরাচার, যাহার পাপের সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার নিষ্পাপ হওয়া সুকঠিন। মনে কর, এক জন দুরাত্মা এমন দশটি পাপ করিয়াছে, যাহার প্রত্যেকটি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তুষানলপ্রায়শ্চিত্ত বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু এক জন মনুষ্য এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে একটির অধিক করিতে পারে না। একটি প্রায়শ্চিত্তে একটি পাপের বিনাশ হইতে পারে; কিন্তু অবশিষ্ট নয়টি পাপের ধ্বংস হইবার উপায় কী? সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিলে অপ্রায়শ্চিত্তার্হ পাতকরাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

"অতিপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥"

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি অনন্যচিত্তে নিমেষমাত্রও ভগবানের আরাধনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই ব্যক্তি যে-লোকমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করে, সেই সকল লোক পবিত্র হয়; এবং তাহার দর্শনে লোকসকল কৃতার্থ হয়। একান্ত ভগবদ্ভক্তি সর্বপাপবিনাশের ও পরম সুখের কারণ॥৩০॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥৩১॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [সেই ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্মাত্মা ভবতি (ধার্মিক হয়), শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং নিগচ্ছতি (শান্তি লাভ করে)। [হে] কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মে ভক্তঃ (আমার ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় না)—[ইহা] প্রতিজানীহি (নিশ্চয় জানিও)॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ ঃ সেই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনোই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও॥৩১॥

ব্যাকরণ ঃ [সঃ=তদ্ (পুং), ১মা একবচন।] **ক্ষিপ্রম্**=ক্ষিপ্+রক্, (ক্লীব), ২য়া একবচন (ক্রিয়া বিশেষণে)। **ধর্মাত্মা**=ধৃ+মন্=ধর্ম; অত+মনিন্=আত্মন্, ১মা একবচন=আত্মা; ধর্মঃ এব আত্মা যস্য সঃ—বহুব্রীহি। **ভবতি**=ভূ+লট্ তি। **শশ্বৎ**=শশ্+বৎ। **শান্তিম্**=শম্+ক্তিন্=শান্তি, ২য়া একবচন। **নিগচ্ছতি**=নি-গম্+লট্ তি। **কৌন্তেয়**=কুন্তী+ঢক্, সম্বোধনে ১মা। **মে**=অস্মদ্, ৬ষ্ঠী একবচন। **ন**= অব্যয়। **প্রণশ্যতি**=প্র-নশ্+লট্ তি। **প্রতিজানীহি**=প্রতি-জ্ঞা+লোট্ হি॥৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্মচিত্তো ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং

চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদিমহাঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্॥৩১॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃসম্যগ্‌ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ—ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রম্। ভবতি ধর্মাত্মা ধর্মচিত্ত এব। শশ্বন্নিত্যং শান্তিং চোপশমম্। নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। শৃণু পরমার্থং—কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু। ন মে মম ভক্তো ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতীতি॥৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ ভগবদারাধনার এমনই আশ্চর্য মহিমা যে, তদ্দ্বারা মহাপাতকীও শীঘ্র ধর্মাত্মা হয়; এবং তীব্র বৈরাগ্যবেগে তাহার বিষয়ভোগবাসনা বিদূরিত হয়। পাছে অর্জুন মনে করেন যে, ঈদৃশ ভক্ত পূর্বাভ্যস্ত দুষ্ক্রিয়াদোষে বিনাশপ্রাপ্ত হয়—এই জন্যই ভগবান ভক্তগণকে যেন বাম হস্তে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জনী উঠাইয়া অর্জুনকে বলিতেছেন যে, তাঁহার ভক্ত কিছুতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা পাপক্ষয় হয় সত্য; কিন্তু তত্তাবৎ সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে সুফল দান করে না; অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে কর্ম, যোগ ও জ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সেইরূপ নহে। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে না হউক, তাহার প্রাণপণে যতদূর সামর্থ্য থাকে, ততখানি ভক্তিপূর্বক যদি ভগবানকে আরাধনা করে, ভগবান সেই ঐকান্তিকতায় বশীভূত হইয়া তাহার কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ভক্ত যদি অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ভগবানকে ডাকিতে না পারে, তথাপি ভক্তবৎসল দীনবন্ধু স্বয়ং-ই আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। অজ্ঞান বা মোহবশতঃ ভগবদ্ভক্তের কখনও পতন বা বিনাশ হয় না॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥৩২॥

অন্বয়বোধিনী ঃ [হে] পার্থ (হে পার্থ!) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ), তথা শূদ্রাঃ অপি (ও শূদ্রগণ) যে (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অসৎ কুলসম্ভূত) স্যুঃ (হয়), তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং হি (পরম গতিই) যান্তি (লাভ করে)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ ঃ হে পার্থ! আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপযোনিসম্ভূত জীবগণ এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র—সকলেই পরমগতি লাভ করিয়া থাকে॥৩২॥

ব্যাকরণ ঃ **পার্থ**=পৃথা+অণ্, সম্বোধনে ১মা। যে=যদ্ (পুং), ১মা বহুবচন। **পাপযোনয়ঃ**=পা+প=পাপ; পাপম্ এব যোনিঃ যেষাং তে=পাপযোনয়ঃ—বহুব্রীহি; ১মা বহুবচন। **অপি**=অব্যয়। **স্যুঃ**=

অস্‌+বিধিলিঙ্‌ যুস্‌। **স্ত্রিয়ঃ**=স্তৃ+ড্রট্‌+ঙীপ্‌=স্ত্রী, ১মা বহুবচন। **বৈশ্যাঃ**=বিশ্‌+ক্বিপ্‌=বৈশ্য, ১মা বহুবচন। **তথা**=অব্যয়। **শূদ্রাঃ**=শুচ্‌+রক্‌ ("উ" স্থানে "ঊ", "চ" স্থানে "দ")=শূদ্র, ১মা বহুবচন। **তে**=তদ্‌ (পুং), ১মা বহুবচন। **মাম্‌**=অস্মদ্‌, ২য়া একবচন। **ব্যপাশ্রিত্য**=বি-অপ্‌-আ-শ্রি+ল্যপ্‌। **পরাম্‌**=পৄ+অচ্‌=পর; পর+টাপ্‌=পরা, ২য়া একবচন। **গতিম্‌**=গম্‌+ক্তিন্‌=গতি, ২য়া একবচন। **হি**=অব্যয়। **যান্তি**=যা+লট্‌ অন্তি॥৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্‌। যতো মদ্ভক্তির্দুস্কলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতম্‌॥৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌ ঃ কিঞ্চ—মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যাশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা। যেঽপি স্যুর্ভবেয়ুঃ। পাপযোনয়ঃ—পাপা যোনির্যেষাং তে পাপযোনয়ঃ পাপজন্মানঃ। কে ত ইতি? আহ—স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ। তেঽপি যান্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিম্‌॥৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ শুদ্ধাধিকারী ব্যক্তিকে ভক্তি যে পরমপদ দান করে, তাহাতে তো সন্দেহই নাই। যাহারা পূর্বজন্মকৃত পাপজন্য চণ্ডাল অথবা সর্প বা তির্যক কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং বেদাধ্যয়নবর্জিত স্ত্রীজাতি, কৃষিবাণিজ্যাদি লৌকিক ব্যাপারে সর্বদা ব্যস্ত বৈশ্যজাতি, অথবা বৈদিক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত মুক্তির অযোগ্য শূদ্রও ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ, যে যেমনই পাপ করুক না কেন, তীব্র ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে, দীপশিখায় তূলরাশি দহনের ন্যায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্মের বা উপাসনার অথবা যোগের কিংবা জ্ঞানের অধিকারী, সকলে সকল সময়ে হইতে পারে না; কিন্তু জীবমাত্রেই—জাতি, বর্ণ, বয়ঃক্রম, গুণ, অবস্থা আদি নির্বিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে। ভক্তি সকলের কল্যাণকারিণী ও সকল অপেক্ষা সুগম॥৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌॥৩৩॥

অন্বয়বোধিনী ঃ পুণ্যাঃ (পবিত্র) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (সেইরূপ) ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ) [পরমগতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ (তাহাতে আর কথা কী?); [অতএব তুমি] অনিত্যম্‌ (অনিত্য) অসুখম্‌ (দুঃখকর) ইমং (এই) লোকং (মনুষ্যদেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং (আমাকে) ভজস্ব (আরাধনা করো)॥৩৩॥

বঙ্গানুবাদ ঃ বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় আমার ভক্তির প্রভাবে যে পরমগতি লাভ করিবেই করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব, তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই আরাধনা করো॥৩৩॥

ব্যাকরণ ঃ **পুণ্যাঃ**=পূ+ডুণ্য=পুণ্য, ১মা বহুবচন। **ব্রাহ্মণাঃ**=বৃংহ+মনিন্=ব্রহ্মন্; ব্রহ্মন্+অণ্=ব্রাহ্মণ, ১মা বহুবচন। **তথা**=অব্যয়। **ভক্তাঃ**=ভজ্+ক্ত=ভক্ত, ১মা বহুবচন। **রাজর্ষয়ঃ**=রন্জ্ (বা রাজ্)+কনিন্=রাজা; ঋষ্+কি=ঋষি; রাজা চাসৌ ঋষিশ্চেতি—কর্মধারয়; ১মা বহুবচন। **কিম্**=কিম্ (ক্লীব), ২য়া একবচন। **পুনঃ**=পণ্+অরু। **অনিত্যম্**=নি+ত্যপ্=নিত্য; ন নিত্য=অনিত্য—নঞ তৎপুরুষ, ২য়া একবচন। **অসুখম্**=সুখ্+ক=সুখ; সুখ+অচ্ (অর্শাদিভ্য অচ্)=সুখঃ; ন সুখঃ=অসুখঃ—নঞ তৎপুরুষ; ২য়া একবচন। **ইমম্**=ইদম্ (পুং), ২য়া একবচন। **লোকম্**=লোক+ঘঞ=লোক, ২য়া একবচন। **প্রাপ্য**=প্র-আপ্+ল্যপ্। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **ভজস্ব**=ভজ্+লোট্ স্ব॥৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি, এবম্ভূতাশ্চ, পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বম্ ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবম্, অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্তলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ॥৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ। ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখবর্জিতমিমং লোকং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য। পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধ্বা ভজস্ব সেবস্ব মাম্॥৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যখন অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অনধিকারিগণই ভক্তিযোগে পরমপদ লাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিমান হইলে সদ্বংশজাত সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। তাই ভগবান অর্জুনকে বলিলেন, গর্ভযাতনাদি সহিয়া রোগাদির আশ্রয়ভূমি এবং ক্ষণবিধ্বংসী মানবশরীর পাইয়া তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় ভক্তিমান হইয়া আমার আরাধনা করো; আমি সম্মুখে বিদ্যমান এবং গুরুরূপে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেছি। ভক্তিপ্রবণ হইবার ইহাই শুভ অবসর। এমন সুযোগ ও শুভলগ্ন চলিয়া গেলে ভক্তিলাভ করা কঠিন হইবে। অতএব, আর বিলম্ব করিও না, ভক্তিপরায়ণ হও॥৩৩॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥

অন্বয়বোধিনী ঃ মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) [ও] মদ্‌যাজী (আমার পূজাপরায়ণ) ভব (হও), মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার করো) এবং (এইরূপে) মৎপরায়ণঃ (আমার শরণাগত হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুক্ত্বা (আমাতে সমর্পণপূর্বক) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥৩৪॥

বঙ্গানুবাদ ঃ তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ হও এবং আমাকে নমস্কার করো। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সমর্পণপূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হও॥৩৪॥

ব্যাকরণ ঃ **মামেবৈষ্যসি**=মাম্+এব+এষ্যসি; **যুক্ত্বৈবমাত্মানম্**=যুক্ত্বা+এবম্+আত্মানম্। **মন্মনাঃ**= ময়ি মনঃ যস্য সঃ=মন্মনা—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **মদ্ভক্তঃ**=মম ভক্তঃ—৬ষ্ঠী তৎপুরুষ; **মদ্যাজী**= মাম্ এব যজতে ইতি—মৎ-যজ্+ঘিনুণ্=মদ্যাজিন্—উপপদ তৎপুরুষ; ১মা একবচন। **ভব**=ভূ+ লোট্ হি। **মাম্**=অস্মদ্, ২য়া একবচন। **নমস্কুরু**=নমঃ-কৃ+লোট্ হি। **মৎপরায়ণঃ**=পরম্ অয়নম্= পরায়ণম্—কর্মধারয়; অহম্ এব পরম্ অয়নং যস্য সঃ—বহুব্রীহি; ১মা একবচন। **আত্মানম্**= অত+মনিন্=আত্মন্, ২য়া একবচন। **যুক্ত্বা**=যুজ্+ক্ত্বাচ্। **এব**=অব্যয়। **এষ্যসি**=ই+লৃট্ স্যসি॥৩৪॥

নবমোঽধ্যায়স্য ব্যাকরণপ্রসঙ্গালোচনা সমাপ্তা॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ঃ ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব মদ্যাজী মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু; এবমেভিঃ প্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি॥৩৪॥

"নিজমৈশ্বর্যমাশ্চর্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ॥"

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ ঃ কথম্?—মন্মনা ইতি। মন্মনাঃ—ময়ি মনো যস্য সঃ। ত্বং মন্মনা ভব। তথা মদ্ভক্তো ভব। মদ্যাজী মদ্যজনশীলো ভব। মামেব চ নমস্কুরু। মামেবেশ্বরমেষ্যস্যাগমিষ্যসি। যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তমাত্মানম্—অহং হি সর্বেষাং ভূতানামাত্মা। পরা চ গতিঃ পরময়নম্। তং মামেবংভূতম্—এষ্যসীত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ। মৎপরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ॥৩৪॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী ঃ যাঁহারা সংসারের সর্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, যাঁহারা রাজা, মহারাজা ও দেবতাদি হইতে সমস্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণপূর্বক একমাত্র ভগবানকে ভক্তি করেন, অর্থাৎ কাহারও সেবা না করিয়া কেবল ভগবানের সেবা করেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করেন, তাঁহাদেরই শুদ্ধান্তঃকরণে

পরমানন্দঘন পরমেশ্বরের প্রকাশ হইয়া থাকে। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সাধকও ভক্তির প্রবলবেগে ভগবৎসত্তায় একীভূত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"[1]

যেমন, গঙ্গাযমুনাদি নদী নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান পুরুষ নামরূপবর্জিত হইয়া সর্বোৎকৃষ্ট স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিন্নরূপে মিশ্রিত হইয়া যান॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্যব্যাখ্যার নবমোঽধ্যায় সমাপ্ত॥

১ মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩/২/৮

স্বামী প্রেমেশানন্দকৃত প্রশ্নপত্র

স্বামী প্রেমেশানন্দকৃত প্রশ্নপত্র

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথম প্রশ্নপত্র

১। শ্লোক লিখো—

(ক) দুই সৈন্যদলের মধ্যস্থলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কেন রথ স্থাপন করিতে বলিলেন?

(খ) শ্রীকৃষ্ণ উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিলে, অর্জুন কী দেখিলেন?

(গ) যুযুৎসু সৈন্যদিগকে দেখিয়া অর্জুনের শারীরিক অবস্থা কীরূপ হইয়াছিল?

(ঘ) উভয় সৈন্যদলে আত্মীয়দিগকে দেখিয়া অর্জুন কী করিলেন?

২। গদ্যে লিখো—

(ক) এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে॥

(খ) কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন॥

(গ) সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥

(ঘ) অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥

৩। (ক) ক্রিয়া ও বিভক্তি নির্ণয় করো—
অকুর্বত, উবাচ, পশ্য, নিবোধ, ব্রবীমি, অভিরক্ষন্তু, প্রদধ্মতুঃ, ব্যদারয়ৎ, নিরীক্ষে, সীদন্তি।

(খ) কৃৎপ্রত্যয় লিখো—
যুযুৎসবঃ, উপসঙ্গম্য, অবস্থিতাঃ, বিনদ্য, অভ্যনুনাদয়ন্, স্থাপয়িত্বা, সমবেতান্, বিষীদন্, হন্তুম্, কুলঘ্নানাম্।

(গ) সন্ধি বিচ্ছেদ করো—
পাণ্ডবানীকম্, বচনমব্রবীৎ, তান্নিবোধ, ভীমাভিরক্ষিতম্, বিনদ্যোচ্চৈঃ, ব্যদারয়ৎ, কুরূনিতি, পরয়াবিষ্টঃ।

(ঘ) তদ্ধিত প্রত্যয় নির্ণয় করো—

মামকাঃ, দ্রৌপদেয়াঃ, সৌভদ্রঃ, পৌত্রান্।

(ঙ) বিভক্তি ও বচন নির্ণয় করো—

কুরূন্, চিকীর্ষবঃ, মহীক্ষিতাম্, ধনানি, নরকায়, নরকে।

৪। বঙ্গার্থ লিখো—

অপ্রতিকারম্, রথোপস্থে, প্রপশ্যদ্ভিঃ, সঙ্করঃ, পাতকম্, ঘ্নতোঽপি, আততায়িনঃ।

৫। বঙ্গানুবাদ করো—

(ক) স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥

(খ) তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করো।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

(প্রথমাংশ)

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

১। শ্লোক লিখো—

(ক) যুদ্ধ করিয়া রাজ্যলাভ না করিলে, অর্জুন জীবিকানির্বাহের কী উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন?

(খ) যুদ্ধে অর্জুনের অনিচ্ছার হেতু কী? দুইটি শ্লোক লিখো।

(গ) দুঃখের প্রতিকার কেন করিব না?

(ঘ) দেহান্তর গমনের একটি উপমা দাও।

২। অন্বয় করো—

(ক) কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন॥

(খ) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বাঽভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গ) অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

(ঘ) যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥

৩। নিম্নলিখিত শব্দসমূহের (ক) কৃৎ, (খ) তদ্ধিত, (গ) ক্রিয়া ও বিভক্তি, (ঘ) শব্দ-বিভক্তি ও বচন অনুযায়ী যথাসম্ভব বিভাগকরতঃ বঙ্গার্থ ও সন্ধিবিচ্ছেদ প্রদর্শন করো—

প্রতিযোৎস্যামি, দৌর্বল্যম্, পূজার্হৌ, অবাচ্যঃ, উপরতঃ, ভুঞ্জীয়, সম্ভাবিতস্য, কতরৎ, জিজীবিষামঃ, অব্যক্তাদীনি, পৃচ্ছামি, পরিদেবনা, অপরিহার্যেঽর্থে, ধার্তরাষ্ট্রাঃ, অবিকার্যোঽয়মুচ্যতে, অমৃতত্বায়, পশ্যামি, শোচিতুম্, মুহ্যতি, বিহায়, বিদ্ধি, ধর্মাৎ, নরোঽপরানি, সংযাতি, ঘাতয়তি, হন্যমানে, শৃণোতি, হন্তারম্, শাধি, প্রজ্ঞা, ব্যথয়ন্ত্যেতে, নত্বেবাহম্, দেহান্তর, প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ, সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে, যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়ানাম্, ন চৈতদ্বিদ্মঃ।

৪। "আত্মা" সম্বন্ধে সংক্ষেপে গীতার মত বর্ণনা করো।

(দ্বিতীয়াংশ)

তৃতীয় প্রশ্নপত্র

১। মুখস্থ লিখো—

(ক) বেদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে শ্রীভগবানের উক্তি বিষয়ে দুইটি শ্লোক।

(খ) স্থিতপ্রজ্ঞের সমুদ্রের সহিত তুলনাত্মক একটি শ্লোক।

(গ) ত্রিগুণাতীত হইবার উপায় সম্বন্ধে একটি শ্লোক।

২। অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ লিখো—

(ক) যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

(খ) যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গ) রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

(ঘ) ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

৩। বঙ্গার্থসহ শব্দগঠন প্রণালী লিখো—

(ক) যুজ্যস্ব, ত্রায়তে, অন্বিচ্ছ, ব্রজেত, ঋচ্ছতি।

(খ) বিহায়, আপূর্যমাণম্, চরতাম্, বিপশ্চিতঃ, রসবর্জম্।

(গ) নান্যদস্তীতি, সংপ্লুতোদকে, সমাধাবচলা, রসোঽপ্যস্য, পুমাংশ্চরতি।

(ঘ) সংযমী, কুতঃ, দেহিনঃ, কৌশলম্, ত্রৈগুণ্যঃ।

৪। অনুবাদ করো—

যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি, নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি, নান্যদস্তীতিবাদিনঃ, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ, মা কর্মফলহেতুর্ভূঃ, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ, বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্, পশ্যতো মুনেঃ।

৫। যতদূর সম্ভব গীতার ভাষা ব্যবহার না করিয়া, জ্ঞানীর চরিত্র বর্ণনাত্মক একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখো।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

(প্রথমাংশ)

চতুর্থ প্রশ্নপত্র

১। শ্লোক লিখো—

(ক) নিষ্ঠা কয় প্রকার এবং কী কী?

(খ) ভণ্ড কাহাকে বলে?

(গ) কে কর্মত্যাগের অধিকারী?

(ঘ) নিজের প্রয়োজন নাই জানিয়াও জ্ঞানীরা কেন কর্ম করেন?

(ঙ) জ্ঞান হওয়ামাত্রই কি কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে?

(চ) জ্ঞান বা ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হয়, তবে আর কর্মযোগ করিবার প্রয়োজন কী?

২। বৈয়াকরণ-বিচার দ্বারা শব্দার্থ নির্ণয় করো—

(কৃৎ) (ক) জ্যায়সী, মতা, ব্যামিশ্রেণ, নিশ্চিত্য, নিষ্ঠা, সাংখ্যানাম্, সংন্যসনাৎ, প্রকৃতিজৈঃ, যজ্ঞঃ, মানবঃ, লোকসংগ্রহম্, চিকীর্ষুঃ, অনবাপ্তম্, বর্ত্মন্, তত্ত্ববিৎ।

(তিঙ্) (খ) নিয়োজয়সি, মোহয়সীব, আপ্নুয়াম্, সমধিগচ্ছতি, আস্তে, উচ্যতে, বিশিষ্যতে, প্রসিধ্যেৎ, আরভতে, সজ্জতে, মুচ্যন্তে, বিদ্ধি, জহি, মোহয়তি, অনুতিষ্ঠন্তি।

(সুপ্) (গ) যোগিনাম্, জাতু, মিথ্যাচারঃ, মনসা, জনকাদয়ঃ, স্বস্যাঃ, অধ্যাত্মচেতসা, অজ্ঞানাম্, চক্রম্, কর্মণি।

৩। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইতে চারিটি শ্লোকের অন্বয় লিখো।

৪। গীতোক্ত কর্মযোগ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখো।

(দ্বিতীয়াংশ)

পঞ্চম প্রশ্নপত্র

১। টিপ্পনী লিখো—(ক) নিষ্ঠা, (খ) সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ, (গ) নৈষ্কর্ম্য, (ঘ) সন্ন্যাস, (ঙ) মিথ্যাচার, (চ) প্রকৃতি, (ছ) প্রকৃতিজগুণঃ, (জ) যজ্ঞ, (ঝ) দেবতা, (ঞ) চোর, (ট) পাপী, (ঠ) ব্রহ্ম, (ড) বেদ, (ঢ) কর্মচক্র, (ণ) আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মসন্তুষ্ট, (ত) স্বধর্ম, (থ) জ্ঞান, (দ) কাম, (ধ) বিজ্ঞান, (ন) ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি।

২। কাজে যাহার মন নাই, সে কোনো কাজ-ই ভালরূপে করিতে পারে না। অতএব, কাজটা ভাল হউক মন্দ হউক, তা কোনোরূপে শেষ করিয়া ফেলাই কি নিষ্কাম কর্ম?

৩। যাহারা সম্পূর্ণ স্বার্থপর তাহারা নিজের সুখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তাহারাই কি আত্মরতি?

৪। জনকাদি রাজা কর্ম করিতে করিতে মুক্তি লাভ করেন। তবে এই জগতে এত লোকে যে এত কর্ম করে, তাহাদের মুক্তি হয় না কেন?

৫। কর্মেন্দ্রিয় সংযম করিলেও আমাদের মনে কখনও কখনও বিষয়বাসনার উদয় হয়। তবে কি আমরা সকলেই ভণ্ডমাত্র?

৬। কাজ না করিয়া ক্ষণকালও থাকা যায় না, এই কথার অর্থ কী? তাহা হইলে কুঁড়েরাও কি কর্মী?

৭। নিয়ত কর্ম কী? অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ কেন? মন্দকর্মও কি অকর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ?

৮। ইন্দ্রিয়ে আরাম পায় না, এমন লোক তো দেখা যায় না। তবে ইন্দ্রিয়ারামের নিন্দা কেন?

৯। উৎসীদেয়ু শ্লোকের তাৎপর্য কী? এই সংসারে লোক খাটিয়া খায়। ভগবান আসিয়া ধর্ম শিক্ষা দেন—তাহা না হইলেই কি এই জগৎ উৎসন্ন হয়? আর ধর্ম যাহারা শিখে না—তাহারা কি কৃষি প্রভৃতি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না?

১০। কর্ম ও গুণের তত্ত্ব কী?

১১। জ্ঞানবান যদি নিজ স্বভাব অনুসারে কাজ করেন, তবে আর তত্ত্বজ্ঞানের মূল্য কী?

১২। জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি কাম ধ্বংস করিয়া দেয়, তবে জ্ঞানলাভ করিয়া লাভ কী?

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ষষ্ঠ প্রশ্নপত্র

১। গীতার ভাষায় উত্তর লিখো—

(ক) অবতাররূপে ভগবানের জন্মমরণ কীরূপে সম্ভব হয়?

(খ) অবতারের জন্মমরণতত্ত্ব জানিলে কী উপকার হয়?

(গ) পণ্ডিতের সংজ্ঞা কী?

(ঘ) কর্ম কীরূপে অকর্ম হইয়া পড়ে?

(ঙ) জ্ঞানলাভের মুখ্য উপায় কী?

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তর শ্লোকগুলির অন্বয় লিখো।

৩। উক্ত শ্লোকগুলির বঙ্গানুবাদ করো।

৪। (ক) ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় করো—প্রোক্তবান্‌, পরন্তপঃ, ব্যতীতানি, অধিষ্ঠায়, অভ্যুত্থানম্‌, যজন্তঃ, জ্ঞানদীপিতে, সংশিতঃ, সংন্যস্তঃ, অশ্রদ্দধানঃ।

(খ) বিভক্তি প্রদর্শন করো—প্রাহ, অসি, বেদ, এতি, বিদ্ধি, প্রবক্ষ্যামি, আতিষ্ঠ, মোক্ষ্যসে, আহুঃ, জুহ্বতি।

(গ) প্রত্যয় নির্দেশ করো—চাতুর্বর্ণ্যম্‌, পণ্ডিতম্‌, শারীরম্‌, সনাতনম্‌, পাপকৃত্তমঃ, ভস্মসাৎ।

(ঘ) কামসংকল্পঃ, কৃৎস্নকর্মকৃৎ, মুমুক্ষুঃ, পরিত্রাণায় সাধূনাম্‌, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌, অব্যয়াত্মা—এই শব্দগুলির বিশদ অর্থ লিখো।

৫। (ক) ব্রহ্ম, আত্মা, মুক্তি প্রভৃতি বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত। মানুষ তাহা জানিল কীরূপে?

(খ) চারি বর্ণ কী কী? গুণকর্মবিভাগ কী? ঈশ্বর চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াও অকর্তা রহিলেন কীরূপে?

(গ) কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম কী কী?

(ঘ) এক বস্তু দেখিয়া অন্য বস্তু মনে করা তো ভুল। তবে কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম যে দেখে, সে কি ভুল দেখে না?

(ঙ) প্রাণ বলিতে কী বুঝায়? প্রাণ কী করে?

(চ) যজ্ঞের অর্থ পূজা এবং জ্ঞান বলিতে বোধ বুঝায়। তবে জ্ঞান যজ্ঞ হইবে কীরূপে?

(ছ) জ্ঞানলাভের অধিকারী কে?

(জ) গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত “জ্ঞানযোগ” সম্বন্ধে রচনা লিখো।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

সপ্তম প্রশ্নপত্র

১। গীতার শ্লোক লিখো—

(ক) মুক্তিলাভের সুখকর উপায় কী?

(খ) সকল যোগেই ভগবানলাভ হয়। তবে প্রথম হইতেই জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিতে বাধা কী?

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ তত্ত্ববিদগণ কর্ম করিবার কালে আমাদের ন্যায় নিজেকে কর্তা জ্ঞান করেন কি?

(ঘ) যোগযুক্ত ও যোগহীন ব্যক্তিতে প্রভেদ কী?

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে লিখিত শ্লোকগুলির অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ লিখো।

৩। নিম্নে প্রদত্ত শব্দগুলির ব্যাকরণোক্ত প্রকৃতি প্রত্যয় প্রভৃতি নির্ণয় করো—

(ক) শংসসি, দ্বেষ্টি, বিন্দতে, গম্যতে, নিবধ্যতে, আস্তে, মুহ্যন্তি, উদ্‌বিজেৎ, শক্নোতি, ঋচ্ছতি। (ধাতুর অর্থ দাও)

(খ) ভোক্তারম্, যতীনাম্, ইচ্ছা, আরামঃ, নির্বাণম্, ঋষয়ঃ, অক্ষয়ম্, সমদর্শিনঃ, ব্রহ্ম, সর্গঃ। (ধাত্বর্থসহ)

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বাংলা অর্থ লিখো—

নিশ্রেয়সকরাবুভৌ, অযোগতঃ, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা, নৈষ্ঠিকীম্, কর্মফলসংযোগম্, তদ্‌বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাঃ, সমদর্শিনঃ, বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা, অভিতঃ, বিদিতাত্মনাম্, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ, মুক্তঃ।

৫। (ক) সকল যোগেই তো মুক্তি হয়। তবে, "কর্মযোগো বিশিষ্যতে" কথার অর্থ কী?

(খ) "একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্"—একটি যোগ করিলে দুইটির ফল পাওয়া যায়—ইহা কি অসঙ্গত কথা নহে?

(গ) "যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি"—কর্মযোগযুক্ত হইলেই যদি অচিরে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তবে অন্যান্য অতীব কষ্টসাধ্য যোগের প্রয়োজন কী?

(ঘ) ভগবান সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু কর্তৃত্ব ও কর্ম এই দুইটি তিনি সৃষ্টি করেন নাই—এই কথাটি কি অসঙ্গত নহে?

(ঙ) "না দত্তে কস্যচিৎ পাপম্" ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ কী? তিনি যদি পাপ-পুণ্য গ্রহণ না করেন, তবে পাপীকে দেখা দেন না কেন?

(চ) সুখী কে?

(ছ) ব্রহ্মনির্বাণ বলিতে কি মৃত্যু বুঝায়?

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

অষ্টম প্রশ্নপত্র

১। গীতোক্ত এক বা একাধিক শ্লোকে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও—

(ক) যুক্ততম কে?

(খ) যোগসিদ্ধি কাহার পক্ষে সুপ্রাপ্য, কাহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য?

(গ) দুর্লভ এবং দুর্লভতর জন্ম কী কী?

(ঘ) পরম যোগী কে?

(ঙ) কোন্ অবস্থায় পৌঁছিলে সাধকের আর পতনভয় থাকে না?

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তর শ্লোকগুলি হইতে চারিটি শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ লিখো।

৩। ব্যাকরণ বিচার করো ও বাংলায় অর্থ লিখো—

(ক) নিরগ্নিঃ, যোগী, সন্ন্যাসী, অক্রিয়ঃ, আরুরুক্ষোঃ, জিতাত্মনঃ, সমাহিতঃ, কূটস্থঃ, রহসি, নিরাশীঃ, উচ্ছ্রিতম্, নির্বাণপরমাম্, মৎসংস্থাম্, দুঃখহা, নিবাতস্থঃ, অতীন্দ্রিয়ম্, যোক্তব্যঃ, অনির্বিণ্ণচেতসা, পুণ্যকৃতাম্, বুদ্ধিসংযোগম্।

(খ) বিভক্তি বিচার করো—

কর্মিভ্যঃ, পূর্বাভ্যাসেন, ব্রহ্মণঃ পথি, অসংযতাত্মনা।

(গ) ক্রিয়া ও বিভক্তি নির্ণয় করো—

অনুষজ্জতে, উচ্যতে, অবসাদয়েৎ, বর্তেত, বিশিষ্যতে, উপবিশ্য, যুঞ্জ্যাৎ, আসীত, তুষ্যতি, বিচাল্যতে, বিদ্যাৎ, উপরমেৎ, নয়েৎ, উপৈতি, অশ্নুতে, মন্যে, গৃহ্যতে, অবাপ্তুম্, অভিজায়তে, অভিবর্ততে।

৪। (ক) প্রকৃত সন্ন্যাস, অপ্রকৃত সন্ন্যাস কী? প্রকৃত যোগ, অপ্রকৃত যোগ কী?

(খ) যোগে আরুরুক্ষু ও আরূঢ় এই ব্যক্তিদ্বয়ের বৈষম্য কী?

(গ) কে নিজের বন্ধু, কেই-বা নিজের শত্রু?

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

(প্রথমাংশ)

নবম প্রশ্নপত্র

১। (ক) শ্রীশ্রীগীতার সপ্তম অধ্যায়ারম্ভে শ্রীগোবিন্দ কী কী বিষয় বলিবার উপক্রম করিলেন? তাঁর বিভূতি বর্ণনারূপে দুইটি শ্লোক লিখো।

(খ) ভক্ত কয় প্রকার ও কী কী? (গীতার ভাষায় উত্তর লিখিতে হইবে)

২। পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে লিখিত শ্লোকগুলির অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ লিখো।

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাকরণঘটিত ব্যাপার সম্বন্ধে টিপ্পনী লিখো ও বাংলা শব্দার্থ দাও—

আসক্তমনাঃ, যজ্জ্ঞাত্বা, যততাম্, তত্ত্বতঃ, এতদ্‌যোনীনি, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, প্রোতম্, পৌরুষম্, তপস্বিষু, সনাতনম্, বলবতাম্, ধর্মাবিরুদ্ধ, দুরত্যয়া, দুষ্কৃতিনঃ, অপহৃতজ্ঞানাঃ, একভক্তিঃ, অর্থার্থী, অত্যর্থম্, উদারাঃ, বিহিতান্, অল্পমেধসাম্, ব্যক্তিমাপন্নম্, দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ, অধ্যাত্মম্।

৪। ক্রিয়া ও বিভক্তি ইত্যাদি নির্দেশ করো—

বিদুঃ, যতন্তি, ভজন্তে, অভিজানাতি, মন্যন্তে, অজানন্তঃ, ইচ্ছতি, বিদধামি, ঈহতে, প্রপদ্যন্তে, আস্থায়, বিশিষ্যতে, বিদ্ধি, ধার্যতে, বক্ষ্যামি।

(দ্বিতীয়াংশ)

দশম প্রশ্নপত্র

১। ময্যাসক্তমনাঃ ও মদাশ্রয়ঃ এই দুই শব্দের বিশেষত্ব কী?

২। "সবিজ্ঞান জ্ঞান" ও "অবিজ্ঞান জ্ঞান" শব্দ দুইটি কি অর্থহীন নহে? ব্রহ্মকে জানিলেই জ্ঞান হয়? তবে আবার বিজ্ঞান কী বস্তু?

৩। সকল ধর্মই এই দাবি করে যে, তাহা মুক্তি দিতে পারে। সুতরাং, যাহারা কোনো ধর্মসম্প্রদায়ে প্রবেশ করে তাহাদেরই মুক্তি হয়—ইহা স্বীকার করিতে হয়। তবে আর "মনুষ্যাণাম্" ইত্যাদি কথার অর্থ কী?

৪। পরা ও অপরা প্রকৃতি কী কী ও কীরূপ?

৫। প্রভব ও প্রলয় কীরূপে হয়? একটা স্ফুলিঙ্গ অগ্নি হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ থাকে, তারপর নিভিয়া যায়; একটি জলের বুদ্‌বুদ জল হইতে উঠে ও কিছুক্ষণ থাকিয়া জলে মিশিয়া ধ্বংস হইয়া যায়। জীবও কি ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়া আবার ব্রহ্মে ধ্বংস হয়? তবে এই ধ্বংসই কি মুক্তি?

৬। পুণ্যগন্ধ শব্দের অর্থ কী? শুধু গন্ধেই তাঁর বিভূতি—রূপ-রসে নহে? জড়বস্তু; তাহাতে আবার পাপ-পুণ্য কী?

৭। বীজ সনাতন হইলে গাছও সনাতন হওয়া সম্ভব। ব্রহ্ম যদি সনাতন হন, তবে জীবও সনাতন, যেহেতু কার্যে কারণে স্বভাব থাকে। সুতরাং, জীবত্ব নাশের কি কোনো সম্ভাবনা নাই?

৮। কামরাগ বিবর্জিত বল কীরূপে? কাম আবার ধর্ম অবিরুদ্ধ কীরূপে হইতে পারে? কাম তো ধর্মের শত্রু, ষড়্‌রিপুকে জয় না করিলে কি ধর্মই হয় না?

৯। কার্য-কারণ অভিন্ন। অতএব, যে-তমোগুণ ব্রহ্ম হইতে জাত তাহাও কি সৎ? এবং সত্ত্ব ও তমঃ উভয়ই সমভাবে উত্তম?

১০। জীব প্রকৃতির অধীন। ব্রহ্ম প্রকৃতির অতীত। তবে প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়া জীব ব্রহ্মকে জানিবে কীরূপে? আর প্রকৃতির বাহিরে গেলেও জীব বলিয়া কিছুই থাকে না। অতএব, জীবের মুক্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে জীবন্মুক্তির অর্থ কী?

১১। জ্ঞানিভক্ত যে-ভগবানকে ডাকেন আর্তভক্তও সেই ভগবানকেই ডাকেন। তবে জ্ঞানীর এত প্রশংসা কেন? "আস্থিতঃ স হি" ইত্যাদি দ্বারা কি এই বুঝায় যে, জ্ঞানীর ভগবান এক জন ও জিজ্ঞাসু প্রভৃতির ভগবান অন্য?

১২। অবতারদেহে ও দেবদেহে বৈষম্য কী?

১৩। "মাং তু বেদ ন কশ্চন"—ইহার অর্থ কী? ঋষি-মুনি, অবতার পুরুষগণও তাঁকে জানেন না?

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

একাদশ প্রশ্নপত্র

১। শ্লোক বা শ্লোকাংশ লিখো—

(ক) অধ্যাত্ম কাহাকে বলে?

(খ) কর্মের সংজ্ঞা কী?

(গ) ভগবানলাভ সম্বন্ধে কীসে নিঃসংশয় হওয়া যায়?

(ঘ) ভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করো।

(ঙ) ভগবানলাভ কাহার পক্ষে সুলভ?

২। নিম্নলিখিত চারিটি শ্লোকের অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ লিখো—

(ক) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবম্ ইত্যাদি।

(খ) প্রয়াণকালে ইত্যাদি।

(গ) মামুপেত্য পুনর্জন্ম ইত্যাদি।

(ঘ) শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে ইত্যাদি।

৩। ধাতু ও বিভক্তি নির্দেশ করো—

উচ্যতে, ত্যজতি, এষ্যসি, উপৈতি, অনুস্মরেৎ, প্রলীয়ন্তে, নিবর্তন্তে, আহুঃ, মুহ্যতি, অত্যেতি, প্রবক্ষ্যে, নাপ্নুবন্তি।

৪। ধাতু ও প্রত্যয় লিখো—

প্রয়াণম্, অক্ষরম্, বিসর্গঃ, স্মরন্, অনুশাসিতারম্, অণীয়াংসম্, আবেশ্য, ব্রহ্মচর্যম্, পুনরাবর্তিনঃ, অব্যক্তঃ, ধাম, ব্রহ্মবিদঃ, সৃতী, তপঃসু, প্রদিষ্টম্।

৫। টীকা ও বঙ্গার্থ লিখো—

নিয়তাত্মভিঃ, ভূতভাবোদ্ভবকরঃ, ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ, আব্রহ্মভুবনাৎ, অনন্যচেতাঃ, অনন্যয়া।

৬। (ক) সারাজীবন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া মৃত্যুকালে এক বার মাত্র ভগবানকে স্মরণ করিলেই যদি মুক্তি হয়, তবে আর এত সাধন-ভজনের উপদেশ কেন দেওয়া হয়?

(খ) ভগবানকে যে পাইব, তাহার কোনো নিশ্চিত প্রমাণ কি নিজের মধ্যে অনুভব করিতে পারা যায়?

(গ) মন দিয়া তাঁহার চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা ভগবানের বিষয় কি জানা যায়?

(ঘ) "অচিন্ত্যরূপম্"-কে চিন্তা করিবার চেষ্টা করাই কি বৃথা নহে?

(ঙ) মৃত্যুকালে ওঙ্কার উচ্চারণ না করিলে কি মুক্তি হয় না? "মামনুস্মর" অর্থ কী? শুধু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে বলিতেছেন কেন?

(চ) গীতোক্ত অহোরাত্র জানিলে কী হয়? সাধারণ দিন-রাত্রি তো সকলেই জানে, তাহাতে তো কোনো ফল হয় না।

(ছ) "সর্বভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি"—এমন কোনও বস্তু যে আছে তাহা জানা গেল কী প্রকারে? সর্বজীব নষ্ট হইলে তাহারা থাকে, তাহা কে বলিল?

(জ) যদি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিলে বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা অপেক্ষা বেশি ফল লাভ হয়, তবে তাহা জানিয়া লইলেই আর বেদপাঠাদিতে বৃথা শ্রম করিতে হয় না। তবু কেন বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যার বিধান আছে?